উত্তরপর্ব মুজিবনগর

শওকত ওসমান

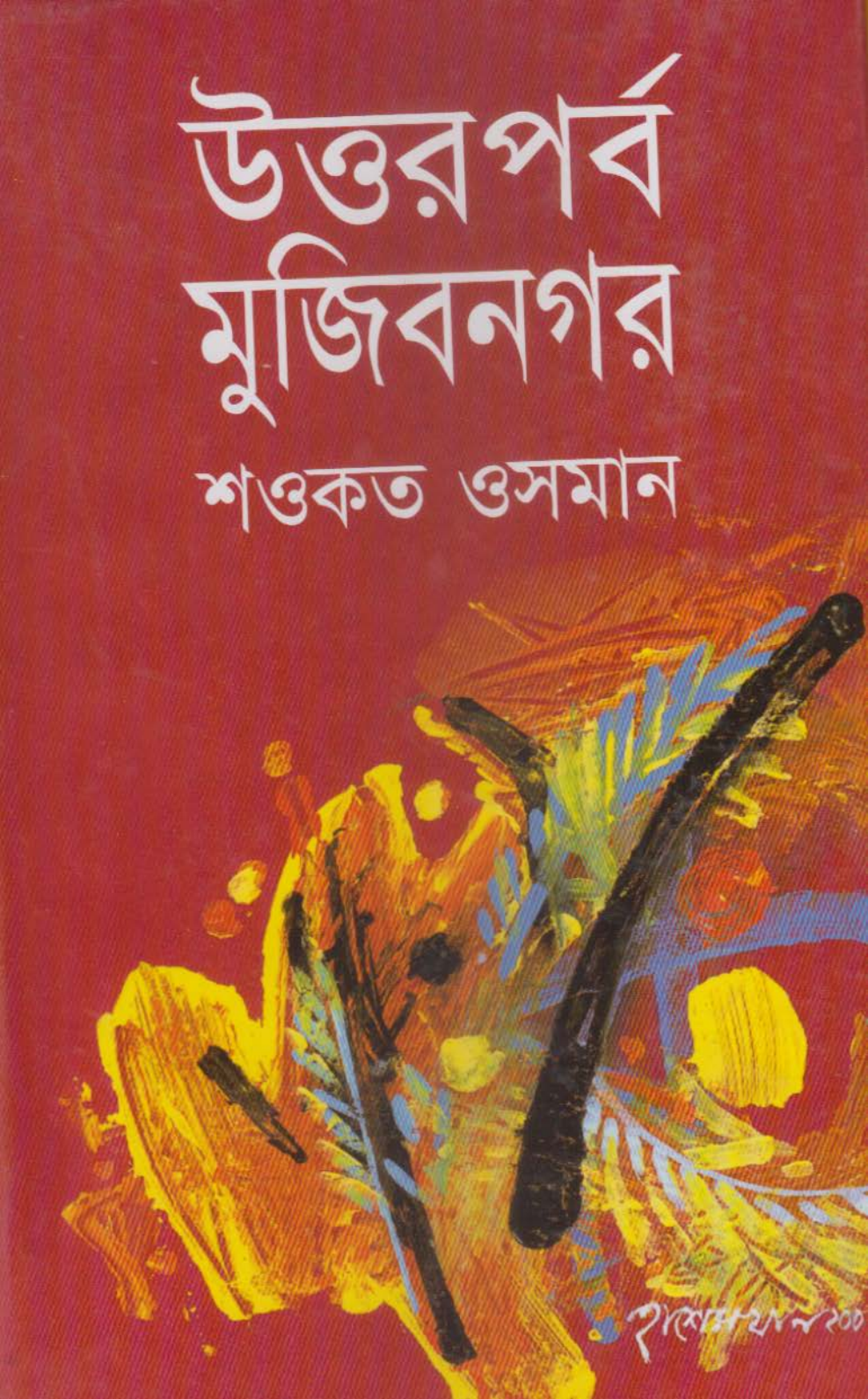

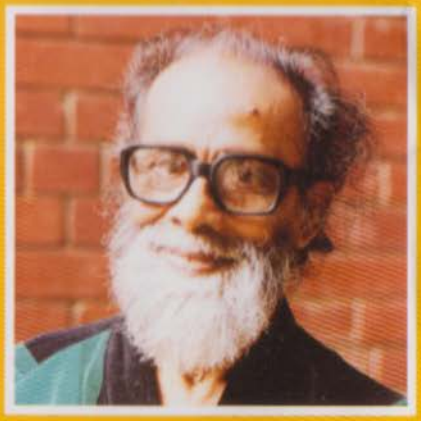

আলোকচিত্র : এম এ আহমেদ

শওকত ওসমান এটি লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। পিতা: শেখ মোহম্মদ এহিয়া, মাতা: গুলেজান বেগম। জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯১৭, পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার খনাকুল থানার সবলসিংহপুর গ্রামে। পাড়ার নাম মেহেদি-মহল্লা।

গ্রামের মাদ্রাসার লেখা-পড়া শেষে ১৯২৯-এ ভর্তি হন কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়ায়। ১৯৩৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস করেন। এখান থেকেই বি.এ পাস ১৯৩৬ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বাংলায় এম.এ. ১৯৪১ সালে।

ছাত্র জীবনেই বিয়ে করেন হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনকে ১৯৩৮ সালের ৬ই মে।

১৯৪১ সালে কলকাতা কমার্স কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। দেশ-বিভাগের পর অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত করে অপশন দিয়ে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কমার্স কলেজে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে দুই বাংলায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটায় তাঁর পুরো পরিবার চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তখন থেকে চট্টগ্রামে ৩৪বি চন্দনপুরায় বসবাস করেছেন। ১৯৫৯-এ ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসেন এবং পূর্বে মোমেনবাগে

কেনা জায়গায় বাড়ি করেন এবং আমৃত্যু ৭এ মোমেনবাগে কাটিয়ে গেছেন।

১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময় কাটান কলকাতায়।

১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর গ্রহণ করেন, লেখায় পুরো সময় দেবেন বলে।

১৯৭৫-এ ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে ভীষণ মনোকষ্টে ভোগেন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ফিরে আসেন ১৯৮১ সালে।

শেখ মুজিবকে তিনি অনুজবৎ স্নেহ করতেন। শেখ মুজিবের প্রতি ছিল তার অগাধ স্নেহ-ভালোবাসা। শেখ সাহেবের সহজিয়া বোধকে তিনি ভীষণ দাম দিতেন। বলতেন, বড় বড় পণ্ডিতরা যা ধরতে পারেনি, মুজিব তা ধরে ফেলেছে।

এই দিনলিপি শুরু হচ্ছে ১৬ আগস্ট ১৯৭৫ শেষ হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৮১। পুস্তকের প্রথমেই অতীতের ধারাপাত শিরোনামে তিনটি পৃষ্ঠা আছে যা এই দিনলিপির মর্মকথা বিধৃত করে দিয়েছে।

বিশাল এই দিনলিপি নিয়ে অতিরিক্ত কিছু বলার দরকার নেই। দিনলিপি নিজেই তো সব বলে। এর মধ্যে বিশেষভাবে যা বড় হয়ে উঠেছে তা হলো ভারত-বিভাগ ও তার পরবর্তী ট্রাজেডি। মানুষে মানুষে অবিশ্বাস, হানাহানি শেষ হলো কোথায়? শওকত ওসমানের দিনলিপির মধ্যে এটির একটি বড় উপাত্ত পাওয়া যাবে। আর ব্যক্তি— শওকত ওসমানের মানস তো পুরো দিনলিপি জুড়েই। এর মধ্যে এত বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে যে এই পুস্তককে একটি খণ্ডিত বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হবে না।

উত্তরপর্ব
মুজিবনগর

শওকত ওসমান

সময় প্রকাশন

www.pathagar.com

উত্তরপর্ব মুজিবনগর
শওকত ওসমান

সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৭
সময় প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৩

সময়
সময় ৬৪৯

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
হাশেম খান

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
অধুনা প্রিন্টার্স, সুকলাল দাস লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ১,০০০.০০ টাকা মাত্র

UTTARPARBA MUJIBNAGAR (Next Face of Mujibnagar) by Shaukat Osman. Somoy First Published: February Book Fair 2009, Somoy 2nd Print: February Book Fair 2017 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh.

Web : www.somoy.com E-mail : somoyprokashon@gmail.com

Price : Tk. 1,000.00 Only

ISBN 984-70114-0049-0 Code : 649

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে: www.rokomari.com, www.boi-mela.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে সে-ই নিদারুণ ঘটনাটি ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিছু বিপদগামী সৈনিক কর্তৃক সপরিবারে নিহত হন।

ইতিহাসে এমন ঘটনার অভাব নেই। এই উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধী, লিয়াকত আলী খান, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ নিহত হয়েছেন। সব শেষে বলী হলো বেনজির ভুট্টো। শেখ সাহেবের নিহত হবার ঘটনা ঘটার পর পুত্র হিসেবে আমি বাবা শওকত ওসমানকে দেখেছি অসম্ভব মনো পীড়ায় ভুগতে। একটু নিশ্চিন্তে বসতে পারতেন না। এমন কি তার খাওয়া-দাওয়াও অসম্ভব কমে যায়।

আমরা তখন মোমেনবাগে আমাদের একতলা বাড়িতে থাকতাম। পাশাপাশি কামরা। প্রায় সময়ে অসময়ে এসে বলতেন, 'মুজিব এক খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো নিশ্চয় ছটফট করেছে, যখন বুঝতে পেরেছে তাকে হত্যা করতে এসেছে ঘাতকরা।'

শেখ মুজিবকে তিনি অনুজবৎ স্নেহ করতেন। সেই অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রায়ই বলতেন, 'মুজিব এমন এক প্যাঁচ কষেছে যে বাংলাদেশ না হয়ে উপায় নেই।'

শেখ মুজিবের প্রতি ছিল তার অগাধ স্নেহ-ভালোবাসা। শেখ সাহেবের সহজিয়া বোধকে তিনি ভীষণ দাম দিতেন। বলতেন, বড় বড় পণ্ডিতরা যা ধরতে পারেনি, মুজিব তা ধরে ফেলেছে।

বাবার মানসিক অস্থিরতা কাটাবার জন্যেই আমরা পুরো পরিবার তাঁকে বলি কলকাতা থেকে ঘুরে আসতে। তাহলে মনটা কিছুটা শান্ত হবে। তিনি আমাদের কথা রাখলেন এবং কলকাতা গেলেন। কিন্তু তারপর দেশে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যে তাঁর পক্ষে আর সহজে দেশে ফেরা হয়নি। প্রায় ছ' বছর পর দেশে ফেরেন। নির্বাসনে রচিত তার দিনলিপি দীর্ঘদিন পড়েছিল। ১৯৯৩ সালে তা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করে সখিনা প্রকাশনী– প্রকাশক খন্দকার ওবায়দুল হক সেলিম।

এই দিনলিপি শুরু হচ্ছে ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫– শেষ হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৮১। পুস্তকের প্রথমেই অতীতের ধারাপাত শিরোনামে তিনটি পৃষ্ঠা আছে যা এই

www.pathagar.com

দিনলিপির মর্মকথা বিধৃত করে দিয়েছে। আর এই মর্মকথা এত যথার্থভাবে সমাজতাত্ত্বিক যে শওকত ওসমানকে একজন বড় মাপের সমাজতাত্ত্বিক মানতে কারো বাধবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. অনার্সে ভর্তির সময় আমার ইচ্ছা ছিল দর্শন পড়ব। বাবা সাজেস্ট করলেন সোসিওলজি পড়ার। আমার তাই সমাজতত্ত্বে পড়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগ খোলার কারিগর বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক নাজমুল করিম ছিলেন বাবার বন্ধু। আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং অনেক সময় বলতেন, 'সোসিওলজি বুঝতে চাও, বাবার লেখা পড়।' কথাটি যথার্থ। বাবার পুরো সাহিত্য সমাজতত্ত্বনির্ভর। তাই তিনি দিনলিপির শুরুতে, 'অতীতের ধারাপাত' শিরোনামে লিখছেন : ইতিহাসে সতর্কবাণী সকলের কাছে পৌঁছায় এমন আশা করা যায় না . . . অনেকে জানে না, সাম্রাজ্যবাদের কাহিনী। যন্ত্রশিল্পে উন্নত সভ্য মানুষের আচরণ জীবজন্তুকেও হার মানিয়ে দেয়। তৃতীয় বিশ্বের শোষণ তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান শর্ত। এই শর্ত বজায় রাখতে তারা যেকোনো পন্থা গ্রহণে এতটুকু পিছপা হবে না, তা যতই জানোয়ারসুলভ হোক না কেন?'

. . . আরো বলেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদীরা ঘাতক খুঁজে পায় তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক নর্দমা থেকে।'

বিশাল এই দিনলিপির বিশাল ভূমিকা লেখার কি দরকার আছে? দিনলিপি নিজেই তো সব বলে। এর মধ্যে বিশেষভাবে যা বড় হয়ে উঠেছে তা হলো ভারত-বিভাগ ও তার পরবর্তী ট্র্যাজেডি। মানুষে মানুষে অবিশ্বাস, হানাহানি শেষ হলো কোথায়? শওকত ওসমানের দিনলিপির মধ্যে এটির একটি বড় উপাত্ত পাওয়া যাবে। আর ব্যক্তি-শওকত ওসমানের মানস তো পুরো দিনলিপি জুড়েই। এর মধ্যে এত বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে যে এই পুস্তককে একটি খণ্ডিত বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হবে না। আর শওকত ওসমানের অন্তরে মানুষের প্রতি প্রীতির যে ফল্গুধারা ছিল তা এই দিনলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠাজুড়ে অবস্থান করছে। আর সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে তার মনের মধ্যে দেশ-বিভাগের কান্না। সে তো কোটি কোটি ভুক্তভোগীর কান্নাই। এমন কি ছাত্র-অভিনেতা উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর তিনি অন্তত পঞ্চাশবার উল্লেখ করেছেন কেন তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেননি।

সময় প্রকাশন এটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় অনুজব ফরিদ আহমেদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

৩০ ডিসেম্বর, ২০০৭
ঢাকা ১০০০০

বুলবন ওসমান
৯এফ সেগুনবাগিচা কনকর্ড, ৫ সেগুনবাগিচা

www.pathagar.com

নিরুপায় ভূমিকা

শাহ মুহাম্মদ নাজমুল আলম।

এই নাম সমাবন্ধ এবং বিন্যাসে চব্বিশ রকম হতে পারে। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তার কল্যাণে ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এই স্নেহভাজনকে সম্পর্কের জন্য ধন্যবাদ দিতে পারব না, পুস্তকটি অবিশ্যি ডায়েরি।

একই জের, লন্ডন-প্রবাসী সাংবাদিক আমিনুল হক বাদশার বেলা। সে বহু দূর থেকে পাণ্ডুলিপির গন্ধ পেয়েছিল। সেই প্রবাহে নিকটে এসে দাঁড়ায় ওবায়দুল হক খন্দকার, সংক্ষেপে সেলিম-নামে পরিচিত। প্রকাশক-লেখক সম্পর্ক সে গোড়াতেই ঘুচিয়ে দিলে। ধন্যবাদ আর কোথায় দেব?

এই বাহ্য।

"বেস্ট কম্পিউটার প্রিন্টার্স" প্রতিষ্ঠানের প্রধান সারথী মুহাম্মদ শাহাদৎ হুসেন প্রকাশকের পন্থায় আমার মুখ আর খুলতে দিলে না। এমন কি প্রথম প্রুফ-সংশোধনের জঙ্গলে সে স্বেচ্ছায় নিজকে নির্বাসন দিলে। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সহযোগী আব্দুল মালেক চঞ্চল এবং তার দোহারগণ : এস, এম, আজিজুল হক, সাইফুল ইসলাম জিন্নাহ, মোহাম্মদ কামাল হোসেন, মোহাম্মদ আবুল কামাল আজাদ, মোহাম্মদ ইব্রাহিম হোসেন খান, মোঃ সবদের আলী (পান্না) প্রমুখ সৌজন্য-প্রকাশের কোন পথ খোলা রাখেনি।

প্রচ্ছদ-শিল্পী মোখলেসুর রহমান, হিরন্ময় চন্দ একই ধরনের ষড়যন্ত্রী। নির্ঘণ্ট-রচয়িতা শাকিল হোসেন দৌহিত্র। ধন্যবাদ দিলে, তেড়ে আসবে। নির্ঘণ্ট প্রদত্ত। কিন্তু বর্ণানুক্রমিক নয়, বর্ণবর্গ-বন্দি। নির্ঘণ্টে কিছু নাম বাদ পড়ে গেছে। আরো আছে সংখ্যাবিভ্রাট। প্রদত্ত সংখ্যার সঙ্গে ৪ (চার) পাঠককে যোগ করতে আরজ জানাই।

তদ্রুপ ঘটেছে মুদ্রণ-প্রমাদ এবং পদবী-প্রমাদ। অবিভক্ত বঙ্গের বিপ্লবী সংগঠন "অনুশীলন পার্টি"র সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র ধরচৌধুরী, বয়স ৮১, হয়েছেন ধীরেন ভৌমিক। তজ্জন্য আমি লজ্জিত ও দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী অবিশ্যি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই ডায়েরি রচনাকালে জীবিত কিছু পরে লোকান্তরিত, এমন কিছু সহৃদয় জন আছেন। তন্মধ্যে ছয় বছরের নির্বাসনকালে নিত্যকার সঙ্গী শ্রী সঞ্জীব দত্তের নাম বার বার মনে পড়ে। তিনি গত বছর ২৭শে এপ্রিল, ১৯৯২ লাংস্-ক্যান্সার রোগে কলিকাতা ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শওকত ওসমান

www.pathagar.com

প্রকাশকের দু'টি কথা

গত শীতের এক সন্ধ্যায় আমাদের পারিবারিক আড্ডায় হাজির হলেন, সপ্ততিসপ্ত শ্মশ্রুমণ্ডিত, সদাহাস্য তেজদীপ্ত এক বর্ষিয়ান। আমার মেজভাই আমিনুল হক বাদশা (বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি ছিলেন), কনিষ্ঠ মাতুল জনাব নূর-উদ্দিন আহমেদ (অবসরপ্রাপ্ত) সচিব বন, পশু ও মৎস্য, তাঁকে দেখে চমকিত হলেন। বাদশা ভাই শ্রদ্ধায় নতজানু হলেন। আগন্তুক উদাত্ত আহবানে স্নেহ-ডোরে টেনে নিলেন আমাদের। আড্ডা চলছিল বর্তমান জীবনচর্চা, দেশের অবস্থা আরো বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে। এভাবে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে কথোপকথন চলছিল। মাঝে মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল স্মৃতির গাথা বিশেষতঃ মুক্তিযুদ্ধ ও তার উত্তরকালীন অবস্থান নিয়ে। হঠাৎ তিনি বলেন "অ্যরে বাদশা, এসব কথা তো আমি ডায়েরি করেছি।" আমার উৎসাহী সত্যসন্ধানী মন পাগল হয়ে উঠলো। চিন্তা করে দেখলাম এই সত্য কাহিনী জানার দরকার আমাদের, বিশেষ করে যাদের জন্মের আগে এই 'বাংলা' নামের দেশ আমরা পেয়েছি তাদের। অবশেষে সাহসের পাখায় ভর করে বলেই ফেললাম– দিন না আমায় প্রকাশ করি। এভাবেই পাণ্ডুলিপিটা এলো আমার হাতে। তার পরের ঘটনার সাক্ষী আমার সব সহকর্মী।

কথাশিল্পী ও কলমযোদ্ধা/কলম-কৃষক শওকত ওসমান সাহেবকে নতুনভাবে সমাজে পরিচয় করে দেয়াটা আমার জন্যে ধৃষ্টতা মাত্র; তবে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে তাঁর অন্যান্য বইগুলোর মতো এটাও চমকপ্রদ– তাই পাঠক সমাজে অতি সহজেই এটা সমাদৃত হবে, আমার বিশ্বাস।

আজ আমি কৃতজ্ঞ সবার কাছে, যারা এই বই প্রকাশের জন্যে শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করেছেন। তবে এই মুহূর্তে কয়েক জনের নাম না স্মরণ করলে হয়তো চির অকৃতজ্ঞ থেকে যাব; এর মধ্যে আছেন আমার সর্বংসহা সহধর্মীনী সাহিদা খন্দকার বেবী, অত্যন্ত স্নেহাস্পদ পলাশ কুমার বাগচী, হিরন্ময়, কাশেম, আলম এবং আমার প্রিয় কন্যা প্রেমা।

বাংলা একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত দেশের বিশিষ্ট কবি বেলাল চৌধুরী লেখক-পরিচিতি লিখে দিয়ে আমাকে চিরঋণে বেঁধেছেন।

খন্দকার ওবায়দুল হক সেলিম

www.pathagar.com

উ ৎ স র্গ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
দুই নিভাঁজ বাঙালি
যাঁরা
দেশবাসীর জন্যে
রাজনৈতিকভাবে আবেগের শিকড়
দান করে গেছেন

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই–

উপন্যাস

জননী
ক্রীতদাসের হাসি
বণী আদম
জাহান্নম হইতে বিদায়
উপন্যাসসমগ্র ১
উপন্যাসসমগ্র ২
উপন্যাসসমগ্র ৩
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র

গল্পগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠগল্প
গল্পসমগ্র
পিঁজরাপোল
ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী
বিগত কালের গল্প
উপলক্ষ্য

মুক্তিযুদ্ধ

কালরাত্রি খণ্ডচিত্র
১৯৭১ : স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর

স্মৃতিকথা/আত্মকথা

রাহনামা ১
রাহনামা ২
উত্তরপর্ব মুজিবনগর

কিশোরসাহিত্য

কিশোরসমগ্র ১
কিশোরসমগ্র ২

অন্যান্য

হন্তারক
প্রবন্ধসমগ্র
হন্তম-পঞ্চম

www.pathagar.com

অতীতের ধারাপাত

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রিস্টীয় সন।

"শেখ মুজিবুর রহমান নিহত, শেখ মুজিবুর রহমান নিহত।" আততায়ীরা বেতার মারফৎ সকালবেলা ঘোষণা করে গেল।

আর ত কিছু শোনার প্রয়োজন করে না।

কাল-পরিস্থিতির গুণে মুহূর্তে দশক হয়, শতাব্দী হতে পারে। ইতিহাস, কখনও কখনও আর্তনাদ করে। স্তব্ধ ইন্দ্রিয় তখন সক্রিয়। বোধ এবং বোধহীনতার এমন গোধূলি বেলায় কালের প্রান্তরে তুমি হাতড়পাতড় হামাগুড়ি দিতে পারো, কিছুই ধরতে পারবে না, আবার মনে হবে সকল ঘটনা তোমার বুকের উপর আছাড় খেয়ে জানান দিচ্ছে। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে তুমি উঠে দাঁড়াতে চাও, কিন্তু পথ কোথায়? সম্মুখে অন্ধকার কুয়াশাআস্তীর্ন আর এতটুকু সাহায্যে নারাজ। তবু আততায়ীদের ঘোষণা ছাপিয়ে আর্তস্বর ধ্বনিত হয় : শেখ মুজিবুর রহমান নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত। এই ভূখণ্ডের বাঙালি মুসলমান হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের শতাব্দীর পর শতাব্দীবাহী দাসত্ব-জাত চেতনা চূর্ণকারীদের প্রধান দলপতি–সূত্রধর ত শুধু শেখ মুজিবুর রহমান হতে পারে না।

তৃতীয় হস্তের ক্রীড়নক জল্লাদেরা সর্বকালেই কর্ণহীন, চক্ষুহীন। ইতিহাস তাদের ঘোষণার স্বরগ্রাম ছাড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল তৎক্ষণাৎ, "বাংলাদেশের অধিবাসীবৃন্দ, এবার ঘাতকেরাই তোমাদের সেবক। প্রস্তুত হও। জলাঞ্জলি দাও মানবিক সকল বোধ। ঐতিহ্য-পরম্পরায় লব্ধ জ্ঞানের মশাল নিভিয়ে দিতে ওদের লোমশ ঠোঁটের ফুৎকার শোনার পূর্বে দুই কানে আঙুল লাগাও। মানুষে মানুষে হৃদ্যতার ভেতর দিয়ে ধার্মিক হওয়া যায়–এই নির্দেশের উপর এবার ওরা নিজেদের ফরমান লটকাবে, মানুষে মানুষে বিসম্বাদের পথই ধর্মের আসল সড়ক।" ওদের সমর্থন দিতে লোকের অভাব হবে না। হত্যাই ওদের ধর্ম-প্রসারের একমাত্র যুক্তি। "জেনে রেখো, এখন থেকে যারা ঘাতক তারাই তোমাদের সেবক।"

ইতিহাসে সতর্কবাণী সকলের কাছে পৌঁছায় এমন আশা করা যায় না। এই ভূমণ্ডল আজও "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" নীতির খাঁজে লগ্নীকৃত। অনেকে জানে না,

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের কাহিনী। যন্ত্রশিল্পে উন্নত সভ্য মানুষের আচরণ জীবজন্তুকেও হার মানিয়ে দেয়। তৃতীয় বিশ্বের শোষণ তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান শর্ত। এই শর্ত বজায়ে তারা যেকোন পন্থা গ্রহণে এতকুটু পিছপা হবে না, তা যতই জানোয়ার-সুলভ হোক না কেন?

দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বে ঘাতক কিভবে পয়দা হয়? এই পয়দা-নামা বহুজনের কাছে অজ্ঞাত।

আপনারা জানেন, নর্দমায় এবং নর্দমার আশপাশে কী জন্মায়। নানা ধরনের পোকার আতুর ঘর, ওই আস্তানা। কেঁচো পাওয়া যায় এইখান থেকে। যারা মাছ ধরেন, তারা জানেন কেঁচোর মাহাত্ম্য। এই কেঁচো টোপ হিসাবে একদম প্রথম শ্রেণী। এখন টোপ কী কাজে লাগে তা নিশ্চয় আপনাদের জানা আছে। টোপ দিয়ে বড় বড় মাছ শিকার করা যায়। টোপ লাগে শিকারে।

মানুষের সমাজেও নর্দমা আছে। এই নর্দমা থেকে এক রকমের কেঁচো জন্মায়, তাদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই টোপ অবিশ্যি ব্যক্তি। তা খোলাসা করে বলার দরকার।

সাম্রাজ্যবাদীরা ঘাতক খুঁজে পায় তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক নর্দমা থেকে। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা বজায়ে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির দিকে চোখ রাখতে হয়। এখানে রাজনীতি অর্থ রাষ্ট্র অর্থনৈতিক-ভাবে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে। যদি দেশের পরিচালকদের দেখা যায়, জনগণের সত্যিকার শ্রীবৃদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে তা সাম্রাজ্যবাদীদের মনঃপুত হতে পারে না। এইজন্যে উন্নত দেশের উন্নত মানুষগুলো কিছু অসভ্য অনুন্নতের ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের স্বার্থবিরোধী ক্ষেত্রে এ-পর্যন্ত দেখা যায় দু'টি পথ তারা অনুসরণ করে। প্রথম, নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা উক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোতে না পারে। দ্বিতীয় পথ, হত্যার পথ। জন-নায়কদের নৃশংস নিধনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের অভাব ডেকে আনে যা বিশৃঙ্খলার আর এক রূপ। এই জঘন্য হত্যার কাজে সাম্রাজ্যবাদীরা টোপ সন্ধান করে। তাদের কেঁচোর অভাব হয় না। সামাজিক নর্দমায় তেমন জীবের জন্ম ত চিরাচরিত ব্যাপার। এই নরাকার সরীসৃপের মুষ্টিমেয় কয়েকটি আত্মস্বার্থের বাইরে আর কিছু দেখে না। আবেগ দ্বারা তাড়িত হওয়াই এগুলোর বৈশিষ্ট্য। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কী দশা হবে, তাদের হিসাবে এমন জিজ্ঞাসার কোন চিহ্ন থাকে না। নিজেদের জাগতিক উন্নয়নকামী সেবায়েৎরা বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট সহজে বিক্রি হয়ে যায়। ষড়যন্ত্রের জাল পাতা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে আর কঠিন কিছু থাকে না।

এমন ফেরেবের গর্তে পড়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চলে গেলেন বড় চড়া দাম দিয়ে। দেশপ্রেমের অভাব থাকলে তিনি সাম্রাজ্যবাদের শিকার হতেন না।

www.pathagar.com

বহু দেশপ্রেমহীন রাজনীতিবিদ এই সরল বাক্যটুকু বুঝতে অক্ষম।

বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশ!

রাজনৈতিক জনহীন প্রান্তর Political no Man's Land বলে কিছু থাকতে পারে না। গহ্বর ভরে উঠবে এবং অবিলম্বে "ঘাতকেরাই সেবক" ইতিহাস হাঁক দিয়ে গেছে।

ভবিষ্যতের ছবি স্বচ্ছন্দে আঁকা যায়। ইতিহাসের চাকা এবার উল্টোভাবে ঘুরবে। জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে ব্যষ্টি পেয়েছিল সমষ্টির অখণ্ডতা। সেই অখণ্ডতার চূর্ণ করতে হবেই আততায়ীদের। নচেৎ কোন মানস-ভিত্তির উপর ওরা দাঁড়াবে? পায়ের তলার মাটি সব সময়ই প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ছিল মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার লাভা-প্রবাহ। সেই লাভায় আবার বাংলাদেশ ছেয়ে দিতে হবে ওদের। নিষিদ্ধ পার্টিগুলো এবার জায়েজ হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। এই মুহূর্তে হয়তো তেমন সোজাসুজি মোকাবিলায় এগোবে না আততায়ীর দল। কিন্তু ওদের রাজনৈতিক ছকও আঁকা যায় এখনই, যদি ওদের টিকে থাকতে হয়। দেশী এবং বিদেশী সকল প্রতিক্রিয়াশীল সোশ্যাল ফোর্স ওই আখড়ার ভেতর জমা হবে। চব্বিশ বছরের দাসত্ব মোচনের সংগ্রাম এবং শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে লাখ-লাখ প্রাণের বিসর্জন সবই যেন এক ফুৎকারে বৃথা হয়ে গেল। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে গোলামের জাত ভুলে গেল তার অতীতের আত্ম-অবমাননাকর সকল পরিস্থিতি? সাধারণ সরল নিরীহ আপামর জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের দুঃসহ বোঝা সহনীয় করে তুলতে ফন্দির অভাব হবে না। পারলৌকিক শালগম সম্মুখে ঝুলিয়ে তারা যে বাজিমাৎ করে তেমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন চেতনার বিষ-রাষ্ট্রের বেসাতি শুরু হবে তখনই সারা দেশময়।

বিরাণ বাংলাদেশ মানবিকতার দিক থেকে। এই শ্বাসরোধী আবহাওয়ার মধ্যে তুমি কী করে বাঁচবে? বাঁচবে বৈকি, কিন্তু তা মানুষের মতো নয়, হয়তো জন্তুর মতোও নয় পুরোপুরি। বাঁচার এই প্রশ্নের সম্মুখে জবাব দিতে হয়। চুপ থাকা যায়। পরিস্থিতি জানোয়ারদের যতই বিতাড়িত করুক, তারা যেমন বাকহীন হয়ে জন্মায় তেমন থাকে, খুব জোর তাড়া খেয়ে চীৎকার করে দৌড়ে যায় দিগ্বিদিক। মানুষের পক্ষে পরিবেশ-মোকাবিলা অত সহজ নয়।

একজন লেখকের পক্ষে তা আরো এক চরম পরীক্ষা। বাকশিল্পী দুর্জনের ভ্রুকুটির সামনে কি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে?

সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই একদিন সতর বছর পূর্বে জলাঞ্জলি দিয়েছিলুম গৃহ-সুখ।

বেছে নিয়েছিলুম বিবাগী জীবন। বক্ষ্যমান দিনপঞ্জি তারই স্মারক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৬ আগষ্ট, '৭৫

বজ্রাহত।

বসে থাকি।

পায়চারি করি। মাথার ভেতর নানা দাপাদপি।

চিন্তা নেই এতটুকু।

নিজের ভেতর সেঁধিয়ে গেছি।

ঘাতকদের লম্ফঝম্ফের অন্ত নেই।

ইতিহাস কোথায় নিয়ে চলেছে আমাদের।?

১৭ আগষ্ট, ৭৫

Poor self
A dedicated beggar to the air.

—Shakeshpeare.

১৮ আগষ্ট, '৭৫

"হেথা নয় অন্য কোন খানে।"

ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ।

না, এইভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরতে পারব না।

গ্রীবার উপর এত চাপ!

ঘাতকেরা গদী-রক্ষায় মগ্ন। ওদের বেতার ভাষণ আমি আর শুনি না।

১৯ আগষ্ট, '৭৫

আহার নাম মাত্র।

এমন যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছিলুম একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত্রে এবং পরবর্তীদিনে।

সেই কাল-মুহূর্ত ফিরে এলো এত সত্বর?

২০ আগষ্ট, '৭৫

সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করা উচিত নয়।

www.pathagar.com

"হেথা নয়, অন্য কোন খানে।"
কিন্তু কোথা যাব?

২২ আগষ্ট, '৭৫

কলকাতায় পৌঁছলাম বিমানে। ভিসা টিকেট সবই শুভাকাঙ্ক্ষীদের কল্যাণে যথা-সময়ে হাতে এসেছিল। তারাই বিমান পৌঁছে দিয়ে গেল।

২৩ আগষ্ট, '৭৫

ক'দিন ঘুম হয়নি। গত রাত্রে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারব না।

আশ্রয়, পুরাতন আশ্রয়ঃ জাষ্টিস মাসুদের পান্থশালা। ১৯৭১-এ এখানেই হাঁফ ছেড়েছিলুম। আবার চার বছর পরে। এমন সহৃদয় আস্তানা থাকার ফলে, সেবার যেমন লড়ায়ের আগুনের অনেক আঁচ গা ছুঁতে পারেনি, এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

সমাজ-সচেতন বিচারপতির ঋণ বেড়েই চলল। বাড়ীর অন্যান্য পরিজন বোন তাহেরা, হোসেন ভাই, স্নেহভাজন জলী-শিখা সকলের মমতার আচ্ছাদনে দিন কাটবে। কিন্তু এই বয়সে ঋণ আর কতো করব?

ইতিহাসের চাকায় থেৎলে যেতাম চতুর্দিকে প্রাণের ঠেস না পেলে।

২৪ আগষ্ট, '৭৫

সকালে হঠাৎ ঢাকার আগল বুকে ঝড় তুলে গেল।
পথিকের গৃহস্মৃতি।
কিন্তু এই দুর্বলতা দূর হোক।
সংসারের বন্ধনে আর বাঁধা পড়ব না।
দুর্গমের পথে নেমে আত্মসুখ-চিন্তা অশোভন।

৩০ আগষ্ট, '৭৫

ঢাকার রাজনৈতিক সংবাদ ঠিকমত পাইনে।
তাই দিনলিপি লেখার তাগিদ কমে এসেছে।

আজ হঠাৎ পুরাতন সহপাঠী নূর মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। কলিন ষ্ট্রিটে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কেয়ার টেকার-কাম ম্যানেজার জাতীয় কাজ। বড় সহৃদয় ছিল মাদ্রাসার পড়ার সময়। তাই ওকে ভুলে যেতে পারিনি। দারিদ্র্যের জন্যে নুর মোহাম্মদ ম্যাট্রিকের সীমানায় থেকে গেছে। ইতিমধ্যে সে 'হজ্ব' করে হাজী নুর মোহাম্মদ। পুরাতন সহপাঠীদের সঙ্গে অতীত-মন্থনে বুক বড় হাল্কা

www.pathagar.com

লাগল। নিকটেই আমাদের গ্রামবাসী মরহুম এহিয়া (আমার পিতার নামও তা-ই) সাহেবের রুটি-বিস্কুটের কারখানা। কয়েকজনের সাক্ষাৎ ঘটল।

আমি দেখেছি, অতীত ঘুরে বেড়ালে বর্তমানের যন্ত্রণা অনেক কমে যায়।

"ডিউক রেস্তোরায়" আজ স্বর্গীয় গাল্পিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নীরেন চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তৃতা দিলেন। অনেক দিন পরে জনসমক্ষে আমিও কিছু বললুম। স্বর্গীয় লেখকের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ ঘটেছে। বন্ধু শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সে-ও পরলোকে) আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

রাত্রে সোনালী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আব্দুল মতীন খানের দাওয়াতে গিয়েছিলুম। এখানে সুবীর দাশগুপ্ত, নারায়ণ গাঙ্গুলি (লেখক নন) সমীর বসু প্রমুখের সাহায্যে তরতর সময় কাটল। অপূর্বকণ্ঠী শ্রীমতী পূরবী বসুর রবীন্দ্রসঙ্গীত শেষে অনেকক্ষণ জের রেখে গেল। পার্ক সার্কাস পৌঁছে মনে হোলো, সৈনিকের ছুটির মত মাঝে মাঝে এমন সময় কিছু হাতে পেলে, লড়তে কষ্ট হবে না।

১৬ অক্টোবর, '৭৫

কাল দেবীপ্রাসাদ রায়চৌধুরী ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ভাস্কর, স্থপতি, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতবিদ। আর এক জীবনসঙ্গী রবীন্দ্রনাথের ধারায় যিনি জীবন ও শিল্পকে এক আশ্চর্য সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিদেহী আত্মার প্রতি আমার নমস্কার।

১৭ অক্টোবর, '৭৫

দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। রাজধানী। এক্সপ্রেস বাহন। বিকেল ৫-১০ মিনিটে ছাড়ল। বিনিদ্র রজনী। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়লেই ল্যান্ডস্কেপ বদলাতে থাকে। ভোরে ঘুম ভাঙ্গল। তখন উত্তরপ্রদেশের প্রান্তরের উপর ছুটে চলেছে। সমতল বাঙলার মত এই এলাকা। রাতে ঘুম হয়নি। তাই চোখ আবার বুজে এলো।

১৮ অক্টোবর, '৭৫

দিল্লী স্টেশনে পৌঁছলাম।

আমাকে নিতে এসেছে চিত্রকর অনিল শ্রীবাস্তব এবং রুন্‌কী শ্রীবাস্তব। রুন্‌কী বন্ধু সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। সুব্রত এবং সহধর্মিণী করুণা বাঙালাদেশ থেকে হাঁফ ছেড়ে আসার দুই নিমিত্ত। ওরা দু'জন দেশের তেমনই নাগরিক যাদের চিত্ত দেশী ঐতিহ্যের মৃত্তিকা-নির্মিত, কিন্তু চোখ বিশ্বলোকনের-গবাক্ষ– যেকোন প্রাণ-প্রবাহ যেখানে আলো রূপে না পৌঁছে পারে না। সুব্রত-জননী শ্রীমতী নলিনী

www.pathagar.com

বন্দ্যোপাধ্যায় শাশ্বত জননী–যুগের বাতাসে নতুন করে প্রস্ফুটিত হন।

১৯ অক্টোবর, '৭৫

সকাল।

বেরিয়ে পড়লাম।

দেখা গেল সম্রাট হুমায়ুন স্মৃতিসৌধ।

পরে-বু-হালিম গ্রামে গালিবের মাজার জিয়ারৎ। মির্জা গালিব। মৃত্যুহীন গালিব।

অতীতেই ঘুরে বেড়াই।

নিজাম উদ্দীন আওলিয়ার মাজার দেখলাম।

কিন্তু এক নোটিশে মন খারাপ হয়ে গেল।

মাজারের দরজায় লেখা ঃ "রমণীদের জন্যে নিষিদ্ধ।"

কিন্তু কেন?

দুপুরে ক্লান্ত ডেরায় ফিরলাম।

সন্ধ্যায় ডিফেন্স কলোনির রাস্তায় ঘোরাঘুরি।

অনেকটা সান্ধ্য ভ্রমণ। সঙ্গী সুব্রত।

২০ অক্টোবর, '৭৫

প্রাণ-ঐশ্বর্য অঢেল। আমার ভাষায় এবং রসিকতায় তাই সন্ত মারাঠী সন্ত এ.এল. খতীব এসেছিল সাক্ষাতে। ওকে নিয়ে স্টার্লিং পাবলিশার্সের প্রকাশক ওমপ্রকাশ ঘাইয়ের অফিসে গেলাম। আমার এক তর্জমা-উপন্যাস (জলাংগী) ছাপার কথা পূর্বে চিঠি মারফৎ হয়েছিল। আজ কথা পাকা করা গেল।

দুপুরে পাঞ্জাবী ভাষায় লেখক কর্তার সিং ডুগ্‌গালের বাসায়। এই শিখ সন্ত ান অদ্ভুত এক হৃদয়ের অধিকারী। ওঁর স্ত্রী মুসলমান। পূর্বপাঞ্জাব থকে ভারত বিভাগের স্রোতে ছিটকে পড়েছিলেন। ডুগ্‌গালেরও সেই দশা। রিফিউজী হিসেবেই সাক্ষাৎ এবং পরিচয় প্রেমে পরিণত। সাল্‌মা ডুগ্‌গাল চিকিৎসক। লাঞ্চ আহারের সময় অনেক কাহিনী শোনা গেল।

সুব্রত-করুণার সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণ।

শিখদের পদবী বিচিত্র। ঢোঁঢ়, কাটান—এই জাতীয় শব্দ। সুব্রত গড়গড় উচ্চারণ করে গেল। প্রায় পদবী হাস্য-উদ্রেকের উৎস হতে পারে।

রাত্রে বেশ ঠান্ডা। কম্বল টেনে নিতে উঠেছিলুম।

হঠাৎ গৃহাভিমুখী মন।

হেসে উঠলাম মনে মনে। আমি পরিব্রাজক, তা-ই আমার শেষ কথা। আমার

www.pathagar.com

কেন ঘরের প্রতি লোভ?

২১ অক্টোবর, '৭৫

সকাল।

সুব্রতর ঘরে নানা ধরনের বই এবং নতুন।

এক বই পড়তে বসে সকালে বেড়াতে যেতে পারলুম না।

দুপুর কাটল গল্প টাইপ করে।

বিকেলে লাজপৎ নগরে কিছুক্ষণ হেঁটে এলাম।

সন্ধ্যা এলো। এই সন্ধ্যা এক অভাবনীয় সন্ধ্যা। চল্লিশ-পঞ্চাশের ভারতবিখ্যাত চিত্রশিল্পী সুনীল জানা এসে হাজির। সুব্রত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র আমার সহপাঠী। সুনীলও তথৈবচ। ১৯৩৪-৩৮ কলেজ ছেড়েছি। ঠিক সাঁইত্রিশ বছর পরে দেখা। উদ্ভিন্ন যৌবনের আদল আর কোথায় পাব? সুনীলের ঝাঁকড়া চুল, ঢুলুঢুলু নয়ন—সেই আদল তা ফিরে আসবে না, ঈশ্বর তা-কে রমণী গড়তে গিয়ে ভুল নরাকার দিয়ে ফেলেছিলেন।

অতীতেই ডুবে রইলুম সুনীলের সঙ্গে। সুব্রত ধুয়াধারী। কতো স্মৃতি, কতো স্মৃতি!...

২২ অক্টোবর, '৭৫

গত রাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম।

শেখ মুজিবের সঙ্গে দুরন্ত বন্যার মধ্যে হেঁটে হেঁটে জলপ্রান্তর পার হচ্ছি... স্রোতের শব্দ জনতার কোলাহল...। বঙ্গবন্ধু হেঁকে বললেন, "ওইখানে আশ্রয় নিতে হবে... ওই যে ডাঙ্গা... তাহলেই নিরাপদ।"

হঠাৎ এক পাকিস্তানীর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলুম, সাংবাদিক লেখক ইব্রাহিমী জলীস কেমন আছে? আরো কয়েকজন কুশল-জিজ্ঞাসা...

বঙ্গবন্ধু স্রোতের তোড়ের মধ্যে চিৎকার করে বলছেন, "এগোও... এগোও।" অনেক-কে হাত বাড়ীয়ে দিচ্ছেন।

ঘুম ভেঙে গেল।

বটুকদা (শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ মৈত্র) সেই আদিম অকৃত্রিম মানুষটির সঙ্গে গোটা দুপুর কেটে গেল। হারমোনিয়াম ছিল। কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। নিজের গান, প্রস্তাব দিলেও, বললেন, মেজাজে নেই।

সন্ধ্যা ভোগোল এলাকায় সান্ধ্য ভ্রমণ।

www.pathagar.com

২৩ অক্টোবর, '৭৫

বিকেল থেকে সন্ধ্যার এক প্রহর "শাপেরা"* দের সঙ্গে। সুচিত্রা মিত্র (খ্যাতনামা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী) আসরে। কলকাতার ঠিকানা দিল্লীতে পাওয়া গেল।*

২৫ অক্টোবর, '৭৫

U.N.I. আফিসে। খতিবের সঙ্গে সাংবাদিকদের আড্ডায়। রঞ্জিত রায়, জয়রাজ ও অনেকের সঙ্গে পরিচয় ঘটল যথা, শ্রীরামচন্দ্রন যিনি রসগোল্লা যোগে হুইস্কি খান। জনমোহন নামক এক সাংবাদিক বড় আন্তরিকতা দেখালেন বাঙলাদেশের ব্যাপারে। বড় ভাল লাগল এই সুদর্শন যুবক-কে। সন্ধ্যায় গিয়েছিলুম United News এর আব্রাহাম তারাকানের সঙ্গে সাক্ষাতে। তিনি ঢাকায় ছিলেন স্বাধীনতার পর থেকে তিন বছর। সেই সূত্রে আলাপ। মাদ্রাজী এই সাংবাদিকের আতিথেয়তা মনে রাখার মত।

ফেরার পথে, খুশ্‌ওয়ান্ত সিংয়ের সঙ্গে আমি ও খতীব কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলাম। রাত বাড়ছে। বেশীক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। দিল্লীর পথঘাটও প্রায় অচেনা।

২৬ অক্টোবর, '৭৫

বসন্তবিহার এলাকায় কিছু পায়চারী শেষে দুপুরে এক ফাঁকে "শাপেরা"দের বাড়ীতে সুড়ুৎ ঢুকে পড়লুম। বলা বাহুল্য। আহার অত্রস্থলে। বিকেলে এলেন জনসনের বন্ধু নারায়ণ গাঙ্গুলী, হরিশ চক্রবর্তী প্রমুখ। বাইরের নয় ভেতরের ড্রয়িংরুমে বেশ জমজমাট। কিন্তু আমি দংগলে ছিলাম মাত্র। বিষণ্ন মন কোথাও ঠাঁই নিতে পারে না।

সন্ধ্যার পর লাজপৎ নগর-পথে। পরে সর্দারজী ট্যাক্সিওয়ালার সহায়তায় জাংপরা ফিরে এলুম।

২৭ অক্টোবর, '৭৫

সারাদিন ভবঘুরে।

লাল কেল্লা এলাকায়। পাশেই জাম-ই-মসজিদ। কে কার দেহরক্ষী, আল্লা

---

* শাপেরা কোড-নাম। শা-শামসুর রহমান খান। পেরা-অপ্সরা। খান-পত্নী আফসারী খানমের নাম এই ভাবে ধাঁধা-ভুক্ত। সেই সময় খান সাহেব দিল্লীতে হাইকমিশনার পদে নিযুক্ত। আমি দেশত্যাগী। কিন্তু শামসুর রহমান খান ওরফে জনসন ত তার বন্ধুত্যাগী হতে পারে না। আমি বয়সে বড় বেয়াদবী হবে তাও ভাবতে পারে। কাজেই যোগাযোগের সেতু গোপনে পাতা হয়েছিল।

www.pathagar.com

জানেন। চাঁদনী চকে আজ অনেক হাঁটলাম। ইতিহাসের পাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে এইসব অঞ্চল রোমাঞ্চকর ঠেকে।

২৮ অক্টোবর, '৭৫

ঠিকানা যোগাড় করেছিলুম ঢাকায় খ্যাতনামা স্থপতি হাবীবুর রহমানের বাড়ী ঢুঁ দিতে। ডাকনাম বাবু। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাগিনা। আমাদের সঙ্গে পরিচয় ১৯৩০ থেকে। আইয়ুব সাহেব মধ্যমণি। দেশবিভাগ পর্য্যন্ত বহু সময় নানা উপলক্ষে একত্রে কেটেছে সেই স্কুলজীবন থেকে। ১৯৪৭-এর পর আর দেখা হয়নি। ২৮ বছর কেটে গেছে।

প্রথমে চিনতে পারেনি।

তারপর নাম বলতেই সব অন্ধকার দূরীভূত।

অতীতে প্রচুর সাঁতার কাটা গেল। নয়াদিল্লীর নগর-বিন্যাস কিন্তু আমার কাছে ভাল লাগেনি। চার মাইল পাঁচ মাইল মাঝখানে ব্যবধান এক এলাকা থেকে আর এক এলাকা। সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে মেলামেশাও সহজ ও সস্তা হওয়া উচিত। কলকাতার ট্রামবাস সেদিকে তোফা। আর এই উপমহাদেশের সম্পদ এত নয় যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হঠাৎ উন্নত হবে। হাবীব স্বীকার করলেন কথাটা। হাবীবের স্ত্রী ইন্দ্রানী রহমান বিখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী। এখন Miss India উপাধি লাভ করেন সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায়। এখন ছেলেমেয়ে নাতি বেষ্টিত প্রৌঢ়া। কিন্তু তিনি দিল্লীতে নেই। আমেরিকা গেছেন, মেয়ে সেখানে থাকে।

হাবীবের সঙ্গে বেরুলাম তাঁর প্ল্যানের বাড়ী দেখতে। "রবীন্দ্র ভবন" বড় চক্ষু জুড়ানো সৌধ। ১৯৬১ সনে তৈরী। তখন আধুনিক স্থাপত্যের বিরুদ্ধে কী রকম বিরোধিতা ছিল, বয়ান করলেন। জওহর লাল নেহেরু ও মৌলানা আজাদ তাঁকে এই খপ্পর থেকে বাঁচান।

স্থপতি এখন খোঁড়া। চারতলা বাড়ীর (তারই নক্‌শা) ফটো তুলতে গিয়ে উপর থেকে অসাবধানতার জন্যে নীচে পড়ে যান। তারপর হাতে লাঠি লাগে। হাবীবের চুল পেকে গেছে। চেহারায় কৃষ্ণকান্তি সৌম্য দীপ্তি এখনও বজায় আছে।

দুপুরে একত্রে আহার করা গেল। মনে পড়ল কলকাতার ১৪নং ওয়ালীউল্লাহ লেনে আইয়ুব সাহেবের বাড়ীর কথা, কতো আহার, আড্ডার বহুদিনকার আস্তানা।

বিকেলে পার্কে পায়চারী।

একদিকে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ চলছে। শ্রোতা এক গাদা বুড়ো শিখ ভদ্রলোক।

সুব্রতর আস্তানায় এলেন খতীব। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭২ ছিলেন একদা পূর্বপাকিস্তানে "মর্নিং নিউজ" কাগজের এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। আঠার বছরে বাঙালী হয়ে গেছেন। বাঙালী প্রেমিক। আমরা দু'জনে বিশ্রাম্ভালাপ শুরু করলাম।

www.pathagar.com

সুব্রত করুনা গেল বাজার করতে।

সন্ধ্যা। প্রহর বাদে কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য এলেন আমাকে নিয়ে যেতে। আগে দাওয়াত করে গিয়েছিলেন। গ্রীন পার্কে ডেরা। ফরাসী স্ত্রী। তিনিও চমৎকার বাঙলা বলেন। বহুৎ খানাপিনার আয়োজন। ফেরৎ দিয়ে গেলেন রাত্রি সওয়া এগারোটায়। লোকনাথ ভট্টাচার্য ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের অন্যতম কর্তা। বড় দরদী জন, নিমেষে কাছে টেনে নিতে সক্ষম।

২৯ অক্টোবর, '৭৫

দুপুরে প্রকাশক ওম প্রকাশকের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

সন্ধ্যায় সুব্রতসহ সুনীল জানার বাড়ী। চিন্তায় প্রাণপ্রাচুর্যে সুনীল সুনীল গগন। ফটোগ্রাফার সে। অনুজ হাইকোর্টের জাষ্টিশ। কী কদর থাকবে তার পরিবারে? ফলে, সম্পত্তি সংক্রান্ত মতান্তর। এইসব পারিবারিক ঝামেলায় ক্লান্ত সুনীল। দেখলাম ওর কুকুর পোষার সখ আছে। দুই বিরাট সারমেয় Miss Mayo-র বাবা হওয়ার উপযোগী। সুনীলের স্ত্রী ইংলন্ডে। এখানে মা এসেছেন কলকাতা থেকে। আতিথেয়তা এবং জননী-সুলভ ঔদার্যে মহীয়সী। আমি আর অনাত্মীয় রইলুম না। আমার কাছে পারিবারিক সুখ-দুঃখের অনেক কথা বললেন নিঃসংকোচে।

অনেক দিন পর গোষ্ঠিসুখ ভোগ করা গেল সুনীলের কল্যাণে।

৩০ অক্টোবর, '৭৫

সকালে সাংবাদিক গিরীশ মাথুরের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলুম। ভাবাদর্শে বামপন্থী। তাছাড়া ভাল-উর্দু জানেন। সহৃদয় এবং সাংবাদিক বাঙলাদেশের দিকে রোজই তাকান, তা তাঁর খবর-পরিবেশনের ধারা থেকে বুঝা গেল। কাকানগর থেকে United news of India-র আপিসে সাংবাদিক জঙ্গলে। খতীব আছেন সঙ্গে। বিকেলে লালকেল্লা অঞ্চলে পায়চারী।

সন্ধ্যায় লালকেল্লার ভেতর "Sone et Lumiere" "আলো ও শব্দ" সহযোগী Show দেখলাম। এক কথায় বলা যায়, অপূর্ব। তিন শ বছরের ভারতীয় ইতিহাস ইমেজ এবং ভাষ্যে সজীব হয়ে ওঠে। এই ধারার কোন ব্যাপার আগে দেখিনি। দিল্লী তথা লালকেল্লায় অভিনীত নানা ইতিহাসের পৃষ্ঠা—কী সজীবতায় না ভেসে ওঠে। বাবর, নাদির শা সামনে এসে দাঁড়ায়। জনজীবনের ছবি চোখে হানা দেয়। মুসায়েরা, হঠাৎ অতর্কিত বিদেশী হামলা, মীনা বাজার, ফুলের দোকানে আলাপচারিতা, রাজরাজড়ার প্রেম, অকর্মণ্যতা, বীরত্ব, রাজপ্রাসাদের ট্র্যাজেডি... ইত্যাদি নাটকীয় মুহূর্ত প্রত্যক্ষ যেন দেখতে পাই। Sound কে Space-এ ছড়িয়ে

www.pathagar.com

সঙ্গে আলোর ছটা মাখিয়ে এমন নাটক করা যায় এবং এত সুন্দরভাবে—আমার জানা ছিল না। চিত্রনাট্যকার বিখ্যাত উর্দু কবি আলী সরদার জাফরীকে অশেষ ধন্যবাদ।

৩১ অক্টোবর, '৭৫

শুক্রবার। সকালে রাজঘাট গিয়েছিলুম গান্ধী সমাধি-দর্শনে।

দুঃখী জনের আদল বিনয় অথচ মানসিক বলদীপ্ত মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র স্থাপত্যে প্রকট। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান যেন তার হৃদয়ের প্রতীক।

বাসে তারপর যমুনা বাজার যাবো। কন্ডাকটারের ভুলে পৌঁছলাম মরিস নগরে। আবার সেখান থেকে যমুনা বাজার। এখানে যমুনা নদী শীর্ণ। যমুনা পুলিনে কাশবন-বক, বালুচর যেন পদ্মা নদী।

এলাকায় রামসৈন্য বানরের প্রচণ্ড উৎপাত। আমি তাড়া খেয়ে পালানোর পথ পাইনে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট। হেঁটে এলাম চাঁদনী চক পর্য্যন্ত। ফেরার সময় ভোগলপথে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম। রাস্তার উপর বড় মোষ শুয়ে আছে। হলুদ জামা পরা এক ফর্সা মেয়ে—বয়স জোর বছর দেড়েক। জানোয়ারের পিঠে থাপড়াচ্ছে—কালো রঙ আর হলুদের এই অবস্থান। রঙের খেলা বৈকি।

সন্ধ্যা কাটল স্যামুয়েল বেদের বাড়ীতে যেখানে খতীব ভাই থাকেন। দোতলায় একটা ঘুপ্‌চি কামরা (তার মধ্যেই বাথরুম-কিচেন) তারই ভাড়া সাড়ে চার'শ ভারতীয় মুদ্রা। কামরার আয়তন জোর ১০ x ১২ ফুট হবে। মারাঠী এই জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের মতই আজ দশ বাঁও জলে। বঙ্গবন্ধু ওকে পাঠিয়েছিলেন সাংবাদিকরূপে। ভারতীয় রাজধানীতে একজন শ্রদ্ধেয়, অভিজ্ঞ সাংবাদিক থাকা বাঞ্ছনীয়। আর ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই। খতীব ভাই সমস্যা মাথায় দিনাতিপাত করছেন। ফ্ল্যাটে আর থাকা চলে না। চিলেকোঠায় তাঁর শয্যা পেতেছেন।

১ নভেম্বর, '৭৫

দুদিন থেকে অল্প-অল্প কুয়াশা পড়ছে। তারি ভেতর দিয়ে হেঁটে বাস-স্ট্যান্ড পর্য্যন্ত। গন্তব্য মেহরৌলি গ্রাম—যেখানে কুতুব মিনারের অবস্থিতি। প্রথমে মালানগরে পৌঁছলাম। অন্য বাস ধরতে বস্তির ভেতর দিয়ে হাঁটা। শুয়োর গাধা মুরগী ছাগল আর মানুষের গুহা অতিক্রম। অথচ ঠিক উল্টোদিকে কলোনী সুদৃশ্য ফ্ল্যাট—সমন্বিত। নামঃ গীতাঞ্জলি। একটা মসজিদ সঙ্গে কুতুব মিনারের। ভাঙ্গা মন্দিরের উপর তৈরী। কুয়তে ইসলাম এই ভাবে প্রদর্শিত না হলেও চলত। পাশে পাহাড়ী গ্রাম। হাঁটলাম কিছুক্ষণ তার ভেতর। তবে মনে হোলো, বার্ধক্য উঁকি

www.pathagar.com

দিচ্ছে। কুতুব মিনার আরোহণে আমাকে ছ'বার বসতে হয়েছে। পা সহজে ধরে আসে। ফেরার পথে বড় অবসন্ন লাগল।

২ নভেম্বর, '৭৫

সুব্রত লেখার কাজে ব্যস্ত। তাই ওকে খুঁচিয়ে লাভ নেই। তাই খতীবের উদ্দেশ্যে। সেদিন খতীবের মেজাজ ঠিক ছিল না। কথায় কথায় তর্কের প্রবণতা থেকে বুঝা গেল। তাই বিতর্কিত ব্যাপার আর উত্থাপন করলাম না। দু'জনে পুরাতন কেল্লা এবং মহাভারত উল্লেখিত ইন্দ্রগ্রস্থ নগরে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দিলুম। এখানে হুমায়ুন অপমৃত্যুর শিকার। সব সিঁড়ি খাড়া "দিল্লী হোনাজ্ দূর আস্ত" কাহিনীর সূত্র এখানে পাওয়া গেল।

সন্ধ্যায় করুণা এবং নলিনী মাসীর (সুব্রত জননী) আতিথেয়তায় বহুজন প্লাবিত হলেন। অত্যন্ত মর্যাদাবাহী ইং-সাপ্তাহিক The Mainstream পত্রিকার সম্পাদক কুঞ্জশ্রী নিখিল চক্রবর্তী, তার বোন উমা সেহানবীশ, তার কর্তা চিন্মোহন সেহানবীশ, কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা "সপ্তাহ"—সম্পাদক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। সবাই পূর্বপরিচিত। চিনু (চিন্মোহন) ত ইয়ার শ্রেণীভুক্ত। আহার ত নিমিত্ত। বাক্যক্ষয় হোলো প্রচুর। সবই রাজনীতি বিষয়ক। তুমুল আড্ডা ব্যক্তিগত দুঃখ বিস্মরণের মহৌষধি।

৩ অক্টোবর, '৭৫

গত দু'দিন ভোরে লোক-সংগীতের সুর ভেসে আসে। দীপালি উৎসবের ভূমিকা। করতালসহ যৌথ সংগীতের রেশ বিছানা থেকে সহজে উঠতে দেয় না।

আজ দেরী হয়ে গেল নাস্তার টেবিলে যেতে।

পরে মতিবাগ অভিমুখে। বাসের নাম মুদ্রিকা—মুদ্রার ক্ষুদ্রতা-ব্যঞ্জক শব্দ কি না জানি নে। কিন্তু আমার গন্তব্য শাপেরাদের বাড়ী। সেখানে ত দিনক্ষণ বুঝে চোরের মত ঢুকতে হয়। বসন্তবিহার এলাকার নাম হলে কি হবে, আমার ত গ্রীষ্মকাল-বিহার।

ওদের বাড়ী ঢুকছি, আমাকে আমন্ত্রণ জানায় চায়কাভাস্কির সুর। কে যেন পিয়ানোয় বাজাচ্ছে। পরে জানা গেল শা'র দুহিতা নিকুণের মহিমা। পিতৃদেব রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত থাকার সময় অমন ইলেমে মন দিয়েছিল।

ওদের বাড়ীতে হঠাৎ খবর এলো ঢাকা রেডিও বন্ধ... বাঙলাদেশ বিমান কলকাতা আসেনি। ঢাকাগামী সব বিদেশী বিমানের সেই দশা।

সারাদিন কাটল উদ্বেগে। কী হচ্ছে ওই দুর্ভাগা দেশে?....

রাত্রি পর্য্যন্ত জানা গেল, সংবাদ সংস্থা মারফৎ আবার Coup 'ক্যু' হয়েছে

www.pathagar.com

সামরিক শাসন পূর্ণমাত্রায় চালু।...

উদ্বেগ কাটল না।

রাত্রে সুব্রত-ভবন জাংপুরা অভিমুখে।

দীপালি উৎসব। সমস্ত বাড়ী ঘরদোরে আলো আর আলো। এমন মোহিনী আকর্ষণ।

আমি অন্ধকারের দিকে চেয়েই কিন্তু মনের প্রশান্তি খুঁজে পাই। ভবিষ্যতের কালো রঙই এখন আমার কাছে নিকট, অন্য কিছু না।

৪ নভেম্বর, '৭৫

বাঙলাদেশ,

তোমাকে ছেড়ে অনেকদূর এসেছিলাম কিছু হাঁফ ছাড়তে। তা আর হোলো না মোস্তক গেছে গদী থেকে। তা আমার কাছে অবাস্তব। শ্মশান থেকে এক প্রেত গেলে আর অন্য প্রেতের আবির্ভাব ঘটবে না, কে তার নিশ্চয়তা দেবে?

আরো ব্যক্তিগত দুঃসংবাদ। ক'দিন আগে আমার ছোট ছেলে পুনা ফিল্ম ইনষ্টিট্যুটে এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন—আমাকে জানায়নি পাছে উদ্বিগ্ন হই। সুটিং সেরে বাসের জানালা পথে মাথা বের করে কি যেন দেখছিল, হঠাৎ ইনষ্টিট্যুটের গেটের সঙ্গে বাড়ী খায়। পরবর্তী অবস্থা আর মনে করতে চাইনে।

সৌভাগ্য শুধু জখম আর আঘাতের উপর দিয়ে গেছে।

মিলিটারী শাসনের আর এক পর্যায় বাঙলাদেশে। কী হচ্ছে সেখানে?

প্রতিক্রিয়াশীলরা কি আরো ডাইনে ঝোঁকার পথ পরিষ্কার করছে?

মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাই নিয়ে শাপেরাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ওরাও দুঃখিত। পুনা যেতে হবে। বম্বের টিকেট পাওয়া যাবে তো?

৫ নভেম্বর, '৭৫

দুপুরে হঠাৎ যেন বসে পড়লাম।

ঢাকা জেলে চার জন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। কে তাঁরা? তাজউদ্দীন, মনসুর আলি, কামরুজ্জামান? জনতার মাঝখানে গিয়ে বাঙলাদেশের অরাজকতার বন্যারোধে এঁরা কিছু সহায়ক হতে পারতেন। সে-পথরুদ্ধ। এ কী হোলো? কী হচ্ছে?

অনুমান নয়, বেতার জানিয়েছে নজরুল ইসলামকেও ওরা খুন করেছে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এঁদের অবদান কে অস্বীকার করতে পারে? গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ ভিৎ স্থাপন করেছিলেন তাজ উদ্দীন—প্রথম প্রধান মন্ত্রী। কামরুজ্জামান অপূর্ব বক্তৃতা করতেন, অদ্ভুত ভারী সুরেলা গলা—শেষে এই

www.pathagar.com

পরিণতি? হত্যার প্রবাহ থামল না। এই পথেই মনুষ্যত্বের আবাহন হবে বেশ বুঝতে পারছি। কী করছে ন্যাপ কি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নেতারা?

এত দূরে আর বসে থাকা চলে না।

বিকেলে পিয়ারীলাল ভবনে (বাহাদুর শাহ মার্গ) পরলোকগত সাজ্জাদ জহীর-বন্নেভায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হোলো। বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলুম। এখানে প্রথম পরিচয় ঘটল সর্দার আলী জাফরীর সঙ্গে।

সুব্রত ভাবছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙলাদেশে শিকড় আরো মজবুতভাবে পোঁতার জন্যে এসব করছে। শেখের হত্যাকারী মেজরদের দেশ থেকে তাড়িয়ে আর্মির ইমেজটা পরিশুদ্ধ করার ফন্দী সব কিছু। ফলে, সেনাবাহিনী Consolidated হবে। তাহলেই পরে রোলার চালাতে আর কোন বাধা থাকবে না।

৬ নভেম্বর, '৭৫

আরো রাজবন্দীর হত্যা সংবাদ পাওয়া গেল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সব মুখপাত্রদের এই হত্যা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতার পরিণাম–প্রত্যেক সমাজতত্ত্ববিদের চোখে পড়া উচিত।

বড় অস্বোয়াস্তি। আহার আস্বাদহীন। কিছুতে আর মন বসে না। তাড়াতাড়ি ঢাকা ফেরা উচিত।

হিন্দ্-পেপার ব্যাক (Hind Paper Back) আমার A Slave Laughs ছেপেছে। প্রকাশক দীননাথ মালহোত্র বড় সদালাপী। ওর সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে গোটা সন্ধ্যা জন্‌সনের সঙ্গে।

৭ নভেম্বর, '৭৫

ভোরে উঠে অমৃতা প্রীতমের একটা ছোট উপন্যাস পড়লুম ঃ The Exile গীতিময় আবহাওয়ার মধ্যে দীর্ঘ নক্‌শা। বইটা সুখপাঠ্য। রমণীর রমণীয় রচন।

সংবাদপত্রে ঢাকার লোমহর্ষক নৃশংসতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। যন্ত্রণার অন্ত নেই। নেই।

সুব্রত করুণার সঙ্গে সন্ধ্যায় হাঁটলুম। চতুর্দিকে সব অর্থহীন ঠেকে।

৮ নভেম্বর, '৭৫

আর্কিটেক্ট হাবীবুর রহমানের দাওয়াত। সারা দুপুর তার বাড়ীতে কাটল। ছ'তলার উপর থেকে দিল্লীর সবুজ সমারোহ দেখা যায়। ম্যান্‌সনটা হাবীবের

www.pathagar.com

ডিজাইন। নিসর্গ চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরে।... অতীতে দু'জনে ঘুরে বেড়ালাম। কলকাতা... ওয়ালীউল্লাহ লেন... আবু সয়ীদ আইয়ুব... হাবীবের ছোট ভাই কচি, ভাল নাম মাহমুদুর রহমান... হাবীবের বন্ধু ফজলুল হক... কতো মুখ না আবার দু'জনে পাঠ করলুম...

বিকেলে সাংবাদিক দীপ্ত সেন সন্নিধানে।

হেঁটে জাংপুরা সুব্রত-নিবাসে ফিরে এলুম।

নানা চিন্তা।

ঢাকা বর্তমানে কোন্ তাণ্ডবের শিকার কে জানে?

৯ নভেম্বর, '৭৫

শিখ-লেখক বন্ধু কর্তার সিং ডুগ্‌গালের বাড়ী। '৭১ সালে বাংলাদেশের উপর বহু লেখা লিখেছেন। এমনকি গল্প পর্য্যন্ত বাদ দেননি। সাদা দাড়ী আর লম্বা চুলে সন্ত্র-সন্ত্ ভাব দেখায়। উদার শিল্পীজনোচিত মনের অধিকারী। নানা কথা। আহার।

বিকেলে অমৃতা প্রীতমের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বব-চুল, হাস্যময়ী অবয়বে এক আপ্ত-রমণী। কিছুক্ষণ সংলাপ শেষে বিদায়।

সন্ধ্যা সুব্রতসহ সুনীল জানার বাড়ী। সুনীল বাড়ী নেই। হতাশ ফিরে এলুম।

ঢাকা বাঙলাদেশ সংবাদপত্রের পাতায়। যে-সংবাদে বয়ে আনে প্রতিদিন শুকনো ঘা দগদগে হয়ে ওঠে। তাই চুপ করে থাকি। আর চিৎকার নয়। ফল্গু স্রোত অন্তর্নিবিড়েই বয়ে যাক।

১০ নভেম্বর, '৭৫

জাঁনেসার পুনায় এ্যাকসিডেন্ট করেছিল। দশদিন পরে বিস্তারিত খবর পেলাম। আমাকে জানায়নি। যেহেতু আমার উদ্বেগের জন্যে সে উদ্বিগ্ন।

একবার পুনায় ওকে না দেখে ঢাকা ফিরতে পারব না।

আজ শাপেরাদের সঙ্গে গোটা সন্ধ্যা। রাত্রি দু-টো পর্য্যন্ত জনসনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করা গেল।

বম্বের টিকেট পাওয়া দায়। ছুটোছুটি। খতীব সাংবাদিক ইউনিয়নের এক কর্তাকে ধরে টিকেট যোগাড় করে দিলেন।

বাঙলাদেশের নানা মর্মন্তুদ খবর বুকে জমা হচ্ছে। এখানে আর মন বসে না।

ভবিষ্যতের তমসা অস্থির করে তুলছে থেকে থেকে।

এই ধিকিধিকি জ্বলার অবসান কবে হবে?

www.pathagar.com

১১ নভেম্বর, '৭৫

বাঙলাদেশে পট-পরিবর্তন ঘটেছে। তবু খোলাখুলি সাক্ষাৎ নিরাপদ নয়। হাইকমিশনের কয়েক জন শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

কিন্তু বাঙলাদেশে এখন কী হচ্ছে?

তখন মানসিক ধৈর্য্য রক্ষা দায়।...

সন্ধ্যায় খতীব ভায়ের বাড়ী গিয়ে হতাশ। সুনীল জানাকে পাওয়া গেল। আহার এবং আড্ডা দু'য়ের বন্দোবস্ত হোলো। কিন্তু নানা বচসায় একদিনও জম-জমাট স্মৃতিচারণা সম্ভব হোলো না।

কাল বিকেল ৪-১৫ বম্বের ট্রেন।

কাল বম্বে অভিমুখী। বাঙালীরাও আর বোম্বাই বলে না শহরটিকে।

১২ নভেম্বর, '৭৫

এ. এল খতীবের সঙ্গে কবে প্রথম পরিচয়? বাইশ বছর কেটে গেছে। কি হবে সময়ের পরিমাপ দিয়ে? আশ্চর্য আত্মার অধিকারী এই মারাঠী জন। তার সঙ্গসুধা আমাকে সতেজ করে তোলে। মারাঠী-অথচ বাঙালীদের এমন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বেশী নেই। সাংস্কৃতিক সড়ক কি ভূগোল মানে? খতীবকে দেখলে তা বুঝা যায়।

প্রস্তাব-অনুযায়ী খতীবের সঙ্গে হোটেলে চা পান করা গেল। পরে বিদায় আলিঙ্গন।

দেখা করতে এসেছিল, জাষ্টিশ মাসুদের অনুজ এস এ মনসুর ভাই। ঢাকা থেকে ফিরে মাসুদ আমাকে চিঠি লিখেছে। তার সতর্কবাণী মনে পড়ল।

যাত্রার ব্যস্ততা।

বিদায়-পর্ব। করুণা, নলিনী, মাসীমা, রুনকী।... সুব্রত আপিসে। ট্রেন ছাড়লো যথাসময়ে।

দিল্লীর পাহাড়তলী... রাজস্থানে জ্যোৎস্না-খচিত পাহাড়।

সদালাপী এক সহযাত্রী পাওয়া গেল। শ্রী পদ্মনাথন। উদার মতামতের মানুষ। কয়েক বাক্য নিঃশেষিত হওয়ার পর তা বেশ বুঝা গেল। তাই পথের ক্লান্তি অনেক হ্রাস।

সকাল হলো গুজরাটে।

ট্রেন থেকে ভাসানো ছবির পট, কতো রকমের পট না চোখে পড়ে, সব আলোড়ন তুলে ধায়।

....হে পথের দেবতা, তোমাকে নমস্কার। তাছাড়া আর কী বা বলা যায়?

www.pathagar.com

১৩ অক্টোবর, '৭৫

বোম্বাই শহরে পৌঁছলাম বিকেল পৌনে ছ-টায়। ট্যাক্সিওয়ালা একটু ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে মিটারের অঙ্ক চড়িয়ে নিলে। বাড়ী খুঁজতেও সময় যায়।

কাজী আব্দুল ওদুদের বড় ছেলে কাজী হাসান তওফিকের কোয়ার্টার-আশ্রিত সন্ধ্যা। বোম্বে পোর্টের তিনি ইঞ্জিনিয়ার। আমার মতই আড্ডা-পিয়াসী। আরো অনেকে এসে জুটলেন আড্ডা দিতে। আলী হোসেন খোট, প্রহ্লাদ কুন্ডু, নায়ার, বুড়ো স' কুইরা হোলো আরো কয়ক জন। দঙ্গলে বেশ রাত হয়ে গেল।

বোম্বায়ে আদৌ শীত নেই।

১৪ নভেম্বর, '৭৫

সকালে পাঁয়ে হেঁটে কয়েক মাইল পরিক্রমা। বিকেল 'ধর্মযুগ' হিন্দী সাপ্তাহিকের আপিসে। সম্পাদকের নাম ধর্মবীর ভারতী। একাত্তর সনে তিনি আমার "জাহান্নাম হইতে বিদায়" উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ ধারাবাহিক ছেপেছিলেন। ওর সঙ্গে বিনিময়-মুখর প্রচুর আলাপ হোলো। সন্ধ্যাঃ কবি জাফরীর সঙ্গে তাঁর "সীতামহল" এর ফ্ল্যাটে গুলতানী।

কাজী সাহেব একাই থাকেন বোম্বে শহরে। আরদালী আর কাছে এক পরিচারিকা যোগ রাঁধুনী। ছিটগ্রস্থা প্রৌঢ়া রমণী, গম্ভীর নাদিনী। ট্র্যানজিষ্টার (নিজস্ব এবং প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে কাজকর্মে রাস্তায় যায় চালু অবস্থায়) বহনকারিণী। সঙ্গে দুই বয়স্ক ছোট দন্তোৎপাটন ভাই থাকে, তারাও ছিটগ্রস্থ। দুই ভাই সহ মজার চরিত্র মহিলা।

১৫ নভেম্বর, '৭৫

দাঁতে ব্যথা। দন্তোৎপাটন প্রয়োজন। ইঞ্জিনিয়ার আলি ভাই খোট আমাকে পার্শি মহিলা ডেনটিস্টের কাছে নিয়ে গেলেন। নাম মিসেস মোতিওয়ালা। শান্ত সুন্দরী গৌরাঙ্গিনী। (পূর্বে অনেকের হৃদয় উৎপাটন করে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই)। দাঁত বিসর্জন দিয়ে ফিরে এলাম।

সংবাদপত্রে প্রকাশ, কাল মুজিবনগরে তাঁর এবং সহধর্মী শহীদগণের উদ্দেশে এক মূক নগ্নপদ শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। এমন পুনরুত্থান ছাড়া বাঙালী মুসলমান আর কী নিয়ে বাঁচবে।?

কিন্তু আমাদের হিসেব ঠিক ছিল না।

নভেম্বর শেষে অথবা ডিসেম্বরে পুনরুত্থান হওয়া সম্ভব। তার আগেই সূত্রপাত। পরিণাম জানা আছে। তাই সব যন্ত্রণা সইতে পারছি।...

দাঁতের জুলুম। শরীর কাহিল। কোথাও বেরুতে পারলাম না।

www.pathagar.com

কাজী সাহেবের আসরের অন্যতম রত্ন ডাঃ ডিঃ ঘোষ এবং বাগ্‌চীর সঙ্গে অনেক সময় কেটে গেল সন্ধ্যায়।...

আমার শোয়ার ঘরে রয়েছে মরহুম কাজী আব্দুল ওদুদের ফুলে-ছাওয়া শবাধার।

সেদিকে তাকিয়ে অতীতের সড়কে হাঁটতে থাকি।

১৬ নভেম্বর, '৭৫

রোববার। ছুটির দিন।

কাজী তওফিকের সঙ্গে ক্রফোর্ড মার্কেট। মেছো-হাটায় গিয়ে অবাক। সব মারাঠী মেছোনি। বেশভূষায় দীনতার কিছু নেই। আশ্চর্য দৃশ্য লেবাসের রঙবাহারে।

ছুটির দিন। কাজী সাহেব বিকেলে আমাকে নিয়ে শহর-পরিক্রমায় বেরুলেন। বান্দ্রা থেকে জুহু সমুদ্র সৈকত পর্য্যন্ত। সমুদ্র তীরে রঙ্গময় জীবন...

আবার রাত দশটার পর নৈশ বোম্বে দেখলাম। কাজী সাহেব প্রচণ্ড অতিথিবৎসল। আমার জন্যে ছুটির দিনে বিশ্রাম নিলেন না। দিনে দেখলাম মালাবার হিল, কমলা নেহরু গার্ডেন, ইন্ডিয়া গেট ইত্যাদি। আবার রাত্রে সমুদ্র তীরে আলোর মিছিল দর্শন... গলির ধারে সমুদ্র, হাজী আলির দর্গা পাশে... পার্শিদের টাওয়ার অফ সাইলেন্স, কবরস্থান.... হাজার দৃশ্যপট।

বোম্বায়ের নৈশ জীবন দেখা গেল।

সারথী কাজী হাসান তওফিক-কে অগণন ধন্যবাদ।

১৭ নভেম্বর, '৭৫

পুনার টিকিটের জন্যে ভিক্টোরিয়া টার্মিনালে। পরে পত্রিকার Rimes of India- পত্রিকার আপিসে Illustrated weekly of India –র সম্পাদক খুশওয়ান্ত সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনিই দিবাহারের আমন্ত্রণ জানালেন। খাওয়ার টেবিলে পৌঁছলে ধর্মবীর ভারতী ও আরো বিশিষ্ট কর্মকর্তাগণ। এখানে সবই নিরামিষ। খুশওয়ান্ত সিং বললেন, "আপনার সম্মানে আপনার জন্যে ম্যেনুতে ডিম উঠেছে।" যস্মিন দেশে যদাচার।

সন্ধ্যায় কয়েক মাইল হাঁটলাম।

সন্ধ্যায় ওদের আড্ডা ভেঙ্গে গেলে কাজী সাহেবের সঙ্গে আলাপচারিতায় বেশ সময় কেটে যায়। কাজী সাহেব কিন্তু সত্যি কাজের লোক। সময়ের অপচয় জানেন না। ছেঁড়া গেঞ্জি তাঁর রিপুর দৌলতে কী রূপে ধরে দেখার মত। আমার গেঞ্জিও তিনি বাদ দেন না। এক নম্বর জীবন-বিশারদ ইঞ্জিনিয়ার। বুঝলুম আমার

www.pathagar.com

জন্যে রুটিন ভাঙছেন।

১৮ নভেম্বর, '৭৫

ভোর।

পুনার পথে। বাহন মিরেজ এক্সপ্রেস। মারাঠীরা বাঙালীদের মতই ট্রেনে বেশ হৈ চৈ করে।

ধাবমান গাড়ী থেকে দেখা যায় পাহাড়ী গ্রাম।... স্রোতস্বিনী... মারাঠী মেয়েরা ক্ষেতে ধান কাটছে... কাপড় কাচছে পাথর-চাঙের উপর বসে... দু-পাশে বহমান স্রোতধারা।... দৃশ্যের শেষ নেই।... পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট গ্রামখানি।... দারিদ্র্য সব পরিবেশে বিসদৃশ করে তোলে।... বড় মিষ্টি পেয়ারা। অখ্যাত ষ্টেশনে কিনে খেয়ে দেখলাম।

পুনা ষ্টেশন। জাঁনেসার আর সাইদুল আনাম খাঁ দাঁড়িয়ে আছে। সবাই পুনা ফিল্ম ইনষ্টিট্যুটের ছাত্র। আগে এখানে ছিল স্বর্গীয় চিত্র পরিচালক ভি, শান্তরামের ষ্টুডিও। ডাইনিং রুমে অনেক ছাত্রের সঙ্গে পরিচয়। গল্পশিল্পী শ্রীনবেন্দু ঘোষ বোম্বাইয়ে আস্তানা পেতেছেন কয়েক দশক ধরে। ওঁর ছেলে শুভঙ্কর ঘোষ এখানে ছাত্র, পরিচয় দিলে। আন্তরিকতার প্রচুর বেষ্টনী। ইনষ্টিট্যুটের ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশন বিভাগের কর্তা সতীশ বাহাদুর রাত্রে খাবার আমন্ত্রণ জানালেন। তখন এলেন এন.পি. গুপ্তা। উত্তর প্রদেশবাসী। Virus Institute-এর পরিচালক। আহার উত্তম। সঙ্গীত আরো তোফা। ফেরার সময়, পূর্ণিমার চাঁদ, নির্জন শহর এলাকা, আনন্দউন্মাদ প্রকৃতি।

আমার থাকার জায়গা সালাহ উদ্দীন জাকীর ঘরে। ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র ও এখানেরও ছাত্র। জাকীর পিতা ইংরেজীর অধ্যাপক রফিক উদ্দীনের বসন্তের ঈষৎ দাগ-খচিত মুখখানা হঠাৎ ভেসে উঠল। অকালে পরলোকে তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত শুনতে পাই... স্মৃতির তোড় থামতে চায় না। ইনষ্টিট্যুটের হষ্টেল থেকে দিনে শিবাজীর সিংহগড় দেখেছিলুম, রাত্রে সেই দিকে তাকিয়ে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে লাগলুম। মনোরম ঠান্ডা। চাঁদনী রাতে চাতক ডাকছে থেকে থেকে। এই সময় ঘুমে।

১৯ নভেম্বর, '৭৫

অনেকে ভোরে উঠে বাইরে দাঁড়িয়েছি। ঈষৎ বাতাস বইছিল। সঙ্গে মৃদু ঠান্ডা। দক্ষিণে পূর্বঘাট শৈলশ্রেণীর প্রবাহ, উত্তরে টিলাগুলো আবছা-আবছা।

বাঙলাদেশে এখন কী হচ্ছে? এই প্রশ্নই সব ঘুলিয়ে দেয়।

সালাহউদ্দীন জাকী-কে উদ্বাস্তু করেছি। গেষ্ট হাউস বোঝাই। তাই তার

www.pathagar.com

কামরা এখন আমার দখলে। একদা ভি, শান্তারামের লীলাভূমি প্রভাত স্টুডিও ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অবিশ্যি পরে অনেক সংযোজন ঘটেছে টিলা-সমতল-মুখর এবং নিসর্গ-পালিত এই ষ্টুডিওর প্রাচীন শরীরে।

জাঁনেসার নিয়ে গেল মারাঠী ইতিহাসখ্যাত পেশোয়ারদের দুর্গ দেখতে। পরে পুনা কফি হাউসে মধ্যাহ্ন ভোজন। বেলা দু'টা থেকে ফিল্ম দেখলুম। প্রামাণ্য চিত্র। Nine Months to Freedom সুখদেবের কীর্তি বাঙলাদেশের উপর এই ছায়াচিত্র। ৭১-এর নানা মর্মন্তুদ ছবি চোখের সামনে। কতো মুখঃ তাজউদ্দীন নজরুল, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী—যারা আজ কেউ নেই ইহলোকে।... চোখে পানি রোধ কঠিন।

সন্ধ্যায় দেখলুম, আর্জেন্টিনার উপর এক ডকুমেন্টারী। লাটিন আমেরিকা আজও বাঙলাদেশের মত অসমাপ্ত জাতি। এমন প্রামাণ্য চিত্র আমি আর কখনও দেখিনি। ফিল্মের ভাষা ছাড়া, বোধ হয় এমন অভিঘাত যে-কোন অন্য শিল্প সৃষ্টি করতে অক্ষম, সাম্রাজ্যবাদ নয়া, উপনিবেশবাদ এবং স্থানীয় জন্তুদের যোগসাজশ—ছবি আর কথায় এত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

রাত্রি আটটার দিকে আর এক আমন্ত্রণ রক্ষা। স্থানীয় অতিথিবৎসল যুবক সুজিৎ পটবর্ধনের এই ফাঁদ। অবিশ্যি আন্তরিকতাময়। গাইড প্রফেসার সতীশ বাহাদুর, উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা বাঙালী প্রেমিক। মেয়ের নাম নন্দিনী, ছেলের নাম অপু। "পথের পাঁচালী" বাঙালীদের কাছে তুলে ধরতে তিনিই পথিকৃৎ। পটবর্ধনরা সাহিত্য শিল্পের সমঝদার। সুজিৎ বিদিয়া-বিদ্যা গৃহকর্তী, ওদের মাউসী বিজয়া মানে মাসী বিজয়া- বড় অতিথি-বৎসল। এখানে আরো উপস্থিত হলেন ডাঃ মোহন আগাসে। চিকিৎসক কিন্তু মঞ্চে ও পর্দায় খ্যাতনামা অভিনেতা। মন্থন, অঙ্কুর প্রভৃতি ফিল্মে নাম করেছেন। সতীশ বাবুর স্ত্রী বিনোদিনী বাহাদুর আমাদের সঙ্গে আছেন। বেশ আনন্দমুখর পরিবেশ। বহুদিন পরে ওঙ্কারনাথের রেকর্ড শোনা গেল, নীলাম্বরী রাগে, নজরুলের "নীলাম্বরী শাড়ী পরি নীল যমুনায় কে যায় কে যায়" গান যে-ভিতের উপর রচিত।

বেশ অনেকক্ষণ দুঃখ ভুলে থাকা গেল। অনেক রাত্রে আসর ভাঙল।

২০ নভেম্বর, '৭৫

টুরিষ্টবাসে শহর দর্শন।

আগা খাঁ প্রাসাদে গেলাম। এখানে ১৯৪২ আগষ্ট আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের সব খ্যাতনামা নেতাদের বন্দী করে রেখেছিল তদানীন্তন বৃটিশ সরকার। নেহেরু, মওলানা আজাদ প্রমুখ সবাই ছিলেন এখানে। মহাদেব দেশাই এবং গান্ধীজীর স্ত্রী কস্তুরাবাই প্রাসাদের ভেতরেই সমাহিত। সরকার লাশ বাইরে আনলে

www.pathagar.com

আরো উত্তেজনা বাড়ে তাই অমন ব্যবস্থা।... ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরাতন ছবি ধেয়ে আসে বার বার

এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দর্শন। যেন শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম।

সঙ্গী ছিল স্নেহাস্পদ আনোয়ার হোসেন। সেও ইনষ্টিট্যুটের ছাত্র, খাস ঢাকার বাসিন্দা। আনোয়ার যে কতো স্ন্যাপ নিয়েছে, আনোয়ারই জানে।

সন্ধ্যা। সতীশ বাহাদুরের সঙ্গে। আহারও। পরে বিজয় টেন্ডুলকার রচিত "সখারাম বাইন্ডার" দেখলাম পুনা গন্ধর্ব থিয়েটারে। এই নাট্যশালা দর্শনীয়। অবিশ্যি কলকাতাকে এরা হার মানিয়ে দিয়েছে। এদের নাট্যশালা ঢের উন্নত।

ঘুমোতে ঘুমোতে সকাল ১টা ৪৫।

২১ নভেম্বর, '৭৫

পুনায় শেষ সকাল।

বিষণ্নতা, ক্লান্তি। সংবাদপত্রে ছিটেফোটা যা পাওয়া যাচ্ছে তা-ই মনের প্রশান্তি হরণে যথেষ্ট।

স্নেহাস্পদ জাকীর তৈরী একটা ডকুমেন্টারী দেখলাম ঃ "তামাসা" মারাঠী খান্দানী বাইজীদের উপর রচিত। রাশ-ফিল্ম। আপাততঃ শব্দহীন। তবু সামান্য অনুমান সহ ভালই লাগল।

দেখা হলো ও পরিচয় ফিল্ম ইনষ্টিট্যুটের বর্তমান পরিচালক গিরীশ কারনাডের সঙ্গে। বড় সুদর্শন চেহারা। রাত্রে বোম্বাই থেকে ফিরেছেন ক্লান্তিসহ। যাওয়ার দিনে তবু দেখা হয়ে গেল, বড় ভাল লাগল এই স্বল্পকালীন সাক্ষাৎকার।

বিদায়ের পালা।

নবেন্দু ঘোষের ছেলে শুভঙ্কর এবং আরো অনেকে সমাগত।

আনোয়ার হোসেন যথারীতি ক্যামেরা সচল রেখেছে...

মন বড় উচাটন। ছোট ছেলে জাঁনেসার বাড়ীছাড়া ও আমি বাউন্ডেলে, দুর্বিপাকে বিচলিত। ওর জন্যে পা সহজে উঠছিল না।

স্কুটারে ষ্টেশনে যাব। বাহনের শব্দই তখন আর্তনাদ...। শাকিল বদাউনীর গজলের পংক্তি মনে এলো, "আয় মুহাব্বাৎ তেরা আঞ্জাম পে রোনা আয়া। হে প্রেম, তোমার শোভা শুধু কান্নাই টেনে আনে।"

ষ্টেশন পর্য্যন্ত জাঁনেসার এলো।

সব ছেড়ে এসেছি।

গৃহ আবার এত টানে।

কেন?

www.pathagar.com

২২ নভেম্বর, '৭৫

পার্বত্য পথে ট্রেন। কারজাভ, লোনাভালা... কতো বিচিত্র ষ্টেশনের নাম। পাহাড়-ঘেরা মারাঠী গ্রাম, নানা কর্মব্যস্ততা। ঈষৎ আবছা রঙ, সূর্য পাটে বসেছে। সবলসিংহপুরের ছবি ভেসে উঠল। কতো মুখের সারি যাদের মধ্যে মানুষ হয়েছি, যাদের অনেকে আজ পৃথিবীতে নেই। কান্তা বর্গক্ষেত্রী, মামা মাখন বর্গক্ষেত্রী, বিপিন মান্না, সন্তোষ মান্না, মাঝপাড়ার সুফল, মুসলমান পাড়ার কতো না জন। মৃধাপাড়ার আশরাফ (আশরব চলতি ডাকে) মামা, নেজু (নাজমুল হুদা) মামা-শেষোক্ত জন ছিল খেলার সঙ্গী প্রায় সমবয়সী। জীবন্ত অনেকে হানা দেয়। ডাক্তার পাড়ার জব্বার ভাই হয়ত এই অবেলা গোধূলিলগ্নে এখন দড়ি হাতে তার বেসামাল গাইকে টানছে গোয়াল-পথে। হাসি পেয়ে গেল হাজার বিষণ্নতার মাঝে। হঠাৎ এমন ছবি ভেসে আসে কেন? মৃধা পাড়ার কাদির ভাই, সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।... নেজু মামুও অনেক আগে বিদায় নিয়েছেন... প্রবাস জীবন নয়, বিদেশী হয়ে গেছি রাজনৈতিক বিধানে। মনের গতি কোথাও আটকে পড়ে না।

পথে উল্হাস নগরে যেতাম সহপাঠী ইলু (ইলিয়াস) কে দেখতে। সে এখানে এক বিস্কুট ফ্যাক্টরীর হেড মিস্ত্রী। কিন্তু সে কোথায় আছে? এখানে না সবলসিংহপুরে, জানা নেই। এত সময় হবে কী? হতাশাই সই। ওর অগ্রজ ইনু ভাইকে (ইউনুস) মনে পড়ল। খুব ভালবাসতেন আমাকে। কোথায় আছেন এখন? মুখ শুধু ভেসে এসে সামনে দাঁড়ায় এবং বাইরের দৃশ্যের মত পলকে অদৃশ্য হতে থাকে।

বোম্বাইয়ের শিল্প এলাকার (Industrial area) নৈশ্য রূপ দেখা গেল আবার বোম্বাই শহরে।

কামরায় টাঙানো কাজী আব্দুল ওদুদের শেষ যাত্রার ছবি। রাত্রে ফিরে এসে চোখ পড়ল সেদিকে। বেঁচে থাকলে (৭০ সনে মরহুম) দুঃখ পেতেন বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের পতাকাবাহীরা আবার কী ভাবে নাস্তানাবুদ হচ্ছে।

কাজী তওফিকের আতিথেয়তা বড় মোটা ঋণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। উদার পিতার উদার সন্তান, বড় বাড়াবাড়ি থাকে ওঁর আন্তরিকতায়। মুরগীর কলিজা আমার খুব পছন্দ। বোম্বাই শহরে গোস্ত নয় স্রেফ কলিজা আলাদা বিক্রি হয়। কাজী সাহেব প্রায়ই বাজারে যান এবং আমার জন্যে আনতে ভোলেন না। এমন ছোটখাট ব্যাপারে ওঁকে চেনা যায়– যা অস্বোয়াস্তিকর।

'ধর্মযুগ' এবং 'Illustrated weekly of India'-র আপিস ত এক বিল্ডিংয়ে, এক কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে। সম্পাদক ধর্মবীর ভারতী-কে পাওয়া গেল। খুশওয়ান্ত সিং অমৃতসর গেছেন। দেখা হলো না। হতাশ ফিরে এলাম। গল্পের অনুবাদ ছাপবেন। ওটা হয়েছে কেমন? সম্পাদকের মতামত পাওয়া গেল না।

www.pathagar.com

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার জন্যে আর কৌতূহল জাগে না। বরং মানুষই আমার কাছে বেশী চিত্তগ্রাহী।

বিকেল থেকে সন্ধ্যা বই পড়ে কাটানো গেল।

২৩ নভেম্বর, '৭৫

ঠিক সতর বছর পরে উর্দু সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখিকা কুররাতুল আয়েন হায়দারের সঙ্গে দেখা। শেষ সাক্ষাৎ করাচী শহরে ১৯৫৮ সনে। ডাকনাম এ্যানী আগ কা দরিয়া, নামক উপন্যাস লিখে পাকিস্তান ত্যাগ করেছিল। ত্যাগ নয়, পলায়ন। আজও সোজা বললে, "নানা অঘটন ঘটবে ওই রাষ্ট্রে। কারণ, মূলে ওই রাষ্ট্রের কোন Rational চিন্তা নেই"। পেডার রোডের পাশে নওরোজ গামাডিয়া রোড। নিকটেই সমুদ্র। এ্যানীর কামরার জানালা থেকে দেখা যায়। নানা স্মৃতিচারণ। উর্দুকবি জাঁনেসার আখতার এসে এক সময় পৌঁছলেন। কথায় কথায় বেশ সময় কেটে গেল।

বাড়ীর পাশেই সমুদ্র। এ্যানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেঁটে কিনারায় দাঁড়িয়ে, আরব স্যাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশির মুখোমুখি। শ্লেট পাথরে বোঝাই উপকূল, কাছে ঘেঁষা নানা ধরনের বাড়ী।

ঢাকা শহরে রাস্তায় মোতায়েন সাঁজোয়া গাড়ী টহল দিচ্ছে।

আমি এখানে সুবিধাবাদী কোন পলাতকের মত। ভার মনের ভেতর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তেমন আকর্ষণ করে না, বরং ভেতরের বোঝা আরো ভারী করে তোলে।

ইসমেৎ চুগতাই উর্দু সাহিত্যে সেই কবে থেকে আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। দেখা করতে গেলাম। ম্যারিন ড্রাইভ এলাকায় বাড়ী। দশাসই বপু। বব-কাটা চুল। 'লেহাফ' গল্প রচয়িত্রী (সেই চারের দশক) আর তরুণী নন। চল্লিশ সনের কথাও আজ কথায় কথায় এগিয়ে এলো। আলাপচারিতা নানা খাতে। ম্যানসনের নাম ইন্ডাস কোর্ট। দুপুরের আহার নয়, শুধু ঢালা আমন্ত্রণ দিলেন, যে-কদিন আছি যেন ঢুঁ দিতে সঙ্কোচ না থাকে। পরে বিদায় নেওয়া গেল।

সন্ধ্যা, চৌপট্টি এলাকায়। সমুদ্রতীর। যেন মেলা বসেছে চত্বর জুড়ে। ভাটার সময়। তেমন জলোচ্ছ্বাস নেই। এক যুবকের সঙ্গে আলাপ। কলকাতা শহরের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা, যদিও কখনও দেখেনি সেই শহর, কারণ, সেখানে মানুষ ইনসাফ, ন্যায়ের জন্য লড়ে। তার মতে ইন্দিরা নেহরুর জারীকৃত এমার্জেন্সি থাকা উচিত। নচেৎ ব্যবসাদারেরা খুশীমত দাম বাড়ায়। রাত্রে বম্বের ম্যারিন ড্রাইভ রূপকথার এলাকা হয়ে দাঁড়ায়। যুবক বললে, "সম্পদ না থাকলে মানুষ নিজেই

www.pathagar.com

বদ-সুরৎ হয়ে যায়।"

সমুদ্রের গর্জন স্তিমিত। সেদিকে বিরাট অশ্ব-নালাকৃতি অন্ধকার, জমাট অন্ধকার, সব প্রশান্তি হরণ করে নেয়।

এদিক ওদিক পায়চারী।

কবে মানসিক প্রশান্তি ফিরে পাব?

ঢাকায় কী হচ্ছে?

নঙর্থক চিন্তাই বেশী করতে শিখেছি।

মুজিব বেঁচে থাকতে তার মর্যাদা দিলুম না।

প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে, পাপে যখন ডুবেছি।

প্রদীপের তলায় নয়, পাশেই অন্ধকার। ম্যারিন ড্রাইভ রেল-ষ্টেশনের চৌহদ্দির বেড়ার সঙ্গেই সরাসরি চৌকাগুহা-পাথরের নয়। মোটা কাগজ, ছেঁড়া ক্যানভাস বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরী ঝুপড়ি-গুড়ি মেরে বাসিন্দারা ভেতরে ঢোকে। কতো পরিবারের সংসার? তারই ভেতর ল্যাম্প জ্বলছে। দু-একজন গুল্‌তানিরত। বাঁশি বাজাচ্ছে কেউ শুনতে পেলাম। সর্বহারাদের জীবন-যাপনের ধারা সব দেশেই এক রকম। এই সব অস্থায়ী ঝুপড়ির মধ্যে সব রকম আবেগেরই জোয়ার-ভাটা চলে। ম্যারিন ড্রাইভের এত দীপসজ্জা এদের উত্তপ্ত করে তোলে কী? বাল্‌ব কী কোন উত্তাপ ছড়ায় না? একবার Brutalized হয়ে গেলে, আমার মনে হয়, চেতনা আর সহজে মনুষ্যত্বের পথ খুঁজে পায় না। তখন যা আছে তারই মধ্যে স্বপ্ন তৈরী করে এবং ধ্বংসের পথে এগোয়। রাজনীতির মধ্যেও বিকৃতি আছে, তা যা-ই হোক, শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধারের আলোর জন্যে তা-ই একমাত্র পথ।

২৪ নভেম্বর, '৭৫

দিল্লীর শীত, পুনার ঠান্ডা এবং বম্বের তাপ... এইসব আবহাওয়ার ভেতর শরীরের সহন ক্ষমতা বেশ বেড়ে গেছে। কতো না হাঁটতে পারি। ঢাকায় এত হাঁটলে হাঁপিয়ে যেতুম। সব ঝড়ের মুখে শরীর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। দেহের জন্যে নৈতিক বলও হারিয়ে যায়...

প্রাক-দুপুরে Ilustrated Weekly-র আপিসে। সম্পাদক অমৃতসর চলে গেছেন আপিস বুড়িছোঁওয়া করে। বম্বে ছাড়ার আগে খুশওয়ান্ত সিংয়ের সঙ্গে আর দেখা হোলো না। ভারতীও আজ আসেনি। 'সারিকা' সম্পাদক কমলেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। ওর কাছে শুনলুম, বিহারে রাজগীরে 'সমান্তর' (সম+অন্তর–উত্তম নির্মাণ) লেখকদের, অবিশ্যি সর্বভারতীয়, সম্মেলন হচ্ছে। আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন সম্পাদক। ১-৩ ডিসেম্বর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। বেশ পীড়াপীড়ি করলেন যোগদানের জন্যে। কলকাতা ফিরে ঠিক করতে পারব এই সমস্যার কী সমাধান।

www.pathagar.com

বিকেলে সর্দার জাফরীর বাড়ী। অনুপস্থিত। বেগম সাহেবার সঙ্গে কয়েক মিনিট রিপোর্ট দিয়ে বিদায় নিলুম। নিকটে কুররাতুল আয়েন হায়দারের বাড়ী। হাজিরা পাওয়া গেল, এক সময় এলেন মারাঠী নাট্যকার বিজয় টেন্ডুলকার। সুদর্শন গ্রীক নাসিকা, গৌর তনু, বড় শান্ত কিন্তু প্রতিভা দীপ্ত মুখাবয়ব। (সখারাম বাইন্ডার) নিয়ে আলোচনা। বাকপিয়াসী এ্যানী। রাত ন'টা বেজে গেল গুলতানির মধ্যে। টেন্ডুলকার বম্বের বাইরে থাকেন, ট্রেনে যেতে হয়। ট্যাক্সিতে গ্র্যান্ড রোড ষ্টেশন... আমার গন্তব্য অন্য পথে। ষ্টেশনে টেন্ডুলকারকে বিদায় দিয়ে হাঁটলুম গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক এলাকা পর্য্যন্ত। বোম্বাই শহরে প্রচুর আলো। ঈষৎ ঠান্ডা হাওয়া। হাঁটতে ভালই লাগছিল।

পরে বাসে চড়লুম।....

কতো স্মৃতি। দর্শকের মত চোখে সব পূর্ণ হোয়ে থাক্....।

২৫ নভেম্বর, '৭৫

কলকাতা অভিমুখে।

কাজী তওফিক হাসান সারথী। নিজের মোটর নিয়ে ষ্টেশনে এলেন। ওঁর এই বাহন কল্যাণে কয়েক দিনে, কতো যে ঘুরলাম, কতো কি যে দেখলাম, বয়ান করা দায়। এত আপন জনের মত মনে হয় ওঁকে। আজ বিদায় লগ্নে বেশ অস্বোয়াস্তি লাগল।

ট্রেন ছেড়ে দিলো। আবার সফরের ঝক্কি মাথায়। সহযাত্রীরা সদালাপী। ক্লান্তি তাই কমতে লাগল। রাত্রে ট্রেনে চোর এসেছিল। কিন্তু নিতে পারেনি। আমি ঘুমে। হৈ চৈয়ে জেগে উঠেছিলুম। মহারাষ্ট্রীয় প্রভাত আর কবে দেখা হবে কে, জানে।

২৬ নভেম্বর, '৭৫

"কতো অজানারে জানাইলে তুমি...."।

দৃশ্য দৃশ্যান্তর। ধাবমান নানা চিন্তা। মহারাষ্ট্রীয় প্রান্তর-মধ্যপ্রদেশের পাহাড়পর্বত অরণ্য, উড়িষ্যা-বিহারের সমতল ভূমি–শুধু ছবির খেলা, পটপরিবর্তনের চমক, ঝলক। ভোরে মেদিনীপুর অতিক্রম করলাম....

২৭ নভেম্বর, '৭৫

পশ্চিমবঙ্গ জানান দেয়। কুয়াশা পড়েছে। জলাজমি সামনে। সাঁতরাগাছি এসে খবর কাগজ কিনতে পারলুম। থমথমে আবহাওয়া। বাঙলাদেশের ঘটনা হঠাৎ ঘা দিল। জাতিপুঞ্জে বাঙলাদেশের জন্মলগ্নে অন্যতম নায়ক শ্রীসমর সেন

www.pathagar.com

ঢাকায় আততায়ীর গুলিতে আহত। সব আচ্ছন্নতা কেটে গেল। ইতি নেই অস্বোয়াস্তির।

২৮ নভেম্বর, '৭৫

আবার ফুটন্ত কড়ার মধ্যে

৬ ডিসেম্বর, '৭৫

কবি আবুল হাসান মারা গেছে।

সংবাদপত্রে তারিখ, অকুস্থল কিছু নেই।

আবুল হাসান!

আবুল হাসান!

আমার ডাকে তুমি কোনোদিন কি নিরুত্তর থাকতে পারতে, ভাই? পলাতকের জীবন।

তোমার মরা মুখ দেখা থেকেও বঞ্চিত রইলুম।

৭ ডিসেম্বর, '৭৫

বেলা দেড়টা।

বহু কাল ধরে আবার শান্তিনিকেতনে আসা গেল।

এত পরিবর্তন, চেনা দায়। পুরাতন ছাতিম তলা এবং ঐ জাতীয় চিহ্নই অতীতের স্বাক্ষর।

সঙ্গী কুইনস্‌ল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কাউয়েল ও তাঁর স্ত্রী। তাদেরই গাইড হিসেবে এই পাড়ি।

রতনকুঠি অতিথি আবাসে আমাদের ডেরা...। রিক্‌সা নিয়ে গোটা এলাকা দ্রুত ঘুরে দেখার বাসনায় পুরাতন সহপাঠী ডক্টর অমিয় সেনের কাছে ধর্ণা। বন্ধুবর এবার আমাদের গাইড। নতুন জায়গাগুলোর ইতিহাস বয়ান করল। সন্ধ্যায় সেমিনারে যোগদান।

উপাচার্য সুরজিৎ সিংহের সঙ্গে পরিচয়। তিনি বাঙলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মণি সিংহ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। সামান্য ক্ষণ আলাপচারিতা। মক্কায় গাধা থাকে। শান্তিনিকেতনেও এক পদোন্নতিকামী অধ্যাপককে দেখলুম উপাচার্য সমীপে কি রকম ভেজা বিড়ালের মত বিনয়াবনত।

৮ ডিসেম্বর, '৭৫

ভোরে প্রাতঃরাশ।

www.pathagar.com

সন্‌জিদা খাতুনের দরজায় হানা। হাতে অল্প সময়। অষ্ট্রেলীয় দম্পতি উদয়ন ইত্যাদি দেখতে চান-রবীন্দ্রনাথের বসবাসের জায়গাগুলো। মটোরে, তাড়াতাড়ি কিছু জায়গা দর্শন। দুটো ফ্লেমিংগো পাখী উদয়নের প্রাঙ্গণে হঠাৎ নাচছিল। মিসেস কাউয়েল ছবি নিলেন।

আবার কলকাতা অভিমুখে।

মনে প্রশ্ন জাগে, প্রাচীন তপোবন আর সম্ভব নয়। জীবনের স্রোত দূরে রেখে কেবল কি সাধনার দড়ি পাকড়ে থাকা যায়? ঊনবিংশ শতাব্দীতে যা প্রগতিশীল ছিল, তেমন ভাবধারা আজ কি জীবন-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কতদূর নিয়ে যেতে পারে?

বিদেশী দম্পতিদের ধন্যবাদ আবার শান্তিনিকেতন দেখা হোলো।

পথপ্রান্তে বহু কিছু ফেলে যেতে হয়। আবুল হাসান কোথায়? গত বছর ওকে চিকিৎসার জন্য G.D.R এ পাঠিয়েছিলুম।

৯ ডিসেম্বর, '৭৫

চৈনিক রাজনীতি আর নৈতিকতার নমুনা দ্যাখো।

অপর দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 'তেনারা' হস্তক্ষেপ করেন না-তা বুক ঠুকে প্রচারিত হয়। কিন্তু বেচারা বাঙলাদেশ! অনেক রক্তক্ষয়ের পর দেশটা স্বাধীন হোলো। চৈনিক সমর্থন ছিল না তখন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাদের অসম্মানকর উক্তির পুনরুত্থাপন এখানে নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা অন্য দেশের মঙ্গলমঙ্গল বিচারের ভার সেদেশের অধিবাসীর নয়। সমাজতান্ত্রিক চীনের দায়িত্ব গোটা মানবতা রক্ষার। অতএব তাদের মুরুব্বিপনা করা নীতিসিদ্ধ। হিটলারের Herrenvolk. তত্ত্ব, এখন দেখা যায় (? ? ? ?) সমাজতান্ত্রিক (?) দেশও গ্রহণ করেছে।

হায় মার্কস,

কবরের ভেতরে ওলটপালট করছ কি না তুমি, কে জানে?

১০ ডিসেম্বর, '৭৫

বাঙলাদেশের শাসক—বর্তমান শাসকেরা কি বোঝে যে আধুনিক কালে রাষ্ট্র অর্থ Nation-State জাতিক রাষ্ট্র এবং তা গড়তে গেলে জাতীয়তাবাদ অপরিহার্য, আর জাতীয়তাবাদ মধ্যযুগীয় বহু ধ্যানধারনার সমাপ্তি ঘটিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাই আবার তারা আঁকড়ে ধরছে। তার প্রমাণ তাদের নানা কাজে। পুরাতন পাকিস্তানী গোলাম বহু অফিসার, এতদিন যারা বরখাস্ত বাতিল বা জবরদস্তি অবসর গ্রহণের আওতায় পড়েছিল, সেগুলোর এখন পুনর্নিয়োগ হচ্ছে।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তথাকথিত ইসলামী শিবিরের পান্ডাগুলো (মূলতঃ মূর্খ, আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়হীন) আবার সরকারী মোহাফেজ-রূপে কল্কি পাচ্ছে নানা ভাবে। স্ববিরোধের জালে জড়িয়ে আছে বাঙলাদেশের হালফিল শাসকবৃন্দ। জাতীয়তাবাদ হটিয়ে ওরা জাতিক-রাষ্ট্র গড়বে। ওদের মগজে এসব চিন্তা হয়ত বুজ্‌কুড়ি (বুদবুদ) তোলে না। আদৌ...।

১৬ ডিসেম্বর '৭৫

বন্ধু সঞ্জীব দত্ত, কন্যা বুয়া সহ আপাততঃ সাম্প্রদায়িকতা-জাত জল্লাদখানা থেকে মুক্ত।

দমদম এয়ারপোর্ট।

রাত্রি ন'টা।

সঞ্জীব কন্যা এ্যারোমা (বুয়া) কানাডা যাত্রী। তাই আমাদের উপস্থিতি।

দৃশ্যের পরিবর্তন গতির সাহায্যে কতো সহজ করা যায়, কুশীলব একই রেখে?... কুয়াশার চোটে প্লেন নামতে পারল না। অতএব আবার ডেরা সুকিয়া ষ্ট্রীট। সেখানে বিয়ে বাড়ীর জের চলছে। কিছু আহার শেষে পরে সঞ্জীব-ভাগিনা কল্যাণদের বাড়ীতে।

Community living বিছানা পেতে সারি সারি শোওয়া গেল। বিয়ে উপলক্ষে বম্বে থেকে এসেছিলেন সঞ্জীবের ভগ্নিপতি ধাতববিদ পরেশ মজুমদার। ভোরে উঠে মজুমদার মশায়ের সঙ্গে কুশলাদির প্রসারিত ক্ষেত্রে বিচরণ। সংসার, দুই মেয়ে, কর্মক্ষেত্র....ইত্যাদি। হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ডের নিখিল মুখার্জি কাতারে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিলেন। আর সঞ্জীব দত্ত তার ক্ষিপ্র মস্তিষ্ক নাক দিয়ে শব্দরূপে বেশ নির্গত করছিল।

অবিশ্যি আমার ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি তোপধ্বনির মধ্যে।

১৮ ডিসেম্বর, '৭৫

জলমন্থন বা ঘূর্ণাবর্তে বুদ্বুদের অভাব হয় না। কোন না কোন বুদ্বুদ শীর্ষে ওঠে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেটির মর্যাদা উঁচু। জলবুদ্বুদের কি Solidity থাকে?

বাংলাদেশের বর্তমান সর্বেসর্বারা তেমনই বুদ্বুদ। ধসে পড়তে বাধ্য।

১৯ ডিসেম্বর '৭৫

গত সেপ্টেম্বরে জন্ম। তিন মাস কয়েক দিন বয়স। দৌহিত্রের ছবি পাঠিয়েছে লায়লী। ওয়ারিদ আসগার। নাম আমিই পাঠিয়েছি। পিতা ওয়াহিদ

www.pathagar.com

আসগারের নাম অনুসরণ। ছবি দেখেই এখন মনকে স্তোক দিতে হচ্ছে। হৃষ্টপুষ্ট বড় সুন্দর দেখতে। ইতিহাসের চক্র-দন্তে এমনই আটকে গেলাম, কবে ওকে চাক্ষুষ দেখব অনিশ্চিত।

নবজাতক। পৃথিবীর মালিন্য ওদের স্পর্শে করেনি। ওদের অনাবিল চোখের দিকে তাকাতে বড় ভাল লাগে।

শুভেচ্ছা রইল ভাই, এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার সাধনা একদিন তোমরা নেবে।

ডাক নাম পাঠিয়েছিলুম ঃ রিদ্ (হৃদের চলতি উচ্চারণ) ওদের বুঝি পছন্দ হয়নি। তাই অমিত রেখেছে। মা বাঙলা অনার্সের ছাত্রী। "শেষের কবিতা" হয়ত নামকরণের সূত্র।

২১ ডিসেম্বর, '৭৫

দুর্গম পথ। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারিনে। অন্যথায়, বাঁচা অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানব-জন্মের যদি কোন অর্থ না রইল, এত দিনের সাধনা পথে এত যন্ত্রণা সইলাম কেন?

যা আসে আসুক। যা ঘটে ঘটুক। আবার সব বুক পেতে সইব। নৌকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়াই ভাল।

যেন ১৯৭১ এর মার্চ।

সঞ্জীব দত্তের সঙ্গে আলাপচারিতায় সারা বিকেল।

২২ ডিসেম্বর, '৭৫

কিছু খবর পাওয়া গেল। পারিবারিক সকল কুশল। শীতের কোট পাঠিয়েছে। বাহক আব্দুল মতীন খান। বন্ধুরা আর আমার বাড়ী ঘেঁষে না। সেখানে ব্যাঙ্কারের নৈতিক সাহস নমস্য।

২৪ ডিসেম্বর, '৭৫

"বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্ম্মণ্য ব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান।"

বিদ্যা দুরাচার ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং ব্রাহ্মণও ভক্তিহীন রাজকুলের সেবা করিবে।

–ভাগবত ১ ঃ ১৬ অধ্যায়-ভাগবত ১ ঃ ১৭ অধ্যায়

২৫ ডিসেম্বর, '৭৫

ন বয়ং ক্লেশবীজানি যতঃ সুখঃ পুরুষষর্ভ।

www.pathagar.com

পুরুষং তং বিজানাসো বাক্যভেদ বিমোহিতাঃ।

নানা মতে দিশাহারা হইয়া সুখ দুঃখ দানের ঠিক কে কর্তা, তাহার উদ্দেশ পাইতেছি না, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ।

২৭ ডিসেম্বর, '৭৫

ফ্রাষ্টেশান বা নিষ্ফলতা বোধ যে কতো রকম দেখা দেয়। ভগবতে ২ ঃ ১ম অধ্যায়ে আছে ঃ-

নিদ্রা হিয়তে নক্তবু ব্যাবায়েন চ বা বয়ঃ
দিবা চার্থেহরা রাজন কুটুম্ব ভরনেন বা
রাত্রিতে নিদ্রা ও স্ত্রীবিলাসে ও দিবাভাগে
ধনোপার্জন ও স্ত্রীপুত্রাদি পোষণের চেষ্টায় জীবের জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়।

১ জানুয়ারী '৭৬

ভবিষ্যতের দিকে তাকাই, কিছুই দেখতে পাইনে।
সব ঝাপসা, আজকের সকালের কুয়াশার মত।
এই বিষণ্নতার মধ্যে তোমার প্রবেশ,
হে নববর্ষ
সম্ভাবনার হাতছানি কোথায় নিয়ে
যেতে পারে?
সেই উন্মাদনায় বাঁচার যোগানো সমিধ্
তোমার কাজ।
তা-ই নিয়ে এসো।
স্বাগতম!

৩ জানুয়ারী ১৯৭৬

বাঙলাদেশ শেষে কোথায় এসে দাঁড়াল ঃ ভুলের মাশুল দিতে হয়।

আমার পক্ষে ওদেশের বর্তমান আবহাওয়া ক্রমশঃ শ্বাসবিরোধী হয়ে উঠছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হোলো। যদি কিছু লিখতে হয়, অন্য পরিবেশে চলে যাওয়া উচিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রয়াণের পর সাড়ে চার মাস চলে গেল, মন কোন রকমে আত্মস্থ হয় না। এই দুর্বিপাক সঙ্গে। এসব কাটিয়ে ওঠা ছাড়া বাঁচা অর্থহীন।

www.pathagar.com

এখন বেশ স্পষ্ট, নানা উপাদানের সমন্বয় না ঘটলে কাজের প্রেরণা দূরে থেকে যায়।

ঘর ছিল। আকাশের সঙ্গে বিনিময়ে জলাঞ্জলি দিলুম। আজ আকাশও দিগ্বলয়ের মরীচিকা সৃষ্টি করছে। এমন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় উদ্যম ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছি। এই গ্লানিমুক্ত হওয়ার দায়িত্ব এই শীর্ণ ঘাড়ে।

৪ জানুয়ারী '৭৬

স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলাকালে আমার "রাজা উপাখ্যান" উপন্যাস পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন হীরক রায়। বয়সে অনেক ছোট। তার নেমতন্ন অনেক দিনের। নানা অজুহাতে ঠেলে রাখা। আজ তার বাড়ী গিয়ে দেখা গেল, জরুরী কাজে পলাতক। বড় ভাল লাগল এই বাড়ীর পরিবেশে। পিতা শ্রীসুবোধ রায় বাঁচার অবলম্বন সম্পর্কে প্রচণ্ড ওয়াকিবহাল। সঙ্গীত, বই, বাগান নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে কোন ফাঁক ঢুকতে দিতে সদা নারাজ থাকেন। সদালাপীজন। কথাও বলেন বেশ গোছানো। হীরকের অগ্রজ দিলীপ রায়ের সঙ্গে ঢাকায় আলাপ। আজ আমাকে ডকে তুলে দিয়ে নিজে গেছেন ডকে। পেশায় শিপিং করপোরেশনের কর্মকর্তা। মধ্যম জন শ্রীকমল রায় আমাকে শর্ট্‌কাট ঘুলঘুলি পথে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে গেলেন। বহু কাল পরে প্রায় ৩০/৩৫ বছর পরে আবার কৈশোরের দপাদপির আস্তানায়। স্কুলে থাকতে এখানে আসা হোতো। আজ প্রৌঢ় জন। অথর্ব জন। শরীর সায় দেবে না। গোধূলি বেলায় বাস-ষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত স্বজনের মত এগিয়ে দিলেন কমল বাবু।

৫ জানুয়ারী, '৭৬

এখন স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি, Power-base শক্তির বনিয়াদে না থাকতে পারলে জগতের কোন কল্যাণ সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত টুকিটাকি সংস্কারমূলক কিছু সম্ভব। সামগ্রিক-ভাবে ছোঁয়াই-দুষ্কর।... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকতে তাঁর কাছে যাইনি। তিনি ব্যস্ত মানুষ। তাছাড়া অনেক বদমাসও তাঁর আশেপাশে জুটেছিল। এই অহমিকা থেকে তাঁর নিকটে গিয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য গেলাম না। একবারও। অহমিকা কী মঙ্গল সাধন করল দেশের? অথচ মানুষটি দেশের মঙ্গলকামী ছিলেন না, এমন কথা বলা অন্যায়। শেষের দিকে সমবায় এবং বিকেন্দ্রিত প্রশাসনের যে পন্থা নিয়েছিলেন তা প্রগতিশীল ভাবধারার অনুসৃতি। দুর্নীতি এবং অযোগ্যতার আবর্জনা পরিষ্কারে হয়ত সময় লাগত। কিন্তু আন্তর্জাতিক মনোপলিষ্ট, তথা সাম্রাজ্যবাদীরা সে সময় দেবে কেন? তখন অনেক মাথা-ভাঙ্গার প্রয়োজন হোতো। তাই এক বিশাল মাথাই তাড়াতাড়ি গুঁড়িয়ে দিলে।

www.pathagar.com

৬ জানুয়ারী '৭৬

বহু Sophiticated Bastard (পরিশীলিত মানস-বিশিষ্ট জারজ) মনে করে জন-নেতা অশিক্ষিত ব্যক্তিরাই হতে পারে। তাদের ধারণা Communion (হৃৎ-যোগ্য) যেন যে-কেউ দিতে পারে।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা প্রচণ্ড পণ্ডিত হবে এমন কোন কথা নেই।

আমাদের মধ্যে একজন মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মহত্যার বড়ি–দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা বর্ণবিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তা-ই কী যথেষ্ট নয়?

আত্মহত্যার জের কতো দিন চলবে কে জানে?

বঙ্গবন্ধু নিহত।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিলাম না।

৭ জানুয়ারী '৭৬

ময়নামতি নির্যাতন শিবিরে অশেষ দৈহিক-অত্যাচারের চিহ্ন নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন কংগ্রেস আমলের দেশপ্রেমিক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পুত্র সাংবাদিক সঞ্জীব দত্ত একটি কবিতার বই লিখেছেন। আবহ ঃ পিতার মৃত্যু। কাব্য "Eyeless in the urn" কিছু বিদেশে আলোড়ন তুলতে পারে। বুদ্ধির দীপ্তি এবং প্রাণ-যোগ-দৃঢ় আবেগে দৃঢ় (বাঙালী জনোচিত নয়) উচ্চারিত এই কাব্যসম্ভার যুগপৎ সিনায়ের সার্মন্ এবং ঘৃণা, প্রেম, পাশবতার চিত্র-বহুল লৌকিক যূথ–ক্রেঙ্কার। দত্ত-কবির ভাষায় Synergy সিনার্জি।

ইংরেজী কাব্যের উত্থান পতনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। তবে তেমন জোরালো কিছু নয়। তবু ভবিষ্যতে এই কাব্য নিয়ে আলোচনার বাসনা রইল।

স্বাধীনতা সংগ্রামকালে পরিচয় ভারতের উত্তর-প্রদেশ নিবাসী বিজয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। বাঙালীপ্রেমিক শুধু ভাষা শিক্ষা মারফৎ নয়, বাঙালী মেয়ে সহধর্মিণী। শ্রীমতী প্রভা শ্রীবাস্তবকে মাসী ডাকতাম। তাই বিজয় "মাউসা" (হিন্দী-মেসো)।

উত্তর প্রদেশের এই একহারা চেহারার তরুণটি বড় সৎ, বড় ভাল। জনকল্যাণ চিন্তা ওর কাছে সহজাত ব্যাপার। মাউসা বিজয়।

He is a new find!

What a find!

৮ জানুয়ারী '৭৬

খিদিরপুরে আমার বাল্যকালের সঙ্গী, এক গ্রামে বাড়ী বাশারৎ হোসেন থাকে না। তার আস্তানা গ্রাম। কিন্তু ওর ছেলেরা থাকে। দুপুরে ওদের সঙ্গে কাটল।

www.pathagar.com

পটভূমি অতীতে বিচরণ।

বিকেল ও সন্ধ্যা কলকাতার প্রেস ক্লাবে। ময়দানে তাঁবু পাতা। এঁদের স্থায়ী আবাস নেই এখনও।

৯ জানুয়ারী '৭৬

সকালে সংবাদপত্রে দেখলাম, চাউ-এন-লাই, চৈনিক নেতা মারা গেছেন। যৌবনে আমাদের "হীরো" ছিলেন মানবত্রাণকারী হিসেবে। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন-কালে নেতাদের ঘৃণ্য সুরত দেখে আঁৎকে উঠলুম। মত যখন মন্ত্রে পরিণত হয়, তখন সব আদর্শই ভেস্তে যায়।... এক নেতা মরেছে। আর একটা বাকী আছে। যতই অতীতের গৌরব থাক, বর্তমান-কে যারা পরবর্তী কালের আদর্শ কীর্তি রূপে গড়ে তুলতে পারে না, তারা ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য।

সন্ধ্যায় মনে হোলো কোন মৃত জনের প্রতি ঊনষাট বছর বয়সে উষ্মা-প্রদর্শন কি অশোভন নয়? কিন্তু নিরুপায়। আমার একটি প্রশ্ন, তুমি কি গণহত্যার বর্বরদের অথবা নিপীড়িতদের দলে? বাঙলাদেশের সংগ্রামকালে ওরা খুনীদের স্যাঁঙাত (হায়, সাম্যবাদ!) ছিল। নৈতিকতাহীন মানুষ জন্তুবিশেষ। তার বেশী কিছু না। উষ্মা স্বাভাবিক। শ্রমিক-শ্রেণীর নেতা কিন্তু গোড়ায় মান্দারীনের বাচ্চা। আমলার সন্তান, পুরাতন পিতৃ-খসলতে ফিরে গেছেন চাউ-এন-লাই।

১০ জানুয়ারী '৭৬

উত্তর কলকাতা। বরানগর গিয়েছিলুম চাটগাঁর বন্ধু অতুল চৌধুরীর বাড়ী। চৌদ্দ বছর পরে দেখা। শুনলাম ওর কাছে কাছেই কাশীনাথ দত্ত রোড। ১৯৩১ থেকে এক কালের বহু স্মৃতি ওই রাস্তায় ছড়ানো। ১৯৩১-৩৪ প্রায় যাতায়াত ছিল ওখানে। আমার বোনাই কাজী আব্দুল খালেকের মনোহারী দোকান ছিল কাশীনাথ দত্ত রোড এবং বরানগরের ঠিক মোড়ে। সাইনবোর্ড, এ, এল, ব্রাদার্স। আব্দুল লতিফ এ্যান্ড ব্রাদার্স। লতিফ ছিলেন ভগ্নীপতির বড় ভাই। রুটি বিস্কুট মনোহারী দোকান। আমার পিতৃদেব নিকটে থাকতেন। সেই সূত্রে যাতায়াত ছিল ঘনঘন। '৪৬ সনের দাঙ্গায় দোকান লুটপাট হয়ে যায়। পরে বেহাত। কাশীনাথ দত্ত রোডের উপর ওদের রুটি বিস্কুটের দোকানও বন্ধ হয়ে যায় তখনই। দু-তিন বছর পরে কারখানা সমেত জায়গা ওরা খুব সস্তায় বিক্রী করে দেয়।

আজ অতুল চৌধুরীকে নিয়ে হেঁটেহেঁটে এগোতে লাগলুম। আগে কতো ফাঁকা জায়গা পড়ে ছিল। এখন দু-পাশে দোকান আর বাড়ী। মোড়টা ঠিক আছে বরানগরের। আর কিছু চেনা মুশকিল। উপন্যাসের কাহিনী। চাটগাঁয়ে আমাদের অনুজ-বন্ধু ছিলেন ডাক্তার সরেশ দে। রাজনৈতিক শাস্তি এড়াতে পাকিস্তান আমলে

www.pathagar.com

তিনি বার্মা চলে যান। চাটগাঁয় তাঁর বিয়ের দিন উপস্থিত ছিলুম। বার্মা থেকে তিনি পরে কলকাতা চলে আসেন এবং আজ তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা। অতুল চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দিলে। ওর মা-কে বধুবেশে দেখা আর দেখা হয়নি।

১১ জানুয়ারী '৭৬

অনিশ্চয়তার মুখে এই বয়সে মাঝে মাঝে হঠাৎ হতাশার ঝাপটা এলে নুয়ে পড়তে হয়। মন শক্ত হতে চায় না। বিশেষতঃ যখন নিজের নিকটজনদের কথা মনে পড়ে। অনেকে বড় দরিদ্র, বড় অসহায়। ছোট ভাইটা একা। নিজের পায়েও দাঁড়াতে শেখেনি আমার জন্যেই। মার সন্তান রূপে সে-ই মার কাছে ছিল। তাই ওর জীবিকা গ্রহণের তাড়া দিইনি। এমন অবস্থা হবে কে জানত... হঠাৎ হঠাৎ এমন সব বেদনা বড় অস্থির করে তোলে। অথচ ইতিহাসের চ্যালেঞ্জের মুখে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ চাপা পড়ে থাকার কথা। "ব্যক্তিগত জীবনটাকে অন্য সব কিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই আত্মাবমাননা।" রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন কন্যা মীরা দেবী-কে। তারিখ ২৮ আগষ্ট, ১৯৩২।

১২ জানুয়ারী '৭৬

দেবশরণ দাশগুপ্ত সাংবাদিক ছিলেন চারের দশকে। তখন পরিচয়। ঢাকার অধিবাসী। ঘটনাচক্রে আবার একই শহরে। সাংবাদিকের ঘটনাপ্রবাহ মুখস্থ থাকে। ওর সঙ্গে প্রাচীন দিনের কাহিনী উত্থাপন এক বিশেষ আনন্দ। কারণ, গ্যাপ পূরণে তিনি সিদ্ধহস্ত। শুনেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আজ *বসুধা চক্রবর্তীকে দেখতে গিয়েছিলুম দেবশরণের ফার্ন রোডের বাড়ীতে অতীত কাহিনী শোনার লোভে।

কিন্তু এক সময় আহার্যেরও লোভ দেখালেন বেগম পার্বতী দাশগুপ্তা।

খুব বেশী খাইনি। তবু জের। রাত্রে বুকে ব্যথা, গ্যাসের জের। বহুকাল তেমন কোন অসুখ বিসুখে ভুগিনি। খাওয়ার ব্যাপারে আরো সাবধান হওয়া দরকার। আরো সাবধান।

১৩ জানুয়ারী '৭৬

ডক্টর আলি ইমামের সঙ্গে '৭১ সনে পরিচয়। অসুখ-বিসুখে অবলম্বন ছিলেন অনেকের। আজ অভয় দিলেন, "হার্ট ঠিক আছে। গ্যাসের ফলে ব্যথা।"

হার্টের জন্যেই এত যন্ত্রণায় ভুগছি। ঠিক থাকবে বৈকি।

বেঈমানীর সবক নিলে কী এই বয়সে এত শারীরিক দুর্ভোগ সইতে

* বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক। ঢাকার শিবপুর-নিবাসী। দু'বছর পূর্বে প্রয়াত।

www.pathagar.com

পারতাম?

সন্ধ্যায় কড়েয়া রোড থেকে পার্ক সার্কাস ট্রাম-ডিপোর দিকে হাঁটছিলাম। চোখে পড়ল একটা গেট। আর গেটের পাশ দিয়ে সরু রাস্তা শেষে একতলা বাড়ীটি। '৭১ সনে এইখানে "জয় বাংলা" পত্রিকার আপিস বসেছিল। দিনরাত্রি কতো লোকের না ভিড়। এক এক করে অনেক ঘটনা ধাবন্ত রেল গাড়ীর মত ছিটকে চোখের আড়াল হতে লাগল। একবার থামলুম গেটের মুখে। স্পন্দিত বুক। তাড়াতাড়ি তাই পা চালাই। অতীত এখন যেন কৌতুক দাঁত বের করে... ভেংচে গেল। বাংলাদেশে স্বাধীনতা- আন্দোলন হয়েছে বলেই আর কেউ বলবে না। কী দুর্বল-বাঙালী বিশেষতঃ মুসলমানদের স্মৃতিশক্তি। এত অত্যাচার, অবমাননা কিছুই মনে রাখল না। ডিপ্লোম্যাটিক এবং হার্দিক সম্পর্ক (কুচক্রী ভুট্টো যেখানে প্রধান) এক করে ফেলল কী করে– আর এত জল্‌দি!

১৪ জানুয়ারী '৭৬

শরীরের সঙ্গে বুঝাপড়া দরকার।

জংগের ময়দানে তুলতুলে শরীর নিয়ে ক'দ্দিন টেকা যাবে?

গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ভেসে পড়লুম। মনের জোর অপেক্ষা দেহের উপরও আস্থা কম ছিল না। হঠাৎ পিছলে পড়া অন্যায়। রাত্রে আহার কম নয় একদম বন্ধ করে দিয়ে দেখা যাক কী রকম কাটে।

পশ্চিমবঙ্গে চাস্‌নালা কয়লা খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

এমন দুর্ঘটনা হয় কেন? মানুষের প্রাণের মূল্য কমে যায় (Spiritual Decayর লক্ষণ) তখন সতর্কতা-রক্ষা দায়সারা কর্তব্যের পর্যায়ে ঠেকে। বত্রিশ (৩২)টি প্রাণের অপচয়। হাজার দুঃখের বিচরণ নতুনভাবে শুরু হবে, এক এক পরিবারের উপর দিয়ে। মৃত্যু একটি কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জের চলে অনেক অনেক দূর।

১৫ জানুয়ারী '৭৬

বুকে ঈষৎ ভার। কিন্তু সকালে অন্যান্য দিনের চেয়ে শরীর হাল্কা লাগল। রাত্রের আহার ন্যূনতম পর্যায়ে আনা দরকার।

শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত। নিজ-মাহাত্ম্যে বিনম্র, আজীবন ত্যাগের সাধক এই দেশপ্রেমিক আবার বাঙলাদেশ ছাড়া।

পলাতকদের সংখ্যা বাড়ছে।

এত সদিচ্ছা, আন্তরিকতা কি কর্মরূপ নেবে না কোনদিন? প্রতীক্ষাও শেষ পর্য্যন্ত সাধনার অন্তর্গত হয়ে পড়ে। কালের জুলুম অবিশ্যি অন্যান্য উপাদান-জাত।

www.pathagar.com

তা না সয়ে উপায় নেই।

কয়েকটি পত্রিকায় পড়লুম বিশিষ্ট কিছু লেখকের রচনা। অধিকাংশ লেখা লেখা খেলা। বিশেষ সংখ্যাগুলো শেষ পর্য্যন্ত লেখক-হত্যাকারী।

অবক্ষয়ের বন্ধন কতো রকম মূর্তি ধরে না আসে।

১৬ জানুয়ারী '৭৬

পলাতক কিছু রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় সবাই পীড়িত।

এ যেন প্রক্রিয়া। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে সকলেই আরো পরিশুদ্ধ মানব রূপে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

শরীরটা বড় ভাবিয়ে তুলেছে। খুব তন্দুরস্ত হয়ে জন্মাইনি। এই পুঁজি নিয়েই সেই কবে কৈশোর থেকে জীবন সংগ্রামের স্রোতে ভাসা। তার একটা রফা-শেষে আবার কেঁচো গন্ডুষ। যৌবনের তেজ দরকার নেই। প্রৌঢ়ত্বের সুঠাম ভিত্তি বজায় না থাকলে কী করে লড়াই চালিয়ে যাবো? নেপাল নাগ। শ্রমিক নেতা নেপাল নাগ। একদা নারাণগঞ্জে মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে রহমান ভাই নামে পরিচিত ছিলেন। বিধ্বস্ত শরীরে কলকাতায় আশ্রিত। রহমান ভায়ের দর্গা রোডের দর্গায় গিয়েছিলুম। মানৎ শুধতে নয়। আরো অনেকে হাজির ছিলেন। রাত্রে ফেরার সময় রণেশ দাশগুপ্ত, অসিতরঞ্জন সেন (পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার এ্যাকাউন্ট্যান্ট)-কে সঙ্গে পাওয়া গেল।

বুকে অনেক তাগদ ফিরে পাওয়া গেল।

১৭ জানুয়ারী '৭৬

জাষ্টিশ মাসুদের ভাই এস, এ, মনসুর আমাদের মনসুর ভাই। তার কাছ থেকে কিছু সংবাদ পাওয়ার প্রত্যাশা। তিনি ত গুহামানব নন চোখ-কান বুঁজে বাস করবেন। তাই প্রতীক্ষা।

অবিভক্ত বাঙলাদেশে প্রগতিশীল পত্রিকা ছিল "প্রতিরোধ"। রণেশ দাশগুপ্তর ডেরায় সাক্ষাতে এসেছিলেন ওই গোষ্ঠির কয়েকজন। সবাই চেনা। এসেছিলেন শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী, সৌমেন হোড়, কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ। অসিতরঞ্জন সেনও জুটলেন। অনেক প্রাণশক্তি এক জটল্লায়।

হঠাৎ স্বাস্থ্যের দুর্দশা ভুলেই গেলাম। মনের সঙ্গে বুঝাপড়া করা সহজ হবে। প্রায় একত্রিশ বছর পরে ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমার জন্যে যেন কল্যাণ-রূপে আবির্ভূত।

পশ্চিমবঙ্গে স্বামীরা আসলে গরু হতে ভালবাসে তাই স্ত্রীকুলের 'হ্যা গো'

www.pathagar.com

লিখেছে। ঢাকার গলির ভেতর ফনু (জিলানীর ডাক-নাম) কী যন্ত্রণাই না ভোগ করছে আমা-বিহনে। কী করব, ভেবে দিশা করতে পারিনে। এই বুক যন্ত্রণা-সহ্যের কতো ক্ষমতা ধরে—তারি যেন পরীক্ষা সম্মুখে। বয়সের এই প্রান্তে এসে হয়ত আরো দুঃখ ভোগের আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। জননীর কথা মনে পড়ে। আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। তাঁর আমানতের প্রতি অবহেলা কখনও করিনি। কিন্তু এখন কী করব? মা, তোমার সন্তান কে তুমি রক্ষা করো পরপার থেকে—যদ্দিন না বাঙলাদেশে ফিরে তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নিই। মা... জননী...।

১০ মার্চ '৭৬

রাত্রে ঘুম নেই তেমন।

জ্বর আসেনি।

সকালে খিদিরপুর গিয়েছিলুম। বাল্যসঙ্গী বাশারতের দুই ছেলে গ্র্যাজুয়েট। একজন কমার্সে, অন্যজন সায়ান্সে। পিতার মত শান্ত। সততার খড়ি হাতে ব্যবসায় নেমেছে জালাল উদ্দীন, শাহাবউদ্দীন। টেলিগ্রাম ওদের কাছেই এসেছিল।

দুই ভায়ের আন্তরিকতা ওদের পিতৃদেব কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই একে একে বহু জনের খবর নিতে গিয়ে দু'ঘণ্টা কেটে গেল। ট্রামে ময়দানের দৃশ্য আজ আর টানল না। ফনু কেমন আছে? এই চিন্তায় বুকের ভার এমন যে চোখ কোন দিকে আর এগিয়ে যায় না। সেই স্কুলজীবনের কথা মনে পড়ল, যখন ট্রামে চড়াই ছিল আনন্দ। আর ময়দানের ভেতর দিয়ে গেলে ফুর্তিরও গড়ের মাঠ। বহুকাল পেরিয়ে কোথায় এলাম?

সব মমতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা বড় যন্ত্রণাদায়ক। (বড় বিষণ্ন দিন, বিষণ্ন রাত্রি)।

দেশ একটা প্রত্যয়, স্বজনেরা প্রতীতি।

তাই কি বন্ধন এত গ্রন্থিময়?

১১ মার্চ '৭৬

আজ সকালে রণেশ দাশগুপ্তর কাছে গিয়েছিলুম। মানবপ্রেমিক। যৌবন থেকে আজ উত্তর-বাষট্টি বয়সে বহু পরীক্ষার ভেতর দিয়ে লীলাভূমি ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন। ওঁর সঙ্গে আলাপে মনে বল ফিরে পাওয়া যায়। বর্তমান সংকটের কথা দু'দিন আগেই পেয়েছিলেন। একট সহানুভূতির রেশ থাকে ওর কথায়, যদিও প্রসঙ্গই সাহিত্য বা রাজনীতি। এই অপরোক্ষ স্পর্শের জন্যেই রণেশ বাবুর নৈকট্য মধুর। এমনিতেও তিনি সনাতন পুরুষকার। সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী। কিন্তু মার্কসবাদী।

www.pathagar.com

এই স্ববিরোধ বিরোধ নয় শুধু নিকট জনেরাই বুঝতে পারে।

দাদা নেপাল নাগ বললেন, নিজের কাজে আত্মমগ্ন থাকাই যন্ত্রণা-মুক্তির উপায়। এই জাতীয় সংকট আরো আসা বিচিত্র নয়। দেশপ্রেমিক অভিজ্ঞ মানুষের উক্তি শিরোধার্য। ছোটদের উপন্যাস তাড়াতাড়ি শেষ করায় মন দিলে আত্মমগ্নতার তোড়ও বেড়ে যাবে।

কী আশ্চর্য রেহাই। ঢাকা থেকে টেলিফোন পেলাম, ফনু ভাল আছে। অসুখ ভালর দিকে। আমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল। সে জানে না, আমি এক বেড়ি-বদ্ধ আর এক কুলটার সঙ্গে—যার নাম "বাঙলাদেশ"।

মানসিক গুমোট কেটে গেল নিমেষে। বিষণ্নতার শীর্ণ জের শুধু পাহারাদার।

১২ মার্চ '৭৬

ময়দানে বুক-ফেয়ার উৎসবে সন্ধ্যা। ছোট একটা বই কেনা গেল। বৈদেশিক মুদ্রায় আড়াই টাকা। বহু বই কেনার বাতিক কোন রকমে চাপা দেওয়া গেল। ভিড়ের মধ্যে অজয় কুমার সিংহের (ঝন্টুবাবু, কুমিল্লা-নিবাসী) সঙ্গে দেখা। যন্ত্রশিল্পী। সাধনার জের অব্যাহত রেখেছেন। '৪৬ সনে বেক বাগান রোডের মোহাইমেন-রবিউদ্দীন অধ্যুষিত বাড়ী। মস্কোয় মটোর দুর্ঘটনায় নিহত বিনয় রায়, তার স্ত্রী জয়া, বোন (পরে সজল রায় চৌধুরীর স্ত্রী, নাম মনে নেই) ঝন্টু বাবু ওই বাড়ীতে থাকতেন। অবিশ্যি খালেদ চৌধুরী শিল্পী সংগীতজ্ঞ, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভার ভাণ্ডারী। ওই বাড়ীতে ইন্ডিয়ান পিপল্‌স থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশনের জোয়ার উদ্ভূত বহু গুণীজ্ঞানীর উদয় ঘটত। একবার আলী আকবর খানও এসে সরোদ বাজিয়েছিলেন নির্বিত্তদের আড্ডায়। শ্রী অজয় সিংহ তখন এই আস্তানার পীর। সন্ধ্যায় বইয়ের উৎসবে পুরাতন দিনের আমেজ পাওয়া গেল সিংহের সাহচর্যে। আপিস ফেরৎ ক্লান্তি। সিংহ মশাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলেন। পরে পাওয়া গেল 'এক্ষণ' সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য-কে। গাছের তলায় চা-পান... আড্ডার রসদ ছড়িয়ে।

১৩ মার্চ '৭৬

সকালে শ্যামবাজার। সঞ্জীব দত্ত সকালে গৃহত্যাগী। চরাটে গেছে একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে। অতএব, হতাশ। কাছে বরানগর। টোবিন রোড গেলাম গলির ভেতর অতুল জ্যোৎস্না চৌধুরীদের বাড়ী। বিশ্বাসের ভিৎ থেকে নড়তে নারাজ সৎ মানুষটির অন্তরের সম্পদ যথেষ্ট আকর্ষণ-ক্ষম। মাঝে মাঝে সিনিক উক্তি থেকে অবিশ্যি মানুষটির পরিচয় পাওয়া যাবে না। ভগিনী-প্রতিম জ্যোৎস্না সনাতন প্রাচ্যের রমণী। সরলতার প্রতীক হিসেবে পরিচয় স্বতঃদীপ্ত। আত্মোৎসর্গের দীক্ষা এরা কোথা থেকে পায়, (অতি শিক্ষিত রমণীর মধ্যে বিরল)

www.pathagar.com

সহজভাবে নির্ধারণ কঠিন।... দুপুরে আহারের পর বেশ এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে বিদায় নিলাম। প্রায় সন্ধ্যায় সময়। বাসে তুলে দিতে এলেন অতুল ভাই। সোজা বইয়ের মেলায় যাব নামার মুখে ঝড় বৃষ্টি। আর বাস থেকে নামা হলো না। বাসে গোল পার্ক। ভিজে দুরন্ত ভাবে আর এক বাস ধরে পার্ক সার্কাস। সর্দি লেগে আছে ক'দিন থেকে। তাই ভেজার স্বাদ নিতে পারলাম না।

১৪ মার্চ '৭৬

কবি মণীন্দ্র রায়ের সঙ্গে সকাল দশটা পর্য্যন্ত। সাক্ষাতের পালা। ফার্ন রোডে সাংবাদিক বন্ধু ব্রজেন ভট্টাচার্য। পরে দেবশরণ দাশগুপ্তদের জালে আটকে গেলাম মধ্যাহ্ন ভোজ পর্য্যন্ত। কবিরাজের দৌহিত্র সেযুগের ঢাকার উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের নানা ছবি তুলে ধরলেন। বড় উপভোগ্য। বিশেষতঃ সামাজিক পরিবর্তনের পরিচয় হিসেবে।

বিকেলের বইয়ের মেলায়। পূর্ণেন্দু পত্রী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে সন্ধ্যা। পরে দেবু মুখোপাধ্যায়ের সংসর্গ, বিনয় ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

রাত্রে ন'টার দিকে বাসায় ফিরে শুনলুম, কবি জসিম উদ্‌দীন সাহেব মারা গেছেন। মৃত্যুমাত্রেই কারো না কারো জন্যে দুঃখজনক।

১৫ মার্চ '৭৬

সিদ্ধান্ত স্থির। ক্রনিকল ধাঁচের উপন্যাস লিখব এবার। তার ভেতর বিগত পঞ্চাশ বছর ঠাসা। কাহিনীর ঘটা রাখব না। জীবন প্রবাহের মধ্যেই নানা ধরনের মানুষ আসতে বাধ্য। তাদের অন্তর্চিত্রের দিকে ধাবন-মারফৎ যেটুকু দরকার হয়, তার বেশী বাড়তি সব ছেঁটে ফেলব। একটু মানসিক ধৈর্য্য পেলেই কাজে লেগে যাব। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। জননী বাঙলাদেশ কোন উগ্রমূর্তি ধারণ করলে, তখন হয়ত সেসব কাজের চাপে বহুদিন সাহিত্যসাধনা সিকেয় তুলে রাখতে হবে।

শ্রীহট্টবাসী বিমলাংশু সেন '৭১ সনে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলার সময় সালুটিয়ার বধ্যভূমিতে নিহত হন। দোষেগুণে সব মিলিয়ে সেই সুহৃজ্জনের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ ঘটল না। শেষে দেখাঃ ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০। সিলেট মেল ছাড়ার সাত মিনিট আগে বিমলাংশু (পচু সেন নামে খ্যাত) স্টেশনে হাজির, যদিও বিদায় পূর্ব বিকেলে সমাপ্ত। কারণ, তিনি সন্ধ্যায় ব্যস্ত থাকবেন। তবু ট্রেন ছাড়ার পূর্বে নাটকীয় আবির্ভাব। পাঁচ বছর কেটে গেছে। বিমলাংশুর কাকা পূর্ণেন্দু কিশোর সেন কলকাতা এসেছেন ভ্রাতুষ্পুত্র সহস্রাংশু সেনের ঝাউতলার বাড়ীতে আছেন। সিলেট রংগিরা গ্রামে ওঁর আশ্রমে দেখা হয়েছিল ১৯৭০ সালে। সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। কাকা পূর্ণেন্দুকিশোর এক অভিন চরিত্র। এম, এস, সি পাশ

www.pathagar.com

অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০) সময় সব ছেড়েছুড়ে গান্ধীবাদী এবং তদনুসারে আশ্রমবাসী হন। আজও সেই দীক্ষা সাধ্যমত পালন করে আসছেন। পরনে মোটা খদ্দরের খাটো ধুতি। চুল ছোটছোট করে ছাঁটা। নিরাভরণ সাদাসিদে জীবন যাপন। বয়স ঊনআশি। এখনও সচল কর্মক্ষম। আজ জানা গেল, এক মাস সিলেট ছেড়েছেন। বিমলাংশুর ডাকনাম পচু। তাঁর খবর এখনও পুরো জানি না কাকার সঙ্গে আলাপে কিছু অন্ধকার কাটল।

১৬ এপ্রিল, ১৯৭১। পাক-সেনারা ওকে ধরে নিয়ে যায়। বাড়ী থেকে বিদায়ের সময় পচু ডেকেছিল মা-মা-মা। সালুটিয়ার অন্তরীণ শিবিরে তার সঙ্গে সকালে মুখ ধোওয়ার সময় সিলেট কলেজের দুই অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। প্রফেসার ফজলুর রহমান ও আনসারী। প্রফেসার আনসারীকে বিমলাংশু বলেছিলেন "ভয় পাবেন না। আমি ব্যাচেলার মানুষ। আমার জন্যে কারো চিন্তা নেই। আমি কোন সমস্যা নই। যদি আপনার কিছু হয়, মনে রাখবেন, আপনার ছেলেমেয়ে স্ত্রীর কোন অসুবিধা হবে না—আমি যতো দিনে বেঁচে থাকি" একথা পচু জানত। অর্থ উপার্জন করতেন, তার উপর কোন মায়া রাখতেন না।

কিন্তু ইতিহাসের রায় অন্য। দুই অধ্যাপক জ্যান্ত ফিরে এসেছিলেন, পচুভাই আর ফিরে এলেন না। চোখে ফেটী বেঁধে ওদের মিলিটারী ভ্যানে তুলেছিল। বিমলাংশু যখন আর একবার কামরা থেকে বেরুনোর সময় ডাক দিয়েছিলেন মা-মা-মা।

সামনে অশীতি বৃদ্ধ। সোদর নসু সেনের (সহস্রাংশুর ডাকনাম) বাড়ীর বারান্দায় বসে অতীতের ভ্রূকুটি দেখতে লাগলুম। হায়, জননী, বাঙলাদেশ, তোর বহু সন্তানই তোকে অমনই ডাক দিয়েছিল। কিছু কী তোর কানে যায়নি?

১৬ মার্চ '৭৬

দোল উৎসবের দিন। সারাদিন বেরুলাম না। অনেক কাজ হোলো। ছোটদের উপন্যাস পালিস।

সন্ধ্যায় আবু তৈয়ব ভাইয়ের বাড়ী যাব। সাবেরা ভাবীও অধ্যাপিকা। স্বামী স্ত্রী একই জীবিকা। মূল্যবোধে সনাতন (বড় নমস্য দম্পতি) সৎ নাগরিকদের এমন উপমা বিরল। বহুদিন যাওয়া হয়নি ওদিকে।

১৭ মার্চ '৭৬

সঞ্জীব দত্তের ফোন। বাঙলাদেশের খবর আছে। দুপুরে দু'টার সময় হোসিয়ারী হাউসের মালিক দিব্য বসুর দোকানের পেছনের বৈঠকখানায়। সৈন্যদের মধ্যে খেয়োখেয়ি। তা বিচিত্র কিছু নয়, বাঙলাদেশে। কিন্তু তা তে আমাদের কী

www.pathagar.com

লাভ? অমল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক সুড়ং আছে খবর সংগ্রহের। বিশেষ কিছু জানা গেল না। দত্তের পকেট খালি। মেজাজ খিন্ন। নানা উৎপাত-আক্রান্ত। এমন অসহায়তার স্বর তার আর কখনও শুনিনি। যেন খোয়ার কোন জন। চটা মেজাজ। সে শুয়ে রইল। আমরা সৈয়দ হাশেম নামক এক পরিচিত জন-কে হাসপাতালে দেখতে গেলাম ক্যালকাটা হসপিটালে প্যারামাউন্ড বোর্ডিংয়ে আহারের পর।

দ্রুত পটপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে দিনরাত্রির প্রবাহ। দাশগুপ্ত দম্পতি কিছু ধৈর্য্য রচনা করলেন। ওদের বাড়ীতে এলে আন্তরিকতা। (এমনকি পার্বতী জননী) বৃদ্ধা পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়ে দেনঃ পৃথিবী এখনও বাসযোগ্য।

বাঙলাদেশের খবর বড় বিচলিত করে তুলল বিছানায় আশ্রয় গ্রহণের পর। কখন ঘুম ধরেছিল জানা নেই।

১৮ মার্চ '৭৬

সকালে রণেশ দাশগুপ্ত বাড়ী থেকে গায়েব। সঞ্জীব দত্ত বিরচিত "Eyeless in the URN" কাব্য রেখে এলাম পাশের বাড়ীতে।

বিকেলেও বাড়ীছাড়া।

সন্ধ্যা কলেজ স্ট্রীট। "জননী" পুস্তকের প্রকাশক, (আদি প্রকাশক) '৬৪ র দাংগার পর এপারে পাড়ি দেন শ্রী কার্তিন তাড়ন ও তড়িৎ মজুমদার। নতুন প্রকাশনা ফার্ম করেছেন এখানে Book Home। এখানে বৈঠকে আরো গুণীজনের সমাবেশ ঘটল। সন্ধ্যা কেটে গেল নির্বিবাদে। কার্তিক ও তড়িৎ বাবু নিজেদের মিষ্টত্ব কেন যে প্রতিবার সন্দেশ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেন, জানি নে।

কাল জন্মভূমি গ্রামে যাব। কিছু টুকিটাকি কেনার দরকার।

১৯ মার্চ '৭৬

আন্তর্জাতিক রাজনীতি তপ্ত। ফোর্ড সাহেব 'দাঁতাৎ' শব্দ তুলে দেওয়ার পক্ষপাতি। পাকিস্তান তার সিভিয়ান অফিসারদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। চীনের সেনাবাহিনীতে আলোড়নের ঢেউ লেগেছে। মাও বনাম টেং। ফারাক্কার জলে বাঙলাদেশ ডুবে মরবে।

২০ মার্চ '৭৬

ভোর ৪টা। গ্রাম সবলসিংহপুর যাত্রার আয়োজন। সকালে আমি স্নান ছাড়া 'ফিটনেস' খুঁজে খাইনে। এই প্রাত্যহিক অভ্যেস মাঝে মাঝে ল্যাঠা বিশেষ। তাই ভোরে উঠে—অবিশ্যি সেভিং—সব সারা গেল।

সঙ্গী স্নেহাস্পদ শাহাব উদ্দীন ও শামসুদ্দিন। শেষোক্ত জনের সঙ্গে অনেক

www.pathagar.com

বিষাদ-করুণ স্মৃতি জড়িত। ওর বাবা পরলোকগত বন্ধু মোহাম্মদ আনোয়ার আর এক নায়ক-প্রসঙ্গ।

পথ।

চৈত্রের খা-খা মাঠ। প্রান্তর। তারকেশ্বর থেকে রাজহাটী তারই বিস্তার। দেরী হয়ে গেল রাজহাটী পৌঁছতে। পুরাতন মুখ সব অদৃশ্য। জেঠু আশু পাল, গৌর আঢ্য, রাধাশ্যাম ময়রা.... ওরা কেউ নেই। রাধাশ্যাম মোদকের ভগ্নিপতি তিনকড়ি মণ্ডল এখন ছোট মিষ্টির দোকানের অধিকারী। রাজহাটী স্কুলের শিক্ষক আবদুল জলীলের সঙ্গে দেখা তিরিশ বছর পরে। বৃদ্ধের তরুণী-ভার্যা পর্ব ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্যে ওকে বর রূপে পেতে বাঁকুড়া গিয়েছিলুম। সেখানে ওর অগ্রজ আব্দুল মতলেব ছিল আবগারী সুপারিনটেন্ডেন্ট্। তখন জলীল অবিবাহিত যুবক। এখন প্রৌঢ়, দন্তবিলুপ্ত।

স্মৃতির কি অন্ত আছে?

সন্ধ্যায় বাশারতের বাড়ী। এখানে বোন জাহানারার সঙ্গে দেখা দুই দশক পরে। বিধবা, বৃদ্ধা....। ওঁর স্বামী মাবুদ ভায়ের আদল চোখের সামনে ভেসে উঠল। গৌর, সুগঠিত চেহ্‌রা।

হে স্মৃতি, তোমার ট্রাফিকের সিগ্‌ন্যাল সদা-সবুজ।

আমি ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত....।

২১ মার্চ '৭৬

আজও বড় ক্লান্তি।

চতুর্দিকে দারিদ্র্য আর তজ্জাত নীচতার বহর। আর দুঃখী রুগ্ন জনের ভিড় সারি সারি। এই অচলায়তন সুস্থ রাজনীতির আবহাওয়ায় দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে কবে চূর হবে, দূর হবে?

এক একটি দুঃখী জনের ইতিহাস... পারিবারিক কলহ। সব উৎস একই জায়গায়। বদ্ধ মজা সমাজ-নদী। ধনীদের দ্যাখো। তারা অন্যভাবে (অন্ন অভাবে নয়) ব্যাধিগ্রস্ত। ফিউডাল মনোভাব পূর্ণ, অথচ শহরে ২০/৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ। তবু গ্রামের ছোটখাট সম্পত্তি রক্ষার জন্যে গলদঘর্ম। বিকৃতির এই এক নমুনা। আর এক নমুনা চরম কৃপণতা। গৃহদাহে সর্বস্বান্ত। ঘরপোড়ার সময় দেখা গেল তার ভস্মীভূত সম্পদ... সোনাও আছে। গ্রামে কিছু পাগল দেখা গেল, পূর্বে যা অতি বিরল ব্যাপার ছিল। Tribal Individualism এখন বিকৃতি। কৃষিসমাজের গোষ্ঠিবদ্ধতা অন্তর্হিত। এক ত্রিশঙ্কু অবস্থার মধ্যে নানা বিকৃতির উঁকি। গ্রাম-পরিক্রমায় নানা জনের সঙ্গে তা বোঝা গেল। দলাদলি গাঁয়ে প্রচুর বেড়েছে। তবে অন্য দিকও আছে। গ্রামে গেরস্থালী কাজে প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহৃত। চাষের সেচে

www.pathagar.com

অনতিগভীর টিউবওয়েলও বিদ্যুৎ সহায়। এই সব শিল্পায়নের ধাক্কা চেতনা-কেও বহু দূর নিয়ে যাবে। কিছু ছেলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নানা সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। ওদের উৎসাহ প্রমাণ দেয়, ফিউডাল সমাজ বিন্যাসের রেশ ধীরে ধীরে মুছে যেতে বাধ্য।

হরিশ্চক গ্রামের বেচন বোনের (নহর জান্) সঙ্গে ওদের পারিবারিক ইতিহাসের জের টানা গেল। দেখা করতে এসেছে। বেচারা অমায়িক প্রাণ বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। দয়ালু প্রাণ ওকে বার বার বিপদে টেনে নিয়ে গেছে।

দুপুরে বাশারতের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজ। সেখানেই দিবানিদ্রা। বিকেলে গ্রামের লাইব্রেরী-কক্ষে। কর্মীদের সঙ্গে। আলাপ। নানা অসুবিধার মধ্যে কয়েক জন উৎসাহী যুবক মশাল হাতে নিয়েছে। মেঘ করেছিল তাই তাড়াতাড়ি বিদায়। খাঁ পাড়ার আহমদ হোসেন ও গোলাম কুদ্দুস (আসলে ভাগিনা) মামার সঙ্গে কুশলাবাদ।

সন্ধ্যার পূর্বে ঝড়। ঘরে ফিরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেঘের ধূসর ঘনত্ব, চারপাশে বাঁশ ও অন্যান্য তরুরাজির শ্বসন, বাতাসের গতি—দেখাশোনায় নিমগ্ন বেশ কিছুক্ষণ।

মনের গহনে ওলটপালট।

২২ মার্চ '৭৬

ভোরে নানা রকম পাখির ডাক শুনে, হঠাৎ মনে হয়, পরিবেশ স্বতন্ত্র। ঘুম ভেঙেছিল সাড়ে চারটার দিকে। আকাশ-পাতাল বিচরণ। বাঙলাদেশের খবর পাইনি দু'দিন। কী হচ্ছে ওদিকে? এক অনুষঙ্গ থেকে আর এক অনুষঙ্গে।

বেড়াতে বেরিয়ে গ্রামের ভান্ডারিয়া মাঠের চারিদিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, শিল্পায়নের ফল। চৈত্র মাস শূন্য পড়ে থাকত। এখন প্রায় চারিদিক সবুজ। সেচে টিউব ওয়েল, ইউরিয়া প্রভৃতি ফার্টিলাইজারের সংযোগে ধান ও অন্যান্য ফসল এসে জুটেছে। আগে কল্পনা করা যেত না। বড় অভাব ছিল পানির। মুর্গী-চাষও করছে গেরস্থরা। জীবন বোধের এমনতর লক্ষণ ভবিষ্যতের সূচক। ভাই সারাফৎ হোসেনের সঙ্গে দেখা। বাড়ীর সবাই মরে হেজে ভায়েদের মধ্যে একা ঠেকেছেন নিজের চৌহদ্দির মধ্যে গ্রাম্য সুজন। এক কালে লেখাপড়ার নেশা এখনও টিকিয়ে রেখেছেন জীবনসংগ্রামের অলিগলির মধ্যে।... ভোরের ঠান্ডা বাতাস। কিন্তু মনের দাবদাহ যায় না। কেন এই গ্রামীণ পরিধির মধ্যে নিজের চেনাজানা মানুষদের সঙ্গে শেষ জীবন কাটানোর পরিকল্পনা নিলাম না?

www.pathagar.com

২৩ মার্চ '৭৬

মঙ্গলবার। গ্রামের বাজারে গেলাম। বাজার এখন নিস্প্রভ। আগের মত জমজমাট নেই। বন্যার প্রকোপে সর্বস্বান্ত ধাক্কা এলাকা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অনেক চেনামুখ স্নেহভাজন আনুভাই, আতাভাই, (ভাল নাম মুনশী আনোয়ারুল হক, আতাউল হক) ও অন্যান্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে পাশে জাকির পাড়া যাই পরলোকগত বন্ধু আনোয়ারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাতে। ওদের পারিবারিক কাহিনী নানা দুঃখ আক্রান্ত। পিতামহ তিন বার হজ্ব করেছেন। ধর্মশাস্ত্রে আছে, পিতার কোলে পুত্র মরলে তার ছেলেমেয়েরা সম্পত্তি কিছু পাবে না। পিতামহ ওদের কিছু দেয়নি, ইসলাম ধর্ম পালন করেছেন। বড় কষ্ট লাগল ওদের নানা দুর্বিপাকের কাহিনী শুনে। এখনও আনোয়ারের একটি বিয়ের লায়েক মেয়ে আছে। বোঝা বেশ ভারী।

ফেরার পথে বেপারী পাড়ায় কিছুক্ষণ। রুগ্ন ইরফান ভাই-কে দেখলুম। যৌবনে কি সুঠাম তনু ছিল। বড় খারাপ লাগল ওকে দেখে। সন্ধ্যায় অর্জুন পোড়ে (পদবী)র ভিটের কোণায় আকাশের নীচে সুধান্ন, সুফল ও আরো কিষান বন্ধুদের নিয়ে স্মৃতিচারণ। অনেক কাল পরে প্রেমিক ওপে সামন্তর (উপেন্দ্র ভাল নাম) খবর পাওয়া গেল। গ্রামে পিয়ারী নামক এই হাড়ী-যুবতীর প্রেমে পড়ে সমাজচ্যুত শেষে দেশান্তরী ওপে আমতায় ডেরা বেঁধেছিল তিরিশ বছর পূর্বে। সেখানেই মারা গেছে। মাঝ-পাড়া বাগদীদের যোগীন্দ্র মুকুন্দ, পাঁড়ে ও অন্য ভাই সবাই পরপারে। অকালে মৃত।

বিষণ্ন অতীতে ঘুরে বেড়াই সকলে।

২৪ মার্চ '৭৬

মার পেট থেকে প্রায় পঙ্গু। বাম হাতের আঙুল গোলাকারে বাঁকা। ডান হাত কনুয়ের কাছে অসরল। হাঁটার সময় কেঁপে কেঁপে দুই হাত এদিক করে, তবে হাঁটে। পার্কিনসন ডিজিনের মত সব লক্ষণ। ছেলেটা জওয়ান, আধ-পাগলা।... পরিচয় পাওয়া গেল। মা-বাপ ওর বিয়ে দিলে জওয়ান হতে এক "তোলা" কনের সঙ্গে। গরীব মেয়েদের বরের বাড়ীতে এনে বিবাহের ক্রিয়াচার সম্পন্ন করা হয়। 'তোলা'র এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। ওর দুটো ছেলে আছে!!

বর্তমানে মা-বাপ মরে গেছে, সঙ্গতিহীন। ফলে, নানা বিভ্রাট। বউ তালাক চায়। এদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ যে কি কঠিন ব্যাপার। ধর্মশাস্ত্রে আছে, বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটলে বাপ-মার জন্যে ফরজ (অবশ্য পালনীয়) ছেলের বিয়ে দেওয়া।

সামাজিক বিপ্লব ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ সফল করার স্বপ্ন দেখাও মূর্খতা।

গ্রামে এখন হিন্দুরাও মুর্গী পোষে দেখলাম। পোষে, যেহেতু ডিম

www.pathagar.com

লাভজনক। 'সেক্যুলার' মন এমন অলক্ষিতে গড়ে ওঠে পরিবেশের তাগিদে। বড় ভাল লাগল ব্যাপারটা।

২৫ মার্চ '৭৬

১৯৭১। আহ্, পঁচিশে মার্চ!

আজ সকালে হরিশ্চকের পথে। এক দিন 'খোয়াজ'চক, অন্যদিকে বাহার দুনিয়ার মাঠ। এই ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে বাবলাগাছ, তালসারি, কৃষকদের কুঁড়ে, সোঁতাখাল, নানা পাখী, মানুষের শ্রম-জাত জীবন-চিত্র... সব মিলিয়ে বাল্য কৈশোরের প্রক্ষেপ ফেলে যায় বারবার। আজগবী তলার মন্দির বন্যায় ভেঙে গেছে। সম্প্রতি একটা অতি ছোট সংস্করণ তোলা হয়েছে। পারঘাটের পাড়ে বড় বটগাছ এখন বেশ বিস্তৃত। এদিক ল্যান্ডস্কেপ পূর্বের মত নেই। হরিশ্চকের খাল বালু পড়ে পড়ে আধ-মজা। পাশে বাঁকানগর, পার-হরিশ্চক গ্রামের কিনারা থেকে বালুর পাহাড় জমে উঠেছে। পুরাতন ভাল চাষের জমির শেষ দশা। বহু কৃষক ও জমির মালিক সর্বস্বান্ত। এই পথে হাঁটতে গিয়ে মনে হয়, শুধু ল্যান্ডস্কেপ সঙ্গে করে একটি জীবন-বেদ রচনায় মগ্ন হওয়া উচিত ছিল। (ধ্যানস্থ হওয়া দরকার এমন কাজে। সে সময় কোথায়?)

হরিশ্চক গ্রামের ভেতর। পুরাতন সহপাঠী নুরল আস্‌ফিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। প্রৌঢ় জন। বড় নিঃসঙ্গ। সৎ হৃদয়ের মেলা আজও জম-জমাট। গ্রামে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি।

বেচন বোনের জা মেজ-বোন (কয়েক সন্তানের জননী, এখন ভাগের মা গঙ্গা পায় না।) বৃদ্ধা নানী (নানা রুহুল আমিনের স্ত্রী) এবং বহু দুমড়ানো মুচড়ানো ছেঁড়াখোঁড়া জীবনের দেখা পেলুম। বাঁচার সংগ্রাম যেখানে প্রকট সেখানেই দেখা দেয় আত্মকলহ বা মানস-জাত বিকৃতি। এ-বাড়ীর মেজকর্তা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও তিন চার সন্তান নিয়ে জরাগ্রস্থ। যৌবনের সুন্দর চেহরা আজ কল্পনাও কঠিন। এমন সব শ্মশানেই ভগিনী নহর জান (বেচন ডাকনাম) তার অভিজ্ঞতা উপলব্ধির আলোকে শিক্ষিত এবং দীপ্ত—মায়া মমতার এক আশ্চর্য প্রতিমা। গোধূলির প্রাক্কালে বিদায় নিতে গিয়ে আবার জানলাম, ইলেম ও সম্পদ মানুষকে মানুষ নাও করতে পারে কল্যাণ-বোধ যেখানে ব্যর্থ। পল্লীর প্রায়-নিরক্ষর এক রমণী তার মূর্তিমান প্রতিমা।

২৬ মার্চ '৭৬

বিত্তবান এক প্রতিবেশীর সঙ্গে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ।

মাণিক সাঁতরাকে গত বার বড় রুগ্ন দেখে যাই। কয়েক মাস পূর্বে পরলোকে। মামলা করে সে সর্বস্বান্ত হয়। বিত্তবান প্রতিবেশীর সঙ্গে জমি নিয়ে

www.pathagar.com

বিবাদ। তার পনর হাজার ব্যয়। তার যাই হোক, মাণিক-কে তা পথে নামাতে যথেষ্ট। এখন তার বিধবা স্ত্রী ফারফরমাস খেটে দিন চালায়।

আমার পাড়ার পাগল সিকান্দার। কেউ দেখার লোক নেই। ওর বাবা আফজল- ভাই দারিদ্র্যের চরমে জীবন কাটিয়েছেন। প্রজনন-ক্ষমতা দরিদ্র ছিল না, বলা বাহুল্য। সন্তানদের মধ্যে দুর্দশার রেশ রেখে গেছেন।

গ্রামে এসে দেখছি, মুসলমান পাড়ায় প্রচুর 'ওয়াজ' হচ্ছে মাইক-সহযোগে। ভ্রাম্যমাণ মোল্লা-মৌলভী ধর্মের জিগীর যন্ত্রের সাহায্যে কানে পৌঁছে দিতে গ্রামে গ্রামে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গে এক কোটী মুসলমান আছে। এদের সুপ্ত সরকার-বিরোধী মনোভাব গড়ে রাখা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল। অনুন্নত দেশে "Destabilization" তত্ত্ব ওদেরই পাঁয়তারা। এই উপমহাদেশের আবহাওয়া ওরা শান্ত রাখতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে এক কোটী লোক-কে আপিম দিয়ে বুঁদ রাখতে পারলে, আর কিছু না হোক, মুসলমানদের ভেতর থেকে কিছু এজেন্ট Agent অন্ত তঃ সংগ্রহ করা যাবে। সৌদি আরব সাড়ে তিন কোটী ডলার মার্কিনদের দিয়েছে (খবরের কাগজে প্রচারিত) সমাজতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের তহবিলে। গ্রাম তথা-কথিত ধর্ম-সভা এই অর্থপুষ্ট কিনা কে জানে। মাইকের কল্যাণে বাড়ীর বারান্দা থেকে এক 'ওয়াজ' শুনলুম। পাশের পাড়ায় হচ্ছিল। মোল্লাজী বলছে, "বিজ্ঞানের পিতা হচ্ছে লোকমান হেকিম...।" এই জাতীয় ইলেম নিয়ে ডেমাগগী বা বক্তৃতাগিরি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এসব আখেরে কাজ দেয়। মুসলমানেরা প্রায় পাকিস্তান-মনা। যথা বাঙলাদেশ, তথা ভারত।

২৭ মার্চ '৭৬

মুনশী আনু (আনোয়ারুল) হকের বাঙালী দাওয়াৎ। ভাজা ডাল সুক্তো। চাটনী-নিরামিষ ভোজ বড় উপাদেয় লাগল। বাড়ী ফেরার সময় পানা বনের ফাঁকে গড়ুই (টাকা) মাছ ভাসতে দেখে ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে দেখলাম। এক কালে ছিপ হাতে বেলার পর বেলা কেটে যেত। আজ দুপুরে মাছ যেন অতীত মনে করিয়ে দিতে ভেসে উঠছিল। রাস্তার পাশে বাঁশ বনের ছাঁয়াও গ্রীষ্মকালে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। ফকিরদা (সামন্ত) বয়স ৯০ নব্বুই, বর্তমানে গাঁয়ের সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ চাষী। এখনও দড়। দাদার সঙ্গে দিঘীর পাড়ে সেকালের কথা শোনা গেল।

বিকালে বাজার থেকে ফেরার পথে ভাই সারাফৎ হোসেনের সঙ্গে বাড়ীর সীমানায় ভান্ডারিয়া মাঠের কোনে আলাপ। পাশের গ্রামের নামঃ বাড়। বাড়গ্রামের সুবল দোয়ারী এলেন। অনেক প্রাক্তন সহপাঠীদের খবর পেলাম। রাধারামণ মাইতি এখনও বেঁচে আছে। 'দেখতে ঠিক গাধার মতন
নাম তার রাধারতন

www.pathagar.com

বলে ওকে খ্যাপাতাম। রূপচাঁদভুক্ত হাইস্কুলের ছাত্র তখন ১৯২৬। সরস্বতী পূজায় 'বঙ্গে বর্গী' অভিনয়ের সময় যা-কে দেবী সাজিয়ে বন্দনা-গান শুরু হয়েছিল, সে স্বর্গীয় প্রবোধ রায়ের দুহিতাঃপ্রভা। সুবল বাবু আরো অতীতের খবর দিলেন।

২৮ মার্চ '৭৬

এক হপ্তা হয়ে গেল। Escpist র মত এই Pastoral আবহাওয়ার মধ্যে। বাঙলাদেশের খবর কিছু পাইনি। তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে চাই। জন্মভূমি গ্রামের বুকে আবদ্ধ হয়ে ত থাকতে পারব না। এই দোটানা জীবন-দোলাচল তিরিশ বছর কল্পনা-শক্তি ক্ষয় করে দিলে। সাংস্কৃতিক জীবন-বিকাশের জন্যে তাত্ত্বিকেরা Stability র উপর এত জোর দেন।

খুব সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। চৈত্রি মাস। তবু কুয়াশা পড়েছে। নাপিত পাড়ার সামনে আটাশ বছর পরে স্বর্গীয় নঁকুড় সাঁতরা কাকার ছেলে "ফ্যালা"র (ভাল নাম মনে নেই) সঙ্গে সাক্ষাৎ। মাড়োখানার সড়ক ধরে এগোতে লাগলুম। আজ "শ্যাম মাঝির জাত।" "জাত" অর্থ এখানে মেলা। মাড়োখানার পথে শত শত যাত্রী। খানাকুল কৃষ্ণনগর থেকে পর্য্যন্ত লোক যাচ্ছে। রাত থাকতেই সবাই হাঁটছে রোদ্দুর এড়াতে। সমাজসংহতির এখনও প্রধান অস্ত্র ধর্ম। বিকল্প দিতে না পারলে এই উন্মাদনা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা অন্যায়।

বাঁধের ওসমান খাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত গেলুম। কুয়াশার ল্যান্ডস্কেপ। সেচনী কলের বাঁশের রেখা পর্য্যন্ত সুন্দর। "শ্যালো" টিউব অয়েলের যেন আজান চলছে। যন্ত্রের আজান। এই মাঠে তাই ইরি ধানের ক্ষেতে সবুজ।... শত স্মৃতি সহ সরকারী ডাক্তারখানা সামনে। ডাক্তার শ্রী কৃষ্ণ সাঁতরার সঙ্গে সুপ্রভাত বিনিময়। পরে বাড়ী।

বিকেলে গ্রাম উৎসব-মুখর। দিঘীর পাড়ে শীতলা পূজা। বারোয়ারী চাঁদায় অনুষ্ঠিত। গাঁয়ের বিভিন্ন দিক থেকে ছেলেমেয়ে বর্ষীয়ানরা বেশ সেজেগুজে বেরিয়ে এসেছে। ঢাকের বাদ্যি, ময়রার দোকানে, পশারীদের দোকানে বেচাকেনা-র পরিবেশেও একটু ঝলক দিয়েছে। পাঁঠা বলি হলো না পাঁঠা ছোট কেন? এক চাঁদাদাতার সঙ্গে অন্যদের বচসা। নানা মুখরতা। ছেলেবেলার স্মৃতি স্বভাবতই ছুটে এলো। ভীম খুড়োর (পদবী পোড়ে) সঙ্গে কুশল বাদ। ওর মেয়ে সন্ধ্যার নসীব মন্দ। জামাই বাউন্ডেলে, মদ্যপ আবার বিয়ে করেছে। অর্জুন খুড়োর সঙ্গে কিছুক্ষণ। পুজো কমিটির কাছে খুব সামান্য চাঁদা দিতে বড় লজ্জা লাগল। বৈদেশিক মুদ্রা, হায়, দারিদ্র্য।

সাপের নিকট ফোঁসফাস সবই সঙ্গীত।

গোটা গ্রামে গড়—স্বাস্থ্য অবর্ণনীয়। মোটাতাজা ছেলেমেয়ে চোখেই পড়ে

www.pathagar.com

না। উত্তর চল্লিশের মেয়েরা যৌবনের সকল রেশহীন। আর দুঃখ যে কতো রকম মরহুম মুনশী তোফাজ্জল হোসেন-তোফেল চাচার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা। ছেলে বাঙলাদেশে থাকে। টাকা পাঠাতে পারে না। জবুথবু বৃদ্ধা হয়ে গেছেন ষাট বছর বয়সের মধ্যে। সমস্ত চেহরা শীর্ণ, কালচে রঙ। মুনশী পাড়ার মাহবুর কম্পাউন্ডারের স্ত্রী মৃত স্বামীর দুর্দ্দশার জের টেনে চলেছে... আমার পাড়ার আফজাল হোসেন ভায়ের মেয়ে এসেছিল কামদেবপুর থেকে। প্রথম স্বামী মৃত। পরে বৃদ্ধের স্ত্রী। এই পক্ষে ৬ আধডজন সন্তান। জোয়ান প্রথম তিন জন ইদানীং মৃত। তিরিশ বছর পরে দেখা। চেনা অসম্ভব। গৌর বর্ণ মেয়েটা শীর্ণ কালো হয়ে গেছে। একটা ময়লা কাপড় পরনে। গায়ে জামা নেই। পাঁচ মাইল হেঁটে এসেছে। বাঙলাদেশে এক ভাই থাকে। সে কোন রকমে এক হাজার টাকা পাঠিয়েছিল। চার জনের জন্যে পাঠায়। সিকেন্দার নামে এক পাগল ভাই তার স্ত্রীসহ এবং দুই বোনের (এক জনের বৃদ্ধ স্বামী মৃত) জন্যে। মেয়েটা নিজের শেয়ার নিতে এসেছে। সর্বহারাদের এই নরকে বেশী দিন আমার নার্ভের পক্ষে দুঃসহ।

বোন আমিনা তিন মাস থেকে কয়েকটা মাগুর মাছ জীইয়ে রেখেছে। বেচারা। বেকার স্বামী, মেয়ে ও তার ছেলেপুলে (এক জন-কে নিজের কাছে লেখাপড়া শেখায়) সকলকে সজীব রাখার জন্যে খেটেখেটে দাসীর অধম চেহরা বানিয়েছে নিজের। তার নমস্য আত্মার দাম দিতে কেউ নেই। তদুপরি গ্রাম্য কায়দায় ঝাড়ের বাঁশ কেটে নেওয়া থেকে প্রতিবেশী-সুলভ জুলুম সইতে হয়। বেচারা!

মুনশী পাড়ার মহী চাচার (মহী উদ্দীন) চাচার নিকট সাক্ষাতে। ব্যাটা যৌবনে বড় ডানপিটে ছিলেন। খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটে পুলিশ-কে মদের বোতলের সাহায্যে প্যান্ডাই দান (তখন ডক থেকে মদ-পাচারের কাজে রত)... গঙ্গার ঘাটে ডুবন্ত ছেলের প্রাণরক্ষা এবং পরে ওই বাড়ীর এক মেয়ের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়। ... হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুরঘরে থেকে টাকা-চুরি... এমন নানা কাহিনী আছে। ওঁকে নিয়ে আবার দোহারী করা গেল। বর্তমানে ৬৭ বছর বয়স। গৃহী মানুষ। সৎ চাষবাস নিয়ে থাকেন। বহু ধার্মিকের চেয়ে বড় ধার্মিক। এক যুগে নিজের আত্মার খেয়ালের উপর চড়ে জীবন-যাপন করেছেন। ভণ্ড নন। তারই প্রক্ষেপ পরবর্তী জীবনে। চাচা নিঃসন্তান। ওঁর সান্নিধ্য এখনও মজার।

দুঃখিনী বোনটা প্রতিবেশীদের অত্যাচারে জর্জরিত। কিছু করার থাকে না বিদেশ থেকে।

কম্পাউন্ডার মাহবুবের স্ত্রী চরম দারিদ্র্যের শিকার। মেয়েটার "তোলা জামাই" প্রথায় বিয়ে দিয়েছে মামারা। তবু কিছু নিস্তার। কিন্তু জঠরের সমস্যা কে মেটাবে? এত দুর্দশা! এখানে বেশী দিন থাকলে শরীর থাকবে না।

www.pathagar.com

সমাজকর্মী নুরুল আলম অনুজ-স্থানীয়, আত্মীয়। আকাশবাণীর ফিল্ড রিপোর্টার। গ্রামজীবনের সঙ্গে বড় নিবিড় প্রেমে আবদ্ধ। এমন দরদ সবার থাকলে পল্লীজীবনের শ্রী কবে ফিরে যেত। ওর সঙ্গীজনেরা সকলে বড় অনুপ্রাণিত তরুণ।

২৯ মার্চ '৭৬

সবলসিংহপুর। রাত্রে পেটে বায়ু। বেশ কষ্ট দিলে।

সর্বহারাদের হাহাশ্বাস চতুর্দিকে। পাড়ার পাগল সিকান্দারের কাহিনী করুণ।

এই পরিবেশে বাল্যস্মৃতির টানে এসে পৌঁছেছিলুম। এখন বড় কষ্টদায়ক। পলায়নবাদী মন। কিন্তু কী করব?

৩০ মার্চ '৭৬

কলকাতা অভিমুখে। রাজহাটী থেকে আরামবাগ যাবো। মমকপুরে বিধবা চাচিদের সাক্ষাৎ করলুম। পথে অধ্যাপক জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ। আরামবাগে খালাতো ভাই গোলাম রসুলের উপর লন্ড্রীর নিকট বাড়ীতে দুপুরে বিশ্রাম ও আহার। সঙ্গী সুধান্ন। আরামবাগ থেকে এক্সপ্রেস বাসে কলকাতা।

৩১ মার্চ '৭৬

সঞ্জীব দত্ত খবর দিলে বাঙলাদেশ সরকার আমাদের মত পলাতকদের উচ্ছেদ করার আয়োজনে তৎপর। সাবধানে থাকা উচিত। যে-দ্বৈরথে নেমেছি এবং ইতিহাসের যে-পর্যায়ে (ল্যাটিন আমেরিকার বহু দৃষ্টান্ত আছে) এমন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এসব ঝড়ের মুখেই চলতে হবে। অপমৃত্যু যদি ঘটে ঘটুক। যে-আবহ রচ[illegible] জন্যে বর্তমান ঝুঁকি নিয়েছি, সেই সুবিমল মন-ক্লান্তি দুই বক্ষে এবং এই উপমহাদেশে ফিরে আসবে বৈকি ভবিষ্যতে। সুখেই অপমৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারব।

রাত্রে অনুজপ্রতিম সৈয়দ আব্দুর মোমেনের সঙ্গে আলাপচারিতা। বশীরহাটের এক অতি-ধনী কৃপণের কথা বললেন অভিজ্ঞতা থেকে। ছেলের চোখে কুটো ফুটেছিল। টাকা খরচের ভয়ে চিকিৎসা করালো না পুত্রের চোখ নষ্ট। পরে ব্রেনে তার প্রতিক্রিয়া। পাগল হয়ে যায় ছেলেটা। পরে মৃত্যু। কৃপণ লোকটার চরিত্র কল্পনীয়। প্রচুর অর্থও এক রকমের ক্যান্সার। উদ্‌বৃত্তের জুলুম।

রণেশ দাশগুপ্তর সঙ্গে সকালে কিছু আলাপ বিনিময় হয়েছিল। তার প্রেক্ষিত মনে রাখা দরকার। নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি অর্থহীন। কাজ নিয়ে মগ্ন হওয়া উচিত।

শোয়ার আগে কন্যা লায়লীর ছেলের ছবি তিনটে (ওকে আজও দেখিনি) দেখলাম বারবার। গৃহী মন ফিরে আসে মাঝে মাঝে। সব স্নেহমমতা বিসর্জনের

www.pathagar.com

ব্রত কি সহজ?

১ এপ্রিল '৭৬

ইতিহাসের পাকে এইভাবে জড়িয়ে গেলাম। দৈনন্দিন অস্তিত্বের কথা ভাবতে হয়। বহু অবাঙালী পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানে) গিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর তারাই আবার কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছে। নানা দুর্ভোগের শিকার তারা। কাজেই আক্রোশে স্ফীত। এদের ভেতর থেকে CIA এজেন্ট স্বচ্ছন্দে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র পাকানো কলকাতায় সহজ।

কিছু লেখাপড়ার পর কাজে মন বসল না। কবি দম্পতি (কবি অরুণ মিত্র) সন্নিধানে। গৃহিণী অসুস্থ। এঁদের সৌজন্য বোধ এবং আন্তরিকতার স্পর্শে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা ও দুঃখ ভুলে থাকা যায় বেশ কিছুক্ষণ। কবির চুল পেকে গেছে। সৌম্য আদলটি আরো চিত্তাকর্ষক। বড় শান্ত সুজন। দু'ঘণ্টা সহজে কাটিয়ে দেওয়া গেল। কবিজায়া বললেন, পড়তে পারেন না, যেহেতু চোখ খারাপ। "সারাজীবন এক কর্তা কাটিয়ে দিলেন, তবু বলবেন চোখ খারাপ। আমরা কী ভাবে বিশ্বাস করব"? আমার কথার উপর কবি চাপান দিলেন, "এক স্বামী দেখে দেখে চোখ খারাপ হয়ে গেছে।" বেশ হাসা গেল। শীতলের স্পর্শ গ্রীষ্মের দাবদাহে। একটি কামরায় নিরাভরণ জীবনযাপন। কিন্তু প্রচুর বইয়ের সম্ভার এঁদের মানস-ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দেয়।

দুপুরে বিশ্বাসদের বাড়ীতে আহার এবং বিশ্রাম। বহুৎ চিন্তাদগ্ধ মন। এই বাড়ীতে এলে জননীভগিনী সুলভ-স্পর্শ খুঁজে পাই শ্রীমতী লক্ষ্মী বিশ্বাসের আতিথেয়তায়... বিকেলে কিছুক্ষণ হাঁটার পর দাশগুপ্তদের বাড়ী। দেবশরণ বাড়ী ছিলেন না। পরে এলেন। এই ওয়েশীসে এলে সব মানসিক যন্ত্রণার ইতি ঘটে। ভাবি এমন সব আত্মীয় কলকাতা শহরে না থাকলে, জীবনের ভার কী করে একা একা বইতাম?

আব্দুল মোমেন ভাইও বড় দরদী মানুষ। গ্রামজীবনের বহু ছবির যথাযথ বর্ণনা দিতে সক্ষম। সমাজ-উন্নয়ন-ব্রতীদের তা জানা উচিত। শুধু কেতাব পড়ে সমাজের নাড়ীতে প্রবেশ করা যায় না।

ক্লান্তির চোটে এক দফায় ছ' ঘণ্টা ঘুম। বহুদিন এমন নিদ্রার লগে সাক্ষাৎ ঘটেনি।

২ এপ্রিল '৭৬

সকাল। "পথের পাঁচালী ফিল্মের সর্বজয়া" করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

www.pathagar.com

কলকাতায়। খবর পেয়ে সেদিকে ধাই। যেন দৈবপ্রাপ্ত ওরা। করুণার দাদার বাসায় দুঃখ-কীর্তন গীত। পরে বিদায়।

নিকটে বসুধা চক্রবর্তী থাকেন। কাছে যেতেই হয় বিপদের দিনে। বহু কালের পরীক্ষিত হৃদয়। বাড়ীতে ছিলেন না। নাস্তার পর দুই-আড়াই ঘণ্টা লেকের পাড়ে ধ্যানস্থ হতে যান গভীর চিন্তার জন্যে। রুটিন আমার জানা ছিল। সুতরাং খোঁজ। লেকের ভেতরে রাস্তায়। বহুদিন পরে হিজল ফুলের গন্ধ পেলাম বাল্যস্মৃতির উদ্‌গাতা সৌরভ। করঞ্জা ফুল ঝরতে দেখলাম। গাছের তলায় ধ্যানীকে পাওয়া গেল, সাহিত্য একাডেমীর দক্ষিণ এলাকায়। কিছুক্ষণ বৃক্ষছায়ায় শীতলতা উপভোগ, বিশ্রাম, সংবাদের লেন-দেন। পরে ওঁর দাদা ফণী চক্রবর্তীর গৃহে কিছুক্ষণ।

বিকেল রণেশ দাশগুপ্তর সঙ্গে। সেখানে এলেন সঞ্জীব দত্ত, কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সৌমেন হোড় প্রমুখ। দত্তের বাগ্মিতা চিরদিন উপভোগ্য। অনেক সময় effect দিয়ে মানুষকে Cause এর কাছে নিয়ে যেতে হয়, যদি তারা কার্যকারণের সম্পর্ক না বোঝে। তার চমৎকার উদাহরণ দিলে দত্ত। অধিবিদ্যাগত Metaphysical এক জটিল সমস্যা দিয়ে উপসংহার টানা হোলো। তখন রাত্রি আটটা। স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্রের সঙ্গে (জীবিত নন) নিরুপমা দেবীর নাকি প্রেম হয়েছিল। এই আসরে শোনা গেল। পুরুষ-দুতী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। জীবন্ত ও মৃতজনের প্রেমের পার্থক্য জানিয়ে দেয় সম্ভাবনা এবং বাস্তব-রূপায়নে সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। ডান্টের ডিভাইন কমেডিতে নাকি এমন উদাহরণ আছে।

৩ এপ্রিল '৭৬

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেনিলওয়ার্থ হোটেল' এ আছে। সকালে ৭.৫০-১২টা পর্য্যন্ত বক্ষভার লাঘব করা গেল। ১৯৩৮ সেই সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের বহু কালের ফাঁক ওর হৃদয়ে কোন ক্ষতি (যদিও হার্ট ডিজিজের একবার শিকার) করেনি। সুব্রতর সান্নিধ্যে বড় চাংগা হওয়া যায়। মারাঠী বন্ধু প্রিয়জন এ এল, খতীব-কে একটা চিঠি ওখানে বসেই লিখে দিলুম। দুঃখ, দু'জনেই দিল্লী প্রবাসী। কেউ কাছে থাকে না।

লোক মারফৎ গৃহিণীর চিঠি পেলাম। বন্ধু জয়নুল আবেদিন লন্ডন থেকে ফিরে এসেছে। ডাক্তাদের মতঃ জোর তিন চার মাস আর বাঁচবে। হায়, আবেদিন, তোমাকে আর আমি দেখব না। না- না-। এই বুকের জ্বালা, আরো বুকের দগ্ধানি কতো না প্রতীক্ষা করছে। ১৪ নং সার্কাস রো। আবেদিন থাকত। এখান থেকে একদিন তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

হায় ইতিহাস, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে এলে? আমি সেই বাড়ীর কাছেই আছি। ১৫ নাসির উদ্দীন রোড। আহা, তা-কে যদি শুধু সুস্থ এনে দিতে পুরাতন

www.pathagar.com

ঠিকানায়। গৃহিণী, লিখেছে, আবেদিন "তোমাকে দেখতে চায়।" কেউ যদি গ্যারান্টি দিত আমি আবেদিন-কে দেখতে যেতে পারব, আমাকে আটকাবে না, সে জুয়া আমি খেলতাম বৈকি। কিন্তু যারা আমার প্রাণ নিতে চায়, তারা আমাকে কী সুখে মরতে দেবে?

৪ এপ্রিল '৭৬

এই কলকাতা শহর আর মাতৃক্রোড় নয়। সংশয়াপন্ন জীবন নিয়ে চলাফেরা কি সুখের? খামখা অসতর্কতার জন্যে মৃত্যুর শিকার হওয়ার প্রশ্ন যখন আছে, সাবধান হওয়া উচিত। আফ্রিকায় C.I.A. বুদ্ধিজীবী হত্যা কম করেনি। '৭১ এর বাঙলাদেশে নিধন ওদের পরামর্শ নিশ্চয়। দেশ মুণ্ডহীন করে দাও। তাজউদ্দীন প্রমুখের হত্যা সেই একই যুক্তির জের। বর্তমানে আমরা সেই খাঁড়ার তলায়। দেখা যাক, জল গড়িয়ে কোথায় যায়?

৫ এপ্রিল '৭৬

রণেশ দাশগুপ্তর বাড়ী। পরে কবি মণীন্দ্র রায় সন্নিধানে জীবনের যে কুরুক্ষেত্রে এসে পড়লাম পেছনে তাকালে বুক শুকিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে কবি বললেন, "সামনে তাকানোই যুক্তিযুক্ত। আশপাশে যতো ভাঙা সেতু পড়ে, তা এড়িয়ে যাওয়াই মঙ্গল।" আমার যে পদে পদে সেতু ভাঙা।

দুপুরে অতুল চৌধুরী বাড়ী। সাংসারিক নানা ঝামেলা আক্রান্ত, তবু মনের সরলতা, চরিত্রের ঋজুতা দুই-ই কব্জায় রেখেছেন। পুরাতন সুবাদে বহু বছরের সাক্ষাতহীনতা এতটুকু ফাটল ধরাতে পারেনি। আশ্চর্য মানুষ! বোন জ্যোৎস্নার আতিথেয়তা চিরকাল নতুন স্বাদের উদ্বোধন। ঈশ্বর এদের মঙ্গল করুন। বাস ষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত অতুল সঙ্গী।

সন্ধ্যায় নুরুল আলম ও মাসুদ সন্নিধানে। বিচারপতির ধারণা, আমাদের সতর্কতার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তেমন অঘটনের পথে ওরা প্রতিক্রিয়ার ভয়ে পা বাড়াবে না। এসব অনুমানের উপর কতটা নির্ভর করা যায়?

৬ এপ্রিল '৭৬

অর্থ নিঃশেষ। সেও এক সংকট। পাণ্ডুলিপি আছে। 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরুনোর জন্য "মহাপতঙ্গ" (পরে বদলানো নাম পতঙ্গপিঞ্জর) উপন্যাস-খানা দেওয়া ঐ পারিশ্রমিক কবে পাব ঠিক নেই। এই ভাবে সংকট ঘিরে ধরছে। আজ পরিষ্কার হোলো, আমাদের উচ্ছেদের আয়োজন গুজব নয়। চিলির হত্যাকাণ্ডের কসাই এখন বাঙলাদেশের রাষ্ট্রদূত। সেই নাকি চল্লিশ জনের লিষ্টি

www.pathagar.com

করেছে তাদের নাম জানা যায়নি।

ভয় নয়। কোথায় থাকব, তাও সমস্যা। যত্রতত্র থাকার উপায় নেই। আত্মগোপনের দৈনন্দিনতায় শিল্পকর্ম কতটা করতে পারব। তাও প্রশ্ন। যারা জীবন সংগ্রাম শেষে কিছু সাহিত্য ধ্যানে সময় কাটানোর বাসনা ছিল, তার সুযোগ আসবে কিনা জানিনে।

বুকে অস্বোয়াস্তি থাকবে কেন। তাহলে ত শত্রুরা জিতে যাবে। ওদের জিততে দেব না। এই প্রতিজ্ঞামুখে দ্বৈরথের যোদ্ধার মত দাঁড়াতে হবে।

হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ। কয়েক দিনের মধ্যে অন্যত্র যেতে হবে মাস ছয়। এই বন্ধু আশ্রয়দাতার ঋণ আর শোধ করতে পারব না।

বড় ক্লান্ত। দেবশরণ কাল বম্বে যাবে পনর দিনের জন্যে। একটা বই ছিল ওঁর আমার কাছে। দিতে গেলাম। মানসিক ক্লান্তি আর যায় না। কেবল বয়সের উপর ধিক্কার দিই। তাই যন্ত্রণা তাড়াতাড়ি কাবু করে ফেলে।

বিশ্ব শান্তি পরিষদের আলী আকসাদও এখানে। স্ত্রী হাসপাতাল থেকে সেদিন মাত্র বেরিয়েছে। সমস্যা-জর্জরিত দিন। তবু নিজ কর্তব্যে ঠিক আছেন।

বিকেল। আমার পাশের গ্রাম রাজহাটীতে সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে ২৬ এপ্রিল। বর্তমান পরিস্থিতির উদয় না ঘটলে যেতাম বৈকি। ওদের জন্যে একটা "ম্যাসেজ" লিখে দিয়েই দায়িত্ব খালাস করলুম।

সন্ধ্যায় ছাদে হাঁটাহাঁটি। মনের ভার যেতে চায় না। স্নেহাস্পদ আব্দুল মোমেন আপিস থেকে ফিরে এলে যোগাযোগ মারফৎ বোঝা বেশ কমানো গেল। সদালাপী, জীবনের প্রচুর অভিজ্ঞতা–এই অনুজ বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে অতুলনীয়। চরিত্রে সেই গুণ আছে। স্বর্গীয় সৈয়দ মুজতবা আলী কিছুদিন আমার মত এই বাড়ীতে ছিলেন। তিনি ওকে "বড়দা ডাকতেন।" সাধে না এখন বোঝা গেল।

৭ এপ্রিল '৭৬

স্নেহাস্পদ ছাত্র এস, এম, হায়দার সন্নিধানে। আর্থ্রাইটিজে ভুগছিল অনেক দিন। দেখা নেই। এখন ভাল আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসার। শিক্ষক জীবনে এই এক সম্পদঃ সৎ নাগরিক কোন ছাত্র। হায়দার-কে তাই বড় ভাল লাগে। আর এক ছাত্র অরুণ চট্টোপাধ্যায় কলেজে "সিরাজদ্দৌলা" অভিনয়ে ও অন্যান্য ফাংশনে ওর প্রতিভার ছাপ ছিল। বৃদ্ধ সহকর্মী এইচ ডি ব্যানার্জি (সে যুগে Book keeping Made Easy খ্যাত) হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, "অরুণ তুমি যাত্রার দলে যাও। এখানে কেন? যাত্রার দলে যাও।" তার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। অরুণ এখন "উত্তমকুমার"। সাবেক ছাত্রের সঙ্গে '৭১ সন থেকে দেখা করার প্ল্যান নিচ্ছি। এবার একদিন ওর দিকে ঢুঁ মারতে হবে। বর্তমান গতিবিধির সীমাবদ্ধতা

www.pathagar.com

বড় বাধা। তবু এক দিন চেষ্টা করা যাক।

বিকেলে হীরক রায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রকাশনা সংস্থায়। সন্ধ্যায় বিচারপতি সন্নিধানে। বহু সুখ দুঃখের কথা।

৮ এপ্রিল '৭৬

পাঞ্জাবী লেখিকা অমৃতা প্রীতমের অনুবাদ উপন্যাসখানা That Man বড় ভাল লেগেছিল। নিজ ভাষায় এই লেখিকার নিজস্ব গীতিময় শৈলী আছে। ধর্ম সম্পর্কে আশ্চর্য এক শ্লেষময় ভঙ্গী। বইটা অনুবাদ করা দরকার। ধর্মান্ধতা এই উপমহাদেশের সকল দুর্দশার সূত্রপাত—তা আর কারো চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই।

ঢাকার কিছু খবর পাওয়া গেল। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১৫০০০ পনর হাজারের বেশী। কবি শহীদ কাদরী আত্মগোপন করে রয়েছে। বেগম সুফিয়া কামাল ঘরে ঘুমান না, প্রায় আন্ডারগ্রাউন্ড। ভারত সমর্থক, স্যেকুলারমনা, মানুষের এখন বাঙলাদেশে বাস করা দায়। দেশ না ছাড়লে অপমৃত্যুর একটা সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর কী করতে পারতাম? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বেশ জেঁকেই বসেছে আলামৎ দেখেই বোঝা যায়।

বিকেল। অচ্যুতানন্দ সাহার সঙ্গে। আধাসংসারী আধা-সন্ন্যাসী মানুষটির সাহচর্য সব সময়ই বেদনাহর। "জন্ম যদি তব বঙ্গে"র প্রকাশক চিত্ত সাহা দেড় মাস পরে ছাড়া পেয়েছেন। ওঁর আর কোন খবর পাওয়া গেল না। সাহসী লোক। কিন্তু যে পরিবেশ, ওঁর দুঃসাহস দেখানো অনুচিত ছিল।

সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পথে মৌলা আলীর দর্গার মোড়ে। সেই কৈশোরের সংগ্রামের কথা মনে পড়ল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সংগ্রাম। বৃত্তের আবর্তন কি শেষে একই ভাবে শেষ হবে? ইতিহাসের দৌলতে এইভাবে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের খাঁড়ার তলায় এসে পড়লুম।

এতদিন লক্ষ্য করিনি। বাতাসে দেওয়ালে টাঙানো একটা ক্যালেন্ডার ফড়ফড় শব্দ করছিল। ওটা ঠিক করতে গিয়ে দেখি, স্নানরতা কয়েকটি গ্রাম্যমহিলার ছবি। শিল্পী জয়নুল আবেদিন। ১৯৭৪-এ আঁকা। আহ্ বন্ধু, তোমাকে সত্যিই কী আর দেখব না?

৯ এপ্রিল '৭৬

"অনন্য প্রকাশনা" মন্দিরে। প্রকাশক হীরক রায় হঠাৎ কলকাতার বাইরে। সঞ্জীব দত্তকে পাওয়া গেল দিব্য বসুর দোকানের পেছনের বৈঠকখানায়। দত্তজার মত, "বাঙলাদেশ এখন কুলটা। শাঁসালো বাবু দেখেই 'লাং' পাকড়াবে।

www.pathagar.com

আমেরিকানরা এখন সেদিকে সরেস। সুতরাং..."। লেবু মুখুজ্জের সঙ্গে ছবি নিয়েও বেশ মেতেছিল সঞ্জীব।

১০ এপ্রিল '৭৬

মাসুদ ঢাকা যাবে। গৃহিণীর জবাকুসুম তেল কিনে দিলুম। বেচারা গৃহিণী। হায় গৃহ।

সামান্য বেড়িয়ে এসে রচনার কাজে মন দিলুম। বিকেলেও হঠাৎ বড় ক্লান্তি ধরল। বয়সও বিরূপ। তবু ডুবে ডুবে নৌকা বাইতে হবে।

কাল তাহেরা বোনের সঙ্গে মাসুদের গ্রাম বাইনান যাবো। কিছু প্রস্তুতি লাগে।

গোধূলি বড় যন্ত্রণা দেয়। কদিন হাঁটতেও যেতে পারিনে। শারীরিক নিয়ম-ভাঙ্গার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

১১ এপ্রিল '৭৬

ট্রেন বিভ্রাট। বাগনান ষ্টেশনে রিকশা পেতে প্রায় রক্তবাহ্যে। এক ঘণ্টা পরে একজন-কে পাওয়া গেল। প্রচণ্ড রোদ। ধকল সইবার মত তেজ এখনও আছে। তাই নিশ্চিত হলুম।

বাইনান গ্রাম। এমন বনানী বেষ্টনে জোছ্না বহুদিন উপভোগ করিনি। স্নেহাস্পদ মোমেনের আতিথেয়তা অঢেল। বিকেলে এক জোড়া জ্যান্ত গলদা চিংড়ি পর্য্যন্ত দেখালে। মোমেনের বড় ছেলে ও তার বন্ধুবান্ধব (এখানেও এক দেবু মুখোপাধ্যায় আছে) ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ।

তাহেরা মাসুদ রাত্রে মাছ রান্না করেছিলেন স্বাদে অতুলনীয়। কিন্তু রাত্রে আমি স্বল্পাহারী। বড় ক্ষোভ (লোভের সঙ্গে) থেকে গেল, বেশী খেতে সাহস করলুম না।

বাইনান বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সমাজজীবনের পরিবর্তন লক্ষণীয়। রাস্তার কোণে রুচি-সম্মত গড়নে একটা পরচালা বিশিষ্ট ঘর দেখলুম। জানা গেল, কম্যুনিষ্ট পার্টির আপিস।

পলাতক জীবন। ভ্রাম্যমাণতা বহু মানুষের কাছাকাছি করে দিলে। আরো কতো দিন এই ভাবে? বঙ্গবন্ধুর পর থেকে প্রায় আট মাস কেটে গেল। ইতিহাসের হাতিয়ার একটা এসেছিল। তার স্বরূপই বুঝলাম না। মূর্খতার দাম দিতে হয়। দিচ্ছি।

আজ ট্রেনে আসার সময় ফুলেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছানোর পর এক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তার জিনিষপত্র টুকিটাকি দরজার কাছে নিয়ে রাখতে দেখলাম। গ্রামে যাচ্ছে, ধারণা পরিষ্কার, নিজের প্রিয়জনদের নিকট যাচ্ছে। একটা খেলনা

www.pathagar.com

জানান দেয়, ঘরে শিশু আছে। ওকে দেখে আমার হিংসে হতে লাগল। আমার এমন সুযোগ আপাততঃ নেই। আমি বাউন্ডেলে, ছন্নছাড়া।

১২ এপ্রিল '৭৬

সকালে বাবলা বীথির ভেতর দিয়ে আধ ঘণ্টা হেঁটে এলাম। একটা ছোট রুটির কারখানা সামনে। শিল্পায়নের ধাক্কা গ্রাম-জীবনে বহু পরিবর্তন আনতে বাধ্য। কূপমণ্ডূকতা (ফিউডাল মানসিকতার জের) তখনই দূর হয়ে যাবে। বিকেলে কড়ে-নামক গ্রামে। আমার কিছু আত্মীয় আছে এখানে স্ত্রীর সুবাদে। মরহুম আবুল হোসেন, আহমদ হোসেনরা স্ত্রীর ফুপাতো ভাই। হোসেন ভায়ের স্ত্রী ষ্টুভ ফেটে অগ্নিদগ্ধ মারা গেছেন। আরো আত্মীয় স্বজনের সংবাদ পেলুম। রাত্রে রিকশাযোগে জোছনা-ছয়লার সড়ক পথে আবার বাইনানে।

বারান্দায় বসে নানা চিন্তা। বাঙলাদেশ কী অনেক দূরে? মানসিক ক্লান্তি কাটে না। ওয়েষ্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতের ক্রিকেট কমেন্টারী শুনলাম। খেলার পর্যায় খুব উত্তেজনাময়। কিন্তু মন সহজে প্রবেশ পথ পায় না।

গ্রামের নানা সমস্যা-জর্জরিত জীবনের শিকার কয়েকজন তাহেরা মাসুদ সমীপে। তালাক মামলার এক নিগৃহীত বধূর আলাপ শোনা গেল।... এখানে জানলুম, এদের এক আত্মীয় বর্তমানে পাকিস্তানী। Irrationality-র প্রতি তার আগ্রহ ছিল কৈশোর থেকে। মধুপুরের বাড়ীতে সে ভূত দেখত। লোকটির জীবনেতিহাস আমার কাছে পরিষ্কার এতদিনে। বাঙালী কেন পাকিস্তানী, সেখানেই রয়ে গেল।

১৩ এপ্রিল '৭৬

সকালে তালরস পান। পুকুরে স্নান। তাজা বাতাস। সকাল কুয়াশাচ্ছন্ন প্রত্যুষ গ্রামজীবন পুরোপুরি। স্নেহাস্পদ আব্দুল মোমেনের কল্যাণে Pastoral জীবন। আজ এই বাড়ীতে আবার ইলেকট্রিসিটি এলো। রাত্রে বিজলীমুখর নাগরিকতার স্বাদ। বিচারপতি মাসুদের জন্ম সন্নিকট এলাকা আজনগাছি গ্রামে। আমিও গ্রামভিত্তিক জীবনের শরীক। পিছুটান স্বাভাবিক। অন্যদিকে প্রগতির স্পর্শ... সব বদলে যাবে কয়েক বছরের মধ্যে। অবিশ্যি আধা-ফিউডাল কাঠামো কী মোড় নেয়, কৌতূহলের ব্যাপার।

বিকেলে বামন গ্রাম। সুবাদে আত্মীয় আব্দুল রশীদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বর্তমানে ৭৬ বছর বয়স। অতীতের বহু পদধ্বনি শোনা গেল। রশীদ সাহেবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মরহুম ভাই আব্দুল করিমের মেয়ে রেহানার সঙ্গে। ফেরার সময় গ্রাম-পথে হাঁটা। পূর্ণিমার রাত্রি। চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা বাইনান বাজারে।

www.pathagar.com

নিগৃহীত এক বধূর উপর অত্যাচারের নমুনা। স্বামী ননদ মিলে তাকে হত্যা করতে চায়। ভার বোনের উপর। বোন এলোকেশী, হাতে দা, উলঙ্গ-মা কালীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য রক্ষা... শেষে পিত্রালয়ে আশ্রয়। সবই অচেতন মানসিকতার শিকার।

ভদ্রপরিবারে একই কেস। দাদার বিবাহের পর বোন-বৌদির পারস্পরিক আক্রোশ। আমার এক জানা ঘটনার সঙ্গে উপরের ঘটনার কী আশ্চর্য মিল। ওদের মামলা ঝুলছে উলুবেড়িয়ার আদালতে।

গাজনে বিষ-বার্ণ, জিভ-ফোঁড়া আত্মনিগ্রহের পথে মানৎ। আত্মশুদ্ধির এই ম্যাজিক- এখনও চলছে। ঠিকুজী কে বলতে পারে? জানার ইচ্ছে রইল।

১৪ এপ্রিল '৭৬

পয়লা বৈশাখ, ১৩৮৩ সাল।

হে নববর্ষ, তোমাকে আসন পেতে দেওয়ার মত জায়গা খুঁজে বের করা আমার পক্ষে আজ কঠিন। তবু স্বাগতম...

নিকটে গোলাপ ফুলের চাষ হয়। মাঠের শূন্যতা এখানে বিপন্ন। গোপী জানা চাষের মালিক, নিজে চাষী। আমাকে দুটো গোলাপ ফুল উপহার দিলেন। নববর্ষের প্রভাতে এমন সৌরভ উপহার অপ্রত্যাশিত।

প্রচুর পরিশ্রম। প্রায় পৌনে ছ' ঘণ্টা। পরে বাজার পথে এক ঘণ্টা। ক্লান্ত। রাত্রে নিস্তেজ শরীর। সিদ্ধান্তঃ এই বয়সে এত পরিশ্রম চলবে না। ধূমপান হ্রাস অবিশ্যি অবিশ্যি অবিশ্যি কর্তব্য।

ক'দিন ধরেই বিরাট মাঠ সামনে রেখে জ্যোৎস্না আর তজ্জাত আলোছায়ার খেলা দেখছি। দৃষ্টি উপভোগ্য এসব ছবি কথার বস্তু আর কতটুকু হতে পারে? শিল্পী এবং সিনেমা পরিচালক ছাড়া এই বসুন্ধরার হৃৎস্পন্দন আর কেউ কোন দিন ধরতে পারবে না। ব্যক্তিগত অনুভব যৌথ করার অন্য বাহন অচল।

১৫ এপ্রিল '৭৬

গত রাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম। আততায়ীর হাতে পিস্তল মুষ্টিবদ্ধ, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। আমি চিৎকার দিয়ে পাশ কাটিয়ে একটা থামের আড়ালে। সে আমাকে দেখতে না পেয়ে, শূন্যে পিস্তল ছুঁড়লে। তারপর দুজনে দৌড়াচ্ছি দু'পাশে ধাবমান মটোর।

১৬ এপ্রিল '৭৬

বাইনান বাজার থেকে ব্রাহ্মণগ্রাম যেতে যে-সড়ক পড়ে, তারই বাঁদিকে

www.pathagar.com

পুকুর-ঘাটের সামনের উপর বসে সাত-আট জন যুবক কোরাস গাইছিল, "ধনধান্যে পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা..." স্তব্ধ দাঁড়িয়ে পড়লুম। রোমাঞ্চিত শরীরে বিষাদের এক করুণ আঁচড়। ব্যক্তিগতভাবে বাঙলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রূপে আমি এই গানের পক্ষপাতী ছিলুম। রবীন্দ্রনাথের "সোনার বাংলার" প্রতি অনীহা বা অশ্রদ্ধায় নয়। কেন জানি নে, দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে বড় আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করতে সমর্থ... অন্ততঃ আমার উপর।... ওই গানের রেশ অনেক ক্ষণ কানে বাঁধা রইল। একদম আনমনা পা-ফেলা।... ক'দিন বাংলাদেশের কোন খবরও রাখিনি। তার খর্পর কত দিকে উদ্যত। গোটা পশ্চিমবঙ্গ ত আসলে ছিন্ন অঙ্গ একই জননীর। সুতরাং রেহাই আর কী করে সহজে মেলে?

বঙ্গবিভাগজাত এক কাহিনী। সৈয়দ সালামের কাহিনী। হঠাৎ আলাপ। ১৯৬৪ সনের হিন্দুমুসলমান দাংগার পর জমিজায়গা বিক্রী করে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাঙলাদেশে) চলে যান। খালিশপুর, খুলনা নতুন ঠিকানা। ৬৯ সনে বাঙালী-বিহারী দাংগা। এবার জনাব সালাম দেখলেন, মুসলমানকে মুসলমান হত্যা করে। তখন পরিবার পাঠিয়ে দেন আবার জন্মভূমি গ্রাম বাইনানে। '৭১ সনের পর এবার নিজস্ব স্বদেশে। রুজিরোজগার বন্ধ। বেকার। গোটা পরিবার দুঃসহ দুর্দশাগ্রস্ত।

দেশ-বিভাগের এমন শত শত কাহিনী আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান শোনার পর আবার এমন কাহিনী শুনতে হোলো। যেন পিঠাপিঠি জবাব। তাই বিস্ময়!

মোল্লা মিজান। গ্রাম বহিরা। উলুবেড়িয়া। গ্রাজুয়েট। কিন্তু চাষবাসে নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়াসী। শিক্ষিত মানুষ কিন্তু এমন কাজে লিপ্ত। গ্রামবাসীর অবজ্ঞা ঠেলে তবু টিকে আছেন। সৎ সাহসের জন্য ওঁকে ধন্যবাদ।

পূর্বোক্ত নিগৃহীত বধূ কোটার পর মাছের আঁশগুলো গুছিয়ে রাখলে, বাড়ী নিয়ে যাবে। শাক বা আলু—যা মেলে তা দিয়ে রান্নার জন্যে। স্বামী নির্যাতিতা চরম দারিদ্র্যের শিকার।

কোন পৃথিবীতে আছি? এই নির্মমতা! এমন পৃথিবী দেখে বিদায় নিতে চাইনে। এ কি বদ্‌লাবে না?

১৭ এপ্রিল '৭৬

অনেক আন্তরিকতার ঋণ বোঝাই করে আজ বাইনান থেকে বিদায় নিলাম বিকেলের ট্রেনে। আততায়ীদের কৃপা পশ্চাতে না থাকলে এখানে বেশ কাটিয়ে দেওয়া যেত স্বল্প অর্থব্যয়ে। গ্রামে তেমন খরচও নেই। কিন্তু এত পরিচিত বহু জনের সঙ্গে তা সম্ভব নয়। তাই অন্যত্র- "হেথা নয়, অন্য কোন খানে"

www.pathagar.com

সামনে বড় মাঠ থাকার জন্যে স্তব্ধ বসে চিন্তার বড় সুন্দর জায়গা। যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি উত্তম। মাত্র দেড় ঘণ্টায় কলকাতা যাওয়া যায়। অল্প ব্যয়ে বেশ থাকা যেত। তবু নিরুপায়, নিরুপায়!

১৮ এপ্রিল '৭৬

এখন দেখছি, দুর্গমের পথ সত্যি দুর্গম। আরো পাষাণের ব্রত গ্রহণ ছাড়া উপায় নেই। একই সঙ্গে বিষ ও অমৃত পানের শক্তি সঞ্চয় আশু কর্তব্য। সেদিক থেকে শিবের প্রতীক এক আশ্চর্য উদাহরণ। সংসারের ছোটখাট ছবি মুষড়ে দেয়। পেছনে তাকাব না। একটি সংসার আমার সংসার নয়। বাঙলাদেশ আমার সংসার। এই প্রতিজ্ঞা মনের গহনে। কিন্তু মাঝে মাঝে বিবাদী সুর সব গুলিয়ে দেয়। মেলবন্ধনের জন্য একই রাগ যদি না মেলে, ঐকতানের পথ ধরতে হয়।

সুব্রত (বন্দ্যোপাধ্যায়) লিখেছে, "বেদনাকে তুমি শিল্পে পরিণত করো।" হায়, বন্ধু, চেষ্টা কি অতই সহজ?

রায় বাহাদুর (কবি মণীন্দ্র) খবর দিলেন 'অমৃত' উপন্যাস এখন নিতে পারছে না অর্থগত সমস্যায়। এই এক সংকট। আমারও আর্থিক সংকট ঘনীভূত হবে। সব সংকটের মুখোমুখি ধকল সওয়া—সেখানেই আসল সমস্যা।

বিকেল। দিব্য বসুর বাড়ী। রঙের প্রেমিক। ছবি আঁকতেন। এখন Sunday Painter। দাদার মৃত্যুর পর সংসারের ভার এসে পড়ল। সব ওলটপালট হয়ে গেল। কয়েকটা প্যাস্টেলের কাজ দেখলাম। বৃক্ষপ্রেমিক, রোমান্টিক, ইমপ্রেশনিষ্টদের ধাঁচে ছবি। Pastoral আবহাওয়া শহরে বুক কিছুটা জুড়িয়ে দেয় বৈকি।

১৯ এপ্রিল '৭৬

কবি মণীন্দ্র রায়ের সনেটের গুচ্ছ; চতুর্দশী পুস্তকে কয়েকটি উত্তম কবিতা আছে। "পুণ্যের বেতন" শীর্ষক সনেটের শেষ পংক্তিঃ–

...."বিষপাত্রে শুধু তার মন অমৃতের অভিলাষী। আর তাই পুণ্যের বেতন।" একদিন পূর্বে একই লাইনে চিন্তা করছিলুম। গোটা কবিতার ভাষ্য তাই মনে বড় দোলা দিয়ে যায়।

"অনন্য প্রকাশন" এ বিকেল। হীরক রায় বর্তমান নরক-জীবনে বড় শীতলতার আশ্রয়। ওর প্রাণদীপ্তি বুকে বড় জোর এনে দেয়। সহজ লেখার ক্ষমতা আছে। 'অমিতাভ রায়' ছদ্মনামে লেখে। ওকে ধীরে ধীরে Serious রচনার দিকে টেনে আনতে হবে। "বসুমতী" পত্রিকার সাংবাদিক প্রলয় দাশের সঙ্গে এখানে আলাপ হলো।

রাত্রি আটটার দিকে চৌরঙ্গী এলাকায় বড় তৃষ্ণার্ত। ভাবলুম, বহু দিন লস্যি

www.pathagar.com

খাইনি, আজ খেয়ে দেখা যাক। সাইনবোর্ড দেখছিলাম, কতো দাম। পকেটের হাল ভাল নয়। আশ্চর্য সমাপতন! হীরক রায় ও তার বন্ধু পেছন থেকে ডেকে বসল। আগেও ডাক দিয়েছিল, আমি আনমনা শুনিনি। তিন জনে লস্যি পান করা গেল।

পরে বাস ধরতে প্রাণান্ত। রাত্রি সাড়ে নটা। তবু ভিড় কমে না। দশটার সময় পার্ক সার্কাসে ফিরলাম। বাইরে রাত্রে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। এত রাত করা উচিত হয়নি। ঘুমোনোর পূর্বে খুব কষ্ট হতে লাগল এই ভেবে যে কোথায় চলেছি? কী ভাবে জীবনের এই প্রান্ত কাটবে? অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সহজে ঘুমোতে দেয় না।

২০ এপ্রিল '৭৬

বাল্যসঙ্গীদের সঙ্গে দেখা হলে কি যে পরম প্রশান্তি। বাশারৎ হোসেন কলকাতা এসেছে জানা ছিল না। হঠাৎ জালাল ও শাহাবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ওকে পাওয়া গেল। নির্বিবাদ আড়াই ঘণ্টা কেটে যায় দুই প্রৌঢ়ের সুখ-দুঃখের কীর্তনে।

দুপুরে ফিরে এলুম। ঢাকার খবর, গৃহিণীর জন্যে এক শিশি জবাকুসুম পাঠিয়েছিলুম। বাহক মাসুদ ওটা দেওয়া মাত্র সে কান্না জুড়ে দেয়। বাঙলাদেশে বঙ্গবন্ধু প্রয়াণের পর বহু চোখের জল ঝরেছে বহু পিতামাতা কন্যা জায়া দিগরের। আরো কয়েক ফোঁটা কী সমুদ্রের অবয়বে কোন তারতম্য সৃষ্টি করতে পারে?

হায় নীড়, হায় আকাশ, তোমাদের বিরোধ যুগে যুগে একই রূপ পায় কেন?

সন্ধ্যায় অচ্যুতানন্দ সাহা সন্নিধানে। মহাভারতের শান্তিপর্ব অংশ (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) পড়লুম। রাষ্ট্রযন্ত্র চালনাও শিক্ষার ব্যাপার। এদিকে এখনও মাথা ঘামাইনি। প্রাচীন গ্রন্থের অনেক কথা আজও কতো সত্য। বাংলাদেশের ঘটনার আলোয় উপলব্ধি—সেই জন্যে সহজে ভোলার কথা নয়। বিশেষতঃ শত্রুমিত্র সম্পর্কে যে-সব তথ্য লিপিবদ্ধ।

২১ এপ্রিল '৭৬

সংবাদপত্রে প্রকাশ ঃ বাঙলাদেশ সীমান্ত ভারতীয় বাহিনীর উপর গুলি চালিয়েছে। একজন আহত। ভারতবিভাগ হিন্দু মুসলমান উভয়ের পক্ষেই আত্মহত্যা। সেই জের পাকড়ে পাকিস্তানের অভ্যুদয়—পরে বাঙলাদেশ। বর্তমান বাঙলাদেশ আবার সেই সাম্প্রদায়িকতার পথেই এগোচ্ছে ভারত-বিদ্বেষের ধুয়া ধরে। এবার সম্প্রদায় নয়, গোটা দেশই আত্মহত্যামুখী। যারা গদীর উপর তারা ত কোনদিন দেশ জাতি ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। হুদার মত দালাল অধ্যাপক (৫২ বাহান্ন ঘণ্টার গভর্নর আইয়ুব আমলে) ওদের আর্থিক উপদেষ্টা। সীমান্তের গুলি আসলে পতঙ্গের পালক-গজানোর ভূমিকা।

www.pathagar.com

দেবশরণ ও পার্বতী দাশগুপ্তাদের বাড়ী। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি। ওরা নিজেরা তাপহর আবহাওয়ার মালিক। সন্ধ্যায় মানসিক গুমোট সহজে কেটে গেল।

কাল অনেক কাজ। পাত্‌তাড়ি গুটোতে হবে। সাত মাস কাটল বিচারপতির আশ্রয়ে। বহু ঋণ। এই জন্মে শেষ হবে না। ঝড়ের দিনে এমন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পরম সৌভাগ্য বৈকি।

২২ এপ্রিল '৭৬

গত রাতে তিনটের সময় সৈয়দ মুজতবা আলীকে স্বপ্নে দেখলাম। মজার স্বপ্ন। আমাকে বললেন, তোমার ঘড়িটা দাও, দু-একটা জুয়েল নেব, আমার ঘড়ির জন্যে। তোমার ঘড়ির কোন ক্ষতি হবে না। আমি না করে দিলাম। তিনি চলে গেলেন কবিগানের আসরে। বিচারপতি মাসুদের ছোট ছেলে জলী মুরশেদ বললে, "চাচা, ওঁর ঘড়িটা আমার কাছে কেন?" সত্যিই ত। একটা গোল কৌটার মধ্যে রাখা ঘড়ি। জলী পরে বললে, "কাল বদলে নেবেন। মুরুব্বী মানুষ, এখন বদলাতে গেলে রেগে উঠতে পারেন।" আরো ছায়া ছায়া মানুষের সারি। ঘুম ভেঙে গেল।

স্বপ্নের বিশ্লেষণ পরে করা যাবে। মুজতবা আলী সাহেবের উপর একটা প্রবন্ধ লিখব ভাবছি ক'মাস থেকে। এসব কি তারই জের? অথবা অন্য কিছু?

২৩ এপ্রিল '৭৬

সকাল। গোছগাছ। মার সঙ্গে অনেকের কথা মনে পড়ল। ভাবপ্রবণতা সরিয়ে প্রস্তুতি। গতরাত্রে ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। তাই শীতল প্রশান্ত কলকাতার আকাশ। বিদায় নিলাম একে একে। মাসুদ, তাহেরা-বোন, জলীচাচা, কচিবন্ধু, আরিফ, শিখার কাছ থেকে। রিকশায় রণেশ দাশগুপ্ত সমীপে। আবার অকূলে পাড়ি। নাসির উদ্দীন রোড নানা মমতায় বেঁধেছে ১৯৭১ এর সংগ্রাম কাল থেকে। এই একটু অস্বোয়াস্তি।

ট্যাক্সি ধাবমান। গোটা কলকাতা স্মৃতির খনি। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের সামনে দিয়ে যেতে শিক্ষক ফাদার ব্রায়ানের (Brayan) কথা মনে পড়ল। শেকস্‌পীয়ার পড়াতেন। তখন থেকে শেকস্‌পীয়ার প্রেমে দীক্ষা। তখনকার কৃচ্ছ্রতাক্লিষ্ট দিন তবু কতো প্রাণের কোলাহল। রফি আহমদ কিদোয়াই রোড (আমাদের সেই কালে ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট) কলকাতা মাদ্রাসা, মালাবার হোটেল... স্কুলজীবনের তরঙ্গিত ধাক্কা। সোজা ওয়েলিংটন স্কোয়ার-ফরওয়ার্ডব্লক ও কংগ্রেসের কোন্দলে জওহর লালের তাড়া খাওয়া বঙ্গ-নন্দনদের মূর্তি... সোচ্চার স্মৃতির নকীবেরা। কলেজ ষ্ট্রীট... বিশ্ববিদ্যালয়.... বসন্ত কেবিন...এই পথে ট্যাক্সি না আনলেই ভাল করতাম। হুল্লোড় স্মৃতির ধাক্কা খেতে হোতো না।

www.pathagar.com

অকুস্থল অগিল্‌ভী হষ্টেল, হরীতকী বাগান।

কবি তরুণ সান্ন্যালের সাদর অভ্যর্থনা। হৃষ্টচিত্ত পুষ্টদেহ... ঝড়ের দিনের পান্থশালার মত যেন প্রতীক্ষমান ছিলেন। ঋণ বেড়েই চলল। সংস্কৃতির হাওয়া গৃহময়। হাঁফ ছাড়া যাবে কিছুদিন। রণেশ দাশগুপ্ত অনেকক্ষণ ছিলেন। বুকের তাগদ বেড়ে যায়।

সন্ধ্যায় অচেনা পরিবেশে আধ ঘণ্টা হাঁটলাম। এখানে জনতার মধ্যে হারিয়ে থাকা সহজ। চোখ দেখে যায়, কোন ভাষ্য গড়ে না। অদ্ভুত এক অনুভূতি।

বাড়ীতে প্রচুর বই আছে। পড়াশোনার প্রচুর সুযোগ। সেই এক আনন্দ-সূত্র। দুই কন্যা এক পুত্র নিয়ে কবির সংসার। "দিদি" আছেন অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী—বাড়ীর পরিবার-ভুক্ত জন। কবিজায়া শিক্ষয়িত্রী। কেয়া সান্যাল। এখানে নিজেকে অতিথি মনে করা কঠিন। লেখাপড়ার এমন সুযোগ সত্যি দৈব-প্রেরিত। অজিত দাসের নবজীবন শুরু হোলো।

২৪ এপ্রিল '৭৬

প্রচুর লেখাপড়া। ক্লান্তি দূর করতে চাই। হাঁটতে বেরুলাম। আকাশ শত্রু। দশ মিনিট পরে বৃষ্টি নেমে গেল। ভিজে-ভিজে ফিরে এলাম। তখন হষ্টেলের প্রশস্ত বারান্দায় পায়চারী। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটল।

নৈশ আহারের পর মোৎসার্ট শোনা গেল। কবির রেকর্ডের বহর বহুত। পল রোবসন আছে কয়েকখানা। King Solomon's Mine ফিল্মের Climbing Up গান খানা আছে। বিশ বছর পরে শোনা যাবে। বড় আনন্দ লাগল। আজ মোৎসার্টেই তৃপ্তি পরিতৃপ্ত থাক।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ফিরে এসেছে ঢাকায়, কাল খবর বেরিয়েছে। আসুক জল্লাদেরা। বিদেশে থাকতে ত হিসেব-নিকেশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

২৫ এপ্রিল '৭৬

কাগজ ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিনতে বেরুলাম। রোববার। কাছে দোকান নেই। প্রায় আধ ঘণ্টা খামখা নষ্ট।... দেড়টা পর্য্যন্ত অমৃত প্রীতমের নভেলের খসড়া কপি। হাত ব্যথা করতে লাগল। তাই ছেড়ে দিলুম। স্পীডে (Speed) কাজ আর চলনে না। জরার হাত থেকে রেহাই নেই।

আকাশ ঝুলে রয়েছে। দুপুরেও বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা। তবু হাঁটতে বেরুলাম নিঃশঙ্ক এই সব এলাকা। Y.M.C.A ওয়াই, এম, সি, এ (ইয়ংম্যান খ্রীষ্টান এ্যাসোসিয়েশন) হেদুয়া পুকুরের দক্ষিণে। গেটে খোদাই পরিচয় দেখে চমকে দাঁড়ালুম। ১৯৩২-৩৬ আব্দুর রব ভাই এখানে ছাত্ররূপে। স্কটিশ চার্চ

www.pathagar.com

কলেজে পড়তেন। আহা, ১৯৭৪ সনে ১ মে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। আর ক'দিন বাকী। দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে গেল।

আত্মকেন্দ্রিকতার শর মাঝে মাঝে বড় ধরাশায়ী করে ফেলে। অনেকখানি শক্ত হয়েছি বুঝতে পারি। তবু শাঁস বাঁচাতে খোসা আরো পুরু হওয়া দরকার। জয়নুল আবেদিনের সংবাদের জন্যে মনটা আগে থেকে তৈরী করতে হবে। এই অচেনা পরিবেশে কাঁদতে পর্য্যন্ত পারব না... বিচলিত হতে পারব না। ইতিহাস এমনই পরিস্থিতির মধ্যে ফেললে....

২৬ এপ্রিল '৭৬

সন্ধ্যা। সারাদিন অনেক কাজ করলাম। পাঁচ ছ' ঘণ্টার মেহনৎ। ক্লান্ত। পল রোবসনের গান শোনা গেল। বহুগান। কখনও সমুদ্র-গর্জন, কখনও ঝড়ের তাণ্ডব ও শীৎকার, ক্ষেতের উপর বাতাসের সন্তর্পিত যাতায়াত, কখনও ক্ষোভ কখনও অভিযোগ—মানবিক দরদে ভেজা অপূর্ব এই কণ্ঠস্বর আপাততঃ কোন মানসিক ক্লান্তিই আর থাকতে দেয় না।

২৭ এপ্রিল '৭৬

এই বাড়ীর পরিবেশ লেখা, পড়া দুই দিকেই সমান অনুপ্রেরণা যোগায়। যেভাবে কাজ করতে পারছি, বহুদিন পরিমাণই এত এগোয়নি।... মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছোট বই D.K. Goyal লিখিত The Eagle Democracy থেকে কিছু নোট রাখা দরকার। লাগামহীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ওদেশে সম্পদ এত বাড়ীয়েছে যে কোন সভ্যতাই এমন বিপুল বিত্ত পৃথিবীকে দিতে পারেনি। কিন্তু নৈতিক দিকে ওরা কতো দরিদ্র। গোয়েলের কিছু কিছু নিরীক্ষা (ঐতিহ্যের সূত্র টেনেছেন) অনুধাবন-যোগ্য।....

সন্ধ্যায় মানিকতলা পুল পার হয়ে আরো কিছুদূর হেঁটে এলাম। দুপুরে বৃষ্টি হয়েছিল। তাই কলকাতা ঠান্ডা। ঘিঞ্জি পরিবেশ অত অসুবিধা ঘটায় না। রবীন্দ্রনাথের গানের দু'কলি বারবার দোলা দিতে লাগল ভেতরে ঃ

নির্মল দুঃখ যে সেই ত মুক্তি
নির্মল শূন্যের প্রেমে

অজ্ঞাত, অখ্যাত—ভিড় এই মোড়ক সবার উপর টেনে দিতে পারে, হাসি পেয়ে গেল শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত হেঁটে যাচ্ছেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্তর সঙ্গী 'কল্লোলযুগ' এর প্রথম পাতায় বর্ণিত সেই সুবোধ বাবু। অন্য ফুটপাথে চলে গেলাম। চেনা লোক। কী জ্বালা!

www.pathagar.com

২৮ এপ্রিল '৭৬

ওয়াটার পোলো খেলা চলছে। সমস্ত হেদুয়া পার্কে ভিড়। হঠাৎ এদিকে এসে এই হুল্লোড়ে যোগ দিতে পারলুম না। বিবেকানন্দ রোড ধরব। ওয়াই, এম, সি, এ পড়ল। আব্দুর রব ভায়ের ছাত্রকালের লীলাভূমি। আমার সঙ্গে ১৯৪৪ সনে আলাপ। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর কেটে গেছে। আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হোতো কম। কারণ উনি প্রায় বিদেশে। বাঙলাদেশ হওয়ার পর বহু সন্ধ্যা একত্রে। আজ গোটা মানুষটির জীবনেতিহাস উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। ধনীর নন্দন। কিন্তু জীবনজিজ্ঞাসার তোড়ে কী ভাবে জনসাধারণের নিজকে বন্দক দিলেন। উপন্যাস হতে পারে ওর জীবনী। "রাজপুরুষ" নাম রাখা যায়।.... শূন্যতার মধ্যে রব-ভায়ের বিরহ বড় বাজে। ক্লান্ত মন। বিদেশে রেকর্ড শুনেই বই পড়ে গোটা সন্ধ্যা কাটিয়ে দিলাম।

২৯ এপ্রিল '৭৬

আজ অমৃতা প্রীতমের উপন্যাসের (অনুবাদ পূর্বে করা) আর কপি শেষ করা গেল। গত হপ্তা থেকে লেখা ভর করেছিল বেশী। এবার পড়া ধরব। আর তিনদিন বিশ্রাম দরকার। তরুণ সান্যাল বাড়ীতে এত ভাল বই রেখেছেন যে বিশ্রাম নেওয়া দায়।

সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি সূর্যগ্রহণ। বাহির নিষিদ্ধ। ফলে, ঘরে।

৩০ এপ্রিল '৭৬

প্রকাশক হীরক রায়ের নিকট। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন। ধর্মের ব্যাপারে ভান-ভণ্ডামির কিছু দৃষ্টান্ত দিলেন অভিজ্ঞতা থেকে। কিছু কালক্ষেপ...

সন্ধ্যায় হাঁটতে লাগলাম। ভিড়ের মধ্যে হারানোর সুখ আছে। বিশেষতঃ আমার বর্তমান দশায়। যৌথ জীবনের মধ্যে অবগাহন স্বাভাবিক এবং জ্ঞানদীপ্ত হলে তার চেয়ে আর সুখ নেই কোথাও।

ওয়াই-এম, সি, এ আমার সামনে। আব্দুর রব ভায়ের জীবন নিয়ে উপন্যাস ত হতেই পারে। কোন Inhibition ছিল না। আত্ম-অনুসন্ধানী। বেশ্যাপল্লী সোনাগাছি গিয়ে ছাত্রাবস্থায় মারামারির গল্পও আমার কাছে করেছেন। পরে পেতেছেন সংসার। কিন্তু আত্মার প্রশান্তি কোথায়? ধীরে ধীরে মানুষের কাছাকাছি এসে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু তখন আবার নিজের সামাজিক বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। আবার দো-টানা। হঠাৎ মৃত্যু। এক মহৎ প্রাণের সম্ভাবনা সব ধ্বংস করে দিলে। দুর্ভাগ্য আমাদের।

বাঙলাদেশের হতভাগ্য অধিবাসী দরিদ্র আর মাঝে মাঝে দ্রোহ—এই ক্রিয়া

www.pathagar.com

ডাকে ওরা সানন্দে সাড়া দেয়।

১৮ জানুয়ারী '৭৬

শ্রীরণেশ দাশগুপ্তর দিদি শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী। তাঁর দেবর শ্রীনৃপেন সেন। এই এক মানুষ সত্তরের উর্ধ্বে বয়স কিন্তু তাজা মন। বৈদ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ। পেশায় ডাক্তার। বাঙলাদেশে জন্মেছিলেন। দেশ-বিভাগের ঘা আজও শুকায়নি। তাই এই দেশের রেডিও রোজ আগে শোনেন। কী হচ্ছে, কোথায়? অন্তরের রেশ সহজে মিশে যায় আমাদের সঙ্গে। শুধু তা-ই নয়, ধার্মিক জনের মত সংস্কারের কোন গণ্ডীই ওঁকে আটকে রাখে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই আদিম মানুষটির সঙ্গে কেটে যেতে পারে আলাপচারিতায়।

আজ বিদায়ের সময় দেখা গেল, অন্নপূর্ণা দিদি (বয়সে রণেশদার বড়) ও বাসন্তী দিদি বাইরে থেকে এলেন। দু'জনেই মহীয়সী রমণী। অন্নপূর্ণা দিদি দু'য়ের দশকে কংগ্রেসের জেল-খাটা কর্মী। বাসন্তীদি এখনও জমসেদপুরের গ্রামে আশ্রমের পরিচালিকা। ওঁর নেমন্তন রাখতে একদিন অকুস্থলে পৌঁছে যাবো নিশ্চয়ই।

১৯ জানুয়ারী '৭৬

এক আত্মীয় এসেছে ঢাকা থেকে। রাজনীতির ধার ধারে না। কুশলাদি পাওয়া গেল বাড়ীর। তাছাড়া যাতায়াত পণ্ডশ্রম। জন্মভূমি গ্রাম সবলসিংহপুর যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছি। সেখানেই বাল্য ও কিশোর কালের নিকট জনেরা পড়ে আছে। জীবন-ভারে ওদের অধিকাংশ ক্লান্ত। ওদের কাছে চলে গেলে আবার বড় কষ্ট পাই। ওদের কাছে থাকলে বিপদে আপদে সামান্যতম কোন কাজে ত ঃ. ?ত পারতাম। সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অপরাধী ইতিহাস।

সন্ধ্যা। নেপাল নাগ তথা রহমান-ভাইয়ের দর্গায়। প্রস্তাব দিলুম, বাঙলাদেশে বহুদিন কাটিয়েছেন ওখনকার কিছু ইতিবৃত্ত লিখুন। রাজী হলেন না। সমষ্টির দায়িত্ব-ভার তার উপর অর্পিত। সামাজিক কর্তব্য। ব্যষ্টির স্মৃতিচারণা ওঁর কাছে নিরর্থক। কোন অনুলিখনের ভার কারো উপর দিতেও তিনি নারাজ। নাগের ডঙ্কতোলা ফোঁস। আর এগোনো গেল না। সেইকালে মুনীর চৌধুরীর অনেক কথা শোনা গেল নাগ-মুখে।

২০ জানুয়ারী '৭৬

মারাঠী নাট্যকার, বিজয় টেন্ডুলকারের সঙ্গে সাক্ষাতের জের নয়, আরো সম্পর্কের টান। ফলে, "নিশান্ত" (কাহিনী টেন্ডুলকার) ফিল্ম দেখতে গেলাম।

www.pathagar.com

ফিউডাল জমিদারের অনাচার নিয়ে গ্রামভিত্তিক কাহিনী। ছবিটি আরো ভাল লাগার কথা দুই অভিনেতা। (১) গিরীশ কার্নার্ড। পুনা ফিল্ম, ইনষ্টিট্যুটের পরিচালক। ওখানকার ছাত্র আমার ছোট ছেলে জাঁনেসার এক দুর্ঘটনার শিকার হয়। তাই পুনা যাওয়ার ফলে গিরীশজীর সঙ্গে মুলকাত (২) ছবিতে ভিলেন ডাক্তার মোহন আগাসে। অন্যদিকে দুর্ঘটনার পর জাঁনেসারের চিকিৎসক। এই সব অনুষঙ্গ এবং ফিল্মের সাবলীল ফটোগ্রাফী, কাহিনীর বিন্যাস, অভিনয় সব মিলে বিকেলটা যন্ত্রণাহর হয়ে দেখা দিয়েছিল, অনেক দিন যা ঘটেনি।

২১ জানুয়ারী '৭৬

সকাল থেকে মানসিক চাঞ্চল্য অতিমাত্রায় বেড়েছে। একটা ব্যবস্থা ছাড়া চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হোতে পারে।

তাই বহুদিন পরে আবার দর্শনের দর্শন। দেকার্তের Discourse on Method চেয়ে এনেছি জাষ্টিশ মাসুদের কাছ থেকে। আজ কিছুদূর পড়া গেল। হঠাৎ এক সজীব মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কী আশ্চর্য বিনয়ের সঙ্গে দেকার্তে প্রস্তাবনা ফেঁদেছেন। মাঝে মাঝে উপমার ঝিলিক দেখে থামতে হয়। এই ভাবে মনের সঙ্গে বুঝাপড়া সহজ। কিছুক্ষণ দেকার্ত-সঙ্গ থেকে তা বুঝতে পারছি। কিছু কিছু উদ্ধৃতি লিখে রাখা দরকার। আর দেকার্তে পড়া এই জন্যে উচিত যে চলতি বিধিনিষেধের বেড়ি মেনে নিয়েই কেমন করে নিজের দ্রোহিতার পথ তৈরী সম্ভব তারও দৃষ্টান্ত এই মহৎজন।

২২ জানুয়ারী '৭৬

কিছু পড়া ছাড়া সারাদিন পন্ডশ্রম।

দেকার্তের হাতছানি পর্য্যন্ত এড়িয়ে যেতে হোলো। ওদিকের কোন সংবাদ পাচ্ছি নে। তিনচার দিন হয়ে গেল। মনও কর্মবিমুখ।

খবর পেলুম।

জয়নুল আবেদিন ঢাকায় অসুস্থ। অসুখের কথা শুনে আঁৎকে উঠলাম।

লাংস্ ক্যানসার।

এই এক অকৃত্রিম বন্ধু সেই ১৯৩২ সন থেকে। প্রবাসের কৃচ্ছ্রজীবনের মধ্যে এমন সংবাদও শুনতে হোলো। আরো কতো মানসিক সংকটের মুখোমুখি হতে হবে, ঈশ্বর জানেন। মন-কে স্তোক দিই ঃ জয়নুল নিরাময় হয়ে উঠুক।

২৩ জানুয়ারী '৭৬

বাঙলাদেশে ভারতীয় হাই-কমিশনার ছিলেন, শ্রীসুবিমল দত্তর বাড়ী যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। ঈষৎ বিলম্বে পৌঁছলুম। উনি চাটগাঁয় জন্মেছিলেন। বাল্য স্মৃতির টান

www.pathagar.com

ছাড়াও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেও শ্রীদত্ত বাঙলাদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। অনেক কথা বললেন। একটি অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলুম, বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ কী রকম হতে পারে। কোন এক কূটনৈতিক মিশনের সম্বর্ধনায় ঢাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রথম সারিতে উপবিষ্ট। দ্বিতীয় সারিতে দত্ত-মহাশয়। তৃতীয় সারিতে আছেন এক মন্ত্রী। অর্ডিনারী রিপোর্টার থেকে মন্ত্রী। কী এক নির্দেশে কার্পেটের উপর বসে পড়ল এবং ফিস্‌ফিস্‌-স্বর বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতে লাগল। একজন মন্ত্রী। অথচ আচরণ গোলামের অধম। তার ত মেঝের উপর বসার কথা নয়। যা-ই হোক, দেশের মন্ত্রী ত বটে। অথচ দাসেরও অধম মানসিকতা। তেমন গোলাম ষড়যন্ত্রকারী হতে পারে, কল্পনা করা কঠিন। শ্রীসুবিমল দত্ত সত্তরের ঊর্ধ্বে বয়স। সৌম্য চরিত্রের মানুষ। বাড়ীয়ে কিছু বলবেন, মনে হয় না। ওঁর কাছে অনেক কথা শোনা গেল...

কাছেই শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাড়ী। তাই ঢুঁ মারলাম। আজ তিনি প্রশ্নকারী, আমি উত্তরদাতা। বাঙলাদেশ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করলেন। বয়স বাহাত্তুর। কিন্তু অগ্রজের মধ্যে বাহাত্তুরের কোন লক্ষণ নেই। অগ্রজেরা বাড়তে শেখেন না, যদিও বয়স বাড়ে। এই এক আশ্চর্য মানুষ, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

ফেরার সময় দেখলুম কলকাতার রাস্তাগুলো উৎসব-সংক্রান্ত। আজ নেতাজী সুভাষের জন্মদিন। বাঙালীর নেতা, বাঙালী নেতা! প্রাণোন্মাদনা স্বাভাবিক। আল্‌বার্ট হলে (বর্তমানে কফি হাউস) সাহিত্যিকদের নজরুলের সম্বর্ধনা সভায় (সন ১৯৩২ কি ৩৩) শেষ বারের মত ওঁকে দেখেছিলুম। অস্পষ্ট স্মৃতি হাতছানি দিতে লাগল বারবার।

২৪ জানুয়ারী '৭৬

পল রোবসন লোকান্তরিত।

আদলে কৃষ্ণকায় দৈত্য, মানব-গোষ্ঠির এক উজ্জ্বল নিদর্শন থেকে বিশ্ব আজ বঞ্চিত।

আমার আন্তরিক প্রণাম গ্রহণ করো, হে শিল্পী-যোদ্ধা, হে মানব-সুহৃদ যেখানেই তোমার আত্মার এখন অধিষ্ঠান ঘটুক।

২৫ জানুয়ারী '৭৬

অচ্যুত গোস্বামী দাওয়াত করেছিলেন।

গিয়েছিলুম পিকনিক গার্ডেন। নামের সঙ্গে অবিশ্যি এখানকার সামঞ্জস্য নেই। শহরতলী। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। নিম্ন মধ্যবিত্তদের আস্তানা অধিকাংশই। আসরে জুটলেন শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত, পরে সৌমেন হোড়, কবি

www.pathagar.com

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

আহার। আড্ডা শেষে বেশ বচসা। সমাজ-কাঠামোর দিকে চোখ বেশী নিবদ্ধ রাখলে, ব্যক্তি মানুষের দিকে চোখ থাকে না। ফলে, কাঠামো হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষ পাওয়া দায়। সৌমেন হোড়ের এই প্রশ্ন ধরেই তর্কের সূত্রপাত। কাঠামো এবং ঠাম মেলানোর দায়িত্ব নেতৃত্বের। সেদিকে দৃষ্টি হারালেই সব ভণ্ডুল হয়ে যেতে বাধ্য...

অনেক দিন পরে হাম-পেয়ালা আন্তরিক আসলে বিকেল কাটল।

২৬ জানুয়ারী '৭৬

রবীন্দ্রনাথের সদর ষ্ট্রীটের বাড়ী। নম্বর দশ। বর্তমানে ফলক বসানো হয়েছে। কবির নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ এইখানে লেখা হয়েছিল। তারিখ ১৮৮১-৮২। বর্তমানে এক তলায় কে থাকে জানি না। দোতলা মিসেস সিদ্ধার (SIDWA) গেষ্ট হাউস। প্রৌঢ়া মহিলা এখানে ৬/৭ জনের অতিথির খবরদারী করেন। আজ এক সিলেটী বন্ধু মোয়াজ্জেম চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসে এসব চোখে পড়ল।

১৯৩২/৩৩ সদর ষ্ট্রীটের সংলগ্ন নিকটেই ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে আমি থাকতুম। তখন সদর ষ্ট্রীট দিয়ে প্রায় যাতায়াত ছিল ময়দান অর্থাৎ গড়ের মাঠ পরিক্রমায়। সদর ষ্ট্রীট তখন একদম সাহেব সুবোদের পাড়া ঝকঝকে তক্‌তকে। দশ নম্বরের সামনে দিয়ে হাঁটতাম এবং জানতাম, রবীন্দ্রনাথ এই বাড়ীতে নির্ঝরের "স্বপ্নভঙ্গ" কবিতা লিখেছিলেন। কোনদিন বাড়ীর ভেতরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই পাড়ার এমন দুর্দশা ছিল না। দশ নম্বর বাড়ীটা কতো দিন যে সংস্কারের মুখ দেখেনি, অন্ধকার আবছা সিঁড়ি পথে ওঠার সময় আন্দাজ করা চলে না। বাড়ীর মালিক কে, তাও জানার কৌতূহল আজ জাগল না।

স্বাধীনতা দিবস পালনরত এই নগর
আমার স্বাধীনতা হৃৎ-সর্বস্ব, লুণ্ঠিত।

২৭ জানুয়ারী '৭৬

গত পাঁচ মাস এক লাইনও লিখিনি, মাঝে মাঝে স্মৃতিলিপি আর চিঠিপত্রের অছিলা ছাড়া। এভাবে কদ্দিন চলবে?

ভেতরে, আত্মধিক্কার বেশ গুঁতো মারছে। কিন্তু নানা সমস্যা জর্জরিত মন বেঁকে বসে আছে। ভেবেছিলুম, কর্ম থেকে অবসর প্রাপ্ত, মোটামুটি সংসারের অনটনমুক্ত এবার আর প্রশান্তির অভাব হবে না কোন বড় কাজে হাত দিতে। কিন্তু বদনসীব, সব ভেস্তে গেছে।

এই চ্যালেঞ্জের মুখে আবার মারমুখো হয়ে না দাঁড়ালেই নয়। একটানা

www.pathagar.com

প্রশান্তির কথা বাদ দিয়েই এগোতে হবে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পরলোকে।

সচল ছিলেন শেষ দিন অব্দি সাহিত্যকর্মে। সেই তিরিশ থেকে ছাত্রাবস্থায় ওঁর রচনার সঙ্গে যোগাযোগ। দেশ-বিভাগের পর রচনার পারম্পর্য সম্পর্কে প্রায় কোন সংবাদ রাখতে পারিনি। কলকাতায় আছি। এবার ফাঁক পূর্ণ করব ভাবছিলুম। হঠাৎ এই মৃত্যু সংবাদ বড় বিষণ্ন করে তুলল।

২৮ জানুয়ারী '৭৬

ইতিহাস যেন এক অন্ধ শক্তি। যারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাদের মধ্যে সৎ-অসৎ দুই ধরনের মানুষ থাকতে পারে। ফলে, কর্মপন্থা নিয়ে গণ্ডগোল বাধে, এবং যা পদে পদে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান। তখন দুই শিবিরেই অন্তর্দ্বন্দ্ব লাগতে পারে। গন্তব্যে সোজা পৌছানো চলে না। কিছু এদিক-ওদিক হয়ে যায়। এমন পরিণতি অন্ধ শক্তিরই তাড়না। এই অর্থেই ইতিহাসের ব্যাখ্যা চলতে পারে। তখন হয়ত ব্যক্তির জীবনে ট্র্যাজেডি দেখা দেয়। কিন্তু ইতিহাস ব্যক্তি সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামায় না, নিজ ইচ্ছা-মাফিক প্যাটার্ন বা নক্শা গড়ে তোলে।...

আদর্শ যেন ধূপের ধোঁয়া। প্রথমে তার গন্ধ আকর্ষণ করে। কিন্তু যখন ধোঁয়া থাকে না, স্বরূপে আদর্শ কম লোকের কাছেই আকর্ষণীয়। তাই যৌবনের দেশ-সেবক প্রৌঢ় কালে ঘাতক হয়ে দেখা দেয়।

বিকেল ও সন্ধ্যা সঞ্জীব দত্ত অধ্যাপক পরিমল সেনগুপ্ত সহ কফি হাউসে। স্মৃতিবিজড়িত কলকাতা।

পুরাতন-চেনা-পথে এসে পড়লেই স্মৃতির জুলুম শুরু হয়ে যায়। বিধান রায়ের বাড়ী থেকে ওয়েলিংটন পার্কের ভেতর দিয়ে পূর্বমুখী। দক্ষিণ ফুটপাত। আচ্ছন্নভাবে চারিদিক তাকাই। সার্কুলার রোডের মোড়ের আগেই বাম দিকে চেয়ে দেখলাম ১১৯ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট। এখন জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স এর ছাপাখানা। ১৯৩০-৩৩ আমি এখানে ছিলাম। তখন এখানে ছিল LAWERNCE AND COMPANY : UNDERTAKER—সাহেবদের মুর্দফরাস আর কী। ওদের গেটের পূর্ব দিকের কামরাটা ভাড়া দিত। তারই ভেতর চিলতে রান্নাঘর। পানির জন্যে বাইরে রাস্তার কল। ভোর-ভোর আমরা গোসল করে নিতুম। বড় চাচা ইরশাদ আলী সাহেব এখানে লন্ড্রী দিয়েছিলেন। রাস্তার দিকে দরজা আমাদের যাতায়াতের জন্যে। বি.এ পড়ার সময় কয়েক মাস এখান থেকেই প্রায় চার মাইল হেঁটে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যেতাম।... সেই সব দিনের বহু মানুষের মুখ দেখতে পেলাম। বহু ঘটনা...। মৌলালির মোড় থেকে সোজা দক্ষিণমুখী আবার। একদম "আজাদ" আপিসের সামনে এসে হুঁশ পেলাম। জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ীটা

www.pathagar.com

আছে। এখন "লোক সেবক" কাগজের দপ্তর। মুসলীম লীগ ও তদানীন্তন রাজনৈতিক চাইদের ভিড় দেখতে পেলাম। সংস্কৃতিকর্মীরা বাদ গেলেন না। সব ধরনের মানুষ এখানে আড্ডার জন্যেও জড়ো হোতো। কম্যুনিষ্ট পার্টি করতেন কবি গোলাম কুদ্দুস। রাজনৈতিক সূত্র ধরেই এখানে জড়ো হোতেন। উদীয়মান আমাদের মত বহু সাহিত্যিকের আড্ডাস্থল ছিল এই বাড়ীর দোতলা। বন্ধুবর আবু রুশ্‌দ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব—এমন নিকট-জনেরা। মুরুব্বীরা অনেকে পরলোকে। তাদের ছবিও আজ সামনে ভাসতে লাগল। হবীবুল্লাহ বাহার, নাসির আলী, বি, কম। সে যুগে নামের শেষে বি,এ ডিগ্রী ও অন্য ডিগ্রী লেখা বড় সম্মানের ব্যাপার ছিল। আতিথেয়তায় সদা-উচ্ছল আবুল কালাম শামসুদ্দিন (মাসিক মোহাম্মদীর কর্ণধার, পরে আজাদ-সম্পাদক)। আয়নুল হক খাঁ, আব্দুল হাকিম খাঁ এমন অনেকে এখন যেন পথসঙ্গী। হেঁটেহেঁটে পার্ক সার্কাস পৌছলুম। আসল উদ্দেশ্য শরীর চান্‌কানো। তাই ঘণ্টা খানেক কসরতের ফন্দি। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার জমিনে হাঁটছি, শুধু বর্তমানের নয়।

ঢাকার সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ-ব্যবস্থা না থাকলে রাজনীতির চেহারা আন্দাজ করা কঠিন। Palace-Politics ই এখন ওখানকার আন্দোলন-বুদ্বুদ। তাই দৈনন্দিন যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরী। কোন ব্যবস্থা হোতে পারে কি না, জানা দরকার।

৩০ জানুয়ারী '৭৬

জঠরে বায়ু-আধিক্য রোগ আবার হামলা চালাচ্ছে, যখন চারিদিকে সংকটের ভ্রূকুটি। দূর-পাল্লা হাঁটাই মনে হচ্ছে প্রতিষেধক।

পার্ক সার্কাস থেকে বালিগঞ্জে ট্রামডিপো পর্য্যন্ত পায়চারী মন্দ না। এই সময় নানা চিন্তার সঙ্গেও কারবার চালানো যায়। শরীরের দিকে, দেখা যাক, কতো মনোযোগ লাগে। দুঃখ, ক্রান্তি কালে এই সব বিপদ।

ভাই আবুল মনসুরকে ধন্যবাদ। তিনি আমার দুটো পাণ্ডুলিপি বয়ে এনেছেন ঢাকা থেকে। বন্ধু মাহবুবল আলম-জগবন্ধুকেও ধন্যবাদ। এই আর এক অমূল্য আত্মা। ওঁর স্মৃতি এখন বেদনাদায়ক।

৩১ জানুয়ারী '৭৬

আর এক নির্বাসিত জন ভ্রাতুষ্পুত্র, মজহারুল ইসলাম। পেশায় স্থপতি। পেশা ছেড়ে পথে নেমেছে। সমাজ-চেতনা তীক্ষ্ণ হওয়ার ফলে মেজাজের শীতলতা কম। হিসাব-নিকাশ-দায়িত্ব ঘুলিয়ে যায় তার ফলে। সংগঠনে এমন স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষও দরকার। অধৈর্য্য গতির দিক টেনে নিয়ে যায়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন

www.pathagar.com

উপাদান বড় কার্যকর।

ঢাকা মঙ্গলবার ১৩ মাঘ, ২৫ মহরম ২৭ জানুয়ারী তারিখের 'সংবাদ' পত্রিকা হঠাৎ হাতে এলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লুম। "পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন" শীর্ষক সম্পাদকীয়। (২য়) প্রকাশঃ। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কোন কাজ ওদের দেওয়া হয়নি। এখন বাঁচার জন্যে তারা ভিক্ষুক। শেষে মন্তব্য, "মুক্তিযোদ্ধাদের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের খবর জাতির পক্ষেই কলঙ্কজনক।"

জীবনকে যারা পাশার ঘুঁটির মত চালাচালি করত, তাদের এই দুর্দশা। সমগ্র জাতীয় সংগ্রামের জের কী কোথাও নেই?

কী নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়বে?

১ ফেব্রুয়ারী '৭৬

কফি হাউসে গিয়েছিলুম। কলেজ স্ট্রীট। সঙ্গী সঞ্জীব দত্ত। উঃ, কতো কাল পরে আবার এই তারুণ্য-প্রবাহ মন্দিরে! আমরা গুটি কয়েক প্রৌঢ় এক কোণে। 'এক্ষণ' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য্য, মণি সেন, অধ্যাপক অরূপ রুদ্র প্রমুখ। হাল্কা হাওয়ায় দত্ত-মশাই কড়া-পাক আওয়াজ যোগ করছিলেন। তিনি বললেন যে বৈষ্ণব কবিদের উৎপ্রেক্ষা যে শ্লেষ তা অনেকেই বোঝে না। "লাখ লাখ যুগ হিয়া" অমন লেপ্টে থাকতে মানুষ অক্ষম। অবিশ্যি দত্ত-মশাই নিজ অভ্যেস অনুযায়ী কেশ, কর, কলিজা যুগপৎ নাড়ান। Cerebral Cortex ত বটেই। তাই তার বাক্যরাজি আমাদের বেশ উদ্দীপিত রাখছিল, যদিও আমি নামমাত্র কফি স্পর্শ করছিলুম শরীরের অজুহাতে। সম্পাদক আচার্য তিল-চাল-সমন্বিত চুল, গোলগাল মাথায় প্রোফাইল সেজে উপভোগ্য করছিলেন সংযত সংক্ষিপ্ত এক-এক শব্দের মন্তব্য। হাজার যন্ত্রণার মধ্যে এমন দ্বীপ মাঝে মাঝে বড় আশ্রয়।

নচেৎ বাঁচব কী দিয়ে?

২ ফেব্রুয়ারী '৭৬

ভাবাদর্শ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়। তখন এ্যাকশান-মুখী হয় বা এ্যাকশানে ফেটে পড়ে। নিয়ম, আর যেহেতু এখানে বিরোধের উপস্থিতি প্রাকৃতিক নিয়ম, সংঘাত অনিবার্য। এমন বিন্দুতে পৌঁছলে তখন অস্তিত্বের টানাটানি। সামাজিক দুই ভাবধারার তখন সহ-অবস্থান চলতে পারে না। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা ঘটে। সুতরাং তখন শত্রুদের ক্ষমা অর্থ আত্মহত্যা।

বাঙালী মুসলমানদের আত্মসম্মান বোধ আছে বলে মনে হয় না। চাটগাঁ আগত বন্ধু মণি বিশ্বাসের কাছে শোনা গেল, চাল-ডাল কাপড়-বাহী পাকিস্তানী জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং কয়েকজন বাঙ্গালীর সংলাপ বিনিময় থেকে। বাঙালী

www.pathagar.com

অফিসার পুরাতন পীরিত ঝালিয়ে তুলছিল। পাকিস্তানী জাহাজের ক্যাপ্টেন জবাব দিলে, "এ্যায়সা মিঠি-মিঠি বাত্ মাত্ কিজিয়ে। আপলোগ জানতে হাম কিয়া হ্যায়... হামলোগ ভী জানতে আপ কিয়া (এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবেন না আমরা জানি আপনারা কী, যেমন আপনারা জানেন আমরা কী"?)

৩ ফেব্রুয়ারী '৭৬

বর্তমান বাঙলাদেশ সরকার ফরমান ঝেড়েছে, দু' মাসের বেশী যারা এক যাত্রায় বার্মা, শ্রীলঙ্কা, নেপাল কি ভারত অবস্থান করতে ইচ্ছুক, নিজ দূতাবাস বা মিশনে রিপোর্ট তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। আরো তিনটে দেশের নাম জুড়ে দিয়েছে কেবল শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্যে। তা বুঝতে বিদ্যে লাগে না আসল চাঁদমারি (টার্গেট্) ভারত এবং অত্রস্থলে আশ্রয়প্রার্থী জনেরা।

আবার প্রশ্নচিহ্ন সম্মুখে। কী সিদ্ধান্ত নেব? প্রতিক্রিয়ার এই নাগপাশ স্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধু প্রতিপক্ষদের ঢালাও ক্ষমা মারফৎ দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। এই সরকার তার পুনরাবৃত্তি করবে না। তারই ভূমিকা তৈরী করছে বিভিন্ন পন্থায়।

বিকেলে হঠাৎ দেখা রাস্তায় প্রাচীন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সালেক সাহেবের সঙ্গে। হঠাৎ দেখা। পাঁচ মিনিটে বুঝা যায়, রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিলেও মানুষটা পূর্বের মত সরল। ঠিকানা নিলুম। একদিন "বাকী ইতিহাস।"

৪ ফেব্রুয়ারী '৭৬

পলাতক অনেকের সমস্যা আরো প্রকট এবং বিকট। সংসার সম্পত্তি নানাভাবে অগোছালো। তারা কী করবে বাঙলাদেশ সরকারের বর্তমান পদক্ষেপে। সঞ্জীবের সঙ্গে সারা দিন কেটে গেল।

রাত্রি দশটার দিকে তুমুল ঘূর্ণীঝড়। ভেন্টিলেটার পথে বিছানার অর্ধেক ভিজে গেল। তার আগে, লেপ কম্বল তুলে নিয়ে এক দিকে দাঁড়াই। ঝড় থামতে চায় না। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ওই অবস্থায়। হঠাৎ স্মৃতির ধাক্কা। ফুটো খড়ের চাল দিয়ে পানি ঝরত চুয়ে চুয়ে। মা বিছানা সরাতেন এদিক-ওদিক। ঘুমন্ত ভাইবোনদের হয়ত ঘুমই ভাঙত না। আজ আমি যেন তাঁরই ভূমিকায়। বহু দুঃখ বুকে মা হতভাগিনী চলে গেছেন পৃথিবী থেকে। তিন সন্তান রেখে গেছেন। দুঃখ অশান্তির নানা পসরা তাদের জন্যও সাজানো। এখনও যে সমস্যা ঘরে ফেরা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ছোট ভাই জিলানী বেকার। আমা-বিহনে জগৎ অন্ধকার দেখছে। ঝড়ের মধ্যে বাতাসের গর্জন বহু দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সমাহার।

তবু স্থির দাঁড়াতে হবে। মানুষের শত্রুদের চ্যালেঞ্জের মুখে ভাব-প্রবণতা

www.pathagar.com

অশোভন নয়, শুধু নাকী কান্নার চেয়েও বিরক্তিকর।

৫ ফেব্রুয়ারী '৭৬

সারাদিন কোথাও বেরোইনি।

বৃষ্টির জুলুম।

অবসাদ অন্তহীন।

৬ ফেব্রুয়ারী '৭৬

নানা কারণে, আত্মকরুণার দাপট চলছে মনের ভেতর। হিসেব সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। তেমনই দরকার কর্মপন্থা–উদ্দেশ্যের সঙ্গে মেলানো। সে সব পথ এত দূর এসেও মাড়াইনি। আজ বহু ভোগান্তি তারই ফল।

কথা-গুছানোর সঙ্গে জাগতিক কিছু কিছু দিক গোছানো প্রত্যেক শিল্পীর দেখা উচিত। অবিশ্যি উদ্দেশ্যে বা আদর্শ যথা–সমুন্নত ও অনাবিল রেখে।

খবর পেলাম "মুক্তধারা" প্রকাশনার চিত্ত সাহা-কে কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়ে গেছে। "জন্ম যদি তব বঙ্গে" কেন এই সময় ছাপাতে গেলেন? ওঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ জানা দরকার। নৈরাজ্যের মধ্যে বাস, তখন আইন-কানুন তেমনই আছে বলে আন্দাজ করা মূর্খতা।

৭ ফেব্রুয়ারী '৭৬

ঋত্বিক ঘটক-কে পি, জি, হাসপাতালের মর্গে দেখে এলাম। চিরপ্রশান্তির ঘুমে শয়ান। বহু শিল্পানুরাগীদের ভিড়। মৃণাল সেন ও অন্যান্যদের ভিড়। এই শোকের আবহে মহান মৃত্যুর পর্য্যায় নড়ছিল। বিকেলের দিকে সত্যজিৎ রায় এলেন। ওকে আগে কখনও দেখিনি। দীর্ঘশাল প্রাংশু চেহ্‌রা সকলের উপরে মাথা ছাপিয়ে উঠেছে। জীবন্তকে ঘিরেও তখন জটলা শুরু হয়।

এই বিষণ্ন দিনে শিল্প-সাধকের মুখ দেখা গেল। মৃত্যুর আচ্ছন্নতা কিন্তু কিছুই স্পষ্ট ধরতে দেয় না।

ঘটক সঞ্জীব দত্তের স্ত্রী প্রতীতি ঘটক ও ঋত্বিক দু'জনে যমজ ভাইবোন। স্ত্রী সুরমা বিকেল পর্য্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। সঞ্জীব দত্ত-কেও সারাদিন দেখলাম না।

লোয়ার সার্কুলার রোড (বর্তমান আচার্য জগদীশ বসু রোড) ধরে হেঁটে পার্ক সার্কাস অভিমুখে। আকাশে কিছু মেঘ জমেছিল। আমি, "তিতাস একটি নদীর নাম," ছায়াচিত্রের বৃষ্টি দেখতে লাগলুম। প্রাকৃতিক অমন মোহনীয় দৃশ্য আর কখনও কোন সিনেমায় দেখিনি। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মুখ মেলাতে থাকলাম বারবার। আদলে দেখলাম, চলচ্চিত্রকার জীবনে এই প্রথম ঘুমোচ্ছেন আর যা কখনও

www.pathagar.com

হয়নি।

আশ্চর্য লাগে, জীবন-বোধপূর্ণ চিত্রপরিচালক কেন Anti-life ছিলেন দৈনন্দিনতায়? সিনেমার মত শিল্প মিডিয়ামের পূর্ণ ভর (Possession) কি এই ট্র্যাজিক পরিণতি? বেঈমান যুগে ঈমানদারের পথ মসৃণ থাকে না। দেহ শেষ পর্য্যন্ত সকল বোঝা বহন অক্ষম।

৮ ফেব্রুয়ারী '৭৬

সকালে সঞ্জীব দত্তর বাড়ী খোঁজ নিতে গেলাম।

পরে অতুল চৌধুরীর বাড়ী বরানগর। ১৯৫৪ পাকিস্তানী রাজনীতির কোপে চাটগাঁ থেকে ছিন্নমূল। এদের অমায়িকতার ঋণ (স্ত্রী জোছনা চৌধুরীর ভগিনী সুলভ আচরণ কতো অকৃত্রিম) শোধ করা যাবে না। এখানে আহারের পর বেশ ঘুমোলাম। মানসিক ক্লান্তি নেই, বুঝতে পারলুম চোখ কচ্‌লে কচ্‌লে।

সন্ধ্যা, দেবশরণ ও পার্বতী দাশগুপ্তদের সঙ্গে। বাঙলাদেশের সরকারী ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে কী কর্তব্য? দাশগুপ্তদের মন্তব্য শোনা গেল। সিদ্ধান্ত অবিশ্যি একটা নিতেই হবে।

৯ ফেব্রুয়ারী '৭৬

ফ্রান্‌সিসকো গোইয়ার জীবনী। কিন্তু উপন্যাসঃ The Naked Maza সারাদিন ধরে পড়লুম। লেখক Samuel Edwards। এঁর লেখা আগে পড়িনি। বড় উপাদেয় কেতাব। Hero-Worship আছে। তবে তৎকালীন জীবন-যাপনের ধারার স্পর্শ লেখকের চোখ এড়ায়নি। ঘন ঘন নাটকীয়তার চাপ উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছে অবিশ্যি। সুখপাঠ্য কিছু বই পেলে বেশ আত্মস্থ হওয়া যায়।

এখানে ষ্টলে দেখলাম এক নাটকের নাম 'পঙ্গপাল।' আমার উপন্যাসের নাম 'মহাপতঙ্গ' রাখলে কেমন হয়? অথবা, 'পতঙ্গ' পিঞ্জর'?

১০ ফেব্রুয়ারী '৭৬

অনিশ্চিত কতো কাল এই নির্বাসিতের জীবন চলবে? জীবিকার ধান্ধা [illegible] লেখার উপর নির্ভর করতে হবে। ভেতরে তাগিদের অভাব নেই। কিন্তু [illegible]কে বসে আছে। অন্ধ অনুপ্রেরণার চাবুকই শেষ নয়। কবে চেয়ার টেবিল [illegible]? এমন প্রশ্ন উঠলেই আর সংকল্প এগোয় না। চায়কভস্কি (রুশ সুরকর্তা) [illegible]লেছিলেন, অনুপ্রেরণার জন্যে অপেক্ষা অনুচিত। কাজের মধ্যেই তাঁর দেখা মেলে।

[illegible]র কেস বিপরীত।

www.pathagar.com

১১ ফেব্রুয়ারী '৭৬

দুহিতা লায়লীর চিঠি এলো লোক-মারফৎ। তার পুত্র ওয়ারিদের ফটোও পাঠিয়েছে। চার মাসের শিশু। মুখে স্মিত হাসি। ছবি দেখেই চোখ জুড়োতে হচ্ছে। গৃহসুখের আহবান না এলেই মঙ্গল।

যারা জীবন থেকে বিচিত্র রসের উৎপাদন-কামী তাদের কাছেই জীবন বিকাশের ব্যষ্টি (Unit) গৃহ আপদ বা বিড়ম্বনা।

শিশুর হাসি। তাও ফটোয়। তবু আনমনা না হয়ে পারলুম না।

১২ ফেব্রুয়ারী '৭৬

কবি মণীন্দ্র রায় প্রসঙ্গ। বাঙলাদেশের ভাষা-আন্দোলনের সময় ২১শে ফেব্রুয়ারীর উপর একটি কবিতা লিখেছিলেন। তখন খুব ভাল লেগেছিল। শেষ পংক্তি, "জননী বাঙলা ভাষা, এত রক্ত ছিল এ শরীরে?" ছাড়া আর কিছু মনে নেই।

কবির সঙ্গে এক বাড়ীতে দেখা হোলো অথচ কাব্যোদ্ধারের কথা ভুলে গেলাম।

এক সমঝদার বললেন, একা একা মদ্যপান ধীরে-চুমুকে নিজের অশ্রুপানের সমান। আর এক সমঝদারই তা যাচাই করে দেখতে পারে।

১৩ ফেব্রুয়ারী '৭৬

মানসিক ক্লান্তি ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। কাজের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত। সন্ধ্যায় অনেক দিন পর ক্ল্যাসিক্যাল গানের রেকর্ড শোনা গেল। সঙ্গীতের স্পর্শ পেলে আমার প্রায়ই মনে পড়ে, পৃথিবী কতো সুন্দর আরো কতো উপভোগ্য হতে পারত। বর্বররা তা জানে না। সমাজের শাসনদণ্ড অধিকাংশ ওই লোমশদের হাতেই ন্যস্ত।

ওঙ্কারনাথের 'নীলাম্বরী' রাগের গান শুনতে শুনতে মনে পড়ল নজরুলের কথা "নীলাম্বরী শাড়ী পরি নীল যমুনায়, কে যায়, কে যায়?"।

ঢাকা থেকে আগত প্রীতিভাজন মোহাম্মদ আব্দুল মোহাইমেন। অনেক খোঁজ পাওয়া গেল। অবিশ্যি ডেনমার্কে স্থায়ী শৃঙ্খলা ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই।

১৪ ফেব্রুয়ারী '৭৬

'পতঙ্গপিঞ্জর' উপান্যাসখানা আবার কপি করতে গিয়ে অনেক ফাঁক ধরা পড়ল। ভাষার পালিশ সঙ্গে সঙ্গে করে যেতে লাগলুম। 'সাপ্তাহিক অমৃত' পত্রিকা ছাপতে চায় ক্রমিক। দেখা যাক, এখানে কি প্রতিক্রিয়া হয়? এদেশে 'এ্যাবষ্ট্রাক্ট' নির্বস্তুক থীম নিয়ে বেশী উপন্যাস লেখা হয়নি। এখন কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? আমার আরো কৌতূহল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' কোন সালে লেখা?

www.pathagar.com

১৫ ফেব্রুয়ারী '৭৬

ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'বাঙালীর আদি পর্ব' এবং এই বর্তমান পর্ব বরাবর আলোচনায় ফিরে এলো। Identityর প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি বললেন, পাশে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাও বাঙালী—এই অসুবিধা যখন আছে, তার একটি মাত্র Solution হতে পারেঃ যদি বাঙলাদেশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদলে গড়ে ওঠে, যেমন পশ্চিম জার্মানী এবং G.D.R এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। সেই সুযোগ চলে গেছে বাঙলাদেশে যা অনায়াসে হোতে পারত। নানা অসুবিধা বর্তমানে। তবু ওই পথেই এগোনো উচিত।

সন্ধ্যা। দেবশরণ দাশগুপ্তর বাড়ীতে ঢুঁ। দাশগুপ্ত জায়া মিষ্টি জীইয়ে রাখেন বাড়ীতে। ডায়াবেটিস না হলে এদের আতিথেয়তা থেকে ত্রাণ মিলবে না।

১৬ ফেব্রুয়ারী '৭৬

বাঙলাদেশ সীমান্তে কোথাও আছে কাদের সিদ্দিকী। জাতীয়তাবাদ নানা ভাবে তরুণদের স্পর্শ করে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সিদ্দিকীর দুঃসাহসিক কার্যকলাপ তখন উপকথায় চালু ছিল। এবারও নিজে চালু হয়েছে। অশেষ সান্ত্বনা বৈকি।

লায়লীর পত্র পেলাম। তার অমিতের (ছেলের ডাক নাম) খবর দিয়েছে। চিঠিটা বারবার পড়লুম। এসব দুর্বলতামুক্ত হওয়া যায় না? সামনে অনেক দুর্ভোগ। এসব ভাবপ্রবণতার শিকার হলে হাত-পা গুটিয়ে বসে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সংসারী মানুষদের তা-ই হয়?

১৭ ফেব্রুয়ারী '৭৬

দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। ৭৩-৭৪-৭৫-৭৬।

এমনই এক সন্ধ্যায় ভাই মনসুর আলি সংবাদ দিয়ে গেল, মার সব যন্ত্রণা নিভে গেছে। সেই ১৭ ফেব্রুয়ারী।

পলিত-কেশ এক রুগ্ন দীন অসহায় মুখ বারবার হানা দিয়ে গেল।

আজ কোথায় তুমি, মা? তোমার মতই তোমার এই সন্তানের যন্ত্রণাদগ্ধ বুক। তোমার চোখের চাওয়ায় যে স্নেহস্পর্শ ঝরে পড়ত, সে অবগাহন থেকে আমি বঞ্চিত। তাই ত আরো ভারী যন্ত্রণার পসরা।

১৮ ফেব্রুয়ারী '৭৬

চীনের শাসক গোষ্ঠির অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ উপভোগ্য। দুই জারজ আসর দুই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, পিতৃত্বে যথার্থ নিয়ে কোন্দল-রত। উপভোগ্য বৈকি। মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ ওদের কাছে চীন দেশের কল্যাণ নিয়ে বর্তমানে নিরূপিত হয়।

www.pathagar.com

তারই পরিণাম এ-ই। আংগোলায় ওরা আফ্রিকার বর্ণবাদী Racist হাতে হাত মেলাতেও কসুর করেনি। ভিয়েৎনামে সীমান্ত সংঘর্ষের ফলে দুই দিকে বেশ কিছু সৈন্য নিহত। এসব দেখে স্পষ্ট বুঝা যায়, সাম্যবাদী চীন এখন বর্ণবাদী আর যে-কোন ক্ষাত্র-রাষ্ট্র Power Complex এ গড়া রাষ্ট্রের মতই। বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে এখন বুড়ো এর মরা উচিত এবং দ্রুত। তখন অজযুদ্ধ আরো জমবে।

১৯ ফেব্রুয়ারী '৭৬

ভারতবর্ষ শুধু ভৌগোলিক ব্যষ্টি (Unit) নয়, ভূতাত্ত্বিক ব্যষ্টি। ফারাক্কা বাঁধের পরে গঙ্গার পানি নিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মতভেদ তা আরো প্রমাণ করে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে দেশটা ভাগ হয়ে গেল। তখন আশু সমস্যা সমাধানের সস্তা উপায় দুই দেশের নাগরিকদের জীবনে কত শত দুর্যোগ বয়ে আনবে কেউ ভেবে দেখলে না। অদূরদর্শিতার পরিণাম এখন হাতে হাতে পাওয়া যাচ্ছে।

এ্যাংগোলার নাটক সমাপ্ত।

দেখা যাক, সাম্রাজ্যবাদীরা আবার কোথায় কী উৎপাত শুরু করে। চৈনিক সাম্যবাদ ভণ্ডামির মুখোশ খুলে ফেললে এতদিনে।

২০ ফেব্রুয়ারী '৭৬

চার হাজার বছর কি তারও বেশী এক পুরাতন ঐতিহ্য থেকে মুসলমান রাজনীতিবিদরা নিজেদের ছিন্ন করে পাকিস্তান বানালে। নিছক শ্রেণীস্বার্থ, মধ্যযুগীয়তার দোহাই মেরে রাজনৈতিক সিদ্ধি লাভ করল। সেই অভিশাপ এখন সম্প্রদায়ের চতুর্দিকে প্রকট। বাঙলাদেশের বিহারী রিফিউজী কেন বাঙলাদেশের মুসলমানদের চৈতন্য তবু সুস্থ খাতে বইতে পারল না।

জানোয়ারেরা শুধু ঠেকেও শেখে না।

বিকেল বেলা। কফি হাউস। পরে সঞ্জীব দত্তসহ ছুটলাম ফেলিনীর AMAR CARD ফিল্ম দেখতে নিউ এম্পায়ার। অনেক দিন পরে একটা ভাল ছবি দেখা গেল। স্মৃতি-চারণের ভঙ্গী। তাই মাঝে মাঝে অনেকের খাপছাড়া মনে হতে পারে।

লোরা মন্তভানী ইটালীর মেয়ে। এখানে ম্যাক্সমুলার ভবনে গবেষক। ওর কাছ থেকে জানলুম উপভাষা (Dialect) য় (তাও উত্তর ইটালীর) AMARCARD মানে I Remember আমার মনে পড়ে।

২১ ফেব্রুয়ারী '৭৬

মহান ঐতিহ্যময় এই দিনে মিলিটারী শাসকদের নানা বিধি-নিষেধের বেড়ি ডিঙিয়ে সেখানে কী হচ্ছে, জানতে পারব না। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ

www.pathagar.com

পথে এই এক মাইলষ্টোন। শহীদ বরকত, সালাম, জব্বার প্রমুখের রক্ত সাম্প্রদায়িকতার আবিলতা মুছে দিতেই ঝরেছিল বৈকি। ইতিহাস সোজা রেখায় চলে না। অন্ততঃ বাঙলাদেশে চলল না। সেই আঁকবাঁক গ্রন্থিল দুর্গমতা আজও বর্তমান। একুশে ফেব্রুয়ারী স্মৃতি শুধু হতাশ হতে দেয় না।

নির্বাসিতের অশ্রুমাল্য গ্রহণ করো, শহীদ ভা'য়েরা।

২২ ফেব্রুয়ারী '৭৬

জেমিনী সার্কাস বসেছে পার্ক সার্কাস ময়দানে। সেখানে দুপুর বেলা তিন ঘণ্টা কাটল। পরিবেশ পরিচয় প্রয়োজন ছিল। ছেলেবেলা সার্কাস দেখেছিলুম দশ বার বছর বয়সে এই শহরে। স্মৃতি কবে মুছে গেছে। আমার চাচাতো ভাই সিরাজুল ইসলাম (ক্ষয়রোগে মৃত, ১৯৪১) ছিল সঙ্গেভ গাইড আমতার সন্নিকটে ঝিখিরা গ্রামনিবাসী মফজেল ভাই–ভাল নাম, মফজ্জল হোসেন। স্মৃতির অন্ধকারে হামাগুড়ি টানি।

সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরিয়েছি। ভিড়ের মধ্যে 'ভাই' সম্বোধন। গ্রাম-সুবাদে ভাই, পেছনে ফিরে দেখি শেরী-শরীয়তুল্লাহ মরহুম সালামত আলী (মুনশী পাড়ার সালু চাচা) চাচার ছেলে। শেরীর সঙ্গে পার্কে বসে অনেক খবর পেলাম। রাহেলা ফুপু মারা গেছেন দু'মাস। বি,এ পড়ার সময় ওদের ২/১ই তাঁতি বাগান লেনে এক বছর ছিলুম। ফুপার নাম আখতারুল হক জামাই...শত স্মৃতি। পেছনে তাকিয়ে রইলুম দু'জনে গোটা সন্ধ্যা।

...উবাচ ইয়াদ...স্মৃতি কথা কয়।

২৩ ফেব্রুয়ারী '৭৬

ল্যান্ডস্কেপের মতই ব্যক্তির জীবন। নানা সমাপ্ত-অসমাপ্ত খেই নিজস্ব জের টেনে চলে। সব ইচ্ছা সাধ পূর্ণ হতে পারে না। যাদুকর তিন চারটি বল নিয়ে লোফালুফি করে। কোনটা হাতে কোনটা শূন্যে। সেই অসামঞ্জস্যতাই তার খেলার সামঞ্জস্য ঠিক এইভাবেই জীবনকে দেখতে হবে। যৌবনে বহু বছর সামনে পড়ে থাকে। তেমন সুবিধা থেকে প্রৌঢ় বৃদ্ধ নারীপুরুষ বঞ্চিত। জাল গুটানোর কালে চারিদিকে চোখ রাখা দায়। দু-একটি ব্রতই সামনে রেখেই এখন পথ-চালার আয়োজন করতে হবে।

ভিখিরী বালক বসে আছে। জোর আটদশ বছর বয়স। ফুটপাতে 'টর্সো' (TORSO) পা চৌরাঙ্গী রোডে। চেয়ে আছে রাস্তার চলমান জীবন প্রবাহের দিকে। ওর অন্তর্চিত্রের খবর কেউ জানবে না। প্রাণউচ্ছলতার রাজ্যে বিবাদী সুরের মত বালক সমস্ত সভ্যতাকে ধিক্কার দিচ্ছে। "মানুষের মত নয়, আগাছার মত আমরা বেড়ে উঠি।"

www.pathagar.com

২৪ ফেব্রুয়ারী '৭৬

ভোর চারটে থেকে সকাল শুরু।

উপন্যাসের উপর কাজ শুরুর আগে দুহিতার নিকট পত্র। বন্ধু মোহাইমেন ঢাকা যাবে। যোগাযোগের এই-ত সুযোগ।

প্রায় সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত। হাঁটতে বেরিয়ে এক ঘণ্টার বেশী গেল। শরীর আবার ফ্রেমে ঠিক আছে। এইভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

হাঁটার সময় গড়িয়া হাঁটার পথে প্রেসিডেন্সী নার্সিং হোম পড়ল। '৭১ সনে অসুস্থ সৈয়দ মুজতবা আলীকে এখানে দেখতে এসেছিলুম। হঠাৎ সাইনবোর্ড অনেক কিছু জানান দিয়ে গেল।

অনিশ্চিত বাঙলাদেশের রাজনীতির মোড়। যদ্দিন না—সু-দিকে মুখ ফেরায় সেই পথে চোখ ফিরিয়ে দিন কাটানো ছাড়া উপায় নেই।

সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে আবার ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন আমার কাছে অবান্তর।

রাত্রি দশটা। ২৪ ফেব্রুয়ারী। বারো বছর পূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তুমি ট্রেনের নীচে নিজেকে আত্মাহুতি দিয়েছিল, পিতা, তুরহান। আমি কী করে তোমাকে ভুলব? কতো বছর... কতো বছর। আহা, বেঁচে থাকলে বয়স হোতো ২৯ উনত্রিশ। সেই গৌর আদল শান্ত মুখ ঘুমোতে দিলে না অনেকক্ষণ।

২৫ ফেব্রুয়ারী '৭৬

প্রকৃতি আমাকে আর তেমন উত্তেজিত করে না। খুব সকালে উঠে দেখলাম, এত ঘন কুয়াশা—ধোঁয়াশাও বটে—গাছপালা, ল্যাম্পপোষ্ট, বাড়ী ঘরদোর ঢেকে দিয়ে ফুর্তিরত। তাছাড়া, মনোরম সকাল। চড়ুই, মোরগের ডাক যুগপৎ শোনা গেল আবছা অন্ধকারের মধ্যে। নির্বিকার এক ধরনের আচ্ছন্নতা, প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে, উপভোগ করা গেল। বিষণ্ন সুরের রেশ যদিও সহজে কাটে না। বারো বছর পূর্বের শোকাহত সকলের ছবি ভেসে ভেসে আসতে লাগল।

বল্মীকের ভেতর না ঢুকলে বাল্মিকী হওয়া যায় না। সাধনা, আত্মমগ্নতা, নিষ্ঠার আদর্শ-স্বরূপ রামায়ণ রচয়িতার কাহিনী সত্যি চমকপ্রদ।

২৬ ফেব্রুয়ারী '৭৬

আজ মোহাম্মদ মোহাইমেন ঢাকা চলে গেল। নাতির জন্যে বেবী 'ফুড ফ্যারেক্স' পাঠানোর এক দুপুর কেটে যায়। মোহাইমেন ব্যবসার জগতে থেকেও প্রগতিশীল সকল আন্দোলনের শরীক মানুষটির বহু পরীক্ষা গেছে। জনদরদী একটা প্রাণ আছে বলেই বন্ধুবরের মানসিক অবনতি ঘটেনি। রাজনীতির ঘূর্নী বেজায় অনিশ্চয়তা। পুরাতন বন্ধু এলে ভাল লাগে। আবার বিদায়ে তেমনই

www.pathagar.com

অস্বোয়াস্তি।

ঢাকা থেকে বন্ধু একেয়েমের আসার কথা ছিল। আসেনি। লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ীতে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের পুরাতন গান (লং প্লেইংএ) শুনে অতীতে সাঁতার কেটে এলাম গোটা সন্ধ্যা।

২৭ ফেব্রুয়ারী '৭৬

সুইডেনে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ (১) বর্তমান সরকার দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। প্রমাণ, ওদের প্রবণতা আবার সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের দিকে। (২) বাঙলাদেশ বেতার এখন রেডিও বাঙলাদেশ (৩) রাজাকার, আলবদরদের মুক্তিদান (৪) বিদেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু মুজিব হত্যা... ইত্যাদি।

দেখো যাক, বাঙলাদেশ সরকারের কী প্রতিক্রিয়া হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারী '৭৬

আদর্শে পূর্ণ অবয়ব কোন কালেই রূপদান সম্ভব নয়। "মন্দের ভাল" এই সূত্র ধরেই এগোনো উচিত তা-তে আশাভঙ্গজনিত বিষাদ তেমন দুঃখ দিতে পারে না।

বাঙলাদেশ সরকার প্রেস-নোট ঝেড়েছেঃ রাজ্জাক সাহেবের বিরুদ্ধে Criminal Charge ফৌজদারী মামলা আছে।

মেনে নিলুম, রাষ্ট্রপতি রাজ্জাক এক জন অসৎ লোক, দুরাচার। কিন্তু অভিযোগ অর্থাৎ বাঙলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার সাফাই কোথায়? সেদিকে সরকার নীরব। অর্থাৎ–।

২৯ ফেব্রুয়ারী '৭৬

বাদল সরকারের 'যদি আর একবার' নাটক দেখতে গিয়েছিলুম। আগেও ওঁর নাটক দেখেছিঃ পাগলা ঘোড়া, এবং ইন্দ্রজিৎ Fantasy র জগৎ। তারি সাহায্য আধুনিক চেতনার রূপ উদঘাটন। আর একবার নাটকটি দেখতে হয় মতামত দিতে।

১ মার্চ '৭৬

আজ যেন মুক্তিদিবস। 'পতঙ্গপিঞ্জর' উপন্যাসের কাজ শেষ। আঙুল কড়া পড়ে গেছে পালিশের কাজে নেমে। পাণ্ডুলিপি পালিশ।

সন্ধ্যা, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীট।

www.pathagar.com

অনেক কাল পরে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। শিল্পীর চুলে পাক, একটা দন্ত বিগত, কিন্তু প্রাণ-কল্লোলের তোড়ে কোন ঘাটতি পড়েনি নচেৎ কে আর ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সময় ১৮ আগষ্ট পার্ক সার্কাস আসে মুসলমান বন্ধুরা কেমন আছে খবর নিতে। এমন দুঃসাহসী কিছু মূর্খ পৃথিবীতে প্রয়োজন। তাছাড়া সমাজ মানায় না। প্রাণের এমন উৎস, মডেল বড়, বড় দরকার দুই বঙ্গে। সাংবাদিক সঞ্জীব দত্ত ছিলেন অন্যান্যদের সঙ্গে সুধীন্দ্র দত্ত মশায়ের 'উটপাখী' এবং 'সংবর্তের' তুলনায় মশ্‌গুল। তখনও পুরো নাস্তি নয়—কবি উটপাখীর সঙ্গে লোকালয়ে ঘরবাঁধার পক্ষপাতী। কিন্তু 'সংবর্তে' চোখ আর পা দেখে না উদরস্ফীতির জন্য। পায়ের তলায় মাটি গায়েব। পূর্ণ নেতি তখন কবির আরাধনা। সঞ্জীব অবিশ্যি নিজের স্বভাবজ রসিকতার সুরে কথা পরিবেশন করছিলেন, "উদর ফুলেছে, সেখানে বালি বোঝাই—উটপাখীরা যেখানে আস্তানা বাঁধে।"

২ মার্চ '৭৬

কী তিক্ত-মিষ্ট দিন!

সাবেক সমসাময়িক এক কবির সঙ্গে পথে দেখা। সারা জীবন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, মানবকল্যাণব্রতী। প্রাচীন রেস্তা ধরে অভিযোগ, "খোঁজ-খবর নিলেন না এই বিপদের দিনে কেমন আছি।" প্রাচীন সম্পর্কের প্রতি কোন মোহ নেই তার, সোজা জানিয়ে দিলে। অথচ এই লোকের ইমেজ আমরা দূরে গিয়েও (দেশ-বিভাগজনিত দূরত্ব) উজ্জ্বল রাখতে চেষ্টা করেছি। বিদেশী এক পুরস্কার পেয়েছে সংবাদ মারফৎ জেনে আমরা আনন্দে অষ্টখণ্ড। অথচ লোকটি এমন নিরুত্তাপ হয়ে যেতে পারে। আশ্চর্য! এরা কী কবিতা লিখবে? সাধারণ সামাজিক আচরণও এরা শেখেনি। কী মানব-কল্যাণ করবে এমন সব পাথর? এরা আদর্শ বিস্তার নয় রোধ করে।

অথচ দুপুরে কবি অরুণ মিত্র ও তাঁর সহধর্মিণী পরম আতিথেয়তায় নিজেদের অন্তর-সৌন্দর্যের স্বাক্ষর রাখলেন। ওঁরা মানব-কল্যাণের এজেন্ট-রূপে নিজেদের জাহির করেন না।

"কারো বাড়ীতে শত শত বই থাকে কিন্তু বউ একটা। আবার কারো বাড়ীতে বউ শত শত (বিবাহিত-অবিবাহিত) বই থাকে একটা। আপনি প্রথম দলে পড়েন।" আমার মন্তব্যে দম্পতি হেসে কুটিকুটি। এমন পরিহাস-মুখর দুপুর। অনেক যন্ত্রণা সাময়িক এইভাবে চাপা দিতে না পারলে, এগিয়ে যাওয়া দায়। প্রায় ঘণ্টা চারেক কাটিয়ে মিত্র-দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় উপলব্ধি করলুম।

সন্ধ্যা কাটল ফার্ন রোডে দেবশরণ দাশগুপ্ত ও পার্বতীদের ডেরায়। সেখানে বক্ষ-উজাড় প্রীতি সব সময়ই মজুদ থাকে। ঘরণী দাশগুপ্তার কারুশিল্পে আশ্চর্য

www.pathagar.com

রকম সৌন্দর্য-পিপাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ওঁদের আতিথেয়তা তেমনই নিখাদ আন্তরিকতার প্রকাশ।

কী তিক্ত-মিষ্টি দিন!

৩ মার্চ '৭৬

উপন্যাস পালিশ শেষ।

ক'দিন হাঁফ ছাড়া যাবে।

ঢাকার খবর সিপাইদের মধ্যে অসন্তোষ।

শ্লোগান ঃ সিপাই সিপাই ভাই

অফিসারের দরকার নাই।

সৈন্যবাহিনী বটে। শৃঙ্খলার প্রয়োজন নেই। নৈরাজ্যের সব লক্ষণ প্রকট।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা এসেছেন। ব্রিগেড মাঠে তাঁর ভাষণের প্রথম দিকে শেখ মুজিবের উল্লেখ করলেন। পাশাপাশি দেশ। নির্বিকার থাকা অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্তমান Global রাজনীতির যুগে। ওঁর ইঙ্গিতটুকু যথেষ্ট।...

৪ মার্চ '৭৬

সাপ্তাহিক 'অমৃত' আপিসে বিকেল।

কবি মণীন্দ্র রায়ের সহকর্মী ক্ষেত্রনাথ, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে পরিচয়। বিদ্যুৎকে আমার... কবিতা লিখে দিতে হোলো–

পূর্বেই ছিলাম খণ্ড-অখণ্ড অঙ্গে
তা-ই দেখা দিল ঈশ্বর আল্লার সঙ্গে
তাই দেখা দিলাম পরে এই বঙ্গে
তাই এখন ভাসা প্রায়শ্চিত্ত তরঙ্গে।

'পতঙ্গপিঞ্জর' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দিতেই বাগবাজার আসা। রায় বাহাদুর (মনি) বড় উপাদেয় ভেজিটেবল চপ খাওয়ালেন। মনে রাখার মত।

সন্ধ্যায় কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীট। সঞ্জীব দত্ত ঝড় তুললে এক পর্যায়ে WRIT এর ঠিকুজী নিয়ে। ফিউডাল ইউরোপে দুই দল সামন্ত-অভিজাতের বিরোধ থেকে—সম্পত্তিগত নয়—ভোগ-গত কোন্দল থেকে WRIT এর সূত্রপাত। সেই সূত্রে উপস্থিত জনের মধ্যে তক্কাতক্কি। আম্পায়ার দেব (দেবব্রত) মুখুজ্জে কিন্তু হইশেল বাজায়নি। চুপ আর চাপ দিয়ে গুড়ের নাদা বসেছিল।

৫ মার্চ '৭৬

সকালে সাক্ষাতে বিষ্ণু দে'র বাড়ী।

www.pathagar.com

কবি-কে বেশ উৎফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখলাম বহুদিন পরে। '৭১-৭৫ প্রায় রুগ্ন অবস্থায় পেয়েছি। ওঁর স্মৃতিচারণ শোনার মত। গলায় জোয়ারী তার আছে বেশ রণন রেখে যায়। শোনা গেল, যামিনী রায় একটানা ছাব্বিশ বছর বাম করোটে শুয়েছেন। কারণ, ডান হাতে ছবি আঁকতেন। তা দুর্বল হতে পারে এমন সুযোগ রাখা অনুচিত। শ্রদ্ধাসিক্ত কণ্ঠে কবি তাঁর অগ্রজ বন্ধু বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসুর স্মৃতিকথা বললেন। বিটোফেনের রেকর্ড চাপিয়ে কেমন ভাবে ঘুমিয়ে যেতেন। কুলীকে পয়সা দিতে গিয়ে মোটা মানিব্যাগ উজোড় হয়ে গেল।

হঠাৎ এসে পৌছলেন রাজস্থানের জনপ্রিয় কবি মণি মধুকর। হেসে বললুম "তরুণ কবি আমার ত Money মধুকর দরকার।" তরুণ কবি স্বাস্থ্যবান, আসর গরম করে ফেলতে পারেন সহজে।

বেশ অনেক ক্ষণ কাটিয়ে আমরা বিদায় নিলেম। বিষ্ণু দে'র চোখের চাউনী যৌবন কালের মত নেই। ঈষৎ বিষাদময় এক দীপ্তি। সত্তার স্বদেশ-অন্বেষক যন্ত্রণা ও কম সহ্য করেননি। চোখের দীপ্তি হ্রাস স্বাভাবিক।

৬ মার্চ '৭৬

"A Tale of Two Cities" হয়ত পরবর্তী কালের কোন ঔপন্যাসিক লিখবেন একালে লেখা না হলেও। দুই শহর—ঢাকা ও কলকাতা বাঙালীর দুই ফুস্‌ফুস্‌-পূর্ব এবং পশ্চিম।

ঠিক তিরিশ বছর পরে সাংবাদিক, গাল্পিক, কলামিষ্ট, এবং সব ছাপিয়ে গবেষণা-খ্যাত শ্রীবিনয় ঘোষের সঙ্গে দেখা। অকুস্থল 'কলকাতা বই' মেলা। সামাজিক ইতিহাসের বেত্তা-রূপে শ্রীঘোষের খ্যাতি বাংলার বাইরেও বিস্তৃত। ওঁর কাজকর্ম সম্পর্কে দেশবিভাগ তেমন জানার অসুবিধা সৃষ্টি করেনি।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য গ্রন্থ এখনও আমার ঘরে শেল্‌ফ আলো করে রয়েছে। বড় ছেলে বুল্‌বন স্যোসলজির শিক্ষক বিধায় আরো সহজ হয়েছিল শ্রীযুক্ত ঘোষের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ রক্ষা। হঠাৎ সাক্ষাৎ, হঠাৎ বন্যার মত। এক মুখে সব কথা বলা সম্ভব হয়নি। গোটা সন্ধ্যা কাটল এক সঙ্গে। পরবর্তী সাক্ষাতের ব্যবস্থা—অন্ধকার উন্মোচনের উদ্যোগ পর্ব।

মেলায় সপরিবার কিছুক্ষণ ছিলেন শিল্পী শ্রীপরিতোষ সেন। 'মুক্তধারা'র ষ্টল বেশ সাজানো। শ্রীঅচ্যুত সাহার সঙ্গে চা-পান করা গেল। পরে, বইয়ের রাজ্যে বিচরণ। দুঃখ, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব। কোন বই কিনতে পারব না। বই নেড়েচেড়ে দুঃখ মেটানো আমার ধাতের বাইরে। তোমাদের বিরোধ ষাট বছর বয়স—আজও মিটল না. হায় পেট. হায় পুস্তক!

www.pathagar.com

৭ মার্চ '৭৬

সুট্‌কী খাওয়ার বাতিক কেন, কোন কোন আহারের বাতিক হঠাৎ কেন চেপে বসে? নির্বাসিত জীবনে এসব বিলাসিতা। তবু দু-একটি দ্বীপ আছে বারেক, তাই হতাশ হতে হয় না। শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী বিশ্বাস এই শহরে থাকায় দুপুর বেলা শিম-সুট্‌কী আহার প্রাণ ভরে করা গেল। চাঁটগার অধিবাসিনী বলে নয়, উনি সনাতন গৃহলক্ষ্মী, সব রান্নায় অন্নপূর্ণা।

শিল্পী রশীদ চৌধুরী শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিল। চাটগাঁ ফিরে যাবে। সেই কবে নজরুল বিশুদ্ধ বাঙালী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেশের পীর-পয়গম্বর ঠাকুরদেবতা সবই তাঁর আপন। রশীদ চৌধুরী জননী কালীর ইমেজ সিম্বল করে ট্যাপেস্ট্রিতে কী থোলতাই প্রাণ-প্রবাহের ঢেউ খেলিয়ে যায়! বাঙলাদেশের বর্তমান সংকটে খুবই মর্মাহত। বাঙালী হওয়ার বিপদ বাংলাদেশে দিন দিন বাড়ছে।

সন্ধ্যায় সঞ্জীব দত্ত এসেছিলেন। দেশবিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ওঁর মুখে শোনা, ভাল রাগ-সঙ্গীতের কলাবতের আলাপ শোনা, একই কথা। বড় বিন্যস্ত বাচন-ভঙ্গী।

৮ মার্চ '৭৬

বাঙলাদেশের অধিবাসীরা এবার থেকে বাঙলাদেশী নামে অভিহিত হবে আর বাঙালী রূপে নয়। বাঙলাদেশ সরকারের ফরমান। পাকিস্তান আমলে মুসলমান ইসলাম প্রভৃতি ধুয়ার সাহায্যে বিভ্রান্তির গালিচা পাতার পর আর এক ভাষ্য শুরু হোলো। সাম্রাজ্যবাদের বরকন্দজরা এখন বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা। নচেৎ এসব ফন্দী আর কে দেবে?

গত রাত থেকে সর্দিজ্বর। দেহের সাবেক দেমাগ থাকছে না। সংকট-কালে আরো কতো উৎপাত আসতে পারে। এখন বুঝতে পারি, নির্বিকার নগাধিরাজ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বেকার শিল্পী ভাইটা এখন বড় একা। ওর ভবিষ্যৎ ভেবে আরো সারা হই। আমার সঙ্গে জীবন জড়িয়ে বেশ কষ্ট পাচ্ছে। এই চিন্তা অনেক ক্ষণ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালো।

৯ মার্চ '৭৬

রাত্রি ১০টা। প্রায় পরদিন সকালে গত কালের কথা কড়চায় লিখে রাখি। আজ একই দিন-শেষে। সকালে ছোট ভায়ের কথা লেখে। হায়, কে জানত সে ঢাকায় গুরুতর অসুস্থ। এখানে আমার জ্বর। টেলিগ্রাম এলো দুপুরে। যেতে

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়ার যাঁতাকলে কতো শতাব্দী না বাঁধা থাকবে?

১ মে '৭৬

স্বাগতম, হে মহান স্মারক দিবস,

১৮৮৬ সন থেকে বহু দূর এসেছি। যাত্রা শেষ হয়নি। একদিন স্বাপ্নিকের দিব্যদৃষ্টি বাস্তব হবে বৈকি।

বাঙলাদেশে কী কোথাও মে-দিবস পালন হবে আজ? বোধ হয় না।

বিকেলে প্রকাশক অচ্যুতানন্দ সাহা সমীপে হতাশ। বাড়ী চলে গেছেন।

অন্যত্র স্বদেশের খবর পেলাম। শেরে বাংলা ফজলুল হকের জন্মদিনে অধ্যাপক আবুল ফজল বক্তৃতা দিয়েছেন। ভারতবিরোধী বক্তৃতা। বলেছেন, ফজলুল হক থাকলে "ফারাক্কা বাঁধ", "বেরুবাড়ী" হোতো না। অধ্যাপক। সমাজ-চেতনা বিস্তীর্ণ নয়। যা আছে সেটুকু ব্যক্তির গণ্ডী পর্য্যন্ত চলে। দেশের গণ্ডী, পৃথিবীর গণ্ডী চাটগাঁর সার্কিট হাউসের কোণা নয়। যদি জানতেন, তাঁর শ্মশ্রুসমন্বিত ইমেজ খুনীরা কাজে লাগানোর জন্যেই তাঁ-কে Adviser উপদেষ্টা বানিয়ে নিয়েছে। ওরা যতই consolidated যতই ওদের ঘাঁটি শক্ত হবে ততই ওঁকে কোণঠাসা করে ফেলবে। জ্ঞানী মানুষ বুঝলেন না। ধীরে ধীরে তিনি জনসাধারণের শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন- মাঝে মাঝে Social issue র উপর Stand নিয়েছেন, এই জন্যে শ্রদ্ধা করেছি বৈকি। কিন্তু এখন কী? ওঁর পিতা ছিলেন মসজিদের ইমাম। মধ্যযুগীয় গণ্ডীর মধ্যে ছেলে বোধ হয় বুড়ো বয়সে আরাম পান। তাই জঘন্য সাম্প্রদায়িক বর্বর- (৭১ সনে চাটগাঁর গাহিরা রাউজান এলাকায় হিন্দুদের কোন বাড়ী সমুন্নত থাকতে দেয়নি, লুটপাট ত বটেই) মুসলিম লীগের পান্ডা "ফকা" চৌধুরীর মৃত্যুর পর অমন স্তুতি লিখে বসেন। ওই বর্বর চৌধুরীর স[illegible] ছিল তার নিজের সন্তান। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নিকৃষ্ট শত্রু-জানোয়ারের সম্পর্কে কোন দুর্বলতা পোষণ ফজল সাহেব কী ভাবে করেন, তিনি জানেন। তবে, তবে মূর্খ অধ্যাপকেরা ইতিহাস-কলঙ্ক মুছে নিতে অক্ষম।

২ মে '৭৬

মাঝে মাঝে অদ্ভুত ইচ্ছে কেন যে জেগে ওঠে? আশ্চর্য হওয়ার কথা। ট্রামে যেতে যেতে মনে হয়, এখন যদি ভিড়ে একটা লোকের পকেটমারের চেষ্টা করি, তারপর কী হবে? পরবর্তী মারধর লাঞ্ছনাগঞ্জনার দৃশ্য স্পষ্ট চোখেই দেখতে পাই। শিরদাঁড়া শিরশিরিয়ে ওঠে। মনোসমীক্ষণে কী পাওয়া যেতে পারে? হীনতায় আবদ্ধ হওয়া কি অচেতন মনের বাসনা? Super-Ego বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নির্জ্ঞান মনের খেয়ালের সূত্র কোথায়? অপরাধপ্রবণতা এমন কেন জাগে? পরে হাসি। কিন্তু ভয়

www.pathagar.com

পাই। সত্যি যদি অমন কিছু করে বসি।

বিকেলে বেড়াতে বেরুলাম। কলকাতা শ্রীহীন হতে আরম্ভ করেছে ১৯৪০ থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্যায় অব্যাহত। মানিকতলার এই সব পল্লী পেয়ারাবাগান এলাকা কী পরিষ্কার ছিল। এখন নোংরা। আর দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের রিফিউজীদের ভিড়। দুই মিলে গলিপথে হাঁটা আদৌ স্বাস্থ্যপ্রদ নয়।

৩ মে ১৯৭৬

কিছু অর্থসংগ্রহে বেরুতে হয়। প্রকাশকগণ জষ্টি মাসে কাজে হাত দেবেন। তিন খানা পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসে আছি। তাই পকেটের দুরবস্থা। অবিশ্যি অগতির গতি আছেন অচ্যুতানন্দ সাহা, যদিও পাঠ্যপুস্তকে উনি বেশীর ভাগ আটক। সাধারণ বইয়ে থাকলে কোন অসুবিধাই হোতো না। কিন্তু কলকাতা শহরে সকাল আটটার পর যাতায়াত দুর্ভোগ। আজ রোদ্দুরের চাঁটি খেতে বেরিয়েছিলুম। জীবনের আট ভাগের সাত ভাগ হিসেব করলে অকারণ কালক্ষেপে গেছে। আজও সেই কাহিনী। গা-সওয়া। আজ আর দুঃখ পাই নে।....

সন্ধ্যা কলেজ ষ্ট্রীট। হীরক রায়ের সঙ্গে "সন্তানের স্বীকারোক্তি"র কথা পাকাপাকি ঠিক হোলো। ছেলেদের উপন্যাস কোথাও ধারাবাহিক প্রকাশ করতে পারলে কিছু সুবিধা আরো বাড়বে। পকেটের 'ফারাগতি' (বিস্তৃতি) দেখতে গিয়ে মন কুঁচকে আসে। বহু দিনের যুগ্ম-মিতালী দুই মাতালের মত আছে এক সঙ্গে।

৪ মে '৭৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দুই জন খুন হয়েছে। আততায়ীরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। সংবাদপত্রের খবর থেকে আর ত কিছু জানার উপায় নেই। হয়ত ওরা কোন সমাজ-দরদী ছাত্র। প্রতিক্রিয়ার দাপট যখন উত্তরোত্তর বাড়ছে সেখানে দুঃসংবাদের প্রত্যাশা স্বাভাবিক।

শ্রী দিব্য বসুর আসলে নেশা ছবি আঁকা। পেশা দাদার মৃত্যুর পর ঘাড়ে চেপেছে। সহৃদয় মানুষটির উভয়সংকট। এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা আমি বুঝব না ত কে বুঝবে?

দোকানের পেছনে কলেজ ষ্ট্রীটের বৈঠকখানার সন্ধ্যা কাটল শ্রীবসুর সঙ্গে।

৫ মে '৭৬

সকালে হাঁটতে হাঁটতে 'রূপবাণী' সিনেমার দিকে। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি দেখা গেল। কালের তাড়নায় বিপর্যস্ত। একদা এই শ্রেণীর এত দুর্ভোগ ছিল না। স্বপ্ন দেখতে পারত। বহু জনের তা সফল হোতো। টাইট সমাজ-বিস্তারের পথ

www.pathagar.com

যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখন সকলেরই স্বপ্ন ধ্বংস ধরে। উপরতলা—তাদেরও ঈমান শক্ত থাকে না। ফলে, ভেতরে ধসে।

৬ মে '৭৬

আজ দেবসাহিত্য কুটীর—ঝামাপুকুর গিয়েছিলুম। নিজেই ফেরীওয়ালা। কিশোর উপন্যাস "জুজু গগা" ঝাঁকায়। বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রী মধুসূদন দেব অল্প বয়সে বসন্ত রোগে চক্ষু হারান। এই অভাব সত্ত্বেও তিনি বিরাট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছেন। পাণ্ডুলিপি রেখে এলাম। পনর দিন পরে সিদ্ধান্ত জানাবেন। চেনাশোনা নেই। তাই নিজেই প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। উকীল পাকড়ে বড় দেরী হয়ে যায়।

৭ মে '৭৬

সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পার্টিদের উপর ব্যান বর্তমান বাঙলাদেশ সরকার তুলে নিয়েছে। আবার সরীসৃপেরা ফণা-বিস্তার সহ গর্জন করবে না শুধু, দংশনের দশনটিও শানিয়ে তুলবে। ইতিহাসের টাগ-অফ-ওয়ার। কাছি ধরে আছি, আর পশ্চাৎপদ হোব না। আসুক জন্তুদল।

'বাঙলার ডাক' সাপ্তাহিক কাগজ লন্ডন থেকে বের করছে আব্দুল গফ্‌ফার চৌধুরী। আজ প্রথম কপি দেখলাম। গেট-আপ খুব সুন্দর। জাতীয়তাবাদের সুরঝঙ্কার সুদূর দ্বীপের মধ্যেও অনুরণন তুলছে। এটাই বিরাট সান্ত্বনা।

৮ মে, '৭৬

রবীন্দ্র জন্মদিবস কী পরিহাস! আজ তোমার জন্মদিন। বাঙলাদেশ যখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল, তোমার জন্মোৎসব ঘটা করে করতে পারতাম না মিলিটারী স্বৈরাচারের দাপটে। আজ তোমার জন্মভূমি শহরে তাদেরই অদৃশ্য নুলোর নীচে সঙ্কুচিত অস্তিত্ব। কোথাও বেরুতে পারব না। পরিচয়ের গণ্ডী যত কম থাকে ততই মঙ্গল। এবার নুলো আবার বিদেশী দস্তানায় মোড়া পূর্বে তবু দেশী ছিলা।...

সন্ধ্যার পর অনেক দূর হেঁটে হেঁটে মানিকতলার পুল পর্য্যন্ত পৌছলাম। পুলের নীচে দু'পাশে সর্বহারাদের দিন-গুজরান চলে। জন্তুরও অধম জীবন। ছিন্নমূলেরা শহরে এসে জুটছে। ওদিকে তাকিয়ে দেখা আর নিজের উপর ধিক্কার হানা একই কথা। দুপুরে বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে, ওদের দুর্দশা বেড়েছে। জীবনযাপনের ন্যূনতম সামগ্রী থেকে বঞ্চিত পৃথিবীর সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে, তা আর অস্বাভাবিক কী? পঁচিশে বৈশাখ-পালন এই পটভূমিকায় পরিহাস নিষ্ঠুর পরিহাস।

www.pathagar.com

৯ মে, '৭৬

ছাগল, শুয়োর, মুর্গী ইত্যাদি পরিচর্যা-মারফৎ বেশ মোটা তাজা করে তোলা হয়। উদ্দেশ্যঃ জবাই। এখানে দেখছি, বেশ কিছু সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী আরামইজারায় বন্দী। ওরা যদি জানত লেখক হিসেবে পরিণতি কী, তাহলে মনিব ও ছাগ-শূকরের সম্পর্ক মনে রাখত। ইংরেজী ভাষণে আরো বলা যায় Fattened to be staughtered... চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানা দরকার। প্রকাশক শ্রীঅচ্যুতদা সরবরাহক। আজ এত সকালেই তিনি উধাও বলাহক—কোথা যে গেছেন। খবরের কাগজ ওখানেই পড়লাম, বঙ্গবন্ধুর আততায়ীরা দেশ ছাড়ছে এমন এমন কী খন্দকার (গর্তকার) পর্য্যন্ত। আপাততঃ পালিয়ে যাবে। যাক্ ওরা জানে না, যে দেশেই যাক্... সেখানেও বাঙালী আছে, যদি তাদের বর্তমান সরকার বাঙলাদেশের বন্ধু না হতে পারে। কিন্তু যেদিন হবে? মার্কিন দেশও চিরদিন জীবজন্তুপূর্ণ সরকারের তাঁবে থাকবে না।

হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ? না, কোনদিন না। মার্কিন দেশের কবি (হুইটম্যান) খামখা লেখেননি–

Liberty, yet other dispair of you- Is never dispair of you./Is the house shut? Is the master away?/Nevertheless, be ready, be not weary of watching/He will soon return, his messengers come alon/

১০ মে '৭৬

কয়েক দিন থেকে অনুভব করছি, ব্যক্তিগত দুঃখ ঝলক্ দিয়েই চলে যায়। মনের প্রশান্তি অটুট। সাত আট ঘণ্টা লেখাপড়ায় ডুবে থাকার সুযোগ পাই। সব প্রশান্তির সুযোগ যেন সেখানে। শত্রুদের ঠোঁটে হাসি ফুটতে দেব না। সদাভীত মুষিক হওয়া মানুষের পক্ষে অশোভন। তাই নাকী কান্না কি অবমাননাকর আত্মকৃপা—কিছুই আসতে দেব না।... তরুণ সান্যালের এই আশ্রম শুধু সুখদ নয়, সে বইয়ের রাজ্য গড়ে আমাকে প্রচণ্ড শান্তি দিয়েছে। কবি-জায়া কেয়া অতি শান্ত , নিজের আদলের মত যে স্নেহপ্রচ্ছায় গড়েছেন—তা চক্রবৃদ্ধি-সুদবিদ্ধ ঋণ। শোধ করব, কবে, কী দিয়ে? কী দিয়ে? সেটুকুই যতো অস্বোয়াস্তি। তিন বংশধর পিতামাতার আসল ছায়া যেন। গৃহসুখের অভাব কাজেই আর অনুভব করি নে।...ভিড়। ভিন পাড়া। আততায়ীর ভয় না থাকারই কথা। সত্যি ও নিয়ে আর চিন্তা করিনে। কিছু হলেই বা কী? হুইট্ম্যান ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিপ্লবের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবিপ্লবে জয়লাভ করে লিখেছিলেন–

Not a grace of the murdered for freedom/But grows seed for freedom in its turn to bear seed/which the winds carry afar and

www.pathagar.com

resow...and snow nourish.

হাঁটতে হাঁটতে হেদুয়া পার্ক। হঠাৎ চমকে উঠলাম। এখানেই বড় রাস্তার উপর তিরিশ বছর আগে- ১৯৪৬ সনে সাম্প্রদায়িকতার সেই পাশব জংগলে, সাংবাদিক শচীন মিত্র এক দরিদ্র মুসলমান ফেরীওয়ালাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ গুন্ডাদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। বাঙলার চিরন্তন আত্মা, নির্মল চেতনার স্রোতস্বিনী সেদিনও রক্তপ্রবাহ ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে অতীতের দাগে আবার খড়ি বুলোতে লাগলাম। উন্মত্ত জনতা... ফেরীওয়ালা...শহীদ শচীন মিত্র তা-কে আগলে দাঁড়িয়েছেন গুন্ডাদের সামনে... ফুটপাথ... এক জোড়া লাশ... একটি হিন্দুর অপরটি মুসলমানের... সেদিনও সহ-মরণ... তবু মুষড়ে গেলাম। খবর নিতে হয় স্বর্গীয় শচীন মিত্রের কে আছে পরিবারে? কারো কি স্মরণ নেই তাঁকে? যুগান্তরের প্রতিবেদক ছিলেন। আমি তখন ওরিয়েন্ট প্রেস Orient Press নামক এক সংবাদ-সংস্থায় কাজ করতাম। সেই সূত্রে বিধান-সভার "কাফেতেরিয়ায়" মাঝে মাঝে দেখা হোতো। পরিচয় তখনও তেমন দানা বাঁধেনি। দু-মাস মাত্র ছিলুম ওই সংবাদসংস্থায়। আবছা-আবছা স্বর্গীয় মিত্রের আদল দেখতে পাই। আজ আবার মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম জানাই বার বার মানবতা ও বাঙালীর অন্যতম এক মহান নজীরের উদ্দেশ্যে।

১১ মে '৭৬

অসুস্থ নজরুলের য়ুরোপ-যাত্রার অন্যতম সঙ্গী সেই রবি উদ্দীন শেষে মরে গেল। আহ...। প্রথমেই চোখে ভেসে ওঠে আটচল্লিশ বছর পূর্বে ১৯২৮ সনে ও ওর বাবা চাঁদ মিয়ার সঙ্গে আমাদের গ্রামে গিয়েছিল। রবির চাচাতো বোনের বিয়ে হয় আমাদের বাড়ীর পাশে প্রায় ছাঁচ-লগ্ন কাজী বাড়ীতে। সেই সুবাদে নতিবপুর থেকে সবলসিংহপুর। পুকুরে স্নান করার সময় ওর বাবা ওকে ধরছিল। রবি কেবল সাঁতরে সাঁতরে দূরে যেতে চায়। আমিও সঙ্গী। দু'জনের ১১-১২ বয়স। তারপর পাঁচ দশক কেটে গেছে। মানব প্রেমের দীক্ষা পেয়েছিল রবি উদ্দীন। তবে শেষ পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলে থাকতে পারেনি। তবু তার সততা চ্যালেঞ্জ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মানবপ্রেমিক সর্বজনহিতাকাঙ্ক্ষী কিন্তু ব্যক্তিগত নানা দুঃখের শিকার, কাজের এষণায় শরীরের প্রতি অবহেলা... ইত্যাদি পরিবেশ ওকে অকালে হত্যা করল। তোমার পরিশ্রান্ত আত্মা এতদিনে শান্তি পেল, বন্ধু।

আজই ঢাকা থেকে খবর পেলুম, মনসুর আলী লিখেছে সে বিদেশে হোটেলবয়ের চাকুরী নিয়ে চলে যাবে। বেতন আড়াই হাজার। ফলে, নানা সমস্যা। ছোটভাই জিলানীর কী হবে? বাড়ীটার পজেশান চলে গেলে আরো অসুবিধা। আমাকে অমোক্তার-নাম দেওয়া, অপরের বাড়ী। সেইজন্যে আরো বিবেকের

www.pathagar.com

পীড়ন। নিজের জিনিষই গুছিয়ে রাখতে জানি নে, আমার মামাতো ভায়ের সম্পত্তি আগলাতে গিয়েছিলুম। মূর্খ আর কী। আজ আবার পিছু-টান। মন বড় বিষণ্ন হয়ে গেল। ক'দিন থেকে সতেজ লেখাপড়া করছিলাম। আবার ছেদ পড়ল কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

১২ মে '৭৬

রবি উদ্দীনের মৃত্যুর বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল। শিলিগুড়ি গিয়েছিল অনিল চৌধুরী, লোরা মান্তভানী (এই মহিয়সী ইটালীয় তরুণী বোনের মত বাঁচিয়ে রেখেছিল এ-যাবৎ রবি-কে) প্রমুখ কয়েকজন সহ মিটিং করতে। ফেরার পথে মালদহ ষ্টেশনে হার্ট-এ্যাটাক। হাসপাতালে গত বুধবার (৫/৫/৭৬) বেলা বারোটার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। নিরলস সমাজকর্মী। ক'দিন দারাশিকোর উপর সেমিনারে কী মেহনৎ না করলে। অথচ একবার নয় বার দুই হার্টএ্যাটাকের রোগী। তার উপর কাজ। আমার সঙ্গে গত মাসে বচসাই হয়ে গেল এমন আত্মহত্যা-প্রবণতার জন্যে। কাজের মধ্যে রবি উদ্দীন পৃথিবী ছেড়েছে... এই তার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা, আমাদের জন্যে যাই-হোক। নব্বুইয়ের উপর বয়স বাপ জীবিত। রফিক (রবির ছোট ভাই) ছেলেমেয়েদের নিয়ে নতিবপুর নিজেদের গ্রামে গিয়েছিল বুধবার একদিন পূর্বে। পরদিন বিষ্যুৎবার সকালে রবির লাশ পৌঁছল সেখানে।

রবির পিতা সেকালের গ্রাজুয়েট, হাইস্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন। অতি সৎ, শান্ত-প্রকৃতির মানুষ। ওঁর সঙ্গে মুখোমুখি কী করে দাঁড়াব—এই চিন্তায় বিষণ্ন ছিলাম। ওরা কলকাতায় না থাকায় আপাততঃ রেহাই পেলাম। কিন্তু পরীক্ষা ত শেষ নয়।

১৩ মে '৭৬

বিকেলে হীরক রায়-কে "সন্তানের স্বীকারোক্তি" (অমৃতা প্রীতমের উপন্যাসের অনুবাদ) দিয়ে এলাম। এক মহিলা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। কোন লেখা ওর পড়িনি। নিজের দেহে সৃষ্টি বইতে হয়। মহিলারা তাই ভাল কবিতা লিখতে পারে না। মনোসমীক্ষণবাদীদের এই অভিযোগ হয়ত মহিলা খণ্ডন করেছেন। দেখতে হয়।

১৪ মে '৭৬

সকালে অন্নদাশঙ্কর রায় সমীপে। রায়গৃহিনী কফি-মিষ্টি খাওয়ালেন। বিদেশীনি, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের সীমানা অনুবাদ মারফৎ তিনি বহু দূরদূর ঠেলে নিয়ে গেছেন। নমস্য সেদিন থেকে। কিছুক্ষণ তরল-নিরেট আবহাওয়ায় স্নান করা

www.pathagar.com

গেল। কারণ, আলোচনা মাঝে মাঝে বেশ গুরুগম্ভীর পর্য্যায়েও চড়ছিল, যদিও তরলতা আবহ।

রায়-বাড়ীর কাছে যোধপুর পার্কে আর এক বিশিষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীসুবিমল দত্ত (বাঙলাদেশে হাইকমিশনার ছিলেন) থাকেন। তাঁর কাছে গত পঁচিশ মার্চ লন্ডনে প্রদত্ত আর সয়ীদ চৌধুরীর এক বিবৃতি দেখলাম। ফারাক্কার ঘোলা জলে চৌধুরী সাহেবও ডুবেছেন। ভারত-কে দায়ী করে নানা বাগাড়ম্বর ফলিয়েছেন। আরো চমকপ্রদ, ঠিক এহিয়া খানের প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন, ভারত একদল "দুস্কৃতকারী"-কে আশ্রয় দিয়ে ভয়ানক অন্যায় করেছে এবং তা-তে কোন ফায়দা হবে না উক্ত দেশের। বিবৃতির শেষাংশে ভারতীয় নেতৃত্বের উপর সব দায়িত্ব চাপিয়েছেন, কোন কিছু অপ্রীতিকর যদি ঘটে। সুবিমল বাবু আমাকে তাঁর সঙ্গে অন্দরে যেতে বললেন। সামান্য করিডর পেরিয়ে ভেতরের দিকে লাট্‌কিফাট্‌কি রাখা এক আধা-অন্ধকার ঘরের এক কোণায় দেখালেন বাঙলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্টের একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ। ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে শ্রীদত্ত বললেন, "ছবি এইখানে ছিল।" বৈঠকখানার এক টিপয়ের দিকে তাঁর আঙুল।... বিকেলে "অমৃত" তথা কবি মণীন্দ্র রায়ের আপিসে যেতে বাস খারাপ হয়ে গেল। ফলে, শ্রীচরণ ভরসা। মণীন্দ্র রায় কলেজের পাশ দিয়ে কাঁটাপুকুরের ভেতর দেখলাম শচীন মিত্র লেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানলাম, মুসলমান ফেরীওয়ালাকে রক্ষা করতে গিয়ে (১৯৪৬) গুন্ডার শিকার শহীদ বন্ধু সেই শচীন মিত্রের নামেই রাস্তা। চোখে পানি এসে গেল, বুক ভরে উঠল। মনুষ্যত্বের প্রান্তরপথে এই ছোটখাট জমিন একদিন বিস্তার লাভ করবে বৈকি। আর একদিন আসব শচীন মিত্রের পরিবারে কারা আছেন খোঁজ নিতে।

"অমৃত" আপিস থেকে যতীন মোহন এভিন্যু-পথে হেঁটে এলাম বিধান সরণী ভি, এম, লাইব্রেরীতে। সঙ্গে "পতঙ্গপিঞ্জর" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। অন্নদাশঙ্কর রায় এদের একটা পত্র দিয়েছিলেন আমার হাতেই। মালিক গোপালদাস মজুমদার এখনও গদীতে বসেন। সৌজন্য বোধের এত অভাব এদের। ওর অনুজ অমূল্যগোপালও ছিলেন সামনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হোলো। এরা ত অর্থের মর্যাদা দিতে শিখেছে, লেখকের নয়। এদের সঙ্গে আর সম্পর্ক-যোজনা? দূর হোক তেমন বাসনা। এদের নজরুল এবং বহু-লেখক-কে প্রতারণার প্রবাদ-মিথ্যে নয়–তাই মনে হোলো। একটি ঘটনা ত আমি নজরুলের মুখে শুনেছি। তিনি টাকার জন্যে গত সন্ধ্যায় গোপালদাসের কাছে গিয়েছিলেন। পাওনা টাকা। তখন প্রকাশক বললেন, "কাল সকালে ন'টা নাগাদ এসো।" পরদিন ন'টার সময় দেখা গেল গঙ্গাস্নান সেরে তিলক ইত্যাদি কেটে মজুমদার গদী-আসীন নজরুল-কে দেখে বললেন "কি দরকার"? টাকা? "টাকা ত কাল সন্ধ্যায় চুকিয়ে দিয়েছি।"

www.pathagar.com

মালিকের জবাব। স্তব্ধ নজরুল কিছুক্ষণ গুম থেকে উচ্চারণ করলেন, "তোমাকে অভিশাপ দিয়ে গেলুম। তুমি সদ্য পুণ্যি করে এসে এই যে মিথ্যে কথা বললে, তা চব্বিশ ঘণ্টা বিভীষিকার মত তোমার সামনে ঘুরে বেড়াবে।" পুরাতন কাহিনী আজ মনে পড়ল।

১৫ মে '৭৬

সারাদিন পড়া আর পড়া। ক্লান্তি দূর করতে কার্যকর লম্বা-পাড়ি হাঁটা। পুরাতন বীডন স্ট্রীটের নয়া নাম দানী ঘোষ (বিখ্যাত স্বর্গীয় অভিনেতা অমর গিরীশ ঘোষের পুত্র) সরণী। কিন্তু প্রায়ই সাইন বোর্ডে লেখাঃ বীডন স্ট্রীট। দানী বাবুর যশস্বী পিতা গিরীশ ঘোষকে কলকাতা পৌরসভা প্রচুর মর্যাদা দিয়েছে। ওঁদের বাড়ীটা আস্ত রেখে পুরো মূর্তি স্থাপিত। অবিশ্যি এ রাস্তায় নয়। যতীন্দ্র মোহন এভিন্যুয়ে-যেখানে ঘোষমশাই সারাজীবন কাটিয়েছেন। পূর্বমুখী হাঁটলাম। পথে ফুটপাথে একটা ছোট কালী মন্দির। ভেতরে মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতী ঠাসা। দুরন্ত গরমের মধ্যে পুণ্যসঞ্চয়ের বাতিক দেখে স্পষ্ট ধরা যায়, অন্তর্জীবনে কোন শান্তি নেই এবং তা ছোটখাট অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অভাব-অভিযোগ প্রসূত। হেদুয়ার মোড় থেকে গ্রে স্ট্রীটের দিকে গিয়ে ডাইনে মোড় নিলাম। প্রচণ্ড ভিড়। ফুটপাথেই চালা বেঁধে মানুষ বাসাবাড়ী তৈরী করে নিয়েছে। ফলে, ফুটপাথ একদিকে বেদখল। উল্টো ডিঙ্গির মুখে সার্কুলার রোডের (বর্তমান আচার্য প্রফুল্ল রায় রোড) উপরে একদল বেশ্যা মেয়ে দাঁড়িয়ে খরিদ্দারের আশায়। আচার্য প্রফুল্ল রায় চিরকুমার ছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত রাস্তায় এমন বেলেল্লাপনা-প্যারাডক্স কূটাভাষ আর কী। দাঁড়িয়ে আছে হতভাগিনীরা। খোলার ঘরের অধিবাসিনী। পুঁজিবাদী সমাজে 'ক্লাস' শ্রেণী কারো চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে হয় না। মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট, সোনাগাছি অভিজাত বারাঙ্গনা-পল্লী। এখানে সর্বহারার দল। এই সমাজ-ব্যবস্থায় ওদের নিয়ে কিছু করাও যায় না। শহরের ড্রেনের মত এই যৌন-ড্রেন না থাকলে আবর্জনা আরো চারিদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে। ব্যক্তিগত মহানুভবতা দ্বারা এই নোংরা পরিষ্কার সম্ভব নয়।

ব্রীজ পর্য্যন্ত গিয়ে পাড়ার ভেতর দিয়ে অনেক হাঁটলাম। মগজের মেহনৎজাত ক্লান্তি দূর করার এই পন্থা আমার কাছে অকাট্য। মস্তক ও হৃদয় নয়—মস্তক এবং চরণ সমঝোতা (understanding) থাকা উচিত।

১৬ মে '৭৬

মৌলানা ভাসানী। এই নাম আবার দৈনিক কাগজের পাতায়। বাংলাদেশের জন্মের পর '৭২ সনে যখন থেকে ডাহা সাম্প্রদায়িক ভূমিকা তিনি নেন পেল্টনের

www.pathagar.com

মাঠে বক্তৃতা—মুজিব মন্ত্রীসভায় দু'জন হিন্দু মন্ত্রী আছে বলে ভারতে চাল পাট পাচার হচ্ছে) তখন থেকেই মৌলানার ভীমরতি ধরেছে। প্রধান বল 'ডেমাগগী' বা বাক-বোম-বাজি। তারপর একদা মুসলিম লীগার ছিলেন ফলে, মতিভ্রম স্বাভাবিক। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বোধ হয় এগুলোকে প্রেড্রোজেন্ট্রিক স্তরে ফেলেন। অর্থাৎ, বালক বা শৈশবের চরিত্র Trait পরবর্তী বয়সে ফিরে আসে। ওঁর তা-ই হচ্ছে। ওঁকে ধার্মিক বলা যায় না। দেশপ্রেম অন্ততঃ তার নেই। তাই ফারাক্কার জল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের দোসর রূপে মাঠে নেমেছেন-অনর্থক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের জলও ঘোলা করতে।

মুসলমানেরা Gracefully বৈভব মহিমাসহ বুড়ো হয় না কেন? বাঙালী মুসলমান একটাও আমার চোখে পড়েনি (অখ্যাত গ্রামের মানুষের মধ্যে দেখেছি, খ্যাতজনের মধ্যে না) এ পর্য্যন্ত।

১৭ মে '৭৬

মৌলানা ভাসানী জাল গুটিয়ে নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা বাঙলাদেশের রাজনীতিতে গত পঞ্চাশ বছর ধরে চালু। মুসলিম লীগ থেকে শুরু। দেখা গেছে, যেহেতু প্রগতিশীল ভাবধারা তেমন জোরদার নয়, মাঝে মাঝে কোথাও তার বুনিয়াদ পত্তন হলেও পরে আক্রমণের মুখে আর টেকে না। '৭১ সনের জাতীয়তাবাদ আন্দোলন নচেৎ বর্তমান রূপে দুর্দশাগ্রস্ত হয় কেন? মৌলানা সাহেব জানেন না এসব হেতু। জানার দরকারও নেই ওঁর। ভীমরতির শিকার হলে আর তলিয়ে দেখা যায় না যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-বিরোধিতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিরোধিতা হয়ে দাঁড়ায়। '৭২ সনে এই ব্যাপারটি বলার জন্যে আমি "মৌলানা ভাসানীর নিকট খোলা চিঠি" শীর্ষক একটি পত্র লিখি (দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে প্রকাশিত) অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে। দুঃখ, কিছু তথাকথিত বামপন্থীর বাহ্‌বা আছে মৌলানার পেছনে। তবে এবার আলখেল্লা আলাদা। ধর্মীয় সততা পর্য্যন্ত গায়েব, রাজনীতির কথা বাদই দিলুম।

১৮ মে '৭৬

যে-পাড়ায় থাকি—হরীতকী বাগান—এককালে উচ্চমধ্যবিত্ত পল্লী ছিল। চল্লিশ বছরে (প্রায় দুই পুরুষ) নানা অভিঘাত, বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততির সংখ্যাবৃদ্ধি, ওদিকে আয়ের পথ হ্রাস, শিল্পায়নের ধাক্কায় মুদ্রাস্ফীতি-জাত দুর্ভোগ, দেশবিভাগ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইত্যাদির অভিঘাতে হতশ্রী এই এলাকা। গলির মধ্যে একদল রুগ্নস্বাস্থ্য বাচ্চার পিল্‌পিলানি দেখলে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। অন্যদিকে ETHOS-এ একটা কিছু হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর গল্পে মেয়েদের স্বাধীনতা,

www.pathagar.com

মনন সে যুগে হঠাৎ রূপকথা-সুলভ অলীকতা মনে হোতো। এখন পার্কে গিন্নীরা বেঞ্চি করে বসে থাকে। ছেলেরা বান্ধবী নিয়ে গল্প জমায়। ধূতির রেওয়াজ যেন উঠে গেছে। পাৎলুইন পথে ঘাটে চলার লেবাস। লম্বা চুল, পাৎলুনের ঘের যুবকদের মধ্যে মানসিক আলোড়নের চিহ্ন। দেশে তেমন বলিষ্ঠ পেশীযুক্ত ভাবধারা নেই। ফলে, নানা বেলেল্লাপনা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের উন্মাদনা কি করে থাকবে? সবই শতধা বিভক্ত। ফলে, তরুণদের আকর্ষণের কিছু থাকে না। তাই সন্ধ্যা বিকেল সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় 'রকফেলারদের' আবির্ভাব। পার্কে সারাদিন তাস খেলা চলে। এই দৃশ্য ৩০/৪০ সনে কোথাও চোখেই পড়ত না।...

১৯ মে '৭৬

অচ্যুত সাহা সন্নিধানে সকাল।

বিকেলে 'অনন্য প্রকাশনা'য় বেশ কিছুক্ষণ। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ জুটেছিলেন। অতি উত্তম কচুড়ি খাওয়া গেল কয়েক জনে মিলে। হীরক এদিকে হীরক। জিভের রায় নয়-আমার।

২০ মে '৭৬

শ্রীরমেন মিত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গুরুতর কার্ডিয়াক ব্যাপার। কাল রাত্রে খবর পাওয়ার পর বড় বিষণ্ন মন। নাচোল এলাকার কৃষক আন্দোলনের নায়ক রমেন মিত্র, নায়িকা ইলামিত্র। অগ্রজ তেষট্টি বছর বয়সে এখনও কী প্রাণবন্ত। নানা বিপদের দরিয়ার মধ্যে এই এক দ্বীপ—যে-কোন সময় আশ্রয় মেলে। মনের চাঞ্চল্য আশঙ্কায় আশঙ্কায়... আব্দুর রব ভাই-কে স্বপ্নে দেখলাম তিনি আমার নতুন জামায় বোতাম লাগিয়ে দেখছেন কেমন ফিট হয়েছে। ওঁকে একবার একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়ে উপহার দিয়েছিলুম। বোধ হয়, স্বপ্ন তারই জের। হৃদরোগে পৃথিবী ছাড়েন-রবভাই ১লা মে ১৯৭৪। আর বন্ধু এরফান আহমদ মারা যায় একই রোগে এক মাস আগে ১ এপ্রিল। ঝুলন্ত খাঁড়ার নীচে বাস। এমন দিনে এক জোড়া মাভৈঃ হস্ত ছিল মাথার উপর। তারা নেই। তাই ত এত আশঙ্কা।

২১ মে '৭৬

"জুজু গগা" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেবসাহিত্য কুটীরের মধুসূদন বাবুর কাছে। দু'হপ্তা পরে আজ গিয়েছিলুম, যাওয়ার কথা ছিল। তিনি বললেন, দেখে উঠতে পারেননি। আবার এক হপ্তা পরে যেতে বললেন। ফেরীওয়ালা-কে মাল

www.pathagar.com

বিক্রি করতে হবে এবং চুলো চড়বে তারপর। কাজেই–। ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না। ওর কোন দোষ নেই। ঠিক নতুন লেখকের মত জীবন শুরু করেছি।

লায়লীর পত্র পেলাম। গৃহী হওয়ার আর তেমন সাধ নেই। কচি নাতিকে দেখার কৌতূহল অবিশ্যি মাঝে মাঝে পেয়ে বসে। এসব ছোটখাট কুশাঙ্কুর ত থাকবেই হৃৎপিণ্ড ছিদ্র করতে।

২২ মে '৭৬

রমেনদা (মিত্র) পিজি হাসপাতালে। দেখাসাক্ষাৎ নিষেধ। অবস্থা অপরিবর্তিত। যেদিকে তাকাই উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। বাঙলাদেশের এক অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনিও যেন ওই দেশের নসীবের ফেরে পড়লেন। লেখাপড়া কিছু করলাম। কিন্তু মন কোথাও স্থৈর্য্য পায় না।

বিকেলে উদ্দেশ্যহীন মানিকতলা ব্রীজের ওদিককার পাড়ায়। প্রায় এক ঘণ্টা। আরো হাঁটতাম। আকাশ বাধা দিলে।

২৩ মে '৭৬

দাড়ী পর্য্যন্ত কামাইনি। বেশ কয়েকটা বই জুটেছে। রোজার গারোদী এবং কাব্যবিষয়ক নিবন্ধ। তিন চার দিনে শেষ করে ফেরৎ দেব। কারার।

রমেনদা কিছুটা ভাল আছেন। তাই জোর পাওয়া গেলো হাঁটা এবং খাটা-দুই দিকে। মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক জীবন কতো মধুর করে তোলে। আবার দুঃখ আসে সেই পথ ধরেই, দ্বৈতাদ্বৈত—জীবনের সব জটীলতার মতই।

২৪ মে '৭৬

রমেনদার অবস্থা আবার অবনতির দিকে যায়, পরে কিছু উন্নতি দেখা দিয়েছে। বিস্তীর্ণ হৃদয় বলেই হয়ত হৃৎশূলের রোগী। বড় ঝুঁকি সামনে। এমন দোসরের অভাব তাই বড় জানান দেয়। দু'দিনে আবার মানসিক উদ্যমহীনতা উঁকি দিচ্ছে। এই সব সাময়িক দুর্বলতা চলে যাবে। তাই অস্থির হই না।

হিতাকাঙ্ক্ষী সাংবাদিক কিরীট ভৌমিক ঢাকার বাস তুলে চলে এসেছেন। বর্তমান কর্মস্থল দিল্লী। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে হতাশ। আর এক শুভানুধ্যায়ী মারফৎ খবর দিয়ে গেছেন, "যা-ই হোক, শওকত ওসমান যেন এখন আর বাঙলাদেশ না যান।"

পুরাতন খবর নতুন করে এলো। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র অথবা—অর্থাৎ রাজাকার আল্‌বদর মুসলিম লীগ জামাত-ই ইসলামীরা সেখানে রাষ্ট্রের প্রধান হিস্যাদার

www.pathagar.com

তেমন মধ্যযুগীয় বর্বরতার মধ্যে বসবাস করতে হবে এই বৃদ্ধ বয়সে। এমন ক্ষেত্রে আপোষের কোন প্রশ্ন আসে না। মনুষ্যত্বের অবমাননা সেখানে দৈনন্দিনতা।

২৫ মে '৭৬

"সুবর্ণ রেখা" প্রকাশনীর আপিসে তরুণ কবি শামসের আনোয়ারের সঙ্গে পরিচয়। জিওফ্রে মুরহাউজ প্রণীত Calcutta পুস্তকে আনোয়ারের কবিতার অনুবাদ আছে। দু'জনে একই ব্যক্তি কি না জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম। কবি তার "মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে" বইখানা উপহার দিলে। নাগরিক কবি। উত্তম পুরুষাত্বক সুর প্রায় সব কবিতার মধ্যে ছড়ানো। জীবন-যন্ত্রণা প্রায় ব্যক্তিগত যন্ত্রণা। আশা করা যায়, বৃহত্তর চেতনার মুখোমুখি এই কবির আরো দানে উত্তর কালে আমরা সমৃদ্ধ হোব।

২৬ মে '৭৬

সাধারণ গৃহী লোকের মতই। পকেট তলায় ঠেকলে মাথায় বাড়ী মারে। একাগ্রতা কমে যায়। এমন হওয়া উচিত নয়। একাগ্রতা, যখন যে-কাজে থাকি, কমবে কেন? এদিকে মন প্রস্তুত করা উচিত। অকূলে যখন ঝাঁপ দিয়েছি; অমন পরিস্থিতি প্রায়ই আসবে। বিশেষতঃ আমি যখন লেখক হিসেবে নতুন জায়গায় স্বল্প পরিচিত এবং গতিবিধি সীমাবদ্ধ।

তরুণ সান্যালের পরিবার-ভুক্ত আর এক বর্ষীয়ান মহিলা আছেন শ্রীমতী সত্যবেলা ঘোষ, ওদের কাছে দিদি নামে খ্যাত। কাল আমি দিদির ঠাকুরদের (শ্রীকৃষ্ণ এ্যান্ড কোম্পানী) জন্যে বেলফুলের মালা এনে দিয়েছিলুম। বিধবা, সন্ত ানহারা মানুষ। অতি সৎ এবং পরহিতব্রতী। ঠাকুর তার প্রতীক। সব যুগেই কিছু প্রতীক লাগে—দৃশ্য বা অদৃশ্য যা-ই হোক। আধুনিক মানুষ হিসেবে বাঙলাদেশের পতাকা যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করে—তা প্রতীক ছাড়া আর কী? এখন দেখতে হয়, প্রতীক আত্মার উন্নতির কী কাজে লাগছে। দিদির প্রতীক তার আত্মার কোন ক্ষতি করেনি। তাই আমার সঙ্গে ওই প্রতীকের কোন বিরোধ নেই—এই ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে। বিকল্প না দিয়ে প্রতীক কেড়ে নেওয়া অন্যায়। সামাজিকভাবে অন্যায়। মানুষ তাহলে Dehumanized হয়ে যাবে। সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে, ওদের ভুল ত্রুটি থেকে আমাদের এ শিক্ষা পাওয়া উচিত।

সন্ধ্যা বরেন গাঙ্গুলী, হীরক রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল রায় সহ আড্ডা। একই কাহিনী বা প্রসঙ্গ ঘুরে ঘুরে উঠল। এবারকার 'রবীন্দ্রপুরস্কার' প্রাপ্ত এবং পুত্রবধূর হত্যাকাণ্ডের শরীক এক সমাজ-হাঙ্গর সাহিত্যিক।

www.pathagar.com

২৭ মে '৭৬

মিত্র এ্যান্ড ঘোষের আপিসে বিকেল। শ্রীগজেন মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সুমথ ঘোষ পরে এলেন। মিত্তির মশাই দশাসই চেহরা। বয়সের ভাবে কিছুটা ন্যুব্জ। প্রাচীন কেতার সাহিত্যস্রোতে এঁরা বিচরণশীল। সেদিক থেকে এক শ্রেণীর পাঠকও আছে। এঁদের অমায়িকতা বড় ভাল লাগল।

২৮ মে '৭৬

তেত্রিশ বছর পরে দেখা শ্রীসমর রুদ্রের সঙ্গে। উজ্জ্বল শ্যাম এ্যাপোলো-মূর্তি আমাদের সহপাঠী ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনই সমাজ-সেবার প্রবণতা দেখা যায়। CPM দল থেকে MLA হয়েছে। বহুদিনের ফাঁক আজ ভরাট করা গেল না। অন্য হপ্তার জন্যে মুলতুবী রইল। পরবর্তী যুগের কাহিনীকারগণ A Tale of two cities (ঢাকা-কলকাতা) লিখবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তখন তারা উপন্যাসে এই জাতীয় সাক্ষাতের অবতারণা করলে বাস্তবতা-বিরোধী কিছু বলবে না কেউ। মিসেস মীরা রুদ্র, নামে তরুণীসুলভ, কিন্তু বর্ষীয়ান মহিলা। স্বল্প ক্ষণের আলাপ, আন্তরিকতা যেন অনেক দিনের। যাযাবর জীবনে পথের ধারে পাওয়া এই সঞ্জীবনী-চূর্ণ আমার নিকট কৃতজ্ঞতার বেশেই আসে।

শ্রীরমেন মিত্র ভুগছেন সেই উনিশ তারিখ থেকে। ওর কথা মনে হলে বিষণ্নতা পেয়ে বসে। বুলেটীন বেরুচ্ছে রোজ দৈনিক 'কালান্তর' পত্রিকায়। একই অবস্থা। উন্নতির সংবাদ কবে বেরুবে। চিকিৎসকগণ কাউকে দেখা করতে দিচ্ছে না। এই জন্যে খারাপ লাগছে।

জানতাম না, আরো দুঃসংবাদ আছে আমার জন্যে। গত রাত্রে এগারোটার শেষ সংবাদে বাঙলাদেশ বেতার ঘোষণা করল, "আজ বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দাফন-কাজ সমাপ্ত হয়।

আর কিছু শুনিনি।

জয়নুল মরে গেছে?

চার মাস ধরে যে বজ্রপাতের জন্যে বুক পেতে রেখেছিলাম, আজ সেই টেন্‌শানের সমাপ্তি ঘটল।

জয়নুল....।

জয়নুল....।

২৯ মে '৭৬

সারাদিন কাটল এক রকম আচ্ছন্নতায়। এই কলকাতা শহরে (১৯৩৩)। জয়নুলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তার ইতিও যেন ঘটল এখানে। টুকরোটুকরো

www.pathagar.com

স্মৃতির স্রোতে ভাসতে লাগলুম। সন্ধ্যায় হরীতকী বাগান থেকে ফার্ন রোড। দেবশরণ ও পার্বতী দাশগুপ্তাদের সাহচর্যে কিছুটা আত্মস্থ। ২-বি বাস ধরলুম। দেবশরণ বাস-ষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত সঙ্গী। দেবশরণ চলে গেলেন, জয়নুল ফিরে এলো।

৩০ মে '৭৬

আরো কত যন্ত্রণা আছে সম্মুখে? এসব ঠেলেই এগোতে হবে। আশ্রয় নিয়েছিলাম আততায়ীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে। সঙ্কুচিত পৃথিবী। এই শহরও ক্রমশঃ আততায়ী হয়ে দাঁড়ালো। তার উপর এই বিচ্ছেদ বেদনা। বিয়াল্লিশ বছর আগেকার চেনা জয়নুল। ক্রমান্বয় কতো ছবি চোখের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। বড় ক্লান্তি মনের উপর। বিকেলে উদ্দেশ্যহীন অনেকখানি বেড়িয়ে এলাম। কিন্তু প্রশান্তি খুঁজে পাইনে।

৩১ মে '৭৬

কোন কাজের দিকে এগোতে উৎসাহ নিভে আসে। লেখাপড়া দু'দিন নাদরাৎ। বিকেলে গৃহসুখের জন্যে মন আনচান করছিল। রাজারবাগের টুকরোটুকরো ছবি। এই দুর্বলতা দাওয়াই কোথায়? বিকেলে বেড়াতে গেলাম না। শারীরিক নিয়ম পর্য্যন্ত ভাঙলাম সহজে?

হেরে যাব নাকি শেষ পর্য্যন্ত?

না-না–।

১ জুন '৭৬

নাতি ওয়ারিদের বয়স ৭ মাত্র। ওকে আজও দেখলাম না। হঠাৎ এই নবজাতকের কথা ধাক্কা দেয় কেন? ফ্যারেক্স বেবী ফুড, ঢাকায় মেলে না। আজ লোক মারফৎ দিয়ে এলাম।

পার্ক সার্কাস এলাকা রবি উদ্দীনের অনুজ রফিক উদ্দীনের সঙ্গে দেখা করে এলাম। কাছেই থাকেন সমরেশ বসু। তাঁর কাছে আধ ঘণ্টা। অস্থির চিত্ত কোথাও নিশ্চিত হয় না।

রাত্রে হঠাৎ বাঙলাদেশ বেতারে সাহিত্য আসর ধরা গেল। কতো দিন পরে কবি শামসুর রাহমানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। সাক্ষাৎকারে কী বা বলবে? বেশ দক্ষতার সঙ্গে এড়িয়ে গেল কবি। কিন্তু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পুস্তক-সমালোচনায় বেশ কিছু কড়া কথাই পাচার করলেন। যেখানে চিন্তা অচল সেখানে সমাজও অচল। এমন কথা সোজা বললেন। প্রতিক্রিয়াশীলতার দোজখে এমন উচ্চারণ–সাহসের পরিচয়। বড় ভাল লাগল সাহিত্য আসর। আত্মীয়দের কণ্ঠস্বর, আহ্ কতো দিন শুনিনি।

www.pathagar.com

২ জুন '৭৬

দেবসাহিত্য কুটীরের সঙ্গে বইয়ের ঝামেলা শেষ হয়নি। কারণ, ওরা পাণ্ডুলিপি পড়ে উঠতে পারেননি। বেলা চারটে। দুরন্ত গরমে যাতায়াত। অনর্থক। হঠাৎ নতুন লেখকের মত পরীক্ষা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। উপায় নেই। ছোটদের লেখায় আমার কী হাত আছে তা, এরা জানেন না। দোষ চাপানো অচল। অতএব...

শরীর রক্ষার জন্যে মগজের কাজ কিছু কমিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা দায়। একদম বসে নীরবে চিন্তার অভ্যেস করতে হবে। কাগজ কলমের উপর চিন্তা, কিছু কেন, বেশ পরিশ্রমসাধ্য। সেদিকে যেতে চাই নে। কতো রকম ঝামেলা না সামনে।

"নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে" উপন্যাস-খ্যাত শ্রী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হীরক রায়ের 'অনন্য প্রকাশনায়'। তিনি এক প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। বয়সটা এমন, নতুন লেখকের মত যেখানে সেখানে ঢুঁ মারতে বড় বাধে। এখন উকীল ধরাও অশোভন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ। একটা পাণ্ডুলিপি হাওলা না করা পর্য্যন্ত অন্য কাজে হাত দিতে মন চায় না।

৩ জুন '৭৬

সঞ্জীব দত্ত দিল্লী থেকে ফিরে এসেছে। সকালটা নানা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা। বাঙলাদেশ কী মোড় নেবে? আলোচনার তোড়ে বুকে অনেক জোর পাওয়া গেল।

বন্ধু জয়নুলের স্ত্রীকে এখানকার কাগজের কাটিং পাঠালুম, মৃত্যুর পরবর্তী সংবাদ-সম্বলিত। সঙ্গে অস্বাক্ষরিত পত্র। প্রেরক বেঠিকানা। এমনও পরিস্থিতির মোকাবিলা ছিল কখনও ভাবিনি।

আবেদিন চলেই গেল...

শেষবার তাকে দেখলুম না পর্য্যন্ত।

দেখার অধিকার হারিয়ে ফেললুম-বলাই বিধেয়।

নিজের গণ্ডীর কেউ কষ্ট পেলে দুঃখ পাই। নিজের মা-বাপ ভাই-বোন। নিখিল মানুষের বেদনাও ত তেমন তীব্র হয়ে দেখা দেওয়া উচিত। অথচ সেখানে তেমন দুঃসহ চাপ সৃষ্টি হয় না কেন? মধ্যবিত্ত জনের চেতনা কি এমন খণ্ডিত? এখান থেকে মুক্তি পেলেই ব্যক্তিগত যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

৪ জুন '৭৬

লেবাননের খ্রীষ্টান এবং মুসলমানেরা সত্যিই খ্রীষ্টান ও মুসলমান। ইতিহাস

www.pathagar.com

থেকে কিছুই শেখে না। বাঙলাদেশের মুসলমানের দুর্দশার একটা ব্যাখ্যা ত করা যায়—য়ুরোপ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু য়ুরোপের অতি কাছে থেকেও লেবানীজদের ধর্মান্ধতা গেল না। সাম্প্রতিক রক্তপাত থেকে আন্দাজ করা যায়, বাঙলাদেশে ওই জাতীয় গৃহযুদ্ধ অসম্ভব নয়।

বাঙালী মুসলমান বুড়োরা শোভন-ভাবে মহিমামণ্ডিত হয়ে বাড়ে না। আমার এই ধারণা আরো প্রকট হলো। খুলনার অমর দেশপ্রাণ কৃষক-নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জি (মুসলমান চাষীরাও আদর করে বলত বিষ্ণু ঠাকুর) মর্মান্তিকভাবে মুসলিম লীগের গুন্ডাদের হাতে নিহত হন ১৯৭১ এ এপ্রিল মাসে। তাঁর স্মৃতিচারণায় একটি সংকলন বেরিয়েছে। এতদিনে হাতে এলো। সেখানে মরহুম মোজাফফর আহমদ সাহেবের লেখা আছে। লেখাই। হতশ্রী একটা রচন। তিনি মন্তব্য করেছেন দেশ বিভাগ সম্পর্কে, "...এ বিভাগ শুধু জিন্নার চক্রান্তে হয়েছিল একথা ঠিক নয়, এর পেছনে বল্লভ ভাই জওহরলালেরাও ছিলেন।" লেখেননি, কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকাও গৌরবজনক নয়। পূর্ববঙ্গের কম্যুনিষ্ট এম, এলরা ভোট দিলে, দেশ ভাগ হোক, পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্টরা ভাগের বিপক্ষে। হঠাৎ স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে গোটা দেশের দেউলেপনা (যেন মোজাফ্ফর সাহেব একমাত্র Little Jesus ক্ষুদে যীশুখ্রীষ্ট) এসব নিয়ে লেখা কি প্রয়োজন? কিন্তু পঁচাত্তর বছর বয়সের বুড়ো এবং মুসলমান আর কী করবেন? সসম্মানে অবসর গ্রহণ করতে এরা শেখেন না। দলীয় মনোবৃত্তি তখনও ছোঁড়াদের মত এখনও পেয়ে বসে।... কয়েক বছর পূর্বে 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে (মোজাফফর আহমদ লিখিত) তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সমাজকর্মী রবি উদ্দীন আহমদের নামও উল্লেখ করেননি যে-জন নজরুলের সঙ্গী ছিলেন চিকিৎসা বাবদ য়ুরোপ যাত্রার সময় এবং সমস্ত প্রবাস-কাল। হেতু? মতভেদ ছিল। ফলে, রবি উদ্দীন পার্টি থেকে সরে আসেন, CPM বা CPI কোথাও থাকেননি। কিন্তু তা রাজনৈতিক প্রশ্ন। য়ুরোপে নজরুলের চিকিৎসা-বাবদ আয়োজনে আরো কিছু সহৃদয় নজরুল অনুরাগীর মত রবি উদ্দীনের অবদান ত অস্বীকার চলে না। ফোঁড়ার কায়দায় যখন মগজ পাকে, তখন এমনই কাণ্ড ঘটে। স্থানাস্থান জ্ঞান থাকে না। নচেৎ স্মৃতিচারণায় হঠাৎ বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ আসে কেন? অনুপাত-জ্ঞানও শ্রদ্ধাভাজন হারিয়ে ফেলেছিলেন।

৫ জুন '৭৬

প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতা। আবার গৃহাগত প্রাণ। পড়াশোনা ঠিকমত করা গেল না।

৬ জুন '৭৬

ইন্ডিয়ান কার্বাইডের অফিসার শ্রীসমীর বসু সমীপে জনসনের খোঁজে। জনসন

www.pathagar.com

শামসুর রহমান খান ভারতে বাঙলাদেশের হাইকমিশনার। বোস সাহেব আমাকে একদা-চাটগাঁনিবাসী চক্ষুচিকিৎসক শ্রীননীগোপাল চৌধুরীর রাসবিহারী এভিন্যুয়ের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সেখানে বুড়ি-ছোঁওয়া। পরে দেবশরণের বাড়ী। দুপুরে আহার ও বিশ্রাম। বিকেলে সঞ্জীব দত্ত ও সাংবাদিক জওয়াদ করিমের সঙ্গে শেষোক্ত জনের বাসায়। রাজনৈতিক আলোচনায় গোটা সন্ধ্যা কেটে গেল। হাজার হাজার কোটী Aid বা ভিক্ষা দিয়ে দেশ কতো দিন চলবে? মার্কিনদের মতিগতি কী? সোভিয়েট প্রতিক্রিয়া, বাঙলাদেশের শাসক-গোষ্ঠির সম্ভাব্য আচরণ... এমনতর নানা ফ্যাক্‌ড়া। এসবের উপরই নির্ভর করছে দেশে ফেরা।

দেবশরণ দাশগুপ্ত সঞ্জীব দত্তকেও ভাল চেনে, সংবাদটি হর্ষবর্ধক। দাশগুপ্ত দম্পতির কাছে ঋণ বেড়েই চলেছে। হাফ ছাড়ার এমন কিছু বিন্দু না থাকলে ত মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলতাম।

৭ জুন '৭৬

দুপুরে বৃষ্টি এলো। আর থামে না। ফেরীওয়ালাকে আজ বেরুতে হয়। দেবসাহিত্য কুটীরে। "জুজু গগা" পাণ্ডুলিপির ফয়সালার দিন। ছাতাহীন, অর্ধসিক্ত—হঠাৎ রিকশা পেয়ে বাঁচা গেল। চালদা বাগান, ডি, এল, রায় স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে অকুস্থলে। এক মাস পাণ্ডুলিপি রেখে আজ বাবু বললেন, "পুজোর পর এখন নয়।" আবার বৃষ্টি মাথায় কলেজ স্ট্রীট। এবার সঙ্গী আছে। পাণ্ডুলিপি। তাকে ভিজতে দিতে পারি না। আবার রিকশা। খামখা দু'টাকা গচ্চা গেল—যখন পকেট শুকিয়ে আসছে। এমন সব ছোটখাট অস্বোয়াস্তির খোঁচা খেতে হবে। তা জেনেই তা হাঙর-নিকেতনে ঝাঁপ দিয়েছি।

'অনন্য প্রকাশন' এ হীরক, বরেন গাঙ্গুলী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল রায় প্রমুখ সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটল। সন্ধ্যায় বৃষ্টি ছিল না। তাই দৈনন্দিন বরাদ্দ 'হন্টন' শেষ করা গেল। তথা ডেরাঃ সান্যাল আশ্রম।

৮ জুন '৭৬

বৃষ্টির জন্যে গৃহবন্দী। পড়াশোনার পর শারীরিক মেহনৎ ছাড়া বড় অস্বোয়াস্তি লাগে। অথচ নাচার ঘরে বসে থাকা স্মৃতির জল্লাদেরা সহজে ধেয়ে আসে। সুদূর অতীত হানা দেয়। হঠাৎ কতো প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে।

৯ জুন '৭৬

ছোট ছেলে জাঁনেসারের পত্রে একটা আশঙ্কা কাটল। সে পুনা থেকে ছুটি কাটাতে কেরালা যাবে। বাঙলাদেশে যাওয়া আদৌ উচিত হবে না, বুঝতে

www.pathagar.com

পেরেছে। অরাজকতার মধ্যে গিয়ে পড়া—কোন লাভ নেই।

হঠাৎ আবার অর্থাভাব। শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী বিশ্বাস উদ্ধারে এলেন। পাণ্ডুলিপিগুলো প্রকাশককে সোপর্দ করতে না পারলে এই বিভ্রাট চলবে।

দেবশরণ অসুস্থ। দেখতে গিয়েছিলুম। হঠাৎ পেটের গণ্ডগোলের শিকার। পথে সঞ্জীব দত্ত ও জওয়াদ করিমের সঙ্গে কিছুক্ষণ। চোর খোঁজে ভাঙা বেড়া। মিসেস গান্ধী মস্কো গেছেন। আমরা ভাবছি বাঙলাদেশের কথা সেখানে কী রূপ নেবে। সমস্যা ত শুধু ভারতের নয়, রাশিয়ারও। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে পাঁদাড়ও আর অবহেলনীয় নয়।

১০ জুন '৭৬

অর্থ, অর্থ, অর্থ। নিশ্চিন্তে লেখার জন্যে কিছু থাকা দরকার। হা-পিত্যেশ উঞ্ছবৃত্তি চিত্তবৃত্তির জন্যে বড় ক্ষতিকর। আজ তাই অধ্যাপক আবু তৈয়ব আবু জামালের বাড়ী পৌছলাম। গৃহিণী ভাবী-সনাতন মহিলা। ব্রাবোর্ণ কলেজের লাইব্রেরীয়ান। আমার বহু রসিকতার টার্গেট। ওই বাড়ীতে গেলে মন চাংগা হয়ে ওঠে নিমিষে। ওদের বাড়ী বর্তমানে ভৃত্যহীন। তাই ভায়ের চেক ব্যাঙ্কে-নীচের তলা পাশের বাড়ী—ভাঙাতে গেলাম। কী সমাপতন। এক অচেনা নওজোয়ান জিজ্ঞেস করে, "আপনি অমুক?" আমি পরিস্থিতি অনুযায়ী দোমনা—পরিচয় দেব কি না ভাবছি। সে বললে, আমি দীপক সরকার। ঢাকা কলেজে ১৯৬৪-৬৫ আপনার ছাত্র ছিলাম।' বুক ভরে উঠল। ওর অমায়িকতা ওর সুন্দর চেহরার সঙ্গে মানানসই। অপরিচয়ের অনেক অন্ধকার দূর করা গেল। আবার তৈয়েব ভাই ও সাবেরা ভাবীর সঙ্গে। সাড়ে দশটার দিকে বিদায়-অনুমতি গ্রহণ। কিন্তু কী আশ্চর্য সমাপতন!

রফি আহমদ কিদোয়াই রোড (তৈয়েব ভায়ের বাসা তিন তলার ফ্ল্যাটে থেকে নিউমার্কেট। সেখানে পশ্চিম দিকের ব্লক-পথে এগোলাম, ঠিক বাট্রাম রোডের দক্ষিণ মুখ পর্য্যন্ত। উদ্দেশ্য, কোন ঠান্ডা পানি পান লাইট হাউস সিনেমার সামনের দোকানে। তখন নিউ মার্কেটে ওই ব্লকের মুখে একটা টুলে বসে পান হাতে এক ছোকরা হাঁকছে, "মুজিবর কোথায়... মুজিবর?" দু'তিন বার।

আমরাও মুজিবকে খুঁজছি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রাণ-পুরুষ ছাড়া আমরা এগোব কী করে?

আশ্চর্য, এক দিনে এমন অভাবনীয় দুই কাণ্ড।

১০ জুন '৭৬

হঠাৎ দেখা কলকাতা যাদুঘরের সামনে আমার গ্রামবাসী প্রয়াত বাবু

www.pathagar.com

দোকানীর (ভাল নাম আব্দুল হাকিম) ছেলের সঙ্গে। পারিবারিক দুর্দশায় এখন ফেরীওয়ালা। খুবই দুরবস্থা। আহা, এদের কাছ থেকে কোথায় ছিটকে পড়লুম? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলচিন্তায় বিভোর। চেনাজানা জনদের জন্যে কিছু করতে পারলাম না। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বিদায় নিলুম। মনটা সহজ হতে পারল না অনেকক্ষণ। ওর এক বড় ভাই আছে রেলওয়ে সার্ভিসে। সে টাকা পাঠাতে পারে না। ফলে, গোটা পরিবার নানা দুর্দশাগ্রস্ত।

১১ জুন '৭৬

ক্রেমলীনে বাঙলাদেশ কি ছায়া ফেলছে? আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর আমাদের নির্বাসন-কাল নির্ভরপর।

দেবশরণ অসুস্থ। ফলে, বালিগঞ্জে এলাকায় সারা দিন। সঞ্জীব দত্ত সমীপে ঘণ্টা দুই। বিকেলে অচ্যুত সাহার সঙ্গে কিঞ্চিত বক্ষভার উজাড়।

১২ জুন '৭৬

খান এবং মিসেস মতীন খানের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। মেয়ের চিঠি আর দুটো হাওয়াই শার্ট বাড়ী থেকে বয়ে এনেছেন। সাহস করে আমার বাড়ী চড়াও হয়েছেন। শুধু ধন্যবাদে মন ভরে না।

'বসুমতী'র জন্যে গল্প লেখার আয়োজন।

"বাঙলার ডাক" এক কপি পাওয়া গেল। ইংলন্ডে স্নেহাস্পদ গাফ্ফার চৌধুরী বাঙালী জাতীয়তাবাদের ঝান্ডা আবার তুলে ধরেছে। ওকে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করতে পারব না। কী করা যায়, ভাবতে হয়।

১৩ জুন '৭৬

আসামে বাঙলাদেশে বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষ একটি Geological unity (অঞ্চলে অঞ্চলে অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্ক তাদের সমস্যার রূপও তা-ই—তাদের সমাধানের রূপও তেমনই) অহরহ জানান দেয়। দেশভাগের সময় নেতারা তা চোখে দেখলেন না। এবার বাঙলাদেশের দুর্দশা কীভাবে ঘুচবে এত অরাজকতার মধ্যে তা নিষ্ক্রিয় বসে-বসে দেখতে হবে। অসহায় দুঃখ নৈতিকতার বুনিয়াদ নয়।

জাঁনেসার পত্র দিয়েছে। সে বাঙলাদেশে যাবে না। জিদ্‌দী ছেলে। ওকে নিয়ে ভীত ছিলাম। আমার পত্র কার্যকর হয়েছে, বুঝা গেল।

মজার ঘটনা শুনলাম, তরুণ সান্যালের কাছ থেকে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেল। পার্টির সম্পদের (Asset) কী হবে? তার অনেকাংশ ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

সম্পত্তি অর্থাৎ Private property ফলে, ব্যক্তিগত যেদিকে CPI অথবা CPM সম্পত্তিও সেদিকে ঝুলে গেল। যেমন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ছিল মোজাফ্ফর আহমদের নাম (নিজ নামের আদ্যাক্ষর প্রবর্তিত) সুতরাং গোটা সম্পত্তি M এর। নৈতিকতার কোন প্রশ্ন উঠল না। এসব উঠলে কি আর বৃদ্ধ বয়সে মতিচ্ছন্ন ধরে? আমি হলে Retire করতাম। (কিন্তু মুসলমান বুড়ো gracefully grow করা ওদের ধাতের বাইরে।) Asset ভাগ করে দিয়ে সরে পড়া উচিত ছিল, সম্পত্তি যখন যৌথভাবে গড়া। কিন্তু তিনি তা করলেন না। অধিকাংশ মুসলমানের মগজও কর্তিত আর একটি অঙ্গের মত।

১৪ জুন '৭৬

বাঙলাদেশের বন্যা-পরিস্থিতি ভয়াবহ। ভাগ্যহত বাঙলাদেশ। প্রকৃতি এবং মানুষ সমান ভাবে মারছে।

অশান্ত মন। সকালে সঞ্জীব দত্ত সন্নিধানে। কথাবার্তায় আন্‌মনা হওয়া উদ্দেশ্য। ওর সঙ্গে আলাপ আলোচনা পোয়ালার পর পেয়ালা শ্যাম্পেন খাওয়ার মত। বাঙলাভাষা সংস্কৃত প্রভাব-জাতও বলা যায়। ফলে, প্রতিটি শব্দ মধ্যযুগীয়, ঢিলেঢালা লেবাসের মত। ঋজু আবেগও ঢিলে হয়ে যায়। রুক্ষ গম্ভীর Stremlined কোন ভাব-প্রকাশ কঠিন। প্রায় 'ক্লিশে' হয়ে দাঁড়ায়। বাঙলাভাষার Serious লেখকেরা তা অনুভব করে। গীতলতার আধিক্য ভাষা ও ভাব কোন কিছুই মহিমান্বিত বা পরিচ্ছন্ন করে তোলে না। বাঙলা কবিতা গত বিশ বছরে তাই মুখ থুবড়ে পড়েছে। যদিও অন্যান্য অসুবিধা আছে। সঞ্জীবের এই মন্তব্য মাথা পেতে নিতে হয়। বেশীক্ষণ থাকা গেল না, অন্য কাজের তাগিদে।

পরিস্থিতি অনুযায়ী কলকাতায় পরিচয়ের গণ্ডী বাড়ানো বিপজ্জনক। বেশী লোক চাক্ষুষ চেনেও না আর এত জনাকীর্ণতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সুবিধে অশেষ। হঠাৎ গড়িয়াহাটা গোল পার্কের মুখে আমার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাঙলার অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। চিনে ফেললেন, যদিও প্রায় তিরিশ বছর পর দেখা। সঙ্গে ধরে নিয়ে গেলেন। কাছেই বালিগঞ্জ গার্ডেনে বাড়ী। বাঙলার এই অধ্যাপকের কাছে আমি ঋণী। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি বড় যত্নবান ছিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁকফোকর পূর্ণ করা গেল। ওঁর স্ত্রী পরলোকে। তিন সন্তান অধ্যাপক। কবিতা লিখতেন। "কুটীরের গান" ছাত্র অবস্থায় পড়েছিলুম। কবিতার বই "কুটীরের গান।" কিন্তু উক্ত কবিতাটি বেনজীর আহমদ সম্পাদিত "নওরোজ" পত্রিকায় বেরিয়েছিল আমার মনে আছে। স্যার আরো দু-খানা বই দিলেন। দেবদেবীর ছবি বোঝাই ওঁর শয়নকক্ষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই সব 'গ্যাজেট' জুটেছে কি না, জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করতে সাহস হোলো না। এত কালে সৎ সজ্জন শিক্ষিত অধ্যাপকের যে নমুনা ছিল, ধীরেন স্যার তার প্রতিভূ। যৌবনে চেহারাটি ছিল বড় সুন্দর। একহারা গৌরতনু। এখনও আদলে সারল্যের ছাপ প্রকট, বেশ নিবিড় ভাবে। ব্যস্ততার জন্যে বেশীক্ষণ বসতে পারলুম না। আর একদিন আসব—প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালাতে হলো।

দুপুরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের অতিথি সেখানেই ঘুম। মেঘলা বিকেল। পার্ক সার্কাসে সন্ধ্যা। জাষ্টিশ মাসুদ দাঁতের জন্য শয্যাশায়ী। চোয়াল-নাড়া নিষেধ। অতএব, বিশ্রম্ভালাপ করা গেল না।

১৫ জুন '৭৬

পুনা ফিল্ম ইনষ্টিট্যুটের ছাত্র আনোয়ার হোসেন। ওর আসার কথা ছিল। স্নেহভাজন এসে পৌছল না। পার্ক সার্কাসের আর এক বাড়ীতে সাক্ষাতের কথা। বহুক্ষণ অপেক্ষা। ট্রামে ভিড়। রাত্রি পৌনে দশটায় আশ্রমে ফিরলুম। গৃহস্বামীর সাবধান বাণী আবার শুনতে হোলো।

গল্প একটা শুরু করেছি, শেষ করতে পারছি না। বড় ভোগাচ্ছে।

কাজের মধ্যেই সব দুঃখ ডুবিয়ে মারা-ই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা

বাঙলাদেশের কথা আর ভাব্‌ব না। মিসেস গান্ধী ফিরে এলে বুঝা যাবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্রোতে কোনদিকে ধাইবে।

১৬ জুন '৭৬

সকালে পার্ক সার্কাস। আনোয়ার হোসেনের ক'টা জিনিস গচ্ছিত ছিল। আজ ওর হাতে দিতে পেরে নিশ্চিত। ওয়ারিদ (নাতি—আমার দেওয়া নাম) নানার জন্যে আনোয়ার মারফৎ এক টীন "ফ্যারেক্স" উপহার গেল। বড় আনন্দ লাগছিল মনে। অথচ প্রাপককে আজও চোখে দেখিনি। ছবি এঁকেই মনকে সান্ত্বনা দিই।

বাঙলাদেশে বন্যায় ১৪৬ জন মারা গেছে সংবাদপত্রে দেখলাম। অপমৃত্যু যেখানে জন্মলেখা সেখানে সংখ্যা কিছুই প্রকাশ করে না।

গল্প লিখতে বসে ক্লান্ত। তাই বিকেল সন্ধ্যায় ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিতে চাই। সেখানেও বিপদ। এই অচেনা এলাকা তার মধ্যে অজস্র ভিড় ঠেলে তড়িৎ মজুমদারের বড় ছেলে জিজ্ঞেস করে বসল, "জ্যাঠা, কেমন আছেন?" তড়িৎ মজুমদার আমার "জননী" উপন্যাসের প্রথম প্রকাশক। হাল সাকিম কলকাতা। কিন্তু ৬৪ সনের দাংগার পূর্বে প্রকাশনা সংস্থা ছিল ঢাকায়। ঠিকানা ঃ ঢাকা বুক্‌স, ৩৯ পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১। নেপথ্যে থাকতেন অংশীদার শ্রী কার্তিক তাড়ণ। দু'জনে আজও সেই সম্পর্কে জড়িত। ঢেঁকিরা স্বর্গেও ধান ভানে।

www.pathagar.com

১৭ জুন '৭৬

কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকানে কথায় কথায় জানা, ভদ্রলোক আমার প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণপদ দত্তের অনুজ। আজ ওদের বাড়ী সকালে গিয়েছিলুম। অমায়িক ব্যবহারের জন্যে কৃষ্ণকে ভুলে যাইনি। ওরা এখনও একান্ন পরিবার। কৃষ্ণ দুই সন্তানের জনক। গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিট্যুটের কিছু স্মৃতিচারণা করা গেল। বত্রিশ বছর পরে শিক্ষক ছাত্রে দেখা। "দুই রাজধানী" বা অন্য কোন নামে আগামীকালের লেখক নিশ্চয় এসব লিখবে।

বিকেলে গজেন্দ্র মিত্রের ফার্মে (মিত্র এ্যান্ড ঘোষ) সুমথ ঘোষও ছিলেন। শ্রীপ্রমথ বিশীকে প্রথম দেখলাম ৭৫ বছর বয়সে বেশ ডাঁটো আছেন। অল্প বিস্তর পরিচয় ঘটল। ওঁকে বেঁটেই বলা চলে কিন্তু বেশ সুগঠিত দেহ। এখনও লেখনী সচল। "কাল্পনিক সাক্ষাৎকার" লিখছেন। টহলদার গঙ্গারাম নামক এক ঐতিহাসিক ব্যক্তির কাহিনী শোনালেন। উনিশ শতকের শেষে তিনিই নাকি বিদেশী "বয়কট" চিন্তার পথিকৃৎ। বুদ্বুদ অর্থাৎ সামাজিক বুদ্বুদই শেষে বন্যায় পরিণত হয় পরবর্তী কোন প্রতিভাধরের নেতৃত্বে। গান্ধীজীর নানা চিন্তার মধ্যে 'বয়কট' এর সূত্রপাত কাহিনী শোনা গেল। বেশ কিছুক্ষণ কাটল ওঁদের সঙ্গে।

১৮ জুন '৭৬

গত তিন দিন ধরে ছারপোকার জুলুমে অস্থির। দু-বার করে ঘুম ভাঙে। কিছু রক্তপায়ী ধ্বংস করে তবে নিস্তার। গত রাত্রে মেঝেয় শুতে হোলো একটা চাদর পেতে। এই কলকাতায় ১৯৩০ সনে যখন জীবন শুরু করি, তখন এই পোকার জ্বালা কম সহ্য করতে হয়নি। মেঝেয়ও নিস্তার ছিল না। তাই বিছানার চারপাশে ছাইয়ের। (কাঠের চুলায় রান্না) বাঁধ দিয়ে শুতাম। ছারপোকা-ছাই ডিঙিতে পারে না। হাসি পায়। বৃত্ত কি পূর্ণ আবর্তে আসছে? জীবন কী আবার প্রথম সূত্রপাতের মধ্যে শেষ হবে?

১৯ জুন '৭৬

সারাদিন একটা গল্পের উপর মেহনৎ। পরে হাঁটা গেল এ্যান্টনী বাগান পর্য্যন্ত। অচ্যুত সাহা হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জার শিকার। বাঙলাদেশ রেডিও থেকে সামরিক প্রধান ভারত-বিদ্বেষ পরিবেশন করছেন। কাশ্মীর যেমন ছিল পাকিস্তানী নেতাদের ছুতো (মাঝে মাঝে জনসাধারণের দৃষ্টি ফেরাতে মোক্ষম আসল সমস্যা এড়িয়ে) বাঙলাদেশ ধরেছে ফারাক্কা। একই খাতে চলছে সেই পুরাতন রাজনৈতিক প্রবাহ। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জের এমনভাবে বইতে পারে, দেশ ভাগের সময় নেতারা কল্পনা করেনি। বাঙলাদেশের বাদশা কি মুরুব্বীদের কাছে আশ্বাস পেয়েছে, যার

www.pathagar.com

জোরে বেছে নিয়েছে এমন আত্মহত্যামূলক রাজনীতির পথ।

২০ জুন '৭৬

বালিগঞ্জ। সঞ্জীব দত্তের সঙ্গে দুই ঘণ্টা। কর্তা সম্প্রতি কয়েকটা বাঙলা উপন্যাস পড়ে হতাশ। "জীবন অর্থহীন। অতএব যা মজা পাও, লুটে নাও। মজা যেখানে পাও, লুটে নাও। প্রায় প্রত্যেকটা উপন্যাসের একই বিষয়বস্তু।" এই বলে দত্ত মশাই কিছু উষ্মা প্রকাশ করলেন। উপন্যাসগুলো আমার পড়া নেই তাই মন্তব্য থেকে বিরত। মননের বিকাশও সেইভাবে রুদ্ধ। প্রবন্ধ-সাহিত্য থেকে তার প্রমাণ মেলে।

দুপুর কাটল ভাই আবু তৈয়েব আবু জামাল ও সাবেরা জামালদের সঙ্গে। ঐতিহ্যবাহী কিন্তু প্রগতির সমর্থক স্ববিরোধিতার এই সহ-অবস্থান অধ্যাপকের মধ্যে মেলে। সুস্থ দম্পতির সান্নিধ্য ওদের নির্মল আত্মার জন্যেই লোভনীয়। একমাত্র সন্তান নিয়ে অবিশ্যি ওরা বড় বিড়ম্বিত।

২১ জুন '৭৬

'অমৃত' আপিসে বিকেল। কবি মণীন্দ্র রায় তাঁর সহকারী বিদ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল চৌধুরী প্রমুখদের সঙ্গে ঘণ্টা খানেক। একটা গল্প ছাপতে দিয়ে এলাম।

কলকাতার সামাজিক পরিবর্তন প্রচুর চোখে পড়ে। জনাকীর্ণ পার্কে ছেলেরা তাদের বান্ধবী নিয়ে প্রায় ঢলাঢলি ভংগীতে বসে থাকে। কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। তিরিশ বছর আগে আশপাশের লোকের রক্তচক্ষুর সামনে এমন কিছু ঘটা অসম্ভব ছিল। নরনারীর সম্পর্ক এমন সহজ-ভাবে দেখা কল্পনা করা যেত না।

শ্যামবাজার থেকে হেঁটে হেদুয়া পার্ক, সেখান থেকে ট্রাম ধরলাম।

২২ জুন '৭৬

অস্থির মন নিয়ে সঞ্জীব দত্ত সমীপে। কবিতার আলোচনা উঠল। ইংরেজী কবিতার সঙ্গে দত্তজীর পরিচয় যে-কোন উক্ত ভাষার অধ্যাপকদের ছাড়িয়ে যাবে। ওর মুখ-জবানী শোনাও প্রীতিময়। কিন্তু আজ আলোচনায় ডুব দিতে পারলুম না।

দুপুরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ী। আহার এবং নিদ্রা।

একটা দাঁত তুলে ফেলা দরকার, কষ্ট দিচ্ছে এক মাস থেকে। তাই পার্ক সার্কাস। ডাঃ দিলীপ গুহ চক্ষুব্যাধি বিশারদ। তার পাশের চেম্বারে ডাঃ মজুমদারের দন্তশালা। দুই জনেই বড় সহৃদয় আমার প্রতি। দাঁত তুলতে কোন কষ্ট হয়নি। কিন্তু রেশ লেগে রইল।

www.pathagar.com

২৩ জুন '৭৬

হঠাৎ টেলিফোন পেয়ে খিদিরপুর গিয়েছিলুম জালাল উদ্দীন (পেয়ারা চাচা) ও শাহাব উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাতে। ওদের মুখে খবর পেলাম আমার ছোট বোন আমিনার স্বামী ভাই নজর আলি গত ১৬ জুন মারা গেছেন। নানা রোগে ভুগছিলেন। দুঃখ হয় ওদের বিপদে কোন কাজে এলাম না। ওঁদের বৃদ্ধ বয়সে কিছু শান্তি অন্ততঃ দিতে পারতাম।

নিবৃত্তি দিয়ে কোন মঙ্গল হয় না। পরিকল্পনাহীন জীবন একই আওড়ে ফিরে আসে। নিজের সাহিত্যসাধনাও নানাভাবে ব্যাহত।

ঢাকা থেকে সৈয়দ মনসুর আলী টেলিফোন করেছে বাড়ী নিয়ে গোলমাল। পজেশন চলে গেলে অনেক অসুবিধা। ওরা থাকবে কোথায়? ফনুর কথা ভেবে কষ্ট পাই। একসঙ্গে নানা দুশ্চিন্তার সূত্রপাত।

নিভৃতে নজর আলী ভায়ের জীবনেতিহাস পাঠ করতে লাগলুম। একরোখা মানুষ, কিছুটা বাউল-মনা (সেই অস্থিরতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গিয়েছিল ইটালী পর্য্যন্ত)... শেষে জীবিকার বনিয়াদ ধসে গেল। পাড়াগাঁয়ে কিবা উপার্জন। গ্রামবাসী শেষ বয়সে। চিকিৎসা তেমন হয়নি। নানা অসুখে শয্যাশায়ী। যাক, এতদিনে ইহকালীন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন।

সারাদিন বাল্যভূমির বুকে ঘুরে বেড়ালাম। লেখাপড়া ভাল লাগল না। বাল্যসঙ্গী বাশারতের মত ওর সন্তানেরা বড় মমতাপ্রবণ অন্তরের অধিকারী। তাই এখানে এলে বড় আশ্বস্তি পাওয়া যায়। আজ মৃত্যুর পটভূমি বড় বিকল করে রাখলে সারাদিন।

২৪ জুন '৭৬

জনসন ঢাকা থেকে দিল্লী ফিরে যাবে। কী হোলো শুভেচ্ছা মিশনের? এম্নি বুঝা যায়, এসবই ডিপ্লোম্যাটিক কসরৎ তবু—সন্ধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার শুভাকাঙ্ক্ষী সুবীর দাশগুপ্তর বাড়ী। পরে দলবলসহ জনসনকে পাওয়া গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে বহু বাক্যবিনিময়। হতভাগা স্বদেশ যথা-তিমিরেই। কাল ভোরে রাষ্ট্রদূত ফিরে যাবে কর্মস্থলে।

২৫ জুন '৭৬

গন্তব্য সঞ্জীব দত্ত। পথে তুমুল বৃষ্টি। বেলা এগারোটার সময়। ভিজে ন্যাতা। সঞ্জীবের পাজামা শার্ট পরে পাৎলুন জামা শুকাতে দিই। অনেক কথার মধ্যে জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সঞ্জীবের মতে, নেপোলিয়নকে রাশিয়ায় ঘায়েল করলে Serf দাসই বলা চলে! ওদের জাতীয়তাবাদ কি দাস-সভ্যতা-প্রসূত? খ্রীষ্টান ধর্ম দাস-প্রথার উপর বিকশিত। পরে জাতীয়তাবাদ মার্কেন্টাইল পুঁজিবাদের পথ

www.pathagar.com

ধরে। এসব মিশ্রণের অনুঘটক Catalyctic Factor কী? এসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরলুম তিনটের সময়। মার্কিনরা বাঙলাদেশ-কে খোঁচা হিসেবে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। ওদের ইলেকশন পর্য্যন্ত বোধ হয় মুখোমুখি দ্বন্দ্বে লাগবে না। তারপর আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাশাখেলা জমে উঠবে।

২৬ জুন '৭৬

বিশ্বরূপা থিয়েটারের পাশ দিয়ে মানিকতলা খাল-পথে অনেকক্ষণ হাঁটলাম। রুগ্নজীর্ণ এই এলাকা জীবন-সংগ্রামের এমন দুঃসহ ছবি আর কোথায় আছে জানি নে। খালের ধারে এই সর্বহারাদের মাথাগোঁজার ঠাঁই করেছে। ভাঙা ক্যানেস্তারার টীন, চওড়া পচা, কাঠ, ময়লা মোটা ন্যাকড়া—এমন সব উপাদান চালের উপর। খালের উপর পায়খানা আশপাশে দুর্গন্ধময় জঞ্জাল, এদিকে আর হাঁটতে আসব না। অনেক যন্ত্রণার মধ্যে বাস। খামখা আরো বাড়িয়ে লাভ কী?

ওসমান জামাল ইংলন্ড থেকে তিনটে গল্পের ইংরেজী অনুবাদ পাঠিয়েছে। এই এক অমূল্য প্রাণের সন্ধান পেয়েছিলাম। দূরে চলে গেছে। আবার হৃৎ-শূলের শিকার। ওকে নিয়ে তাই খবর না পেরে বড় আশঙ্কিত থাকি। বুদ্ধি এবং সুকুমার বৃত্তির সমাহার মুসলমান সমাজে বিরল। জামালের অনুপস্থিতি তাই প্রায় এই নির্বাসনে অনুভব করি।

২৭ জুন '৭৬

রোববার। সকাল থেকে বৃষ্টি। সারা সকাল লেখাপড়া। অতীত-বিশেষতঃ বাল্য ও কৈশোর কালের দিকে মন ধায়। স্মৃতির ধাক্কা নানাভাবে আসে। গরীব আত্মীয় স্বজনদের দীন মৃত্যু পটভূমি বড় ক্লান্ত করে রাখে। নিজেও নির্বিত্ত হয়ে রইলাম। বিপদে আপদে ওদের সাহায্য করতে যদি পারতাম, এত কষ্ট হোতো না।

বাঙলাদেশের কিছু খবর পাওয়া গেল। ছিটেফোঁটা বুদ্বুদ দিয়েই তলার আলোড়ন আন্দাজ করতে হয়। ভাই কলিম শরাফীর চাকরী গেছে। স্বাভাবিক। রবীন্দ্রসঙ্গীত যে গায় এবং অসাম্প্রদায়িক মনের অধিকারী তার চাকরী বর্তমানে ক্যাবিনেট সেক্রেটারী এবং জামাতে ইসলামীর কট্টর প্রচ্ছন্ন পান্ডার অধীনে কী করে থাকবে?

২৮ জুন '৭৬

বসুধা চক্রবর্তীর সঙ্গে দু'মাস দেখা নেই। আজ সকালে সাদার্ণ এভিন্যুয়ে। তার আগে আধ ঘণ্টা রবীন্দ্র-সরোবরে (পুরাতন লেক) এক জায়গায় বসে কিছু চিন্তা করা গেল। নিজের লেখা বাবদ। কিছু বিনোদনী রচনা না করে উপায় নেই–

www.pathagar.com

অস্তিত্ব বজায় রাখতে। কিন্তু মন এগোয় না। এই ফ্যাসাদ কী করে কাটব? সারা জীবন ঝড় ঠেলতেই গেল।

বসুধা চক্রবর্তীর সঙ্গে নানা আলাপ। পরে অগ্রজ ফণী চক্রবর্তী সমীপে। চিরকুমার এই এক জ্ঞানপিপাসু জন। ৭৮ বছর বয়সেও পুস্তক-বিহারী। মগজও অক্ষত আছে। তন্ত্র সম্পর্কে আমার কৌতূহল স্বাভাবিক। তিনি স্যার জন উডরফ, গোপীনাথ কবিরাজ (তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ খ্যাত) প্রমুখ এবং কয়েকটি বই সম্পর্কে সংক্ষেপে বললেন। এই বয়সে স্মৃতিশক্তির বলিহারি যাই। পড়ার লোভ আমার কম নয়। কিন্তু মনে থাকে কই?

পরে সঞ্জীব দত্ত সন্নিধানে। অতি সিরিয়াস ব্যক্তি। নিজের রচনার প্ল্যান শোনালেন। বাকী জীবনে আর মাত্র চার খানা বই লিখবেন। দু'খানা কাব্য, আর দু'টি গদ্য। দেশবিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে ওঁর পরিচয় এত প্রত্যক্ষ (স্মৃতিশক্তি এখানেও তাজ্জব করে) পরিকল্পনার খসড়া শোনা গেল। তার মধ্যে একটি বই হবে "ঈশ্বরের স্বীকারোক্তি" Mataphysical উপন্যাস।

বাসা এখন দূরে। ট্রামে ট্রামে ভিড়ের জন্যে সওয়া ঘণ্টা লেগে যায়। আকাশও গোমরামুখী। আমি তাই তাড়াতাড়ি ডেরামুখী।

২৯ জুন '৭৬

আজ রথযাত্রা। পূর্বে এত জাঁক এবং বিস্তার দেখা যেত না। তিরিশ বছর আগেকার কথা বলছি। ছোটছোট টীনের রথ হাজার হাজার বিক্রী হয়। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তা সাজিয়ে আনন্দ-মত্ত। স্বাধীনতার পর খানা-খোন্দল হিন্দুমুসলমান সমাজে ক্রমশঃ বুঁজে যাওয়ার কথা। দেখা গেল, গর্ত আরো বেড়েছে। তার ভেতর কতো অন্ধকার। মনুষ্যত্বের বিকাশ অত সহজে হবে না। সব চেয়ে অবাক করে, যখন আধুনিক ঝকঝকে মটোর থেকে নেমে প্যান্ট ও জেল্লাদার হাওয়াই-শার্টধারী বাবু সাহেব ঠনঠনে কালীবাড়ীর দরজায় মুদ্রিত নয়ন, স্পন্দিত অধরে গদগদ হয়ে যান।

আজ 'অনন্য প্রকাশন' এ গিয়ে 'সন্তানের স্বীকারোক্তি"র তিন ফর্মা প্রুফ দেখে দিলাম। শ্রীযুক্ত অমৃতা প্রীতম কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক দিক তুলে ধরেছেন বড় শিল্পকৌশলীর সঙ্গে। এখন দেখছি, হঠাৎ এই উপন্যাস তরজমায় হাত দিয়ে অন্যায় কিছু করিনি। একটা অনির্দিষ্ট তৃপ্তি এক মাইল পথ (চরণ-মারফৎ) আমাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে এলো।

৩০ জুন '৭৬

একটা দিন গেল বটে। অনর্থক বহু মেহনৎ। "পূর্বাশা" আবার প্রকাশিত। সঞ্চয় ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত তখন গণেশ এভিন্যুয়ের অধিবাসী, সৈয়দ

www.pathagar.com

ওয়ালীউল্লার প্রথম গল্পের বই 'নয়নচারা' এঁরাই প্রকাশ করেন। তার বই। পুরাতন সুবাদ আছে। সাক্ষাতে গিয়েছিলুম পটলডাঙা। সঞ্জয় বাবু পরলোকে। শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত (আদিম কাল থেকে আমাদের বাচ্চুদা) জীবিত আছেন। বলা বাহুল্য সাক্ষাৎ তাঁরই সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাটারাস্ত। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট-মাড়োয়ারী হাসপাতাল পাশে। স্মৃতি, কতো স্মৃতি। ১৯৫৭ সনে আমার অসুস্থ স্ত্রীকে এখানে ভর্তি করতে হয়। নিজে আসতে পারিনি। আমার স্বর্গীয় সন্তান তুরহানের তখন দশ বছর বয়স। মা কাল কলকাতা যাবে হাসপাতালে ভর্তি হতে, শুনে সে মুষড়ে পড়ল। সন্ধ্যায় বৃদ্ধের মত হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে চিন্তাক্লিষ্ট। বড়রা আমার সঙ্গে থাকবে। মার সঙ্গে যাবে শুধু চার বছরের ছোট জাঁনেসার। ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার বিমানে। অগত্যা-তবু, তুরহানও মার সঙ্গে। সাহিত্যিক বন্ধু শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে আমার স্ত্রীর দেখাশোনা করে যেত। কলেজ থেকে ছুটি পাইনি। তাই অমন ব্যবস্থা।... আজ তুরহান... শান্তিরঞ্জন দু'জনেই বহু দূরে পৃথিবীর বাইরে কোথাও।

রায়মোহনের বাড়ী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে। শুনলুম, মাড়োয়ারীরা কিনে নিয়েছে। এটা ম্যুজিয়ম হতে পারত। প্রকাণ্ড বাড়ী, উঁচু দেওয়াল। ইতিহাসের কতো প্রবাহ না তদানীন্তন দৈনন্দিনতার ভেতর দিয়ে গেছে। স্মারকটুকু ধরে রাখার কোন চেষ্টা হোলো না পশ্চিমবঙ্গে। পরম পরিতাপের বিষয়।

ডেরায় পৌঁছে দেখা গেল, কবি মণীন্দ্র রায় সস্ত্রীক উপস্থিত। ওঁর স্ত্রী আমাকে দেখেননি। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ক্লান্ত। আত্মগোপন না ফাঁস হয়ে যায়। আবার ট্রামে দু'ঘণ্টা গেল। রাত দশটা। তখনও ওরা ওঠেননি। তাই পেছন দরজা দিয়ে ঢুকে বিছানায় কপট নিদ্রাভিভূত চাদর মুড়ি দিয়ে। 'পথি নারী বিবার্জিতা' মণি রায় কি এই প্রবাদটা শোনেননি? তাই বড় ধকল গেল। সন্ধ্যার লেখাপড়া মাটি, একদম মাটি।

Mass Media গণমাধ্যমের যুগ একদিকে লেখক হত্যার উপায়ও বটে। স্পেশাল ইসুগুলো বেরোয়। বহু লেখক (প্রায় দরিদ্র) মুক্তকচ্ছ মেহনৎ শুরু করে, শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে পারে না। ইংরেজরা বলে, "Fattened to be slaughtered". কসায়ের দানা পানি দিয়ে ছাগল-পোষার ক্লান্ত ঘটে। অনেকে শেষে Mercenary রুগীগিলা- (হাড়গিলার অনুরণনে) লেখক হয়ে যেতে পারে।

সৃজনী ক্ষমতায় প্রায় অন্যান্য শ্রীসমরেশ বসু দু'হপ্তা হৃৎশুলে শয্যাশায়ী। দেখা হলে বলব, শরীরের দিকে তিনি খেয়াল রাখেন কি না।

১ জুলাই '৭৬

অমৃতা প্রীতমের বইটা এতদিনে ছাপা শুরু হয়েছে। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

কৌশলী শিল্পীর মত এই কাহিনীর বুনট। তাই তরজমা করেছিলুম। এতদিনে পাণ্ডুলিপির সদগতি হচ্ছে।

২ জুলাই '৭৬

গত রাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন-দেখলাম। একটা সুন্দর এ্যালশেসিয়ান কুকুর—বাদামী লালচে রং লোম শুয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে মরহুম বন্ধু জয়নুল আবেদিন। জায়গাটা খাদের পাশে। এক দিক দিয়ে মাত্র অন্য পথে ওঠা দায়।... তারপর আরো কিছু মুখ... আমার স্ত্রীকেও দেখা গেল। অস্পষ্ট... অসংলগ্ন আরো ছবি। জয়নুলের অবিশ্যি একটা ঐ জাতের কুকুর আছে, সম্প্রতি গত বছর থেকে পোষা শুরু করেছিল।

ওসমান জামাল লীড্‌স্ শহর থেকে আমার তিনটে গল্প অনুবাদ করে পাঠিয়েছে। সব পড়ে দেখলাম। ইংরেজী অতি উত্তম। দেশপ্রেমিক, দগ্ধ-হৃদয়, বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী-চিত্ত এই এক অনুজ-বন্ধু। বড় দূরে পড়ে রইল। সবাই এক সঙ্গে থাকলে কিছু করা যেত। পত্রিকা-প্রকাশের পরিকল্পনা বহু বছর থেকেই মুলতবী রয়ে গেল। দৈনন্দিন কুশাঙ্কুর উপড়ে শেষ করা গেল না। কী ছাই আর অন্য কাজ...

হীরক সন্ধানে মাটির গহনে অনেক পাতাল-অন্ধকারে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই।

৩ জুলাই '৭৬

সত্যপ্রসন্ন দত্ত (বাচ্চুদা) আবার 'পূর্বাশা' বের করেছেন। অকৃতদার রয়ে গেলেন সমাজ-উন্নয়নের নেশায়। পুরাতন নেশা কাটেনি। মানুষটির হৃদয় উত্তাপে আদৌ শীত ঋতু আসবে না, মনে হয়। আজ একটা প্রবন্ধ দিতে গিয়ে আরো বুঝা গেল। স্বর্গীয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য এক কালে 'পূর্বাশা' বের করতেন আর্ট পেপারে। তখনই অতি সুশোভন ইলাশট্রেশান সহ "পদ্মা নদীর মাঝি" পড়েছিলাম।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীট (বর্তমানে রামমোহন সরণী) ধরে দুপুরে বেশ হাঁটলাম।

সাড়ে তিনটের সময় বিকেলে সঞ্জীব দত্ত সন্নিধানে। ওকে নিয়ে আবার আজকাল ভয় হয় শিল্পের ক্ষেত্রে অতি ঈমানদার ব্যক্তি। মানুষ যখন অনুভব করে তখন ত কোন ভাষার বালাই থাকে না। এমন ভাষাহীন অনুভবের জগৎ-সৃষ্টি সঞ্জয়ের উপন্যাস রচনায় উদ্দেশ্য। আমার কাছে প্রায় অসম্ভব কিছু ঠেকে। তা-ও ইংরেজীতে। এই অন্বেষা সঞ্জীবকে না পাগল করে তোলে। তার উপর টাকা পয়সার বেশ টানাটানির মধ্যে আছে। কাজের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে না ছেদ পড়ে সেই জন্যে বর্তমানে শুধু দুধ খেয়ে থাকে সারাদিন। এমন সন্ন্যাসব্রত ওর মস্তিষ্কে

www.pathagar.com

না কোন ব্যাঘাত ঘটায়। সঞ্জীব বলে "Pastiche লিখে লাভ কী?" নতুন সাহিত্যের Genre সৃষ্টি তার সাধনা।

ছোট গল্পের Motivation এর পেছনে Individualism কার্যকর। আমার এই কথার উপর আলোচনা। সঞ্জীব গ্রীস দেশ থেকে উদাহরণ টানলে। আমার তত্ত্ব ধোপে টেকে না। সঞ্জীবের মতে Group এর বিরুদ্ধে যখন ব্যক্তি Individual যায়, তখন সৃষ্টি হয় ছোটগল্প। যখন সমাজের সামনে Aspiration থাকে, তখন হয় নভেল সৃষ্টি। এবং ব্যক্তি যখন Reality র (সত্তা) বিরুদ্ধে যায় তখন সৃষ্টি হয় কবিতা। সঞ্জীবের কথা ভেবে দেখার মত।

বাঙলাদেশ সংবাদ সংস্থার জওয়াদ করিম সাহেব নৌকা পুড়িয়ে আমাদের সহযাত্রী। সঙ্গে স্ত্রী ও দুই সন্তান। আমাদের চেয়ে ওর অস্তিত্বের সমস্যা আরো কঠিন। আজ বচসার মধ্যে ওর চা-সরবরাহ সারাজীবন মনে রাখার মত।

৪ জুলাই '৭৬

গত কাল হেঁটেছিলাম প্রায় দেড় ঘণ্টা। রোদ্দুরের মধ্যে। আবার বাসে গেল দু-ঘণ্টা ঘামে গরমে। সঞ্জীবের সাক্ষাৎ এই এক বিষম বিপদ।

সকালে উঠতে পারি নে। গলার দুই শিরা ফুলে গেছে। সিগারেট-পানের জের। শরীর বড় কাহিল। সাধারণতঃ এমন হয় না। মুখ ধুয়ে বন্ধুবর কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের কাছে ছুটলুম মির্জাপুর। সেখানেই প্রাতঃরাশ। একদা চট্টগ্রামবাসী অনেক দুঃখে বাসস্থান উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে চাটগাঁয় দেশ-বিভাগের পর থেকেই আলাপ। মানবপ্রেমিক চিকিৎসক। ওঁর সঙ্গে আর কিছু বিস্তার অবান্তর। প্রাতঃরাশ সারলাম ডাক্তারের সঙ্গে। সিগারেট ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন।

মির্জাপুর থেকে ফেরার কিছুক্ষণ পরে এলেন রণেশ দাশগুপ্ত। এই সন্ন্যাসী সন্নিধানে মন চাংগা হতে থাকে। খবর দিলেন, গফ্‌ফার চৌধুরী সম্পাদিত 'বাঙলার ডাক' বাঙলাদেশের ভেতরে বেশ পাচার হচ্ছে গফ্‌ফার বাইরে থেকে Positive ভূমিকা নিয়েছে। আমরা নিষ্ক্রিয় সেই দিক থেকে। এখানেও সাপ্তাহিক বের করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

শরীর খারাপ। তারই জের দুপুরের ঘুম শেষ হতে না-হতে ঢাকার দৈনন্দিন জীবনের ছবি বেশ ধাক্কা দিতে লাগল।... আমার ছোট ঘর... বইপত্র... রেকর্ড প্লেয়ার... ছেলেমেয়ে।

সব দুর্বলতা দূর হোক মন থেকে। আর নীড়ের লোভ নেই।

হাঁটা উচিত না। তবু বেরিয়ে পড়লাম। আধ ঘণ্টা আস্তে আস্তে রাস্তায় পায়চারী।

www.pathagar.com

৫ জুলাই '৭৬

শারীরিক দুর্বলতা থেকে মানসিক দুর্বলতা জাঁকিয়ে বসে। এখন বেশ টের পাচ্ছি। দুর্গমের পথে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে কতটা ভাল কি মন্দ করলাম। এমন হিসেবের দিকে মন ধায়। "আর পেছনে তাকাব না" বলা সহজ। কিন্তু আবেগের টানে স্থৈর্য রাখা দায়।... অনেক ছোটখাট ছবি বড় কাহিল করে দেয়। লায়লীর ছেলেটা আট মাসে কেমন হোলো দেখতে? কৌতূহল শেষে বেদনায় ঢুকে বসার পক্ষপাতী।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, কী দেখলাম, অথচ মনে রাখতে পারলাম না।...

শূন্যতার জের বড় বেশী।

৬ জুলাই '৭৬

'অনন্য প্রকাশন' এ। অমৃতা প্রীতমের তর্জমার প্রুফ দেখা শেষ হোলো। ছোট্ট একটা ভূমিকাও দিয়ে এলাম। বিকেলে জ্বরজ্বর ভাব। ট্রামে বেজায় ভিড়। তাই কলেজ স্ট্রীট থেকে হরীতকী বাগান হেঁটে ফিরলাম। তরুণ সান্যালের হৃদয়পরিমাপ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দারুণ দুর্দিনে ওর বুক প্রসারিত না হলে শারীরিক রগড়ানি আরো বাড়ত। সন্ধ্যায় এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তদুপরি জ্বরোভাব, মনের উপর রগড়ানি শুরু হোলো।... শরীর কিছুটা ভাল। কাল থেকে সিগারেট ৩/৪ শলায় নামিয়ে এনেছি। দেখি, একদম ছেড়ে দেওয়া যায় কি না। সারাদিন ঘুমিয়ে বিশ্রাম নেব ভেবেছিলাম। অভ্যেস নেই। তা কী কোনদিন হবে? অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে" পড়তে শুরু করলাম। ছবি দিয়ে বোনা পূর্ববঙ্গের প্রাক-দেশবিভাগের এই কাহিনী আমার খুব ভাল লাগছে। পটভূমি গ্রাম। আমিও "নষ্টালজিয়া"র স্বাদ পাচ্ছি। সকাল আটটা থেকে পৌনে একটা পৌনে পাঁচ ঘণ্টা পড়ে ফেললাম, অথচ আমার বিশ্রাম দরকার। আত্মহত্যা-প্রবণ এই মানসিকতার বিরুদ্ধেও লড়া উচিত। হাতের মুঠোর ভেতর মনটাকে আনতেই হবে। নচেৎ যে সংগ্রামের শপথ নিয়ে ময়দানে নামা তা সফল হবে কী দিয়ে? শত্রুদের মুখে আমি হাসি ফুটতে দেব না।

সন্ধ্যার বৃষ্টি বড় যন্ত্রণাদায়ক। অতীতকে খুঁড়ে টেনে আনে।

৮ জুলাই '৭৬

অচ্যুত সাহার নিকট খুব সকালে। সংস্কৃত শ্লোক বড় সুন্দর পড়েন। আগে শুনিনি। প্রাচীন এই ভাষা না শেখার জন্যে বড় আফশোষ হয়।

চিকিৎসক ডাক্তার ঘোষ ওষুধ দিলেন গলার জন্যে। সিগারেট সারাদিনে তিন শলায় নামিয়ে এনেছি। এবার সত্যি ছেড়ে দেব।

www.pathagar.com

"বাঙলার ডাক" এর এক সংখ্যা দেখলাম। গাফ্‌ফার-কে অশেষ ধন্যবাদ বিদ্রোহের ঝান্ডা হাতে এগোচ্ছে।... সন্ধ্যায় দুরন্ত বৃষ্টি। বেরুতে পারলাম না। সুতরাং পড়ে সময় কাটাতে হয়। 'দ্বিরাভিসার' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম ক'দিন আগে, তা কপি করতে লাগলাম।... অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে'র এক খণ্ড কাল শেষ করেছি। আজ কয়েক পাতা পড়লাম দ্বিতীয় খণ্ড থেকে। মন্তব্য পরে।

৯ জুলাই '৭৬

"অনন্য প্রকাশন' এ আটকা পড়ে গেলাম। দুরন্ত বৃষ্টি। ফলে, কলেজ ষ্ট্রীটে বন্যা। শেষে রিক্‌শায় দু'টাকা গচ্চ দিয়ে বাড়ী ফেরা।

তাত্ত্বিকেরা ঠিকই বলেছেন, সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্যে কিছু স্থায়ী বুনিয়াদ দরকার। বাঙলাদেশ ছেড়েছিলাম নিরাপত্তা এবং মানসিক ভারমুক্ত হতে। এখানে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই বুকে আর এক ভার চেপে বসেছে। আর্থিক নিরাপত্তা নেই। দুই মিলে কাজের বড় ব্যাঘাত। বড় পটভূমি ছুঁয়ে উপন্যাস-রচনায় হাতই দিতে পাচ্ছি নে। এমনই গর্তে পড়লাম।

১০ জুলাই '৭৬

সঞ্জীব দত্ত সমীপে। নবলব্ধ শুভাকাঙ্ক্ষী পরিমল সেনগুপ্তকে পাওয়া গেল। তারই অনুরোধে সেন গুপ্তর দিদির বাড়ী যোধপুর পার্ক। বৃষ্টি শুরু হোলো। পার্ক সার্কাসে বন্যা। রাত্রে সেখানেই মাসুদের বাড়ী থেকে গেলাম। সকালে ডেরায়।

১১ জুলাই '৭৬

আজ জানা গেল কাল সঞ্জীব দত্তর জন্ম দিন গেছে। সে কিছু বলেনি। সকালে সেখানেই প্রাতঃরাশ এবং যথারীতি কোন বিষয়ে বাক্য বিস্তার। সঞ্জীবের মতে ফ্রয়েড এবং মার্ক্‌স্ দুই বিপরীত শিবিরাচারী। গ্রুপ এবং ইনডিভিজ্যুয়ালের সুরাহা কেউ করতে পারেনি। জৈন ঋষি মহাবীর Space এবং Time নিয়ে জটীল চিন্তা করেছেন। সেখান থেকে হয়ত কিছু সমাধান মিলতে পারে। দত্ত ম'শায়ের অরণ্যে আমি প্রবেশে রাজী ছিলুম না। আমার কিছু এমার্জেন্সী ব্যাপার আছে। জওয়াদ করিম এতক্ষণ চা দিয়ে মজলিস তাতিয়ে রাখছিল। আমার বসার যো নেই। দুপুরে বালিগঞ্জ প্লেস লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ী। চট্টগ্রাম থেকে মণি বিশ্বাসও আগত। একদা রাজনীতির লোক ছিলেন। এখন বিজিনেসে। ওর মন্তব্য আর তেমন যুক্তিসহ হয় না। তাই মোটামুটি সংবাদ কিছু পাওয়া গেল। দুপুরে আহার বেশ দেরী হয়ে গেল। প্রায় সওয়া তিন। ঘুমোতে গেলাম অভ্যেস অনুযায়ী। শুরু

www.pathagar.com

হয়েছে বৃষ্টি ইতিমধ্যে। এখানেও বন্যা। ফলে, রাত্রিবাস। সকালে নৃপেন সেনগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং প্রাতঃরাশ। পরে হরীতকী বাগান অভিমুখে।

এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি, আবেগ দুই প্রবাহে বিভক্ত। তার অগ্র-পশ্চাৎ দুই টানই যুগপৎ জড়িয়ে থাকে। আরো সময় যাবে আত্মস্থ হতে। আর্থিক টানাটানি আরো আত্মস্থ হতে দিচ্ছে না। সঞ্জীব দত্ত Literary Genre সৃষ্টির জন্যে সর্বত্যাগী। অসম্ভবের সাধন তা-কে উন্মাদনায় ডুবিয়েছে। পাথরের মালাপ্রস্ত রমালিকার মাল্যকার হওয়ার ব্রত তার। আর্থিক টানাটানি ওকেও বেশ কষ্ট দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ধ্যান চূর্ণ হয়।

একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় এই কুশাঙ্কুর থেকে মুক্তি পেতে।

Metaphysical গল্প বাঙলায় কেউ লেখে না। কারো রচনা তেমন চোখে পড়েনি এক মরহুম ফজলুল হকের একটি গল্প ছাড়া। এবার আমি একটি গল্প লিখব। ভাবছি, নাম দেবঃ শ্বেতাম্বর-দিগম্বর। জৈন পটভূমি। দুই দলে কলহ...দাংগায় পুড়ে গেল একজনের দেহ, অন্য জনের কাপড়। সমন্বয়ের ব্যান্ডেজ। পোড়া দেহে ব্যান্ডেজ লাগিয়েছে। সে আসলে, শ্বেতাম্বর। অন্য জন ভাবে দিগম্বর। আর দিগম্বরকে অন্যজন ভাবে শ্বেতাম্বর। এইভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে গল্প এগোবে।

১২ জুলাই '৭৬

একদিনে আবেগের—কতো রকম আবেগের ধাক্কা খেতে হয় লিখে রাখা কঠিন। সমুদ্রের মত সদাচঞ্চল। প্রশান্তির নানা শাস্ত্রীয় পথ আছে তা আমার কাছে আপিমের মৌতাত মনে হয়।

অন্য আর কী উপায় আছে?

১৩ জুলাই '৭৬

মানিকতলা খাল এলাকায় সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে বহু হাঁটা গেল। তরুণ সান্যালকে ধন্যবাদ বাড়ীতে প্রচুর বই জমা করেছে। কিন্তু আমার যে লেখার দিকে মন ধায় না। শুধু পড়েই দিন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

১৪ জুলাই '৭৬

মেয়ের চিঠি পেলাম। ছোট ছেলে জাঁনেসার আমাকে না বলে হাজার বারণ সত্ত্বেও ঢাকা চলে গেছে। আটকা না পড়ে। যা-হয় হোক, আমার আর কোন দায়িত্ব নেই।

দিল্লী থেকে শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম অনূদিত (সন্তানের স্বীকারোক্তি) বইবাবদ সব প্রাপ্য আমাকে নিতে লিখেছে প্রকাশক হীরক রায় বরাবর। ঋণ আরো বাড়ল।

www.pathagar.com

সহৃদয়তার ঋণ। কাজেই বড় ভারী।

ঢাকার কিছু সুসংবাদ পাওয়া গেল। কাদের সিদ্দিকী নাকি টাংগাইল পর্য্যন্ত বাহিনীসহ এক সভা করে গেছে। কাদেরিয়া বাহিনীর মারা যায় ছয় জন। বাঙলাদেশ বাহিনীরও হতাহত হয়েছে। এমন যদি ঘটে থাকে, বুঝতে হবে, মোকাবিলা করার শক্তি বেড়ে উঠেছে এবং আরো বেড়ে উঠবে। শেখের হত্যাকারীদের উচ্ছেদ হয়ত সময় সাপেক্ষ।

কপর্দকহীন। অগতির গতি মাসুদের কাছে ঋণ Illustrated weekly of India এক মাস হয়ে গেল টাকা পাঠালে না। তাই বিভ্রাট।

১৫ জুলাই '৭৬

রবীন্দ্রনাথ নজরুল অতুলপ্রসাদ বাঙালীদের Sensibility নানাভাবে গড়েছেন। আবেগে জোরদার রাজনৈতিক শিকড় দিতে পেরেছেন মাত্র দু'জন। সুভাষ এবং শেখ মুজিব। বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিবাদের বুদ্বুদ ফুটছে ক্রমশঃ বৃথা শুকিয়ে যাবে নাকি আবেগের শিকড়গুলো।

বিকেলে "অমৃত" আপিসে। কবি মণীন্দ্র রায় ন্যুরালজিক বেদনায় শয্যাশায়ী। স্নেহভাজন কমল চৌধুরী ও বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-কবির সহকারী আলাপের ফাঁকে "লড়ায়ে চাপ" খাওয়ালে। প্রচণ্ড ঝাল। অন্যপ্রান্তের খবর কাল সকালে জানা যাবে। হেঁটে গৃহাভিমুখী।

১৬ জুলাই '৭৬

ভোরে ঘুঘুর ডাক। এই শব্দ আমাকে ভয়ানক কষ্ট দেয়। ছেলেবেলার এই পোষা ঘুঘুর ডাকের সঙ্গে স্বর্গীয় বোনদের স্মৃতি ভেসে আসে। পাশে তিন তলা [illegible] বসে ডাকছে পাখিটা।

সকালে বেরিয়েছিলাম। দেবশরণ দাশগুপ্ত জঠরের বিমারে শয্যাশায়ী ছিলেন। এখন ভাল। ওর বাড়ী থেকে বেরিয়েই পেলাম বৃষ্টি মাথায়। কিছু ভিজে ট্রামে। হাজার চিন্তা মাথার ভেতর। একদম নেশাগ্রস্তের মত লেখা শুরু করতে পারছি নে কেন? পারিবারিক সমস্যা—বিশেষতঃ ছোট ভাইটার কথা ভেবে অস্থির হতে হয়। আমার জন্যে বহু জনের ভোগান্তি। নিরুপায়। কিছু করার নেই।

সুদর্শনা ইটালীর তরুণী লোরা মান্তোভানীর সঙ্গে পরিচয় রবি উদ্দীনের বাড়ীতে। মেয়েটি বড় পরহিতব্রতী, বিদূষী। রবির দেখাশোনা ওই করত। রোমে ফিরে গেছে রবি উদ্দীনের মৃত্যুর পর। আজ ওকে পত্র দিলাম। বাঙলা কিছু শিখেছে লোরা। ইংরেজী ভাল জানে। কোন ভাষায় লিখব? শেষে ইংরেজীতেই লিখলাম। খামখা ঝুঁকি নিতে পারলাম না।

www.pathagar.com

অচ্যুতানন্দ সাহা সমীপে দুপুর বেলা। আবার বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম। এই বয়সে শরীরটা বেশ Seasoned হচ্ছে। সহজে ক্লান্তি ধরে না। তা থেকে সিদ্ধান্ত।

ঠিকানা জানতে দোকানদারকে বললুম, "একটা রুটি বিস্কুটের দোকানের পাশে না বাড়ীটা?"

দোকানদার জবাব দিলে "ঠিক ধরেছেন, ওই Bakery বেকারীর পাশে।"

১৭ জুলাই '৭৬

প্যাচপেচে বৃষ্টি। বিকেলটা ধরন পাওয়া গেল। '৭১ সনের বহু হৃদ্যতার ঋণ। আনন্দ পাবলিশার্সের ফণীভূষণ দেব অসুস্থ। সন্ধ্যায় কাঁকড়াগাছি ওর ডেরা পৌঁছলাম। সেখানে আলাপ গৌরাঙ্গপ্রাসাদ বসুর সঙ্গে। ৩২/৩৩ বছর পূর্বে ওঁর "জীবনের সাফল্য" নামে একটি উত্তম গল্প পড়েছিলাম, আজ পরিচয়। কিন্তু তিনি বহুকাল আর লেখার সঙ্গে নেই। ফিল্ম ও আরো নানা অবলম্বন ছেড়ে বর্তমানে প্রেসের সঙ্গে। সুগঠিত গৌরাঙ্গ-নামের সঙ্গে মিল-দীপ্ত তনু ভদ্রলোক ভয়ানকভাবে অদৃষ্টবাদী হয়ে গেছেন। "সুতোবাঁধা পুতুল আমরা কারো হাতে।" বার বার মধুর উচ্চারণ করলেন। ফণীবাবুর বাড়ীতে বড় মধুর সন্ধ্যা কাটল। গৃহিণী বাজার ফেরৎ এসে যোগ দিলেন। একই লক্ষ্মীমণি পুত্র তুনীর অটোগ্রাফ-শিকারী তাকভ্রষ্ট হয়নি। পরে জননীও পুত্রের অনুসারিণী।

১৮ জুলাই '৭৬

ডাঃ নীহাররঞ্জন। বাড়ী। তাঁর পুত্র প্রণব বধূমাতা ঝুমুদের (চাটগাঁ নিবাসী বিনোদ চৌধুরীর কন্যা সেই সূত্রে যোগাযোগ) সঙ্গে চা খেয়ে নীচে দোতলায় গেলাম প্রাক্তন শিক্ষক কর্তা সমীপে। আড়াই ঘণ্টা গুরুমশায়ের সঙ্গে। ইতিহাসবিদ বললেন, "জাতীয়তাবাদ বিশ শতকে আর এক রূপ নিচ্ছে নয়া-উপনিবেশবাদের ধাক্কায়। বাঙলাদেশ কেবল ভাষাভিত্তির উপর দাঁড়াতে গিয়ে (মুজিব এই ভুল করলেন) ধসে গেল।" পাল্টা আমার প্রশ্ন, "তবে কিসের উপর দাঁড়াবেন?" ডক্টর রায় বললেন, "সমাজতন্ত্রের উপরই বেশী জোর দেওয়া উচিত ছিল। তখন ওটা হোতো সমাজতন্ত্রী বাঙলাদেশ। এটা পুঁজিবাদী পশ্চিমবঙ্গ। জাতীয়তাবাদের আর একটা রূপের প্রকাশ ঘটত।" এই মত অবিশ্যি ভেবে দেখার মত।

শিক্ষকের কাছ থেকে সঞ্জীব দত্তের নিকটে। সঞ্জীব চিরকাল সজীব চিরঞ্জীব। কোন কোন বিষয়ে ওর ঘরোয়া আলোচনা লিখে রাখার মত। উপন্যাসের চুলচেরা বিশ্লেষণ শেষে বেকেটের Nonpsychological উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করল। ওঁর মত বিশ্বগ্রাসী চোখ আমি আর দেখিনি। অথচ আমাদের এই উন্মাদ বন্ধু এখনও প্রায় অজ্ঞাত থেকে গেছেন।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় কার্জন পার্কে (বর্তমানে সুরেন ব্যানার্জি) আধ ঘণ্টা হাঁটলাম। রাস্তায় অন্য দিকে পা বাড়াইনি কাদার জন্যে। দুপুরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ীতে অবেলায় খেয়ে শরীর খারাপ করল রাত্রে। জ্বরজ্বর ভাব। সকালে তা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কার্জন পার্কের হাজার অতীত স্মৃতি হানা দিলে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত।

১৯ জুলাই '৭৬

'বসুমতী' পত্রিকার জন্যে গল্প লেখা গেল। অতি ছোট গল্প।

বিকেলে প্রচুর হাঁটা। ইসপ্ল্যানেড পর্য্যন্ত। ফেরার সময় হঠাৎ মিনি বাসে কবি নীরেন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। এক সঙ্গে হেদুয়া পর্য্যন্ত। নীরেন বাবু যাবেন বাংগুর কলোনী। আজ ঋণ বাড়ল। মিনিবাসের টিকেট তিনিই দু-খানা কাটলেন।

কাল জাঁনেসার আসবে ঢাকা থেকে। কেন যে গেল? এদিকে আমার উদ্বেগের অন্ত নেই। আটকা পড়ে যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুর ন' বছরের ছেলে রাসেল প্রাণ দিয়েছে পিতৃ-অপরাধে। জাঁনেসার এটা বুঝল না কেন?

২০ জুলাই '৭৬

জাঁনেসারের জন্য বেলা তিনটে পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা। সকালে সঞ্জীবের কাছে গিয়েছিলুম মারাঠী বন্ধু এ,এল, খতীব-কে পত্র দিতে। দুপুরে বোন তাহেরা মাসুদের হোটেলে অনুগ্রহণ। দুপুরে ভাল ঘুম হোলো না। জাঁনেসার আসেনি। সাড়ে ৪টার সময় এসে আমার প্রাণ ধড়ে ফিরিয়ে দিলে। ঢাকা এবং বাড়ীর অনেক খবর পাওয়া গেল। জেন্টু (জাঁনেসার) ফিরে যাবে ২৭ তারিখে পুনা। ও ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত ব্যস্ততা যাবে। লেখাপড়া হবে কী এ ক'দিন?

আজ ডুগ্‌গালের (শিখ লেখক কর্তার সিং ডুগ্‌গাল K.S. Duggal) চিঠি পেলাম। এই এক পাঞ্জাবী, না, শিখ-সন্তান মানুষ হিসেবে যেন সাক্ষাৎ গুরু গোবিন্দ। শুভ্র দাড়ীতে সন্তের মত দেখায়। ডুগ্‌গালের হৃদ্যতা কোনদিন ভুলতে পারব না। শিখ, অন্য এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক আত্মার সাক্ষাৎ পেলাম। সাম্প্রদায়িকতার কোন বিষ আমাকে ছুঁতে পারেনি। কোনদিনই পারবে না। কারণ, আমি মানুষ দেখেছি সকল সম্প্রদায়ে।

সুব্রত (সাংবাদিক) ব্যানার্জির পত্রও অনেক দিন পরে পেলাম। বড় হতাশমুখর সুর ওর। ওকে জলদি পত্র দিতে হবে।

২১ জুলাই '৭৬

দুপুরে মাসুদের বাড়ী মধ্যাহ্ন ভোজন। বিকেলে জাঁনেসার আসবে পাঁচটার সময়। তাই এই ব্যবস্থা।... একদল নেমকহারাম নিয়ে আমার বাস। কেউ আমার

www.pathagar.com

প্রতি এতটুকু কৃপালু নয়। আমার কষ্ট ওদের ধর্তব্যের মধ্যে নেই। বাঙলাদেশ সরকার আমার জন্যে জাঁনেসার-কে আটকে দিতে পারত। দেয়নি। বুঝা যায়, ওরাও Demoralized হয়ে আছে। পায়ের তলার মাটী সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। জাঁনেসারকে বারণ করেছিলাম যেতে। সে সাড়ে ছ.শ টাকা বিমানে খরচ করে, সোজা পুনা থেকে ঢাকা গিয়েছিল, আমাকে না বলে। সাক্ষাতের পর জিজ্ঞেস করল না, আমি কোথা আছি, কেমন আছি। আমাকে এড়াতে পারলেই ওরা স্বস্তি পায়। ব্যাপারটা Psychological একদম Emotional level এর ব্যাপার। অন্যান্য সন্তানেরা আরো নির্দয়। তারা ভাবে, আমার চেয়েও বড় হিতাকাঙ্ক্ষী তাদের আছে। মেজ ছেলে আস্‌ফাক ব্যবসায় গিয়ে টাকার আস্বাদে নষ্ট হয়ে গেল। অথচ প্রচণ্ড প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিল, মাটী ছেলেবেলা থেকে যার হাতে পড়লে কথা কইত। এসব ব্যক্তিগত কুশাঙ্কুর আমাকে আর আগের মত জখম করতে অক্ষম। মনের এদিকে লড়াই দরকার।

জাঁনেসার-কে পরিচয়ের জন্য লক্ষ্মী বিশ্বাস ও নৃপেন সেনগুপ্তর বাড়ী। দেবশরণ বাইরে। তাই আর যেতে পারলাম না।

সংসারের পাঁকে পড়ে বহু পঙ্কিলতা মাখলাম। আজও তার অবসান নেই। টুটাফুটা শত ঘা আত্মাময়। এই দিকে লড়াই আরো বাকী। Fracture ফ্র্যাকচার ত কম হয়নি। Metaphysical কবি (বোধ হয়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী) ইংরেজনন্দনের পংক্তি স্মরণীয় ঃ–

Fractured well-cured make us more strong.

২২ জুলাই '৭৬

আবু সয়ীদ আইয়ুবের "পথের শেষ কোথায়" প্রবন্ধ তিন খানা পড়লাম। রবীন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণ। সাধু প্রস্তাবনা। কিন্তু তার যে পটভূমি তা উল্লেখিত নয়। মন যেন নিরালম্ব খুশীতে দৌড়তে পারে। ফলে, এই সব রচনা প্রতিক্রিয়াশীলদের (Reactionary) খুব কাজ দেবে। কষ্ট হয়, একদা যুক্তিবাদী Rationalist দর্শনজ্ঞ আইয়ুব সাহেব (আমাদের কৈশোর যাঁর স্নেহছায়ায় লালিত) ধীরে ধীরে অজানিতে Irrationality-র দিকে ঝুঁকে গেছেন। তারই রাজনৈতিক প্রবণতা ঃ CIA Quest কাগজ ইত্যাদি। তেমনই প্রবণতার ফল এই সব প্রবন্ধ। চিরঅসুস্থ মানুষের পক্ষে মৃত্যু চিন্তাও স্বাভাবিক। মনের স্বাস্থ্যও আর সঙ্গে সঙ্গে থাকছে না।

'অমৃত' আপিসে বিকেল। লেখকদের পারিশ্রমিক-ব্যাপারে এক "দেশ" ও "আনন্দবাজার" ছাড়া সব জায়গায় ঔদাসীন্য একই ধরনের। "অমৃত" এক মাসে লিখলে পরের মাসে বিল হয়। ততদিন, হে লেখক, বায়ু ভক্ষণ করো। পুঁজিবাদের গোড়ার দিকে যে ছ্যাঁচড়ামি থাকে, আমার মনে হয়, গোটা ভারতে তাই চলছে।

www.pathagar.com

দেড় মাস হয়ে গেল The Illustrated weekly-র টাকা পাইনি। ভাবছি, দিন কী করে চলবে, এমন অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকলে?

সন্ধ্যায় বিশ্ববাণী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীব্রজকিশোর মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ হলো অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মারফৎ। খান্দানী প্রকাশক হিসেবে খ্যাত। এঁদের ব্যবহার বড় ভাল লাগল। ব্রজ বাবু যেচে আমার ছোটদের উপন্যাস অন্য জুভেনাইল পুস্তক প্রকাশকদের কাছে খালাস করার ভার নিলেন। এই হৃদ্যতাটুকু আমার কাছে ঋণ হয়ে রইল।

২৩ জুলাই '৭৬

ক'দিন থেকে মায়ের বিচ্ছেদ বড় ধাক্কা দিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ্রয় ছোট ভাই ফনুর কথা (জিলানীর ডাকনাম) মনে পড়ে। ওকে প্রায় মরুভূমির মধ্যে ফেলে এসেছি।

ছেলেবেলার পরিবেশেও মন ফিরে যেতে চায়। সবলসিংহপুর আর তার মানুষ-গাছপালা মাঠ শুধু বুকে অসীম শান্তি দেয় এবং তখনই হাহাকার–যেহেতু তাদের মাঝে আমি নেই এবং আর সেখানে যেতে পারব না।

বিকেলে মাসুদের বাড়ী। সেখানে জাঁনেসার আসবে। ওকে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমার অবর্তমানে যেন কিছু অবলম্বন পায়। দেবশরণের বাড়ী গেলাম দু'জনে। বাচ্চার প্রতি স্নেহপ্রবণ। দুঃখ, এমন সৎ নাগরিকদের কোন সন্তান নেই। দু'জনে সমাজ-সচেতন বলে বোধ হয় রিক্ততার শিকার নন। তবু মানুষ ত, একদম রক্তমাংসহীন বলে কি ভাবা যায়।?

জাঁনেসারের শরীর খারাপ। ওকে ট্রামে তুলে দিয়ে সঞ্জীব সকাশে। ওর সঙ্গে আলাপ সব সময় চিন্তাদ্যোতক। সঞ্জীবের মতে Wit এর একটা Metaphysical দিক আছে। যেমন বাইবেলের How wise men die? As fools. এখানে অস্তিত্বের বিরাট জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয় নানা রূপে। এদিকে বাঙলা সাহিত্য কানা। অথচ বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি অধ্যুষিত দেশ। Irony বৈকি।

পরে বাড়ীমুখী। রাত্রি ন'টা। সঞ্জীব গড়িয়াহাটের মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলে। এই এক জন বিশুদ্ধ চেতনার আবিষ্কারে উন্মাদ-প্রাণ। ওলটপালট নানা ভাবে জীবনে। সাধনা ব্যাহত। শেষ পর্য্যন্ত পরিণাম কী হবে কে জানে। এত বেশী সংবেদনশীল সঞ্জীব। ওকে নিয়ে বড় ভয় হয়।

২৪ জুলাই '৭৬

খবর পাওয়া গেল, জাসদের (জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল) সমর্থক কর্নেল তাহেরকে মিলিটারী কোর্টেই হত্যা করা হয়। সওয়াল-জওয়াবের সময় তিনি এমন

www.pathagar.com

উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে চেয়ার ছুঁড়ে মারেন। তখন প্রহরী তার উপর ফায়ার করে। ব্যাপারটা গুজবও হতে পারে। খবরের কাগজে যে ফাঁসির খবর বেরোয় তা পরবর্তী ঘটনা। শাস্তি নাকি পূর্বেই প্রদত্ত। কেবল ঘটনা চাপা দিতে অমন খবর পরিবেশিত। জাসদ বগুড়া রংপুর এবং বিভিন্ন জায়গায় নাকি গোলাগুলি চালিয়ে যাচ্ছে। আরো জায়গায় জায়গায় হামলা শুরু হয়েছে। হয়ত ব্যাপারগুলো একদম গুজব না-ও হতে পারে। জনরবঃ কাদের সিদ্দিকী বাঙলা দেশের ভিতরে মজবুত ঘাঁটি পেতেছে। এসব Snow-balling হয়ে কী দাঁড়াবে নিতান্ত অনিশ্চিত। আহ্ বাঙলাদেশ—

Others by moments, months, years/measure their age, thou by tears.

(জর্জ হারবার্ট—ইংরেজ কবি)

জামাই ওয়াহিদ আসগারের সহপাঠী-বন্ধু প্রদীপ গুহ এইখানে হাইকোর্টে এ্যাড্‌ভোকেট। জাঁনেসার ওদের বাড়ী নিয়ে গেল। প্রদীপের স্ত্রী শান্তা গুহর বাবা ঢাকায় Industrial School এর অধ্যক্ষ। কাল ঢাকা যাবে শান্তা। দৌহিত্র রিদের জন্যে ফ্যারেক্স পাঠানোর সুযোগ সৌভাগ্য বৈকি। বালিগঞ্জ থেকে উত্তর কলকাতা ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল।

২৫ জুলাই '৭৬

লেখায় মন বসছে না। পড়ছি অনেক কিছু। হঠাৎ লেখার প্রতি এমন বিমুখতা আখের ঠুঁটো করে দেবে। কাল থেকে মোকাবিলা নিতে হবে।

২৬ জুলাই '৭৬

পড়া আর পড়া। তরুণ সান্যাল প্রচুর সম্পদ জমিয়েছে। ব্ল্যাকমার্কেট দ্বারা সম্ভব নয়। আর আমি লোভী-যেমন পেটুক ময়রার দোকানে। এখন মনে হয়, সারাজীবন কিছুই পড়িনি। তরুণের এই সব সন্দেশ আমাকে লিখতে দিচ্ছে না। খালি খাচ্ছি। Consumption বহুৎ Production শূন্য।

জাঁনেসার সহ পূর্ণেন্দু পত্রী সন্নিধানে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে। বেলা ৪ ঘটিকা অপরাহ্ন। পূর্ণেন্দু আমার মতই ক্ষীণরেখা। কিন্তু কাজ করতে পারেন বটে। ওঁকে দেখে মনে হয়, শরীর শেষ পর্য্যন্ত নিমিত্ত মাত্র। সংকল্প থাকলে কাজ করা যায়। চাকরী, প্রচ্ছদনির্মাণ, চলচ্চিত্র, কবিতা অবরেসবরে গাল্পিক, প্রবন্ধকার পাঁচ-ছ'টা চ্যাং মাছ এক হাতে ধরেন ভদ্রলোক। জাঁনেসার সিনেমা-পরিচালনা ভবিষ্যতের পেশারূপে বেছে নিয়েছে। তাই পত্রী সমীপে। চা, কিঞ্চিৎ আলাপ এবং কিঞ্চিৎ ধুম্র ওড়ান। অতঃপর প্রস্থান মির্জাপুর অভিমুখে।

www.pathagar.com

অচ্যুত সাহা গদীতে নেই। জাঁনেসারের সঙ্গে পরিচয় এ-যাত্রা স্থগিত রইল। শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল। অনিশ্চিত জীবন। তাই পুত্রের সঙ্গে ঘোরাঘুরি। অনিকেত অথচ আমি নাকি!

জার্মান ঔপন্যাসিক থিয়োড়র ফন্‌টেনের কয়েকটা বাণী লেখা সম্পর্কে ঃ

১). প্রশংসা ইত্যাদি পাশে ঠেলে, "...Rather fill our minds with conviction that such things are meaningless: We should find our satisfaction, wholly and only in work, in our creativities."

2)...a mean between poverty and riches, making it easy to understand both states, is the most appropriate for educating the spirit of man.

3). To observe the world means more to me than to posses it.

4) Only he who knows nothing knows without doubt.

আর এক জার্মান ঔপন্যাসিক-খ্যাতনামা অবিশ্যি-টমাস মানের বাণী ঃ-

Seriousness alone marks the man, diligence only the genius. An ordinary man writes down his masses of stuff as it grows through his need. The artist, the true poet, often searches for the right word for a fortnight. Every theme has its own style and the man of mannerism is worth as little as a glib writer...The gist of whole matter is that artist does not speak himself, he makes things speak for his peculiar idiom...A great Painter may become official, a great writer never.

২৭ জুলাই '৭৬

জাঁনেসারের সঙ্গে বাল্যবন্ধু বাশারতের খিদিরপুরের আস্তানায়। ওদের সঙ্গে ছেলের প্রথম পরিচয়। দেশবিভাগের জের কতো দিকে নুলো বাড়িয়েছে। "নষ্টালজিয়া" স্বাজাত্যের এক সম্পদময় গুহা। স্মৃতির ভারে মন বড় বিষণ্ন হয়ে গেল। ওদের সান্নিধ্য অথচ কতো লোভনীয়।

২৮ জুলাই '৭৬

বৃহদারণ্যকে উপনিষদ এবং কান্টের Critique of practical philosophy এক সঙ্গে পড়ছি। কিছু Metaphysical গল্প রচনার জন্যে। প্রস্তুতি দেখা যাক, কোথায় গিয়ে ঠেকে?

বম্বে মেল সন্ধ্যা ৭-৫ মিনিটে ছাড়ে। জাঁনেসার পুনা ফিরে যাবে Film institute-এ। তার আগে লোয়ার সারকুলার রোডের Salvation Army-র বাড়ীতে। সাম্রাজ্যবাদের আধ্যাত্মিক outpost এখানকার আবহাওয়ায় স্পষ্ট। পশ্চিমা সভ্যতার নর্দমার সর (veneer) উপরে-উপরে ভেসে থাকে। তা দেখেই

www.pathagar.com

কাপড়চোপড়, বীয়ার-পান, ব্রেক-ফাষ্টের সাজসরঞ্জাম কায়দাকানুন ইত্যাদি) এরা Cultured হয়। এরা অর্থাৎ এখানকার boarder রা। অন্য একটি ছাত্র এখানে এসে উঠেছে। সেও পুনা যাবে। তাই জাঁনেসার এখানে ওকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে বড় গৃহীমনা প্রবণতায় ভুগলাম। ফেরার সময় কিছু ভাল লাগল না।

২৯ জুলাই '৭৬

সারাদিন গৃহবন্দী। বাঙলাদেশে নানা হাংগামার খবর পেলাম। কর্নেল তাহের হত্যার পরবর্তী প্রবাহ। ফার্মেন্টেশানের (Fermentation) হয়ত এসব ভূমিকা।

৩০ জুলাই '৭৬

কাল ৩১ আগষ্ট। বাঙলাদেশে ছাত্ররা হরতালের ডাক দিয়েছে। জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল নাকি পেছনে। যা-ই হোক, Snow balling শুরু হচ্ছে, এটাই আসল কথা।

একটা গল্প লেখার কথা মনে হলো। সাক্ষাৎকার। কাল্পনিক অবিশ্যি। মার্ক্স্ এবং চার্বাক নায়ক।

৩১ জুলাই '৭৬

বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ২য় অধ্যায়, ১ম, ব্রাহ্মণ, ১৮ শ্লোক। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ যেন নৃপতি। সে যেমন অনুচরদের ডেকে বিভিন্ন কাজে লাগার আদেশ দেয় রাজ্যের বিভিন্ন দিকে তেমনই spirit দেহের বিভিন্ন অংশকে স্ব-স্ব দায়িত্ব দান করে। এই উপমা তদানীন্তন রাজতন্ত্রেরই প্রতিচ্ছায়া। আধ্যাত্মিকতা শেষ পর্য্যন্ত কালের ছাপ পরিত্যাগে অক্ষম। বৃহদারণ্যক পড়ার সময় ভেবেছিলাম একদম Lay Man এর মত পড়ব। কিন্তু মন্তব্য এসে যায়। মহা ফ্যাসাদ!

১ আগষ্ট '৭৬

মাস পয়লা। হুল্লোড়ময় দিন। সকাল।

বাঙলাদেশের অসমাপ্ত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে চিন্তায় একটা প্রশ্ন বার বার ওঠে, দাস অনার্য থেকে আমরা মুসলমান। জর্মান কবি থিয়োডর স্টর্ম (storm) যা বলেছিলেন ঃ

Der eine fragt & was kommt danach?
Der andre ist es recht
Und also unterschidet sich

www.pathagar.com

Der freif von dem knecht
One asks what come after
The other : Is it right?
And here lies the distinction
Between free man and slave.

স্বাধীন মানুষ এবং গোলামে তফাৎ এইখানে। স্বাধীন মানুষ শুধায়, "তারপর কী?" গোলম জিগায়, "ঠিক হোলো ত?" এদেশে নমশূদ্ররা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইন্ডোইরানীয় সভ্যতার উচ্ছল-প্লাবন এদিকে আসেনি। তার সীমানা খুব জোর ভারতের উত্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত। তাই কী বাঙলাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রতি আমাদের আনুগত্য এত ভাসাভাসা? ভাবা দরকার।

উঠেছিলাম খুব ভোরে। চিন্তা করলে ত চলবে না। কাজ আছে।

লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ী। প্রাতঃরাশ। দুপুরের আহারে নোটীশ প্রদত্ত। বাঙলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মোনায়েম সরকার গোল পার্কের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের বাড়ীর পূর্বদিকে অপেক্ষা করবে। তা-কে নিয়ে যাব সঞ্জীব দত্ত সমীপে। অকুস্থলে বাঙলাদেশের কথা উঠল। সঞ্জীবের মতে, যে-সব পার্টি বাইরে পড়ে থাকবে, তাদের বাঙলাদেশে জায়গা নাও হতে পারে। কারণ, ছাত্ররা মারমুখী। তাদের কাছ থেকে সরে থাকা অর্থ রাজনৈতিক আত্মহত্যা। প্রয়োজন-বোধে জাসদের সঙ্গে মিলেও কাজ করা উচিত। যেহেতু রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা সক্রিয় এবং ওদের নেতৃত্বের অভাব আছে।

মণি সিংহ এখন ঢাকায়। হঠাৎ কেন তিনি এতদিন বিদেশে থেকে ঢাকা গেলেন? খবর সবই উড়োউড়ো আসে। রাজনৈতিকভাবে কী ঘটছে সঠিক জানা যায় না। এই অন্ধকার আরো মর্মঘাতী।

শ্রীধীরেন দত্তের জীবনের আর এক দিক পাওয়া গেল সূত্রের কাছ থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন চাষী মুর্গী নিয়ে যাচ্ছিল। বিক্রীর পর দাম দিতে চায়নি বৃটিশ সিপাইরা। গণ্ডগোল। গুলিতে তিন জন নিহত। কুমিল্লা কোর্টে কেস। ম্যাজিস্ট্রেট ছিল ষ্টুয়ার্ট নামে এক ইংরেজের বাচ্চা। সে মন্তব্য করেছিল "One mule is more valuable than three natives." ধীরেন বাবু তার মুখে থুথু দিয়ে বলেন, "Here is my answer." থুথুই তাঁর বাক্য। পরে আরো ঘটনা। ষ্টুয়ার্টের প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রবল। আগষ্ট আন্দোলন ১৯৪২ সালে এক সুপারিনটেন্ডেন্ট (পুলিশের) ধীরেন বাবুকে গ্রেফতারের পর জেলে নিয়ে গিয়ে রাখে। ম্যাজিস্ট্রেট ফলে আর সুযোগ পায়নি। পুত্র সঞ্জীব দত্ত প্রতিজ্ঞা করেছিল সে ম্যাজিস্ট্রেটকে চাবুক মারবে। ১৯৫৪। স্বাধীন উপমহাদেশ। ষ্টুয়ার্ট তখন ঢাকায় চীফ সেক্রেটারী। সঞ্জীব ওর বাঙলায় গিয়ে বাকি ঠিক রেখেছিল।

www.pathagar.com

দুপুর। লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ। বিকেলে সঞ্জীবের সাক্ষাতের পর বিদায়।

গতকাল আনন্দবাজার সাহিত্যপুরস্কার বিতরণী সভায় রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলুম। শান্তিদেব ও সুচিত্রা মিত্রের গানে প্রাণ ফিরে এলো।

২ আগষ্ট '৭৬

খিদিরপুর গিয়েছিলুম ঃ বোন আমিনার জন্যে একটা কাপড় পাঠাতে। শাহাব উদ্দীন বাড়ী গেছে। জালাল উদ্দীন পেয়ারা চাচার সঙ্গে কিছুক্ষণ। পরে কলেজ স্ট্রীট থেকে হেঁটে বাসস্থানে।

৩ আগষ্ট '৭৬

সারাদিন দর্শনের কচকচি ঘেঁটে (শোপেনহাওয়ারের World as will and idea) বিকেলে হাঁটতে বেরুলাম। বৃষ্টির মধ্যে হেদুয়া পার্ক প্রায় শূন্য। এখানেই পাঁচ পাক। পশ্চিম দিকে তিনটি যুবক ও একটি বছর ২০/২২ এর মেয়ে গুলতানী করতে দেখা দিল। ফর্সা সুগঠিত দেহ ঢ্যাঙা মেয়েটা। কে জানে, আধা-স্বৈরিণী কিনা। আশ্চর্য অঙ্গসৌষ্ঠব মেয়েটার। ওরা পরে পার্ক থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে হাতীবাগানের দিকে চলে গেল। অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার মাথায় ছাতা। ওদের ওসবে কিছু আসে যায় না। নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবনসংগ্রাম খুবই প্রাণান্তক। তার মধ্যে বাঁচার জন্যে নানা বিকৃতি দেখা দেবে—বিচিত্র কিছু নয়। ভিক্টর হিউগোর কথা মনে রাখতে হয়, Humanity is affirmed by infirmity.

রাত্রি দশটার দিকে বৃষ্টি ছিল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাদা কালো নানাস্তরের মেঘের খেলা দেখা গেল। বহুদিন পরে এমন খেয়াল। আকাশের শূন্য—বর্ষাকাল স্মৃতির শিকড় ধরে হ্যাঁচকা টান মারে।

৪ আগস্ট '৭৬

সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। হরীতকী বাগানে হাঁটু জল। অতএব গৃহবন্দী। দুপুরে ঘুম। তার মধ্যে হঠাৎ জহুর হোসেন চৌধুরী (সংবাদের বহুকালীন সম্পাদক)-কে স্বপ্ন দেখলাম। কি যেন কথা হোলো। কিছুই মনে পড়ল না ঘুম ভাঙার পর।

লেখা বন্ধ আছে। আরো কয়েকদিন পড়া দরকার। এখন মনে হয়, গত উনষাট বছর যেন প্রস্তুতি পর্ব গেছে, এবার সত্যি লেখা শুরু হবে। অস্তিত্বের জন্যে খুচরা কাজ না করেও উপায় নেই। সেখানেই যত বিরক্তি।

মঙ্গলগ্রহে ক'দিন আগে মানুষের যন্ত্র পৌঁছল। এমন যুগান্তকারী ঘটনা। অথচ আমার মন নিরুত্তাপ। বিজ্ঞানের প্রসার প্রয়োজন। কিন্তু যে বিজ্ঞান মানুষের

www.pathagar.com

জীবনযাপন ও নিরাপত্তার সহায়ক নয়, মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে উদ্বুদ্ধ করে না- তার প্রতি মন এগোয় না। উনিশ শতকে যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা বিজ্ঞানের উপর কী স্বপ্ন না রচনা করেছিল। আজ ধ্বংসের শঙ্কা নিয়ে আমাদের দিন-গুজরান।

৫ আগষ্ট '৭৬

বৃহদারণ্যকে উপনিষদ পড়তে চেয়েছিলাম এক আদিম মানুষের মত। তা পারছি নে। ফলে, কাব্যস্বাদ জিভে ধরা দায়। Animistic. Authropmorphic এই Cosmology-র সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় থেকে ফলে বঞ্চিত। তবে একথা সত্য উপনিষদ ঈষৎ টেনে লম্বা করলেই শূন্যবাদে পৌঁছানো যায়। মন নিগড়। তার সহকারী হচ্ছে কামনা। ব্রহ্মত্ব-লাভে এসব থেকে যুক্তি অপরিহার্য। তা শূন্যবাদ ছাড়া আর কী?

বাঙলাদেশে জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের উপর সরকার খুব পেষণ শুরু করেছে। এই পার্টির কী যে উদ্দেশ্য গন্তব্য আমার জানা নেই। হিটলারের পার্টির অনুরূপ নাম। নেতাদের ধ্যানধারণা বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, Striking Power বেশ কিছু আছে। এই কুয়াশা

এই অন্ধকার মন বড় নেতিয়ে পড়ে।

৬ আগষ্ট '৭৬

হিন্দ্ পকেট বুক একটা চেক পাঠিয়েছে "ক্রীতদাসের হাসি"র ইংরেজী ভাষ্য ঃ A Slave Laughs বাবদ। বন্ধু কর্তার সিং ডুগ্‌গালকে ধন্যবাদ। এই শিখ-সন্তান যে হৃদ্যতার পরিচয় দিচ্ছে নির্বাসিত জীবনে তেমন আর কারো কাছে পাইনি।

সঞ্জীব সন্নিধানে বেলা ১১টা থেকে ১টা। বাঙলাদেশের রাজনীতির আলোচনা স্বতঃই এসে যায়। একটা কথা স্পষ্ট—ছাত্র এবং জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ রেখে কোন Move নেওয়া অসম্ভব। ভারতবিরোধী যে মনোভাব বর্তমান গড়ে তুলেছে, তার কোন বিহিত দরকার। ভেতরে কোন কাজ না হলে এক তরফা ওদের পোয়া বারো। রাজনৈতিক নেতা যারা নির্বাসন বেছে নিয়েছে, তারা কিছু করতে পারছে বলে মনে হয় না। আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী তার চেয়ে লন্ডনে ঢের সক্রিয়। ওর কর্মকাণ্ড রীতিমত শ্রদ্ধার্হ ব্যাপার।

দুপুরে যোধপুর পার্কে কুমুদ চৌধুরীর (চট্টগ্রাম নিবাসী) বাড়ীতে অন্নগ্রহণ। কিঞ্চিৎ নিদ্রা। পরে সঞ্জীবের সঙ্গে গড়িয়া হাটে সাড়ে ৮ পর্য্যন্ত।

৭ আগষ্ট '৭৬

ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি দুপুরের ঘুম ভাঙলে হার্ট বড় দুর্বল লাগে। অতি

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত সব চিন্তা পেয়ে বসে। বিশেষতঃ ছোট ভাই জিলানীর কথা। তার জীবন বরবাদ করতে আমিও দায়ী। মার সেবায় নিযুক্ত। ওর জীবিকা ঠিক করে দেব, করতে-করতে বহু বছর গেল। এবার ব্যবস্থা করব। হঠাৎ এই রাজনৈতিক বিপর্যয়। আত্মগ্লানি ছাড়া ওর শান্ত নিরীহ আদল (প্রায় নির্বোধ) বারবার পাঁজর দুমড়ে ছাড়ে। কী যে করব ভেবে পাচ্ছি নে। শরীরের জন্য দুর্বলতা? সিগারেট ৪/৫ শলার বেশী আর খাই নে। আসলে কোমল প্রাণ নিয়ে জন্মালে এসব খেসারৎ দিতে হয়। দুর্ভাগ্য বাঙলাদেশ আর তার বহু সন্তান কি দাম না আজ দিচ্ছে।

৮ আগষ্ট '৭৬

হঠাৎ একটা Holiday কাগজ হাতে এসে পড়ল। বামপন্থার মুখোশধারী এই এক পত্রিকার স্বরূপ সম্পর্কে এতদিনে আর কারো কোন অজ্ঞতা থাকা উচিত নয়। মার্কিন দালালীর চৈনিক মুখ-বিশিষ্ট এর কর্তা ব্যক্তিগণ। বদরুদ্দীন উমর তার চিরাচরিত নৈরাজ্যবাদী চিন্তার ধারায় এক প্রবন্ধ লিখছে, শাসনতন্ত্র ইত্যাদি ওসব কিছু নয়। এখন কেবল দেশপ্রেমিকদের সঙ্গী অ-দেশ প্রেমিকদের উচ্ছেদ করা। অদেশপ্রেমিক মানে রাজনৈতিক-বিরোধীদের। তিন পুরুষ ধরে (পিতামহ, পিতা হাশেম) বেঈমানীর ঐতিহ্য উমর ঠিকই বজায় রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর দয়ায় এই সব অমানুষেরা স্বাধীনতার পর বেঁচে গিয়েছিল। এরা আর সেই ভুল করতে নারাজ। একদা তমুদ্দন (ইসলামী) পন্থী হঠাৎ মার্কস্‌বাদী উমর। নতুন কাক বিষ্ঠার আজরাইল। তবে এবার বুঝাপড়া হবে বৈকি।

লিখতে ভুলে গিয়েছি, কাল বসুধা চক্রবর্তীর বাড়ী গিয়েছিলুম। জ্ঞান-তপস্বী বহু কাল ধরে মগ্ন নিজের সাধনায়। ওঁর কাছে গেলে, হাজার ভারাক্রান্ত মন হাল্কা হয়ে যায়। ওঁর কনিষ্ঠ অনুজা ইন্দু চক্রবর্তীর আন্তরিকতা-পরিবেশিত (আমার দিদি) মিষ্টান্ন আরো এত মিষ্টি হয়ে যায় যে, মনে হয়, এ-বাড়ীতে ঝাল খাওয়া উচিত। অগ্রজ ফণী চক্রবর্তী আশি বছর বয়সের মোহনায় এখনও সক্রিয় মস্তিষ্ক এবং অগাধ পড়াশোনার ছাপ সহজে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। আজ দেরী হয়ে যাবে বলে ওঁর সঙ্গে বিনা সাক্ষাতেই কেটে পড়লাম।

৯ আগষ্ট '৭৬

সকালে সঞ্জীব দত্তের সঙ্গে (কারণ, সে-ই প্রস্তাবদাতা) একটা উপন্যাসের প্ল্যান করা গেল। 'নেকড়ে অরণ্য' 'দুই সৈনিক' এবং পরবর্তী একটা বই থাকা উচিত trilogy সম্পূর্ণ করতে। শিগ্‌গীর এই কাজে হাত দেব। কয়েকটা Metaphysical গল্পের প্ল্যান দিলাম আমি। সঞ্জীব সমর্থন করল। সঞ্জীব হচ্ছে গ্যেটের সেই মানুষ- "....who can do nothing improptu, nothing superficial, their nature

www.pathagar.com

demands that they penetrate each subject deeply in tranquility. Such talents make us impatient. because seldom we get from them what we want at the moment. But it is only in this way that the heights are won.

ঢাকার রাজনীতি এবার ক্রমশঃ জটীলতার ঘুরপাকে। জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলে ছাত্রলীগের বেশ কিছু আদর্শবাদী সদস্য প্রথমেই যোগদান করেছিল। ক্রমশঃ ছাত্রদের মধ্যে তার প্রসার দেখা যায়। ১৯৭৩ সালেই। এবার কর্ণেল তাহেরের মৃত্যুর পর ওরা বিভিন্ন জায়গায় "মোকাবিলা" চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও হাতবোমা, কোথাও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার। বর্তমান সরকারের রূপ এখন স্পষ্টঃ নেজামে ইসলাম এবং তথাকথিত বামপন্থীদল। সুতরাং এই সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান সোজা এক পার্টির অভিযান মনে করা উচিত নয়। সকল গণতান্ত্রিক শক্তিরই সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হওয়া উচিত। ন্যাপ সিপিবি জাসদের পুরাতন বা সাবেক চেহরার কথা ভেবে যদি চুপ করে যায়, ভুল করবে। অবিশ্যি আমি রাজনৈতিক নেতা নই। কাল বা পরশু ওদের সঙ্গে আলাপ করে দেখব ওরা কী ভাবছেন?

১০ আগষ্ট '৭৬

পাবলো নেরুদার জার্ণাল থেকেঃ-

"সহ্য এবং সংগ্রাম করার সুযোগ আমার হয়েছে। সুযোগ পেলেই ভালবাসব আর গান করব। জয়-পরাজয়, রুটী এবং রক্ত—উভয়ের স্বাদ আমি পেয়েছি। চোখের জল থেকে চুমু, নিঃসঙ্গতা থেকে আমার দেশের লোকের বন্ধুত্ব—সব পরিপূর্ণভাবে আমার কবিতায় বেঁচে আছে। কবিতা দিয়েছে আমাকে সংগ্রামের প্রেরণা"।

এই মহৎ কবির পূর্বোক্ত বাণীর প্রথম পংক্তি। সহ্য এবং সংগ্রাম করার সুযোগ হয়েছে সারাদিন কানে বার বার ধাক্কা দিতে লাগল। এমন মন্ত্র দিয়েই সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে হবে।

পুরাতন সহপাঠী (এক গ্রামে বাড়ীও) এবং বাল্যসঙ্গী আব্দুর রহিমের খোঁজে। করপোরেশনের স্কুলমাষ্টার বন্ধ। বহুদিন দেখা নেই, আজও দেখা হোলো না। নিকটে আর এক সহপাঠী। বহু লক্ষ টাকার মালিক। ওরা ভা'য়ে ভা'য়ে অর্থ নিয়েই বাদ-বিসম্বাদে রত। বাঁচার কোন ভাল আনন্দময় সড়ক ওরা দেখেনি। অগাধ বিত্ত। কী করে দিন কাটবে কলহ। যোগাযোগের সুযোগ নেই। তাই ওদের সঙ্গে আমার দেখাই হয় না।

১১ আগষ্ট '৭৬

সকালে ভ্রাতুষ্পুত্র স্থপতির বাড়ী। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

www.pathagar.com

আমার মতামত জানালাম। হঠাৎ এসে পড়লেন শহীদ ব্রিগেডিয়ার হুদার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। খালেদ মোশারফের অসফল 'ক্যু'র সময় এক সঙ্গে দুই জনে মারা যান। কাঁচা বয়সে বিধবা। কচি কচি বাচ্চা। এই সব ম্লান মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়।

এই বাড়ীতে "বাংলার ডাক" এর হালফিল কপি দেখলাম। বঙ্গবন্ধু মৃত্যুদিবস সংখ্যা। আবেগময় ভাষায় আব্দুল গাফ্‌ফারের সম্পাদকীয় শেষ করে মনে হোলো, আহ্ একবার ডুকরে কাঁদতে পারতাম।

ইতিহাসের জ্ঞানাভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা কিছু নেই।

জোট-নিরপেক্ষ দেশের শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। এই সম্মেলনে কিছু প্রভাব বিস্তার করবে বৈকি। দেখা যাক।

১২ আগষ্ট '৭৬

কলম্বো সম্মেলনে এবার বাঙলাদেশের প্রতিনিধি মুজিব-নিধনের পরোক্ষ সহযোগী। অদৃষ্টের কী পরিহাস! এই শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল আলজিয়ার্সে। ঠিক কী ভাষায় বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু মনে নেই তবে তার প্রদত্ত ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, '....পৃথিবী আজ নির্যাতক এবং নির্যাতিত এই দুই শিবিরে বিভক্ত। আমরা নির্যাতিতের দলে ও তাদের মুক্তিসংগ্রামের শরীক'। সেই বজ্রকণ্ঠ আর কখনও জোট-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মিলনে ধ্বনিত হবে না।

সকাল ১০টা সঞ্জীব দত্ত সন্নিধানে। ভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু। কিন্তু থামল শেষে ষ্টাইলে। সঞ্জীবের মতে বক্রোক্তি আদৌ থাকা উচিত নয় লেখকের দিক থেকে। তার তৈরী চরিত্রেরা বক্রোক্তি যত-খুশী করুক। এই জন্যে জনাথন সুইফ্‌ট্‌কে ষ্ট্যাইলের রাজা বলা হয়। এবং সেই দিক থেকে তিনি প্রথম। তার সেই পজিশন এখনও অনড় আছে।

সঞ্জীবের আলোচনা সব টেপ করে রাখা উচিত। বিশাল তার জ্ঞান-পটভূমি। সেখানে স্বচ্ছন্দ বিহার, এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায়। হয়ত সমাজতত্ত্ব থেকে পেন্টিংয়ে। পরে নন্দনতত্ত্বে। কাব্য, উপন্যাস, সঙ্গীত। মাঝে থেকে গেল হঠাৎ হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে। অসাধারণ এই মানুষটিকে কীভাবে শান্ত কাজে বসানো যায়, সেই চেষ্টা বন্ধুবান্ধবদের করা উচিত।

দুপুরে নৃপেনদার বাড়ী। সেইখানে আহার। বিকেলে বালিগঞ্জ প্রেস থেকে বসুধা চক্রবর্তীর বাড়ী। দাদা ফণী চক্রবর্তী হঠাৎ পড়ে গিয়ে অসুস্থ। ওঁকে দেখতে গেলাম। ৭৯ উনআশি বছর বয়স। অগাধ জ্ঞান-সাধনার তৃষ্ণা। সারাজীবনের অভ্যেস। এখন দেহ বাঁধা। তবু বড় সতেজ আলাপ-আলোচনা। তাজ্জব করে দেন

www.pathagar.com

যখন কোন বিষয়ে বইয়ের কথা উঠলে অখ্যাত গ্রন্থকারের নাম পর্য্যন্ত করে বসেন। পড়তে কিছু বাকী রাখেননি। একদা—গোগ্রাসী ছিলেন—তার পরিচয়। যৌবনে ত বাছ-বিচার থাকে না। নিজেই এখন বুঝি, এমন গোগ্রাসী হওয়া অন্যায়।... ইন্দুদির মিষ্টান্ন ভাণ্ডার যথারীতি খোলা ছিল।

১৩ আগষ্ট '৭৬

ভাই অনুজ বন্ধু প্রতিবেশী ডক্টর বাতেন পত্র দিয়েছেন কলকাতায় আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। পত্র বাংগালোর থেকে। সোজাসুজি আমার সঙ্গে দেখা না করাই উচিত। এখানে বাঙলাদেশ সরকারের ডেপুটি হাই-কমিশনার (একদা পাকিস্তানের পদলেহী) এবং তার কুকুরেরা বাতেন ভায়ের ক্ষতি করতে পারে। তাই ব্যবস্থা দরকার যেন ওর গায়ে কোন আঁচড় না লাগে। ডক্টর বাতেনের চিঠি গৃহমুখী মনের উপর বেশ চোটপাট শুরু করল।

১৪ আগষ্ট '৭৬

মহৎ কবিতা নিমেষে অস্তিত্বের ঝলক দিয়ে যায়। সেদিক থেকে মহৎ কবিতা মাত্রেই Metaphysical অজস্র সহায়তা এবং জানতে না পারার বেদনাকে অতিক্রমের একমাত্র উপায় সঙ্গীত কাব্য চিত্রশিল্প-চারুকলার সকল শাখাপ্রশাখা।

পূর্ব পরিকল্পিত পন্থা-অনুযায়ী বাতেন ভায়ের টেলিফোন পাওয়া গেল। বহুদিন পর বাড়ীর খবর হাতে আসবে। কাল সাক্ষাতের সময় আনন্দ অস্বোয়াস্তি এক সঙ্গে দেখা দিল। রাত্রে করে প্রায় ঘুম হোলো না। সকালে লেক রোড Central Institute of Industrial reserarch (বা ঐ জাতীয় নাম) ওর রেষ্ট হাউস। দশ তলার উপর। বহু সংবাদ পেলাম। নাতির বয়স নয় মাস পার। খুব শান্ত এবং হাসিখুশী থাকে। এমনতর নানা গার্হস্থ্য টুংটাঙের সুর কানে।

বাতেন ভাইকে নিয়ে বিকেলে কিছু কেনা কাটা। যেন ঢাকা ফিরে গেছি। ওর সঙ্গ এমনই আনন্দ টেনে আনছিল। ওর দুই কন্যা বাব্‌লী ও সোমা, পুত্র পার্থ বিশেষ স্নেহভাজন আমার। বাড়ীতে শৈশবের ছোট ছেলেমেয়ের জায়গা ওরা নিয়েছিল। আজ ওদের পিতৃদেবের সাহচর্যে তাদের সাহচর্য যেন ভোগ করছিলাম।

১৫ আগষ্ট '৭৬

সকালে আবার CSIR রেষ্ট হাউসে। পরে শহর দর্শনে। বাতেন ভাই কখনও দু'তিন ঘণ্টার বেশী কলকাতায় থাকেননি। এবারই সময় হাতে, দেড় দিনের জন্য আটকা পড়েছেন। সঙ্গে CSIR এর অফিসার মিঃ মৃধা। চিড়িয়াখানা আউটরাম ঘাট এবং হাইকোর্ট এলাকা. রাইটার্স বিল্ডিং ইত্যাদি ঘুরে চৌরঙ্গী। পরে মাঝপথে কিছু

www.pathagar.com

মধ্যাহ্ন ভোজ। বিকেল সাড়ে তিনটের প্লেন। এয়ারপোর্ট পর্য্যন্ত যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মানিকতলা কাঁকুড়গাছির গোল-চত্বরে মটোর থেকে নেমে ভায়ের কাছে থেকে বিদায় নিলাম। ঝমঝম বৃষ্টি নামল। আমার বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। বনেই যেন চলে এসেছি শাস্ত্রবাক্য অনুসারে।

১৬ আগষ্ট '৭৬

রাজনৈতিক অনিশ্চিতার প্রধান কারণ, নেতৃত্বের সংকট। এখানে যারা আশ্রয়প্রার্থী তারা সঠিক কোন কর্মপন্থা নিতে পারছেন না। ফলে দলাদলি। আওয়ামী লীগের এম.পিগণ এদিকে বড় হতাশ করেছেন। অন্যান্য দলও তেমন স্বচ্ছ নয় গন্তব্য পথ নিয়ে। এমন পরিবেশে মন আর কি ভাল থাকে?

জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল নাকি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। তার কী রূপ নিচ্ছে—নেতৃত্বের কী ধারণা—এসব জানতে পারছি না। এমন ধোঁয়ার মধ্যে বাস নিশ্চয় শ্বাসরোধী। ওদিকে জোট-নিরপেক্ষ সম্মিলন চলছে। হয়ত তারপর নেতারা কোন কর্মপন্থা স্থির করবেন।

১৭ আগষ্ট '৭৬

বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রীরা আজ জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলনে।

"কপালের এ কী ফের
কুত্তা বনিল শের"

—নজরুল

১৮ আগষ্ট '৭৬

মোনায়েম সরকারসহ সঞ্জীব দত্তের ডেরায়। বর্তমান বাঙলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি মাত্র ইস্যুর উপর দেশকে জমায়েৎ করা যায়। অন্যান্য দিক বর্তমান সরকার বেশ কায়দার সঙ্গে রক্ষা করে বসে আছে। ইস্যুটা হচ্ছেঃ সরকার খুনীদের "সরকার বর্তমান সরকার" জঙ্গী জুন্টার-সরকার এই Stance প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণ করা উচিত। সঞ্জীব দত্ত বেশ যুক্তিসহ সায় দিলেন। কেউ আর দ্বিমত হতে পারলাম না। মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের জনসাধারণের মনোভাবের ঐতিহ্য আছে। আইয়ুব এহিয়া খানের অভিজ্ঞতা নিশ্চয় মুছে যায়নি।

১৯ আগষ্ট '৭৬

মাও-সে তুঙের On Contradiction আবার পড়া শুরু করেছি। এখন চৈনিক নেতাদের আচরণে Contradiction ছাড়া আর কিছু নেই। অতিসরলীকৃত ওই তত্ত্ব

www.pathagar.com

পড়ার সময় আমার মনে হয় মাও সাহেবের স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছিল। ভদ্রলোক এক জায়গায় লিখছেন, "...Contradiction with communist party is resolved by the method of criticism and self criticism. আবার সেই প্রসঙ্গে, The principle of applying different methods to resolve different contradictions is one which marxist-Leninst must strictly observe. The dogmatist do not observe this principle; they do not understand that conditions differ in different kinds of revolution and so do not understand that different methods should be used to resolve different conditions:... বর্তমানে ভদ্দরলোকের সাঙ্গপাঙ্গদের কীর্তিকলাপ ও তার নিজের পূর্বোক্ত উচ্চারণ সম্পর্কে শুধু বলা যায়, "মাইরি দাদা!"

২০ আগষ্ট '৭৬

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মাহফুজুল বারীর সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ ঘটল। প্রতিশোধের দাহ বুকে আবার দেশ ছেড়েছেন। এখানে "বজ্রকণ্ঠ" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার তিনি মুরুব্বী। নিজে সুগঠিত চেহরা (কালো ঢ্যাঙা, পেশীময় উদ্যম—তরঙ্গিত) পত্রিকার অকৃত্রিম উন্নতিকামী। সেই আলোচনা বাবদ এই সাক্ষাৎ। ওকে দেখে মনে হোলো, খুনীরা বেশী দিন গদী চড়ে থাকতে পারবে না।

২১ আগষ্ট '৭৬

স্নেহাস্পদ শাহাব ও জালাল উদ্দীনের নিকট কিছুক্ষণ।

রণেশ দাশগুপ্তকে বিশেষ দরকার। তাঁর খোঁজে শোভা বাজার এলাকায়। অনেকদিন পর হাতীবাগান থেকে গ্রে ষ্ট্রীট (বর্তমানে অরবিন্দ সরণী) ধরে আধ ঘন্টা হেঁটে গন্তব্যস্থলে। ছোট বোনের অতিথি অগ্রজ। পরিবারের সকলেই কোন না কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ। বড় ভাল লাগল শচীন ভৌমিক এবং মিহির দাশগুপ্তদের। রণেশদা'র দুই বোন শেফালী ও বেলী একই বাড়ীর ফ্ল্যাটে থাকেন। ঘন্টা দুই এই বাড়ীতে। পরে রণেশদা হাতীবাগানের মোড় পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলেন।

২২ আগষ্ট '৭৬

কলম্বো সম্মেলন শেষ হয়ে গেল। বাঙলাদেশের ঘৃণ্য ভূমিকা যে-কোন নাগরিকের মাথা হেঁট করে দেবে। বঙ্গবন্ধু, তোমার কাছে ভাবনা-চিন্তা উজাড় করতে কোনদিন যাইনি (স্বচ্ছন্দে ব্যবস্থা হোতো। কিন্তু পাতিবুর্জোয়া অহমিকা বাধা) একবারও তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পথে নেমেছি। খুনীদের মোকাবিলা করব

www.pathagar.com

বৈকি। নচেৎ আত্মা শান্তি দেবে না।

খিদিরপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন।

২৩ আগষ্ট '৭৬

হঠাৎ অনুভব করা যায়, বাতাস ফিরে গেছে। বিকেলে শরতের স্পর্শ। মন স্থির থাকে না। এমনই আবহাওয়ার মধ্যে গৃহত্যাগ করেছিলাম।

প্রকৃতি আবার জানান দিচ্ছে কেন? বহু দিন তার দৌরাত্ম্য ভোগ করতে হয়নি। জলহীন সাদা মেঘ এবং বিশাল নীলাকাশের দিকে চোখ পড়তে আজ মনে হোলো, পৃথিবীটা কতো সুন্দর। বর্বরেরা উপভোগ করতে দিল না। বহুদিন এক নাগাড় বসে সঙ্গীত শোনা হয়নি।

২৪ আগষ্ট '৭৬

সঞ্জীব দত্ত দিল্লী যাবে মাস খানেকের জন্য। সত্তার সন্ধানে বহু বছর পরিব্রাজক এই এক সুহৃদ পাওয়া গেছে, আজও যার আত্মা হিমালয়ের তুষারঢাকা শীর্ষের মত অনাবিল। নানা তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় থাকার ফলে বাঙলাদেশে রাজনৈতিক প্রবাহও সঞ্জীবের নিকট বিভিন্ন ডাইমেনশনে (মাত্রা) ধরা দেয়। কলকাতা বড় নিঃসঙ্গ লাগবে ও ফিরে না আসা পর্য্যন্ত। অবিশ্যি দিল্লীতে আমাদের উভয়ের মারাঠী বন্ধু এ এল. খতীব যেন প্রাণ ফিরে পাবে। বেচারা ১৯৫৪ থেকে বিশ বছর বাঙলাদেশে কাটিয়ে ছিটকে পড়েছে। বাঙালী ছাড়া ওঁর কোন সুহৃদ নেই কেউ। সঞ্জীব গেলে বেশ খানিকটা আত্মিক বল ফিরে পাবে।

২৫ আগষ্ট '৭৬

পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় লেখকদের কিছু উপন্যাস পড়ে একটা সিদ্ধান্তে আসার দিক ক্রমশঃ বলবৎ হচ্ছে। না, হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের Humanist ঐতিহ্য থেকে এরা অনেক দূরে। যেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত এসে সেই প্রবাহ থেমে গেছে। আর অন্য ঐতিহ্য বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য প্রমুখ কল্লোল যুগের সেইসব লেখকেরা ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু ফ্রয়েড আদৌ বোঝেননি। যেন Sex-ই ফ্রয়েডের সারাজীবনের অনুসন্ধান। অচিন্ত্য বুদ্ধদেব কেউ মননের সাধনা করেননি। ফলে, মূর্খ শিল্পীর পক্ষে যা ঘটে, ওঁদেরও তা-ই ঘটেছে। বর্তমানে বাজার মাৎ করা কিছু লেখক অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবদের সেই মূর্খতার ধারায় ভেসেছে। লেখকের কোন সামাজিক দায়িত্ব এদের বোধের বাইরে। অনেকে সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক হামলার শিকার। মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় (পরোক্ষ বা অপরোক্ষ) মোটাচ্ছেন (fattened)। পশ্চিমবঙ্গে অবক্ষয়ের এই নমুনা বড় ক্লান্ত করে তোলে। আমি বিদেশী কোন

www.pathagar.com

Polemis. বিতর্কে যেতে অক্ষম।

২৬ আগষ্ট '৭৬

উপনিষদগুলো পড়তে গিয়ে আরো দুঃখ। সংস্কৃত জানিনে। ফলে, কাব্যরস থেকে বঞ্চিত। ভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কঠোপনিষদের এই বাণী, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে ট্রাজেডির মূল, তবু মনে রাখার মতঃ

অন্যচ্ছেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদনাস্য সাধু ভবতি হীয়তেহদার্থাদ্ য উ প্রেয় বৃণীতে।

অর্থাৎ... "শ্রেয়োমার্গ ভিন্ন, তেমনই প্রেয়োমার্গ ভিন্ন।... উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন, তাহার মঙ্গল হয়। আর যিনি প্রেয়োমার্গকে গ্রহণ করেন তিনি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন।"

এমন দ্বৈততা প্রায় ভারতীয় Metaphysical চিন্তার বৈশিষ্ট্য। Dialecties তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। প্রেয় এবং শ্রেয়-কে মেলানোর চেষ্টা তাঁরা করতেন না। ফলে, ধর্ম শোষণের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ... কতো সহজ তাঁরা জানতেন না। তাই স্বর্গসুখ সামনে রেখে মানুষকে ইহকালীন নরক-জীবন যাপনে বুঁদ রাখার ফন্দীফিকির ত অহরহ দেখতে পাই। কলকাতার ফুটপাথ ছিন্নমূলদের দোজখ। অন্যদিকে ফুটপাথে ছোটছোট প্রতিমা বসিয়ে পুজোর এমন বাহারও আগে দেখা যেত না। শ্রেয়োমার্গ অবিশ্যি অনুসরণীয় কিন্তু প্রেয়োমার্গের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। নচেৎ শাস্ত্রকারদের বাণী ফক্কিকার হয়ে পড়ে।

রণেশ দাশগুপ্তসহ মাহফুজুল বারী সমীপে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামীদের দুরবস্থা (কেউ কেউ চায়ের দোকান দিয়ে দিন গুজরান করে) শুনে সত্যি অবাক হতে হয়। সঞ্জীব দত্ত বড় ক্লান্ত চোখে বারীর বর্ণনা শুনছিল।

উপন্যাসের কাহিনী। শ্রীসোমনাথ চক্রবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে জজিয়তীর পেশা বেছে নিয়েছিলেন। তখন সেই উদারচরিত মানুষটির সঙ্গে দেখা। মেয়ে ফ্রক পরত। প্রায় বিশ বছর পরে সঞ্জীব দত্তের ঘরে দেখা। অপরিচিতা হিসেবে। পরে জানা গেল সে হিমানীশ চক্রবর্তী বর্তমানে কানাডায় কোন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপিকা... আরো বিস্ময়, সোমনাথ চক্রবর্তীর অন্যতম সন্তান সুখময় চক্রবর্তী খ্যাতনামা ইকনমিষ্ট বর্তমানে ভারত সরকারের অফিসার। সুখময়ের সঙ্গেও দেখা চাটগাঁয় সোমনাথ বাবুর কোয়ার্টারে, তখন সবেমাত্র জুনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়েছে তরুণ সুখময়। আরো গুণকীর্তন তার শোনা গেল হার্ভার্ডের অধ্যাপনা ছেড়ে সে দেশপ্রেমের টানে স্বদেশে যোগ দিয়েছে। অনেক কম বেতনে। কতো বছর পূর্বে দেখা! হিমানীশ-কে ফ্রক পরা দেখেছি।

www.pathagar.com

২৭ আগষ্ট '৭৬

"গীতা" সম্পর্কে ডি.ডি. কোশাম্বী ঠিকই বলেছেন—হনন হালাল করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণের যত তত্ত্বের আমদানী। ভারতীয় চরিত্রের এই এক দিক। প্রভুর যৌবনের লীলা এবং খুব মহৎ আদর্শ নয়। গোপিনী প্রেমের বন্যায় হয়ত ভক্ত ডুবে যেতে পারে। "গীতা" গ্রন্থের জনপ্রিয়তা আসলে "ভক্তি" Cult এর জন্যে। ফিউডালিজমের ভিত পাকা করতে এই তত্ত্ব বড় সহায়ক। কোশাম্বীর ভাষায়, "It is the ideological basis of feudal society, however uninspiring and deficient in character the actual human objects of their vassal's loyality may have been" ঈষৎ পূর্বে তিনি লিখেছেন "ভক্তি" সহযোগে– This suited the feudal ideology perfectly Loyality links together in a powerful chain the serf and the retainer to feudal bonds, barons, the dukes to the king" কোশাম্বীর আরো প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য, "Where gun powder had blown Orjun's bow and later feudalism off the map, the Indian intellectual still turned instinctively to Gita to find some way of coping with partriotic needs in the new world of banks and shares, rail and steamship, elecricity, factories and mills. (The culture and Civilization of India-Page 209)

২৮ আগষ্ট '৭৬

"অনন্য প্রকাশনে" কিছু জনপ্রিয় কবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পশ্চিমবঙ্গের বহমান সফল কবিবৃন্দ—কারো (time sense, perspective sense) কালজ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত-জ্ঞান নেই। ফলে, Individualistic আত্মমেহনের খাদে খাবি-ভক্ষণরত। বৈষ্ণব কবিদের Individualistic সুর যৌথ জীবন গঠনের সহায়ক ছিল যুগের পটভূমিকায়। এ কবিদের চেতনায় তেমন কিছু ধরা পড়ে না। অন্যতম জনপ্রিয় কবি গীতা অনুবাদ করছেন। প্রবণতা স্বাভাবিক। অবক্ষয়ের শ্মশানে মৃত্যুবোধ বড় হয়ে দেখা দেয়। এইসব কবি শেষ পর্য্যন্ত শোষকদের দোসর। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মের (?) প্রসারের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী খেল কবিপদবাচ্য এই ব্যক্তিরা কী কিছুই বোঝেন না। পুঁটি মাছের চেতনা, পিঁপড়ে মগজ নিয়ে পদ্যকার হওয়া চলে, কবি হওয়া অসম্ভব। নবদ্বীপের মায়াপুর গ্রামে "Krishna Conciousness"s ও মার্কিন স্বামীজীর জুলুমের কাণ্ডকারখানা দেখেও কী এই কবিদের কিছু ভাবায় না।

২৯ আগষ্ট '৭৬

বহুদিন কবিতা লিখিনি। মুজিবকে কেন্দ্র করে একটি দীর্ঘকবিতা লেখার

www.pathagar.com

বাসনা। বন্ধুবর সন্নীবের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করতে তিনি বললেন, 'ইতিহাসের গতিপথে স্থবিরোধিতা নিরাকরণের হাতিয়ার হিসেবে যেন ব্যক্তি উদঘাটিত হয় অর্থাৎ ব্যক্তি ইতিহাসের অমন শক্তিরই প্রতীক হোক। নচেৎ German Heroworship ক্ষতি করে বেশী।" সন্নীবের কথা মনে রাখতেই হবে রচনার সময়।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বাক্যি চটকানোর নেমন্তন্ন করেছিলেন। সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত। আমরা ডুবে ছিলাম। হঠাৎ কবিজায়া এসে খবর দিলেন, নজরুল মারা গেছেন।

যৌবনে-কৈশোরে এই কবির স্পর্শপ্রভাব আমাকে আর আবহ-কুকুট হতে দেয়নি। আরো কতো রকমের কৃতজ্ঞতায় জড়িত।

পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে ৮ আগষ্ট এক মহাকবির প্রয়াণে চোখে স্বতঃই জল এসেছিল। আজ আবার নতুন শোকের বলি হলাম।

এসেছিলুম আড্ডা দিতে, সারাদিন আচ্ছন্নতায় শেষ হোলো।

বিদায়, প্রিয়তম!

৩০ আগষ্ট '৭৬

একটা সম্প্রদায় এইভাবে আত্মহত্যা করে। নজরুলের লাশ ঢাকায় সমাহিত। তাঁর বড় ছেলে সব্যসাচীকে বাঙলাদেশ সরকার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া দরকার আছে মনে করেনি। পুত্রই বলতে পারে, বাবার দাফন কোথা হবে। ইসলামী শরীয়তও তাই বলে। কিন্তু তার কথা শোনা বাঙলাদেশ সরকার প্রয়োজন মনে ত করেইনি এমনকি সব্যসাচীর জন্যে দাফন থেমে রইল না। সন্তান পিতার মরা মুখ দেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। এখানে কলকাতায় কবির হাজার হাজার ভক্ত গুণগ্রাহী হতাশ। পশ্চিমবঙ্গে বাঙলাদেশের প্রতি বিতৃষ্ণা আরো কী পরিমাণ বাড়ল, পরিমাপ কঠিন। বর্তমান খুনী সরকার ধর্মান্ধতা সম্বল করে ভারতবিদ্বেষ ছড়িয়ে টিকে থাকতে বদ্ধ পরিকর। মানুষের মঙ্গল ত তাদের ব্রত নয়। সেদিক থেকে ওদের কার্যকলাপ ঠিক আছে।

আরো আরো দুঃখ, সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিল যে কবির অধিষ্ঠান, তাঁর দেহে আজ ধর্মান্ধ হত্যাকারীদের ছোঁয়াচ লাগল। বঙ্গবন্ধু কতো সিপাইকে জেনারেল বানিয়েছিলেন দেশের মর্যাদা রক্ষায়। ইঁদুরদের বাঘ বানিয়ে তুললে প্রাবাদিক গল্পের দশা হয়। দুর্ভাগ্য আমাদের—বঙ্গবন্ধু প্রাবাদিক ঋষির মত 'পুনর্মুষিক ভবঃ' উচ্চারণের সুযোগ পেলেন না।

৩১ আগষ্ট '৭৬

"সত্যভূয়মের ভবতি নৈনং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি। যে সত্য জানে, ভণ্ডামি

www.pathagar.com

তাকে আঘাত দিতে পারে না।" (বৃহদারণ্যক-পঞ্চম ব্রাহ্মণ)

আজ সঞ্জীব দিল্লী যাবে। বন্ধুবর এ, এল, খতীব মারাঠী হলেও বাঙলাদেশে চব্বিশ বছর কাটিয়েছেন। এই সৎ মানুষটির সুহৃদ তাই গুটি কয় আমাদের মত বাঙালী, সঞ্জীবের জন্যে সে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। সন্ধ্যায় সঞ্জীবকে ট্রেনে বিদায় দেব। বিকেলে বাসায়। সঞ্জীবের দেখা নেই। ট্রেনের টাইম পার হয়ে গেল। আর বসে লাভ নেই। বাড়ী ফিরে এলাম বহু উদ্বেগসহ।

১ সেপ্টেম্বর '৭৬

সকালেই সঞ্জীবের খোঁজ নিতে গেলাম। গতকাল হাজরা রোডে পকেট মারা যায়। ভেতরে টিকেট দু'শ' টাকা আরো কাগজপত্র ছিল। আবার টিকেটের জন্যে চেষ্টা ইত্যাদিতে সারাদিন নাজেহাল। থানায় ডায়েরী। আরো আনুষঙ্গিক কাহিনী শুনে আমি থ'। যাযাবর জীবন। তার উপর এই মার। বহু ভোগান্তি আছে আরো। ওদিকে বাঙলাদেশে ইলেকশানের তোড়জোড় চলছে। তা সম্পন্ন হলে এই নির্বাসন আরো বাড়বে বৈকি। এখন ভাবছি, পাঁচ বছরের প্ল্যান নিয়েই এগোনো দরকার। শর্টকাট্ কিছু হবে না।

২ সেপ্টেম্বর '৭৬

টেনশানে থাকলে মনের ভেতরে কতো সহস্র বুদ্বুদ যে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে উৎপত্তি এবং বিলয়ের সুতো ধরে, তার হিসাব রাখা দায়। ট্রামে বাসে বসে এই সব বুদ্বুদগণের মোকাবিলায় অস্থির থাকতে হয়। গৃহের মায়া অন্যতম খরিদ্দার এখানে। ছোট ভাই ফনুকে ফেলে এসেছি। বেকার শিল্পী। আর্থিক ব্যবস্থা নেই। তার উপর বড় নিরীহও। নিজে উদ্যোগী হয়ে কিছু করতে অক্ষম। ওর চিন্তা আমার কাছে বেদনাদায়ক। আত্মগ্লানি এমন পেয়ে বসে যে মনে হয় আবার ঢাকা ফিরে যাই। কিন্তু সে-পথ বন্ধ। কিং লীয়ার শেকস্‌পীয়ারের Glouester (গ্লষ্টার উচ্চারণ) এর ভাষায়, "I am tied to stake and I must stand the Course."

তা আমারও প্রতিধ্বনি। জানা গেল, ফেরৎ জনদের খুব জোরশোর ইন্টারগেট করার পর আবার জেলে ঢুকিয়েছে। ফ্যাসিষ্টদের জেল—যেখানে দেশের নেতাদের হত্যা করতে এতটুকু বাধেনি, সেখানে ঢোকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বুদ্বুদের যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য আরো মানসিক কসরৎ দরকার।

বিকেলে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত মশায়ের আপিস। প্রণবরঞ্জন রায়ের (ডক্টর নীহার রায়ের ছেলে) সঙ্গে এইখানে দেখা। চাটগাঁর বিনোদ চৌধুরীর কন্যা ঝুমু মাসির সুবাদে প্রণব মেসো। পরে অকুস্থলে হলেন শ্রীসৌমেন হোড়। এঁরা সবাই ঢাকার "প্রতিরোধ" গোষ্ঠির রথী। অনেক কথার মধ্যে কলকাতার কাব্যিক

www.pathagar.com

হাওয়া নিয়ে কিছু কথা উঠল। Automatic writing. এর দাম আছে, প্রণব এমন এক মন্তব্য করলে। কারণ, কলকাতার নতুন কবিরা (সুধীন্দ্র দত্তর ঐতিহ্য সত্ত্বেও) প্রায় অটোমেটিক রাইটার। যারা জনপ্রিয় তারা কি লেখে, কেন লেখে, কিছু জানে না। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি এক পত্রিকায় মন্তব্য করেছেন যে হিন্দুস্থানীর জন্য নাকি নজরুল জনপ্রিয়। বাঙলাদেশের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই মন্তব্য লুফে নেবে। এস্টাবলিশমেন্টকে সাহায্য করা অবিশ্যি এক ধরনের ধাতে ঢুকে গেছে। বড় বড় হাউস তাদের পোষে। নজরুল ত এসটাবলিশমেন্ট বিরোধী। অনেকের কিসে কী হয়, জানার দরকার করে না। যেহেতু তারা কবি। কাব্য ত Automatic ব্যাপার। সেনগুপ্ত মশায়ের আপিসে চা-পান করা গেল। কিন্তু সৌমেন হোড় আমাকে দক্ষিণ ভারতীয় আহার্য্যের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে অধিকন্তু আবার কফি পান করিয়ে ছাড়লেন।

৩ সেপ্টেম্বর '৭৬

বাঙলাদেশের এয়ার মার্শাল চীফ কে, এম, বাশার গতকাল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সঙ্গে আরো এক বৈমানিক। জনরব, এয়ার ফোর্সের সাহায্যে নাকি রাষ্ট্রপ্রধান একদল খুনীকে শায়েস্তা করছিলেন। খুনীদের হাতে ছিল ট্যাঙ্ক। উপর থেকে বোমা মেরে শেষ করা যায়। এই ধাতানির ফলে কয়েকজন উচ্চপদের সামরিক অফিসারদের দেশত্যাগ করতে হয়। এয়ার মার্শাল বাশার জিয়া সাহেবের আত্মীয়। অনেকে মনে করে, এই দুর্ঘটনা স্বাভাবিক নয়। যদি এয়ারফোর্স কর্তার হাত ছাড়া হয়ে যায়, খুনীগ্রুপ বাঙলাদেশের রাজনীতিতে আবার ফিরে আসবে। আবার হয়ত 'ক্যু' হবে। সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণায় কাকে হত্যা করেছিল, তা ওরা জানে না।

দেশ চালানো এত সহজ নয়।

৪ সেপ্টেম্বর '৭৬

স্মৃতিগুহা কলকাতা। ট্রামে বাসে এদিকওদিক গেলেই অতীতকে না মাড়িয়ে উপায় নেই। ১১৯ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট এখন "জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স," নামক বড় ছাপাখানা। বাইরের দিকের কামরায় ছিল বড় চাচাজী ইরশাদ আলীর লন্ড্রী। কতো অতীত মুছে গেছে। চাচার একমাত্র সন্তান ভাই সিরাজুল ইসলাম, তার বন্ধু গ্রামের পশ্চিম পাড়ার ইনাম আহমদ (পাশে এলাহী বখ্শ মিস্ত্রীর ভল্‌কানাইজিং ইত্যাদির কারখানা) লুৎফর রহমান ইস্তিরিওয়ালা এমন বহু মুখ সামনে এসে খাড়া হয়। ১৯৩০/৩১ তখন এখানে ছাপাখানা ছিল না। ছিল Undertaker সাহেব মুর্দাফরাসদের বাড়ী। খ্রীষ্টান মৃতজনের সৎকারক ওরা।

www.pathagar.com

পেছনে ওদের বাড়ী। সামনে Outhouse একটা কামরা ভাড়া দিয়েছিল। তার ভেতর পানির কল, এক চিলতে রান্নাঘর সবই ছিল। স্নান করতে আমরা যেতাম ধর্মতলা ষ্ট্রীট (বর্তমানে লেনিন সরণী) পেরিয়ে বস্তীর ভেতর দিয়ে শর্টকাট করপোরেশন ষ্ট্রীটের (সুরেশ ব্যানার্জি রোড) পাবলিক গোসলখানায়। অতীতের হাজার যন্ত্রণাও ভিড় করে। বর্তমানে সান্ত্বনা আছে। ছেচল্লিশ বছর পূর্বে যে রাস্তায় থাকতাম, যার ফুটপাতে শুতাম (গরমের দিনে) তার নাম বদলে গেছে। হয়েছেঃ লেনিন সরণী।

পথে পড়ে ওয়েলিংটন পার্ক। কতো না স্মৃতিজড়িত। পাতাল রেলের জন্যে খুঁড়েখাড়ে শেষ। পুরাতন গাছপালা প্রায় নিশ্চিহ্ন। একদিন কেউ জানবে না এখানে পার্ক ছিল, বায়ুসেবী ও কচি ছেলেমেয়েদের কাকলীতে মুখর। আমারও স্মৃতি খুঁড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। সেখানে পাতাল রেলের মত কিছু বসাতে পারতাম, অন্য মানস-লোকের খোঁজে, স্বস্তি পাওয়া যেত।

৫ সেপ্টেম্বর '৭৬

নজরুলের শোকসভা এই শহরেই কতো জায়গায় অনুষ্ঠিত। আমি কোথাও নেই। ইতিহাসের ধাক্কায় এমন পাঁক-দ'কে পড়লাম যে জন-সমক্ষে যতো কম বেরোই ততই মঙ্গল। এই শহর থেকেই একদিন জীবন শুরু করেছিলুম। ঠিক মাতৃ-জঠরে ফিরে যাচ্ছি নতুন করে। আবার অজ্ঞাত-বাস জীবন-রক্ষার উপায়।... ক'দিন থেকে বেশ বোঝা গেল, বাঙালীর মানস-বেদীতে রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলের এক বিশেষ আসন চিরকাল পাতা থাকবে। তার সূত্র কোথায়? ভাল করে খুঁজে দেখা উচিত। এই সন্ধান বাঙালী Ethos থেকেই আরম্ভ করলে একটা সৎ উত্তর পাওয়া যেতে পারে। নজরুলের কয়েকটি জীবনী পড়ে দেখেছি। এবং অন্যান্য আলোচনা। সবই ভাসা-ভাসা গতানুগতিক রচনা। কেউ তলায় ডুবতে রাজী নয়। অনেকের তেমন জ্ঞানও নেই। নচেৎ মার্কস্‌বাদী হয়েও মরহুম মোজাফ্‌ফর আহমদ অমন নজরুল ফিরিস্তি লিখলেন কেন? কিছু ঘটনা পাওয়া যায়, নজরুলের স্বরূপ মেলে না।

৬ সেপ্টেম্বর '৭৬

খবর পাওয়া গেল, জিয়া সরকার ইলেকশানের সম্মতি-দানের পর বেশ রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন দেখা যায়। প্রায় তিন হাজার কর্মী নাকি—একদম থানা পর্যায় থেকে জড়ো হয়েছিল। গ্রামে বঙ্গবন্ধুর ইমেজ আবার ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। যার ফলে, আওয়ামী লীগারদের ধারণা, ইলেকশানে তারা জিতবে। নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলাম, মুসলিম

www.pathagar.com

লীগ প্রভৃতি দক্ষিণপন্থীরা যদি জয়ের আশা না দেখে, তাহলে জিয়া ইলেকশান বানচাল করে দেবে। কারণ, ওদের মত বাবা ছাড়া বাছাধন কী করে গদী-নশীন থাকবেন? মোজাফ্ফর আহমদের মত অধ্যাপক এখনও শালগম অনুপদী গর্দভের ন্যায় কী করছে জানতে পারলাম না।

৭ সেপ্টেম্বর '৭৬

পেছনে তাকাই। এখন আমার কাছে স্পষ্ট, শুধু নিজের কালের জন্য আমাদের জীবন নয়। ইতিহাসের অনন্ত জিঞ্জীরে এক-একটি আংটা। প্রত্যেকের স্ব স্ব দায়িত্ব আছে। সেটুকু পালন করাই মনুষ্যত্ব অর্জনের সোপান।

৮ সেপ্টেম্বর '৭৬

বাঙলাদেশের নবমুক্তি-আন্দোলন ভেতর থেকেই হতে হবে। বেশ দীর্ঘসূত্রী ব্যাপার। হয়ত ইতিহাসের আস্তীনে অন্য লেখাও থাকতে পারে। আজ অধ্যাপক শান্তিময় রায়, মোনায়েম সরকার এবং জওয়াদুল করিম-কে নিয়ে কিছু আলোচনা করা গেল। আমাদের মত নির্বাসিতদের কর্মপন্থা স্থির করতেই হবে। অতি সত্বর। নচেৎ নিষ্ক্রিয়তা ফ্রাসট্রেশান পেয়ে বসবে।

৯ সেপ্টেম্বর '৭৬

লন্ডন থেকে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী সম্পর্কে (বর্তমানে 'বাঙলার ডাক' এর সম্পাদক) এক চিঠি পেলাম। নানা অভিযোগ ঃ তার অতীতে মুজিব-বিরোধী লেখা আদি। বর্তমানে লন্ডনে এক বছর গোটা পরিবার সহ আছে। ছেলেরা public School এ পড়ে, যা ব্যয়বহুল। কাগজ বের করতে হপ্তায় ৩২৫ তিন শ' পঁচিশ পাউন্ড লাগে, মাসে প্রায় দেড় হাজার পাউন্ড। সব মিলিয়ে ৭-১০ হাজার পাউন্ডের খরচ। কে এ টাকা যোগাচ্ছে? তাছাড়া গাফ্ফার মিথ্যে কথা বলে। বঙ্গবন্ধু স্মৃতিদিবসের জন্যে 'হল' ভাড়ার ভার নিয়ে তা না করেই বলেছে, ভাড়া করা হয়েছে। এমনতর নানা অভিযোগ। অবিশ্যি গাফ্ফারের চারিত্রিক দুর্বলতা আছে। বাঙলাদেশের মুক্তি-আন্দোলনের সময় গাফ্ফার কবি মহাদেব সাহার সঙ্গে মিথ্যে দিলাশা দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। একটি কবিতার বই ছাপানোর জন্যে অনুরোধের তরে মহাদেব মুরুব্বী পাকড়েছিল গাফ্ফারকে। গাফ্ফার স্তোক দেয়, বলেছি। এই গয়ংগচ্ছে পনর দিন থেকে কি আরো বেশী। মহাদেব তার মা-বাপকে দিনাজপুর এক গোয়াল ঘরে রেখে এসেছে। ওদের টাকা পাঠাতে হয়। অধৈর্য মহাদেব শেষে চিত্ত সাহার শরণাপন্ন। চিত্তবাবু বললেন, "গাফ্ফার ত আমাকে আপনার কথা কখনও বলেনি।" এই সব দুর্বলতা গাফ্ফারের অতিকল্পনা প্রবণ মনের একটা

www.pathagar.com

বিকৃত দিকও হতে পারে। তবে তার পেশাদারী নৈপুণ্য সমালোচনার ঊর্ধ্বে। দুই বঙ্গভাষাভাষী সাংবাদিকদের মধ্যে এখন সে শ্রেষ্ঠ কলামিষ্ট। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তার স্মৃতিতে বিঁধে বিঁধে যেন ফাইল-করা থাকে। টান দিলেই দরকার-মত বেরিয়ে আসে। আমারও দুঃখ, গাফ্‌ফার ঐসব দুর্বলতা ছাড়তে পারে না কেন? এত প্রতিভার বীজ ওর ভেতরে। শেষে যোগ দিল "জনমত" কাগজে। জনরব, ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাকি কাষ্টমের উৎকোচগ্রাহী অফিসার এবং পায়ু-প্রেমিক সবুর খানের দালাল এবং আরো সদ্‌গুণ পাকিস্তান মিলিটারী বুদ্ধিবিভাগের (Intelligence) অঙ্গে জড়িত বিষধর ভুজঙ্গ। গাফ্‌ফার ওদের সঙ্গে না গেলেও পারত। স্বাধীনতার পর তার জন্যে চাকরীর অভাব হোতো না। কিন্তু গাফ্‌ফার বেতনভুক্ত সাংবাদিক তখন। অথচ আজ দেশপ্রেমিকের মত মঞ্চ থেকে সে হাঁক-ফুকার বাণীর উদ্‌গাতা। লন্ডনে লিখতে হবে, তারা যেন সব রকম নানা উপাদানের লোক জন মিলিয়েই কাজ করে যায়। নচেৎ লোম বাছতে আর কম্বল থাকবে না। মুকুলকেও লিখতে হবে।

লায়নীর পত্র পেলাম। নাতি নাকি না-না-না ডাকে এখন। গৃহীর মত মন চঞ্চল হয়ে ওঠে কেন?

১০ সেপ্টেম্বর '৭৬

শেষ পর্য্যন্ত মাও-সে তুং মারা গেছেন। "On contradiction" গ্রন্থ লিখলেও ভদ্রলোক শেষ বয়সে নিজেই contradiction হয়ে উঠলেন এবং সিন্দবাদের বুড়ো। এই মানুষটির মহান অতীতকে অস্বীকার করছি নে। কিন্তু আন্তর্জাতিকতার নামে Chauvinism এবং Non-humanism ই প্রসারের এমন মন্ত্র আর পৃথিবীতে কখনও তৈরী হয়নি। বাঙালী হিসেবে আমি চৈনিক নেতাদের কম্যুনিষ্ট বলতে অক্ষম। '৭১ বাঙলাদেশে গণহত্যার সমর্থক জন্তুরা মানুষ বা কম্যুনিষ্ট হতে পারে না। কারণ, সাম্যবাদের মূলকথা ত মানবিকতা।

প্রভু ত দেহরক্ষা করলেন।

এখন দেখা যাক, তোমার প্রেতাত্মা পৃথিবীতে কোন নৃত্য করে।

১১ সেপ্টেম্বর '৭৬

ভাষা সম্পর্কে নতুন হদিস পাওয়া গেল। হাতীবাগানের বাজারে। "ভিনিগার' কিনতে গিয়েছিলুম। জিজ্ঞেস করলুম "ছিরকা" আছে? কেউ কেউ সিরকাও বলে থাকে। দোকানদার অবাক অমন শব্দ বা চিজের নাম সে কোনদিন শোনেনি। যে-ই বললুম ভিনিগার আছে? অম্নি জবাব পেলাম "আছে"। পরে বয়স জিজ্ঞেস করলুম দোকানদার-কে। বত্রিশ। অর্থাৎ ১৯৪৪এ জন্ম। ইতিমধ্যে বিদেশী

www.pathagar.com

ভিনিগার জায়গা করে নিয়েছে। বেচারা দেশী শব্দ এখন ব্রাত্য।

জাষ্টিশ মাসুদ পিজি হাসপাতালে, মূত্রাশয়ে পাথর। অপারেশন হবে। মনে স্বোয়াস্তি থাকে না। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে এই একজন টিকে আছে সহৃদয় মনসহ। অনেকে ত...না বলাই ভাল। কি নিঃসাড় হৃদয় কবির ব্যবহার থেকে বুঝেছিলুম, কাব্য আর ওর কাছে নেই। সেই জায়গায় মাসুদের আদুল না থাকলে, কলকাতা অনেকখানি অন্ধকার ঠেকত।

ছোট ভাই ফনুর কথা আজ বহুবার ধাক্কা দিয়ে গেল। দিনটাও ঝড়ো মেঘলা। ওর মানসিক দুঃখের আঁচ আমার বুকে এত লাগছে। আমি চাকা শহরে নেই। সে যে কতো নিঃসঙ্গ এবং কতো বেদনার বোঝা বইছে একা-একা... আর ভাবতে পারি নে। কী করব ওকে নিয়ে? কোন বন্ধুর কাছে আবেদন করব? ডক্টর বাতেন ভাই এলেন। এখন ওকে বললেই পারতাম। অমন নিকট-জন আবার কবে আসবে—তারি অপেক্ষায় থাকতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর '৭৬

পূজা-সংখ্যা "অমৃত" থেকে দুটো উপন্যাস পড়লুম। বাঙলা উপন্যাস এমন স্থূল পর্যায়ে নেমেছে ভাবা দায়। পুজোর মৌসুম বলেই কি এমন অবস্থা? আসলে, কলকাতার শ্রীহীনতা শুধু বাহ্যিক ব্যাপার নয়। 'অমৃতে' প্রবন্ধ নেই বললেই চলে। জাতির মস্তিষ্কহীনতার এই এক প্রক্ষেপ। অর্থাৎ মননের দিক অন্ধকার। প্রবন্ধ কেউ পড়ে না বলেই ব্যবসায়ী দিক থেকেও অমন ব্ল্যাক-আউট স্বাভাবিক।

১৩ সেপ্টেম্বর '৭৬

আজ মাসুদের অপারেশান হয়েছে। বিকেলে পিজী হাসপাতাল। অপারেশান থিয়েটার থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে উড্‌বার্ণ ওয়ার্ড—সব চেয়ে দামী ওয়ার্ড। কিড্‌নী অপারেশনের পর রোগীকে সাধারণতঃ ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে আসবে। তার জন্যে ঠেলাগাড়ীর মত গাড়ী-উপরে ষ্ট্রেচারে শুইয়ে। প্রতিবাদ তুলতে শেষে এ্যাম্বুলেন্স এলো। তখনও রক্ত দেওয়া হচ্ছে। বোতল মেট্রনের হাতে। সেই অবস্থায় ঠেলাগাড়ী (তাছাড়া আর কী বলা যায়) করে এমন কঠিন রোগের রোগীকে নিয়ে যাওয়া। কলকাতা শহরের এক জন বিশিষ্ট নাগরিক জাষ্টিশ মাসুদ। তার জন্যে যখন এই ব্যবস্থা বরাদ্দ, জানিনে সাধারণ লোকের কী অবস্থা হয়, এই কসাইখানায়।

১৪ সেপ্টেম্বর '৭৬

আমির খসরুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়লুম। লেখক অধ্যাপক হবীব। খসরুও সারাজীবন মা এবং ছোট ভায়ের স্মৃতি বহন করেছিলেন শত যন্ত্রণাসহ। কবি

www.pathagar.com

আলাউদ্দীন খিলজীর সভাসদ ছিলেন। তাঁর "পেট্রন" নিজের পিতৃব্য জালালউদ্দীনকে হত্যা করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার এক জঘন্য উদাহরণ। পুত্র স্নেহে পালিত আলাউদ্দীনের বিবেকে কিছু বাধেনি। মধ্যযুগের কবি। মুরুব্বী ছাড়া চলে না। আমির খসরু আলাউদ্দীন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি কোথাও।

১৫ সেপ্টেম্বর '৭৬

লাটিন কবি হোরেস লিখেছেন– "তোমার প্রতিবেশীর দেওয়ালে আগুন লাগলে, তখন আর মাথাব্যথা তার থাকে না।" ইংরেজী অনুবাদে আছে Then it is your business। বাঙলাদেশের শাসকেরা ভারতেরও মাথাব্যথা।

মাসুদের খবর নিলুম। বেশ ভাল আছে। একটা অস্বোয়াস্তি থেকে অন্ততঃ বাঁচা গেল।

১৬ সেপ্টেম্বর '৭৬

সুখ-দুঃখের আনন্দ-যন্ত্রণা অনেক সময় সহ-অবস্থান করে। সাড়াহীন অদ্ভূত এক ধরনের বোধ। এইভাবেই হয়ত সুখ-দুঃখ পাপপুণ্য ইত্যাদির উর্ধ্বে আসীন হওয়ার অভ্যেস তৈরী হয়। বহু সিদ্ধ হয়েছি। আরো বাকী আছে। আরো?

১৭ সেপ্টেম্বর '৭৬

দেড় শ' বছর পূর্বে রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ করেছিলেন জোরালো যুক্তি এবং অপূর্ব ভাষায়। এক জায়গায় লিখেছেন—"has destroyed every mark of reason, has darkened every beam of understanding"। কিন্তু দেড় শ' বছর পরে দেখছি পৌত্তলিকতার নব অভ্যুদয়। পূর্বে জমিদারবাড়ী বা অবস্থাপন্ন কোন পরিবারে পুজোর ঠাকুর উঠত। তা-ও অধিকাংশ গ্রামে। এখন জীর্ণদশা গ্রামে খুবই কমে গেছে, অথচ শহরে অলিগলি ঠাকুরের আবির্ভাব। শিল্পায়নের প্রচুর বিস্তার ঘটেছে। ওদিকে মধ্যযুগীয়তা। এই দুই স্ববিরোধ মেলানো দায়। জানি নে, সমাজতাত্ত্বিকদের কী মত। রামমোহন এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁর পাপের গাছ এইভাবে ফল দিতে শুরু করেছে। আজ বিশ্বকর্মা পুজোর ঘটা ও বহর দেখে কথাগুলো মনে হোলো।

গরীব দেশ। কলকাতায় সব চেয়ে যে-ভোজ্য বিক্রী হয় তা হচ্ছে তেলেভাজা। আপাততঃ পেট ভরে, ক্ষিধে পায়। পাকস্থলীতে তার পরবর্তী প্রক্রিয়া যা-ই হোক, কেউ ভাবে না। গরীব দেশে এটাই আসল ঘটনা। তেলেভাজার রকমসকম দেখলে, রামমোহন আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উৎসাহ দেখাতেন না। কারণ,

www.pathagar.com

তিনি অন্তরে অন্তরে জানতেন, "আধ্যাত্মিক তেলেভাজা" নিয়ে তাঁর কারবার, দেশবাসীর মরা-পেট কোন রকমে ভরুক।

১৮ সেপ্টেম্বর '৭৬

সকালেই সঞ্জীবের খোঁজে। অসুস্থ। জ্বর এবং শারীরিক কলকব্জার নানা রকম উৎপাত। আমার সব হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুই এমন কোন-না কোন ঝামেলা আক্রান্ত। মেজাজ ঠিক রাখা দায়। দু-দণ্ড স্বস্তির যো নেই। মনের যে পটভূমি তৈরী হচ্ছে দেখা যাক, সাহিত্যসাধনা কোন পথে ধায়।

ভাই আব্দুল গণী হাজারী কাল ঢাকায় প্রাণত্যাগ করেছেন। বেতারের সংবাদ। সেই-১৯৪৩ থেকে পরিচয়। "আলোড়ন" পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল গণী হাজারী। নানা সুখ-দুঃখের শরীক এই হিতাকাঙ্ক্ষী জন। সংবাদপত্রের জগতে বাঙলাদেশে একটা নাম। পশ্চিমবঙ্গে কি কেউ আছেন যিনি ছাপার সব হিকমতে ওস্তাদ এবং মেশিন-রুম থেকে প্রয়োজন হলে কম্পোজ থেকে সম্পাদকীয় পর্য্যন্ত লিখে দৈনিক পত্রিকা বের করে দিতে পারবেন? হাজারীর জুড়ি আমার চোখে পড়েনি আজও।... শেষ? শেষ হয়েও গেছেন? বিশ্বাস করা দায়। কবি, প্রবন্ধকার, সম্পাদক, প্রেস-ম্যানেজার, বিজিনেস এক্জিকিউটিভ, ডিজাইনার—কতো রকমের না প্রতিভা। অথচ পরিবেশের অভাবে সব কিছু সামাজিক অবদান হিসেবে তেমন স্বীকৃতি পেল না।

১৯ সেপ্টেম্বর '৭৬

পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিষণ্ন মন। প্রভাস অপেরার "হো চি মিন" দেখলাম। কিন্তু আধুনিক থিয়েটারের সব টেকনিক (লাইট, টেপ ইত্যাদি) গ্রহণ করেছে। কেবল মঞ্চ দেশালায়ের বাক্স নয়। মনোরঞ্জনের জন্য "গিমিক" এরা চালায় ব্যবসার খাতিরে। ফলে, শেষ পর্য্যন্ত পালা মনে কোন দাগ রেখে যায় না। আরো কয়েকটা যাত্রা দেখা দরকার সিদ্ধান্ত পাকা করতে।

২০ সেপ্টেম্বর '৭৬

মাসুদ বেচারা এখনও ভুগছে। সামান্য জ্বর আসে। অপারেশনের জায়গায় ব্যথা আছে। শুভানুধ্যায়ী জনের মলিন চেহরা দেখে বড় খারাপ লাগল। সঙ্গপ্রিয় মানুষ। কেউ গেলেই কথা বলতে চায়, যদিও ডাক্তারের বারণ। ও কামরায় ভিজিটর বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

কলকাতার বাতাস শারদীয়। সাহিত্য, ঋতু দু'য়েই। শরৎচন্দ্রের উপর প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে বহুদিন থেকে এবারও পূর্ণ করতে পারলুম না। কিছু ঋণশোধ হোতো।

www.pathagar.com

২১ সেপ্টেম্বর '৭৬

নির্বাসনের আজ এক বছর খতম হোলো। আরো কতো বছর যাবে কে জানে। ভাবতে পারি নে, আমার চেনা কিছু প্রিয় মুখ ৩৬৫ দিন না দেখে কী করে কাটিয়ে দিলাম। গৃহসুখের লোভ একদম শেষ হয়ে যায় না কেন? যা-ই হোক, সাম্প্রদায়িক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকতে আমি বর্তমান খুনী শাসকদের মুখ দেখতে বাঙলাদেশ যাব না। দুঃখ কষ্ট যা আসে আসুক। বুক পেতে নেব।

২২ সেপ্টেম্বর '৭৬

মানুষের দেহে পেশী দু-রকম। একটা বাইরের দিকে, আর একটা ভেতরের দিকে কাজ করে। ঠিক যেন মানুষের সমাজ। দুই দেহ চালিয়ে নিতে গেলে সেদিকে লক্ষ্য অপরিহার্য। অন্যথায়, ব্যাধির ছল্লোড় অনিবার্য।

আজকাল এখানে দেখছি, বড় বড় সম্পদশালী পত্রিকায় জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের চাকরী দেওয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদী এই আর এক কৌশল। Communication-Man যেন স্বাধীনভাবে বাইরে না থাকে। দেশের গলা চেপে ধরার এক চমৎকার ফন্দী। শোনা যায়, এসব ক্ষেত্রে কড়ি তারাই যোগায়। Cultural Subversion (সাংস্কৃতিক নাশকতা) এর বিরাট ফান্ড ওদের থাকে। দরিদ্র দেশে লেখকদের ইমান-রক্ষা খুব সহজ নয়। অনেক কলামিষ্টের রচনা পড়লে তেমনই ধারণা হয়। বেশ্যারা সকালে গঙ্গাস্নান করে পাপমুক্ত হোতো। এদের কী পন্থা?

২৩ সেপ্টেম্বর '৭৬

রামমোহন রায় দেশবাসীর জন্যে আপাততঃ জঠর-পূরণ হিসেবে "আধ্যাত্মিক তেলেভেজা" সাপ্লাই করেছিলেন। পাকস্থলীতে সইবে কেন in the long run? বর্তমানে মধ্যযুগীয়তার জোয়ার এই কলকাতায় লেগেছে। তা Rational চিন্তাধারার দুর্ভিক্ষ ছাড়া কী বলা যেতে পারে?

২৪ সেপ্টেম্বর '৭৬

পত্রিকা একটা বের করা দরকার বাঙলাদেশের রাজনীতির কোন কাজে আসার বাসনা যদি থাকে। এ ব্যাপারে অনেকেই একমত। অবিশ্যি সমস্যা বহু। বাঙলাদেশে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়ে লেখার জন্যে দৈনন্দিন প্রচুর তথ্য দরকার। এসব যোগাড়ের কী ব্যবস্থা হবে? এই নিয়ে সকালে এক বৈঠক হয়ে গেল সঞ্জীব দত্তর ঠিকানায়। তিনি আবার Perfectionist. ওকে নিয়ে কাজ আনন্দদায়ক কিন্তু পরিশ্রম-সাধ্য।

www.pathagar.com

২৫ সেপ্টেম্বর '৭৬

এক বছর কলকাতায়। পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী একদিনও যেতে পারিনি। আজ সকালেই ঢুঁ মেরে দিলুম। দেবুর প্রাণ তেমনই আছে। উদার প্রচণ্ড বিস্তার এবং নিরেট। ওর অনেক ছবি দেখা গেল। আশ্চর্য, সমাজ-জীবনে যে কালা পাহাড়, ছবি আঁকার ব্যাপারে সে ঐতিহ্যবাহী।

দুপুরে তক্ দু'জনে কিছু কাইজ্যা সহ অনেক টোষ্ট এবং স্মৃতিবর্ণ করা গেল।

২৬ সেপ্টেম্বর '৭৬

আজ ঈদের দিন। চোখ জানালা ধরে সোজা "তুরহান স্মৃতিলোক" এ পৌঁছে যায়। সব ছায়াছায়া বহু চিত্রে দেখতে লাগলুম। বহু জনের মুখ।

আজ কোথাও বেরুলাম না। কোথা যাব? বেচারা ফনু নিঃসঙ্গ আমার মত। কীভাবে দিন কাটাচ্ছে? না-না ওর কথা আর ভাবব না। বন্ধু আবদুর রহমান (খাঁদা)-কে ওর ভার দিয়ে এলে নিশ্চিত থাকতাম। কি ফনুকে বলে এলেও চলত। কী করে খবর দেব– এখন সেটাই সমস্যা।

২৭ সেপ্টেম্বর '৭৬

বাঙলাদেশে রাজনৈতিক অপরাধীদের উপর মধ্যযুগীয় জুলুম শুরু হয়েছে। যশোরে একটি ছেলের কাছে কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া যায়। তার দুই চোখ উপড়ে নিয়েছে সৈন্যরা। আলবদর রাজাকার এখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। প্রতিশোধ নেওয়ার মওকা তাদের। ধর্মজাত অন্ধতা পশুত্বেরও নীচে নিয়ে যায় মানুষকে খুব সহজে।

২৮ সেপ্টেম্বর '৭৬

একটা দিন গেল বটে! মনে করি চেনাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হবে না। ঠিক তাই হুড়মুড় করে খাড়া হয়। যেন আমার বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র আগে থেকে সাজানো। নিয়তিবাদে বিশ্বাস এমন সমাপতন থেকেই আসে।

২৯ সেপ্টেম্বর '৭৬

সকাল ন'টা গড়িয়াহাটার মোড়ে হাঁটছি। হঠাৎ ঘাড়ে আঙুলের ছোঁওয়া। পেছনে ফিরে দেখি, চক্ষুচিকিৎসা-বিশারদ ডাঃ ননীগোপাল চৌধুরী, মুখে মিটমিট অবর্ণনীয় হাসি। সেই যে দেশবিভাগের পর চাটগাঁ থেকে পরিচয়, বহু বছরের ব্যবধান, ওঁর স্মৃতি কিছু মলিন করতে পারেনি। জনতার মধ্যে এমন পিছুডাক ভাল লাগল। নির্বাসিতের মানসিক পাথেয় যোগাড় হোলো।

www.pathagar.com

৩০ সেপ্টেম্বর '৭৬

ইতিহাসকে মেলার সঙ্গে তুলনা করা চলে। Congregation (কংগ্রিগেশান) এর জন্য সমস্ত আয়োজন। তার মধ্যে কিছু লোক আছে ফায়দা মুনাফা উঠাতে। আবার কিছু লোক আছে স্বার্থত্যাগী স্বেচ্ছাসেবক। রাজনীতির মধ্যে বদমাস সাধু দুইই থাকতে পারে। কারণ, ব্যক্তিসত্তা বিশেষতঃ পুরাতন সত্তা এত সহজে বিনষ্ট করতে পারে না। ফলে, আলো-আঁধারির খেলা চলে যেমন ব্যক্তিজীবনে, তেমনই ইতিহাসে। তবে মেলা চলতে থাকে।

পিটার কষ্টা নামে এক ডাচ নাগরিক দু'বছর বাঙলাদেশ ছিল জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলে। ওদের নেতাদের সাত বছরের জেল হয়। প্রেসিডেন্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার মঞ্জুরী মেলে। লোকটা দেশে ফিরে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর প্রয়াণের পিছনে এই সব বিদেশীদের হাত ছিল কৈকি। বিশদ আর কিছু জানা যায়নি।... মহালয়ার দিন। দেবশরণ-পার্বতী দাশগুপ্তা, অমিয় সিংহ (ঝন্টু বাবু) ও সিংহিনী প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পরে সঞ্জীব দত্তের সঙ্গে কালক্ষয় তথা কিছু আলোচনা। বঙ্গবন্ধুর হত্যা ষড়যন্ত্রের পটভূমি এখনও ভাঙ্গা ভাঙ্গা। একদম ডক্যুমেন্টের মত কিছু খাড়া করা উচিত। তথ্য যা পাওয়া যায় সব সংগ্রহে আমরা যেন দেরী না করি। সঞ্জীব তাগিদ দিতে দিতে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ল সেদিনের মত। ক'দিন আগেও সে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল।

১ অক্টোবর '৭৬

উৎসব উদ্দামিত কলকাতা।

কেবল কাপড়-চোপড়ের জন্যেই রাস্তার চেহরা মনে হয় বদলে গেছে। অথচ কেন্দ্রবিন্দু মধ্যযুগীয়তা। সমাজ নির্মাণে এই রূপান্তরের গীয়ার বদল করে ঘটবে? যুব-সমাজের উদ্যম এই ধর্মান্ধতার পথে চালিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের একটা অভিসন্ধি বেশ চরিতার্থ হয়। মোটা চাঁদা কি তারা সাধে দেয়?

২ অক্টোবর '৭৬

শরৎচন্দ্র এবং তাঁর কুকুর ভেলীকে নিয়ে আমার উপন্যাস রচনার বাসনা প্রায় গত পঁয়ত্রিশ বছর থেকে। লেখকের অন্তরাত্মার অস্থিরতা-প্রশমনের অবলম্বন অনেক সময় লোমশ আদর আর কুকুরটা ভদ্রস্থ মানবতার প্রতীক-শরৎচন্দ্র নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। এবার কলকাতায় আছি। মাল-মশলা যোগাড় কঠিন হবে না। তবে ঝামেলা অনেক। ভেলির জীবিত কাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের সব রচনার পটভূমিও জানা দরকার। বইটার নামও ঠিক করেছিলুম। জিয়া ভেলী। শরৎচন্দ্রের ভাইপোরা ওঁকে "জিয়া" বলে ডাকতেন। জিয়া মানে প্রাণ। ভেলি ব্রজবুলিতে প্রাণ্ডি। নামটা উপন্যাসের ভালই হোতো।

www.pathagar.com

৩ অক্টোবর '৭৬

গোটা হিন্দু সমাজের Ethos এই উপলক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ঘুলঘুলি ঘুপচি-গলি পথে কী করে সমাজতন্ত্র আসবে, আমি ভেবে পাইনে।

৪ অক্টোবর '৭৬

সকালে মাসুদের বাড়ী গিয়ে আকাশ থেকে পড়লুম। ওর মেয়ে খুশী (ভাল নাম আসিয়া) খালা আজ ঢাকা ফিরে যাচ্ছে। আমার ধারণা ছিল বাবার অসুখের জন্যে এসেছে, আরো কিছুদিন থাকবে। ওর হাতে লায়লীর জন্যে শাড়ী কিনে দেব ওকে বলেও রেখেছিলুম—সব ভেস্তে গেল এই অযোয়াস্তির জের সহজে যাওয়ার নয়। মেয়ের চিঠি পেলাম আজ। শেষ লাইনে লিখেছে, "আপনাকে কতোদিন দেখিনি।" ও ত জানে না, যে আগুনের কুণ্ডে এখন বসবাস যাতায়াত ওদের সঙ্গে দেখা আর না-ও হতে পারে। "রিদ" নানার বয়স এক বছর হয়ে গেল। কী হৃষ্টপুষ্ট, ডাগর চোখ-ফটোয় দেখলাম। ওকে চাক্ষুষ দেখার জন্যে মন ছটফট করে। আজ সারাদিন আরো অস্বোয়াস্তি। মাসুদের মেয়ে খুশী তা বাড়ীর মেয়ের মত। ওর হাতে পত্রে সব লেখা যায়। ফলে কেমন আছে, কোথায় আছে, কিছু জানতে পারছি না। ছেলেদের লিখে দিতাম যেন তাদের চাচার কোন অসুবিধা না হয়। হাতের কাছে এমন সুযোগ এসে চলে গেল। খুশী কবে যাবে, একদিন জিজ্ঞেস করে রাখলেই এই অযোয়াস্তির খর্পরে পড়তে হোতো না।

৫ অক্টোবর '৭৬

আদর্শের চেতনা এবং ধর্মীয় চেতনা বোধ হয় এক হতে পারে না। নচেৎ ধর্মের নামে সমাজে এত অত্যাচার জঞ্জাল টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় কেন?

৬ অক্টোবর '৭৬

স্কটল্যান্ড থেকে মোহাম্মদ পত্র দিয়েছে, ঢাকা যাচ্ছে সে। তরুণ উদীয়মান গাল্পিক বন্ধু (অকালে মৃত) ফজলুল হকের ছোট ভাই মোজাম্মেল। পুরাতন স্মৃতি একটা দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, এখানে 'চতুরঙ্গ' 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত মরহুমের গল্পগুলো সংগ্রহ করা দরকার। কী চমৎকার শুরু করেছিলেন, দেশভাগের পর ১৯৪৮ সনে আত্মহত্যা মারফৎ সব সমাপ্তির যবনিকা টানলেন ফজলুল হক। একটু সামনে ঝুঁকে হাঁটতেন। তার স্বপ্নিল দুই চোখ আজ আবার দেখতে পেলুম। মোজাম্মেল অক্টোবরের মাঝামাঝি স্কটল্যান্ড নিজের পেশায় (ডাক্তার) ফিরে যাবে। তখনই ওর পত্রের জবাব দিতে হবে।

আজ ঢাকায় 'রিদ নানার' জন্মদিন পালন করবে, মেয়ে লিখেছে। আমি

www.pathagar.com

কোন উপহার পাঠাতে পারলাম না। যখন বুঝেছি, হাজার যন্ত্রণা বুকে নিয়েই বাঁচা। ডুবে ডুবেই নৌকা বেয়ে চলতে হবে ঢেউ ছাপিয়ে।

৭ অক্টোবর '৭৬

বনানী চৌধুরী এবং তাঁর কর্তা জনাব রাজ্জাক চৌধুরী সাহেবকে ধন্যবাদ। দুইজনে আমার ছয়ত্রিশ ঘন্টার অযোয়াস্তি পটভূমি মুছে দিলেন। ওদের ছেলে ও বৌমা ঢাকা যাবে পরশু না তারিখে। তাদের মারফৎ আমি জিনিষ পাঠাতে পারি।... লায়লীর শাড়ী, রিদের চকলেট, বুলবুলের জন্যে কফি কিনে দিয়ে নিস্তার। চৌধুরী বহুকাল আগে থেকে বেড়া-ভাঙার দলে। বনানী চৌধুরী আজও মঞ্চে অভিনয় করছেন। ত্রিশ বছর পূর্বে মঞ্চে বের হওয়া মুসলমান মেয়ের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। সাহস এবং প্রচুর সাহস দেখিয়েছেন স্বামী-স্ত্রী সেই যুগে। ওঁর ছেলে রেজা চৌধুরী এবং বধূমাতা ডোরাকে অশেষ স্নেহাশিস।

৮ অক্টোবর '৭৬

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মাসুদ ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে Enlightenment একদম নেই। মাসুদ সেই ব্রত গ্রহণের জন্য বিশেষ আগ্রহী। ওর স্বাস্থ্যোদ্ধার তাড়াতাড়ি হোক– শুভেচ্ছা স্বতঃই মনে জাগে। নির্বাসনে এসে এমন হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ না থাকলে দুর্ভোগ আরো বাড়ত।

৯ অক্টোবর '৭৬

জেলে নিহত আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর ছেলে নাসিম, ছাত্রনেতা ইসমত গামার সঙ্গে আজ দেখা হোলো সঞ্জীব দত্ত, মোনায়েম সরকারের সাহচর্যে। বাঙলাদেশের পরিস্থিতি এবং আমরা যারা এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছি তাদের কর্তব্যই মুখ্য আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে রইল।

তরুণ সান্যালের এক অতিথি অন্ধ্রদেশবাসী। ভদ্রলোকের নাম গঙ্গাইয়া কার্তাগড্ডার। শান্তি আন্দোলন এবং অন্যান্য সমাজকর্মী তিনি। ভোরে গৌহাটী চলে যাবেন। স্বল্পক্ষণের পরিচয়। বড় ভাল লাগল গৌরতনু প্রৌঢ় সমাজকর্মীকে।

১০ অক্টোবর '৭৬

দু'দিন থেকে মানসিক আলস্য পেয়ে বসেছে। এমন হওয়া উচিত নয়। অজানিতে Senility আসে। তা যেন ভুলে বসে না থাকি।

গত রাত্রে মার কথা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে ঘিরে রইল। আজন্ম দুঃখিনী, আমিও তার দিকে সর্বদা মনোযোগ দিতে পারলাম না–নানা কাজের মধ্যে। এ

www.pathagar.com

অনুতাপ বার বার হানা দিল।

ওয়েলিংটন পার্কের স্মৃতি অসংখ্য। ১১৯ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে থাকার সময় কতো সন্ধ্যা বিকেল এখানে ঘাসের উপর শুয়ে কাটিয়েছে। কতো সভা-সমিতির তামাসা দেখেছি। পাতাল রেলের জন্য সব তছনছ। মাটির পাহাড় জমেছে গর্ত খুঁড়েখুঁড়ে—আজ চোখ পড়ল। যেন বিরাট কবর। আমার স্মৃতির তলায় চাপা পড়ে আছে কতো মুখ। বড় চাচার ছেলে সিরাজ (সিরাজুল ইসলাম) ও আমি প্রায় সমবয়সী আমি দু'মাসের বড়। পার্কে এসে আড্ডা দিতাম।

১১ অক্টোবর '৭৬

আজ সি.আই.টি রোডে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেন, যশোরের স্নেহভাজন রওশন আলী প্রমুখের সঙ্গে দেখা। একটি সাপ্তাহিক বের করার ব্যাপারে আলোচনা। সঞ্জীব দত্ত, জওয়াদ করীম (বাঙলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রাক্তন ম্যানেজার) এবং রণেশ দাশগুপ্ত আমার সঙ্গে ছিলেন।

এমন সব কাজে জড়িয়ে পড়েছি উপন্যাস লেখা জীবনে হবে না। 'মুকতার মজুমদার' নামে একটা উপন্যাস লেখক ভেবেছিলুম মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রৌঢ় নায়ক। ওসব কল্পনায় থেকে যাবে হয়ত।

আহার সম্পর্কে আমি আদৌ অনাগ্রহীদের দলে নেই। কাল মিষ্টির দোকানে ময়রা কে বললুম "আমসত্ত দিয়ে সন্দেশ তৈরী করতে পারেন। একটা নতুন পদ বাড়ে। আমসত্ত্বের সরু পাতলা ফালি মাঝখানে দিয়ে সন্দেশ তৈরী হতে পারে। অথবা, দুধে যেমন ছেনে নেওয়া হয়, তেমনই মিশিয়ে দেওয়া চলে।" দোকানদার তেমন আগ্রহী মনে হোলো না। অবক্ষয়ের নানা রকম। কল্পনার মৃত্যু ঘটে। জীবনবোধ চুপসে যায়। পশ্চিমবঙ্গের ময়রাকে আর কী দোষ দেব?

১২ অক্টোবর '৭৬

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর ভাই লতিফ সিদ্দিকীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সীমান্ত এলাকা থেকে আগত। বাঙলাদেশের বর্তমান সংগ্রাম কী মোড় নেবে বুঝা দায়। আরো কিছু কর্মীদের দেখলাম। বাঙলাদেশের শান্তি শৃঙ্খলার মুখ হয়ত এই জীবনে আর দেখব না। ষাট পার করে দিয়ে তাই হতাশার সম্মুখীন হওয়া অবিশ্যি মাঝে মাঝে বড় স্বাভাবিক।

১৩ অক্টোবর '৭৬

লাইট হাউস সিনেমার চত্বরে হঠাৎ প্রায় দৈব ব্যাপার আমাদেরঃ চাটগাঁর (দেশবিভাগের পর সংস্কৃতির বৈঠক নামীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মী) চিরঞ্জীব

www.pathagar.com

দাসশর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঠিক পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে পরে। যৌবনের গৌরসুন্দর চেহরা আর নেই, ঈষৎ ম্লান। পরে সাক্ষাৎ ও গ্যাপ-পূরণের ওয়াদা সহ বিদায়। সঙ্গীতের দিক রক্ষা করতেন চিরঞ্জীব বাবু। গান লিখতেন এবং সুর দিতেন। আজ জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম, এখনও গানে লেগে আছেন কিনা। কে লিখবে, A tale of two cities—দুই বঙ্গের উপাখ্যান?

কলকাতায় পাঁচ ছ' লাখ লোক ফুটপাতের অধিবাসী। দুঃসহ নানা দৃশ্য চোখে পড়ে। এসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। আজ বীডন ষ্ট্রীট হেদুয়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল, একটা ইঁদুর পুড়িয়ে এন্তেজাম চলছেঃ আহারের মুখবন্ধ। ছিন্নমূল বাঙালী মেয়ে, কোন আদিবাসী নয়। কলকাতার জঙ্গলে অবিশ্যি আমরা সবাই আদিবাসী। দুঃখ করার সুযোগ পেলাম না।

১৪ অক্টোবর '৭৬

মৃণাল সেনের "মৃগয়া" দেখলুম লাইট হাউস সিনেমায়। অভিভূত দেখে গেলাম। সমালোচনার জন্যে আরো একবার দেখতে হবে। সমাজ-সচেতন এই পরিচালক যখন দাম্ভিকের মত নির্দেশ দেন, Stand up and remember the martyrs who stood for life and freedom"—আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের অবক্ষয়ের মধ্যে এমন মাষ্টারির প্রয়োজন আছে।

১৫ অক্টোবর '৭৬

বাড়ীটা শূন্য। তরুণ, বৌমা কেয়া এবং বংশধরেরা সব "নাইওর" গেছে পুজোর ছুটিতে। গৃহ ছেড়ে গৃহে আছি—তাও আর রইল না। একাকীত্বের বোধ বড় যন্ত্রণাদাতা। লেখাপড়া কোন রকমে এগোলো। সামান্য।

বিকেলে মাসুদের কাছে। ওরা দার্লিজিঙ যাচ্ছে দু-হপ্তার জন্যে। ওদের দাওয়াত পেলাম। দু'দিনে বুঝতে পারব, তা সম্ভব কিনা। যেতে পারলে "মুকতার মজুমদার" উপন্যাস শুরু এবং এগিয়ে রাখতে পারতাম।

লায়লীর চিঠি পেলাম ৩০ সেপ্টেম্বর আর এক পৌত্র হয়েছে। মুজু-মেজ ছেলে আসফাকের ছেলে। নাম রাখতে হবে। আপাততঃ ডাকনাম পাঠিয়ে দিই। রূপেন। অথবা বিখ্যাত শিল্পী রুবেন। ওর দাদার ডাকনাম রেখেছিলুম সুফেন। অনুপ্রাস রক্ষা করা যাক।

১৬ অক্টোবর '৭৬

জিয়া বাঙলাদেশে ইলেকশান দিচ্ছেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের শিরোপা দিয়ে তিনি নিজে আরো জাঁকিয়ে বসার চেষ্টায় থাকবেন। কারণ ওদের জন-ভিত্তি নেই।

www.pathagar.com

সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীলদের ঠেলে ফেলে দেওয়া সহজ। দেশে প্রতিক্রিয়া উঠবে না—যেহেতু মুসলিম লীগ অগয়রহ আর জনপ্রিয় নয়। ওদিকে প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের অবস্থা বুঝে জিয়ার সহযোগিতা করবে। ভবিষ্যতে হয়ত এই ছবিই দেখা যাবে বাঙলাদেশে। দেখা যাক।

বিকেলে সঞ্জীব দত্ত সমীপে। পৌঁছে দেখলাম শনিবারে রেসযাত্রী এক বন্ধু চন্দ্রমাধব বসু (ডাকনাম পচু)-কে উপদেশ দিচ্ছে রেস-গাইড নিয়ে। একদা Mathematics এর ছাত্র বিধায় Combination Permatution এ সঞ্জীব খুব উৎসাহী। অবিশ্যি জ্ঞানের কোন দিকে সঞ্জীবের সর্বচর চক্ষু ধায় না?

১৭ অক্টোবর '৭৬

চীনের আরশোলা তেলাপোকাগুলো এবার আপোষে কামড়াকামড়ি শুরু করেছে। মাও-পত্নী চিয়াং (Head অথবা Bed দিয়ে Politburo তে ঢুকেছিলেন জানি নে) ও অন্যান্যরা নাকি আসলে রুশ-প্রেমিক। গ্রেপ্তারের পর ওদের নামে পোষ্টার পড়ছে। মার্কসবাদের উপর থুথু-দাতা এই জীবজন্তুদের কোন্দলের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। থুঃ, থুঃ!

সারা দিন ঘরে। Contradiction এবং Negation এ সম্পর্ক কী? Dialecties-এ দুয়ের জায়গা অনেকখানি। এতদিনে এগিয়ে কিছু ভাবিনি। Contradiction মাও-সে তুঙের বইখানা আবার পড়লাম। আমার কাছে অতি সরলীকৃত তত্ত্বে আর মন ভরে না। কিন্তু সময় কোথায় অন্যান্য চিন্তার? উপন্যাস লেখা কীভাবে এগোবে?

১৮ অক্টোবর '৭৬

উঃ! আরো পূজা আছে। মানে নানা কান্‌ফাটা শব্দ। তায় কালীপূজা। আবার রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে মণ্ডপ বাঁধতে। কলকাতার সৌন্দর্য এই সব মধ্যযুগীয়তা লোপাট বা অন্য (নান্দনিক রূপান্তর) কিছু না হলে আর ফিরে আসবে না।

১৯ অক্টোবর '৭৬

শ্রীরমেন মিত্র এত দিনে পাঁচ মাস পর বাড়ীতে ফিরেছেন। আজ সন্ধ্যায় দশ মিনিটের জন্যে দেখা। সংগ্রামী-লড়াকু মানুষ। অসুখ মুখের হাসি শ্রী কিছুই কেড়ে নিতে পারেনি। হৃদয়ের উত্তাপ অঢেল। আমাকে আরো বসতে অনুরোধ করেছিলেন। ডাক্তারের উপদেশ অনুযায়ী জলদি কেটে পড়লুম।

২০ অক্টোবর '৭৬

মন ঘুরে বেড়ায়। সবলসিংহপুর গ্রাম। ঢাকা, য়ুরোপীয় শহর, তুরস্ক—নানা

www.pathagar.com

মুখ, নানা দৃশ্য। সব ছাপিয়ে ওঠে ছোট ভাই ফনু বার বার। তাকে আমি অসহায় ফেলে এসেছি। আমি তার অসহায়তার হেতু। কী করব এখান থেকে।

সঞ্জীব ও জওয়াদুল করিম দিল্লী যাবে। ওদের সঙ্গে সাক্ষাতে গেলাম। পরে ষ্টেশন পর্য্যন্ত। অধ্যাপক শান্তিময় রায়ও আজ দিল্লী যাচ্ছেন। বাঙলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী জন তিনি সেই ১৯৭১ থেকে। আজ ট্রেন ছাড়ার পর জানালা পথে নমস্কার বিনিময় উভয় দিক থেকে বেশ নাটকীয়। ফেরার পথে মন বিষণ্ন। সঞ্জীব দত্ত Intelectually উদ্দীপিত রাখতে পয়লা ক্লাসের সঙ্গী। কলকাতায় নিঃসঙ্গতা বাড়বে। এখানেও এক বাড়ীতে ছ-মাস হয়ে গেল। গৃহপরিবেশে মন শান্ত ছিল। কিন্তু সৌজন্যের উপর জুলুম হয়ে যাবে—আরো বেশীদিন থাকলে। যাযাবরের আবার নীড়-সন্ধান। এসব ঝক্কি হাসি মুখে মেনে নিতে হবে।

মজার ব্যাপার। উঠলাম এসে এই হষ্টেলে সুপারের কোয়াটারে। নাম Ogilvi অগল্‌ভি হষ্টেল। জন অগিল্‌ভি ছিলেন স্কটল্যান্ডবাসী অভিজাত। ক্যাথোলিক ধর্মে দীক্ষিত। তখন ইংলন্ডের রাজা জেমস প্রথম। অগিলভি পোপকে অস্বীকার করে রাজা জেমসের ধর্মীয় আনুগত্যে বিশ্বাসী হতে রাজী ছিলেন না। ফলে, ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তার ফাঁসি হয়। এক শতাব্দীর পরে অগিল্‌ভি "সেন্ট"-পর্যায়ে ভূষিত হন। আপন বিশ্বাসে অনড় পুরোহিত মহোদয়। সেই বিদ্রোহী নামাঙ্কিত ছাত্রাবাসে এসে উঠেছি।

উনিশ শতকের শেষ তৈরী এই হষ্টেল। কাল এদের Servant quarter দেখে বেশ ধাক্কা খেলাম। জানালাহীন ভেন্টিলেটারের বন্দোবস্ত নেই। অথচ পাদ্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী। উপনিবেশের মানুষকে এই ধর্মধ্বজীরাও মানুষ বলে ধরেনি। যীশুখ্রীষ্টের এই গর্দভগুলো সত্যিই লেনিনের ভাষায় "Spiritual scout of the imperialist" যখন Spirit মর্মতেজ চলে যায়, তখন খোলসই দেবতা হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে কলকাতায় শ্যামাপূজাও লক্ষণীয়। নাগরিক জীবনেই যখন Irrationalism এর বন্যা এমন প্রবাহে, গোটা দেশের মুক্তি-উদ্দীপনা আর কোথা থেকে আসবে?

২১ অক্টোবর '৭৬

মোনায়েম সরকার রাজনৈতিক কর্মী। বড় অমায়িক চরিত্র। ওকে দেখলেই আমার গৃহীমন জেগে ওঠে। কাল হাওড়া স্টেশন থেকে মানিকতলা পর্য্যন্ত (ও যাদবপুর গেল) বাসে ওর সঙ্গে। আজ সকালেই মন নীড়ের দিকে ছোটে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। হয়ত ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না– এমন দুশ্চিন্তা পেয়ে বসে। শরীরের তাগদ এখন যেন কিছু কমে যায়।

কলকাতার ভাগ্যহতদের কাহিনী। ফুটপাথে দু-তিন লাখ ঘুমায় না শুধু পুরো

www.pathagar.com

সংসার পেতে আছে। কাল আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে এক Luxury বাস এক গাড়ী বারান্দার খুঁটিতে ধাক্কা দেওয়ার ফলে, বারান্দা ধসে তিন জনের মৃত্যু, দশজনের বেশী আহত। দু'টি শিশু আর একটি দশ বছরের বালক আহতদের মধ্যে। মৃত্যু এড়াতে পারেনি মানুষ। কিন্তু অপমৃত্যু কি এড়ানো যায় না?

২২ অক্টোবর '৭৬

এক বছর দু'মাস পূর্ণ হোলো আজ নির্বাসনের। আরো কতো দিন যাবে? শূন্য মন। সকালে মানিকতলা থেকে হেঁটে সোজা দেবুর (দেব্রব্রত মুখোপাধ্যায়) বাড়ী। বসে বসে তার আঁকা ছবি দেখলাম। বাঙলাদেশের স্কেচগুলো পুরাতন ঘায়ে নতুন খোঁচা দিল। দেবু একদম যুদ্ধচলার সময় সরেজমীন এগুলো এঁকেছে। দুপুরের দিকে আস্তানায় ফিরলাম। কালীপূজার সন্ধ্যা। শব্দে কান ঝালাপালা। আজ আর কোথাও বেরুলাম না।

২৩ অক্টোবর '৭৬

অনার্যদের দেবী কালী। অনার্য আজ শহর কলকাতা। এমন বন্য নাগরিকতা আর কোথাও আছে কী? রাত্রে ঘুমোতে পারলুম না শব্দের চোটে।

২৪ অক্টোবর '৭৬

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবস। বালিগঞ্জে প্লেসে শ্রীনৃপেন সেন সমীপে। নেমন্তন্ন ছিল। ওঁর বোনেরা এলেন। আমিও ওদের ভ্রাতারূপে আজ গণ্য। কপালে তিলকের শোভা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভোজ শেষে বসুধা চক্রবর্তীর বাড়ী। অগ্রজ ফণী চক্রবর্তীর বয়স উনআশি। আশ্চর্য মনে তেজ এবং ক্ষিপ্রতা। আলাপ কালে বললেন, "উনিশ এবং বিশ শতকের Rationalist movement এর কী হোলো?" এখন সাঁই বাবা এবং বুজ্‌রুকির ভক্ত শিক্ষিত মানুষগুলো পর্য্যন্ত। থিয়েটার এবং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে দু-দুটো বাড়ী যথাক্রমে অরবিন্দ এবং রামমোহনের বলে চালানো হচ্ছে। তাও মিথ্যে। সব মিথ্যের উপর Cult তৈরী হচ্ছে। এই বৃদ্ধ নমস্য। মন এখনও তরুণ।

২৫ অক্টোবর '৭৬

বিজ্ঞানের কল্যাণে দীপালি উৎসব খুব মনোরম ও চক্ষুলোভা হয়ে উঠছে। ইলেকট্রিক লাইট নানা শহর মাতিয়ে তোলে। কালীপূজার জের আজও চলছে নিরঞ্জনের জন্য ঘটা। বিবেকানন্দ রোডে ঠিক বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের পাশেই দেখলাম, বিশ গজ জায়গা জুড়ে ফুটপাথের উপর উদ্বাস্তু পরিবারের অন্ততঃ তিরিশজন ঘুমোচ্ছে এই রাত্রি সাড়ে আটটার সময়। দু-পাশে নানা আলোকরঙ্গ

www.pathagar.com

এবং ঢাক ঢোলের আওয়াজ। ওরা ঘুমে নির্বিকার। যেন ব্যঙ্গ করছে স্পর্ধাভরে, "আমরা তোমাদের উৎসবের মুখে লাথি মারি। আমরা তোমাদের কিছুতে নেই।" বিবেকানন্দজী ধর্মের জোয়ার বইয়ে গেছেন দেশে অধর্মের চেতনা জীইয়ে রাখতে। ট্র্যাজেডি, উনি কিছুই ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারেননি। চিন্তাও করেননি এমন হওয়া সম্ভব। সন্ন্যাসধর্ম Antisocial escapism সমাজবিরোধী পলায়নবাদী তার ইনষ্টিট্যুশান। বিবেকানন্দ এই সহজ কথাটা কখনও তলিয়ে দেখেননি। তাই ত তাঁর স্মৃতিমন্দিরের সামনে অমন মানবিক ট্র্যাজেডি অভিনীত হয়।

ছোট ভাই ফনুর খোঁজ পাইনি। বহুদিন। আর একজন-কে দিয়ে চিঠি লেখানোর জন্যে। আমার স্বগ্রামবাসী সাদিমানী খাঁর বাসায় গিয়েছিলুম সকালের দিকে কলিন ষ্ট্রীট। ওই চিঠি পোষ্ট করলুম ধর্মতলা ষ্ট্রীটে। কবে উত্তর আসবে জানি নে। ফনুই এখন আমাকে বড় কষ্ট দেয়। পরে "প্রসাদ" পত্রিকার আপিসে। কর্মযোগী শ্রীপ্রসাদ বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হোলো। বড় অমায়িকতার সঙ্গে যোগসূত্র পাতলেন।

২৬ অক্টোবর '৭৬

গত ক'দিন একাজে ওকাজে গেল। পড়া প্রায় বন্ধ। লেখা Stop। "বজ্রকণ্ঠ" কাগজটা উৎসাহী ছেলেরা বের করেছিল। ওটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাসিত এম-পি ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ না দিয়েও উপায় ছিল না। বয়স শুধু ভয় পাইয়ে দেয়। উপন্যাস কবে শেষ করব? আসল রচনায় হাত দিতে পারছিনে মনের প্রশান্তির অভাবে।

২৭ অক্টোবর '৭৬

কালীপুজোর রেশ এখনও চলছে। পূর্বে সারাদিন সব ভাসান হয়ে যেত। এখন আর তা হয় না। অর্থাৎ, ধর্মস্রাব-লেজেগোবরে এমন মাখামাখি যে ছাড়ানো দায়। নাগরিক জীবনের এই ক্লেদ সহজে যাবে বলে ধারণা করা ভুল।

২৮ অক্টোবর '৭৬

নতুন জীবন-অধ্যায়। অতীত মুছে যেত। তাই হয় না। সেন্ট্ অগাষ্টিন যদিও বলেন, অতীত হচ্ছে বর্তমান অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রত্যাশা।

২৯ অক্টোবর '৭৬

দিল্লীর প্রকাশক "(হিন্দ পকেট বুক্স্)-কে ধন্যবাদ, আর্থিক কিছু সুরাহা হোলো "A Slave Laughs" (ক্রীতদাসের হাসির অনুবাদ) বাবদ। তিন মাস

www.pathagar.com

অন্ততঃ হাঁফ ছাড়া যাবে বারো'শ টাকা দিয়ে। এই সময় একাগ্রচিত্ত দুদ্দাড় স্পীডে লেখাপড়ায় ডুব দেব।

৩০ অক্টোবর '৭৬

মাসুদ দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসেছে। স্বাস্থ্য প্রায় সাবেক কালে প্রত্যাগত। আমাকে শৈলনিবাসে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। গেলে নিখরচায় ক'দিন কাটিয়ে আসতে পারতাম। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করা যেত। অমন বিলাসিতার চিন্তা না করাই ভাল।

৩১ অক্টোবর '৭৬

বিরাটী গিয়েছিলুম। চব্বিশ পরগনা জেলাভুক্ত জায়গাটা। কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। বনগাঁ লাইনে মফস্বল ছোট্ট শহর। এখানে শ্রীচিরঞ্জীব শর্মা ছোট্ট নীড় বেঁধেছেন। চাটগাঁ থেকে পাকিস্তানী আমলের অত্যাচারের নাগালের বাইরে এসে কষ্ট করছেন শুধু টিকে থাকতে। সুপাচ্য অন্নব্যঞ্জন আন্তরিকতার মধ্যে ঘুঘুডাকা কোলাহলশূন্য এই পল্লীনগরী একটি দিন বড় শান্তি দিল মনে। শর্মাগৃহিণী এবং পুত্রবধূর আন্তরিকতাকে ঋণই বলা উচিত। গৃহস্বামী না বললেও আবার আসার লোভ ত্যাগ সম্ভবই নয়।

১ নভেম্বর '৭৬

গাল্পিক-ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ। ওঁকে হাসপাতাল দেখে এলাম। কিছুদিন আগে বাবা মারা গেছেন। অশৌচের ফলে কেশহীন লেখক। এখন সামান্য গজিয়েছে। বড় বিষণ্ন দেখলুম ওঁকে।

কলকাতা শহরেও মাফিয়া গ্রুপ আছে। দুই খ্যাতনামা মাস্তানের কাছে বহু রাজনীতিবিদ নাকি উমেদারের মত আসে। মা-কালী ডাকাত-নিশাচরদের দেবী। তারা যদি মাকালীর পুজোয় ধুমধামে 'লিজেন্ড' Legend তৈরী না করে ত কে করবে?

কাজে মন বসে না। ঢাকার স্মৃতি বারবার ঢুঁ মারে। এদিকে আমার অসহায় বিধবা বোন ওদিকে ছোট ভাই। ব্যক্তিগত এমন শত দায়িত্বের হেঁচকা টানে অস্থিরতা বাড়ে। পড়ি প্রচুর কিন্তু লেখায় মন ওঠে না।...

পুরাতন সংবাদপত্রের দেখলাম বাঙলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল ফজল নাইরোবিতে এক সম্মেলনে যোগদানের পথে বলেছেন যে, ফারাক্কার জল নিয়ে আপোষ আলোচনা সম্ভব। বেআক্কেল অধ্যাপক এখন প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের মুখপাত্র। চল্লিশের দশকে তিনি "কায়েদে আজম" নাটক লিখেছিলেন। গরু এবং মুসলিম লীগার হিসেবে নিজেকে কল্পনা করা যে কোন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে

www.pathagar.com

অসম্ভব। এই জিভ সেদিন যা করেছিল, আজও তাই করছে। জীবতত্ত্বে বলে, বালক-কৈশোরের খসলত নাকি অনেক সময় শেষ বয়সে ফিরে আসে। ওদের ভাষায় (Pedrogentric) (?) বা ঐ জাতীয় শব্দ। গরুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কিসে কী হয়। অথচ গদীতে গিয়ে বসে গেছে।

২ নভেম্বর '৭৬

ভোরে লেক এভিন্যু বিশ্বেশ্বর সেন সন্নিধানে। নাগরিক বললে যা বুঝায় গ্রাম-কলকাতার বুকে তিনি তেমনই মানুষ। পেশায় চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট। কিন্তু মনুষ্যত্বের হিসেবেও তিনি দক্ষ সুজন। ওঁর বাড়ী থেকে হেঁটে হেঁটে গোল পার্ক। নির্বাসিত সহযাত্রী জওয়াদ করিম দিল্লী গেছে সঞ্জীবসহ। খোঁজ নিতে হয়। বৌমা (মিসেস করিম) বললে, ফেরেনি। হতাশ ডেরায় ফিরে এলাম।

বিকেলে 'অনন্য প্রকাশন' আপিসে। এখানে দেখা হোলো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। লেখকদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় কলেবরের দিক থেকে নরদানব। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সদ্য হার্টের রোগমুক্ত। সমাজ-সচেতনতার খুব ধার ধারেন, মনে হয় না শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়। আত্মহত্যাপ্রবণ কিছু অভ্যেসের শিকার হয় পড়েননি ত? তখন বাঁচার গুরুত্ব বেশী থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিভাধর বেশ কিছু লেখকের মানসিক দুর্দশা, সামগ্রিক অবক্ষয়ের পটভূমি থেকে দেখলে অস্বাভাবিক কিছু থাকে না। সমরেশ বসু নিজের আয়ুর উপর দা কুপিয়ে বসে আছেন। এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। বয়সেও আমি অগ্রজ। কিন্তু অযাচিত উপদেশ দেওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা ত নেই। আমি বিদেশী। সৌজন্যের সমস্যাও কম নয়।

৩ নভেম্বর '৭৬

পূজার জের। কালীর ভাসান। সমস্ত কলেজ ষ্ট্রীট জুড়ে ট্রাকের উপর নানা স্বামী বাবা সাঁইবাবা ঠাকুরাদির প্রমাণ-সাইজ আঁকা প্রতিমূর্তি। দুঃসহ ভিড়। হয়ত বিদেশী Reactionary পর্য্যন্ত পেছনে আছে। মার্কস এক শ' বারো বছর পূর্বে বহু দুঃখে বলেছিলেন, য়ুরোপের advanced বুর্জোয়ারা উপনিবেশে পশ্চাৎপদ সব কিছুর পেছনে সমর্থন যোগায়। নবদ্বীপে মায়াপুরে মার্কিন টাকায় গড়ে ওঠে 'House for krishna consciousness'

৪ নভেম্বর '৭৬

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের লড়াই। ফোর্ড বনাম কার্টার। বরাহ বনাম শূকরের যুদ্ধে কে জিত্‌ল জানা অবান্তর। কুকুরদের গোত্র-কলহ তামাসা হিসেবে দেখা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় দৈনিকে দেখা গেল, কার্টার সাহেব কেমন

www.pathagar.com

গীর্জাগামী ধার্মিক এবং 'নিগার-লাভার' ইত্যাদি গুণাবলীর কীর্তন লিখেছেন এক খ্যাতনামা কবি ও লেখক। সাংস্কৃতিক লেনদেন বিনিময় চমৎকার। মার্কিনীরা 'কৃষ্ণ কন্‌সাস্‌নেস' জাগায় আর এদেশী কবি লেখকেরা 'কার্টার কন্‌সাস্‌নেস'।

৫ নভেম্বর '৭৬

শৃম্বন্ত। পশ্চিমবঙ্গে লেখক কবিবৃন্দ শুনিয়া রাখুন। যদিও অতি সংক্ষেপে। জিমি কার্টার বাদাম চাষ এবং সংরক্ষণ করেন ঠিকই। অবিশ্যি আড়াই হাজার একর জমির মালিক প্রায় চার বর্গ মাইল। এঁদের শিকার কারা জানেন? নিগ্রো মজুর এবং গরীব সাদা-চাষী। কার্টার নেভিতে লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার ছিলেন। যুদ্ধবাজদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক। সমর্থন বড়বড় মনোপলিষ্টরাঃ General Dynamics এবং এমম্বিধ প্রতিষ্ঠানসমূহ। ভিয়েৎনামে যুদ্ধ To bitter END খতমকরণেওয়ালাদের দলে ছিলেন কার্টার। Golan উপত্যকা এবং ইসরাইল অধিকৃত সমগ্র আরব এলাকা ইসরাইলের অধীনে রাখার সমর্থন এই মহাত্মা। কার্টারের পরিচয় লিখতে অনেকে এসব খোঁজ রাখে না। সাম্রাজ্যবাদের পদলেহীদের এই এক বৈশিষ্ট্য। তাদের চড়ুই চেতনা হয়ত জীবিকার বাইরে তাদের যেতে শেখায় না। এমন আত্মা নিয়েই অনেকে কবিতা লেখে বা সাহিত্যসাধনা করে। অনেকের আদর্শ স্থানীয় সিংহ Local lion হওয়া। তারা যেন রবীন্দ্রনাথের পংক্তি দুটি মনে রাখেনঃ আমি পৃথিবীর কবি যেথা তার ওঠে যত ধ্বনি/আমার বাঁশির স্বরে সাড়া তার জাগিবে তখনই।

অন্ধতা রসের দোসর নয়।

ইতিহাসের ফেরে আমি বিদেশী। তাই জনসমক্ষে সাংবাদিক. অসততা সম্পর্কে কিছু লিখতে অপারগ। কবিরা কিছু অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নিলে, ক্ষোভ হয় বৈকি।

৬ নভেম্বর '৭৬

আজও শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে লেক এভিন্যু থেকে সাদার্ন এভিন্যু ধরে সোজা গোল পার্ক। দিল্লী প্রত্যাগত করিম। ওর সঙ্গে সাক্ষাতের পর পার্ক সার্কাস। এখানে সিলেটের "যুগভেরী" সাপ্তাহিক কাগজ মাঝে মাঝে আসে। তেমন খবর থাকে না। তবে একটি সংবাদ থেকে পরিষ্কার জানা গেল, সাংস্কৃতিক রাজাকার এবং সরীসৃপেরা আবার ঢাকায় গর্ত থেকে বেরিয়ে এখন ফণা তুলছে বিভিন্ন সভা সমিতিতে।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ভয়ানক মানসিক নিম্নচাপে ভুগলাম। সব চেনা মুখের জন্য প্রাণ হাহাকার করে উঠল। প্রতিবেশী আবু জাফর শামসুদ্দীন হৃদরোগের শিকার। খুবই দুর্বল সে। দৈবাৎ দুই বৃদ্ধ প্রতিবেশী এক সঙ্গে

www.pathagar.com

হয়েছিলাম। বেচারা যে কী নিঃসঙ্গতার শিকার তা আমি বুঝি।

পৌনে এক ঘণ্টা হেদুয়া পার্কে হেঁটে মনকে শায়েস্তা করলুম। আবার সহজ মন। লড়ায়ে নেমে এসব দুর্বলতা পেয়ে বসলে হেরে যাবো। শত্রুদের হাসির সুযোগ দেব না।

৭ নভেম্বর '৭৬

বন্ধু সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ফিরে এসেছে। সংবাদদাতা তারই অনুজ সুমন্ত, যে কোনদিন আমাকে দেখেনি। তাই জানল না আমি কে। বেশ মজা হোলো বটে তরুণ সান্যালের বৈঠকখানায় বসে।

বিকেলে চিরাচরিত ঘুম থেকে উঠলে বড় হতাশা ছেয়ে ধরে। মন নানা স্মৃতি লতিকায় ঘুরে বেড়ায়। এই দুর্বলতা দূর করতে আমি অক্ষম। একটা কিছু করা দরকার আশু বিহিতের জন্য।

"ফজর মুসাফির" এই ছদ্মনামে বিকৃত হস্তলিপি যোগে আবু জাফর শামসুদ্দীনকে একটা পত্র লিখলাম। ভাষা ইংরেজী। জানি নে পাবে কিনা।

৮ নভেম্বর '৭৬

যা মনে প্রাণে কাঙ্ক্ষিত তার দামও চড়া। চড়া দামেই বাঙলাদেশের পরবর্তী স্বাধীনতা কিনতে হবে। আজ তা স্পষ্ট। অতএব, দৈনন্দিনতার কণ্টক-আঘাত হাসি মুখেই সহ্য করার সাধনা আরো বাধ্যতামূলক।

৯ নভেম্বর '৭৬

বিয়াল্লিশ বছর পরে দেখা তিনকড়ি মিয়ার সঙ্গে। (সন্তান হয় এবং মরে যায় এমন বাপ-মা ছেলেদের নাম ওইভাবে রাখে। নামের কিঞ্চিৎকরতার ফলে যম সেদিকে তাকাবে না)। ইলেকট্রোপ্লেটিঙের মিস্ত্রী। আমার চেয়ে সাত আট বছরের বড়। এখন প্রৌঢ়। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ছাত্রজীবনে কৃচ্ছ্রতার যুগে ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট এবং লিন্ডসের ষ্ট্রীটের কোণায় পাশাপাশি তিনটি দোকানেই আমার বহু পরিচিত জন ছিল। সেই সব মুখ আর নেই। হঠাৎ তিনকড়ি ভায়ের সঙ্গে দেখা। ফর্সা তনু বেশ কালচে হয়ে গেছে বয়সের চাপে, সংসারের চাপে।

১০ নভেম্বর '৭৬

হঠাৎ কতো মুখ চোখের সামনে দেখা দেয় সিকান্দার আবু জাফর, জয়নুল আবেদিন মৃত জীবিত অনেকে। দুপুরের ঘুমের পর প্রায় এই ঘটে। তখন বড় খারাপ লাগে।

www.pathagar.com

দুর্বিপাক নানা ফেরে আসে। মনি অর্ডারে একটা খারাপ শতী নোট পেয়েছিলুম। ১০০, একশ রুপেয়া। প্রায় দশ বারো দিন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যথেষ্ট। শেষে নাচার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গেলাম বদলাতে। ওখানে কারেন্সী অফিসার এস,এম হায়দার আমার ৪২ সনের ছাত্র, উত্তমকুমারের সহপাঠী। সে এবং আরো এক অফিসার শ্রীরমেন গুপ্ত কিছু করতে পারল না। তাই Claims বিভাগে জমা দিলুম। ২/৩ মাস পরে টাকা পাওয়া যাবে। যন্ত্রণা আর কাকে বলে। সারা সকালটা মাটী দুপুর দেড়টা পর্য্যন্ত।

কোমলের সাধনা করেছি কৈশোর থেকে রচনাও Lyrical গীতিধর্মী। হঠাৎ ষাট বছর বয়সে কঠোরের সাধনায় ঝাঁপ দিলুম। রাজনীতি ছাড়া সমাজ-কল্যাণের অন্য পথ নেই। হঠাৎ গীয়ার চেঞ্জ। ভাল না খারাপ করলাম—এ প্রশ্ন অবান্তর। আমার অন্য পথ ছিল না।

১১ নভেম্বর '৭৬

ব্যষ্টির আর সমষ্টির দুঃখ—এ দুয়ের উপলব্ধি এক নয়। প্রথমটি সব চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। সহজে তা পার হয়ে বৃহত্তর মানুষের বেদনার জন্যে মনকে সহনযন্ত্রে পরিণত করা বড় কঠিন। অসংখ্য দরিদ্র রমণীর—যারা কারো না কারো জননী—যন্ত্রণা আঁচ করা যায় কল্পনায়। কিন্তু নিজের মা-বোন যখন কোন যন্ত্রণার শিকার তখন বেদনা বিপুল হয়েই ধাক্কা মারে। সত্যিকার দেশপ্রেমিকের মন হয়ত এই বিষ এবং অমৃত যুগপৎ পান-মারফৎ অনেক বছরের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। সরল রেখা কি সমাজ, কি ব্যক্তি কারো জন্যে নয়।

১২ নভেম্বর '৭৬

বোন আমিনার জন্যে কিছু টাকা পাঠাতে সকালে খিদিরপুর গিয়েছিলুম। এক চাচা শাহাবউদ্দীন ছিল। পেয়ারা গেছে অন্য বাসায়। সাড়ে ৯টার দিকে ফিরবে। আমার অন্য কাজের তাড়ায় অপেক্ষা করতে পারলাম না। এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুরের পুল, ময়দানের ভেতর ট্রাম পথ কতো স্মৃতির শিকড় ধরে টান মারলে। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন কোন স্বপ্নের পাড়ি মারছি। পরে শ্রীরমেন মিত্তির সমীপে। এলো মোনায়েম সরকার। এলেন খুলনা ন্যাপের রব সাহেব এবং ঢাকা থেকে সদ্য আগত সমরজিৎ এবং অন্যান্য ন্যাপকর্মী। অনেক সংবাদ পাওয়া গেল। জাতীয়তাবাদের শিকড় মুছে যায়নি আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। এ সান্ত্বনাই পুঁজি। অন্য পুঁজি দিয়ে ত কাজ চলবে না।

দুপুরে খ্যাতনামা অভিনেত্রী বনানী চৌধুরী ও রাজ্জাক চৌধুরীর সঙ্গে দিবাহার। ওদের বাড়ীতে হঠাৎ অতিথির হামলা। বিশ্রাম না নিয়েই পলায়ন।

www.pathagar.com

রণেশদা এসেছিলেন। বাসস্থান আমাদের উভয়ের সমস্যা। সাত মাস তরুণ সান্যালের সৌজন্যের উপর জুলুম করা গেল। আর না...। যদিও এদের বললে, ভাববে বুঝি অসুবিধার জন্য অন্যত্র যাওয়ার প্ল্যান। কবির আন্তরিকতা উদারতা এবং অন্য Virtue অঢেল। তবু মনের কারো উপর অযথা চাপ রাখা আদৌ পছন্দ নয়। রণেশদা'র মা মারা যান যখন তিনি জেলে। অনেক সয়েছেন, অনেক পুড়েছেন। ওঁর মানসিক প্রশান্তি বড় চড়া দামে কেনা। অমন ঠেস্ আমি কবে খুঁজে পাব? সুদামদী কয়লা-খনির দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের পেছনে কি তাদের প্রিয় পরিবার পরিজন পড়ে রইল না?

১৩ নভেম্বর '৭৬

ডান্টে নির্বাসনের দু-দশক পরে স্বদেশে ফিরেছিলেন। ভিক্টর হিউগো চব্বিশ বছর পরে। কবি ওভিদ (Ovid) নির্বাসনে থাকাকালে মারা যান। আমার আর চার পাঁচ বছর বাঁচা দরকার। গত ষাট বছরের প্রস্তুতি এবার রচনায় রেখে যেতে চাই। জানি নে ভবিষ্যৎ কীভাবে বর্তমান হয়?

১৪ নভেম্বর '৭৬

কলেজ ষ্ট্রীটে সারি সারি কয়েক শ' বইয়ের দোকান। এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথায় আছে আমার জানা নেই। এই দোকানদারেরা সব পাকা জহুরী। এখানে ভাল বই কম দামে কেনা দায়, যদিও পুরাতন। সুলেখক এবং সুগ্রন্থের সঙ্গে এদের পরিচয় বিলক্ষণ। সুতরাং চোখে ধুলো দিয়ে "বার্গেন" ক্রেতার পক্ষে অসম্ভব।

আজ ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটের এক পুরাতন ব'য়ের দোকানের (গোইয়া-জীবনী This is the hour লেখক জর্মান, ফাখ্‌ৎওয়াংগার, ইংরেজী অনুবাদ এবং বিখ্যাত রণভাষ্যকার লিডের হার্টের বই The other side of the Hill সুশোভন বাঁধাই কাগজ ও তদ্রূপ) মাত্র দশ টাকায় কেনা গেল। এপাড়ার বিক্রেতারা এখনও জহুরী হয়নি। এখানে আবার আসা যাবে। উদ্বাস্তু কৃচ্ছ্র জীবন, বৈদেশিক মুদ্রা—এসব বাস্তব ধাক্কায় মন তখনই চুপসে গেল।

১৫ নভেম্বর '৭৬

আঠার শতকের স্পেনে পড়ে আছি। জন-শিল্পী জনতা-আগত গোইয়া অভিজাতদের মধ্যে থেকে কী করে তাঁর শিল্পীসত্তা জীইয়ে রাখছেন, তার বড় স্পর্শসহ আলেখ্য লিও ফাখৎওয়াংগার এঁকেছেন। সকল চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত, তাদের মানস রঙ-বড় অভিভূত করে রাখতে সমর্থ। পাঁচ টাকার বেশী দাম হলে

www.pathagar.com

বইটা কিনতে পারতাম না। ভয়ানক মূর্খতা থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। অজহুরী দোকানদারকে ধন্যবাদ।

সন্ধ্যায় যশোর-নিবাসী সুবোধ মিত্র, চিত্ত ঘোষ, রণেশ দাশগুপ্ত, ইসমৎ গামা প্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। খবর পাওয়া গেল, কর্নেল তাহেরের সঙ্গে নাকি তাহের উদ্দীন ঠাকুর ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই অপরাধে এখন জেলে। সেখানে, গুজব, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছে। ফর্সা গোলগাল মুখ। উপরে নিরীহতার ছাপ। কারো পক্ষে ভাবা মুশকিল—না কল্পনা করাই মুশকিল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে এরা জড়িত থাকতে পারে।

১৬ নভেম্বর '৭৬

ফনুর খবর পাইনি। তাই গ্রামের খাঁ সাহেবদের বাসায় সকালে ওর খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত। তবু নানা আশঙ্কা। অসুখ-বিসুখে কে তার প্রতি সদরদ যত্নবান হবে? পাশপোর্ট নেই, নচেৎ ওকে এখানে চলে আসতে বলতাম। আমার গড়িমসিতে ওর জীবন এমন দরকাঁচড়া অবস্থায়। ছবি আঁকার হাত ছিল। অথচ মানসিক বিপর্যয়ে ও আর নাকি কোন কাজই করে না। আঁকার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। শুধু পরিকল্পনার অভাবে বহু জনের জীবনের আমি প্রতিবন্ধক হয়ে রইলুম।

১৭ নভেম্বর '৭৬

ছোটখাট নানা অসুবিধা এবং কাজ চেপে বসে। লেখা আজ দু-হপ্তা বন্ধ। কোন রকমে বল্মীকের তলায় ঢুকতে অক্ষম। আত্মগ্লানি সিঁদ কাটতে পারছে না আদৌ।

১৮ নভেম্বর '৭৬

ওয়ার্লড্ ব্যাঙ্কের এবারকার রিপোর্টের একাংশে আছে "...Good news also came from Bangladesh... Recent measures to liberalize economic activity and mobilize domestic resources are efforts in right direction. A great role of private sector both in production and distribution system, and encouraging foreign private investment is welcome." এই মন্তব্যের পর বর্তমান বাঙলাদেশ সরকারের চাল সম্পর্কে আর কোন মোহ থাকার কথা নয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সাপের মেরুদণ্ডে মোচড় দিতে গিয়েছিলেন বলেই মহান নেতার অমন ট্র্যাজিক জীবনাবসান।

www.pathagar.com

এত দিনে গত কাল রাত আটটায় বাঙলাদেশ পিজী হাসপাতালে মৌলানা ভাসানী মারা গেছেন। পরম শ্রদ্ধেয় আর যুগপৎ অশ্রদ্ধেয় এই জননেতা। সব মিলে তাঁর প্রতিমূর্তি খুব উঁচুতে। কিন্তু গত ছ'বছরে সাম্প্রদায়িকতা পুঁজি করে তিনি রাজনৈতিক প্রবাহ বজায় রেখেছিলেন। এর চেয়ে ঘৃণ্য আচরণ আর কিছুই হতে পারে না। মুসলিম লীগ দিয়ে রাজনীতি শুরু করলে আখেরে বোধ হয় এমনই খসলৎ পুনরায় দেখা দেয়।

যশোরের নেতা (আওয়ামী লীগ) শ্রীসুবোধ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাতে শ্যামবাজার। ওর কাছে ১৯৭১ সনের ১০-২৫ মার্চের বহু ঘটনা বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা সম্পর্কে শোনা গেল। অস্ত্র সংগ্রহের তখন রীতিমত চেষ্টা করেছিলেন। এই কথা অনেকেই জানে না।

অনন্তঃ এক ঘণ্টা পথচারিতা এখন বাঁধা রুটিন। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুয়ের দিক থেকে ডব্লু সি, ব্যানার্জি স্ট্রীটের মুখে একটা নিওন আলোদীপ্ত ওষুধের দোকান, নাম "সাগরিকা।" ঢাকায় মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর নামও "সাগরিকা"। পেছনের হেঁচ্‌কা টান কতো দিক থেকে আসে। সন্ধ্যায় হঠাৎ গৃহস্মৃতি একটা সাইনবোর্ডে ঝলমলিয়ে উঠল।

১৯ নভেম্বর '৭৬

সকালে বেশ শ্রান্ত হেঁটে এসেছি। খবর পেলাম, মস্কো থেকে মরিয়ম সাল্‌গানিক এসেছে। বেঁটেখাটো এই এক মনীষী তাজিক মহিলা। সোভিয়েট লেখক সংঘের সেক্রেটারী। ১৯৬৭ সনে মস্কোয় দেখা। শশব্যস্ত পার্ক হোটেলে গেলাম। দেখা পেলাম না। আজই চলে যাবে। কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়। ফেরার পথে যাদুঘরের নীচে প্রাচীন স্থাপত্য রাজ্যে এক ঘণ্টা কাটল। "নৈরাত্ম্য" মূর্তিটা বার বার দেখলাম। বৌদ্ধধর্মে শূন্যতার স্থান অনেক উচ্চে। এই মূর্তি তার অদ্ভুত স্মারক।

২০ নভেম্বর '৭৬

দিল্লী হিন্দু (Hindu) পেপার ব্যাক থেকে "A slave Laughs" বেরিয়েছে। ক্রীতদাসের হাসির ইং-তর্জমা। সুন্দর প্রডাক্‌শান। সস্তায় (পাঁচ রুপী) আরো ভাল করতে যাওয়া চলে না।

বন্ধুবর অসিতরঞ্জন সেন ঢাকা থেকে এসেছেন। অনেক খবর পেলাম। আব্দুল গনী হাজারীর মৃত্যু প্রায় স্বেচ্ছামৃত্যু। দু-তিন বার হার্ট-এ্যাটাকের পর সরকারী কাজে অমন আত্ম-নিয়োগ উচিত হয়নি। অন্যদিকে, '৭০ সনে বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বেশী ভোট-অর্জনকারী বন্ধু আশরাফ আলী চৌধুরীর হার্ট-এ্যাটাক হয়েছে।

www.pathagar.com

এই অসাম্প্রদায়িক পরহিতব্রতী মানুষটির এমন ব্যাধি! বড় খারাপ লাগতে লাগল। জগবন্ধু মাহবুব আলম ভাল আছেন। চৌধুরী ভায়ের জন্যে হাজার শুভেচ্ছা। তিনি নিরাময় হয়ে উঠুন।

জাতীয়তাবাদ মরে যায়নি। গ্রামাঞ্চলে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি আবার ফিরে আসছে। এই সংবাদই হাজার দুঃখে অশেষ সান্ত্বনা।

২১ নভেম্বর '৭৬

শ্রীগোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাতে শ্রীরামপুর যাত্রা। ১৯৪৩ মন্বন্তরের সময় চাটগাঁ যাই। তখন আলাপ। তারপর, দেশবিভাগে পর ত আমিও চাটগাঁয় জুটলাম। গোপাল বিশ্বাস সেই সব নাগরিকদের অন্যতম যারা মানব-কল্যাণের সদাসঙ্গী। প্রচণ্ড ঘনিষ্ঠতায় আমরা আবদ্ধ নানা সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। আবার বিচ্ছেদ। মানুষটি তেমনি আছেন। আমার জন্যে ষ্টেশনে গিয়ে বসে ছিলেন। আমি অন্য পথে বাড়ীতে। প্রতীক্ষায় এক ঘণ্টা। পরে বৌমা অর্চনা বৌমা-কে নিয়ে তাড়াতাড়ি কেরী সাহেবের লীলাস্থলগুলো দেখতে ছুটলাম। গঙ্গার পাড়ে প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ভেতর অর্চনাসহ মিশনারীদের চার্চ, আবাস ইত্যাদি দেখা গেল। মার্শম্যানের স্ত্রী হান্না মার্শম্যানের নামও চার্চ-ফলকে উৎকীর্ণ। দুপুর কেটে গেল। পরে গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। মা এখনও বেঁচে আছেন। এবং শক্ত আছেন বয়সের তুলনায়। ওঁকে দেখে আনন্দিত হলুম। চাটগাঁ ফিরিঙ্গী বাজারে বাসার স্মৃতি আজ নানা পথে উথলাতে লাগল অসাক্ষাতের অনুতাপসহ। বিকেল গেল আলাপে এবং বিশ্বাস দুহিতাদের সংগীতে। স্টেশন পর্য্যন্ত গোপাল বিশ্বাস এগিয়ে দিয়ে গেলেন। আন্তরিকতাজাত ঋণ আর কতো বাড়াব? রণেশ দাশগুপ্ত যে মাঝে মাঝে এই বিলাস-কুঞ্জে আবির্ভূত হন, তা কি সাধে। আমাকেও আবার আসতে হবে।

২২ নভেম্বর '৭৬

বাঙলাদেশ সরকার "ঘটিতব্য" ইলেকশান নাকচ করে দিয়েছে। কারণ দেখিয়েছে, দুষ্কৃতকারীদের হামলার প্রসার, রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন্দল, ছাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। খলের ছলের অভাব হয় না। আসলে জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্রমশঃ চোখমেলা দৃষ্টি (আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ওঠার পর) বঙ্গবন্ধুর ইমেজের ফল্গু অবস্থান, ওদের মুরুব্বী মৌলানার ফৌত ইত্যাদি ঘটনা মিলিটারী প্রতিক্রিয়াশীলদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। মুজিবকে হত্যা করেছ। লোকান্তরিত মুজিব তোমাদের হত্যা করবে। ইতিহাস এইভাবে তার বুকের আবিলতা মোচন করে। বঙ্গবন্ধুর দৌলতে Promoted জেনারেল তোমরা। অকৃতজ্ঞতার শিকার।

www.pathagar.com

তাই বুঝতে দেরী হচ্ছে।

২৩ নভেম্বর '৭৬

অসিতরঞ্জন সেনের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন। ঢাকা-কাহিনী শ্রবণ। ঘুম। বিকেলে রমেন মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অসুস্থ জন। কিন্তু অঢেল প্রাণ-বিতরণের অভ্যেস আর ছাড়তে পারেন না। সদ্য-ভাজা কচুড়ীর জন্যে আটকে রাখলেন। বাক্যবয় ডাক্তারের নিষেধ। কিছুই মানছেন না। তাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা ধরলাম। সহজে উঠতে দিতে নারাজ নাছোড়বান্দা। এই বয়সে আশ্চর্য প্রাণশক্তি কাকে না অভিভূত করবে? আঁদ্রে মাল্‌রো প্যারিসে এক হাসপাতালে শয্যাশায়ী। খুবই অসুস্থ। ওঁকে কাল পত্র দেব। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ৭১ বছর বয়সে ট্যাংক-পরিচালনার বাসনা জানিয়েছিলেন। বৈমানিক রণ-অভিজ্ঞ, শিল্প-সমালোচক, ঔপন্যাসিক, মানবগোষ্ঠি সম্পর্কে সচেতন নানা প্রতিভাধর মানুষটি। আন্তর্জাতিক চেতনা-সম্পন্ন এমন অনেক লোক পৃথিবীতে নেই। ওঁকে কি লিখব, মুসাবিদার পর টাইপ করে পোষ্টাপিস যাব। দেরী হবে। শেষে হাতের লেখাই পাঠিয়ে দিলুম।

২৪ নভেম্বর '৭৬

সকালে সংবাদপত্র দেখে হতভম্ব। অগ্নিগিরি নিভে গেছে। মাল্‌রো ইহলোকে আর নেই। আমার খসড়া চিঠিটা যেন ভেংচাতে লাগল। লিখেছিলাম ঃ

Dear Monisieur Malraux.

Please allow an unkown person to tread upon your restful hours, who is aggrived to learn through newspaper that you are ill and lying in the hospital. There are thousands of Bangladeshi citizen like me to recall with gratitude the moral support you gave to our Freedom struggle. Your letter to the then american president Nixon would remain a classic in epistolerian art. But you know unfortunately after three and half years the forces of ugly counter-revolution got the upperhand and asassinated our great leader sheikh Muzib. Both the internal and international reaction joined hands there. As a sequel I had to flee the country. and ultimately to take shelter in India, where I am living as an exile for more than a year.

As regards myself I beg to inform that I am an humble servant of literature of Bangladesh. My son, a freedom fighter, had the opportunity to go to Paris in 1973 and I asked him to call upon you. He did. Then you had been kind enough to send us an autographed portrait

www.pathagar.com

of your august self-the personification of human spirit. We have kept it as a family treasure for future inheritence.

The spiritual relation, already established has emboldened me to write this letter to you.

I wish you speedy recovery and long life to be at the service of mankind. Adre malroux does not belong to france only. One who is a voice of volcano only can present world with the "voice of silence"

with best of regards,

Yours faithfully,

Shaukat osman

মহান জীবনের অবসান সর্বদাই মর্মন্তুদ।

২৫ নভেম্বর '৭৬

মনও যন্ত্র। তার হেরফের আছে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী যন্ত্র তৈরী হয়। নদীর জলমাপা যন্ত্র দিয়ে সেচনীর কাজ চলবে না। মন তৈরী করার ব্যাপারে আরো নজর দিতে হবে যেন ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট আর নজরেই না পড়ে।

রমেন মিত্র সন্নিধানে। ভালবাসা যায় মানুষটিকে। জননেতারা অনেক সময় রাজনৈতিক তোড়ে মানবিক সুকুমার দিকগুলো হারিয়ে ফেলে। রমেনদার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি।

পরে নির্বাসিত কয়েক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। চিত্ত ঘোষ, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

২৬ নভেম্বর '৭৬

হাওড়ায় ১৩নং হারকোর্ট লেনে থাকার সময় "অভিবাদন" পত্রিকা গোষ্ঠির প্রাণ ছিল ব্রজেন ভট্টাচার্য, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র। শান্তি-শ্যামল পরলোকে। ব্রজেন বেঁচে আছে। ষ্টেট্‌সম্যান-ওর কর্মস্থলে গিয়েছিলাম। দুপুরে ওদের ক্যান্টিনে খাওয়া গেল। কোম্পানীর কল্যাণে, নচেৎ আড়াই রুপেয়ায় এমন লাঞ্চ বাইরে অকল্পনীয়। স্মৃতিমন্থন শেষে পলায়ন। দেশবিভাগের পর ঢাকায় Pakistan observer-এ ব্রজেন কিছু দিন কাজ করেছিল। শান্তিরঞ্জনের কথা বার বার আজ মনে পড়ল।

২৭ নভেম্বর '৭৬

লায়লীর পত্র পেলাম ঢাকা থেকে। তার রিদের তের মাস বয়স। এখন হাঁটতে পারে। ছ'টা দাঁত বেরিয়েছে। মেয়ের সব বিশদ বয়ান পড়ে মন মুষড়ে

www.pathagar.com

যায়। ওদের পত্র আমার কাছে যন্ত্রণা বিশেষ।

২৮ নভেম্বর '৭৬

বসুধা চক্রবর্তী চোখের জন্যে এক বাড়ীর সামনে লেক– রবীন্দ্রসরোবর ছাড়া আর কোথাও যেতে পারেন না। আজ পত্রে জানিয়েছেন, ওঁর এবং ফণীদা উভয়ের শরীর খারাপ। প্রতি হপ্তায় গিয়ে এই বিরলাত্মা মানুষটির সঙ্গে অনেক বক্ষভার লাঘব করা যায়। কাল রোববার একবার ঢুঁ মারব।

সালেক ভায়ের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট। সোমবার সন্ধ্যায় তার তালবাগান লেনের বাড়ীতে। পথে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, আলাপ জমে না।

রাত্রের আহার মরহুম ডক্টর গনীর গৃহে মোনায়েম সরকার, রণেশ দাশগুপ্তসহ।

২৯ নভেম্বর '৭৬

অধ্যাপক আবু সয়ীদের খোঁজে। উত্তর কলকাতা। তিনি মুক্ত এলাকা থেকে ঘুরে এসেছেন। আমার জন্যে এনেছেন কাদের সিদ্দিকীর আদাব ও শুভেচ্ছা। এখানে আর একজন পলাতক নির্বাসিত জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ডাঃ মালেক। '৭৩ সনে হার্ট-এ্যাটাক হয়। এখানে আসার পর আবার ডায়াবেটিসের শিকার। বেচারাকে দেখে বড় দুঃখ হোলো। সঙ্গে BSS এর জওয়াদ করিম। ডক্টর মালেকের রুগ্ন শরীর দেখে মনে হোলো, আত্মীয়-পরিবার-বিচ্ছিন্ন এই অবস্থায় কী যন্ত্রণা না ভোগ করছেন। হায়, বঙ্গবন্ধু, তোমা-বিহনে শুধু এই এক-আধ জন নয়, আরো কোটি জনের দুঃখ কতো যে বৃদ্ধি পাবে তা আঁচ এখান থেকেই করা যায়।

দুপুরে ঘুমের পর মার কথা মনে পড়ল। '৭১ সনে ১৬ই বিজয়-দিবসের পর আরো তিন হপ্তার বেশী ১২ জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলকাতায় আটক পড়লাম, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। মার যন্ত্রণা বাড়ল বৈকি ওই ক'দিন। তার মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ। খবর শুনে ছুটলাম। হয়ত পূর্বে গেলে মার শরীর খারাপ হোতো না। অনুতাপ আজ আমাকে এত পোড়ায়। মা আর ফনু ছোটভাই আমার কাছে যমজ-স্মৃতি। পোড়ানি সহজে থামে না।

৩০ নভেম্বর '৭৬

দেশবিভাগে কতো রকমের না বিপত্তি। আমার এক শুভানুধ্যায়ী তার পরিবার এনেছেন এদিকে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর। প্রায় এক বছর কেটে গেছে। পনর বছরের একটি ছেলে আছে তার। সে হঠাৎ বাড়ী থেকে উধাও। তিন দিন পর খোঁজ পাওয়া গেল বর্ডার পার হয়ে সে ঢাকায় ফিরে গেছে। এখানে ভাল এলাকায় সুন্দর

www.pathagar.com

ফ্ল্যাটে বাস। কলকাতা শহর। তার নানা আকর্ষণ। কিন্তু ওই ছেলেটির বন্ধুবান্ধব ত ঢাকায়। কাজেই মানসিকভাবে এখানে খাপ খাওয়াতে অপারগ। নির্জন নিঃসঙ্গতা থেকে রেহায় পেতে শেষে মরীয়া অমন ঝুঁকি নিতে ইতঃস্তত করেনি। বর্ডার পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাতে পারত। মানসিক কতো রকমের না বিপর্যয়ের সম্মুখীন বহু পরিবার।

সালেক ভাই ও তার স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রে দেখা। আহার তদস্থলে। প্রাচীন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। আলোচনা কালে একটা চমৎকার কথা বললেন। Agitational (উত্তেজনায় উদ্দীপক) পলিটিক্স চলে, সঙ্গে Responsibility-র সবক থাকে না। এই Gap সত্যি মারাত্মক। ভবিষ্যৎ দেশ-পরিচালনার তার প্রক্ষেপ পড়তে বাধ্য। হয়ত ওই সব লড়াকুদের বাতিল করতে হবে। কথাগুলো রাজনৈতিক নেতাদের মনে রাখা উচিত।

১ ডিসেম্বর '৭৬

সংবাদপত্রে খুলে অবাক। জিয়া বাঙলাদেশে মুখ্য সামরিক প্রশাসক। খন্দকার মোস্তাক, শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমান প্রভৃতি (জনরব, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ওরা সন্দেহভাজন ব্যক্তি) আরো কয়েক জন গ্রেপ্তার। ন্যাপের চিরজ্বলন্ত মতিয়া চৌধুরী—কেন এই সঙ্গে ধরা পড়ল? ইলেক্‌শান বন্ধ করার পর কোন অন্তর্কোন্দল? যার ফলে, দক্ষিণপন্থী ওই তথাকথিত নেতাগুলো শুদ্ধ আছে। অথবা জিয়া একদম ইসলাম লীগ, জামাতে ইসলাম প্রভৃতি ফ্যাসিষ্টদের নিয়ে নিরাপদ হতে চায়? কিন্তু নিরাপত্তা কি এতই সহজ? ভিয়েৎনামে ডিয়েম, কাম্বোডিয়ায় নলনল প্রভৃতির কথা স্মরণীয়। এতদিনে কেলাসন Crystalization হয়ত সম্পূর্ণ। এবার শিবির বেছে নিতে মানুষের দেরী হবে না। নতুন গেলাসে পুরাতন মুসলীম লীগ। আইয়ুব খান, এহিয়া খানের প্রেত প্রতিনিধি হিসেবে জিয়া এখন বাঙলাদেশ শাসন করবে।

বঙ্গবন্ধু, কোন গ্রহলোকে তোমার অবস্থান? তোমার হত্যার প্রতিশোধ-পথ তৈরী হচ্ছে।

সন্ধ্যায় ডাঃ মালেক এবং অধ্যাপক আবু সয়ীদ সমীপে। 'বজ্রকণ্ঠ' কাগজের রেজা আগেই এসেছিল। ডাক্তার সাহেব ভাল আছেন জেনে আমি উৎফুল্ল। আজ বুঝলাম, মুখ খোলার পর, তিনি বেশ চিন্তাশীল লোক। সমাজ ও রাজনীতির নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল। এম্নিতে গম্ভীর মানুষ। কিন্তু মুখ খুললে সুন্দর যুক্তিসহ কথা বলে যান এবং পরিবেশ অনুযায়ী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ভেতরে দেশপ্রেমের আগুন আছে। আমি ওঁকে বাধা দিলুম। হার্টের রোগী, ডাক্তার হিসেবে, তিনি কেন উত্তেজিত হবেন? দেশসেবার কাজে এমন মানুষ লাগবে বৈকি। আবু সয়ীদ গত

www.pathagar.com

বছর বিয়ে করেছেন। প্রথম সন্তানের বয়স এক মাস, তখন নির্বাসনে এসেছেন। এই সদ্য-বিবাহিত যুবকের যন্ত্রণা কম নয়। দেশব্রতীর জন্যে এমন দুর্বিপাকের জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত। আজ ডাক্তার সাহেবের মুখে আওয়ামী লীগের বিভক্ত দুই ভাগের চরিত্র বিশ্লেষণটি বেশ মনোজ্ঞ। তিনি ব্যাপারটা বুঝেছেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া রাজনীতিতে কী রূপ নেয়?

২ ডিসেম্বর '৭৬

'বজ্রকণ্ঠ'র জন্যে একটা লেখা লিখলাম আঁদ্রে মালরোর উপর। হঠাৎ-হঠাৎ সাংবাদিকতা আমার ধাতে নেই। তবে এমার্জেন্সি যখন কাজ করতেই হবে।

আজ বকর-ঈদ। গৃহহীনের এসব স্মরণ না থাকাই ভাল। রাত্রে মাসুদের সঙ্গে আহারের পূর্বে বহু কাল পরে দেখা ব্যারিষ্টার আব্দুল লতীফের সঙ্গে। চল্লিশের বামপন্থী ব্যারিষ্টার। যৌবনের চেহরা নেই। কালো হয়ে গেছেন। মুখে যেন Frustration এর ছায়া। দু'একটা মন্তব্যে মনে হোলো ভদ্রলোক একদম Cynic হয়ে গেছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এখন পঞ্চাশ বছরের বিকেলের শীতের রোদ পোহাতে রত।

৩ ডিসেম্বর '৭৬

সকালে খিদিরপুর। মোহাম্মদ জালাল-সাহাব বাড়ী গেছে ঈদ উপলক্ষে। ব্যর্থ মনোরথ কলিন ষ্ট্রীটে গেলাম অন্য জন মারফৎ পত্র দিতে। ফনুর অসহায়তা এখানে আমাকে বড় যন্ত্রণা দেয়। পরে করপোরেশনের অফিসে টীকা দিতে গেলাম। বসন্তের টীকা।

দুপুরে যথারীতি ঘুমের পর আশুতোষ বিল্ডিংয়ে "জাতীয় সংহতি"র আপিসে। রণেশদা, মোনায়েম সরকার, পত্রিকার আসল কর্মী নজিবর রহমান, রেজা পৌঁছল পরে। পত্রিকা-সংক্রান্ত আলোচনা। সন্ধ্যায় বিদায়।

স্মৃতি-কণ্টকিত কলেজ ষ্ট্রীটের পথ। বোন আমিনার জন্যে চাদর কিনে ডেরায় ফিরলুম। শীতে কষ্ট পাচ্ছে। খবর দিয়েছিল লোক মারফৎ। বড় দেরী করে ফেললাম। জীবনে সংহতি রাখব কী করে, যখন অসংগতির মধ্যে দৈনন্দিনতা?

৪ ডিসেম্বর '৭৬

"Ramantic Exiles" বইটা পড়ে বেশ উপকৃত হলুম। রাশিয়া থেকে পলাতক Democrat আলেকজান্ডার হার্জেন, বাকুনিন ও অন্যান্যদের ট্র্যাজিক জীবনেতিহাস।

বিকেলে 'জাতীয় সংহতি'র আপিসে। "বজ্রকণ্ঠর" আপিস ওখানেই।

www.pathagar.com

রণেশদা আজ আন্দামান-ফেরৎ বিপ্লবী খুসু দত্তরায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ৭০ বছর বয়সে কী ঋজু দেহ। বললেন, "Physical Fitness First" তারপর অন্য কথা। একদম আমার মনের কথা।

৫ ডিসেম্বর '৭৬

বাসস্থান নির্ণয়। আর দু'দিন পরে এখানকার স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে অন্যত্র। দুপুরে নৃপেন সেনের বাড়ী। আহার, নিদ্রা। নৃপেনদার বয়স সত্তর উর্ধ্বে। এই একজনকে বোঝা দায়। পুরাতন নানা শিকড় আছে। কিন্তু মুক্ত মানব। ভাগবৎ এবং ভগন্দর একত্রে মেলাতে পারেন। পেশায় ডাক্তারও তিনি। এমন স্নেহচ্ছায়ায় শীতের দিন কী উত্তাপ মুখর। একদিনে দুই বার যেতে হোলো। শিয়ালদহ এসে দেখি, পকেটে চাবি নেই। আবার বালীগঞ্জ। খিদিরপুরে পেয়ারা চাচা গ্রামে থেকে কোরবানীর মাংস এনেছিল। উপভোগ করা গেল।

৬ ডিসেম্বর '৭৬

ডেরা-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সকালে গৃহত্যাগ। কিঞ্চিৎ রসদ প্রয়োজন। বন্ধু অসিতরঞ্জন সেনের বাড়ী গেলাম। পরে মাসুদকে কিছু 'বাঙলার ডাক" প্রদান। নেপাল নাগের কাছে গেলে স্মৃতিমন্থন প্রচুর হয়। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্বাস্তু। কিন্তু আতিথেয়তার কমতি নেই। বিশেষতঃ আমাদের মত ছন্নছাড়ার জন্যে। নেপালদা আজ বড় আফশোষসহ বললেন, "শেখের মৃত্যুর পর যদি সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি এবং বাম পার্টিগুলো মিলিটারীদের চ্যালেঞ্জ করত, তাহলে ওরা টিকত না।" কিন্তু তিনি ত জানেন না তোয়াহার মত পুরাতন নেতা পর্য্যন্ত মিলিটারীদের মধ্যে দেশপ্রেমিক দেখলে। আমার মন্তব্য পুরাতন নেতা ঠিকই। Fredrick the great had two horses. They went through forty campaigns, but remained the same horse. মগজ ধার করে যারা চলে তাদের কাছে আর যা-ই হোক দেশপ্রেম থাকে না। তাই মিলিটারী ঘাতকে দেশপ্রেম দেখতে পান তোয়াহা।

৭ ডিসেম্বর '৭৬

রণেশদা সকালে সুসংবাদ এনেছেন। ওঁকে মিষ্টি খাওয়াতে পারলে খুশী হতাম। ঢাকার খবর, অতি বামপন্থী ভাসানীর মৃত্যু উপলক্ষে মিটিং ডেকেছিল। দু'হাজার লোক হয়নি। বাঙলা একাডেমীও সভা ডেকেছিল। এখন পরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী–যিনি শান্তিনিকেতন প্রাক্তন ছাত্র এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত-বিরোধী পাকিস্তানী অভিযানে স্বাক্ষরদান, উপরন্তু দৈনিক পাকিস্তান"এর Post editorial-এ আইয়ুব খানের স্তাবক। এই বেঈমান তীর্থে ডায়েস বোঝাই সব বক্তা। কিন্তু শ্রোতা

www.pathagar.com

মাত্র তিন চারজন। মৌলানা সাহেব ইতিহাসের খাতে বয়ে চলেছে। জনগণ ভণ্ডামি দেরী হলেও ধরে ফেলে।

এখন সরকারও বুঝে ফেলেছে, তাদের খুঁটির এই অবস্থা। তাই ইলেকশান বন্ধ করতে আর বিলম্ব ঘটায়নি।

৮ ডিসেম্বর '৭৬

সাড়ে সাত মাস কাটিয়ে আবার অন্যত্র। এই পরিবারে এসেছিলাম আগন্তুক বেগানা। আজ সকলের মায়া-মমতায় বন্দী। সত্যবালা ঘোষ (বয়সে ছোট হলেও দিদি নামে খ্যাত)। তরুণের কথা বাদ দেওয়া যায়। তার অঢেল অনাবিল প্রাণ সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। সন্তানেরা দু-জন (একজন শুধু মাসী, অন্যজন মা-মাসী) আবার মাতৃস্বসা, পুত্র পিতৃব্য। আমি সকলের জেঠু। বৌমা কেয়া—তার শান্ত গোলগাল মুখাবয়বেও শান্তিপ্রিয়তার জানান-দাত্রী। ঝাড়ুদার কালীদাস পর্য্যন্ত (বিহার-নিবাসী) আচরণে আমার মত Sophisticated ভদ্দর লোক-কে হার মানিয়ে দেবে। এমন পরিবেশ ছাড়া বেদনাদায়ক। তবু "যেতে দিতে হয়।" দুপুরে ট্যাক্সি ষ্টার্ট দিতে মন অস্বোয়াস্তিতে ভরে রইল সারা পথ। আশ্চর্য, কলকাতার মত ৮০/৯০ লক্ষ লোকের ব্যস্তসমস্ত শহরে হঠাৎ থিয়েটার রোড শেক্সপীয়ার সরণী ও জগদীশ বসু রোডের সংযোগ-স্থলে পিছু ডাক, "শওকত ওসমান সাহেব"। পাশে ধাবমান ট্যাক্সিতে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। তরুণ এই মঞ্চপরিচালক অভিনেতাকে দর্শনমাত্র ভালবাসা যায়, তার সমাজ-সচেতন মানবতা-প্রীতি ইত্যাদি গুণাবলীর পরিচয় না পেলেও চলে। পিছু ডাক আনন্দ-বেদনামিশ্রিত এক অনুভূতিতে মন ভরে দিলে। গুঞ্জন উঠল ভেতরে স্বতস্ফূর্তঃ "কতো অজানারে জানাইলে তুমি।"

৯ ডিসেম্বর '৭৬

রবি উদ্দীন মরে গেছে। এখনও বৃদ্ধ পিতা বজলুল হক (চাঁদ মিয়া নামে খ্যাত) সাহেব বেঁচে আছেন। নব্বুয়ের কাছাকাছি বয়স। দুই পুত্রই রবি ও রফিক উদ্দীন পিতার শিক্ষক-সুলভ উদারতা অমায়িকতা পরহিত-ব্রতী মানসিক কাঠামোর অধিকারী। গত রাত থেকেই এদের সঙ্গে। চাচাকে দেখলে (চাঁদ মিয়া) বড় কষ্ট হয়। ধর্মভীরু ধার্মিক জন। পুত্রশোক সয়েছেন, সইছেন। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলেন বটে, কিন্তু আশ্চর্য রকম Dignity বজায় থাকে। বেশীক্ষণ ওঁর কাছে বসতে পারলাম না। রবি উদ্দীনের সঙ্গে দশ বছর বয়স থেকে জান-পরিচয়।

কাজী আবদুল ওদুদের ৮/২ বি তারক দত্ত রোডের বাড়ীর তেতলায় আবার জায়গা পেলাম। স্বাধীনতা সংগ্রাম কালের নয় মাস আমার ছেলেমেয়ে স্ত্রী এই কামরাতেই কাটিয়ে গেছে। ওদুদ সাহেবের বাড়ীর ঐতিহ্যধারা যেন অব্যাহত রইল।

www.pathagar.com

গত দুপুরে অসিতরঞ্জন সেনের বাড়ীতে আহার। অবিশ্যি সাদাসিধা কিন্তু সুপাদেয় বাঙালী খাবার। তাই গৃহস্বামীর খুঁৎখুতানি। প্রত্যেক বাবুই আসলে Babushka (রুশ ভাষায় ঠাকুরমা দাদী)। মাইকেল মধুসূদন বহু আগে এই প্রতিধ্বনি করে গেছেন।

ঢাকায় দৌহিত্র এবং পৌত্রের জন্যে খেলনা পাঠাব। কিনতে বেরিয়ে গ্র্যান্ট্ স্ট্রীট ঘাসপট্টীর মোড়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম যে স্বোয়াস্তির বাড়া। গৃহী ত। ঘরের কাজ পেলেই বর্তে যায় লোকটা। নিজের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

সন্ধ্যায় মোনায়েম সরকারের সঙ্গে। অন্যান্যেরা ছিলেন। এখানে এক ভদ্রলোককে দেখলাম। খদ্দরশোভিত তনু। নাম অজিত রায়। কে জানে কোন এজেন্টও হতে পারে। মোনায়েম বড় অকপট সীরিয়াস। এমন উপাদানেই দেশব্রতী গড়ে ওঠে।

পরে দু'জনে এক রেস্তোরাঁয় আহার সেরে গন্তব্যমুখী।

১১ ডিসেম্বর '৭৬

জীবন সাদা কালোর সমাহার। ব্যক্তিগত জীবন সদা সাদা করতে গেলে শেষে শ্বেত ধবল রোগ ধরে। আসল কথা, কর্তব্য কী তার পটভূমি জানা। তারই নিরিখে সাদা কালোর বিচার হওয়া উচিত। অনেক দেরীতে তা শিখলাম, যদিও মার্কস্‌বাদের সঙ্গে পরিচয় যৌবনেই।

সকালে অসিতরঞ্জন সেনের সঙ্গে চা পান। পরে ডেরায় ফিরে খতীব ও সঞ্জীবকে পত্র দিলাম।

বিকেলে বসুধা চক্রবর্তী সমীপে। সেখানে আবু জাফর শামসুদ্দীনের হতাশামুখর পত্র পড়া গেল। কালই এসেছে বসুধাবাবুর কাছে। ওর শরীর খুব খারাপ। আমার "ফজর মুসাফির" নামে পাঠানো চিঠি পেয়েছো যা হোক। চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গে অনেকক্ষণ। অগ্রজ ফণী চক্রবর্তী আজও বড় মধুর ব্যক্তিত্ব। উনি কেন যে কিছু লিখলেন না। জ্ঞানরসিক অপরকেও রস বিতরণ করতে সমর্থ ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য। ওদের কনিষ্ঠ অনুজা ইন্দু চক্রবর্তীর কল্যাণে রাত্রির আহার শেষে গোল পার্ক অভিমুখে ট্রাম ধরব। কুয়াশা পড়েছে।

আজ প্রথম আমার কাছে ধরা পড়ল, ধূসরতাও মোহিনী হতে পারে।

১২ ডিসেম্বর '৭৬

দিল্লী থেকে সঞ্জীবের পত্র পেলাম। বড় মজা করে সঞ্জীব লিখেছেন, "বাঙলাদেশের হিসাব মেলাতে খনার যে-জিহ্বা কর্তিত সে জিহবার প্রয়োজন হয় না। মঞ্চ-তছনছ, যে জায়গা করে নিতে পারে, সেই নট। বর্তমান নটের কার্য-পদ্ধতি

www.pathagar.com

ক্রমিকতায় স্পষ্ট। প্রক্রিয়া এই ঃ A কে মঞ্চ থেকে বহিষ্কার করতে B-র আঁতাত A-র নিষ্ক্রমণের পর B-কে মঞ্চ থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলতে C-র সঙ্গে আঁতাত। A এবং B-র নিষ্ক্রমণের পর C-কে কুপোকাৎ করার কাজে D-র আঁতাত। এবং এই পরম্পরা। এই পদ্ধতির প্রথম প্রেম মুস্তাক দ্বিতীয় প্রেম J.S.D (জাতীয় শ্রমিক দল) তৃতীয় প্রেম তোয়াব, চতুর্থ প্রেম নিষ্ক্রমণের পথে সায়েম... সবাই পরিষ্কার।"

সকাল ন'টার দিকে বনানী চৌধুরীর বাড়ী। সালেক ভায়ের দাওয়াত রাখতে হবে ১৪ই রাত্রি। মিছে নেমন্তন্ন। রাত্রে আমি মিতাহারী। যাতায়াত বাজে খরচ যায়। বৃদ্ধ কাল। Order বদলানো চলে না। বাড়ী হলে কথা আলাদা ছিল। নির্বাসনে নৈব নৈব চ।

১৩ ডিসেম্বর '৭৬

অসিতরঞ্জন সেনের নিকট পৌত্র দৌহিত্রদের খেলনা ছড়ার বই, গৃহিণীর জর্দা, পূর্বাহ্নে হাওয়ালা করে এসেছিলুম। গত রাত্রে বন্ধুবর মোহাইমেনের হঠাৎ ঢাকা থেকে উপস্থিতি অভাবনীয়। তিনি হৃৎপিণ্ডগত অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন। বড় উদ্বিগ্ন ছিলাম। তার এই আবির্ভাবে বড় উৎফুল্ল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পরক্ষণই প্রচণ্ড ধাক্কা। বন্ধু আশরাফ আলী চৌধুরী গত সোমবারে পিজী হাসপাতালে হার্টফেল করে মারা গেছেন। স্মৃতির মন্থনে মজ্জমান নিজেকে ঠিক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পেশায় ব্যবহারজীবী, নেশায় পরহিতব্রতী, কল্যাণের প্রতিনিধি—এই মানুষটি রাজনীতিতে আসেন গত সাত বছর শুধু আমাদের পীড়াপীড়িতে। Power না থাকলে খুব বিস্তৃত মঙ্গল করা যায় না দেশের। এ-ই ছিল আমাদের অস্ত্র। এমন মানুষ জনপ্রতিনিধি হওয়া উচিত, যে-কেউ বলবে। বঙ্গবন্ধুর চেয়ে তিরিশ হাজার ভোট বেশী পেয়েছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে। Highest Bidder আহা, মধু (ডাকনাম) চৌধুরীর সঙ্গে আর দেখা হবে না? না। এই উত্তরই ভবিষ্যতের সম্বল হয়ে রইল। কী দুর্ভাগ্য, মৃত্যুসংবাদ পেলাম এক হপ্তা পরে।

শিয়ালদ ষ্টেশন। অসিতরঞ্জন সেন ঢাকা ফিরে যাচ্ছেন। বিদায় দিতে হয়। এই সদাশয় মানুষটিও বড় সাধনায় পাওয়া সঙ্গীর মত।

রাজনৈতিকভাবে মোহাইমেনের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ কোন নতুন আলোকপাতে অক্ষম।

১৪ ডিসেম্বর '৭৬

পুরাতন (আদিম-১৯৪০ এর সঙ্গী) ভাই সালেক ভায়ের রাত্রে দাওয়াত। গৃহিণী সুলতানার আতিথেয়তা আবেষ্টনী। বড় সুন্দর কাটল। ডাঃ সালাহউদ্দীন আহমদ সস্ত্রীক কলকাতায় এসে পড়লেন আসরে। আরো মিষ্টত্ব-যোগ ঘটল

www.pathagar.com

সংলাপে। পুরাতন স্মৃতিচর্চাও প্রচুর।

১৫ ডিসেম্বর '৭৬

"ভুই ছাড়া বাজি হয় না"। এই বাঙলা প্রবাদ দেখে মনে হয়, রাজনীতি দর্শনের উপর আরো আলোকপাতকারী প্রবাদ বাক্যঃ "Everything follows from the perspective" সবই পটভূমি-জাত। পলিটিক্সে এই দৃষ্টিভঙ্গী "ভুই ছাড়া বাজি হয় না" শব্দে সত্যি শব্দিত।

সাম্প্রদায়িকতা এবং শ্রেণীস্বার্থ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এই জটিল সুতোর প্যাঁচ বা গিরো গোটা উপমহাদেশের জীবন তছনছ করে দিচ্ছে গত পঞ্চাশ বছর। সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে জীবনের অন্যান্য সুতায়ও টান দিতে হবে এক সঙ্গে "হেইমারো মারোটান"-রবে—তাছাড়া উপায় নেই। এগারো শতকে কাশ্মীরের রাজা হর্ষ যখন ধর্ম-উৎপাটন বিভাগ খুলেছিলেন তার পেছনে ছিল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তাগিদ। রাজকোষে অর্থাভাব হেতু, বুদ্ধের স্বর্ণমূর্তির উপর মহান রাজার চোখ পড়েছিল। দেবতা অপেক্ষা মানুষের উপর সদয় নৃপতি। নচেৎ তিনি অমন কালাপাহাড়ী কাণ্ডে যেতে সাহস পেতেন না। রাষ্ট্রদণ্ডও বল। এইভাবে নানা সূত্রের টান একযোগে দিতে হয়। সদিচ্ছা, বিশেষতঃ ব্যক্তির ইচ্ছা সব নয়, চতুর্দিকের সুতো এক সঙ্গে টান দিতে না পারলে সাম্প্রদায়িকতার বিছুটি ঝড় নির্মূল হবে—এমন আশা নিতান্ত মূর্খতা। অবিশ্যি স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ অনেকখানি এগিয়েছে সেক্যুলারিজমের পথে। মানবিকতার পূর্ণ দীপ্তির নীচে একদিন—এই উপমহাদেশ ঝলমলিয়ে উঠবে—সে বিশ্বাস রাখি বৈকি। নচেৎ বাঁচা অর্থহীন হয়ে যেত। ইতিহাস দ্বৈত জটীলতায় বাঁধা। তাই যুগে যুগে জিন্না, আওরঙ্গজেবদের মত ভিলেনের অভ্যুদয় ঘটে। তাদের চোখে খুদা দেখা দেয় এবং মানুষের ক্ষুধা ওদের চোখে পড়ে না।

১৬ ডিসেম্বর '৭৬

আশরাফ আলী চৌধুরীর প্রতিমূর্তি বার বার দেখতে পাই। আহা, কতো স্মৃতি। এই কলকাতায় ১৯৭১-এ উভয়ে পলাতক। কতোদিন এক সঙ্গে।

বন্ধুবর মোহাইমেনও Cardiac রোগের শিকার। আহারের ব্যাপারে এখনও অমনোযোগী। অনিয়ম মজ্জাগত। সহজ জীবন-বোধ হারিয়ে ফেললে এসব ঘটে। মন মুঠির মধ্যে গ্রহণ-সাধনার এক বিশেষ দিক। বোধহয় প্রধান দিক।

১৭ ডিসেম্বর '৭৬

Edward Crankshaw এড্ওয়ার্ড ক্র্যাংকশ লিখিত Gestapo (গেষ্টাপো)

www.pathagar.com

বইখানা আজ পড়া শেষ করলুম। সহিংসতা-চন্ডাচার-ভায়োলেস Violence এর উৎস কোথায়? এই বইয়ে তার সঠিক হদিস নেই। শেষ পর্য্যন্ত জর্মান জাতীয় চরিত্রের উপর লেখক জোর দিয়েছেন। কিন্তু তেমন বৈশিষ্ট্য ভায়োলেন্সের দিকে নিয়ে যায় কেন? পুঁজিবাদের মরণ-কামড় এইভাবে পৃথিবীকে কলঙ্কিত করে। তেমন পটভূমি লেখকের চোখে নেই। ফলে, বইটা ভায়োলেন্স এবং জল্লাদের কাহিনী মাত্র। দুটি তথ্য বেশ চমকপ্রদ। (১) ফিল্ড মার্শাল কাইটেল ঘোষণা করেছিলেন, "....Human life in the Eastern Territories counted for nothing। বহুদিন পরে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে পাঁচ-অক্ত-নামাজ পড়ুয়া মুসলমান টিক্কা খানের কণ্ঠে তেমনই পাশবৎ চিৎকার শোনা গিয়েছিল। "হাম আদ্‌মী নেহি জমিন দেখনে মাংতা।" (২) গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের প্রেরণের সময় হাড্ডি-চামড়া সার বন্দীদের বলা হোতো "Musalman মুসলমান।" জর্মান সৈনিকদের মধ্যে এই রসিকতার সূত্রপাত কী করে হোলো? এই প্রশ্ন বার বার মনে হয়। পৃথিবীর উন্নত নেশনের মধ্যে মুসলমান রাষ্ট্রগুলো দুর্বল এবং স্বভাবতঃ স্বাস্থ্যের দিকেও তুলনায় রুগ্ন। তাই কি অমন রসিকতা?

সন্ধ্যায় বন্ধু মোহাইমেন সহ লাউডন স্ট্রীটে হোটেল "রাতদিন"এ। ওর একদা-পার্টনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভদ্রলোক পার্শি। ওর কাছ থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী শুনলাম। সাতশ' বছর পূর্বে তারা ইরান থেকে মুসলমানদের ভয়ে দেশত্যাগী। পরে বোম্বায়ের নিকটবর্তী "সঞ্জা" নামক জায়গায় প্রথম তিনশ' পার্শির উপনিবেশে পত্তন। বর্তমানে ওদের সংখ্যা ৯০ নব্বুই হাজার গোটা পৃথিবীতে। ডালী দীন্‌শ'র কাছ থেকে শোনা গেল। ধনাঢ্য ব্যক্তি। একটি ছেলে অর্ধোন্মাদ। সুস্থ মেয়ে পিতার প্রতিনিধি এখন ব্যবসার শিক্ষার্থী।

১৮ ডিসেম্বর '৭৬

কাজী আব্দুল ওদুদ সম্পর্কে বহুদিন বাসনা থাকলেও কিছু লিখিনি। এখন তারই আশ্রয়ে বাস। পুত্র কাজী হাসান তওফিক বোম্বাই-প্রবাসী বিধায় তিন তলা খালি পড়ে আছে। তাই জায়গা পাওয়া সহজ। ওদুদ সাহেব মুসলিম লীগের যুগেও হাজার অবহেলা সয়ে নিজের আদর্শ জলাঞ্জলি দেননি। তাঁর উদার দৃষ্টিরই পরবর্তী রশ্মি-রেখা আমরা। ঋণ Spiritual। এখন অস্তিত্ব বজায়ের দিক থেকেও দেনা। বিবেকের বোঝা কিছু হাল্কা করা দরকার পূর্বসূরী সম্পর্কে রচনা মারফৎ।

দার্শনিক ডেভিড হিউমের জীবনী পড়ছি। লেখকঃ উইলিয়াম নাইট। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত। পুরাতন ব'য়ের গাদা থেকে উদ্ধার। লোকটাকে আমার বেশ ভাল লাগছে। এখন বলা যাবে স্কচদের আমি দুটো জিনিষ ভালবাসি ঃ Hume আর Fume (হুইস্কি-নির্গত)।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় অজিত দাশ তার প্রাক্তন আশ্রয় অগিল্‌ভি হষ্টেলে গিয়েছিল। সকলের সাক্ষাৎ কামনা। তরুণ সান্যাল এসময় এখানে থাকার কথা নয়। ইন্ডোসোভিয়েট কালচারাল সোসাইটি—সংক্ষেপে ইস্‌কাসে ডিসকাস তার কর্মমগ্নতা। কলকাতার সাম্যবাদী নয় সাহিত্যআবাদী নানা অনুষ্ঠানে তরুণ এখন ভাঙ্গা কুলো, সব বই ছাই ফেলায় ব্যবহৃত। তাই আমার পূর্বোক্ত রসিকতা। তরুণ সম্প্রদায়ের সকলেই ছিল চিরন্তন দিদি-সহ। খুব উপাদেয়। পায়েস আহার করা গেল। বেজায় শীত পড়ছে। তাই বিশ্রম্ভালাপ তাড়াতাড়ি ভেঙে বাসষ্ট্যান্ডের দিকে ছুটতে হয়েছিল।

১৯ ডিসেম্বর '৭৬

সন্ধ্যায় অমিয় সিংহের (ঝন্টু বাবু) বাড়ী। তিনি একদা ৬৪ নং বেক বাগানের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৪৬ সনে রবি উদ্দীনের এই অবারিত-দ্বার বাসায় সংজ্ঞীতজ্ঞ গুণীজনদের পদার্পণ ঘটত রাজনীতি এবং সংস্কৃতিসেবীদের উৎপাত ছাড়াও। আলী আকবর খাঁ (তখন জগদ্বিখ্যাত হননি) একদিন সকালে এখানে সরোদ বাজিয়েছিলেন। সলিল চৌধুরী, বিনয় রায়, সজল রায় চৌধুরী IPTA-খ্যাত নানা শিব—কলিম শরাফী, দেবব্রত তখন এখানে ঢুঁ দিতেন। অমিয় সিংহ রায় সেকালে সেতার শিখতেন। এখন নিজেই ওস্তাদ পদবাচ্য। সুরমগ্নতার মধ্যে গৃহস্বামীকে না বলেই উঠতে হয়েছিল, আসর যখন তুঙ্গে। শীতের রাত্রি পৌনে ন'টা আর দেরী করার যো নেই। ঝন্টু বাবু তখন যন্ত্র ও সুরের সঙ্গে একাত্ম। আর এক জনের কাছে (শৈলন রায়) ক্ষমা-প্রার্থনা জমা রেখে কেটে পড়তে হোলো হাজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। পথে প্রদীপ ও শান্তা গুহদের বাড়ী পড়ে, ঢুঁ দিতে পারলুম না। বন্ধু মোহাইমেনকে রিপোর্ট দিতে হয়। কারণ, ৪৬ বেক বাগানের ওই বাড়ীর তিনিও ইজারাদার ছিলেন।

২০ ডিসেম্বর '৭৬

কচি পৌত্র ও দৌহিত্রদের খেলনা কিনতে গিয়ে সময় গেল। পকেট এবং রুচি মেলাতে অস্থির। সন্ধ্যায় প্রদীপ এবং ও শান্তাদের বাড়ীতে কিছুক্ষণ।

২১ ডিসেম্বর '৭৬

বড় চাচাজন ইরশাদ আলী সাহেবের সেই সাদা দাড়ীশোভিত শান্ত মুখ দাহ-হর হাসি, মৃদু হাসি অনেক দিন পরে চোখের সামনে ভেসে উঠল। সবই স্বপ্নে। শেষ বয়সে দুই ভাই (আমার পিতৃদেব ও তিনি) এক কামরায় থাকতেন যেন একই জননী জঠরে, মারা যান দুই জনে মাত্র এক হপ্তা আগে-পিছে। প্রথমে মর্দীয় পিতৃদেব। পরে বড় চাচাজান। শেষ বয়সে স্ত্রী পুত্র কন্যা—সকলের মৃত্যু

www.pathagar.com

দেখেছিলেন সেই দেবতুল্য মানুষটি—এমনই তাঁর দুর্ভাগ্য। বুকে বহু দুঃখ নিয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেছেন। কিন্তু মুখে সৌম্য শান্তভাব কোনদিন বিকৃত হয়নি। কী লাভ করেছিলেন তিনি ভেতরে—যার অবলম্বন তাঁকে এমন প্রশান্তি দিয়েছিল?

সন্ধ্যায় জাঁনেসার পুনা থেকে এসে হাজির। বাঙলাদেশে যাবে। আমি বারণ করেছিলাম। শুনলে না। আমার জন্যে পরিবারের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারে বর্তমান সরকার। সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু জাঁনেসার মা ভাই-বোনের কাছে যাওয়ার জন্যে এমন উদগ্রীব যে নিষেধের ব্যাপারে তোয়াক্কাহীন।

২২ ডিসেম্বর '৭৬

আজ জাঁনেসার ঢাকা গেল। নানা আশঙ্কা মনে। তবে বর্তমান সরকারের পায়ের তলায় মাটী খুব শক্ত নয়। হয়ত Nasty হতে যাবে না। যা-ই হোক, জাঁনেসারের এই ঝুঁকি নেওয়া উচিত হয়নি। ওকে বিদায় দিয়ে সাবেরা ভাবী ও প্রফেসর আবু তৈয়ব সন্নিধানে হাজিরা দান। চিরাচরিত অর্থে ধার্মিক এই দম্পতি সত্যি সৎ নাগরিক। ওঁদের কাছে গেলে মন বড় হাল্কা হয়। সাবেরা তৈয়ব ব্রাবোর্ন কলেজের লাইব্রেরীয়ান। আমার পরিহাস-তরল সব শরই গা পেতে গ্রহণ করেন। ওকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করার মধ্যে আনন্দ থাকে। তৈয়ব ভাই, একবার হৃদরোগের নোটিশ পেয়েছেন। এই আশঙ্কা আমাকে বেশ ঘাবড়ে দেয়। নির্বাসন জীবনে এমন শ্রান্তিহর ঘাঁটি পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

প্রায়ই হোটেলে খেতে হয়। পাত বদলে দেখলাম সব জায়গায় রান্না এবং দাম সমান নয়। একটু খোঁজ করতে পারলে মোটামুটি সস্তা পরিচ্ছন্ন খাবার জায়গা পাওয়া যেতে পারে।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ। বাঙলাদেশে ওর এক আত্মীয় আছে। সেই সূত্রে খবর পাওয়া যায়। খবর-ক্ষুধার্ত মন তাই হন্যে থাকে।

২৩ ডিসেম্বর '৭৬

ঢাকা দেশের রাজধানী হলেও এঁদো পাড়াগাঁ বইয়ের ক্ষেত্রে। '৭৩ এ নোবেল প্রাইজধারী প্যাট্রিক হোয়াইটের (Patrick White) কোন বই আজ পর্য্যন্ত পড়িনি। পুরাতন বইয়ের দোকান ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটে বেশ কয়েকটা আছে। একটির মধ্যে পূর্বোক্ত লেখকের "The eye of the storm" পেয়ে গেলাম। পেপার ব্যাকে সাড়ে ১৯ দাম। পুরাতন বই হিসেবে সাড়ে সাত রুপীতে রফা। বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে গেল। দিন চালানোর প্রশ্ন আছে। ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটে এবং লিন্ডসে ষ্ট্রীটের কোণার সংযোগ স্থলে ছিল M. Badruddin & Sons এর নিকেল প্লেটিংয়ের

www.pathagar.com

দোকান, ওদের কারখানা ছিল। বর্তমানে ভেঙেচুরে ফায়ার ব্রিগেডের হেড-কোয়ার্টারের পেছনে। Bosch নামে ফিল্ম ফটো ডুপ্লিকেট ইত্যাদি করার কোম্পানী ছিল একই সীমানার মধ্যে। ওই কারখানার কোণে দেড় বছর কেটেছিল ১৯৩২-৩৩ সনে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটা বজায় আছে একদম চৌরঙ্গী এবং লিন্ডসে ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে Lindsay Dyeing & Cleaning Company. ওদের কারখানা ছিল বর্তমান ফায়ার ব্রিগেড হেড-কোয়ার্টারের পেছনে। সেখানে কাপড় ধোয়া শুকানো ইস্ত্রী করার মত খোলামেলা জায়গা ছিল। টীনের শেডে লন্ড্রীর কারখানা একদিকে। আর অন্যদিকে এম. বদরুদ্দীন এ্যান্ড সন্সের প্লেটিংয়ের কারখানা। বইয়ের দোকানে ঢুকে অতীতের ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। আর একটা বইয়ের লোভ সম্বরণ করা গেল না। এই পথে অর্ধভুক্ত অভুক্ত হেঁটে বেড়িয়েছি। পেটের চিন্তা অত কেন? মন কে স্তোক দিলুম বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে যেতে।

২৪ ডিসেম্বর '৭৬

কিছু নববর্ষের কার্ড পাঠানো গেল ভারতীয় শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশ্যে। বাসায় রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি বন্ধুবর মোহাইমেন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হৃদরোগের শিকার। তাই ভয় পেয়ে গেলাম। কী করে যে উনি জীবনবোধ হারিয়ে ফেলেছেন, জানিনে। ওঁর সিঁড়িভাঙা বারণ। থাকেন দোতলায়। সুতরাং সিঁড়ি ভাঙতে হয়। ঢাকায় তিন মাস ভোগার পর এই অনাচার। ছাপাখানার মালিক হিসেবে সফল জীবন। অথচ আজ নিজের হিসাব মেলাতে অক্ষম। জীবনের নানা দলে রস-সিঞ্চন না করলে হয়ত এমনই ঘটে।

সঞ্জীব দত্ত দিল্লী থেকে লিখেছেন, "....এই উপমহাদেশে বাঙলাদেশ একমাত্র স্থান যেখানে ক্রান্তিকাল সদা-বর্তমান। মূলতঃ এই উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ এখন বাঙলাদেশে বর্তমান। সেই অবস্থার মুখোমুখি বাঙলাদেশকে তার সঠিক ঐতিহাসিক ভিত্তিতে স্থাপন এবং তার গতি-নির্দেশের প্রস্তাব তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। আমি রাজনীতি এবং মানবেতিহাস Uncompromising স্পষ্টতায় বিশ্বাস করি। কিছু গোপন না করে একদম, Open Card-এ ঐতিহাসিক চাল দেওয়া অতএব সর্বপ্রধান—এই আমার মতে Ideal পদ্ধতি। অতএব, বাঙলাদেশের সংক্রান্তি কোন দিকে তাকে নিতে বাধ্য—এ বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দেওয়া দরকার। এবং তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করার মন তৈরী দরকার। প্রতিরোধ যত বেশী অন্তর্শক্তি তত জোরালো হতে বাধা। সমর্থন অর্জনের পথ-প্রতিরোধক সর্বত্র সর্বাংশে স্বীকার করা। অতএব, আমাদের সামনে বিশেষ এবং কাজের দায়িত্ব রয়েছে। এ নিয়ে চঞ্চল হলে আমরা সত্যিকারের ঐতিহাসিক ভিত্তি থেকে সরে যাবো। উচ্ছ্বাস-কে হাতের কব্জিতে নিয়ে আসার প্রস্তাব করছি।"

www.pathagar.com

সঞ্জীবের দৃষ্টির প্রসার বহুধা, বহুগামী। পুরোপুরি রাজনীতির মধ্যে যদি আসতেন, দেশের বড় মঙ্গল হোতো। স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সন্তান (তিনি পঁচাশি ৮৫ বছর বয়সে উৎপাটিত দুই চক্ষু ও আরো অবমাননাসহ পাকিস্তানী সেনাদের শিকার হয়েছিলেন)।

অশেষ প্রতিভা সম্পন্ন এই বন্ধুকে বুকের জ্বালাই তাকে মানুষের মধ্যে এনে ফেলবে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি।

২৫ ডিসেম্বর '৭৬

All Bastards' Day. jesus christ and another fellow were born on this date.

২৬ ডিসেম্বর '৭৬

সকালে শ্রীরামপুর অভিমুখী। বেশ কুয়াশা পড়েছে। আবছা পথঘাট। কলকাতার আর এক রূপ দেখা গেল। সামান্য দূরে সিল্যুয়েট ছায়া-ছায়া মানুষ, যানবাহন। রোমান্টিক কবিদের প্রেরণাদাত্রী গোটা মহানগর। শ্রীরামপুরে ট্রেনপথে আবার গ্রামের কাছাকাছি আসা গেল। শ্রীহীন জীবনসংগ্রামের বিপর্য্যস্ত অথবা প্রকৃতির শ্রীময়ী আবেষ্টনী-বন্দী গ্রাম— যার একটির কোন খড়ো ঘরে জন্মে ছিলুম। সব ফেলে এসেছি। মানসিকতা, মানুষ, মনুষ্যত্ব ত বটেই।

স্নেহাস্পদ গোপাল ও অর্চনা বিশ্বাসের আতিথেয়তা অপেক্ষা করছিল সাদর ব্যাকুলতায়। আজ ওখানে হাজিরা দিয়েই গোপালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমে কেরী, মার্শম্যান ওয়ার্ডের সমাধি-দর্শনে। মার্কেন্টাইল পুঁজিবাদের ভেতরও উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কিছু কিছু উপনিবেশকারীদের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের সেবক হিসেবে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রাতঃস্মরণীয় জন। জীর্ণদশা সমাধিভূমির। তার বাঙালী জাতির দৈন্যদশারও প্রতিফলন। সংস্কৃতি ও জীবনের জোয়ারে একদিন এই সমাধিভূমি তীর্থস্থানে পরিণত হবে প্রতি বিশেষ দিনে নয়, সারা বছর। আমাদের অন্তরাত্মা আজ নানা কারণে মুমূর্ষু। তাই শ্রীহীন এই সমাধিভূমি।

পরে গোপালের সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়ে মিশনারীদের অন্যান্য কীর্তি এবং প্রাকৃতিক শোভাদর্শন শেষে বিশ্রাম-সন্ধানী। ফেরার সময় গোপাল এবং তার তিন বছরের দুহিতা সুবর্ণা ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলে। বিদায় নেওয়ার সময় প্ল্যাটফর্ম থেকে কচি হাতের আন্দোলন দেখলাম। অদ্ভুত এক আনন্দে মন ভরে গেল।

২৭ ডিসেম্বর '৭৬

লন্ডনের খবর শুনে মর্মাহত। সেখানে "সংগ্রাম পরিষদ" দুভাগ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

নতুন প্রতিষ্ঠানের নামঃ বাক্‌শাল সংগ্রাম পরিষদ। গাফ্‌ফার চৌধুরী শেষে এমন ফাঁদে পা ঢোকাল? নিশ্চয় বিদেশী এজেন্টের খর্পরে পড়েছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে টুপাইসকারী এক ব্যারিষ্টার এবং সুলতান শরীফ নামে এক জন নতুন প্রতিষ্ঠানের হোতো। স্ত্রীপুত্র নিয়ে কৃচ্ছ্রতার হাত থেকে মুক্তি পেতে নিশ্চয় আফ্‌ফার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের টোপ গিলেছে। নচেৎ আত্মহত্যামুখী এমন বিভেদের ভেলায় গাফ্‌ফার ভাসবে কেন? ওর সত্তার উপর বিশ্বাস রেখে তার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে পত্র লিখেছিলাম। এখন দেখছি বেতো ঘোড়ার উপর বাজি-ধরা। গাফ্‌ফার সুবিধাবাদী চরিত্রের আওতায় ফিরে গেল কী করে? ভেবে ঠিক পাওয়া দায়। আবার ওকে চিঠি লিখব। দেখব কী জবাব আসে?

২৮ ডিসেম্বর '৭৬

মোনায়েম সরকারের ডেরায়, পরে চিত্ত ঘোষ এলেন। বাঙলাদেশের অনেক খবর পাওয়া গেল বিকেলে অধ্যাপক আবু সয়ীদ এবং ডাক্তার মালেকের নিকট। লিডেল হার্টের "The other side of the Hill" বইখানা ওদের হাতে দিলাম কাদের সিদ্দিকী কে উপহারস্বরূপ পৌঁছানোর জন্যে। জওয়াদুল করিম এসে হাজির। প্রায় এক মাস পরে দেখা। অনেক কথার আলোচনা। পরে দু'জনে বাগবাজার-বালিগঞ্জ এই দেড় ঘণ্টার বাস যাত্রা শেষে গড়িয়াহাটায় নেমে যে যার গন্তব্য-মুখী।

২৯ ডিসেম্বর '৭৬

এক সঙ্গে কিছু বাঙলাদেশের পত্রিকা দেখা গেল। সংবাদ, ইত্তেফাক এবং বাঙলাদেশ টাইমস্। মিলিটারী প্রভুদের আওতায় ছাপা খবরের কাগজ। খবর আর কী থাকবে? শাসকদের জয়গান এক "সংবাদ" ছাড়া আর সব জায়গায় ঢাকঢোল সহযোগে গাওয়া। পদাঘাতে উর্ধ্বে উন্নীত সব লোক দেশের মঙ্গল ভেবে-ভেবে কতো বিনিদ্র দিন কাটান, ইত্তেফাকে তার ফিরিস্তি আছে। সব চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার "বিজয় দিবস" ১৬ই ডিসেম্বর উপলক্ষে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোথাও বঙ্গবন্ধুর একবার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। শোনো বাছাধনেরা, জীবিত শেখ মুজিবকে হত্যা করেছিলে, তার "প্রেত" এর ভয়ে এখন তোমরা অস্থির। অপেক্ষা কর, দেশবাসী বা অন্তর্কোন্দল তোমাদের ঘাড় মটকাবে। শারীরিক কসরৎ মারফৎ তোমরা কর্মদক্ষতা অর্জন করো। কিন্তু দেশচালনা গতরের তাগদের ব্যাপার নয়।

সব চেয়ে দুঃখ লাগে, অধ্যাপক আবুল ফজলের কাণ্ড দেখে। বঙ্গবন্ধুর কৃপায় উন্নীত মূর্খ ভাইস চ্যান্সেলরের আর একটা নমুনা বেড়েছে (পূর্বে খাজা শাহাব উদ্দীন।) এমন অকৃতজ্ঞ জন অধ্যাপক। উপকারীর রক্তে রঞ্জিত আসবাবের উপর

www.pathagar.com

পায়চারী করতে এতটুকু দ্বিধা দেখাল না। বেঁচে থাকো, চাঁদ। দেশবাসীর পদাঘাতে মুষিক যথা-গর্তে আবার জায়গা পাবে। বঙ্গবন্ধু এমন বহু ভুল করেছিলেন। পদাঘাতে যাদের শুইয়ে দেওয়া উচিত ছিল তাদের উপরে তুলেছেন। তাই মসীহর রহমানের মত রাজনীতিবিদ নয় Careerist প্রেস কনফারেন্সে বলতে পারে, "মুজিবকে আমি কোনদিন জাতির পিতা 'জাতির জনক' মনে করিনি।" ১৯৪৬ রংপুরে অবিভক্ত বঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের সময় (এই জোতদার) নিজের হাতে গুলি চালিয়ে চাষী হত্যাকারীর এমন সদম্ভ উক্তি। বর্তমানে চীনাপন্থী মাওবাদী নাকি এই ভদ্রলোক। অবিশ্যি চৈনিক কম্যুনিষ্টরা মার্ক্সবাদী হলে সব তেলাপোকা পাখী।

৩০ ডিসেম্বর '৭৬

পুরাতন বইয়ের দোকানে "The Role of Military in the underdeveloped country" দেখলাম। ৩০ তিরিশ রুপী চায়। কুড়ি পর্য্যন্ত হলে নিতাম। নতুন দাম ৮০ আশি টাকা। দেখা যাক, আজ বিক্রী না হয়ে গেলে কাল একটা বন্দোবস্ত হবে। বই কিনে আর কে কবে গরীব হয়েছে? তবু বলতে হয়, হায় বৈদেশিক মুদ্রা।

বিকেলে বন্ধুবর মোহাইমেনকে নিয়ে গোখেল রোডে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এ.বি চ্যাটার্জি সন্নিধানে। এখানে বুদ্বুদ থেকে সমাজের তলা দেখা গেল। এক মাড়োয়ারী মহিলা এসেছে। বিরাট দেহ, বিপুল স্তন, নিশ্চয় অন্যান্য অঙ্গ তথৈবচ। হৃদরোগিনী। ওড়নায় মুখ অর্ধ-আচ্ছাদিত। এত চর্বি এবং জীবনধারা সাবেক, বাঁচার আনন্দ নিশ্চয় পায় না। সঙ্গে মোটা এক পুরুষ। জাম্বুবান এবং জাম্বুবতীরা জংগলের অধিবাসী-জংগল প্রাসাদও হতে পারে। আমার ধারণা টেন্‌শানের মাশুল হৃদরোগ। মন তখন মুঠির মধ্যে থাকে না। অর্থসঞ্চয়ের পিছনে মগজ এত খরচ হয়ে যায় যে মনের দিকে লক্ষ্যপাতের সময় কোথায়? একুন-ফল ব্যাধি। গরীবেরা দেহ টিকিয়ে রাখার উপাদান পায় না। তাদের রোগ স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাচুর্য যখন উৎপাত হয়ে দেখা দেয়, তখন রোগ আর না ধরে পারে না।

ডাক্তারের কাছ থেকে ট্যাক্সিযোগে হোটেল 'রাতদিন' এ পৌঁছলাম। পার্শি প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে আলাপচারিতা। অনেক সামাজিক ছবি বেরিয়ে এল। অবসরপ্রাপ্ত আবগারী কমিশনার এখন এখানে চাকরী করে। তার বাড়ী তৈরীর টাকা দিয়েছিলেন পার্শি ভদ্রলোক। জায়গার মালিক ছিলেন এক সাবেক মন্ত্রী-অবিশ্যি পশ্চিমবঙ্গের। চার লাখ টাকায় কেনা তার কাছ থেকে। পরে ভাড়াটে তুলতে আরো তিরিশ হাজার দিতে হয়। এই সমাজে জনপ্রতিনিধিদের কেনা যায় সহজেই। পার্শি ভদ্রলোক বেশ মার্জিত কণ্ঠে গল্প শোনালেন। ওর বাচনভঙ্গী বড়

www.pathagar.com

সুন্দর, যদিও Dirty story নোংরামির কাহিনী। মোহাইমেনকে ধন্যবাদ, প্রত্যক্ষ নানা ছবির পরিচয় গ্রহণের সুযোগদানের জন্যে।

৩১ ডিসেম্বর '৭৬

"অমৃত বাজার" আপিসে। উদ্দেশ্য, "A Slabe Laughs" বইখানা সমালোচনার্থে দেওয়া। ঔপন্যাসিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এখানে দশ-বারো দিন যোগদান করেছেন, জানা ছিল না। বেশ আনন্দময় বিস্ময়ের মুখোমুখি। আশি ৮০ কিলো ওজনের এই ভারী দেহে এক রসিক পুরুষ বাস করে, তা কণ্ঠস্বরে পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। 'আনন্দবাজার' থেকে এখানে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকা পরিচালনার ভার নিলেন। লেখক-ধর্ম বজায় রেখে কতটা চলতে পারেন, পরে বুঝা যাবে। অন্য সহকর্মী কমল চৌধুরীকে এক নির্দেশ দিলেন। তা থেকে জানা গেল, ধর্মের গায়ে হস্তক্ষেপে বাধা আছে। যুগান্তর আপিসে মাঝে মাঝে কীর্তন হয় শুনেছি তারই বিস্তার যেন পত্রিকা জগতে।

প্রতিক্রিয়া জানে কী করে বাঁচতে হয়। আবেগে অতি-অসাম্প্রদায়িক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এখানে কীভাবে বাঁচেন-লক্ষ্য রাখব বৈকি। কবি মণীন্দ্র রায় এই পদ থেকে সরে গেলেন। কেন? জানার কৌতূহল রইল।

১ জানুয়ারী ১৯৭৭

হিসাব করব না
কতো ভাঙচুর কতো ক্ষয়-ক্ষতি
নতুন আরম্ভ হোক
আবার জীবন-আরতি।
জানি আবিশ্ব এই রণ!
স্বাগতম নববর্ষ
অভিনন্দন, অভিনন্দন!

লেখাপড়ায় মন বসল না। তাই কয়েকটি সাক্ষাৎ। চতুরঙ্গ পত্রিকার কর্ণধার আতোয়ার রহমান, অমিয় সিংহ বাড়ীতে ছিলেন না। তথা ব্রজেন ভট্টচার্য of statesman। শেষে দেবশরণ ও পার্বতী দাশগুপ্তা শরণ। আতোয়ার গৃহিণী খাইয়েছিলেন গৃহনির্মিত কেক। দাশগুপ্তরা কমলা লেবু। বাড়ী ফেরার সময় আবার পকেটে ছাঁদা-বাঁধা। ফার্ন রোডের প্রদীপ ও শান্ত গুহ প্রায় আহারের কথা বলে। কাল দুপুরে ওদের বাড়ীতে ভক্ষণ-ব্যবস্থা। কালই বেলা দশটার সময় জওয়াদ করিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ নির্ধারিত।

বড় শীত পড়েছে। অবিশ্যি সকালে ঠান্ডা পানিতে আমার স্নানের বিরতি

www.pathagar.com

নেই। প্রদীপের কাছে জানা গেল, আমার গৃহিণী ও লায়লী কলকাতা আসবে। নাতির সঙ্গে মুলাকাত হবে। এই বড় আনন্দ। নচেৎ আর ঘরে ফেরা পোষা সংসারী মানুষ হতে চাইনে।

২ জানুয়ারী '৭৭

রণেশ দাশগুপ্ত, মোনায়েম সরকার সহ জওয়াদ করিমের বাসায়। লেখা নিয়ে আলোচনা। সাপ্তাহিক "বজ্রকণ্ঠের" ব্যাপার। রণেশদা মতের মিল না হলে বিরক্তি প্রকাশ করেন বেশ জোরেশোরে। এ আমার জানা ছিল না। ওঁকে ত শান্ত জন বলে জানি। বোধহয়, এসব তাঁর ইদানীং চরিত্র, আমাদের সংসর্গের ফল। লন্ডনে "সংগ্রাম পরিষদ" ভেঙে দু-ভাগ। এখানে কী করা যায়, তাও ভাবতে হয়।

দুপুরে প্রদীপ শান্তা গুহদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন রক্ষা।

৩ জানুয়ারী '৭৭

বাঙলাদেশের প্রধান চীনদেশে গেছেন। চৈনিক নেতারা এমন স্যাঙাতকে অভিনন্দন দেবে বৈকি। বর্তমানে চীন দেশে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ শুরু হয়েছে বিভিন্ন প্রদেশে। আর মাউ নেই। শিবঠাকুর মৃত। এখন নন্দীভৃঙ্গীর নৃত্য চলছে। এমন আসরে বাঙলাদেশের অতিথি তোফা। মার্ক্সবাদ কি শেষে এমনই মহিমার বিস্তারক হবে যেখানে নৈতিকতার কোনো বালাই থাকবে না? ঘাতকদের সঙ্গে চৈনিক নেতাদের সুবাদ কী রূপ নেয়-লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪ জানুয়ারী '৭৭

মাসুদের মেয়ে খুশীর মারফৎ পাঠাব খেলনা আমার কচি দুই বন্ধু সুফেন ও রিদের (ওয়ারিদ নাম থেকে—মৎপ্রদত্ত) জন্য। হয়রান হয়ে গেলাম। পছন্দ এবং পকেট একত্রে হতে পারে না। শেষে একটা রফা করতে হোলো। সঙ্গে কিছু টফিও কিনে দিলাম। জওয়াদ করিমের বাসায়। স্নেহাস্পদ রেজা, নজিবরসহ। রণেশ দাশগুপ্ত ও মোনায়েম সরকার আগে থেকে উপস্থিত। 'বজ্রকণ্ঠ' নিয়ে আলোচনাই মূল উদ্দেশ্য।

দিল্লী থেকে শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম নববর্ষের শুভেচ্ছা ও তার The Death of a city (ইং অনুবাদ) পাঠিয়েছে। বড় আনন্দদায়ক এমন উপহার, আর উপহার যদি বই হয়।

৫ জানুয়ারী '৭৭

হালেচালে ফিউডাল Feudal কিন্তু ব্যবসা আধুনিক জগতের উৎপাদিত মা

www.pathagar.com

নিয়ে। এমন ব্যক্তির (পুরাতন সুবাদ ধরে) অন্দর মহল দেখা গেল। এদের বড় ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কও নানা স্ববিরোধিতার সাক্ষী। মুসলমান সমাজের কোনো ছবি নেই তেমন উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগ লিখেছিলেন সেই কবে। তার আর অনুসৃতি ঘটল না। উপন্যাসের বাঙালীর দৈন্য বহুবিধ।

সন্ধ্যায় কলামন্দিরে উদয়শঙ্কর-কে সম্বর্ধনা দেওয়া হোলো দশ হাজার মুদ্রাসহ। শিল্পীর বয়স ৭৭ সাতাত্তর। ষ্টেজে দেখাচ্ছিল যেন উদয়শঙ্করের মুখোশ রাখা আছে। হায়, জরা!

পরে অনুরাধা লোহিয়ার কুচীপদী নৃত্য দেখা গেল। অনুপম এই ধ্রুপদী নাচ। অবিশ্যি শিল্পীও অনুপম। কাব্য, কথা, নৃত্য, সঙ্গীত একত্রে গ্রথিত এই ফর্ম কোন যুগের ইতিহাস বা আর কিছুই জানি না। কিন্তু উপভোগে ব্যাঘাত ঘটল না। রাত দশটা পর্য্যন্ত অজানিতে সময় কেটে গেল।

ছেলেবেলায় দেখেছি এবং নিজেও লিখেছি বাঙালী মুসলমান নামের পূর্বে "শ্রী" লিখত। যথা শ্রীশেখ আজিজর রহমান। পুরাতন এমন বহু নমুনা পাওয়া যাবে। মুসলিম লীগের জন্মের খস্‌লতে সাম্প্রদায়িকতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে পূর্বোক্ত "শ্রী" ঘুচে গেল। ১৯৩৭/৩৮ এ মওলানা আকরম খাঁ তার আজাদ ও "মোহাম্মদী" পত্রিকায় এই কলকাতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম "শ্রী" এবং "পদ্ম" চিহ্নের বিরুদ্ধে জেহাদ চালালে খুব জোরেশোরে। সাম্প্রদায়িকতার সেই প্রবৃদ্ধির যুগে বিশ্ববিদ্যালয় হার মানতে বাধ্য হলো। অবিশ্যি ইতিহাসের পরিহাস-সেই পদ্ম বা শাপলা-বাঙলাদেশ হওয়ার পরে আবার প্রতীক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকার গ্রহণ করল।

এই পটভূমিকায় আমি বঙ্গবন্ধুর উপর একটি রচনা লিখতে চাইঃ "বিনায়ক শ্রীশেখ মুজিব"।

একটী পাদটীকা ঃ

স্রষ্টা নিরাকার। তাই বোধ হয়, এদেশের লেখক কবি ফর্ম (আকার) সম্পর্কে নির্বিকার। দুই বঙ্গের সাহিত্যসেবীদের দিকে তাকালে প্রায় তা চোখে পড়ে।

৬ জানুয়ারী '৭৭

"Alas, poor country! Almost afraid to know itself It cannot/be called our mother, but our grave."

[শেকস্‌পীয়রের ম্যাকবেথ। রসের (Ross) উক্তি চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

"বিনায়ক শ্রীশেখ মুজিব"-প্রবন্ধ রচনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ চিন্তা (১) দ্বিজাতিতত্ত্বের পটভূমি উপমহাদেশে মুসলমানদের অবস্থান। মুজিব যেন সেই

www.pathagar.com

পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ রুখে দাঁড়ালেন। (২) এই Negation of negation তাঁর কর্মধারায় প্রতিফলিত। আওয়ামী লীগ চুরমার করে "বাকশাল" গঠন। (৩) নয়াধনীদের জাতীয়তাবাদের চরিত্র, নিরিখ (৪) মুজিবের কালতিক্রমণের চেষ্টা। নিজস্ব কায়দায় (৫) স্বপ্ন ও বাস্তবের ফাঁক (৬) ফলে বাঙালী মুসলমানের মোহভঙ্গ পূর্ণ হয়নি। তারই পথে আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রীদের প্রবেশ। (৭) Charisma এবং তজ্জনিত আত্মসন্তুষ্টি (৮) শিল্পী পেন্টিং শেষ করতে পারেননি, ইহলোক ত্যাগ করলেন। পরিণামে Contour-এ বাঙালী মুসলমানের Milepost হয়ে রইলেন। অধস্তনদের যাত্রাবিন্দু আবার সেইখান থেকে।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের চিঠি পেলাম। আমার জন্মভূমি গ্রামের ঠিকানায় লেখা এবং ইংরেজী ভাষায়। ভাষান্তরের কারণ বুঝতে দেরী হয় না। সবই ব্যক্তিগত কথা। প্রগতিশীল জীবনধারার সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্ক বহুদিন টিকিয়ে রাখা কম কথা নয়। ওর "বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা" "সংবাদ" পত্রিকায় কীভাবে ছাপে? এখনও হৃদ-রোগ নিয়ে বেশ সাহস দেখিয়ে চলেছে শামসুদ্দীন। এটা কম কথা নয়। বহু যন্ত্রণায় ঐ রোগের শিকার।

৭ জানুয়ারী '৭৭

যদিও শীর্ষে আসলে ফুটনোটঃ

যৌবনে বহু রমণীর মনোরঞ্জন সম্ভব। বৃদ্ধকালে সব নাস্তি। কাজের ক্ষেত্রে একই কথা। জরা ধরার পূর্বে একটি কাজের মধ্যেই গুটিয়ে যাওয়া উচিত।

অষ্ট্রেলীয় নোবেল লরিয়েট রচিত সুবৃহৎ উপন্যাস The eye of the storm. দুই-তৃতীয়াংশ শেষ করে ক্রমশঃ দেখতে পাচ্ছি, লেখক মানুষে মানুষে সম্পর্ক এবং প্রকৃতির কাছে তার আত্মসমর্পণের সমস্যা নিয়ে বিচলিত। সামাজিক পটভূমির অত তোয়াক্কা রাখেন না। ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জীবন অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত লেখক ভাষার প্রয়োগ করেন বড় স্পর্শসহ। তাই এত বৃহদাকার উপন্যাস কোথাও Dull লাগে না। মার্শাল প্রস্তের চেয়েও আরো বড় অন্তর্বিচরণকারী প্যাট্রিক হোয়াইট। এদিকে তিনি অনন্য নিজের আংগিকের জন্যে। বইটা আর দু-তিন দিন শেষ হয়ে যাবে, তখন পুনর্বিচার।

কলকাতা বিশাল জন অরণ্যে যে কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কীভাবে, ভেবে পাই নে। গড়িয়াহাটা মার্কেটের গেটে আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা আমার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাঙলার অধ্যাপক (১৯৩৪-৩৮) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শীত নিবারণে মাংকি-ক্যাপে মাথা ঢাকা। তবু ওকে চিনতে আমার কষ্ট হয়নি। সামান্য আলাপ পরবর্তী সাক্ষাতের ভূমিকায়। আশীর্বাদ চেয়ে নিয়ে পথ ধরলাম।

www.pathagar.com

কিছু আগে বসুধা চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে ইন্দু দিদি নির্মিত হালুয়া ও টোষ্ট সংযোগ চা-পান শেষে এদিকে এসেছিলাম টুকিটাকি কিনতে। তিরিশের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে গেল।

৮ জানুয়ারী '৭৭

বাঙলাদেশ সরকার VDP (Village Defence Party) তৈরীর জন্যে নয় লক্ষ লোক সংগ্রহ করবে। উদ্দেশ্য মহৎ বুঝা কঠিন নয়। গ্রামে যেন মাথা চাড়া দেওয়া আলামত না ফুটে ওঠে। মাথা ছেঁচে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

সন্ধ্যা বনানী চৌধুরী, কর্তা আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী ও মাসুদের সঙ্গে। আমাদের পুরাতন বন্ধু Raschid (রশীদ) পাকিস্তানীই হয়ে গেছে বাঙলাদেশে আসেনি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে। প্রগতিশীল রাজনীতি পরিপক্ব মানুষটি শুধু উচ্চাভিলাষের সাপ-সিঁড়ির খেলায় পড়ে এমন হয়ে গেল। নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমান ছেলের পক্ষে তাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। ওর প্রথম বিয়ে টিকেনি। তার কাহিনী শোনা গেল। পাকিস্তান ষ্টেটব্যাঙ্কের গভর্নর হয়েছিলেন রশীদ। তাই কী জীবনের চরম সার্থকতা? ওর কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করিনি। ওঁর ঠিকানা পেলে যোগাযোগ করতাম। পুরাতন বন্ধুদের বিস্মরণ কঠিন।

৯ জানুয়ারী '৭৭

বোন আমিনা আছাড় খেয়ে ডান হাত ফ্রাক্চার করেছে। হতভাগিনী। কতো রকম যন্ত্রণার মধ্যে না ওর বাস। আমার জন্মভূমি ভিটেয় লোক নেই। প্রায় মরে হেজে গেছে। সন্ধ্যার পর খা খা করে। কিছু জ্ঞাতিগোষ্ঠি পূর্বপাকিস্তানে চলে আসে দেশবিভাগের পর। এক চাচাতো ভাই আছে। সেও জায়গার সীমানা বা গাছপালা নিয়ে আমিনার সঙ্গে বিবাদ করে। পাড়াগাঁর পুরাতন খস্‌লৎ। বাপ-মার ভিটেয় খামখা আমিনাকে বনবাস দিয়ে এসেছিলুম। ওর পুরোপুরি কোন সাহায্যে আসতে পারিনে। আমাকেও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ওর খোঁজ নিতে খিদিরপুর গিয়েছিলুম। অপ্রত্যাশিতভাবে বাল্যবন্ধু বাশারৎ হোসেনের দেখা পাওয়া গেল। মহাম্মদ জাকারিয়া গ্রাম থেকে এসেছে। ওর ঢাকার বাড়ী আমাকে আমমোক্তারনামা দেওয়া। আড়াই লাখ টাকার বাড়ী। বিক্রীর মুখে হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুজনিত কারণে ওলট-পালট। আর কিছু করার যো রইল না। আমানতে সুব্যবস্থা করে দিতে পারলে আমার বিবেক হাল্কা হয়। আত্মীয় স্বজন ওরা। আমার মত লোকের এসব ভার নেওয়া উচিত ছিল না। জোর করে বিশ্বাসের উপর জাকারিয়া এই বোঝা চাপিয়ে দিলে। আমি এখন স্বোয়াস্তি পাই নে। তবু সকাল ওদের সঙ্গে কাটাতে বড় আনন্দে। পুরাতন স্মৃতিই যেন এখন জীবনের সম্বল।

www.pathagar.com

"বজ্রকণ্ঠ" পত্রিকার আলোচনার জন্যে অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের সানী পার্কের বাড়ীতে রণেশ দাশগুপ্ত, মোনায়েম সরকার, নজিবর, রেজাসহ দুপুর কেটে গেল। পরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ী বালীগঞ্জ প্রেস। আহার তদস্থলে। অতঃপর ডেরামুখী।

১০ জানুয়ারী '৭৭

বাঙলাদেশ সরকারের নতুন আমদানী শালগমঃ জাতীয় সরকার "ন্যাশনাল গভর্ণমেন্ট।" নির্বাচনের পর এই আর এক টোপ। গর্দভেরা তাকিয়ে আছে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ন্যাপের প্রেসিডেন্ট কী ভাবছেন? এতদিন যেসব রাজনৈতিক খেল দেখালে—এখন ওকে কি খুব বুদ্ধিমান বলা যায়? বৃদ্ধ আতোয়ার রহমান প্রমুখ জনেরা শালগমের দিকে নিশ্চয় চেয়ে আছেন।

অবিভক্ত বাঙলায় তেভাগা আন্দোলনের সময় জোতদার যাদু মিয়া (মশিহুর রহমান) নিজে হাতে চাষী-হত্যাকারীর হাতে এখন দেশের শাসনদণ্ড যাবে। ভাবতে গা শিউরে ওঠে। কতো জনের না সর্বনাশ হবে।

মোল্লা প্রকৃতির গোঁড়া মুসলমানের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। ঠিকই বলে ওরা। কারণ, শেখ মুজিব একটি হাদিস। (হজরৎ মোহাম্মদ আলায়হেস সালামের বাণী) পালনে গড়িমসি দেখিয়েছিলেন। হাদিসটি হচ্ছে–

"কাত্লাল মুজী কাবলাল ইজা"। অর্থাৎ 'অনিষ্টকারীকে অনিষ্ট করার পূর্বে হত্যা করো।' মুজিব ত তাদের ক্ষমা করেছিলেন।

হঠাৎ বম্বে থেকে মরহুম শ্রদ্ধেয় কাজী আব্দুল ওদুদের ছেলে হাসান তওফিক সাহেব এসে হাজির। বড় ভাল লাগল। গত বছর বোম্বাই শহরে ওঁর আতিথেয়তা-লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। এবারও এই শহরে তার জের চলছে। প্রৌঢ়কালে অপরিশোধ্য ঋণের আর অন্ত রইল না।

১১ জানুয়ারী '৭৭

সকালে মোনায়েম সরকারের নিকট। ঢাকার অনেক পত্রিকা যোগাড় করে সে। অনেক অন্ধকার দূর হয়, যদিও খবরের কাগজের খবর প্রায় ফিকে বিকালে কলেজ ষ্ট্রীট। "পশ্চিমবঙ্গ স্বাক্ষরতা" আপিসে। পার্থ সেনগুপ্ত টার্গেট। পরে এখানে গাল্পিক-ঔপন্যাসিক অসীম রায় এলেন। একে একে রণেশ দাশগুপ্ত, মোনায়েম সরকার। চা-পান। এবং ভবিষ্যতের আলাপ।

বহু বছর পরে সন্ধ্যার কাজী সাহেবের (তওফিক) সঙ্গে কিছুক্ষণ তাস খেলা গেল। টেন্‌শান থেকে রেহাই পেতে এই রকম খেলা মন্দ নয়। পাভ্‌লোভ

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক-নাকি নৈশভোজের পর নিয়মিত আধ ঘণ্টা ঐ দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকতেন। প্যাট্রিক হোয়াইটের উপন্যাস ক'দিন বেশ টেন্‌শানের মধ্যে রেখেছিল। আজ খতম করে কিছু রেহাই পাওয়া গেল। উপন্যাসের Texture সত্যি অদ্ভুত। অবিশ্যি অষ্ট্রেলীয় জীবন-ধারা কিছু জানি নে। তা না জানলেও কিছু আসে যায় না। ভদ্রলোক মহৎ শিল্পী নিঃসন্দেহে।

১২ জানুয়ারী '৭৭

মোহাইমেনের ভিসার মেয়াদ বাড়াতে গিয়ে দেখা গেল মানুষের এনার্জি এবং সময় কীভাবে অপচয় হয়। অফিসার মহোদয়েরা যেন গোলাম Slave নিয়ে Deal করেন, কোন নাগরিক Citizen নয়। লাইনে দাঁড়িয়ে গ্রীক লেখক কাজান্‌জাকীর ইং-অনুবাদ Greek Passion কয়েক পাতা শেষ করলাম। এটুকুই লাভ এই কসাইখানার পংক্তিতে দাঁড়িয়ে। বন্ধু মোহাইমেন হৃদরোগের শিকার। তাই এই দায়িত্ব গ্রহণ।

কার্জন পার্কে (বর্তমান সুরেন ব্যানার্জি পার্ক) বিকেলে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা"র অন্যতম আসামী মাহফুজুল বারীর সঙ্গে সাক্ষাতের অকুস্থল আগে নির্ধারিত ছিল। সুগঠিত এই যুবকের সঙ্গ মন থেকে নৈরাশ্য পেসিমিজমের আঁচড় দূর করে দিতে পারে। কিছু আলাপের পর ওই মামলার আর এক আসামী মুজিবর রহমানের (বঙ্গবন্ধু নন-সৈনিক) কথা উঠল। '৭১ সনে তিনি শহীদ হন আখাউড়ার সন্নিকট রণাঙ্গনে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়নি। এখন ত আর হবেই না। বর্তমান সরকার ত এহিয়া খানের পরবর্তী ধাপ। বারী বললেন, "ভবিষ্যতের উপর সব নির্ভর।" শহীদদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম স্বাধীনতার পর। এমন নানা ত্রুটির প্রায়শ্চিত্তর জন্যই যেন বর্তমান দুর্দশা। তাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হোলো। সংসার (বারীর ছেলেমেয়ে পাঁচ জন) ছেড়ে এই বয়সে অন্যায়ের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে সৈনিক যুবক। বাস ধরতে (আপিস ভাঙার পর প্রচণ্ড ভিড়) বারী ছুটে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম আর একবার ওকে দেখার জন্যে দৃষ্টির সকল ব্যাঘাতসহ।

১৩ জানুয়ারী '৭৭

কাজী তওফিক আজ বম্বে চলে গেলেন। আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ের ফারাক তিনি বোঝেন না। '৭১ সনে গোটা পরিবার ওদের বাড়ীতে। আবার সেই কক্ষ আমার জন্যে বরাদ্দ। নীচে দোতলায় ভাইঝি লুসিরা আছে। আমার যত্ন নিতে তৎপর। আর সময় অযথা নষ্ট করা উচিত নয়। নানা দায়িত্বের বোঝা বহন এই বয়সে বেমানান।

মোহাইমেনের Visa বাড়াতে গিয়ে পাশপোর্ট নিয়ে ফ্যাসাদে পড়লাম। মাত্র

www.pathagar.com

দশ জনের সুরাহা হয়, তারিখ-মত যারা পৌছায়নি। একাদশ ব্যক্তি হলেই আপনি কিউয়ে ক্রিকেটের দ্বাদশ জন। ফলে, ৯। ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট পৌঁছলাম গোটা পথ পার্ক সার্কাস থেকে হেঁটে। পরে পায়ের উপর দুই ঘণ্টা। সাড়ে এগারোটায় কাউন্টার খেলার কথা। খুললে ১২টায়। এক কর্মচারী আসেননি এবং আলমারীর চাবি তার কাছে। ফলে, আবার কাল। কুমিল্লার এক গৃহবধূর দুর্দশা শুনলাম। যুবতী মেয়ে, ক্লিষ্ট মুখ। আপিসের সামনে বেঞ্চিতে বসে ছিল। ওকে 'কিউয়ে' দাঁড়াতে হয়নি। দেশবিভাগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি যে কতো রকম! আমার বাল্যবন্ধু হরিশ্চক গ্রামের ডাক্তার নুরুল আস্‌ফিয়ার ছেলের সঙ্গে এখানেই দেখা। সেও এসেছে ভিসার মেয়াদ বাড়াতে। ও বাঙলাদেশের নাগরিক। একদিকে বাবা অসুস্থ। মানসিক যন্ত্রণার অবধি নেই। ওর কাছ থেকে গ্রামের অনেকের খোঁজ নিতে পারলাম। আহা, সেই সব জনের সান্নিধ্যের জন্যে মন ছট্‌ফট্ করে। অথচ আমি অন্য কর্তব্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি—সাঁতার না কেটে উপায় নেই।

১৪ জানুয়ারী '৭৭

নিকোলাস কাজান্‌জাকীর উপন্যাস এখন কিউয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গী। ফলে, কোন ক্লান্তি নেই। Pastoral জীবনের পটভূমি রেখে জীবনের নানা সমস্যা লেখক উত্থাপন করেছেন। সত্যিমিথ্যা শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় নানা ডুয়েলে ছবি তুলে ধরছেন Appeareane এবং Reality-র সংঘাত ঘটিয়ে। বেশ উপাদেয় ব্যাপার। ফিউডাল গ্রীসে ইউরোপের বুকে থেকেও এমন জীবন-ধারার ছাপ আছে, আমি জানতাম না।

আমিনা একটি জামা পাঠিয়েছে। সেই মাপে কুর্তা কিনে দিতে। শীত শেষ হয়ে এলো। কবে আবার পাঠাব? অর্থের সুরাহা হতে আরো চার পাঁচ দিন যাবে। আগামী শীতে কাজে লাগবে। কিনে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। বেচারা নসিবের শিকার। আমি অসহায়। ওর দুঃখ দেখি, মুছে নিতে অক্ষম। ষ্টেটসম্যান আপিসে মধ্যাহ্ন ভোজন। ব্রজেন ভট্টাচার্যের অতিথি।

সন্ধ্যা। পৌষ-সংক্রান্তি। হঠাৎ মনে পড়ল। কোথা যাওয়া যায়? কয়েকটি বাড়ী, মুখ ঝলক দিয়ে গেল। সর্বস্থলে বিরাজমান ঈশ্বরত্ব ত হাতে নেই। একটি জায়গা নির্ধারণ বাধ্যতামূলক। তাই গড়িয়াহাটা থেকে সোজা সাদার্ন্ এভিন্যু। ফণীদা (চক্রবর্তী) অসুস্থ। নীচে ওর সঙ্গে আলাপ শেষে বসুধা চক্রবর্তী সমীপে। পৌষ-সংক্রান্তির পুর-পিঠে আহার নয়, ছাঁদা বেঁধে পিঠে তোলা গেল ইন্দুদির কল্যাণে। সকালের নাস্তা এ দিয়ে চলবে। দিদি-কে বলে এলাম, "প্রাতঃস্মরণীয় হওয়ার নানা পথের সঙ্গে এই একটা যোগ হোলো।" সকলের স্মিত হাসিসিক্ত পৌষ-সংক্রান্তির সন্ধ্যা বড় মনোরম লাগল।

www.pathagar.com

১৫ জানুয়ারী '৭৭

ছোট ছেলে জাঁনেসার ঢাকা থেকে হঠাৎ এসে হাজির। তার কাছে গৃহিণীর দুরবস্থার খবর পেলাম। আত্ম-সম্মানের বেলা বড় স্পর্শকাতর বেচারা, সত্যি বিপদগ্রস্ত। কিন্তু আমি কী করতে পারি? এমত অবস্থায় ঘরবাড়ী বিক্রী করে দেওয়াই ভাল। বাড়ীও আমার নামে নয়, স্ত্রীর নামে। এখন তার যা ইচ্ছে। আমি সব ত্যাগ করে এসেছি। বাঙলাদেশ ছাড়া আমার আর কোন ঘর নেই।

১৬ জানুয়ারী '৭৭

মানসিক নিম্নচাপ বিকেল থেকে। দুপুরে মাসুদের বাড়ীতে দাওয়াত ছিল। কিঞ্চিত ভূরিভোজন হয়ে গেল। ভাত বেশী খেয়ে ফেলেছিলাম। আহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা আরো মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রয়োজন। দুপুরে যথারীতি ঘুম ভালই হোলো। Greek Passion উপন্যাসখানা বিকেলে পড়লাম। তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ নিম্নচাপ নয়। যদ্দূর সম্ভব আহারজনিত দুর্ভোগ। দাওয়াই এমন ক্ষেত্রে লম্বা রাস্তা জরীপ। হেঁটে প্রায় গড়িয়াহাটার কাছে গিয়ে আবার ফেরত যাত্রা। আকাশ গোমরামুখী। দুপুরে বৃষ্টি হয়েছিল। ঠান্ডা অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী। ভেজার ভয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে ডেরায় ফিরলাম। মন চাংগা। কাজান্‌জাকীর বইখানা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়। তাই আবার পঠন শুরু। মানসিক ক্লান্তি গেল। এলো দৈহিক আলসেমি। আজ সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে জওয়াদ করিমের বাসায় রণেশদা, মোনায়েম সরকার, মোহাম্মদ রেজা, নজিবরের সঙ্গে দেখা হোলো। পত্রিকা নিয়ে জরুরী আলোচনা ছিল। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে মনে পড়ল Personality clash ব্যক্তিগত সংঘাত রাজনীতির ক্ষেত্রে কেন গজায়? বোধ হয়, শুধু আদর্শ নয়, Ego-অহমও উপাদান। নচেৎ একই দলের ভেতরে কোন্দল বাধে কেন? পঁয়ষট্টি বছর বয়সে রণেশদা এক প্রবন্ধকারের নাম বাদ দিয়ে প্রবন্ধ ছাপালেন—যদিও যৌথভাবে স্বীকৃত তার নাম ছাপা হবে। বিরোধী ছিলেন শুধু রণেশ দাশগুপ্ত। প্রেসে তিনি তত্ত্বাবধায়ক। ছাপার সময় নিজের জিদ বজায় রাখতে প্রবন্ধ ছাপালেন লেখকের নাম বাদ। সমাজসংস্কারকগণ Ego-র (অহম) দিকে চোখ রাখেন না। অন্ত র্কোন্দলের বীজ বোনেন, গণতন্ত্রের মহিমা যতই মুখের শোভা বর্ধন করুক।

১৭ জানুয়ারী '৭৭

পাশপোর্ট অর্থাৎ ভিসা আপিসে বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে কী সময়ের অপচয়! শুধু অফিসারদের শ্লথ-কর্মবিমুখতার জের। সাড়ে এগারোটার সময় পিয়ন আসেননি আপিসে। যখন তিনি এলেন অফিসার চেয়ারে নেই। দুর্ভোগের অন্ত থাকে না।

www.pathagar.com

সন্ধ্যা, সোনালী ব্যাঙ্কের সোনা মতীন খানের সদনে। ভ্রাতুষ্পুত্র মজহারুল ইসলাম খবর দিয়ে গিয়েছিল, সানাউল হক ব্রাসেল্‌স থেকে "নিউ কেনিলওয়ার্থ" হোটেলে উঠেছে। রাত্রি ন'টার পর সাক্ষাৎ। চার বছরের অনুপস্থিতি। ছেলেমেয়েরা ডাগর হয়ে গেছে। সকালেই স্বদেশযাত্রা ওদের। লটবহর বাঁধা হয়নি। তারি ফাঁকে সামান্য আলাপ। আসার সময় আমাকে কিছু মুদ্রা দিলেন, যা দিয়ে দু'হপ্তা স্বচ্ছন্দে কাটবে। আরো উপহার। সঙ্গে একটা সুদর্শন টাই। প্রাণের বহর এই কবির আমার জন্যে সদা-বিস্তৃতমান। এক বছর যোগাযোগ করিনি। পাছে আমার চিঠি কারো হাতে গেলে উনি বিপদে পড়েন। আজ কবি বেশ অভিমানের ঝাল মিটিয়ে নিলেন।

১৮ জানুয়ারী '৭৭

এ. এল. খতীবের চিঠি। মারাঠী সন্ত কী দুশ্চিন্তার মধ্যে না দিল্লী প্রবাসের কাল কাটাচ্ছেন। ওর এমন মানসিক নিম্নচাপ আর কখনও পত্রে পাইনি। শেখ মুজিবের অকাল-মৃত্যুর ফলে বাঙলাদেশ সরকারের আর কেউ নেই, মানুষটির মর্যাদা বোঝে। শুধু সাংবাদিক এবং উত্তম সাংবাদিক হিসেবে নয়, বাঙালী জনের এমন প্রেমিক-বন্ধু আর কাউকে পাওয়া যাবে না। যেমন চরিত্রে তেমনই মননশীলতার বিশ্বচিত্তবিহারী মানুষটির সংস্পর্শে এসে জীবনকে কতোভাবে বুঝতে শিখেছি। অথচ তারও আজ আমাদের মত ভাগ্যহত দশা। এক জায়গায় খতীব লিখেছেন, "There are Times when I fell that it would be better for my family if I were dead"। বড় মর্মান্তিক বিবৃতি। অথচ আমরা এমনই বন্ধু ওঁর অসহায়তা-লাঘবে কিছু করতে অক্ষম। সৎ লোকের কাল কবে আসবে?

খিদিরপুর গিয়েছিলুম সন্ধ্যায় খতীবের জের সহ। অমন, সুহৃদ, সুবিমল আত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া সৌভাগ্য-বৈকি। তার দুর্দশা বড় অস্থির করে তোলে। আমিনার দোসা (চাদর) গাঁয়ে পাঠানোর দায়িত্ব আজ নিলাম। শুধু মানসিক জুলুম থেকে রেহাই পেতে। বাল্যসঙ্গী বাশারৎ, স্নেহভাজন জাকারিয়া, জালাল উদ্দীনের দেখা পাওয়া গেল। প্রাচীন স্মৃতির স্পর্শে মন অনেকখানি হাল্কা, ট্রামে ফেরার সময় কুয়াশা-লেপা ময়দানের দৃশ্য আরো বেদনাহর উপাদান হয়ে এলো।

১৯ জানুয়ারী '৭৭

আজ কাজান্‌জাকীর "গ্রীক প্যাশন" শেষ করলাম। সার্থক স্থাপত্যের ধারায় রচিত। এই সুবৃহৎ উপন্যাস লেখকের দৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। জীবনধারা এবং মানুষে মানুষে ঘাত-প্রতিঘাতের এমন ছবি শুধু টলস্টয়ের স্মারক। সত্য মিথ্যা ভালমন্দ এবং জীবনের সার্থকতার প্রশ্ন অতি স্পষ্ট। ভাষাও সজ্জিত হয়ে সব চরিত্রগুলো জানান দিতে সামনে দাঁড়িয়ে যায়। বিদ্রোহী পাদ্রী ফোটিশ যেন প্রাচ্যের

www.pathagar.com

সাধু-সন্তের অনুকরণে আঁকা অথচ খ্রীষ্টান। বিশ্ব-মানবতার ঝলক দিয়েই লেখক বইয়ের সমাপ্তি টেনেছেন। প্রচুর রসাস্বাদ পেলাম।

সন্ধ্যা চতুরঙ্গ আপিসে। আতোয়ার আসেনি। হতাশ। পরে ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ বিজন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাত। সেই মাত্র ক্লাশে ঢুকেছে, আমার স্লিপ পেয়ে বেরিয়ে এসে ক্ষমাপ্রার্থনাসহ বিদায় নিলে। বিজন ষাটের দশকে ঢাকা ছেড়ে আসার সময় বড় খারাপ লেগেছিল। উত্তরকালে দেখলাম, ভালই করেছে। চরে বাস করে, বন্যার আশঙ্কাসহ দিন গুজরান সহজ নয়, বিশেষতঃ পরিবার পরিষদ যদি থাকে। ওর কাছ থেকে লেনিন সরণী বরাবর মৌলালী পর্য্যন্ত। ১১৯ নং লেনিন সরণীর সামনে ফুটপাথে দাঁড়ালাম–যেখানে বহু রাত্রি শুয়ে কাটিয়েছি, ভেতরের কামরায় গরম হয় বলে। বৃষ্টি হলে মাদুর গুটিয়ে আবার কামরার ভেতরে। আজ মনে হলো, কে যেন সব সাজিয়ে রেখেছে আমাকে পীড়া দেওয়ার জন্যে। দরজার সম্মুখে ময়লা কাপড়ে মুখ ঢাকা এবং ভিখিরিণী বসে আছে দুঃখের চরম প্রতীক রূপে। ফেরেশতাতুল্য বড় চাচা ইরশাদ আলী, পিতৃদেব, এলাহী বখস্ মিস্ত্রী (পাশের মেশিনারী দোকানের মালিক) তাঁকেও চাচা বলে ডাকতাম... এমন বহু জন কবর থেকে উঠে এলেন আমার পাশাপাশি হাঁটতে। অশেষ আচ্ছন্নতার মধ্যে মৌলালী থেকে ট্রাম ধরলাম।

রাত্রে জনসনের সঙ্গে (শামসুর রহমান খান) টেলিফোনে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। বহু ফেউ আছে নিকটে। কেউ মুখোমুখি হতে পারলাম না।

২০ জানুয়ারী '৭৭

জাঁনেসার ঢাকা-প্রত্যাগত। বাড়ীর খবর পেলাম। নানা গোলযোগ। কিছু অর্থপ্রসূত। কিছু মানসিক। আরো খবর পাওয়া গেল, গৃহিণী ও দুহিতা ২৭শে কলকাতা আসবে। আবার গৃহী-জীবনের ঝামেলা। কচি বন্ধু ওয়ারিদ আসবে মায়ের সঙ্গে। এই সংবাদ মনের কোণে আনন্দের ঝিলিক হয়ে আসে। পৌত্র দেখেছি, এবার দৌহিত্রকে। আমার শিকড় অনেক দূর বিস্তৃত। এখন যে ক'দিন বাঁচি সমাজ-পরিবর্তনের কাজে কাঁধ লাগিয়ে বাঁচব এবং অতি আনন্দে। আর কোন ক্ষোভ থাকবে না। কচিবন্ধু, স্বাগতম!

Alas, poor country almost afraid to know itself. It can not be called our mother, but our grave-macbeth চতুর্থ অঙ্ক ২য় দৃশ্য, Ross এর উক্তি।

"দোল্লিয়া মি রেকা নেল্লো কোর আর দিরে" দুঃখ আমার হৃদয়ে সাহস বয়ে আনে—ডান্টে

www.pathagar.com

২১ জানুয়ারী '৭৭

Methodology নিয়ে মাথা না ঘামালে দৈবের টানাটানি যে কেউ ভোগ করবে। আজ প্রকাশক শুভাকাঙ্ক্ষী অচ্যুতানন্দ সাহার সঙ্গে সাক্ষাতে শিয়ালদর ট্রাম ধরেছি। বৌবাজারের মোড়ে ন্যাপের চিত্র ঘোষ দাঁড়িয়ে। চলন্ত ট্রাম থেকে ওকে আদাব দিলাম। অচ্যুতানন্দ বাবুর পুঁথিঘরে গিয়ে দেখি, ঢাকা মুক্তধারার প্রকাশনীর চিত্ত সাহা বসে আছেন। যেন ভূত দেখলাম। বিশ্বাস হয় না। জিয়ার কারাগারে ছিলেন তিন মাস। আনন্দ উৎকণ্ঠার পর্যায় গেল। এখানে কণ্ঠস্বরে চেনা গেল একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিয় ভূষণ চক্রবর্তীকে অথচ মুখ দেখে চিনতে পারিনি, প্রায় আধ ঘণ্টা। পরে সন্ধ্যায় চিত্ত বাবুর সঙ্গে পার্ক সার্কাস ময়দানে শরৎ শতবার্ষিকী মেলায়। ওঁর স্ত্রী বিজলী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। সাহাগৃহিণীর সঙ্গে কয়েক বছর পরে দেখা। বুকষ্টলে গোপালদার (হালদার) সঙ্গে মুলাকাত। পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। কবি গোলাম কুদ্দুসও অভাবনীয় ভাবে হাজির। কফি খাওয়া গেল সকলে মিলে। পরে কুদ্দুসের সঙ্গে নাসিরউদ্দীন রোডের মোড় পর্য্যন্ত। শুভ সন্ধ্যা আজ। এইভাবে কাটল। এই সব অভাবনীয়তা মানুষকে মিষ্টিক করে তোলে, যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী না থাকে। বলতে ভুলে গিয়েছি, ঠিক শরৎ মেলায় প্রবেশের কিছু আগে পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন একদা ঢাকা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী আনোয়ার চৌধুরী, ওকে দেখেও দেখলাম না। সঙ্গে চিত্তবাবু আছেন। উনি নির্বাসিত জীবনে, আমার মতই, এই সময় আত্মপ্রকাশ পছন্দ নাও করতে পারেন। তাই পাশ দিয়েই চলে গেলেন। এমন কাণ্ডও ঘটে একদিনের মধ্যে।

২২ জানুয়ারী '৭৭

মুক্তি নেই গৃহের রজ্জু থেকে। আজ জাঁনেসার পুনা চলে গেল। ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। ট্রেন ছেড়ে দিতে অস্বোয়াস্তি বড় নাকাল করে তুললে। ঠিক ওর নক্‌শার মুখ, পাৎলা একহারা চেহরা ছিল তুরহানের। তের বছর আগে তাকে বলি দিয়েছি। আবার ২৪ ফেব্রুয়ারী আসছে। এখন বয়স হোতো তিরিশ। ফর্সা রঙ। এখন দেখতে কেমন হোতো কল্পনা করতে লাগলাম। মূক দৃষ্টির ভেতর নানা ছবির জুলুম। সহজে রেহাই নেই। হুইলারের ষ্টলে বই দেখতে লাগলাম। আনন্দমনা হওয়ার জন্যে। চোখ পড়ল, "A slave laughs" এর কপি। একটা কিনলাম। হিন্দ্ পাবলিশার্স মাত্র দুখানা বই দিয়েছিল। বন্ধুবান্ধবদের দিতে পারিনি। একটা কিনে ফেললাম। পরে আমিষ আহারীদের কেতায় চা খেতে গেলাম, যদিও আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। তুরহান আমার কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে, এমন নির্মম ঘটনার ধাক্কা বাসেও বড় ব্যাকুল করে তুলল। রাত্রেও প্রায় বারোটা অব্দি ঘুমোতে পারলাম না।

www.pathagar.com

২৩ জানুয়ারী '৭৭

বন্ধু বাশারতের স্ত্রীর অপারেশান হবে, মেরিল্যান্ড নার্সিং হোমে। সিআইটি রোডে খোঁজ নিতে হয়। সকালে কিছু কাব্যপাঠের পর দৌড়ালাম। বেলা দশটা। অপারেশান হয়ে গেছে। বাশারৎ এবং দুই সন্তান বাইরে উদ্বিগ্ন অপেক্ষার্থী। হাসপাতালে অব্যবস্থার জন্যে এমন সামর্থ্যে কোন রকমে কুলোলেই প্রাইভেট এন্তে জামের দিকে ঝোঁকে। ফলে, নার্সিং হোম কলকাতায় বহু গজিয়েছে। ঠিক উল্টো ফুটে আর এক নার্সিং হোমের সাইনবোর্ড। রোগী এখন এনেস্থিসিয়ার ভেতর। কিছুক্ষণ বাল্যবন্ধুর সঙ্গে অতীত সাঁতারে বাড়ী ফিরলাম। দুপুরে আসার ঘুম ভাঙার সঙ্গে সন্ধি পাতিয়ে যেন মজহারুল ইসলাম উপস্থিত। সৌধবিদ্যাবিদ ভাইপোর চুল পেকে গেছে আজ চোখে পড়ল। আমার চেয়ে যদিও বছর বারো ছোট। গোছানো জীবন ফেলে স্ত্রীকন্যা সকলকে নিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার ধাক্কা ত কম নয়। আলাপ শেষ পর্য্যন্ত এক খাতে গিয়ে ঠেকে। খাত বাঙলাদেশ। বর্তমানে খাতই বটে! হঠাৎ খুনী প্রভুদের ভারত-প্রেম চেগে উঠেছে। ফারাক্কা জলের সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। জলের তলায় কী আছে, জানার যো নেই। জিয়ার বিদেশী মুরুব্বীরা বোধ হয় কোন ফন্দী এঁটে এই মৎস্যটিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে। ভারত-কে খিঁচে জল থেকে ডাঙায় তোলার জন্য। যেন বেকায়দায় পড়ে প্রতিবেশী দেশটি। সিপাইশাসক কী এত বোঝে? জিন্না সাহেবকে নিয়ে খাস ঢাকার বাসিন্দাদের এক পুরাতন গল্প মনে রাখা দরকার। একজন জিজ্ঞেস করলে "জিন্না সাহেব বোনের বিয়ে দেন না ক্যান?" "বোঝ্‌স্ না হালা? জিন্না সাব কী খালি পাকিস্তান নিয়া থাকব?" জিয়া সাহেব ত শুধু বাঙলাদেশ নিয়ে থাকতে পারে না। তার ফারাক্কার জলও দরকার। বঙ্গবন্ধুর নামে সার্কাস এভিন্যুয়ের নাম আজ বদলানোর কথা ছিল। নেতাজী সুভাষের আজ জন্মদিন বিভিন্ন স্থানে পালিত হচ্ছে। কিন্তু নাম বদলানো হোলো না। রহস্য আছে নিশ্চয়। পূর্বে দু'বার ঘোষণার পর কর্তৃপক্ষ পেছিয়ে গেল কেন?

২৪ জানুয়ারী '৭৭

সঞ্জীব আগেই পত্রে জানিয়েছিল। সেইমত সকালে সুকিয়া ষ্ট্রীটে ওর দিদির বাসায়। সঙ্গে বম্বের বোন সান্ত্বনার স্বামী পরেশ মজুমদারও এসেছেন এক বিয়ে উপলক্ষে। প্রায় তিন মাস পরে সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা। কথা কী ফুরাতে চায়? বোন সান্ত্বনা একটা শার্টের কাপড় উপহার পাঠিয়েছে। বন্ধন এত বাড়ছে, সঙ্গে ঋণ। খাতক সেজেই ধরাধাম ছাড়তে হবে। একষট্টি বছর বয়সে এবার ইতি টানতে হয়ঃ কোন রকমের ঋণ বাড়াবো না। উপায় নেই। অমন নি-দাগ হওয়ার জন্যে বনে যেতে হয়। কিন্তু সেখানেও যো না থাকতে পারে। বার্ধক্যের চাপ কোন দিকে

www.pathagar.com

ফাঁকে ঠেলে কে জানে? লন্ডনের কোন খবর পাচ্ছি নে। গাফ্‌ফার চৌধুরী নীরব। আমার কাছে অভিযোগ এসেছিল চার মাস পূর্বে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গেঃ তার ওঠাবসা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি উদ্ধৃতি দিই Consistency is virtue of the mediocres" "বাংলার ডাক", অসুস্থ স্ত্রীসহ পরিবার চালাতে সম্পাদক নিশ্চয় হিমশিম খায়। নানা সূত্রে টাকা যোগাড় হয় নিশ্চয়। তাই ওকে অভয় দিতে অমন বাণী নিক্ষেপ। এখন দেখছি, সেই সত্যই কোন আন্তর্জাতিক জালের মধ্যে পড়েছে। যদি তেমন অসৎ পন্থায় পা দিয়ে থাকে, ইতিহাস তার ড্রেন প্রশস্ত করে রাখবে। গাফ্‌ফারের তা জানা উচিত।

সেজ ছেলে ইয়াফেস এক কার্টুন "৫৫৫" দামী সিগারেট পাঠিয়েছে। এমন বিলাসিতা, যদিও সিগারেট খাই, প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু উপহারের অমর্যাদা করা কী সমীচীন হবে? ছোটখাটো স্ববিরোধিতা জীবনে থাকাই উচিত।

আজ বিকেলে মজহারুল ইসলাম ও তার ভাগিনা আমীনসহ এ্যান্টোনিওনির ছবি "The passenger" মেট্রোয় দেখলাম। Identity-র সমস্যা Alenation-জাত। য়ুরোপের সমস্যা এদেশে এখনও আসেনি। ছবির মধ্যে এত ফ্ল্যাসব্যাক। সাধারণ দর্শকের পক্ষে বুঝে ওঠা মুশকিল। সেদিন থেকে এই ছবি বড় দুর্বল। তবে সন্ধ্যা কাটল নির্বিবাদে। এটুকুই লাভ।

২৬ জানুয়ারী '৭৭

দু'দিন থেকে সরস্বতী পূজার হুল্লোড় চলছে। একই সঙ্গে হঠাৎ মিসেস গান্ধীর নির্বাচন ঘোষণার জের। পুজোর ঘটা দেখে রামমোহনের কথা স্বতঃই মনে আসে। দেড়শ' বছরে obscurantism গেল না। যুবশক্তির অপচয় দেখে হতাশ হতে হয়। বিকল্প না এলে এই মধ্যযুগীয়তা থেকে মুক্তি নেই। এবার মহরমের ঘটাও তারই স্মারক।

২৭ জানুয়ারী '৭৭

এয়ার পোর্টে। বাস পরে ট্যাক্সিঃ বাগুইহাটা থেকে। সময়ের বিভ্রাটে কিছু গচ্চা গেল। বাঙলাদেশ বিমান সাড়ে দশটায় আসে। লোক-মারফৎ জানা—সাড়ে নটা। বন্ধু ওয়ারিদ লায়লী এবং গৃহিণী সুদ্ধ সঙ্গে। গৃহজীবনের আস্বাদ আবার নতুন করে ফিরে এল। ষোল মাস কী করে গেল, ভেবে পাই না। যথারীতি প্রধান অতিথি ওয়ারিদের সম্বর্ধনা। কিন্তু কোলে আসতে নারাজ। যেন জেনে ফেলেছে নানা বাউন্ডেলে তাই কাছে ঘেঁষতে অত আপত্তি। গোলগাল মুখ। মিষ্টি চেহ্‌রা। তরতজা অবয়ব বড় ক্লান্তিকর। সংসারের ফাঁদ বুঝি এম্নি করে অজানিতে পাতা থাকে।

www.pathagar.com

২৮ জানুয়ারী '৭৭

গৃহীর জীবন আবার, আবার টুকিটাকি কেনা দরকার। কচি ওয়ারিদের জন্যে প্রয়োজন অপেক্ষা দেখা গেল গৃহিণীরও কিছু কম নয়। ভাবছি, কোথা গিয়ে দাঁড়াবে নির্বাসনের এই আর এক পর্য্যায়।

২৯ জানুয়ারী '৭৭

গন্ডারের সঙ্গীত-প্রীতি ধনীদের শিল্পানুরাগ একই রকম। নিজেদের আভ্যন্তরীণ শূন্যতা এবং বিশৃঙ্খলতা (যদিও নিজেদের ব্যবসা অতি সুশৃঙ্খলিত) তাদের মাঝে মাঝে মস্তিষ্ক-তরঙ্গের শিকার করে। তখন ছুটে যায় কাব্য, সঙ্গীত বা ঐ জাতীয় কোন নির্বস্তুক abstract সামগ্রীর প্রতি। আত্মপ্রসিদ্ধি Self-importance ফুলিয়ে তোলার এই এক পদ্ধতি ওরা রপ্ত করে। এমন ভণ্ডামির এক অভিজ্ঞতা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল। ব্যবসা-গঠনের মত ওরা মনে করে আত্মার সংগঠন বুঝি এতই সোজা।

৩০ জানুয়ারী '৭৭

সকাল। সঞ্জীব সমীপে। বেচারা জ্বরে ভুগছে। তবু আলোচনার উদ্দীপনা, উৎসাহ তার এতটুকু কমেনি। বাংলাদেশের রাজনীতি, ভারতীয় রাজনীতির অভিঘাতে এদিক ওদিক হবে, তা বিচিত্র নয়। এখানে প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি নির্বাচনে জেতে তারা বাংলাদেশে মিলিটারী সরকার কায়েম করে রাখবে। তা তাদের স্বার্থের অনুকূল। এমন মোড়ও নিতে পারে। সঞ্জীব তাই চিন্তিত। এই ধারায় অনেক কথা দুপুর পর্য্যন্ত।

বিকেলে মহাজাতি সদন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে কর্তৃপক্ষ শহীদ ঘোষণা করবেন প্রতিকৃতি উন্মোচন সহ। (দু'টার দিকে মোহাইমেন সাহেবকে বিদায় দিতে হলো। ওর জন্যে বিশেষ চিন্তিত। শরীর সম্পর্কে হৃৎপীড়া নিয়ে যে রকম অনিয়মচারী, হয়ত বেশীদিন বাঁচবে না) আরো শহীদের প্রতি সম্মানাঞ্জলির অনুষ্ঠান। সঞ্জীব পুত্রকৃত্য করতে এসেছিল, আমার মতই দর্শক হিসেবে। আটটার সময় অনুষ্ঠান শেষে কফি হাউসে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত আবার সঙ্গ কন্ডুয়ন মেটানো। সঙ্গে নির্মল দত্ত, কল্যাণ চৌধুরী। পরে কাজল চৌধুরী যোগ দিলে। নানা কথা নয়। সন্ধ্যার প্রথম প্রহর কেবল কাব্য-বিষয়ক কচকচি চিবানো গেল বাদপ্রতিবাদসহ।

৩১ জানুয়ারী '৭৭

গোষ্ঠিসুখ প্রৌঢ়কালে বড় সুপাদেয়। আর যেন কিছু করার নেই জীবনে। আত্মবুঁদ এক মৌতাত বেশী ঘিরে রাখে। দৌহিত্র ওয়ারিদ মঞ্চে একমাত্র

www.pathagar.com

অভিনেতা। তার শিশুসুলভ দৌরাত্ম্যই নানা আনন্দের প্রশাখা। এমনভাবে বাকী সন্ধ্যাগুলো কাটিয়ে দেওয়া যায় না? পেছনে তরী পুড়িয়ে দ্বীপে উঠেছি। ওই পথ বন্ধ। আখেরে ভালই করেছি। নচেৎ আত্মমগ্নতার পথ ধরে হয়ত খুনীদের খুনের সমর্থক সেজে বসতাম। কে জানে, কী হোতো। অমন পরিবেশে চুপচাপ থাকাও সমর্থনের এক পন্থা।

লেখাপড়া বন্ধ। বন্ধু ওয়ারিদের সম্মাননায়। আজ সন্ধ্যায় আমাদের সকলের রসদ যোগাড় করলাম। কোন ক্লান্তি লাগল না।

পূর্বে সাহিত্য ছিল অল্প বয়স-সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কারণ, মানুষের আয়ু ছিল কম। এখন গড় সত্তর ধরলে অনেকখানি প্রসারিত, পূর্বে এদেশে ছিল বিশ বাইশ গড়ে। কারণ, শিশু-মড়কের হার অতি উচ্চ মার্গে থাকত। পাকা বয়স ছাড়া বর্তমানে সাহিত্য তেমন মেলতে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রমাণ। তাঁর যৌবনের একগাদা রচনা লেখা-লেখা খেলাচ্ছলেরই সৃষ্টি। বৃহতের আয়োজন ত নয়ই। নিজের বয়সের দিকে তাকিয়েই এবার কাজ করতে হবে।

১ ফেব্রুয়ারী '৭৭

খতীবের পত্র পেলাম। বেচারা তার বিড়ম্বনা পীড়িত আত্মিক যন্ত্রণার কথা বাদ দিলেও, বাঙলাদেশ তথা বাঙালীর প্রেমে পড়ে আমাদের মতই খেসারৎ শোধ করছে। প্রায় দশ বছর আগে বাইরে একটা ডাগর বেতনের জীবিকা পেয়েছিল। ঢাকা ছেড়ে গেল না। এখন শেখ মুজিব নেই। ওর মর্য্যাদা দেওয়ার মত লোকহীন এখন রক্তসিক্ত ঢাকা শহর। সৎ মানুষদের ভোগান্তি কোন যুগেই বোধ হয় অল্প থাকে না। খতীব কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনারের মিসচিফ Mischief সম্পর্কে ইশারা দিয়েছে। আজন্ম মুসলীম লীগের তথা পাকিস্তানের বুট-লেহক সাংবাদিকতার এই অধ্যাপকের অতীত আমার জানা। খতীব না লিখলেও পারত। সবই এক পালের গরু—নতুন ফাষ্ট সেক্রেটারী। এই ভদ্রলোক কলকাতায় এসে প্রথম ওজর তুললে বাড়ী পছন্দ নয়। পূর্বে ভাড়া ছিল কম। বর্তমানে কলকাতার বাড়ীভাড়া আকাশচুম্বী, তার উপর সালামীর চাপ। আগের বাড়ীর ভাড়া ছিল ৭০০ সাতশ' টাকা। বর্তমানে সচিব মহোদয় দু'হাজার টাকায় বাড়ী নিয়েছেন। হোক না বাঙলাদেশ গরীব। সচিব মহোদয়ের মায়ের সোনার খনি থেকে তাবৎ Payment হয়। ক্ষতি কী? আমলাতন্ত্রের মুখ নানাবিধ।

জন্তুরাও (ছেলেমেয়েদের?) শাবকদের ভালবাসে। সেখানেও আশ্চর্য্য রকম স্বার্থত্যাগের নমুনা দেখা যায়। কিন্তু অপরের সন্তান আছে, জন্তুরা তা জানে না। মানুষের মধ্যে আমরাও জন্তু বৈকি। নিজের ছেলেমেয়ের চিন্তায় অস্থির থাকি। তার বাইরে চেতনা এগোতে অক্ষম। এই সংকীর্ণ চেতনা শেষ পর্য্যন্ত আর মনুষ্যত্বের

www.pathagar.com

সীমানায় থাকতে দেয় না। কোটিকোটি ছেলেমেয়ের দুর্দশায় বিচলিত হলে কী পথঘাটের নিদারুণ দৃশ্য না চোখে পড়ত। এই শহরেই দেখেছি, মুর্গীর পালক ঠ্যাং (গেরস্থর মাংস ছুলে নেওয়ার পর) সেদ্ধ করছে ভিখিরিণী, পাশে দুই কচি বাচ্চা, যারা সুপের অপেক্ষার্থী। পাগল করে তোলে না ত এই দৃশ্য শত শত পথিকদের। কারণ, আমরা জন্তু থেকে আলাদা কিছু নই। (পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের সম্বল এখন Sensationalism এবং Nationalism। এই Savagery থেকে Civilization-এ যেতে অনেক দাম দিতে হবে, এখন বুঝতে পারছি।)

ব্যক্তিগত এক একটা বন্ধন ছিঁড়ে না ফেলতে পারলে মনের স্থৈর্য্য ফিরে আসবে না। আরো জখমের সঙ্গে কোলাকুলি বাকী আছে।

৩ ফেব্রুয়ারী '৭৭

কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে আমার মত বাঙলাদেশবাসী শঙ্কিত বৈকি। শ্রীজগজীবন রাম মন্ত্রীসভা থেকে নিজেকে খারিজ করে নিয়েছেন। স্বভাবতঃই কংগ্রেসের প্রগতিশীল Centrist দল আরো দুর্বল হয়ে যাবে। নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা জয়ী হলে, বাংলাদেশেও দক্ষিণপন্থীদের পোয়া বারো। ঢেউ যথাস্থানে গিয়ে না লেগে পারে না। শঙ্কিত হচ্ছি আমাদের মত ত্রিশঙ্কুদের কী দশা হবে এখন? সঞ্জীব দত্ত কী ভাবছে? জানার কৌতূহল আজ দমিয়ে রাখলাম। সে উপন্যাস লিখছে মন দিয়ে। হঠাৎ ব্যাঘাত ঘটাব না। একে ত রচনাবিমুখ দত্তসন্তান। World standard না হলে তার মন খুঁৎখুঁৎ করে। কাজে যখন এত বছর পরে বসেছে, গোলযোগ ঘটানো বান্ধবজনোচিত আচরণ নয়।

জিয়া সরকারের বর্তমান উপদেষ্টারা সবই প্রাক্তন পাকিস্তান আমলের বুটলেহী। আবুল ফজল যে জাতের সাহিত্যিক–মুসলীম লীগার (ওর কায়েদে আজম নাটক দ্রষ্টব্য) থেকে কিছুটা উদারপন্থী হয়েছিলেন আমাদের সংস্পর্শে। বর্তমানে কুকুরের লেজ, পুনরায় বক্র। সব মন্ত্রীগুলোই যথেষ্ট J.P. যথেষ্ট পাজি।

৪ ফেব্রুয়ারী '৭৭

অনিশ্চয়তা মন দুর্বল করে তোলে পদে পদে। গৃহসুখ নসীবে নেই। আবার কবে এমন ভাবে জড়ো হব, গণনায় আসে না। তাই একটা ফটো তোলার ব্যবস্থা করা গেল। গৃহিণী দুহিতা দৌহিত্র-ত্রয়ী সমাহারে। হাতে সময় কম। আর একদিন মাত্র লায়লী কলকাতায় আছে। কিছু সুহৃজ্জনের সঙ্গে একবার ওদের দেখা হওয়া উচিত। তাই হতশ্রী এক ষ্টুডিওতে ঢুকে পড়লাম। অতঃপর ট্যাক্সিযোগে বালিগঞ্জ প্লেস। নীপেনদার বাড়ী। তিনি উৎকল থেকে ফেরেননি। অন্নপূর্ণা সেনগুপ্ত ছিলেন। মাতুল চন্দন ছিল। সুমনের বৌ মেয়ে বাপের বাড়ী। এখান থেকে লক্ষ্মী বিশ্বাস

www.pathagar.com

সদনে। '৭১ সনে আগরতলায় স্ত্রী মেয়ে সন্তান সবাই ওদের সঙ্গে শ্যামলী এলাকায়। আবার দু'বছর পরে দেখা। সবই সংক্ষিপ্ত দর্শন। সেখান থেকে দেবশরণ দাশগুপ্ত, পার্বতী দাশগুপ্তদের বাড়ী। পার্বতী-জননী বৃদ্ধা মাসীমা প্রায় অসুস্থ থাকেন। ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস। আজ তিনিও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দুহিতা দৌহিত্রের আগমনে। শারীরিক অক্ষমতা, বোধহয়, পরিবেশ গুণে বিস্মৃত হওয়া যায়। এই বাড়ীর আন্তরিকতা সম্পর্কে নতুন কিছু বলার থাকে না। নির্বাসিত জীবনের মরুভূমির মধ্যে এই এক ওয়েশীস সদা-শ্যামলিমা মণ্ডিত। আমার দুঃখ হয়, এই সৎ দুই নাগরিকদের কোন সন্তান নেই। ওদের বলি না। কিন্তু আমাকে চিন্তাটা বহুবার খুঁচিয়েছে। পারিবারিক ছায়ার মহিমা কোন শিশুর কপালে জুটল না। সেদিক থেকে সমাজ দরিদ্র হয়ে রইল বৈকি। এক ঘণ্টা এই Super Family আবেষ্টনীর মধ্যে আমরা বাঁধা রইলাম। বন্ধু ওয়ারিদ জিনিষপত্র টেনে, টেবিল ক্লথ তছনছ করে আসর গরম রাখছিল। নেপথ্যে।

৫ ফেব্রুয়ারী '৭৭

বালীগঞ্জ প্লেস থেকে ডাঃ নীপেন সেন এসেছিলেন, আমার অসাক্ষাতে সব অচেনাদের দেখতে। উৎকল থেকে ফিরে খবর পেয়ে আর চুপ থাকেননি। তিয়াত্তর বছরের এই এই পুরাতন গান্ধীবাদী কংগ্রেসী শুভাকাঙ্ক্ষীর স্নেহের আতিশয্যে নুয়ে পড়তে হয়। ওয়ারিদকে আশীর্বাদ করে গেলেন নগদ দশ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ। মনে হয় না, নির্বাসনে আছি। ঘর ছেড়েছি। পথে পথে এত আত্মীয়ের সমারোহ। কোন ক্ষোভ থাকা উচিত নয়।

৬ ফেব্রুয়ারী '৭৭

আজ লায়লী বন্ধু ওয়ারিদ ঢাকা চলে গেল। কচি মুখে ভবিষ্যতের ছায়া দেখলাম।— যেদিন সব শিশুই মানব-শিশুর মত মমতায় গড়ে উঠবে। জীবজন্তুর জনক-জননীর মত মনুষ্যকুলে কেউ থাকবে না। আগামী কালের দিকে চেয়েই ত বুকে এত বোঝা নিয়েছি। লায়লীর বিদায়-অশ্রু আমার চোখও সিক্ত করে গেল। কতো দিন পরে ওদের মুখ দেখব, জানি নে। ভাসান-পর্ব গেল যেন আমার উপর দিয়ে। আজই আশ্চর্য্য সমাপতন! এয়ারপোর্টমুখী ট্যাক্সি সি.আই. রোড থেকে বেলেঘাটায় ঢুকেছে, রাস্তায় দেখি শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত। বাহন থামিয়ে দিলাম। ওর সঙ্গে সকলের সাক্ষাৎ ঘটল। এই নিমেষ-দর্শন। পথে দেখা হোলো আর এক মানুষের সঙ্গে যিনি অকৃতদার, সর্বস্ব খোয়ার শুধু ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে সব ভরে দিতে।

৪৫ নং বাসে স্বামীস্ত্রী বেক্‌বাগান অভিমুখী। আজ দু'পাশের দৃশ্য কিছুই যেন

www.pathagar.com

চোখে পড়ল না। নজরুল ইসলাম এভিন্যু-এর এক পাশে সল্ট লেকের কাছে এক খালি জায়গা জুড়ে চারা বেগনভেলিয়ার গোলাপী স্তবক কিছুক্ষণের জন্যে চোখ জুড়িয়ে দিলে। রঙের হাতছানি দৃশ্যান্তরে আদৌ থামল না। আশ্চর্য্য প্রশান্তি মনে। বহু ঝড়ের পর স্নিগ্ধ প্রকৃতি।

৭ ফেব্রুয়ারী '৭৭

ফিনাইল-কে ফটিক বলে বেশী দিন চালানো চলে না। খুনী প্রশাসন তা ক্রমশঃ বুঝতে পারছে। তাই জাতীয়তাবাদী প্রবণতা একদম চুরমার করতে ভীত, যদিও মুজিবের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ।

ভারতীয় লোকসভার নির্বাচনে কিছু বামপন্থী পার্টির কাণ্ড দেখে আশঙ্কিত। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের সঙ্গে পর্য্যন্ত গাটছড়া বাঁধতে তাদের আপত্তি নেই। রাজনৈতিক অন্ধতার এই দৃষ্টান্ত যদিও বিরল নয়। হিটলারের আবির্ভাব আমলে জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কথা, অনেকেই ভুলে গেছে। Right opposition এর লেজ ধরে ইলেকশান বৈতরণী পার হবে Left. পরিহাস বহু রকমের আছে পৃথিবীতে। এত দিনে বুঝতে পারলাম।

৮ ফেব্রুয়ারী '৭৭

আবার গৃহী। গৃহসুখে নিমজ্জিত। স্ত্রীর চোখ দেখানোর হাংগাম কালই চুকিয়েছিলাম, স্নেহাস্পদ ডাঃ দিলীপ গুহ মারফৎ। '৭১ সনে পরিচয়। এই সব সহৃদয় জন নির্বাসনের যন্ত্রণা অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

৯ ফেব্রুয়ারী '৭৭

সকাল। মেরিল্যান্ড নার্সিং হোমে বন্ধু বাশারতের স্ত্রীকে দেখতে গেলাম। গত রবিবারে রোগী চলে গেছে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হতাশ। সোজা বালিগঞ্জ চক্ষুচিকিৎসক ননীগোপাল চৌধুরীর বাড়ী তথা চেম্বারে। দেশবিভাগের পর বহুদিন বিগত। এই তীক্ষ্ণশীর্ণ অবয়বধারী মানুষটির সহৃদয়তা বিস্মরণ অসম্ভব।

রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র সমীপে। সদা উন্মুক্ত এই সব হৃদয় আমার জন্যে নতুন করে কী আর উন্মুক্ত করবে? গৃহিণীর পরিচয়ের সীমানা বাড়ুক। সেই জন্যেই বিশেষ করে যাওয়া। আমার জন্যে ঢাকায় উদ্বেগ, আমি বুঝি সত্যি বনে পড়ে আছি। গৃহিণীর এই অস্বোয়াস্তি আজ মুছে গেছে, কথাবার্তায় বোঝা গেল। বহু পরম আত্মীয়দের মধ্যে আবার বাস, গৃহিণী বাড়ী থেকে বসে কী ভাবেই বা জানবে?

www.pathagar.com

১০ ফেব্রুয়ারী '৭৭

সাবেরা জামাল—অধ্যাপক আবু তৈয়ের আবু জামাল সন্নিধানে। করুণাময় এই দম্পতি স্নিগ্ধ ছায়াদাত্রী।

অর্চনা চৌধুরী ও দোলা চৌধুরীদের বাড়ী। যোধপুর পার্ক। গৃহিণী এদের খুব পছন্দ করে বসল Upstartism আদৌ নেই বলে। তেমন পরিবারের সঙ্গে আমিও কোনদিন ঘনিষ্ঠ হই না।

যোধপুর পার্ক থেকে মিনিবাসে আসার সময় গৃহিণী তিন জন মৃত্যু পথযাত্রীদের সংবাদ দিলে—যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিল এবং জিজ্ঞেস করত, "কবে আসবে?" জয়নুল আবেদিন, কবি হবিবুর রহমান, কবি আবুল হাসান। তিন জনের মুখ বারবার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। হবিবুর রহমানের বিশেষ তাগিদে "নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত" বইখানা ছাপা হয়। সাইজের প্ল্যান তারই। নিজে প্রুফ দেখে দেয় হাজার ঝামেলার মধ্যে। আবুল হাসান সত্যিই বাঁচল না। জি.ডি. আর এ পাঠানোর সময় আমরা সবাই ভেবেছিলাম, এই প্রতিভাবান কবির রোগ এবার বুঝি সেরে যাবে। দুর্ভাগ্য, তা আর ঘটল না।

১১ ফেব্রুয়ারী '৭৭

আগামী কালের লেখকবন্ধুগণ, তোমরা "দুই মহানগরীর উপাখ্যান" লিখিও। দেশবিভাগের পর ঢাকা এবং কলকাতা ইতিহাসের সাক্ষীরূপে কতো দৃশ্যের না পটভূমি। তাই আজ গৃহিণী বাল্যভূমি ঝামটিয়া গ্রামে গেল পরলোকগত ভাই করিমের ছোট ছেলে কবিরের সঙ্গে। আমি খিদিরপুর বন্ধু বাশারৎ ও তার পরিবারবর্গের খোঁজ নিতে। পেয়ারা চাচার মেয়ে হয়েছে গত রাত্রে এক নার্সিং হোমে। শাহাব উদ্দীন অসুস্থ। ভাবলাম, নবজাতককে দেখে যাওয়া যাক। নার্সিং হোমে অধ্যাপক রবি গুহের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ২৭ বছর পরে চিনতে একটু কষ্ট হয়নি। পাকিস্তান হওয়ার পর চাটগাঁ কলেজ, অর্থনীতির অধ্যাপক রবি গুহ হঠাৎ অধ্যক্ষের চিঠিতে বরখাস্ত হলেন। অপরাধ, রাষ্ট্রবিরোধী নয় শুধু বিধ্বংসী কার্য্যকলাপ। দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন। তারপর আমার কাছে নিখোঁজ। আজ হঠাৎ কী অভাবনীয় যোগসাজস! নেপথ্যে রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমদের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। এই কালো পটভূমি, অন্য দিকে আমাদের অতীত উন্মোচন। প্রায় দুপুর কেটে গেল।... বিকেলে সঞ্জীব প্রতিশ্রুত ঠিকানায় উপস্থিত। রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে কলেজ ষ্ট্রীটের দোকানপাট বন্ধ। সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা হোলো না। "এক্ষণ" আপিসে ঢুঁ মারতে সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য্যকে পাওয়া গেল। আরো অভাবনীয় চল্লিশের কবি অবন্তী সান্যালের সঙ্গে পরিচয়, যদিও সেই কালে নামে জানা ছিলেন,

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষতায় নয়। পরে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ভেতর মাসী কাজল, তার বান্ধবী হেনা খান্না, ইন্দ্র (মুখার্জি) সহ সকলে চা-পানের জন্যে জমায়েৎ। কফি হাউস বন্ধ। এখানে সিরিয়া সম্পাদকের কাছ থেকে হালফিল মানসজগতের সংবাদ পেলাম। অবক্ষয়ের নানা ফিরিস্তি আচার্য্যি মশাই তুলে ধরলেন।

১২ ফেব্রুয়ারী '৭৭

অবন্তী সান্যালের দাওয়াৎ। পিকনিক গার্ডেন হাউজিং এষ্টেট। কাল ট্রামে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত ওঁর সহযাত্রী। ফরাসী জানেন। মূল থেকে রোলার জার্নাল অনুবাদ করেছেন। সাতশ' পাতার পেল্লায় পুস্তক। বাড়ীতে পৌঁছে আরো বিশদ জানা গেল, বর্তমানে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ফরাসী পণ্ডিত ভিক্টর জাঁক্‌মার লেখা এক বইয়ের তর্জমায় ব্যাপৃত আছেন। ভদ্রলোক কলকাতায় এসেছিলেন। সান্যালমশাই অনুবাদ থেকে রামমোহন এবং তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে ফরাসীজনের অভিজ্ঞতা পড়ে শোনালেন। অবাক হতে হয়, বিদেশী মানুষটির আশ্চর্য্য পর্য্যবেক্ষণ শক্তি দেখে। এমম্বিধ সঙ্গসুধার মধ্যেই দুপুর কেটে গেল। সান্যাল গৃহিণী আরো ব্যঞ্জন-সুধা (ভাত অবিশ্যি) পরিবেশন করলেন। উত্তম আহার এবং এঁদের মানসিক বাহারে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। দুই সন্তানও পিত্রানুসারী। বাড়ীতে মনন-চর্চার আবহাওয়া দেওয়ালের দিকে তাকালেই পাওয়া যায়। দু'রুমের ফ্ল্যাটে বই, বই আর বই। আধিক্য এবং স্থানাভাব হেতু আমার গ্রামের লাইব্রেরীকে অবন্তী বাবু খান নয় বই উপহার দিলেন। অমন আহার এবং দক্ষিণা।

তৃপ্ত ব্রাহ্মণ অনেক আনন্দের পুটলা বয়ে বাড়ী ফিরেছিল।

১৩ ফেব্রুয়ারী '৭৭

সকালে সঞ্জীবের নিকট সুকেয়া স্ট্রীট। অবিশ্যি বাঙলাদেশ আলোচনার প্রথম দফা এবং বিশেষ দফা। পরে সাহিত্যের প্রাংগণ। একটা ধাঁধা পেশ করা গেল দত্ত-সমীপে। ছোট গল্পের কোন আদর নেই। অথচ এই যন্ত্রশিল্পের যুগে সময়াভাব-হেতু এমন সুকুমার শাখার দিকে মানুষের আকৃষ্ট হওয়ার কথা। (ওদিকে Readers Digest' দেড় কোটী চলে) কিন্তু ব্যাপার দাঁড়িয়েছে বিপরীত। ছোট গল্পের বই-ই বেরোয় না। সাহিত্যের সব শাখা (নাটক উপন্যাস ইত্যাদি) লোপাট হয়ে যাবে? সহজেই এই প্রশ্ন মনে আসে। সঞ্জীব প্লেটোর উল্লেখ করলে, কবি সাহিত্যিকদের যিনি নির্বাসন চেয়েছিলেন। কিন্তু সঞ্জীব আর এগোল না। কারণ, প্রচুর ভাবনা প্রয়োজন। আমিও কিছু ভেবে পাইনে। কিন্তু এই সমস্যা সম্পর্কে গভীর অনুধ্যান প্রয়োজন। অন্যতম বন্ধু মণি সেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি যোগ দিলেন না।

www.pathagar.com

বুঝেছেন ব্যাপারটা বেশ জটীল। সন্ধ্যায় একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর খোঁজে। স্বামী স্ত্রী গায়েব। বিজয়গড় থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে বড় খারাপ লাগল। কিন্তু দেবশরণ দাশগুপ্তকে পাওয়া গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে গড়িয়াহাটা বাজারের মধ্যস্থিত পশ্চিম প্রান্তিক হোটেলে। সমাপতনের নজীর বেড়েই চলছে। অবাক না হয়ে পারা যায় না।

১৪ ফেব্রুয়ারী '৭৭

পুরাতন স্মৃতিময় জায়গা যেতে আমার ইদানীং ভয় হয়। রগড়ানির শেষ থাকে না। এই উপমহাদেশের ভাঙাচোরা তছ্নছ রূপ তারা আরো যন্ত্রণাদায়ক করে রেখেছে। ব্যক্তিগত দুর্দশার কাহিনীর কী অন্ত আছে?

গৃহিণীর সঙ্গে এই জন্যে ঝামটিয়া গ্রামে গেলাম না। চেনা মুখেরা মাটীর তলায়। এক-একজন চোখের সামনে এসে দাঁড়াবে তাদের ছায়া। প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। বোবা হৃদয়ের সহ্যেরও সীমা আছে।

হঠাৎ সকালে মনে পড়ল, একবার গেলে পারতাম। শহরের বাইরে গত এক বছর কোথাও যাইনি। কিন্তু ফ্রাইপ্যান থেকে ফার্নেসে কোন মূর্খই বা যেতে চাইবে?

১৫ ফেব্রুয়ারী '৭৭

গৃহিণী দুপুরে ফিরে এলো। বিকেলে বন্ধুবর ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদের বাড়ী গিয়েছিলাম (ছকু খানসামা লেন সেই ছাত্রজীবনের পর আবার নতুন স্মৃতি ও অর্থ বহন করে অনেক, চিকিৎসক এই মানুষটির জন্যে।) মাধুরী দেবীর আতিথেয়তা ধ্রুপদী পর্যায়ের। নতুন বলার কিছু থাকে না। ভারী পেটে তাই পরবর্তী শিকার অচ্যুতানন্দ সাহার অতিথেয়তা প্রত্যাখ্যান করতে হলো। পুথিঘর অফিসে দেখা হোলো, সেই 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আদি পর্বের সতীর্থ ডাঃ সুরেশ মৈত্রের সঙ্গে। মধুসূদনের উপরই মৈত্র মহাশয়ের ডক্টরেট সাগর-সঙ্গম। এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছেন। মধুসূদন নামই ত পুণ্যসঞ্চয়ের বাহন। মোক্ষের পথও ডাঃ মৈত্র পরিষ্কার করে রেখেছেন।

১৬ ফেব্রুয়ারী '৭৭

দৌহিত্র, পৌত্র। দু'জনের জন্যে কিঞ্চিৎ উপহার কেনা দরকার। গড়িয়াহাটে প্রাক-দুপুরে ঘোরাঘুরি। গৃহপানে মন ধায়—যদিও গৃহ মানে বাঙলাদেশ করতে চাই। তা আর হচ্ছে কৈ। এই জের, দুপুরের ঘুমের পরও, জেরবার করে তুললে। অস্থির মন। শান্ত হতেই চায় না।

www.pathagar.com

১৭ ফেব্রুয়ারী '৭৭

নীড়ের বন্ধন সত্যিই জটীল গ্রন্থী। ছেঁড়া দায়। পরিবারে আমি প্রায় ব্রাত্য। আমার বিদেশে অবস্থিতি ওদের কাছে অস্বোয়াস্তিকর। পাছে সরকার কোনরকম ঝামেলা টপাট শুরু করে—যা এতদিন করেনি। সেদিক থেকেও দূরে সরে আছি। তবু, নীড়-প্রত্যাশাগত হওয়ার লোভ মাঝে মাঝে কী উৎকটভাবে না চেপে বসে। জীবনে আর পরীক্ষার মুখোমুখি হতে যদিও মন বিমুখ। দুঃখিনী জননীকে হারিয়েছিলাম এই তারিখে-১৯৭২।

এই বয়সে প্রাণ আর পুথির দিকে শুধু তাকানোর কথা। এখন প্রতিদিন পকেটের দিকে তাকাতে হচ্ছে। পরিহাস! কিসের?

ইতিহাসের যাত্রাপথ চিরকালই দুর্গম। ফলের জন্যে ফার্টিলাইজার (Fertiliser) প্রয়োজন। তাই কেউ ফল হয়, কেউ ফার্টিলাইজার। উভয়ের মূল্য সমান। তবে শেষোক্তদের একদম গুঁড়িয়ে যেতে হয় জীবনের মাটীতে মিশে যাওয়ার তাগিদে।

১৮ ফেব্রুয়ারী '৭৭

পুঁটির Air Ticket করতে বাঙলাদেশ বিমানে। ২৫শে ভিসা শেষ। তাই এখন থেকেই টিকেট করে রাখা। গার্হস্থ কর্তব্যের আবার বাঁধা পড়ে গেছি।

হঠাৎ নয়, গত রাত্রেই বার বার দুঃখিনী জননীর মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। পাঁচ বছর চলে গেছে। মা মারা গিয়েছিলেন ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ওঁকে ফেলে চলে এসেছিলাম। ন'মাস আমার জন্যে কী যন্ত্রণা না সয়েছেন। তারই অবসান ঘটায় যেন ১৭ ফেব্রুয়ারী। মা শুধু দুঃখ পেয়েই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। এই স্মৃতি আমার কাছে চির-অনুতাপের উৎস।

১৯ ফেব্রুয়ারী '৭৭

পুরাতন আশ্রয়ে। তরুণ সান্যাল আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। (ওকে পাওয়া দায়, বিশেষতঃ সামনে যখন নির্বাচন) তাই খুব খুশী হলাম। গৃহিণীর সঙ্গে একে একে পরিচয় ঘটল। দিদি (আসলে বোন) সত্যবালা ঘোষের সঙ্গে প্রতিশ্রুত ছিলাম। বৌদিকে দেখার সাধ মেটাতে হবে। অপ্রত্যাশিতভাবেই তা সম্ভব হোলো এবং এত জল্‌দি। বধূমাতা কেয়া তার স্বভাব সৌরভ দিয়ে সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখলে। তরুণের বংশধর ত্রয়ী (বাবু, তোতা, বাপী) থাকায় কোনদিন মনে হয়নি নির্বাসনে আছি পরিবার থেকে বহুদূরে।

মধুময় সকাল কাটানো গেল। অধ্যাপক অমরশঙ্কর গোস্বামী এবং বেগম স্বাতী গোস্বামীকেও ধন্যবাদ। যীশুখ্রীষ্ট কথিত প্রতিবেশীরূপে তাদের

www.pathagar.com

বিরাজমানতার জন্যে।

সন্ধ্যায় সঞ্জীবের খোঁজে সুকেয়া ষ্ট্রীট। ওর জ্বর। আগ্নেয়গিরির জন্যে এমন উত্তাপ অস্বাভাবিক কিছু নয়। অসুস্থ শরীর নিয়ে সীরিয়াস চিন্তায় ডুবতে আজও শরীর নিয়ে অনাগ্রহী নয়। মানুষের অস্তিত্বের হাড়-হদ্দ নিয়ে মাথা ঘামাতে। আমরা প্রচুর বাধা দিলাম। আজ ওসব থাক। তবু ঘুরে ঘুরে প্রশ্নোত্তরগুলোও সীরিয়াস কম হোলো না।

২০ ফেব্রুয়ারী '৭৭

সকালে বালিগঞ্জ প্লেস থেকে নীপেনদা এসেছিলেন নেমন্তন করতে। উত্তরসত্তর বয়সের এই বৃদ্ধের সরল মন শ্রদ্ধার সব শিকড় ধরে টান মারে। বয়সের ফাঁক তিনি কী করে পূর্ণ করেন, তাও কৌতূহলের ব্যাপার। এই অঢেল স্নেহ স্নেহ নয়–অপরিশোধ্য ঋণ।

দুপুরে কুমুদ চৌধুরীর বাড়ী। খানা (আহার্য্য) তল্লাশীর ব্যাপার। আমরা স্বামীস্ত্রী নিমন্ত্রিত। অর্চনা বোন এবং দুহিতা দোলা আশ্চর্য্য উপাদানে গঠিত। সনাতন প্রাচ্য রমণীর আদল এরা। চৌধুরী মশাই উপার্জনের পাঁক গায়ে মাখেন না। বহুদিন থেকেই আমাদের সতীর্থ। তিনিও এক আজব মানুষ বৈকি। দুপুরের আহার দেরীতে হোলো বন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের অপেক্ষায়। কিন্তু চিকিৎসক শেষ পর্য্যন্ত আসতে পারলেন না। সমাজসেবীদের যেন উদর-সেবা পাপ। ডাক্তারের বহুব্যস্ত জীবনে তা প্রমাণিত।

সন্ধ্যায় বাদল সরকারের। 'যদি আরও একবার' অভিনয় দেখা গেল। illusion এবং Reality র এই Mixture উপভোগ্য। কিন্তু অন্তর্বর্তী ট্র্যাজেডি তেমন সুস্পষ্ট দাগ মনে দিতে পারে না। বহুরূপীয় প্রযোজনা প্রশংসার যোগ্য।

২১ ফেব্রুয়ারী '৭৭

ঢাকায় প্রভাত ফেরী ও জনতার দৃশ্য দেখতে লাগলাম অনেকক্ষণ। বিষাদে মন ভারাক্রান্ত। জাতীয়তাবাদের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল এই বলিদানের ভেতর দিয়ে। পরবর্তী সংগ্রামের প্রস্তুতি এখান থেকেই যেন উদ্ভূত। কিন্তু আজ কোথায় এসে পড়লাম?

স্মৃতির ধাক্কায় অস্থির। যেন স্থৈর্য্য আর কখনও ফিরে পাব না।

২২ ফেব্রুয়ারী '৭৭

সন্ধ্যায় অধ্যাপক আবু তৈয়ব আবু জামালের বাড়ী। মজহারুল ইসলামও নিমন্ত্রিত। পূর্বেই উপস্থিত। আরো দুই মেহমান এলেন। এক জন বৃটিশ আমলে

www.pathagar.com

I. C.S. জীবন শুরু, কয়েক বছর পূর্বে পেনশন প্রাপ্ত। ভদ্রলোক হরদম ইংরেজী বলেন। বাংলা মুখেই আসে না, যদিও ফরিদপুর নিবাসী। ওঁর কথার পর্য্যায় এমনই ক্লিশে- উদ্‌গীর্ণ (হরদম নিজেই বক্তা থাকার অভ্যাসও আছে) তখন পুরাতন মন্তব্য বড় সত্য মনে হয় এদের সম্পর্কে : They are niether Indian nor civil but servants. সন্ধ্যাটা এই ভদ্র লোকের জন্যে মাটী। আর অধ্যাপক ভাই ত সদাশিব, আরো চুপচাপ হয়ে গেলেন। মেহমানের মনোরঞ্জন তিনি কি করে বাধা দেবেন সৎকারক হিসেবে—অবিশ্যি অতিথি-সৎকারক।

২৩ ফেব্রুয়ারী '৭৭

ছোটভাই ফনুর কী ব্যবস্থা করব? বারো বছর মা-র সেবায় নিয়োজিত ছিল। ওর জীবিকার কোন বন্দোবস্ত করলাম না। এখন রাজনৈতিক ঝড়ে আমি অন্য ঠাঁয়ে নিক্ষিপ্ত। মা ওকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি নির্বিকার থাকতে পারিনে। পরিবারে কেউ এগিয়ে এলে নিস্কৃতি পেতাম। সেদিকে কারো কাছে আবেদন আমার পক্ষে অশোভন। কিন্তু দূরে পড়ে থাকায় তাও সম্ভব নয়। কোন সহৃদয় বন্ধু একেয়েম বা মামুনের কাছে খবর দিতে হয়ঃ আমার অবর্তমানে ছোট ভাইটা যেন কোথাও আশ্রয় পায়। এদিকে বিধবা বোন আমিনার দুর্দশা চোখে দেখা যায় না। স্বস্তি নেই সেদিকে তাকিয়ে।

জীবনকে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে অর্থবহ সুচিন্তিত মেহনত ছাড়া সম্ভব নয়। মেহনৎ মেহনৎ। তেমন পরিশ্রমই একমাত্র শর্ত।

সন্ধ্যার পর স্ত্রীর সঙ্গে দেবশরণ দাশগুপ্ত পার্বতী সন্নিধানে। পরে ডাঃ.নীপেন সেনের বাড়ী। স্ত্রী ওদের কাছে বিদায় নিতে এসেছিল।

২৪ ফেব্রুয়ারী '৭৭

পুঁটি ঢাকা গেল। তের বছর কেটে গেল এই দিন... তুরহান কে হারিয়েছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে অতীতের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অনেকে যারা আমাকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তারাও আজ নেই। বন্ধু আশরাফ আলী চৌধুরী, আব্দুল গনী হাজারী, শিল্পাচার্য জয়নুল—বন্ধু এবং চিরকাল সুখে দুঃখে পাশাপাশি অবস্থানকারী। আরো চেনা লোকান্তরিত মুখের ভিড়ে আমি নিঃস্পন্দ চুপচাপ বসে থাকলাম অনেকক্ষণ।

কোথাও স্বস্তি পেলাম না। তুরহানের মুখ আমাকে সদা ঘিরে রইল। শেক্সপীয়রের Richard (III) এর উক্তি শুনতে পেলাম বার বার। I am myself alone' একই রকম প্রায় মেলভিলের আহাবের উচ্চারণ, আমাকে ক্রমশঃ পেয়ে বসছে।

www.pathagar.com

২৫ ফেব্রুয়ারী '৭৭

ঘরের বন্ধন এতদিনে কাটল।

পুঁটি ঢাকা চলে গেল।

সন্ধ্যায় বইয়ের মেলায়। ষ্ট্যালিং পাবলিশার্সের ওম প্রকাশ আগেই পত্র দিয়েছিলেন সাক্ষাতের আয়োজনে। 'Bankajol' ইং অনূদিত উপন্যাস ইনিই প্রকাশক। আরো দেখা হোলো দীননাথ মালহোত্রের সঙ্গে। Hind Pocket Books এর স্বত্বাধিকারী। A Slave laughs এরা ছেপেছেন। একে একে দেবু মুখোপাধ্যায় (পেছন থেকে আমার চুল টেনে ধরেছিল-এখনও যেন কিশোর) নির্মাল্য আচার্য্য, অবন্তী সান্যাল, চিন্মোহন সেহানবীশ, শৈল চক্রবর্তীর উদয় ঘটল। মুক্তধারা প্রকাশনীর দুই সাহা (অচ্যুতানন্দ এবং চিত্ত) দের মোতায়েন দেখলাম। বই, বই আর বই এবং আলো-ঝলমল মেলাঙ্গন। মনের ভার আদৌ রইল না। দেবুর সঙ্গে কফি পান–সব বোঝা ঝেঁটিয়ে বিদায় নিলে। এই সাময়িক স্বস্তি বাঁচার জন্য বড় প্রয়োজন।

২৬ ফেব্রুয়ারী '৭৭

"বীরের অঙ্গেই বুলেটের দাগ থাকে।" মুজিবের উপর কবিতা লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছি এক বছর থেকে, এগোতে পারছিনে। ইতিহাসের পদধ্বনি, নাদ-জোয়ারে বইয়ে দিতে সমর্থ না হলে, খামখা লিখে লাভ নেই। বহুদিন কবিতা না লেখার অভ্যেসও প্রচণ্ড বাধা।

টুপিধারী মীরজাফর, বরং বলা চলে টুপিধারী তাই সহজে মীর জাফর, খন্দকার... আহমদের পাঁচ বছর জেল (৫৯৮৫, টাকা জরিমানা সহ) হয়েছে। বর্তমান সরকার হাত থেকে খুনের দাগ মুছতে এবং জনসাধারণের ঘৃণা কিছুটা ফিকে করতে এই ভোল ধরেছে। রাজনৈতিক কণ্টক পরিষ্কারও অন্যতম মতলব। সে যাই হোক, ইসলামের ধ্বজাধারী এই জীবের পরিণাম কী হয় দেখার বড় কৌতূহল রইল।

সন্ধ্যায় বইয়ের মেলায়। অপ্রত্যাশিত দেখা রামেন্দু মজুমদার এবং স্বর্গীয় ভাই মুনীর চৌধুরীর বোন ফেরদৌসীর সঙ্গে। (ওরা স্বামী স্ত্রী)। ভবিষ্যৎ বাঙালীর প্রতিচ্ছায়া এই দম্পতির মুখেই শোনা গেল শত দুঃখের কাহিনী। সাংস্কৃতিক জগতে পাকিস্তানের সহযোগী নানা জন্তুর আসর জাঁকিয়ে হাঁকিয়ে থাকার খবর পেলাম। এমন কী রক্তসিক্ত পবিত্র একুশে ফেব্রুয়ারীর অবমাননা। এবার একুশে ফেব্রুয়ারীর পুরস্কার পেয়েছে খন্দকার আব্দুল হামিদ। সাংস্কৃতিক রাজাকার এই সাংবাদিকের ইতিবৃত্ত বেঈমানীর মহাভারত। কুখ্যাত মোনেম খাঁর সহযোগিত্ব এর শেষ পাপ। দু'বছর জেলে ছিল। বঙ্গবন্ধুর পাইকারী ক্ষমার ঢলে ছাড়া পায়। যুক্তফ্রন্টের টিকেটে M.L.A হয়ে (১৯৫৪) আসার পর তার দুনীর্তিবাজ চরিত্রের খোলতাই। পর্য্যায় আর থামেনি। এমন জীবও একুশে ফেব্রুয়ারীর সম্মানে ভূষিত

www.pathagar.com

হয়। (ঢাকায় থাকলে এতদিন স্রেফ নার্ভের তছ্‌নছ্‌ চাপে মরে যেতাম।) এমন খবরও শুনতে হয়। হায়, বঙ্গবন্ধু, তুমি কাদের ক্ষমা করতে হয়, জানতে না। তোমার ভুলের মাসুল গোটা জাতিকে দিতে হচ্ছে।

২৭ ফেব্রুয়ারী '৭৭

বইয়ের মেলায়। তিরিশ বছর পরে রবীন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দেখা। সেকালের Fire-eater, বয়সের সঙ্গে কিছুটা বুড়িয়ে গেছেন। লম্বা লাইন ছিল কাউন্টারের মুখে। নির্মাল্য আচার্য্য ব্রাত্য থাকতে নারাজ। আমি লাইনে। তাই টিকেট করার সুযোগ পাওয়া গেল। কফি-পুস্তক-পত্রিকা প্রেমিক অধ্যাপক আমার মতই এই মেলায় রোজ না এসে পারেন না। বহু আড্ডা অতঃপর মেলা প্রাঙ্গণে কাগজ পেতে বসে। দেবু মুখুজ্জে কফির বন্দোবস্ত করলে। চাতকের সংখ্যা পাঁচ-ছ'জন। রমাতোষ সরকার (সস্ত্রীক) হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (তথৈবচ) শিপ্রা আদিত্য গং।

২৮ ফেব্রুয়ারী '৭৭

সঞ্জীবকে নিয়ে সমস্যা। এই প্রতিভাধর ব্যক্তির Communication ছাড়া কোথাও থাকা পোষায় না। ফলে, কাজের বাধা। দুঃখ, ওকে কোন রকমে নিকটে রাখতে পারলে, আমারও অস্বোয়াস্তি থাকত না আদৌ। প্রতিভার সম্ভাবনা ফলবতী হওয়ার জন্যে কতো উপাচার লাগে। মরজগতের এই অভাবই শেষ পর্য্যন্ত আসল সমস্যা। নির্বাসিত জীবনে তা বেশ জানান দিচ্ছে।

বইয়ের মেলায় দেবীপ্রসাদ চট্টপাধ্যায়ের সঙ্গে তেইশ বছর পরে দেখা। ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্টের জোয়ারে পূর্ববঙ্গ (পাকিস্তান) তখন থৈ থৈ। এক সাহিত্য সম্মেলনে দেবীবাবু হাজির ছিলেন। কার্জন হলে সুন্দর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করলেন তখন ঋজু দেহ, মাথা কেশ ভর্তি ছিল। বর্তমানে নিজে পুরু হয়েছেন, যদিও মাথার চুল ফিকে। আগামী কাল বিকেলে নেমন্তন্ন করে বসলেন। ওঁর স্মিত হাসির কোন বয়স হয়নি।

১ মার্চ '৭৭

ঢাকা-যাত্রীর সন্ধান।

ফনুর জন্যে বড় উদ্বিগ্ন।

যাত্রীর সঙ্গে মৌখিক কিছু অনুরোধ করলাম।

হয়ত ওর তেমন কষ্ট হবে না আর।

বিকেলে দেবী চাটুজ্যের বাড়ী। শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোডে। গৃহিণীর পায়ে ব্যান্ডেজ, হঠাৎ চোট পেয়েছেন। আমাদের মুখে কোন ব্যান্ডেজ রইল না। তেইশ বছরের অনুপস্থিতির জের সুদে আসলে আদায় করা গেল। সদাসত্যানুসন্ধিৎসু

www.pathagar.com

অধ্যাপকের মানসিক আদল এখনও লড়াকু। এই যোদ্ধদীপ্তি বড় ভাল লাগল। ওঁর দুই কন্যা অতসী, অদিতির ইতিহাস শুনলাম। করুণা ব্যতীত রাজনীতি কেন–সব নীতিই মূল্যহীন। চট্টোপাধ্যায়েরা সেদিকেও নমস্য।

বহুদিন এমন প্রশান্তির মুখ দেখিনি। দেবী চট্টোপাধ্যায় দ্বান্দ্বিক জড়বাদী। কিন্তু সত্যি "অলকা"য় আছেন।

২ মার্চ '৭৭

বাংলাদেশের খবর পাওয়া গেল। অভ্যন্তরে উত্তাপ যথেষ্ট, বাইরে শান্ত। আর্থিক জগত মন্দা। তার জের ক্রমশঃ অসন্তোষে পরিণত, যদিও গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা বেশ বজায় আছে।

কিছু পত্রিকাও দেখলাম। সংবাদ/এবং বাঙলাদেশ টাইমস্, জহুর হোসেন চৌধুরী তার স্বভাবোচিত রসিকতার আড়ালে বেশ চোখা বাণ ছাড়ছেন। খানের ব্যাটা Pentagon Conmunist-এর মুখ পত্রিকার পাতায় স্পষ্ট ভারত-বিরোধী জিগীর যথা-বর্তমান।

পৌত্রদৌহিত্রের জন্য উপহার ক্রয়। ঢাকা যাত্রী পাওয়া গেছে।... দুপুর।

বিকেলে বইয়ের মেলায়। "বিংশ শতাব্দীর" হরপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায়ের আতিথেয়তাঃ ফিশ্ ফ্রাই এবং কফি। আসরে অধ্যাপিকা আরতি গাঙ্গুলির সঙ্গে পরিচয়। তিনি "জন্ম যদি তব বঙ্গে" কিনে এনেছেন। এঁদের সাহচর্যে, সন্ধ্যা বড় মনোরম লাগল। মিসেস মৈত্রালি মুখার্জির ফোড়নও উপভোগ্য ছিল। বহুৎ, বহুৎ। আবার আকস্মিক সমাপতন। মোস্তফা সিরাজের সঙ্গে ট্রামে সাক্ষাৎ। পার্ক সার্কাস ফিরতে আর কোন ক্লান্তি লাগল না।

৩ মার্চ '৭৭

১৯৭১ সনের কথা মনে পড়ে। প্রথমে পাকিস্তানী বর্বরেরা প্রচার করতে লাগল, সমস্ত আন্দোলনের পেছনে ভারতীয় কারসাজি রয়েছে। তার সহযোগী পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু অধিবাসীবৃন্দ। তদনুযায়ী তারা হিন্দু নিধনে লেগে গেল। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই অপপ্রচার আদৌ দাঁত বসাতে পারলে না। তখন শুরু হোলো হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী নিধন। গণহত্যার ভূমিকার এই সুত্রপাত। সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে হিন্দু মুসলমান এক অখণ্ড চেতনায় বিধৃত হয়েছিল। এমন সৌভাগ্যক্ষণ! পরবর্তী কালের ট্র্যাজেডি তাই বড় দুঃসহ।

ঐ পটভূমি নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে পারতাম। মানসিক প্রশান্তিহীন এখনকার অবস্থায় ওদিকে এগোতে সাহস হয় না। তাই অতীতের সেই সব স্মৃতির আস্বাদ নিয়ে বর্তমানে বাঁচা। আর যাই হোক, এই উপমহাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। ঝলক যখন দেখা গেছে, পূর্ণ দীপ্তির স্পর্শও পাবে বৈকি এই উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা। আমরাই ট্র্যাজেডির শিকার হয়ে রইলাম।

৪ মার্চ '৭৭

মর-জগতের সমস্যা-প্রথমতঃ স্রেফ টিকে থাকা। এবং নিজ শর্তে। অপরের শর্তে বেঁচে বহু জনই থাকে। তেমন জীবনধারণের আর ইচ্ছে নেই। অতএব, বহু কর্তব্য চারিপাশে খাড়া। সেই দিকে গভীর নিষ্ঠাসহ এবার এগিয়ে যাবই।

বইয়ের মেলায় গাজী শাহাব উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পরে ওর হোটেলে। শহীদ খালেদ মোশারফ বোহ্নাই ছিলেন। গাজীর উপর দিয়ে ব্যক্তিগত ঝড়ই গেছে শুনলাম, সাংবাদিক খানের মত দু-গর্তের চ্যাঙের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। খালেদ মোশারফকে কে কেমন করে শেষ পর্যায়ের দিকে ঠেলে দেয়। দেশবাসী একদিন ওকে সমুচিত শিক্ষা যেন দেয়। তার বেশী কী বা বলা যায়?... গাজীর মুখেই শোনা গেল, তখনকার পরিস্থিতি সিক্তকণ্ঠে সে বর্ণনা করলে খালেদকে কবর দিতে মাত্র দু'জন উপস্থিত ছিল। গাজী এবং ওর এক আত্মীয়। শহীদের মর্য্যাদা যার প্রাপ্য, তার বেলা এই পরিণতি। ভাগ্যের পরিহাস স্রেফ পরিহাস। জোর করে দু'শ টাকা দিয়ে গেল গাজী।

পরের রাত্রে সঞ্জীব ব্যক্তিসত্তা নিয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত। বাঙলা উপন্যাসে এসব সমস্যা প্রায় অনুপস্থিত। বুদ্ধদেব অচিন্ত্যরা মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু ধী-শক্তির অভাবে ওদের রচনা বিদেশী উপন্যাসের অনুকরণ ছাড়া আর কিছু হয়নি। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর সমাজের কলকব্জা নিয়ে অনেক বেশী ব্যাপৃত ছিলেন, সত্তার প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি।

সঞ্জীবের মন্তব্য অত্যুক্তি কিছু নয়।

৫ মার্চ '৭৭

লাক্ষ্ণৌ শহরে শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গায় চারজন নিহত। ধর্মান্ধতা শেষ পর্য্যন্ত আত্ম-হননের পথ পরিষ্কার করে। গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকেও মুসলমানেরা শিখল না। এক যুগের ধর্ম, আর যুগে অজ্ঞানতা এবং শোষকদের বর্ম। বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং সমাজ-বিপ্লবের পথ ছাড়া এই অভিজ্ঞতা চেতনায় প্রবিষ্ট করাও দুঃসাধ্য। ফলে, আজও চলছে মধ্যযুগীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের জের। জিন্নার মত পাৎলুনধারীও শেষে অজ্ঞানতার গর্তে ঢুকল। সাধারণ নিরক্ষর মুসলমানদের আর কোন মুখে অপরাধী বলব?

বিকেলে বইয়ের মেলায়। শ্রী সুবোধ দাশগুপ্ত (অচিন্ত্য সেন-বর্ণিত "কল্লোল

www.pathagar.com

যুগ" এর আরম্ভ দ্রষ্টব্য) '৭১ সনের কিছু অভিজ্ঞতা বয়ান করলেন। ভোর বেলা গ্রামে বোমা বর্ষণের কাহিনী। মন বিষিয়ে উঠল। বইয়ের বাজার বসেছে। ক্যারিটের The Theory of beauty মাত্র চার টাকায় পাওয়া গেল। বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু পকেটে ধরে রাখতে পারলাম না।

৬ মার্চ '৭৭

বইয়ের মেলা। ফজল শাহাবউদ্দীনের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত দেখা। আরো এক ফিল্ম-ডিরেক্টরের সঙ্গে। তিনি জিয়া অনুরাগী। এতদিন প্রগতিশীল চিন্তার বাহক বলে জানতাম। পরে ইতিহাস শুনলাম, বাঙলাদেশ ফিল্ম ফিনান্স্ কর্পোরেশন থেকে তিন লাখ টাকা ঋণ পেয়েছেন। অনুরাগের সড়ক বেশ দেখা গেল। সামাজিক এই উপপ্লবের দিনে তিনি স্ত্রী ত্যাগ করে এক নায়িকাকে শাদী করেছেন সম্প্রতি। প্রগতিশীল মানুষ। দারুণ জাতীয় সংকটে তাই বলে ইন্দ্রিয়চর্চা করবেন না-তা কী করে হয়? প্রতিভা যখন পরাঙ্গনার অর্থাৎ বারাঙ্গনার পথ নেয়, তখন চরিত্র নানা ভাবেই দূষিত হতে থাকে।

গাজীর মুখে শোনা গিয়েছিল, খালেদ মোশারফের জীবনের শেষ অঙ্কের কাহিনী। শত্রু পরিবেষ্টিত, মুখে সিগারেট। বীরের মতই বললেন খালেদ "আমাকে সিগারেটটা শেষ করতে দাও"।

৭ মার্চ '৭৭

ফাল্গুন মাস। কন্দর্পের মৌসুম বলে খ্যাত। প্রকৃতির এই নিয়ম কতটা সত্য? সময়ের মত তার অস্তিত্ব কী ভাবে রূপ নেয়? আদিম এই সব জীবন-ভিতের উপর উপন্যাস লেখা উচিত। কিন্তু তেমন ভাবনার সময় কোথায়? ভবিষ্যতের বাঙালীদের জন্যই এখন আমার কাজ। আমার রচনার আর কোন গন্তব্য নেই।

৮ মার্চ '৭৭

সকাল। "রেডিও বাঙলাদেশ।" ট্র্যানজিষ্টারের 'নব্' ঘোরাতেই কানে ছ্যাঁকা লাগল। একাত্তুর সনের রক্ত-অশ্রুর ভেতর দিয়ে হেঁকে উঠতে "বাঙলাদেশ বেতার।" পঁচাত্তরের ১৫ আগষ্ট থেকে সেই স্বর মুছে গেল। খুনী সিপাইগুলো বেতার কেন্দ্রের নাম বদলে দিয়েছিল, আজও সেই স্বরগ্রাম চলছে। স্বরগ্রাম নয় খুনীর অট্টোল্লাস স্ফীত চিৎকার। এই জন্যে ওই ষ্টেশন আর আমি শুনতে চাই নে। তবু সংবাদের জন্যে দ্বারস্থ হই।

বিকেল।

সঞ্জীব ও মণি সেনকে পাওয়া গেল কলেজ ষ্ট্রীট কফি হাউসে। সঞ্জীব

www.pathagar.com

এমনিতেও সঞ্জীবনী। কফির প্রয়োজন হয় না। বাংলা কাব্যের ধারার মধ্যে দল্‌ছুট যতীন্দ্র সেন গুপ্তের নামোল্লেখ করলেন। Romantic হয়েও যিনি সমাজ-সচেতন Objectivity-র সন্ধানী ছিলেন। আরো নানা কথা রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত। সঞ্জীবের মতে "রাজা উপাখ্যান" হিন্দী হওয়া উচিত। ভাল ফিল্ম Story হিন্দী-জগতে। যদি লাগে, মর-জগতের কিছু সমস্যাভুক্ত হওয়া যেতে পারে।

৯ মার্চ '৭৭

গাজী শাহাব উদ্দীন ঢাকা গেল। একটা বই 'ম্যাক্সমুলারের আত্মজীবনী' পুত্রের জন্যে ওর হাতে দিলাম। কনভেন্ট রোড পর্য্যন্ত সঙ্গী। পরে নেমে পড়লাম। হেঁটে রমেন মিত্র ভবনে। আলী আক্‌সাদ (বিশ্ব শান্তি কাউন্সিল) ও তার স্ত্রী বানু আগেই বসে আছে। অতএব, চারজন মজলিসে। গুলজার-কেবল রাজনৈতিক তপ্ততায়।

বিকেল।

কলেজ ষ্ট্রীট। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ রাস্তার মোড়ে কবি মণীন্দ্র রায়ের সঙ্গে। মহাশয় আপিস থেকে গৃহমুখী। আজ কাউকে পাওয়া গেল না। বাড়ী ফিরে গোপীনাথ মহান্তির "অমৃতের সন্তান" উপন্যাস খানা (পেল্লায় আকার) পড়তে বসলাম। চার শ' পাতা শেষ করেছি। কান্দ আদিবাসীদের এই আখ্যান উপন্যাসের চেয়ে বেশী রিপোর্টাজ-ধর্মী। পড়ে দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত কী দাঁড়ায়।

১০ মার্চ '৭৭

উর্দু গাল্পিক কিষেন চন্দর পরলোক গমন করেছেন। মানবতাবাদী এই শিল্পীর রচনার সঙ্গে পরিচয় ১৯৪০ থেকে। ৪৪-৫ ওঁর কিছু গল্প আমি অনুবাদ করেছিলাম। "দোসরি মওৎ" গল্পটি এখনও মনে আছে। দেশবিভাগের পর '৫৩-এ পূর্ব পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর দাঙ্গা-বিরোধী একটা সংকলনের জন্যে (সীমান্ত পত্রিকায়) আমি কিষেণ চন্দরের হাম ওয়াহ্‌শী হ্যায় গ্রন্থ থেকে দুটো গল্প অনুবাদ করে দিই। "অমৃতসর কে আগে" "অমৃতসর কে পিছে"। এই জাতীয় শিরোনাম। ঠিক মনে নেই। অমন বহু দিনের আত্মিক পরিচয়। হঠাৎ অমন দুঃসংবাদে বড় অস্বোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলাম। আরো অস্বোয়াস্তি! ৭৫ সনে বোম্বাই প্রবাসকালে সর্দার জাফরীর বাড়ী যাই ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতে। তার আধ ঘণ্টা পূর্বে ওই বাড়ী থেকে চলে গেছেন কিষেন চন্দর, আমার মত তিনি এসেছিলেন কিছু আড্ডাকল্পে ও কালক্ষয়ে। কিছু আগে গেলেই লেখকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটত।

সেই অনুতাপ আবার নতুন করে ধাক্কা দিল।

তোমার চির-মুসাফির অশান্ত আত্মা এবার কী শান্তি পাবে, বন্ধু?

www.pathagar.com

১১ মার্চ '৭৭

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের বাড়ী খুঁজে বের করা গেল। নাট্যশিল্পের নিবেদিত এই জওয়ান মানুষটির সাধনা-নিষ্ঠা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। আজ দেখলাম, "নান্দীকর' এর আফিস এবং ইতিহাস শোনা গেল। ১২×১০ ফুট একটা ছোট অন্ধকার কামরায় প্রথম দশ বছর কাটাতে হয় এদের। আঁতুড় ঘর আজ সচক্ষে দেখলাম। বর্তমানে অবিশ্যি আরো দেড় খানা কামরা বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রাণপণকারী অন্য সারথী শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আপিসে ছিলেন না। সুস্থ চেতনা-পরিবেশনের দায়িত্ব নিলে কতো ঝামেলা পোয়াতে হয় এবং সব সময়ই কিছু বলিষ্ঠ আত্মারও তখন অভ্যুদয় ঘটে তা এই আপিসে এসে আরো হৃদয়ঙ্গম করলাম। তরুণ দুই নটের সঙ্গেও আলাপ হোলোঃ অচিন্ত্য দত্ত, রঞ্জিত চক্রবর্তী। এমন আরো কিছু তরুণ উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের Lost generation এর নরক কুণ্ড থেকে। দুপুর পর্য্যন্ত এঁদের সঙ্গে। বুকে বড় জোর পেলাম।

আহারের ব্যাপারে কারো অনুরোধ আর রাখব না। শর্ত আমারই থাকবে শুধু। আজ হঠাৎ পাকস্থলী ওলটপালট অনুরোধ রাখতে গিয়ে। রাত উপবাসে গেল। আমার চিকিৎসক আমি স্বয়ং।

১২ মার্চ '৭৭

ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখে কাঁদছিলাম। দু'জন মৃত সুহৃদ। আব্দুর রব ভাই এবং জননী। পাঁজর মাঝে মাঝে দুমড়ে যায় ওদের স্মরণ হলে। দু'জনের লাশ আবার দেখলাম। মার নাম ছিল গুলেজান। জীবনে গোলাপ দেখেননি কখনও। কাঁটা সম্বল করেই তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। সেই সব স্মৃতির যন্ত্রণা সারাজীবনই বয়ে বেড়াব—যদিও জানা, আমার জন্যে তার স্নেহমমতা বিন্দুমাত্র যেখানেই থাকুন, কোনদিন হ্রাস পাবে না।

দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম পর্য্যন্ত রাজনীতির শিকার। জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের সুপারিশকারী। প্রতিক্রিয়া ধর্মের মুখোশ এবং ওৎ ব্যবহার করে চিরদিন। ইমাম সাহেব ঈমান বিক্রী করবেন, তা আর বিচিত্র কী? মুসলমান জনসাধারণ সহজেই বিভ্রান্ত হবে ধর্মের জিগীরে। এখানে জিগীর নেই, জিগীরের প্রতিভূ ইমাম আছে। ফলাফল একই। বুখারী সাহেব জানেন না, কী বিষবৃক্ষ জিন্না সাহেবের মত আবার তিনি রোপণ করলেন।

১৩ মার্চ '৭৭

"আপনার বৌমার সঙ্গে আর দেখা হোলো না।" রাজেন্দ্র ষ্ট্রীটে ওদের বাড়ীতে সাক্ষাৎ মাত্র ধরা গলায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত উচ্চারণ করলে। সেই একাত্তর

www.pathagar.com

সনে তৃপ্তি মিত্রের বাড়ীতে আলাপ। তারপর ওদের স্বামীস্ত্রীর অভিনয় এবং মঞ্চ পরিচালনার দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত। কেয়া চক্রবর্তীকে মঞ্চে দেখেছি, বাড়ীতে দেখা হয়নি, কারণ যেতে পারিনি। শুক্রবারে নান্দীকারের আপিসে কতো কথা দু'জনে বইয়ে দিলাম। আজ সকালে পত্রিকা দেখে হতভম্ব। কেয়া চক্রবর্তী সাঁকরেলের কাছে গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে। লাশ এখনও পাওয়া যায়নি। এক ফিল্মের সুটিং গিয়েছিল। হঠাৎ এই দুর্ঘটনা। মননশীলতা, সমাজচৈতন্য শিল্পের জন্যে খোওয়ার হওয়ার ব্রত (স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনা ছেড়ে দেয় ১৯৭৪-এর শুধু নাটকের জন্যে, অভিনয়ের জন্যে)-এমন নানা গুণের সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। কেয়ার মৃত্যু সত্যিই এক বিরাট ক্ষতি। নান্দীকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কতো দরিদ্র হয়ে গেল। এই আঘাত সামলাতে ওদের কম বেগ পেতে হবে না।... এমন শোকের আবহ। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে আজ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হোলো, যদিও আত্মিক যোগাযোগ রুদ্রপ্রসাদ মারফৎ পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত।

দুপুর বেলা মানিকতলা থেকে ফেরার সময় বড় নিঃসঙ্গতা অনুভব করলাম। তৃপ্তি মিত্র এবং শম্ভু মিত্রের মত পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-জগতে আর এক দম্পতির আবির্ভাব হয়েছিল। জুটী ভেঙ্গে গেল।.... যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির অধ্যায়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে নান্দীকারের আপিসে বসে রুদ্রপ্রসাদ এক বৃটিশ নাট্য সম্প্রদায়ের হ্যামলেটে ওফেলিয়ার নিমর্জন-দৃশ্যের হেসে হেসে সমালোচনা করলে। সেখানে ব্যবহৃত 'ডামী' বালিস-যার উপরে ভাঁজ পর্য্যন্ত নেই। রুদ্রপ্রসাদ জানত না আর এক বাস্তব নিমর্জনের দৃশ্যের সঙ্গে তার জীবনে নানা ওলটপালট দেখা দেবে।

সন্ধ্যায় বায়ু-সেবন শেষে নেপালদার বাড়ী। যৌবন পূর্ববঙ্গে কেটেছিল। অতীত চারণায় একটা খবর বললেন। ঢাকার বিখ্যাত গুন্ডা হবীব, আইয়ুব আমলে হয় হবীব ফকীর। '৫০ সনের দাঙ্গায় হিন্দুবাড়ী লুটপাট করে বিত্তবান। মিলিটারী ডিক্টেটর এই মাণিক চিনেছিল। দাংগার সময় ৪৫ পঁয়তাল্লিশটা মার্ডার করে। '৭১-এ মিলিটারীদের সহযোগী। পরে জেলে থাকে দু'বছর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। বঙ্গবন্ধুর পাইকারী ক্ষমায় ছাড়া পায়। আজ শুনলাম, হবীবের বাবা ছিলেন অতি ধর্মপ্রাণ পরহেজগার মুসলমান। ঢাকার দাংগায় নিহত হয়। হবীব তখন কিশোর। পরবর্তীকালে তার মার্ডারার হওয়ার সূত্র এখান থেকেও হতে পারে। পুরোপুরি হদিস ঢাকা ফিরে জানার চেষ্টা করব।

১৪ মার্চ '৭৭

কেয়া চক্রবর্তীর লাশ শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হয়েছে। ওকে 'এ্যান্টিগোনের"

www.pathagar.com

ভূমিকায় মানসচক্ষে আবার দেখতে লাগলাম। বিশুদ্ধ চেতনার পরিব্রাজক ও পরিবেশক একজন, আফশোষ, এত অল্প বয়সে এবং এই ভাবে চলে গেল। এমনিতে এখানে সাংস্কৃতিক দৈন্য কতো দিকে। এমন আবেষ্টনীর ভেতর থেকে কেয়ার অন্তর্ধান তাই বহুজনকেই বিশেষ ব্যথিত করবে।

১৫ মার্চ '৭৭

চাটগাঁ প্রবাসের আমাদের মানসিক সতীর্থ অনুজ বন্ধু জুটেছিল ডাঃ অজিত চৌধুরী। বর্তমানে খুব অসুস্থ। "ট্রপিক্যাল মেডিসিন" এর হাসপাতালে আছে। ওকে দেখতে গেলাম। '৭১ সনে পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা বারো বছর পর এই কলকাতায়। আবার ছ'বছর পরে এই কলকাতায়। চাটগাঁর সুধীর দাস, অরুণ চৌধুরীরা ওকে দেখতে এসেছে। ওদের সঙ্গে আঠার বছর পরে সাক্ষাৎ। অজিতের সুঠাম চেহরা নেই। ভেঙ্গে চুরমার টেনশানের ধাক্কায়। নানা ঘটনার কথা শোনালে।

পরে, কফি হাউসে হাসপাতালের মেয়াদ-কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর। সঞ্জীব ও মণি সেন হাজির ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত বাড়ীর পরিবেশে কোণঠাসা ছিলেন। অর্থাৎ "Under Dog" রচনায় তার প্রতিফলন কীভাবে হয়েছে সঞ্জীব বয়ান করলে। খুব বচসার মধ্যে সন্ধ্যা কেটে গেল।

আজ ভারতীয় লোকসভার নির্বাচন ছিল। বাতাস কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। প্রাচ্যের মানুষ তুষার-শুভ্র এবং আবলুস-কৃষ্ণের মাঝামাঝি আরো রঙ আছে বুঝতে অক্ষম। জাতীয় কংগ্রেসের কোন প্রগতিশীল ভূমিকা থাকতে পারে সাম্রাজ্যবাদের হামলার মুখে, তা কিছু বামপন্থীদলই স্বীকার করে না। ফলে, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে বসে আছে এই নির্বাচনী দ্বন্দ্বে। তাই ভয় হয়, শেষ পর্য্যন্ত ফ্যাসিষ্টরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ঘুলি-পথে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড হস্তগত করে বসবে না ত? বাঙলাদেশে তেমন শক্তি ত আগেই তখতে বসতে আছে। তখন দুই স্যাঙাতে মুখ সোঙাসুঙি হবেই। এমন ঘটলে, আমাদের মত নির্বাসিত জনের দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না। Ambivalence শব্দটা (প্রেম+ঘৃণা) বোধ হয়, C.P.I. (M) (এক রসিকের ভাষায় M এম =মোরারাজী) R.S.P. S.U.C. প্রভৃতির নেতারা কোনদিন শোনেনি। Love hate. সম্পর্ক যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে হতে পারে– উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তারা তলিয়ে দেখতে অনভ্যস্ত। নির্বাচনের ফলাফলের জন্যে বড় উদগ্রীব, উদ্বিগ্ন থাকতে হবে।

সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে এ, কে, দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা মুরশেদের বাড়ীতে। সঙ্গে মজহারুল ইসলাম। দত্ত চৌধুরী পূর্বপাকিস্তানে এক মাত্র হিন্দু সিভিলিয়ান (Civil Service of Pakistan) ছিলেন। শ্রীহট্ট-নিবাসী ১৯৬১/৬২-তে দেশত্যাগ করতে হয় পাকিস্তান সরকারের দাপটে। সংস্কৃত নামধারী কোন

www.pathagar.com

অফিসারই সরকার সহ্য করতে অপারগ, সাম্প্রদায়িকতার ব্যারোমিটার এমনই পর্য্যায়ে চড়েছিল। লম্বা কাহিনী সংক্ষেপে এটুকুই। আজ ওকে হঠাৎ দেখে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। পুরাতন স্মৃতিঃ ঈদের দিনে আমি প্রথমে কোন মাইনরিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলিঙ্গন শেষ করে স্ব-সম্প্রদায়ের দিকে ধাইতাম। ১৯৫১ বা ৫২। রাস্তায় প্রথমেই পড়ল A.K. Dutta Chowdhury। প্রথম আলিঙ্গন এবং এত জলদি সমাপ্ত। কারণ, দূরে যেতে হোলো না। অথচ পথে নেমে, এক বাড়ী যাওয়ার কথা ভাবছিলাম, সেখানে পৌছতে আধ ঘণ্টা যেত। সেই স্মৃতি আবার নতুন করে অনুভূত। সন্ধ্যায় বাঙলাদেশই আলোচ্য বিষয় হয়ে রইল।

১৭ মার্চ '৭৭

পথে তিন টাকা বেরিয়ে গেল। একটা বই কিনতে হোলো। ভ্লাদিমির নবোকভের আত্মস্মৃতি ইং-অনুবাদ। Speak Memory লেখক দেশত্যাগী প্রাকবিপ্লব যুগের অভিজাত। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। মোট কথা, প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু জোরদার লেখক। তাই গচ্চা। আরো হেতু। গত বছর জার্নালে লেখা আছে, আমারও স্মৃতিচয়নের বাসনা। সেই বইয়ের নামকরণ হবেঃ "উবাচ ইয়াদ" আশ্চর্য্য, তেমন নামে বই থাকতে পারে, আমার জানা ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রার মায়া সিকেয় উঠল।

১৮ মার্চ '৭৭

এক আত্মীয়ের বদ্‌লীর ব্যাপার সেরে রমেনদার বাড়ী। এখানে অঢেল মমতার মধ্যে বড় শান্তি পাওয়া যায়। পরে রণেশ দাশগুপ্তের খোঁজে। সেখানে জ্যোতি (পদবী জানা নেই) বাবুকেও পাওয়া গেল। এক ঢিলে ডবল চিড়িয়া। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক হদিস জানা গেল। জানি নে, Other side of the Hill এর খবর রাখেন কিনা। শত্রুশিবিরে কী ঘটছে, তা একান্ত অবগতির ভেতরে আনা উচিত। দুশমনের ভাণ্ডার, উদ্দেশ্য এবং বর্তমান গতিবিধির খবর না রাখলে, এখানেও বাংলাদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। এক দুপুর এখানে বেশ আনন্দে কেটে গেল।

১৯ মার্চ '৭৭

অধ্যাপক রবি গুহের সঙ্গে এক ঘণ্টা। ভারতবর্ষের রাজনীতি যেভাবে মোড় নিচ্ছে, রীতিমত শঙ্কিত হওয়ার কথা। তিরিশের জার্মানীর পুনরাভিনয় কিছু বিচিত্র নয়। বামপন্থীদের ভ্রাতৃঘাতী কলহ প্রতিক্রিয়ার পথ, ক্রমশঃ মসৃণ করে তুলছে। আন্তর্জাতিক পটভূমির কথা বেমালুম ঘুলে খেয়ে অন্ধ কংগ্রেস-বিদ্বেষ ওদের এমন

www.pathagar.com

পেয়ে বসেছে যে আর ভবিষ্যতের ছবি হৃদয়মঙ্গম করতে অক্ষম। ঠিক হিটলারের মত প্রগতির সাময়িক মুখোশ এঁটে। (তারও মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি ছিল) ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা নির্বাচন-দ্বৈরথে নেমেছে। ক্ষমতা-দখলের পর এরা প্রথমে সি.পি. আইয়ের উপর চোটপাট চালাবে। তখন গোবরের মত ঘুঁটে পোড়ার দৃশ্য দেখে অন্যান্য বামপন্থীরা যে হাসবে—তাও অবধারিত বলা যায়। কারণ, অহমিকার মস্‌নদাসীন নেতৃত্বের চরিত্র ত এখন স্পষ্ট। কিন্তু এই শর্ট টার্ম্ Short term হিসেবীরা বোধহয় জানে না যে তাদের দফা পরবর্তী পর্য্যায় মাত্র। শত্রুদের টুকরো-টুকরো কাটো যখন গোটা কাটা সহজ নয়। ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা এই পন্থা নিশ্চয় বোঝে। অস্তিত্বের সংগ্রাম তাদেরও। ওদের মগজ নেই, বেকুফরাই তা শুধু ভাবতে পারে। মানসিক অস্বোয়াস্তির শেষ নেই।

২০ মার্চ '৭৭

চারিদিকের আবহাওয়া ক্রমশঃ বিষিয়ে উঠছে। নির্বাচনের ফলাফল বিকেল থেকে যা বেরিয়েছে, মনে হয়, ভারতবর্ষ ও unstablized হতে বেশী দেরী নেই। সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন সফলতার মুখে। সন্ধ্যায় সাবেরা ভাবীর অনুজ মুর্শেদ সাহেবের দাওয়াতে গিয়ে যা আলাপ শুনলাম, তাতে বোঝা যায়, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এঁরা আদৌ চিন্তা করেন না। সাময়িক উত্তেজনা পর্য্যন্ত সীমানা। চমৎকার রান্না। রাত্রে আমি স্বল্পাহারী বলে নয়, রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্যে কোন কিছুতেই পুরো আস্বাদ পেলাম না। আজ পুরাতন অবসর-প্রাপ্ত এক মুসলমান আইসিএস ছিলেন অতিথি। ইতিহাসের ভাল ছাত্র আমাদের সময়ের। আজ তার ইতিহাসের জ্ঞান ও চেতনার বহর দেখে জোর দিয়ে বলা যায়, মগজের অনুশীলন বন্ধ থাকলে, শেষে অতি বুদ্ধিমান বা জ্ঞানীও এমনই ভাঁড়ামি এবং Common place-এর উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

২১ মার্চ '৭৭

সকাল। নির্বাচনে পরাজিত ইন্দিরা গান্ধী। কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা বেশী দূর হয়ত যাবে না। নতুন সরকারের বৈদেশিক নীতি কী হবে কে জানে। বাঙলাদেশ তথা আমাদের মত বানভাসি খড়কুটোর ভবিষ্যৎ তার উপর নির্ভরশীল। উদ্বেগের আর একটা ডাল গজালো।

সাড়ে আটটা নাগাদ বিষ্ণু দের বাড়ী পৌছলাম। রিখিয়া থেকে ফিরে এসেছেন, কাল খবর পাওয়ার পর এই অভিযান। এবার স্বাস্থ্য বেশ ভাল দেখলাম। ডবল হার্নিয়ার নিয়ে অনেকক্ষণ বসা ওর জন্যে কষ্টদায়ক। তাই এক ঘণ্টার মাথায় বিদায় নিলাম। নিরাভরণ বসবাস, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে সময়টা

www.pathagar.com

বড় সহজে চলে গেল জেনে অনুতাপের সীমা রইল না। সত্তার স্বদেশ অন্বেষায় পরিব্রাজক এই স্মিতভাষী আত্মার সান্নিধ্য দগ্ধীভূত মনের জন্যে শীতলতার প্রলেপ বিশেষ।

হেঁটে শরৎ ব্যানার্জী রোড। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সন্নিধানে। গৃহিণীও আজ গৃহে বজায় ছিলেন। নির্বাচনের কুরুক্ষেত্র-শেষে পরবর্তী পর্য্যায় কী ঘটতে পারে, তার আলোচনা শোনা গেল। কবি খুবই আশাবাদী। প্রসূন বসু উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বড়ই নির্বাক। তবু হাল্কা মনে রাস্তায় হাঁটতে পারলাম না।

২২ মার্চ '৭৭

ভারতবর্ষের উপর দিয়ে প্রতিক্রিয়ার ঝড় বয়ে গেল। লোকসভার ভবিষ্যৎ চেহ্‌রা এখনই স্পষ্ট। জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ, আকালী দল সমবায়ে গঠিত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা পার্টির চরিত্র জানতে কারো বাকী নেই। গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র ধ্বংসের কাহিনী অনেক পুরাতন। এদেশের বৈদেশিক নীতিও মার্কিন ঘেঁষা হবে—হয়ত এখনই নয়, ক্রমশঃ। মিলিটারী ডিক্টেটর আইয়ুব খানের Basic Democrecy-র কীর্তন-গায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের মার্কিন-প্রীতি কাহিনী ত বহুদিন থেকে জানা। বাঙলাদেশ তছ্‌নছ। এই আশ্রয়দাতা দেশও রাজনৈতিকভাবে এমন প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি হয়ে পড়ল। আমাদের মত আশ্রিতের ভবিষ্যৎও সংকটাপন্ন হবে—এমন আশঙ্কা আর অমূলক নয়।

এসব চিন্তা মাথায়। কবি সভায় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। তাই সকালে লেক প্লেস অভিমুখী। বাসে অধ্যাপক শান্তি রায়ের সঙ্গে দেখা। গড়িয়াহাটায় তিনিও নামলেন শুধু আমার সঙ্গে কথা বলতে। সনাতন শিক্ষক তিনি আন্তরিকতার উৎস। কিন্তু ওঁর সঙ্গে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। সুভাষের বাড়ী। সন্ধ্যায় ফণী চক্রবর্তী সমীপে। পরে মাসুদ (প্রাক্তন বিচারপতি) এসে জুটল। তুমুল আড্ডা। তৎপূর্বে অবিশ্যি বসুধা চক্রবর্তীর সঙ্গমাধুর্য্য এবং ইন্দুদির মিষ্টি দুইয়েরই স্বাদ নিয়ে এসেছি।

২৩ মার্চ '৭৭

দিল্লী থেকে সুব্রত ব্যানার্জির মা নলিনী মাসী এসেছেন খবর পেলাম। ছোট ছেলে শমীকের কাছে উঠেছেন। দেখা না করলে আত্মপীড়ন থেকে যাবে। এই এক বর্ষীয়ান যাঁর অঢেল আন্তরিকতার পরিমাপে আমি অক্ষম। সকালে গড়িয়াহাটা অভিমুখী। ওখানে এক ঘণ্টায় কুশলাদি জিজ্ঞেস সেরে দেবশরণের নিকট। এদেশী রাজনীতিবিদদের ঠিকুজী এত ভাল ওর জানা, শুনে-শুনে ক্লান্তি আসে না। তবে সবই কৃষ্ণাংশ। নিজে রাজনীতি ছেড়েছেন সেই দুঃখে। এই পলায়নী মনোবৃত্তির

www.pathagar.com

এখনও শিকার হয়ে আছেন। কিন্তু রাজনীতির মঞ্চে মানুষ না গেলে জন্তুরা তা অধিকার করে নেবে–এই উপলব্ধি দেবশরণ দাশগুপ্তের নেই। দু'জনে বেশ তপ্ত আলোচনা করা গেল। শেষে মিষ্টিযোগে চা-পানের পর বিদায়।

রমেনদা সন্নিধানে সন্ধ্যায়। ওঁদের পার্টির পরাজয়কলঙ্ক নিয়ে আলোচনা শোনা গেল। নবদ্বীপ এলাকার নিতাইপদ সরকার, বর্ধমানের অধ্যাপক হরশংকর ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। দুরূহ কাজঃ এক দিকে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক অংশকে সমর্থনদান, অন্য দিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতা এই শত্রুমিত্র সম্পর্কের সুষ্ঠু সোজা প্রচার সম্ভব নয়। তা এঁরা বোঝেন। সকলেরই ঘোষণা দেখলাম, In a war, We have lost battle মনোভঙ্গী।

২৪ মার্চ '৭৭

রামলাল বাজার। শুভানুধ্যায়ী চিত্ত-বিজলী সাহার সঙ্গে সাক্ষাতে। বালিগঞ্জ ষ্টেশন থেকে আরো মাইল দুই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মোড়ে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পথসভা। সদ্যনির্বাচিত সদস্যরা আছেন। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং নাম মনে পড়ছে না। '৭১-৭২ সনের মারামারি হত্যাকাণ্ডের জের নিয়ে প্রতিশোধ স্পৃহা যেন কারো না থাকে। গণতান্ত্রিকভাবে সকলেরই নিজনিজ বক্তব্য পেশ করার অধিকার আছে। এই মর্মে এই এলাকায় আবেদন। ভ্রাতৃঘাতী বিবাদের সুযোগে ভারতে এক দানবের আবির্ভাব ঘটল, বামপন্থী এই নেতাদের সেই দূরদৃষ্টি আছে ত? যদি না থাকে, টের আখেরে পাবেন। হয়ত দু-চার মাস বিলম্ব। অবিশ্যি নিজেদের Stand Rationalize করার জন্যে ফতোয়ার অভাব হয় না। শিয়া সুন্নী উভয়েই কোরান হাদিসের দোহাই মারে। ইতিহাসে তা "ক্লিশে Cliche" হয়ে গেছে।

২৫ মার্চ '৭৭

পঁচিশে মার্চ। এই তারিখ কী করে ভুলব? এখানে বিস্মৃতি অসাধ্য। ১৯৭১/১৯৭৭ ছ'বছর সত্যি কী চলে গেল? ইতিহাসের সেই সব দিনের মঞ্চ নায়কেরা অনেকেই পরপারে। কোথায় বঙ্গবন্ধু মুজিব? জীবদ্দশায় যাঁর স্বরূপ পূর্ণ উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিলাম। সেই অজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত করছি মানসিক শত জখমসহ।... কাল-রাত্রির রক্ত অশ্রু হত্যাযজ্ঞের নারকীয় ছবি বিষণ্ন চোখে দেখতে লাগলাম সকাল থেকেই। অস্বোয়াস্তি মুছতে সঞ্জীবের কাছে। সে তখন দিল্লীযাত্রার আয়োজন করছে, মণি সেন ও অমল গাঙ্গুলিসহ। হতাশা কাটল না। দুপুরে বাড়ী ফিরে গৃহিণীর সংবাদ পেলাম। সেজ ছেলে ইয়াফেস স্ত্রীসহ এখন অন্যত্র অধিবাসী। নিঃসঙ্গ বাড়ী পাহারা দেওয়া ছাড়া আরো সমস্যা দেখা দেবে–অবিশ্যি

www.pathagar.com

আর্থিক। একা বড় ছেলের উপর সব ঝক্কি। মানসিক অস্বোয়াস্তি আরো জেঁকে এলো। ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় তাই ব্যাত্যান্দোলিত। ভবিষ্যত গভীর অন্ধকারের গুহায় কী স্বরূপ নিচ্ছে, কে জানে। বিকেলে কলকাতার আকাশেও দুরন্ত মেঘ জমেছিল, ঘুম থেকে উঠে দেখলাম। প্রকৃতিও যেন ভবিষ্যতের দূত হয়ে দেখা দিয়েছে। অবসন্ন, বড় অবসন্ন আমি। এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে বইপাঠে নিমগ্ন হলাম সারা সন্ধ্যা।

২৬ মার্চ '৭৭

সমস্যা-ক্লান্ত। তাই দিনের মুহূর্তগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে বিচরণশীল। এক খেই থেকে আর এক খেই ধরে। অনেক সময় সংলগ্নতা থাকে না। বহুৎ রগড়ানি সেই ছেলেবেলা থেকে জীবনের উপর দিয়ে গেল। বড় ক্লান্তি। আর কাজে মন এগোয় না। এক মাত্র এই জার্নালে কিছু লেখা ছাড়া অন্য রচনা স্থগিত। অথচ মগজে নানা ভিড়। আর্থিক সমস্যা মাঝে মাঝে এসে আরো কাজের প্রেরণা ভণ্ডুল করে দিয়ে যায়।

বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত পড়ার কাজ (একমাত্র নিয়মিত দেড় বছরের কাজ) সেরে নেমতন্ন খেতে রামলাল বাজার পৌঁছলাম। শুভানুধ্যায়ী সাহার পারিবারিক সমস্যা শোনা গেল। সন্তানহীনতার হাহাকার মুছতে শালীর মেয়েকে চৌদ্দ বছর ধরে কন্যাস্থানীয় করে নিয়েছিলেন। শালীপতি ভাইকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকাও দিয়েছেন পায়ের উপর দাঁড়াতে। তার আরো খাঁক্তি। বিরূপতা এই আর্থিক ব্যাপার থেকে সূত্রপাত। কন্যা এখন হাতছাড়া। বাবা আটকে রেখেছে এবং মেয়ের বিয়ে পর্য্যন্ত দিয়ে সেরেছে। সাহা-দম্পতির জন্যে শেলাঘাত। মমতায় বন্দী। মেয়ের কথা ভুলতেই পারেন না। মানসিক যন্ত্রণায় আপোষের নানা চেষ্টা। লক্ষপতি মানুষ শালীপতি ভায়ের নিকট অতি দরিদ্রের মত কন্যা-ভিক্ষা চেয়েছেন। সে পক্ষ একদম নীরব। সংসারে যন্ত্রণার যে কতরূপ। শালীপতি ভায়ের নীচতাও লক্ষ্যণীয়। এঁদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে কসুর করছে না... নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আরো দু'জন। অচ্যুতানন্দ সাহা এবং আদি কংগ্রেসের (এখানে ইংরেজী অক্ষরে ব্র্যাকেটে লেখা হয় ০) এক ভদ্রলোক। আলাপ-আলোচনা স্থানীয় রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। আমি বিদেশী হিসেবে (হায়, ইতিহাস) শ্রোতা মাত্র। দশ বছর পরে আদি কংগ্রেস আবার আসরে জনতা পার্টির লেজ্ পাকড়ে। বিজলী দেবীর উত্তম রান্না দুপুরে সব ক্ষতিপূরণ করে দিলে। যথারীতি এঁদের এখানে ঘুমিয়ে, বিকেলের ভ্রমণ-বটিকা-অনুযায়ী বালিগঞ্জ ষ্টেশন পর্য্যন্ত হেঁটে এলাম। আধ ঘণ্টা লাগল। অচ্যুতদা কাজের মানুষ। আহারের পরই চম্পট দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

২৭ মার্চ '৭৭

রণেশ দাশগুপ্ত ডেরায় নেই। বাঁশদ্রোনী গেছেন কবি কিরণ সেনগুপ্তর বাড়ী। হতাশ। বাড়ী ফিরতে পারলাম না। পথে তাহেরা বোন আটকে দিলেন। দুপুরের আহারে বন্দী। এক বৃদ্ধ জজ-দম্পতি নিমন্ত্রিত। মাসুদ সদ্য শান্তিনিকেতন থেকে ফেরা, দন্ত-উৎপাটনজনিত রক্তদাতা। আসর তেমন জমল না।... বিকেলে মজহারুল ইসলাম এবং দৌহিত্রের আমীন (ওর সুবাদে) এসে রাত আটটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে গেল। আমি বিলম্বে হাঁটতে বেরুলাম। বরাদ্দ শারীরিক নড়াচড়া ছাড়া আমার অস্বোয়াস্তি লাগে।

২৮ মার্চ '৭৭

স্থানীয় সাপ্তাহিক জয়প্রকাশ নারায়ণের (ইন্দিরা সরকারাধীন) জেলের ডায়েরী বেরিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যা সম্পর্কে মহাশয় মন্তব্য করছেন. "There was no shock. nor in my heart did I griev much for him." কী করে আর তা করবেন? একদা-দেশপ্রেমিক জীবনের শেষপ্রান্তে সাম্রাজ্যবাদের দালালীর এজেন্সী পেয়েছেন। সুতরাং অমন দুঃখানুভূতি ত জয়প্রকাশের কাছে পৌঁছানোর কথা নয়। বর্তমানে তিনি গণতন্ত্রের নামে দিব্যি কাটেন। অথচ ক' বছর পূর্বে মিলিটারী ডিক্টেটর আইয়ুব খান এবং তৎপ্রবর্তিত "মৌলিক গণতন্ত্রের" মহিমা গাইতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাধেনি। ঐ ডায়েরীর মধ্যেই আছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের স্তুতি। কারণ, মিশরে সাদাৎকে তিনি সোভিয়েট খর্পর-মুক্ত করেছেন। জয়প্রকাশ লিখছেন। 'Dr. Kissinger deserves the grateful thanks of humanity" ভাষা লক্ষ্য করুন। সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী না হলে এমন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত বেরোয় না। বার্নার্ড শ' খামখা লেখেননি, Man over forty is a scoundrel"

২৯ মার্চ '৭৭

কৃচ্ছ্রতা সাধনার কতো রকম যে জের। এই বয়সেও কাটল না। মগজের রক্ত শুকিয়ে যায়। যৌবনে শরীর সব সইতে পারত। এখন আর তা সম্ভব নয়। বয়সের উপর তাই প্রতিদিন অভিসম্পাত করতে হয়।

সকালের পড়াশোনা সেরে অ্যান্টনি বাগান অচ্যুতানন্দ সাহা সমীপে। পরে ডাক্তার কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের নিকট। তিনি ছিলেন না। মাধুরী দেবী সরবৎ খাওয়ালেন। আন্তরিকতা এখানে সব সময়ই অঢেল। পরলোকগত দাদা অধ্যাপক অজিত গুহ মারফৎ আলাপ অশ্বিনী রায়চৌধুরীর সঙ্গে ঢাকায়। নিকটেই থাকেন মির্জাপুর ষ্ট্রীটে। ওঁদের সঙ্গে সাক্ষাতে দুঃসংবাদ পেলাম কয়েকটা। পগোজ হাইস্কুলের দীনেন পাল ৭১ সনে ২৫ মার্চই মারা যান। বোর্ডিংয়ে ছিলেন। বিষিয়ে

www.pathagar.com

উঠল চারদিক। পরে সরস্বতী প্রেসে শিল্পসংবাদ বিভাগে নাট্যশিল্পে নিবেদিত তরুণ বন্ধু পঙ্কজ মুন্সী সমীপে। এখানে শ্রীমহেন্দ্র দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ। একাত্তর সনে আমাকে সংসদের দুখানা অভিধান উপহার দিয়েছিলেন। আজও সংসদের "বাঙালী চরিতাভিধান" উপহার দিলেন। হবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম ১৯৪০-এ। তখন থেকে আলাপ। ৭৮ বছর বয়সে দত্তমশাই এখনও প্রচণ্ড ভাবে দড় আছেন। সেদিক থেকে সত্যি হিংসের পাত্র। দুপুরে বাড়ী ফিরতে ফিরতে দেড়টা।

সন্ধ্যায় বরাদ্দ ভ্রমণ শেষে "পার্ক ল্যান্ড্ নার্সিং হোমে।" স্বগ্রামবাসী মহিউদ্দীন এখানে ভর্তি হয়েছে। আমাদের চেয়ে তিন/চার বছর ছোট। বহুমূত্র, রক্তচাপের শিকার। প্রচুর বিত্ত বানিয়েছে। বাবাও প্রচুর রেখে গিয়েছিলেন। শরীরের দিকে তাকায়নি। ওকে এত কাহিল দেখায়। জীবনের চারিপাশে নজর না রাখলে স্বাস্থ্যও বোধহয় এঁকেবেঁকে খানাখোন্দলে পড়ে যায়। আমার এখন তা-ই মনে হয়।

৩০ মার্চ '৭৭

অচ্যুতানন্দ সাহা মনেপ্রাণে জ্ঞান অনুরাগী বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সংসারের অভিঘাত ওঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। শেষে জ্ঞানের প্রতি ভালবাসার টানেই প্রকাশনা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেন। সেই ভালবাসার টানেই আমাদের মত, নির্বাসিত যাযাবরদের প্রতি অনুরক্ত। তার বহু প্রমাণ আমার কাছে গচ্ছিত। আজ নতুন করে ওঁকে আবার দেখলাম। এমন মানুষের সংখ্যার কিছু আধিক্য ঘটলে সমাজবিপ্লব খুব সহজেই হতে পারে।

ওর সাক্ষাতে গিয়ে হতাশ। বলে গেছেন "ফিরতে দেরী হবে।" অতএব, পন্থ শরণ! পুরাতন সার্কুলার রোড, বর্তমানে আচার্য্য প্রফুল্ল সরণী।

৩১ মার্চ '৭৭

মজহারুল ইসলাম হঠাৎ প্যারিস চলে গেছে। আমাকে খবর দিতে পারেনি। একদিক ফাঁকা হয়ে গেল... মাসুদ এবং পারিবারিক সমস্যাপীড়িত বৈমানিক কাইজার হোসেনের সঙ্গে দুপুর কাটল। বৈমানিক লাক্ষ্মৌ শহরে বিয়ে করেছেন। শাশুড়ী মেয়ের উপর নির্ভর। ডাগর বেতনের দামাদ। তাকে শোষণ করেই বাঁচার চেষ্টা পেয়েছিলেন। সব বিবাদ সেই সূত্র থেকে। একটি ছোট মেয়ে আছে তরুণ বৈমানিকের। আবেগের রগড়ানি থেকে সহজে রেহাই নেই। আইনের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে বৈমানিক। স্ত্রীর চিঠি দেখাল আমাদের। জেরায় জানা গেল, সবই তার কপট জননীর চাতুরী। পারিবারিক সমস্যা সুখশান্তির কী রকম প্রতিবন্ধক হতে পারে, বৈমানিককে দেখে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

সন্ধ্যায় ফণী চক্রবর্তীর বাড়ী। দিদি ইন্দু সব কুপথ্য পরিবেশন করলেন।

www.pathagar.com

মাখন চুকচুকে রুটি পর্য্যন্ত। এসব তৈলাক্ত চিজ আর বয়সের অনুকূল নয়, তিনি বুঝতে নারাজ। বসুধা চক্রবর্তীর সমর্থন পেছনে। এঁদের খর্পরে ৭৮ বছর বয়সে ছানিগ্রস্ত চোখে পড়েন। স্বাস্থ্যের নিয়ম মানেন না। এই বিদগ্ধ বাড়ীতে এলে আমিও ওদের সামিল হয়ে পড়ি।

১ এপ্রিল '৭৭

বেকুফগণের দিন শুরু হলো...

স্মৃতিজীবী হয়ে পড়লাম শেষে। খণ্ড খণ্ড অতীতই সম্বল। বিশেষতঃ, মার কথা অনেক ক্ষণ ঘিরে রইল। আর তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান ফনু ও আমার জন্যে এক অপরাধ যেহেতু তাকে নিরাশ্রয় ত্যাগ করে এসেছি। এসব চিন্তায় লেখার কাজে মন আদৌ এগোয় না। তাছাড়া অস্তিত্ব কী করে টিকে থাকবে? কিছুতেই শক্ত হতে পারছি নে।

বাংলাদেশের শত্রুদের মধ্যে হাসি ফুটবে পরিবেশের দাপটে মুষড়ে পড়লে। ঝড়-ঝাপটা ঠেলে বুকটান দাঁড়াতেই হবে। অন্য পথ নেই। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

২ এপ্রিল '৭৭

ঘূর্ণীঝড়ে ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরে ১২৮ জন মৃত। সামাজিক ঝড়ই শেষ আঘাত নয়–ভাগ্যহত দেশে। প্রকৃতিও নির্দয়। একই দিনে লঞ্চ ডুবে দু'শ ২০০ লোকের মধ্যে মাত্র দু'জন বেঁচে গেছে। থানায় প্রদত্ত তাদের খবর থেকেই দুর্ঘটনার হদিস সকলে জানতে পারে। গত তিরিশ বছরে অতীত পূর্বপাকিস্তানে অন্ততঃ ৪/৫ লাখ মারা গেছে শুধু লঞ্চডুবে। মালিকদের লোভ, উৎকোচ বশীভূত নদী-পুলিশ (River Police)। ফলে, দেড় শ' জনের বোঝাই-সীমানায় চার শ' জন ওঠে। আসল কথা আরো ভেতরে। মানুষের জীবনের মূল্য ত ইসলামী রাষ্ট্রে স্বীকৃত নয়। ধর্মের নামে জীবনবোধ নয়, মৃত্যুবোধ ছড়িয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী উপনিবেশ শোষণ করেছিল। তারই জের চলছে মিলিটারী শাসনে। পাকিস্তানের সমস্ত মারী-বীজ একে একে ফিরে আসছে।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ রায় প্রকাশ করছেন, "কারাবাসের কাহিনী" দিয়ে। অজানিতে লিখে ফেলেছেন ঃ খন্দকার মোস্তাক এবং কিছু মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল। স্যাঙাতে স্যাঙাতে পরিচয় থাকবে বৈকি। আবিশ্ব যুদ্ধ। আন্তর্জাতিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের এজেন্ট সংগ্রহ করে। খ্যাতিসম্পন্ন, বিকৃতিমন অহম (ego) ইন্ধন-তপস্বী জাতীয়তাবাদী নেতারা ওদের চোখে সহজেই প্রকৃষ্ট নফর (মেথর বলাও যায়) হিসেবে ধরা পড়ে। জয়প্রকাশ তারই নমুনা। দিল্লীতে একবার 'ভূতযজ্ঞ' করেছিলেন তদানীন্তন এই "সর্বোদয়" নেতা।

www.pathagar.com

Obscurantism এর তল্পীবাহকেরা শেষ পর্য্যন্ত রাজনীতিতেও বিজ্ঞানোচিত কোন দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে অসমর্থ। পূর্বোক্ত ডায়েরীতে এক জায়গায় জে, পি লিখছেন, মা ভগবতীর কাছে তিনি প্রার্থনা করলেন। "Beware of men whose God is in heaven" বার্নার্ড শ সত্যিই নমস্য এই পংক্তির জন্যে।

৩ এপ্রিল '৭৭

প্রায় বত্রিশ বছর পরে আব্দুর রাজ্জাক খান সাহেবকে দেখলাম রমেনদার বাড়ীতে দুই নাৎনী সহ। মৌলানা আকরম খাঁর জামাতা, কিন্তু কম্যুনিষ্ট খান সাহেব। সহ-অবস্থানের অন্তর্নিত্র আমার জানার বড় কৌতূহল ছিল। দুই মেরু কী ভাবে মেলে? বয়োজেষ্ঠ, প্রৌঢ় শ্রদ্ধেয় জনকে ত এসব জিজ্ঞেস করা যায় না। তবে নিজ বিশ্বাসে অটল খান সাহেবের মত ঈমানদার মানুষ মুসলমান সমাজে বিরল। শ্বশুর নিজের মুনাফেকির প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন নিজের জীবদ্দশায় তার স্বপ্নের পূর্বপাকিস্তানে-এমনকী মদ্যপ পুত্রের হাতে পিটটি পর্য্যন্ত ভক্ষণ মারফৎ। আজাদ পত্রিকার কলকাতা আমলের বহু স্মৃতি খান সাহেবকে দেখে মনে পড়ল। উনিও বুড়িয়ে গেছেন (সাবেক দীপ্তি ত থাকতে পারে না উত্তর সত্তর বয়সে) যদিও ভেতরের আগুন আদৌ নেভেনি। কথাবার্তা এবং কণ্ঠস্বর থেকে বেশ বোঝা গেল। খান সাহেবের পরিবারে সেই ওহাবী আমল থেকে নানা বিদ্রোহীর জন্ম। সেই বংশে ওঁচা আকরাম খাঁ কোথা থেকে এলেন?

৪ এপ্রিল '৭৭

আবু জাফর শামসুদ্দীন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে, খবর পেলাম। এখানে কোন হৃদবিশেষজ্ঞকে দেখাতে চায়। তাই ক্রীক রো-তে গিয়েছিলাম... ডাঃ ব্যানার্জির সঙ্গে তারিখ ঠিক করতে। তিনি মাত্র এক বেলা ৪/৫টি রোগী দেখেন। যোগাযোগ মারফৎ লম্বা লাইন দিতে হয়। সাত আট দিনের আগে ওকে পাওয়া যায় না। অবিশ্যি বিদেশী, বিদেশ থেকে আসবে (হায়, বাঙালী) তাই বিশেষ অনুকম্পাই দেখালেন। সেইমত শামসুদ্দীনকে খবর দেওয়া হবে। ঢাকা অভিমুখী বিষণ্ন মন। বেচারা শামসুদ্দীনও নানা মানসিক ঝাপটায় অস্থির থেকেছে বিরাট পরিবার নিয়ে। তজ্জাত রগড়ানি দেহ ধরে সহজেই টান মারছে। আমি থাকলে নিঃসঙ্গতার হাত থেকে রেহাই পেত। সেদিন থেকেও দেড় বছর আ. জা.শা. বঞ্চিত।

৫ এপ্রিল '৭৭

ভোরে কোকিলের ডাক শুনলাম শুয়ে শুয়ে। শব্দ স্মৃতি হতে বেশীক্ষণ লাগে

www.pathagar.com

না। এমনই ভোরে শুয়েছিলাম পূর্বপাড়ায় বাশারৎদের দহলিজে। সন্ধ্যায় বাড়ী থেকে এসেছিলাম। কারণ, এগারো বছরের বোন আনোয়ারার দু'দিন ভয়ানক জ্বরের পর বসন্ত দেখা দিয়েছিল চামড়ার সঙ্গে স্ফীত-গোল নয়-চওড়া নানা আকারের। পাড়াগায়ে বলে চাম্‌দল বসন্ত। মা তাই আমাকে পূর্বপাড়ায় গিয়ে শুতে বললেন। ছোঁয়াচে রোগ কিনা। তখনও আনোয়ারার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। রাত্রে এসে শুয়েছি। হঠাৎ ভোরে আমার গায়ে 'ওপে" (উপেন্দ্র) হাত দিয়ে ডাকছে, "ভাই, কলকাতায় লোক যাচ্ছে সকালের গাড়ী ধরবে। চাচাকে খবর দাও, বোন ফুরিয়ে গেছে।" ফুরিয়ে গেছে? দৌড়ে মেহদী মহলা ছুটে এলাম। দাওয়ায় আনোয়ারা সাদা চাদর ঢাকা শুয়ে আছে। ওর জন্মের সময় দারিদ্র্য বেশ জেঁকে ছিল, বাপজান নিয়মিত ঘর-খরচ দিতে পারতেন না (১৯২৯-এর মন্দা)। মা ওকে ক্ষুদের জাও খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এক বছর। কালো রঙ। বড় শান্ত, নিরীহ আদল ছিল আনোয়ারার। আমার সব চেয়ে প্রিয়, বোনদের মধ্যে। এইভাবে চলে গেল। আজ কোকিল সংবাদ দিয়ে গেল বহুদিন পর। স্মৃতির জগদ্দল পাহাড় বুকে জমা। এখন মনে হয়, জীবনে পরিকল্পনা তেমন ছিল না। নচেৎ সংসারের মধ্যে ঢুকলাম কেন? একটি পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে আরো শত সহস্র বিষণ্ন মুখের কথা ভুলে গেলাম, আনোয়ারার মত যারা অবহেলা, অনাদরে পৃথিবী থেকে চলে যায়।

উপেন্দ্র পুর্ব পাড়ায় রাখাল ছিল। পদবী সামন্ত। যৌবনে (১৯৩৪/৩৮ সনে) এক শূদ্র হাড়ী মেয়ের (নাম পিয়ারী) প্রেমে পড়ে ওকে নিয়ে দেশত্যাগ করে। সে কৈবর্ত। কাজেই গোত্রচ্যুত। "ওপে" আর গাঁয়ে ফেরেনি। আমতার কাছে কোথায় যেন সে থাকত। কিন্তু সঠিক খবর কারো জানা ছিল না। বহুদিন পরে "ওপে র" আদল দেখতে লাগলাম। সে হাপু খেলা জানত। গান গেয়ে অঙ্গভঙ্গী করত তখন। "ওপে"র হাতের দরদ-মাখা ছোঁয়াচ নতুনভাবে আবার গায়ে অনুভব করলাম।

৬ এপ্রিল '৭৭

আত্মকেন্দ্রিকতা এমন পেয়ে বসছে, যার ফলে যন্ত্রণার ইতি নেই। এই পর্যায় মুক্ত হতেই হবে। নচেৎ শরীরও থাকবে না। মেলভিলের মবী ডিক (Moby Dick) এর আহারের মতই আমি উচ্চারণ করতে অসমর্থ কেন, I'd Strike the sun if he insulted me সূর্য্য যদি আমাকে অপমান করে, আমিও পাল্টা আঘাত হানব? স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশঃ আওয়ামী লীগের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছে। মফস্বলের চার হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু এবং নিহত চার নেতার ছবি এই প্রথম মুদ্রিত হয়। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর হত্যার তদন্ত ও বিচার ছাড়া প্রকাশ্য রাজনৈতিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী উত্থাপিত হয় বেশ জোরের সঙ্গে।

এই ঘটনা থেকে কতগুলো সিদ্ধান্তে আসা যায়। বর্তমান মিলিটারী সরকার

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই মুখোশের চেষ্টায় আছে। মুসলীম লীগ দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব নয়। জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের সাহায্য প্রয়োজন। তাদের মধ্যে দক্ষিণ-ঘেঁষা যদি বেশ বড় অংশ ভাগিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে জনসাধারণের মধ্যে সমীহা বাড়বে। অথচ, ওরা ত প্রায় মুসলিম লীগার, ফলে-মিলিটারীদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হবে না। তেমন চাল মনে রেখেই বোধ হয় সদয় প্রভুরা ওদের সম্মেলন করতে দিয়েছে। এই ফাঁদে পড়ার মত আওয়ামী লীগারের অভাব হবে না। সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ থেকে তা আরো স্পষ্ট হবে।

৭ এপ্রিল '৭৭

কিছু সাক্ষাৎকার। আমার বৃদ্ধ অধ্যাপক ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যেরা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সাহিত্যের ক্লাশ ধীরেন বাবুর জন্যে বড় আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। অজানিতেই সাহিত্যের প্রতি প্রেম সেদিন অনুভব করতাম। আজ স্পষ্ট বুঝতে পারি।

৮ এপ্রিল '৭৭

কেঁচো হয়ে বাংলাদেশে হয়ত বাইরে থাকতে পারতাম, ফ্যাসিষ্টদের জেলে না গিয়ে। কিন্তু তা এই বয়সে শরীর ধরে নিশ্চয় টান মারত। তার চেয়ে বর্তমান জীবনযাত্রা নিশ্চয় কষ্টদায়ক নয়।

ফোঁস করলে খুনী সরকার নিশ্চয় ফণা ছেঁচে ছাড়ত। ফণা মাথার সঙ্গে থাকে। প্রকৃতি তা নির্ধারিত করে দিয়েছে। আলাদা করার উপায় নেই।

দুপুরে নিমন্তন্ন ছিল চিকিৎসক বন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে। দীনদরিদ্রের ডাক্তার। প্রচুর রোগী আসে। আড়াইটার পূর্বে আহারের কথা ভাবতে পারেন না। আজ আমার খাতিরে চেম্বার ছেড়ে দেড়টায় বাড়ী ফিরলেন। বহুদিন অনেকক্ষণ একসঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পাইনি। আজও পাওয়া গেল না। রোগী বসিয়ে রেখে এসেছেন। যৌথ প্র্যাকটিসের রেওয়াজ চালু না হলে মানুষ হিসেবে বহুদিক আর প্রসারিত হয় না, খর্বতা ঘিরে ধরে। কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের তা জানা আছে। বহু চিকিৎসকই এ ব্যাপারে সচেতন নন। তারা অর্থ রোজগার করেই খুশী।

৯ এপ্রিল '৭৭

সমাপতনের ধাক্কা। কলকাতা বইয়ের মেলায় আলাপ হয়েছিল অধ্যাপিকা আরতি গাঙ্গুলির সঙ্গে। তিনি আমার "জন্ম যদি তব বঙ্গে" কিনেছিলেন মেলা থেকে। (হঠাৎ) কফির টেবিলে "বিংশ শতাব্দী" প্রকাশনার হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী গাঙ্গুলির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র। বিদূষী অনুরোধ করেছিলেন একদিন তাদের

www.pathagar.com

বাড়ী যেতে। স্বামীর নাম জেনে গিয়েছিলাম শ্রীতুলসী গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর দেড় মাস কেটে গেছে। অনুরোধ আর রক্ষা হয়নি। তাই দু'দিন আগে পাততাড়িতে ওদের ঠিকানা খুঁজে হয়রান। আবার হরপ্রাসাদ বাবুই বৈতরণী পার করবেন। তাছাড়া নানা পন্থা। আজ এগারোটা নাগাদ যেতে হয়েছিল। "বেজার" (ব্রজেন ভট্টাচার্য) বাড়ী। ও ছিল না। মিষ্টি খেয়ে বিদায় নিচ্ছি, এক ভদ্রমহিলা বসার ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করেন "চিনতে পারছেন? আরতি গঙ্গোপাধ্যায়।" আরো বিস্ময়, পরে জানা গেল, আরতি দেবী "বেজার" "সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ শালী, গৃহিণীর অনুজা। কুল্লে ওরা দুই বোন। আজ ঠিকানা ব-দস্তুর লিখে পকেটে রাখলাম, আবার না খোওয়া যায়। Telepathy মাঝেমাঝে ম্যাজিক দেখায়।

অরকেষ্ট্রা এদেশী ঐতিহ্য নয়। সাহিত্যেও একই দশা। যেন তারই ফলে আমাদের উপন্যাসের য়ুরোপীয় উপন্যাসের বহুধা বর্ণ ক্রেংঙ্কার খুঁজে পাই না। আমাদের টলষ্টয়, কাফ্‌কা ডষ্টয়ভস্কি কী প্রুস্ত নেই। ওদের পাশে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বড় পানসে ঠেকে।

১০ এপ্রিল '৭৭

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আফ্রোএশীয় লেখক সংঘের Lotus লোটাস" পুরস্কার পেয়েছেন। তাকে অভিনন্দন জানাতে কবি-ভবনে গিয়েছিলাম সকালেই। পাঁচ শ' পাউন্ড পুরস্কার মূল্য। অনুন্নত দেশের কবি-কুলের পক্ষে এই "বাত্যাতাড়িত" অর্থের মূল্য আছে বেকি। মুজিবের উপর স্মৃতি সংকলন বেরিয়েছে। লন্ডন থেকে। আমাকে কবি তা উপহার দিলেন। বড় প্রীত হলাম।

পরে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আরতি গাঙ্গুলির বাড়ী। কর্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটল। শিরোগ্রভাগে কিঞ্চিৎ ইন্দ্রলুপ্তি ঘটলেও সুদর্শন পুরুষ। প্রচুর হাসির শরীক হতে পারেন। সমাজের অন্ধিসন্ধির খোঁজ রাখেন তুলসী গঙ্গোপাধ্যায়। বড় ভাল লাগল এঁদের সাহচর্য্য। দুপুর কেটে গেল।

বিকেলে আকাশে ঘটা, পরে বৃষ্টি। বেরুতে পারলাম না। শারীরিক নড়চড়া ছাড়া মন বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। বার বার ছোট ভাইয়ের নিঃসঙ্গ, নির্বিত্ত জীবনের উপর চিন্তা হানা দিতে লাগল।

'হ্যামলেট' খুলে পড়তে বসলাম। এই এক সাহিত্যসম্পদ, বিশ্বের অমূল্য ভাণ্ডার দুঃখী বিষাদক্লিষ্ট জনকে জীবনবোধ ফিরিয়ে দেয় সহজে।

১১ এপ্রিল '৭৭

গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টির জন্যে আমার বরাদ্দ 'হন্টন' বন্ধ হয়ে গেল। সর্দি ধরেছে কাল থেকে। তবুও এক উপসর্গ। শরীর বোঝা মনে হচ্ছিল। রাত্রে জ্বর

www.pathagar.com

এলো। সামান্য, তবু বেশ শীত করতে লাগল। চাদরে কুলায় না। উপরে পাৎলা কম্বল চাপা দিলাম। তবু কম্প অব্যাহত রইল। শরীর ভার, সকালে ঘুম ভাঙার পর আরো টের পাওয়া গেল। কিন্তু স্নান বাদ দিলাম না। তখন বেশ চাংগা লাগল। দুপুরে শরীর বেশ হাল্কা। এমন খোঁচা মাঝে মাঝে এসে বড় বিরক্তি ধরে। শরীরের জন্যে নিতান্ত আত্মসমীক্ষা এবং কাঠখড় পোড়ানো নিতান্ত দরকার।

লায়লীর খবর পেলাম। খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এক ওষুধের প্রতিক্রিয়ায়। আমি কিছু জানতে পারিনি। যে যার যন্ত্রণা নিয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু তা হয় না। সম্পর্ক যন্ত্রণার উৎস। সুতরাং কেউই তা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। প্রকৃতিকে ঢেলে সাজতে অথবা নিজের মানসিক গঠন বদলে ফেলতে হয়। সেই সনাতন দ্বৈততা আবার মাথার উপর খাঁড়া ধরে। সহজ নয় অনাবিল প্রশান্তির পথ।

১২ এপ্রিল '৭৭

বসুধা চক্রবর্তী ১৯৭১ সনের রাজনৈতিক সংবাদ দিলেন প্রসঙ্গচ্ছলে। অকুস্থল অবিশ্যি পশ্চিমবঙ্গ। চরম বামপন্থী দল চন্ডনীতির প্রশ্রয় নিলে। রাজনীতির চেয়ে খুনের প্রবৃত্তি প্রাধান্য পায় সেই সময়। পাড়ার অচেনা কোন লোক ঢুকলে গোয়েন্দা বলে হত্যা করা হোতো। একটি ইঞ্জিনীয়ার ছেলে নয় বছর বেকার থাকার পর মাদ্রাজে চাকরী পেয়েছিল। দিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল মাদ্রাজ যাওয়ার পূর্বে। চ্যালেঞ্জের মুখে সব কথা খুলে বলার অবসর দিলে না তাকে। আততায়ীরা হত্যা করলে। সাইবালী নামে বর্ধমানের এক জায়গায় দুই ভাইকে হত্যা করে তাদের রক্ত মার মুখে লেপে দিলে রাজনৈতিক দলের সভ্যরা। আরো মর্মান্তিক– দলের নেতা কলকাতার শহীদ মিনারের নীচে বুক ঠুকে বললে "আমরা আমাদের কাজের জন্যে গর্বিত।" এই নেতা নাকি মার্কসবাদী! রাজনৈতিক খুন হতে পারে। কিন্তু তা এমন পশু-পর্যায়ে গিয়েছিল সেদিন।... আর বাংলাদেশে এই জান্তব পরিবেশ রচনা করছিল পাক সৈন্যদের সহযোগী আল্‌বদর, রাজাকার প্রভৃতি ধর্মান্ধ দক্ষিণপন্থীর দল। Identity of the opposites-এর এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

হ্যামলেট আবার শেষ করলাম। নাট্যকার আমার কাছে চির-নতুন। এমন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

১৩ এপ্রিল '৭৭

সুব্রত মুখোপাধ্যায় পূর্বপাকিস্তানে এক বড় কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন। জীবন যাপনের ধারায় সুলভ Executive সবই ছিল। কোম্পানীর ভাড়া বড় বাড়ী, গাড়ী, এয়ারকন্ডিশন্ড আপিস, পানাহার বাবদ হাত খরচ ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৯৬৫ সনের পাকিস্তান হিন্দুস্তান যুদ্ধের পর রাতারাতি ওকে সব ছাড়তে হোলো। যেহেতু

www.pathagar.com

নাম সংস্কৃত। আবার ভারতবর্ষে স্ত্রী এবং দুই কন্যাসহ। বারো বছর আগেকার ঘটনা। আজ ঠিকানা জেনে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম শ্রীযুক্ত মুখার্জি সমীপে। চেহরাই বদলে গেছে। উজ্জ্বল শ্যাম তনু কৃষ্ণপরায়ণ। কৃচ্ছ্রতার ছাপ স্পষ্ট। একটি হোসিয়ারী দোকান-খুবই ছোট, এখন জীবন সংগ্রামের বাহন। পূর্বপাকিস্তানের তাবৎ উচ্চপদস্থ প্রশাসক বৃন্দ, যার সঙ্গসুধায় সিক্ত ছিল, সেই মর্যাদাভাণ্ডার মুখার্জির দুর্দশার কথা কেউ জানবে না। (শুধু জন্মের অপরাধ) বর্ণবিদ্বেষের ছোবলের কাছে জাতীয়তাবাদ নেতাদের আপোষের রফা এই গোটা মহাদেশের উপর দিয়ে ব্যক্তিজীবনের উপর দিয়ে কী বিভীষিকার তাণ্ডব চালিয়ে গেল, তার হদিস এখন অসম্ভব। আত্মা গুঁড়িয়ে গেল। তেমনই পুড়ে গেল বহু গৃহ ও গৃহানন্দ। হাহাকার, আর্তনাদ বাসের স্বনন হয়ে রইল। মুখার্জির নিশ্ছিদ্র দোকানের গরমে বসে বারবার সেই কথাই মনে হানা দিয়ে গেল।

১৪ এপ্রিল '৭৭

বাঙালীর উৎসব দিন। তুমি অনুপস্থিত। বিশেষভাবে ভাগ্যহত বাঙালী মুসলমানদের বাঙালী হওয়ার রাজনৈতিক আবেগমূল তুমিই দিয়েছিলে। তোমার বিচ্ছেদ বেদনা নববর্ষের সকালে তাই এমন যন্ত্রণারূপে প্রকট। জীবদ্দশায় তোমার ভাবমূর্তি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে সক্ষম হইনি। অজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নির্বাসিত জীবনের সব দুঃখকষ্ট হাসি মুখেই বরণ করে নিয়েছি তাই। প্রাতঃস্মরণীয় তুমি হে বঙ্গবন্ধু! তোমার স্মরণ পথেই আগামী দিনের যাত্রা শুরু হোক।

শান্তিময় রায়। প্রায় দুপুর পর্য্যন্ত দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে।

বিকেলে সাক্ষাৎকার। অর্থাৎ নেমন্তন্ন রক্ষা আনন্দ পাবলিশার্সে। অনন্য প্রকাশনী। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তিনকন্যাসহ এখানে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-পরে হীরক রায়ের দাদা কমল রায় ও হীরকের নববিবাহিত স্ত্রী জয়শ্রীর উপস্থিতি-জমায়েৎ জমজমাট।

মুক্তধারায় অচ্যুতদা ছিলেন না হতাশ। পথে ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, মাধুরী ঘোষ এবং দুহিতাবৃন্দদের সঙ্গে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন শেষে পার্ক সার্কাস। মাসুদ শান্তি নিকেতনে, তাহেরা বোন-বাইনানে। পরে জলী ও ভাইজান আবুল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অতঃপর ডেরায়।

১৫ এপ্রিল '৭৭

অধ্যাপক আবু সয়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আজ ওর বাড়ী গিয়ে জানলাম, সয়ীদের স্ত্রী এসেছে, সঙ্গে ষোল সতর মাস বয়সের মেয়ে। পিতা এবং কন্যায় এই প্রথম সাক্ষাৎ। এমন নাটকীয় ঘটনা সম্বলিত আরো বহু সুখাশ্রু-দুঃখাশ্রুর কাহিনী

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কালের পাতায় লেখা হচ্ছে। এমন ফুটফুটে ফর্সা সুন্দর খুকী বাবার চোখের আড়ালেই বড় হয়েছে। বড় খুশী হলাম বৌমাকে দেখে। গৌরতনু মুখটি সারল্য দিয়ে যেন মোড়া। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আরো খোঁজ পাওয়া গেল। বেগম তাজউদ্দীন আওয়ামী লীগ সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন। প্রস্তাবে (১) মিলিটারী শাসনের বিলুপ্তি (২) প্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে অবিলম্বে নির্বাচন গ্রহণ (৩) বঙ্গবন্ধুর আদর্শ রূপায়ণ (৪) তাঁর হত্যার বিচার এমম্বিধ প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। এখন প্রশ্ন, হঠাৎ মিলিটারী প্রভুরা এমন শিথিল-বাঁধন উদার প্রাণের পরিচয় দিতে এগিয়ে এলো কেন? কোন আন্দোলনের চাপে এমন সম্মেলনের সম্মতি দিতে বাধ্য হয়নি। আইয়ুব খান কনভেশন মুসলীম লীগের জন্ম দিয়েছিল এবং পরে ধীরেধীরে প্রেসিডেন্ট হয়ে বসল, যদিও প্রথম দিন তার এমন সদিচ্ছা আদৌ দেখা দেয়নি। কিন্তু অস্ত্র হাতে থাকলে ধীরেধীরে পরিবেশ নিজের মত গড়ে তোলা যায়। এখানে জিয়া সেই খেলে মত্ত কি না বিচার্য্য। মিজানুর রহমান, আবদুল মান্নান প্রভৃতি রাজনৈতিক পুংশ্চলগণ এখন মাতব্বর। ভেতরে ভেতরে জিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দালালী করতেও পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত খুব বুঝ-সমঝে নেওয়া উচিত। এই নিয়ে আলাপ করা গেল, পরবর্তী মেহমান, একে একে উপস্থিত আগরতলা ষড়যন্ত্র-খ্যাত মাহফুজুল বারি, রওশন আলী, আখলাক হোসেন প্রমুখের সঙ্গে। আমাদের ভাইস পেসিডেন্ট শহীদ নজরুল ইসলামের সিকিউরিটি অফিসার করিম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তার কাছে পুরাতন দিনের (অবিশ্যি বঙ্গবন্ধু আমলের), অনেক ঘটনা শোনা গেল। পাকিস্তান আমলে ঘাতক মেজর ডালিমের ছিটগ্রস্ত মগজের কাণ্ডকলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান, নিতান্ত নিউরোটিক ছিল এই ছোকরা। বিদেশী গুপ্তচরেরা সহজেই একে হাত করতে সক্ষম হয়েছিল। আরো পুরাতন ঘটনা।

১৬ এপ্রিল '৭৭

আমিনার জন্য কিছু টাকা পাঠাতে খিদিরপুর গিয়েছিলাম। মোহাম্মদ জাকারিয়া, শাহাব উদ্দীন, পেয়ারাদের সঙ্গে দেখা হোলো। পরে অধ্যাপক রবি গুহ সমীপে। মাডাম গুহ গৃহপুনঃনির্মাণ, নার্সিং হোম, এমনকী রান্নার মধ্যে ব্যস্ততায় নিমগ্ন। সমাপতনের ধাক্কা খেলাম সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনে। "A slave laughs" কিনতে গিয়ে। রবি বাবুর দোতলার ভাড়াটে একজন চট্টগ্রাম-নিবাসী অধ্যাপক অনিল শর্মা ও তার সহকর্মী শ্রীমৃণাল বসুর সঙ্গে দেখা। ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে এমন কাণ্ডটা ঘটে গেল। আমি আর অবাক হইনে। তিন জনে রিফ্রেশমেন্ট রুমে গিয়ে চা খেলাম বাক্য-অপচয়সহ।

www.pathagar.com

১৭ এপ্রিল '৭৭

দক্ষিণপন্থী আওয়ামী লীগদের বোধ হয় মিলিটারী জুন্তারা টোপ দিয়েছে "এসো, Power শেয়ার করি। তোমার আমার উভয়ের মঙ্গল। তোমাদের কোন সংগ্রামে যেতে হবে না, নির্বিবাদে গদীতে বসতে পারবে, তবে আমাদেরও ভাগ থাকবে। কারণ, তোমাদের প্রহরীর কাজ আমরা করব।" এক আওয়ামী লীগার প্রায় অশিক্ষিত ব্যক্তি। বিয়ের সঙ্গে ব্যভিচার অপরাধে প্রথম স্ত্রী সংসার ছেড়ে চলে যায়, আবার শাদী করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও প্রতিদিন শরাব পান না করলে জাতীয়তাবাদের উত্তাপ সাথে সম্ভব হত না। এক দিন সন্ধ্যায় তদানীন্তন "জয় বাংলা"র অফিসে (বালুহাক্কাক লেন) মদ্যপান করে আসার জন্য আমিই মৃদু তিরস্কার সহ ওকে অনুরোধ জানাই, সামাজিকতার মর্য্যাদা রক্ষার্থে অমন কাজ অশোভন। এমনই সব পচা রদ্দি মাল নিয়ে আওয়ামী লীগের কারবার ছিল। এখন পচা শামুকে দেশবাসীর পা নয় মস্তকই কাটা যাচ্ছে।

১৮ এপ্রিল '৭৭

মোনায়েম সরকারের নিকট। এক সঙ্গে প্রায় পনর দিনের Bangladesh times এবং "সংবাদ" পাওয়া গেল। গলিঘুঁজি দিয়ে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। নচেৎ কাগজ সাদা, নীরক্ত। বাসি মড়ার দুর্গন্ধে ভরা শেখ নিধনের ষড়যন্ত্রে জড়িত মাহবুবুল আলম চাষীও দশ হাজার টাকা পুরস্কার পায় স্বাধীনতা দিবসে। টুঁটি টেপা আসরে আর অন্য কী গানই বা হতে পারে। তবু স্পন্দন শোনার চেষ্টা। কিছু নামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে আমার রক্তচাপ বেড়ে যায়। তথাকথিত "বিবেক" জনাব আবুল ফজল ঘানা থেকে ফিরে এসেছে দেখলাম। এই "মূর্খ" পণ্ডিত এখন দেশের সংস্কৃতির কর্ণধার। খুনীদের সঙ্গে বসতে ওর বিন্দু মাত্র বিবেকে বাধল না। তারই পুরস্কার পাচ্ছেন নানাভাবে। অথচ ক'বছর আগেই বঙ্গবন্ধুর প্রশান্তি গেয়েছিল এই মস্তিষ্ক-লোল, বৃদ্ধ খট্টাস।

দুঃসংবাদ পেলাম। বড় ক্ষোভও হোলো। মজহারুল ইসলাম আমেরিকা যায়নি। বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছে গত ৩০ মার্চ। ভায়া হংকং ওর স্ত্রী বেবী চাচী ও মেয়ে ডালিকে আগেই ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমাদের কিছু জানিয়ে গেল না, কোন আলোচনা করল না আমাদের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত তার নিজের, ভালমন্দ আমরা যাই কিছু বললেও ওর মত প্রাপ্তবয়স্কের ত কোন ভয় থাকার কথা নয়। আমাদের ঘুণাক্ষরেও কিছু না বলে চলে গেল। তিন তারিখে ডালির বিয়ে হয়েছে। ৪ এপ্রিল মুজু চাচাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

১৯ এপ্রিল '৭৭

আলি আকসাদের একটা উপহার পাওয়া গেল। একটি পাইপ। সিগারেটের

www.pathagar.com

ব্যয় কমানোর নয়া ফন্দী। ইংলন্ডে ১৯৬৪-৬৫ সনে হেন কর্ম করতে হয়েছিল। বাড়ীর দুটো পাইপ গৃহিণী বয়ে আনে। তিনটি পাইপে বিশেষ অসুবিধে হয় না। আকসাদের উপহার তাই মনে রাখার মত। ওর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও প্রচুর। আন্ত র্জাতিক শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ফলে পৃথিবীর বহু স্বনামধন্য রাজনীতিবিদদের কাছাকাছি সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছে। ক্যাস্ত্রো, আন্দেলের কথা শুনলাম। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ত একত্রে জেলেই ছিল আকসাদ। জেলের মাটির পাইপ দিয়ে দু'জনেরই তামাকু সেবনের শুরু। সে গল্পও আজ শোনা গেল।

মার্কিন চিন্তাবিদ Parson এর প্রবন্ধের একটি বীক্ষণ এই উপমহাদেশের বিশেষভাবে স্মরণ বা প্রযোজ্য ঃ In our times, desparate romantic, bourgeois anarchists and moralists, rather than build a revolutionary movement collectively, attempt to purge the body politic by some mad, dramatic act. Capitalism has its own sorcerers." বাংলাদেশে "Leflist caucus" গুলো এসব ভাবে না। তোয়াহা সাহেবকে আল্লা কবে সুমতি দেবে, আল্লাই জানে।

আজ অভাবনীয় পরিবেশে শ্রীশৈলশেখর মিত্রের সঙ্গে পরিচয়। তিনি আমাদের স্বর্গীয় শহীদ বন্ধু শচীন্দ্র মিত্রের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। মুসলমান ফেরী ওয়ালার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে শচীন বাবু প্রাণ দিয়েছিলেন ১৯৪৬ সনের সাম্প্রদায়িক নারকীয়তার যুগে। তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। তাই এমন আত্মিক আনন্দ পেলাম। অবিশ্যি আমি গিয়েছিলাম এশিয়া পাবলিশিং হাউসের মৃণাল দত্তের নিকট "জুজু গগা" কিশোর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি খালাস করতে। সন্ধ্যায় আরো অতিথি জুটল। প্রকাশক শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য্য সরবৎ খাওয়ালেন তার প্রকাশিত ছোটদের বই নারায়ণ ঘোষ কৃত "টুম্পার জন্যে" পুরস্কার পেয়েছে। গ্রন্থকার ঘোষের সঙ্গেও পরিচয় হোলো।

২১ এপ্রিল '৭৭

বুলেট এখন আমাদের হৃৎপিণ্ডের কাটা জায়গা সেলাই করে দেবে। বাংলাদেশে এই ধারণার রাজনীতি শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন তারই আলামৎ। দিল্লী-প্রত্যাগত সঞ্জীব দত্তের কাছে হাওয়া যাচাই করতে ছুটেছিলাম সকালে। ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়ার জোয়ার যেভাবে লেগেছে তাতে আমাদের মত নির্বাসিতদের আশঙ্কিত হওয়ার কথা। বৈদেশিক নীতি যদি প্রতিক্রিয়ার গর্তে ঢুকে যায় বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে তখন গাটছড়া বাঁধা হবে। তখনই আমাদের অস্তিত্ব সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আবিশ্ব কুরুক্ষেত্র। তাও মনে রাখা দরকার। সঞ্জীব অবিশ্যি তাই দৃষ্টি সজাগ রাখার পক্ষপাতী। সাম্রাজ্যবাদীরা এই উপমহাদেশে সব দিক থেকে অস্থৈর্য্য আনতে বদ্ধ পরিকর। বাঙলাদেশ তছনছ। ভারতবর্ষও নড়বড়ে হয়ে গেল। ভবিষ্যত আর স্বচ্ছতার পথ

www.pathagar.com

ধরে চলতে নারাজ।

ভাই রফিকের ছোট মেয়ে লুনার চোখের কিনারায় ফোঁড়া নিয়ে গোটা পরিবার উদ্বিগ্ন। শেষে শিশু হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আজ সকালে অপারেশন সম্পন্ন। বিকেলে ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। চিকিৎসা যে কী ব্যয়-সাপেক্ষ। ছোট ছোট খুপ্‌রী Cubicle পরিবেশ বেশ অস্বাস্থ্যকর তারই ভাড়া দশ টাকা। সমস্ত আবহাওয়ার পরিচ্ছন্নতা এত কম। চিকিৎসার সকল অনুশাসন লঙ্ঘিত, কিন্তু খাঁই ইয়া বড়। নেই মামার চেয়ে কানা মামা। এই প্রবাদই সান্ত্বনা। লুনার মার স্নেহাস্পদ লুসির দশা দেখে দুঃখ হোলো। বেচারা হাসপাতালে থাকছে মেয়ের পাশে। ওর শোয়ার খাটিয়া এত চওড়া কম, জোর পৌনে দু'ফুট হবে। তারই উপর শুয়ে রাত কাটায়। ছোট একটা কামরা ১৫+১২ ফুট হবে। তার মধ্যে আটখানা Cubicle চিকিৎসা সব নীতি এখানে বিবর্জিত। বাধ্য হয়েই অভিভাবকেরা আসে।

২২ এপ্রিল '৭৭

ঘাতক শেষ পর্য্যন্ত চরম শিখরে উন্নীত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। কী ঘটছে সব আদ্যোপান্ত সঠিক বিবরণ পাওয়া না গেলে হদিস নির্ধারণ কঠিন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত এখানে সব চেয়ে কার্য্যকর, তা চোখ বুঁজে বলা যায়।

অধ্যাপক আবু সয়ীদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জনেরা কী ভাবছেন? যোগাযোগ করতে বুঝতে পারলাম, ওরাও তেমন ওয়াকিবহাল নয়।

সন্ধ্যায় মানসিক ভাবে ক্লান্ত। মাসুদের বারান্দায় বসে কালক্ষেপ। মাঝে মাঝে মাসুদের অফুরন্ত রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডার থেকে রস ঝরছিল। কিন্তু কিছুই আজ আন্‌মনা করতে পারল না। বাংলাদেশে ঘাতক শেষ পর্য্যন্ত সেবকের শিরোপা এবং মুখোশ পরে বসে গেল। ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে, তারই জল্পনা বারবার ধাক্কা মারছিল।

www.pathagar.com

২৩ এপ্রিল '৭৭

শান্তাদের বাড়ী। প্রদীপ বাড়ীতেই জ্বলছিল। জামায়ের বন্ধু। সেই সুবাদে এরা আমার উপর অশেষ সমীহা রাখে। আন্তরিকতা তৎসহ অঢেল। এবং নিকটেই দেবশরণদের কৈলাস। তাই ফার্ণ রোডে প্রায় দুই বাড়ীর তীর্থ সারতে হয় এক সঙ্গে। আর ট্রাম ডিপোর মুখেই আছেন চাটগাঁর কবিরাজ বন্ধু প্রধীর দাসগুপ্ত যেন এ-পাড়ার গেটের দারওয়ান, ঢুকতেই সাক্ষাৎ হয় অথবা দূর থেকে সেলামআলেকুম। আজ পার্বতী দেবীকে নিরস্ত করলেও কর্তা শেষ পর্য্যন্ত চায়ে ডুবিয়ে ছাড়লেন। কাল রাত্রে বাংলাদেশের নয়া প্রেসিডেন্টের ভাষণের সারাংশ শোনার পর মনে হোলো, এই বোধ হয় শেষ শালগম বাংলাদেশের অধিবাসীদের সামনে। দেখা যাক, রাজনৈতিক গদর্ভদের কী প্রতিক্রিয়া হয়। আটঘাট বেঁধেই জিয়া সাহেব শালগম বের করেছেন। প্রশাসন পাকিস্তানী, রাজনীতি ওঁচা আওয়ামী লীগের বেষ্টনী (মালেক উকীল গত বছর ফারাক্কার জল নিয়ে দরবার করতে এই সরকারের পক্ষে জাতিপুঞ্জে গিয়েছিল) চতুর্দিকে পাকিস্তানসেনা সৈন্যের ছাউনী, অথচ নাম বাংলাদেশ। '৭৮ সনের ডিসেম্বর মাস সব মুশ্‌কিল আসান হবে। সায়েম সাহেব প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, এবং এই ভাবে দেড় বছর কাটিয়ে দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতির ঐ জবান! আর এত এই পড়া, অর্ডিনারী সিপাই থেকে হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর কৃপার জেনারেল। এর প্রতিশ্রুতির কী দাম হবে জানা আছে।

বাংলা প্রবাদ ঃ

চোখে কাদা গুঁজে থাক্
ধান শুকালে ভাত!

হে বাঙলাদেশবাসী '৭৮ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চোখে কাদা গুঁজিয়া রহো, রহো।

২৪ এপ্রিল '৭৭

রণেশদা গত সন্ধ্যায় খবর দিয়েছিলেন, বাঙলাদেশের সংবিধান থেকে "ধর্ম নিরপেক্ষতা" তুলে দিয়েছে। বর্তমান সরকারের মুখোশ এতদিনে খসে পড়ল। খুনী জান্তার সম্পর্কে আর কোন মোহ থাকা কারো উচিত নয়। সকালের সংবাদপত্র দেখা গেল পুরো বিবৃতি। প্রতিক্রিয়াশীলদের খুশী করার জন্যে জিয়ার এই চাল খামখা আসেনি। চাপেই বর্তমান পরিস্থিতি। সিপাইয়ের মগজে দেশপ্রেম এইভাবে গজায়। বন্ধু সঞ্জীব দত্ত অবিশ্যি বিস্মিত হয়নি। তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে পরিণতি। নজরুলের বিখ্যাত উক্তি-

"কপালের এ কি ফের

www.pathagar.com

কুত্তা বনিল শের"!

স্মরণ রাখলেই আর কোন প্রশ্ন মনে জাগা অবান্তর। বঙ্গবন্ধু, তোমার সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন ক্রমশঃ ধূলায় লুণ্ঠিত। তবু তুমিই ভবিষ্যতের প্রেরণা।

২৫ এপ্রিল '৭৭

আজ মনে হয় যেন পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমানদের জীবন ১৯৪৭ সনে ফিরে গেছে। সাম্প্রদায়িকতাও আবার রাষ্ট্রের সাইনবোর্ড। তিরিশ বছরের শত সহস্র ত্যাগ-তিতিক্ষা, খুনের দরিয়া-সাঁতরানো সাধনা—সব যেন নিমিষে নিষ্ফল, '৭১ সনের অভিজ্ঞতাই বুঝি মুসলমানদের চেতনায় নেই। পূর্ববঙ্গ চব্বিশ বছরে দু'বার স্বাধীন হয়েছিল (একবার পাকিস্তানরূপে ১৯৪৭-আবার বাঙলাদেশরূপে ১৯৭১)। সেই পরিহাসের আবার প্রারম্ভ। এবার পরিহাস ট্র্যাজিক। ১৯৪৭-এ বাঙালী মুসলমান একবার আত্মহত্যা করেছিল। এবার তাদের আত্মহত্যা দ্বিতীয়বার শুরু হোলো। অসম্ভব, কিন্তু সত্যি-বাস্তব।

সঞ্জীবসহ আবু সয়ীদ সন্নিধানে। সংবাদ পাওয়া গেল, কর্মী পর্য্যায়ে আওয়ামী লীগ আবার সংগ্রামে নামতে প্রস্তুত। এখন নেতৃত্ব প্রয়োজন। বর্তমান নেতা মিজানুর রহমান, মান্নান, মোল্লা জালাল প্রভৃতি জিয়ার প্রচ্ছন্ন দালালেরা চেষ্টা পাচ্ছে মিলিটারীর সঙ্গে পাউয়ার ভাগাভাগি করার জন্যে। কর্মীরা রাজী নয়। তাই আপোষ রফা হিসাবে মরহুম তাজউদ্দীনের স্ত্রী এখন মুখপাত্র। সঞ্জীবের ধারণা, জিয়া ব্যালেন্স করে চলছে। সৈন্যবাহিনীর পাকিস্তান-মনাদের সন্তুষ্ট করতে সে "সেক্যুলার" শব্দ তুলে দিল। Civil শাখার দিকে রেফারেন্ডাম দিয়ে সে দেখিয়ে নেবে, তার পেছনে জনসমর্থন আছে। কারণ, এ-জাতীয় জনসমর্থন যাচায়ের ফলাফল জানা আছে কী হয়।

২৬ এপ্রিল '৭৭

কিছু সংবাদ ঃ (১) জিয়া প্রেসিডেন্ট–এই ঘোষণায় ছাত্ররা মিছিল করে বেরিয়ে পড়ে প্রতিবাদ-মুখর শ্লোগান সহ। (২) মজহারুল ইসলাম (যিনি রাজশাহীর ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন) তিন বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত, পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা জরিমানাসহ। ভদ্রলোক অর্থলোভী ছিলেন। বাংলা এ্যাকাডেমির পরিচালক হিসেবে তার কুকীর্তির কথা সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফৎ আমাকে প্রচার করতে হয়েছিল। জনসাধারণের কাছে এই সরকার "সতীত্ব" জাহিরের জন্যে ইসলাম সাহেবকে দণ্ড দিয়েছে। নচেৎ বেআইনী সরকার আইনের হুঙ্কার ঝাড়বে কেন? (ত) স্থপতি মজহারুল ইসলামকে মুক্তি দিয়েছে। অবিশ্যি কী দাম দিতে হয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রকে (পিতা অধ্যাপক ওমদাতুল ইসলাম সহকর্মী ছিলেন, সেই সুবাদে আমি চাচা) তা

www.pathagar.com

জানা যায়নি। তবে দাম নিশ্চয় দিতে হয়েছে। "কোমল," Soft জীবন যাপনের নন্দ-দুলালেরা শেষ পর্য্যন্ত ধোপে টেকে না। এক্সলাইলের (Exile) কৃচ্ছ্রসাধনা স্থপতির স্বভাবতঃ রাগীমেজাজের সাহায্যে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। নচেৎ কলকাতা ছেড়ে গেল কেন? দাম বাছাধনকে নিশ্চয় চড়া দিতে হয়েছে। শত্রুর কাছে নৈতিক পরাজয়ের ধাক্কা মেরুদণ্ড ভবিষ্যতের জন্যও চুরমার করে ফেলে।

সন্ধ্যায়, বসুধা চক্রবর্তী সন্নিধানে। ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না। অবিশ্যি আলাপ-আলোচনায় বেশ সতেজ। বাঙলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ ক্ষুব্ধ। ইতিহাসে এমন Allotropy এ্যালোট্রপী রাজনীতির দিক থেকে আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় 'কু'র অন্যতম নায়ক এবং জিয়াকে সিংহাসনে বসানোর প্রধান কর্মকার কর্নেল তাহের পরে জিয়ারই ষড়যন্ত্রে ফায়ারিং স্কোয়াডের শিকার হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নাকি বলে গেছেন, "খালেদ মোশারফের মত দেশপ্রেমিককে আমি বুঝতে পারিনি। জিয়াকে মঞ্চে এনে আমি যে ভুল করেছিলাম, নিজের প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম"।

২৭ এপ্রিল '৭৭

মর-জগতের সমস্যা মেটানো প্রয়োজন নয় শুধু, লাজেমী Compulsory। ইসলামিক রিপাবলিক অফ বাঙলাদেশে আবার ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বর্তমান যুগে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র অধর্ম, আনাচারের প্রকৃষ্ট লালনাগার।

শ্রীবারীন মিত্রের কাছে গিয়েছিলাম। ওর "প্রকাশন" আমার পাণ্ডুলিপির কোন সুরাহা করতে পারেন কিনা জানার জন্যে। বারীন বাবু ঢাকায় বহুদিন ছিলেন। এক বইয়ের দোকানের ম্যানেজার। সততা এবং কর্মদক্ষতার খ্যাতি ছিল ওর প্রকাশনা জগতে। '৬৪ সনের দাঙ্গার পর দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। জীবন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্য্যায়। কিন্তু সততার জোরে বর্তমানে একটি প্রেস ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। সচ্ছলতা এসেছে নানা দিক থেকে। ঢাকার সুবাদেই গিয়েছিলাম ডিক্সন লেনে। বারীন বাবুর সৌজন্য অভিভূত করার মত। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত আমি বলার পূর্বেই পাণ্ডুলিপির সুরাহার ব্যবস্থার প্রস্তাব দিলেন। মর-জগতের সমস্যা কিছুদিন আর খোঁচাতে পারবে না। এই স্বস্তি কাজের প্রেরণায় অনেকখানি।

২৮ এপ্রিল '৭৭

চার বছর আগেকার কথা মনে করিয়ে দিলেন... অসুস্থ, শুভানুধ্যায়ী। পায়োনীয়ার প্রেসের বন্ধু মোহাইমেন সাহেব দাওয়াত করেছিলেন ১৮৭৩ সনের সেপ্টেম্বর কী অক্টোবর মাস। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন শেখ-মন্ত্রীসভার তিন জন।

www.pathagar.com

মরহুম তাজউদ্দীন, আব্দুস সামাদ আজাদ এবং এক কুখ্যাত ছোকরা ব্যারিষ্টার—খাদ্য বিভাগ থেকে ডেপুটি মন্ত্রী হিসেবে যে লাখ-লাখ টাকা বধ করেছিল। আড্ডার সময় তাজউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে বসলামঃ দেশকে কোন পথে আপনারা নিয়ে যাবেন। জবাবে তিনি এক কার্টুনের কথা উল্লেখ করলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেরিয়েছিল। সম্মুখে কালো অন্ধকার জংগল। এক দল সিপাই মার্চ করে সেই পানে যাচ্ছে। এক পথিক জিজ্ঞেস করলে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? ওদিকে ত গভীর বন। "হিটলার জানে," সমস্বরে সৈন্যরা চিৎকার করে জবাব দিয়েছিল। তাজউদ্দীন সাহেবের এই রূপকের নানা অর্থ সেদিন হতে পারত। আজ মনে পড়ল, ওরা দু'জনে এক গাড়ীর আরোহী, বিদায়কালে আমি রসিকতা করে বললাম, "মুজিব হাফেজ" (মুজিব রক্ষা করুন)। দু'জনেই বেশ হেসে উঠেছিলেন। তখন শেখের উপর নির্ভর করত সবকিছু। হাসবেন না কেন?

৩০ এপ্রিল '৭৭

বাঙলাদেশ সম্পর্কে "আনন্দবাজার" পত্রিকার রিপোর্ট প্রায় বিভ্রান্তি উৎপাদনের জন্যে ছাড়া হয়। প্রায়ই এক অজ্ঞ ব্যক্তি লেখে, অথচ তিনি পণ্ডিত। বাঙলাদেশ মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। ওদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করো না। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার সেই উৎসে জলসিঞ্চনই প্রতিবেদকের আসল মতলব। খুব চালাকির সঙ্গে সত্যিকার রাজনৈতিক সম্পর্কগুলো মহাশয় এড়িয়ে যান। আন্তর্জাতিক পটভূমি ত এই সাংবাদিকের চোখে ঢোকেই না। জানি নে, আন্ত র্জাতিক তহবিলের শেয়ার হোল্ডার কি না এই ভদ্র সন্তান। কিছু গালগল্প ঢুকিয়ে মুচমুচে রিপোর্ট রচনায় সংবাদজীবীটি সিদ্ধহস্ত। আজ তার ব্যতিক্রম দেখলাম না।

গত দু'মাসে একটু ক্লান্তি এলে অবসরের ফাঁকেফাঁকে শেক্সপীয়ার পড়ে চার খানা ট্র্যাজেডি শেষ করলাম। প্রায় প্রবাদে পূর্ণ এই এক সাহিত্য সম্ভার পৃথিবীর অনন্য বলাই চলে। শিল্পীর মানস-কাঠামো স্পষ্ট ধরা যায়। কোন রচনাই Cerebral কি হৃদয়জাত (Head and heart এর আশ্চর্য্য সমন্বয়) অদ্ভুত ভাষায় তার আলোকতরঙ্গ বিস্ময়ের ঘূর্ণী স্রোত তুলে ছুটে চলে যায়।

১ মে '৭৭

এই মহান দিবসে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের মিছিল দেখলাম, ট্রামবাসে যাতায়াতকালে। সুকিয়া ষ্ট্রীটের মুখে দাঁড়িয়ে পড়লাম মিছিলের চরিত্র অধ্যয়নে। এক বিশেষ দল পরিচালিত অধিকাংশ মধ্যবিত্ত—বেশীর ভাগ মুখ যান্ত্রিকভাবে দীপ্ত, ব্রত-অনুপ্রাণিত নয়। কণ্ঠস্বর শ্লোগান দিতে হয় দিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক-আন্দোলন বহুধা বিভক্ত, শুধু বিভক্ত নয়, প্রফেটের সংখ্যা অনেক। ভাষ্য

www.pathagar.com

বদলে গেছে। দুঃখ হয়, শ্রমিকশ্রেণী থেকে আজও তেমন নেতা বেরুল না। মধ্যবিত্ত-জাত তথাকথিত declassedদের অধিকাংশ নেতাই বেঈমান। অতিদক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আঁতাৎ করে কোন রকমে ক্ষমতা-যাওয়ার লোভে উদগ্র-হন্যে। এক পার্টির গতিবিধি লক্ষ্য করছি। সুকিয়া স্ট্রীটের মিছিল দেখে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই।

বাঙলাদেশে সংবিধান থেকে "ধর্মনিরপেক্ষতা" তুলে দেওয়ার পর বর্তমান সরকার ধীরে ধীরে মুখোশ খুলছে। সংবাদপত্রে দেখলাম, নতুন প্রাইমারী পর্য্যায়ে পাঠ্যপুস্তক লেখানো হবে। জিয়া সাহেব নাকি অর্ডার দিয়েছেন, "মা" "বাবার" জায়গায় আম্মা আব্বা চালু করতে। পাকিস্তান হওয়ার পর এই একই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। যেন ১৯৪৭-এ ফিরে গেছি। বর্তমান শাসকেরা আগেকার পরিণাম সম্বন্ধে বোধ হয় কিছুই ভাবছে না। তার জন্যে যেহেতু মগজ প্রয়োজন। রসো, মিয়া সাহেবেরা। কত ধানে কত চাল হয়, ট্যার পাইবা।

সঞ্জীব-সমীপে। ওর ধারণা, বর্তমানে কোন রকমে দেশের সংহতি রক্ষা, কোন বিশেষ পার্টিকে প্রাধান্যে যেতে না দেওয়া কাজ দু'টি যে সম্পন্ন করতে পারবে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমঝোতায়—নেতৃত্ব তারই থাকবে। জিয়ার আন্ত র্জাতিক মুরুব্বীরা সেই চালেই ওকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে।

২ মে '৭৭

মাঝে মাঝে নাটক লেখার ইচ্ছে হয়। ভাল্‌গার বাস্তভাবাদের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপে নব্য নাট্য-আন্দোলন। তার বুনিয়াদ আগেকার মত সাহিত্যের উপর নয়। রুশ-পরিচালক মাইয়ারহোল্ডের বিখ্যাত বাণী, "Words in the theatre are only embellishments on the design of movement"। সেই ধারাপথে নানা শাখা প্রশাখা। লিখিত শব্দের জায়গা নিচ্ছে দৃশ্য, গতি, সঙ্গীত, চিৎকার, আর্তনাদ এবং আরো নানা ধরনের শব্দ—ফল Sound-effect. তাই বোধ হয়, ফরাসী অভিনেতা Coquelin ককেলঁ! বলছেন, "I am for nature and against naturalism" এই ভাবধারা রপ্ত করার জন্যে মঞ্চের সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত। কিছু হাতে-কলমে শেখা প্রয়োজন। নচেৎ নাটক লেখা যাবে না। পোলিশ নাট্য পরিচালক জার্জি গ্রোটোওস্কি JERJY GROTOWSKI নাকি চিৎকার ইত্যাদির সাহায্যে নাট্য-পরিবেশ তৈরী করেন। তার পরিচালিত নাটকে সংলাপ থাকে কম, আর যা থাকে তার পরিবেশনা প্রায় Cacophony পর্য্যায়ে পড়ে। কেউ কেউ থিয়েটারকে চার্চ বানিয়ে নেয়ঃ Ritual এর মত effect. এসব দেখার সুযোগ নেই। কলকাতা নান্দীকার, বাদল সরকার... স্বাভাবিকতাবাদ থেকে সরে এসেছেন। এদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারতাম। কিন্তু অন্য কাজ (হায়, বাঙলাদেশ!) এত বেশী

www.pathagar.com

যে তা সম্ভবই নয়। মর-জগতের সমস্যা আরো পঙ্গু করে দেয় সময় সময়। তবু রুদ্রপ্রসাদের (নান্দীকার) সঙ্গে আলাপ করে দেখব।

৩ মে '৭৭

আদর্শের কাল-ব্যাপ্তি বা Periodicity থাকে। তার পরও একই আদর্শ চালু থাকলে তা মেয়াদ-সীমার বাইরে চালু মেয়েদের মাসিকের মতই ক্ষতিকর হয়। আর্ট আসলে Catalyctic উপাদান সত্তার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। এবং তখন সমস্ত আবহ আর এক পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। আর্টের সংজ্ঞাপ্রদান তাই কঠিন। এ্যারিষ্টটল থেকে আর্থার কলিংউড পর্য্যন্ত সমস্ত নন্দনতাত্ত্বিকেরা কিছু সত্য নিয়েই কারবার করেছেন মাত্র। এ্যালজাব্‌রার "এক্স" ই থেকে যায় আর্ট তা যেকোন রূপ পরিগ্রহণে সম্ভব। যুগে যুগে তাই হয়। অন্ততঃ Form তার স্বাক্ষর বহন করে। যতই পুরাতন সম্পদ থাক, নিজস্ব যুগের সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি ছাড়া কোন যুগই পরিতৃপ্ত হয় না। "কালিদাস ত নামেই আছে, আমি আছি বেঁচে" একথা ব্যঙ্গ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই Perpetual Contemporay হওয়ার কথা বলেছেন, "এই বলে খ্যাত হোক। আমি তোমাদেরই লোক।"

৪ মে '৭৭

ঢাকা যাত্রী স্নেহাস্পদ... জনের হাতে কফি ও জ্যেষ্ঠজনের প্রিয় লপচু চা দিতে গিয়েছিলাম। পরে জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে। কমবয়সী হলেও পলিতকেশ এই মিষ্টভাষী জনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, তার বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ-পদ্ধতি-জাত বর্ণনা বড় আনন্দদায়ক। সময় স্বচ্ছন্দে কেটে যায়। নিছক আড্ডার পরিবেশে এমন মানসিক দীপ্তি খুব কম জায়গায় মেলে। সঞ্জীব অবিশ্যি ব্যতিক্রম।

৫ মে '৭৭

ইহলোকে স্থিরতার কিনারা বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না। দুঃসংবাদ পাওয়া গেল, মেঘালয় প্রভৃতি এলাকায় "কাদেরিয়া বাহিনীর" ছেলেদের নিরস্ত্রীকরণের পর সীমান্ত পেরিয়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে। আমাদের উপর তেমন আদেশ আসতে পারে। আমাদের প্রাণের পর আর তেমন কী মূল্য? কিন্তু সীমান্তের দেশপ্রেমের দহনদগ্ধ তরুণ তাজাবুকগুলো ত জিয়া সরকার বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেবে। ওদের কারো রেহাই নেই। ভারত সরকার এমন নির্দয় পন্থা নেবে? বিশ্বাস হয় না।... এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট আবেদন জানানো ছাড়া আর পথ কী? তাই অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের সঙ্গে (সিপয়েমের) জ্যোতি বসুর নিকটে গিয়েছিলাম আমরা কয়েক জন। তিনি রাত্রে দিল্লী যাবেন। আলিমদ্দিন স্ট্রীটে

www.pathagar.com

ঢুকলাম। পূর্বে তালতলায় থাকতে প্রায় যাতায়াত ছিল। এখানে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনমামলার শ্রীগণেশ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ। উত্তর-সত্তর বয়সে কী শালপ্রাংশু দেহ! পলিত কেশ কিন্তু চোখ দু'টি সতেজ। বার্ধক্যের ছাপ অন্তত অবয়বে নেই। পার্টির মিটিং ছেড়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতে উঠে এসেছেন জ্যোতি বাবু। নরম চেহরা। দেখে মনে হয়, কোন বর্ষীয়ান অধ্যাপক। প্রশান্তির স্পর্শ মুখের আদলে। মনেই হয় না, রাজনৈতিক দলের প্রধান। দশ মিনিট কথা বলার পর ব্যাপারটা আমাদের লিখে দিতে বললেন। রণেশদা সাংবাদিক, অতএব তাৎক্ষণিক মুনশী। জ্যোতি বাবু মিটিঙে চলে গেলেন। পটভূমি-পরিবর্তনের অভিঘাত আরো কীভাবে অনুভূত হয়, কে জানে। ফেরার পথে মনে হোলো, এখানে কয়েক জন পরিবার নিয়ে আছে। (যেমন যশোরের স্নেহাস্পদ এম.পি. রওশন আলী ছেলেমেয়ে বোধ হয় পাঁচজন) তাদের দুর্দশার কথা ত অকল্পনীয়। এত প্রাণ বলি দেবে ভারত সরকার রাজনৈতিক সুবিধে আদায়ের জন্য? রাশেদ খান মেনন, আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং কর্নেল আকবর এসেছে আমাদের উচ্ছেদের সুপারিশ করতে। জ্যোতি বাবুর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের কাহিনী শোনা গেল।

বিকেলে সঞ্জীবসহ জওয়াদ করিমের বাসায়। সংকট সম্পর্কে আলোচনা।

৬ মে '৭৭

অমুক খানের মত দালাল বদ্‌মাস সম্পর্কে একটা বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। বিমাতার ছায়ায় মানুষ। পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত। ফলে, দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষ্ট। তখন অনেকের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করত। কিন্তু জাতে উঠার জন্যে যৌবনে তৎপর। সাফল্য শেষে যে তার অতীত চাপা দিতে বদ্ধপরিকর। ফলে, যা কিছু মানবিক দয়া মায়া, মমতা মানুষে-মানুষে নৈকট্যে—সব কিছুর প্রতি তার ঘৃণা। কারণ, এই সবের সঙ্গে তার অতীত জড়িত। পুরাতন অনুষঙ্গ ছিঁড়তে না পারলে অতীত কে গোর দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিশ্লেষণ-পথে একটা উপন্যাস রচনা করা যায়।

ঐ দুপুর। বিকেল।। সঞ্জীব এসেছিল। চা তৈরী করা গেল। হীটার থাকার ফলে কোন অসুবিধে নেই। রান্না লেখার বড় ঝোঁক। পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়াও খরচার দিক থেকে বেশ রেহাই পাওয়া যেত। কথায় কথায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রসঙ্গ উঠল। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা প্রায়-নমশূদ্র হয়ে গেছে। কোন 'জাগরণ' নেই। মধ্যযুগীয়তাই সান্ত্বনাকেন্দ্র। সঞ্জীব বললে, মৌলানাকে Nucleus করে এখানে কোন আন্দোলন গড়লে মুসলমানদের চৈতন্যে কিছু নড়চড় শুরু হতে পারত। তেমন কেউ এগিয়ে এলে, বড় ভাল হোতো। যুক্তিবাদী ঢেউ আনতে না পারলে বর্তমান গুহা থেকে মুক্তির কোন পথ নেই। সীমান্তের তরুণদের ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন। সঞ্জীবসহ অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের বাড়ী গেলাম দু'জনে।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন না। হতাশ। বালিগঞ্জে জওয়াদ করিমের বাসায়। সেখানেও হতাশা। ফেরার পথে সাক্ষাৎ। আবার তার ডেরায় কিছু বিশ্রাম নেওয়া গেল বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনায়। বক্ষভার নামানো বিশ্রাম বৈকি।

৭ মে '৭৭

আবহাওয়া দুর্য্যোগপূর্ণ। বৃষ্টি মেঘ ইত্যাদি। জাঁনেসারের চিঠি পেলাম, সঙ্গে গৃহিণীর বার্তা গাঁথা। গত ২১ এপ্রিল ঢাকায় দুপুরে খবর গেছে, আমি ইহলোকে নেই। ওসমান মারা গেছে আট দিন আগে। পরবর্তী পর্য্যায়, বাড়ীতে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের জনতা... কান্নাকাটি ইত্যাদি। পরে ওরা খোঁজ পায়, সবলসিংহপুরের ওসমান-নামধারী এক ব্যক্তি ১৩ এপ্রিল মারা গেছেন। রক্ষা, খবরটা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পেয়েছিল। নচেৎ দফ্ফানি আরো বাড়ত। এমন কাণ্ডও ঘটে? মৃত্যুর পর কোন যন্ত্রণা নেই। এমন প্রমাণ থাকলেও মরার চেষ্টা করা যেত। তা যখন নেই, বেঁচেই যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়ে দেখা উচিত দুঃখের স্বরূপ। মরার কথা লোকে দুঃখে ডুবে খামখা ভাবে।

বিকেল ঃ হেঁটে লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ী। টেলিভিশন কিনেছে ওরা। একটা বাজে ছবি দেখার সঙ্গে বই পড়া গেল বৃষ্টিতে আটকে পড়ার দরুন।... কাল রফিক, লুসি সবলসিংহপুর যাবে এক মাসের জন্যে। ফাঁকা বাড়ী। একদম নিরুদ্বেগ থাকা যাবে না।

৮ মে '৭৭

গতরাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। বাশারতের পিতা বদরুদ্দীন মামা হেঁটে এলেন। ওঁর চেহরা ছিল পাহাড় প্রমাণ। হৃষ্টপুষ্ট এবং দীর্ঘাঙ্গ। ফর্সা চেহারা। হেঁটে এসে বললেন, "প্রফেসার, পেটে ফিক ব্যথা ধরলে Roxtox (হোমিওপ্যাথিক ওষুধ) ব্যবহার করবে।" ঔষধের নাম রক্স্টক্স Roxtox। তারপর তিনি নিঃস্পন্দ হয়ে গেলেন। দেহে অদ্ভুত আভাময় দীপ্ত। আমার মার শব্দ শুনলাম, "ওঁর আর কিছু করার নেই। দুএক মিনিটে শেষ হয়ে যাবে।" তারপর ঘুম ভেঙে গেল। কোন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করতে হবে ঐ নামে কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে কিনা।

সকালে প্রণবদের বাড়ী। এক কপি "নেকড়ে অবণ্য" যোগাড়ে। প্রণব বাড়ী ছিল না। ঝুমুর কাছে শুনলাম, ডক্টর নীহার রায় মে মাসের শেষে কলকাতা আসবেন। পুনর্মুদ্রণের জন্যে দরকার ঐ বইখানা। ওদের বাড়ীতে নেই (যদিও ঢাকায় প্রণবকে এক কপি দিয়েছিলাম)। রফিক-লুসি সকালে চলে গেছে। আবার দুপুরে আহার সমস্যা। লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ী গিয়ে সুট্কী খেয়ে এলাম। কর্তা চাটগাঁ থেকে এনেছিলেন।

www.pathagar.com

বাঙলাদেশের ব্যাপারে ভারত সরকার একটা বোঝাপড়ায় এসেছেন। আনন্দবাজারে তা স্পষ্ট। বর্ডারের তরুণদের কী হবে, তার উল্লেখ নেই। সে খবরই এখন উৎকণ্ঠার ব্যাপার। শুধু নেতাদের আশ্রয় দিলেই সমস্যা মিটে যাবে না। আরো বহু প্রাণ আছে এক সঙ্গে জড়িয়ে।

৯ মে '৭৭

গৃহিণীর দুর্দশার পুরো খবর পাওয়া গেল। কাল আবারও তুলসী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ঘটনাটা হেসেহেসে বলেছিলাম, বৃদ্ধজনের জন্যে বৃদ্ধার প্রেম বেমানান বৈকি। কিন্তু বেচারা বৃদ্ধা! খবরের প্রবাহ ঠিক এইভাবে ধায়ঃ পুঁটি স্নান করছিল গোসল খানায়। বাড়ীর টেলিফোন সম্বোধন-তৎপর। আমাদের পুরাতন পরিচারিকা সামাদের মাকে টেলিফোন ধরতে নির্দেশ দিলে। কিন্তু আহবানকারী জরুরী দরকারে গৃহিণীর উপস্থিতি প্রার্থী। কোন রকমে বেরিয়ে এসে টেলিফোন ধরার পর ওদিক থেকে আওয়াজ ভেসে এলোঃ ওসমান চাচার খবর পেয়েছেন? সামাদের মাকে খবর দেওয়ার পর গৃহিণী অজ্ঞান। আহা, বেচারা! ঊনচল্লিশ বছর আমার সঙ্গে আছে। জীবনে স্বস্তি পেলে না।

তিনটের সময় মিটিং ছিল। এক সঙ্গে প্রায় দেড় শ' তরতাজা বিদ্রোহী যুবককে পেলাম এক সঙ্গে। সকলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মুজিব-হত্যার প্রতিশোধ নিতে। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির পরিস্থিতি ও বাঙলাদেশের পটভূমিকায় কর্তব্য স্থির করাই আজকের সভার উদ্দেশ্য। কয়েক জন যুবকের বক্তৃতার তাপ আমাকেও স্পর্শ করে গেল। এরাই ভবিষ্যতের আশা। কিন্তু নির্বাসিত, এমপিদের মধ্যে কিছু মতবিরোধ ঘটেছে জেনে বড় কষ্ট পেলাম। দশ বাঁও জলের মধ্যে থেকেও এদের মূর্খতা গেল না। মাটীর ঠিক নেই। অথচ ওদের কাইজ্যা ঠিক আছে। সঞ্জীব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলে। স্বর্গীয় ধীরেন দত্তের সন্তান! পিতার জীবিকাগত দক্ষতাও (উনি উকীল ছিলেন) এখানে অর্শেছে। ভেতরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বাইরের সংগ্রাম—দু'য়ের সাযুজ্য সাধন করা উচিত। সঞ্জীব সংক্ষেপে বললে। পরে আমরা পার্ক সার্কাসের পার্কে এসে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। মনমোহন ঘোষের ইংরেজী কাব্যসংকলন আমি সঞ্জীবকে দিয়ে আসি। তারই উপর প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। বিদেশীরা Oriental মনের খোঁজ পান ঘোষ সাহেবের কবিতায়। সঞ্জীব স্বীকার করে না। Object-প্রকৃতির কাছে নতিস্বীকার নাকি প্রাচ্য মনের পরিচয়। তাহলে ওমর খৈয়াম কোথায় পড়বে? গেটের EAST WEST DIWAN। আবার পড়ে দেখা উচিত। রাজনীতির আবহাওয়া থেকে আমরা প্রায় ফাঁকা পার্কে অনেকক্ষণ কাব্যের জগতে সাঁতার কাটলাম।

www.pathagar.com

১০ মে '৭৭

আমার কাছে একটা ঐতিহাসিক দিবস। ৬১ বছর বয়সে আজ প্রথম ভাত রান্না করলাম। ভেবেছিলাম, গিলো হয়ে যেতে পারে। আশ্চর্য্য, পানির মাপ ঠিক দিয়েছিলাম। ফেনা গালার সময় কিছু ভাত পড়ে গেল। নবিশীর প্রথম চেষ্টা। ডিম আলু ভাতেই ছিল। একটা পাকা আম কিনে এনেছিলাম। হোটেলে পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন, পকেটের প্রশ্ন। এবার তাই ঠিক করেছি নিজেই রান্না করব। আজ ঘড়ি ধরে দেখলামঃ রান্না আহার এবং এঁটো বাসন পেয়ালা মাজা সব নিয়ে দেড় ঘণ্টা গেল। চব্বিশ ঘণ্টার এটুকু অপচয় তেমন কোন অসুবিধা ঘটাবে না। ভাত চাপিয়ে কুড়ি মিনিট শেক্সপীয়ার পড়েছি। সুতরাং এক ঘণ্টা দশ মিনিট অপচয়। বালক ভৃত্যের উপর নির্ভরশীল অমানুষিক পরিবেশের কালো দাগ থেকে মুক্তি পাওয়া অন্ততঃ যাবে। শরীর একদম অকেজো না হওয়া পর্য্যন্ত আমি স্বপাকে খাব, স্থির করেছি।

সন্ধ্যায় হেদুয়া। এশিয়া পাবলিশিং হাউস। শিল্পী সুবোধ রায়, আশা প্রকাশনীর সুধীর বাবু প্রমুখদের উপস্থিতি। কার্তিক ঘোষ সন্দেশ খাওয়ালেন।

১১ মে '৭৭

Phenomena. বস্তু, ঘটনা, মানুষ যাই হোক, সব ক্ষেত্রে Essence (মূলধারা) খুঁজে বের করা উচিত। তাহলেই শুধু তার বৈশিষ্ট্য নয়, সমস্ত অবয়বও চোখে ঠিকমত ধরা পড়বে। ভাসাভাসা Appearence reality যে তাও ধরা পড়বে। উদাহরণ, বঙ্গবন্ধু মুজিবের প্রশাসনে অনেক দুর্বলতা ছিল। তাঁর আশেপাশে অনেক দুর্জনের বেষ্টনী ছিল। তাই দেখে মুজিবকে অনেকে দুর্জনই ঠাউরেছে। অথচ তার ঐতিহাসিক ভূমিকা বা মুজিবহীন ভবিষ্যতের কথা কেউ তলিয়ে দেখেনি। এখন স্বৈরাচারী মিলিটারীদের রাজত্ব কী ফেরেস্তাদের শয়নকক্ষ কী সততার আড়ৎ হতে থাকবে? পরিবেশের চরিত্র মুলাধার-প্রসূত। সেখানে যেতে না পারলে কিছুই দেখা হোলো না। তখন তুমি, অন্ধ। তোমার পদক্ষেপ অন্ধ-সদৃশই হবে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তথা অন্যান্য ক্ষেত্রে।

হঠাৎ এক অনুজ বন্ধু বাবলু–কামালুজ্জামান ইংলন্ড থেকে এসে হাজির। চৌদ্দ বছর পরে দেখা। পার্ক সার্কাস পার্কে গিয়ে বসলাম চা পানের পর। ওর মুখে শোনা গেল, ইংল্যান্ডে এখন প্রায় এক লাখ বাঙলাদেশী বাঙালী আছে। তিন চার দলে বিভক্ত। জাতীয়তাবাদী দলের প্রচার-যন্ত্র আছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় কম। মাওপন্থী আছে সামান্য। দলে ভারী, মধ্যপন্থী যারা আন্তর্জাতিক দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধী। প্রবাসীদের negative বাতাসে ভাসা স্বাভাবিক। Liesure-class-এর এই লিব্যারালিজম মজ্জাগত। কিছু ব্যক্তিরও খোঁজ পেলাম। আশান্বিত হওয়ার মত কিছু নেই।

www.pathagar.com

আজ বিকেলে আওয়ামী লীগের মিটিং ছিল। নির্বাসিত সংসদ সদস্য অর্থাৎ এম.পি. মহোদয়েরা দু'টুকরো হয়ে গেছেন। একদল এই মিটিংএ আসেননি। বিরোধের সূত্রঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে Mark-time করো, কোন Action এর সিদ্ধান্ত আত্মহত্যাকর। ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা হলে ওদের ভাষ্য শোনা যেত। দুর্বিপাকেও ওদের দলীয় মনোবৃত্তি যায়নি। বিদেশে আত্মমর্য্যাদা খোয়ালে তার পরিণতি কী, ভদ্রমহোদয়েরা ওয়াকিবহাল নয়। কর্মী জওয়ানেরা বেশ সজীব, তারা কাজে নামতে পা বাড়িয়ে আছে। এটাই আশার কথা।

১২ মে '৭৭

বেশ হাসলাম এক চোট। এক টাকা ষাট পয়সা (ভারতীয় মুদ্রায়) ঠকে গেলাম। তারই ক্ষেদ-পর্বকাল। সারা জীবন গচ্চা দিয়েও প্রতারিত হওয়ার দুঃখ। বৃষ্টির মধ্যে শিয়ালদহ গিয়েছিলাম, দেশত্যাগের কুড়িটি (২০) বাঙলাদেশী টাকা বদল করতে। রাস্তার ধারে বিনিময়কারীরা হাতের পয়সা বাজিয়ে তাদের অস্তিত্ব জানান দেয়। সামনে এক ব্যাংকার পড়ল। সে বললে, ৪৮, রেট। আমার কাছে, কুড়ি টাকা আছে, সুতরাং ন' টাকা ষাট পয়সা পাব। সে আমাকে আট টাকা দিলে। আর কোথা? 'খুচরো অই চল্লিশের বেশী দেওয়া হয় না।' আমি ভাবলাম তাই হবে। পরে অন্য পথচারী ব্যাংকারের কাছে দর যাচাই করলাম। সে বললে, খুচরা ওই হিসেবে যা হয়। আর দু-এক ব্যাংকারের তাই মত। অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা ১/৬০ পয়সা ঠকে গেছি। অস্বোয়াস্তি লাগল। রেশ কাটতে তখনই নিজের মনে হাসতে লাগলাম। এবার বোধহয়, লক্ষ্মী-প্রেমিক হতে চলেছি। নচেৎ হিসেবের ধাক্কা কেন পেয়ে বসল?

সারা বিকেল কাজকর্ম। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। বৃষ্টি ছিল না। রুটিন পদচালনা শেষে জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে। মিতভাষী জন। রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি বেশ উপলব্ধি করেন এবং বোঝেন নিজেদের দুর্বলতা। ওঁর এই দ্বৈত-চেতনাই আশান্বিত করে, ভারতে এরাই একমাত্র আশা ভবিষ্যত রচনার সাধনায়। পরে শিশির গুপ্ত যোগ দিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রদ্ধেয় মানুষ। বহু বছর নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে খাড়া আছেন। ওঁর কল্যাণে এক কাপ চা পাওয়া গেল ঠাণ্ডা সন্ধ্যায়। রণেশদা আজও বিবাগী। তবু দেখা পাওয়া গেল। বাঙলাদেশের নতুন রাজার বেতার কথা শুনে এসেছেন। কর্কশ কণ্ঠস্বর, আর তদ্রূপ ভাষণের বিষয়বস্তু। সাধারণ সিপাই। ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে মগ্‌ডালে চড়ে গেছে। তার কাছ থেকে কী আশা করা যাবে? বাঙলাদেশে সাইক্লোনের আশংকা আছে, রণেশদা বেতারে শুনে এসেছেন। মানুষ যত মারে, প্রকৃতি ততই নির্দয়। দুর্ভাগা বাঙালী। বাইরে বেশ দুর্য্যোগ। তাড়াতাড়ি বাসা ফিরলাম। দিল্লী থেকে সুব্রত চিঠি দিয়েছে।

www.pathagar.com

ঝড়, বাতাস, বৃষ্টি।

বিরহ-জর্জর রাত্রি। কতো মুখ বিশ মাস দেখিনি। এক এক করে কাছে ছুটে এলো।

১৩ মে '৭৭

সারাদিন ঘরে লেখাপড়া। ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান মোড় কোন সড়কে নিয়ে যাবে? স্থানীয় পত্রিকা দেখলাম। সেই ফাঁকে রান্না। কালে কালে বিশারদ হয়ে যাব। লবণ, তেল, অনুপাতমত দিতে শিখেছি। সুব্রতকে পত্র অর্ধসমাপ্ত রইল। কাল সুবোধ মিত্র মশায়ের নেমন্তন্ন রাখতে বনগাঁ যেতে হবে। এই এক বাক্যি-রক্ষা, না গিয়ে উপায় নেই। সঞ্জীব সঙ্গে যাওয়ার কথা। তার দেখাই পেলাম না। একা যেতে হবে। সন্ধ্যায় রমেনদা সন্নিধানে। ৭৭ বছরের তরুণ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এলেন। ওদের জমাট আলাপ ছেড়ে পথে। কাল সকালে উঠতে হবে। রাস্তায় রণেশদা ও জ্যোতি বাবুর ডেরায় ঢুঁ মারলাম। শরীরে কোন ক্লান্তি নেই। বা সহজে আসে না। এবার ডুব দিতে হবে। রান্না ঘাড়ে চেপেছে। তা ধরে নিয়েই কাজে এগোনো ছাড়া উপায় নেই।... জয় বাংলা...।

১৪ মে '৭৭

সকালে শেয়ালদ ষ্টেশনে। বনগাঁ অভিমুখী। বামনগাছি থেকে গোটা পথ দু'পাশে গাছপালা, মাঝে মাঝে বেবহা মাঠ, দীন পল্লীর প্রসার এবং অতিপরিচিত বাঁশবন প্রভৃতির সমারোহ। বেশ বর্দ্ধিত মনে হয় অন্যান্য এলাকার তুলনায়। বহুদিন শহরের বাইরে যাইনি। উন্মুক্ততা এক রকমের প্রশান্তি টেনে আনে এবং স্মৃতির পঙ্গপাল। সবলসিংহপুর, মা-মৃত বোনেরা কতো আত্মীয় স্বজন এবং তদঙ্কিত ছোটখাট ঘটনা। যশোর রোডের শিশু বৃক্ষের ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ ছাতা বহুদিন পরে আবার দেখলাম। মসলন্দপুরে সহপাঠী আশীষ ভট্টাচার্য্যর কথা মনে পড়ল। একদিন আসা দরকার। ওর আমন্ত্রণ দেড় বছরেও রক্ষা করতে পারিনি। হৃদয়পুর চাঁদপাড়া রোমান্টিক নামগুলো আবার দেখলাম। বারাসাতে সহপাঠী আমজাদ, তার মৃত অনুজ আসাদ... বহুজন, বহু মুখ। সুবোধ মিত্র বনগাঁয় এক কামরা ঘর ভাড়া নিয়ে আছেন। বাবা এখানে পোষ্টমাষ্টার ছিলেন বৃটিশ আমলে, লেখাপড়া এখানে, ভায়েরা পুনর্বাসিত বনগাঁয়। স্থান মাহাত্ম্যেই রিফিউজী-জীবনের ডেরা এইখানে। বাঙলাদেশের রাজনীতির রূপরেখা এখনই স্থির করা উচিত। সেই বাবদই প্রায় সকল আলোচনা অনেকক্ষণ চলে। পরে আহার। মিত্তির মশাই আমার মতই পরিবারচ্যুত রিফিউজী। কিন্তু আহারের আড়ম্বর কম করেননি। আমাকে বেশ স্নেহজ ভর্ৎসনায় নামতে হোলো। যথারীতি বরাদ্দ ঘুম। বিকেলে মেঘলা আকাশ মাথায় শেয়ালদহ

www.pathagar.com

অভিমুখী। আবার স্মৃতির নিপীড়ন। অন্তর্মুখী এসব চিন্তা থেকে কবে রেহাই পাব?

১৫ মে '৭৭

রণেশদা ফলতা গিয়েছেন। হয়ত আজ ফিরবেন না। শিশির গুপ্ত চা খাওয়ালেন। আজীবন সমাজব্রতী। শীর্ণ কায়ার ভেতর মমতাবাহী শিরাগুলো নিশ্চয় শীর্ণ নয়। মজা, জ্যোতি দাশগুপ্ত আজ গেছেন বনগাঁয়। বাঙলাদেশের কোন খবর পাওয়া গেল না। দুপুরে লক্ষ্মী বিলাসের অন্নপূর্ণা মূর্তির ছায়ায় আহার করা গেল। পঞ্চব্যঞ্জন না হলে তিনি অতিথিসৎকারে আনন্দ পান না। বিকেলে হাঁটলাম এক ঘণ্টা। সন্ধ্যায় বৃষ্টি। বারান্দায় রান্না। অনেক অপেক্ষার ভেতর সুব্রতকে পত্র লেখা গেল এবং গ্রামশ্চির (gramci) Prison note books থেকে কিছু পড়লাম। ঘুমোতে গিয়ে দেখলাম, ঘড়িতে ১২টা ৫ মিনিট। আর একদিন শুরু হয়ে গেছে।

১৬ মে '৭৭

Gramsci-পাঠ। দুপুরে রান্না। বিকেলে সঞ্জীবের নতুন বাসায়। পরে কফি হাউসে রাত্রি নটা পর্য্যন্ত। ফেরার সময় অমরশঙ্কর গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সুদর্শন এই অধ্যাপক অগিল্‌ভী হোষ্টেলে আত্মগোপনের সময় বড় সহৃদয় ছিলেন। স্বাতী বৌমার (ওর স্ত্রী) মাঝে মাঝে মিষ্টি আহার্য্য পরিবেশন, মনে থাকবে বৈকি। ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। আরো এলেন গাল্লিক সৌরী ঘটক সঙ্গে প্রসূন বসু। ট্রাম-বাসের অপেক্ষায় অস্থির। প্রসূন বসু ট্যাক্সিযোগে সৌরী বাবু ও আমাকে বেকবাগান পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

১৭ মে '৭৭

বহু কাঠামো বিশিষ্ট (Multi-structural) সমাজে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আদৌ সহজ নয়। বাঙলাদেশের বর্তমান অবস্থায় কী করা উচিত? বিশাল কৃষক সম্প্রদায় ফিউডাল নানা মোহে আবদ্ধ। শ্রমিকশ্রেণী নেই বলাই বিধেয়। মধ্যবিত্ত, ছোট পুঁজিপতি ইত্যাদি সবই দুর্বল শ্রেণী হিসেবে। সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের অভাব। এমন পর্য্যায়ে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ না করলে, হয়ত আরো সর্বনাশের পথে এগিয়ে যেতে হবে। মিলিটারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ-ই আপাততঃ পুঁজি করে জনমত সৃষ্টির পথে সামাজিক অর্থনৈতিক রূপরেখার নতুন নক্‌শা তৈরী হবে–পরিস্থিতি যেমন দাঁড়ায়। শ্রেণী-সংগ্রামের পথে এখন এগোলে, প্রতিক্রিয়ার বনিয়াদ নড়ানোই যাবে না। আলাপ করে দেখব অন্যান্য সতীর্থরা কী ভাবছে?

লায়লীর জন্যে চিঠি। এক মহিলা মারফৎ পাঠালাম। অপুর জন্যে মালরোর Man's estate বই খানা দিলাম। ওখানে কোন ভাল বই পাওয়া যায় না। উপরের

www.pathagar.com

টাইটেলে। পুরাতন বইয়ের দোকানে মাত্র ৫ টাকায় পেলাম। নতুন পেপারব্যাকে ১৯ টাকা।

রণেশ দাশগুপ্ত, জ্যোতি দাশগুপ্ত, শিশির গুপ্তদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। জাঁনেসারের চিঠি এবং প্রতিক্রিয়া। দুপুরে রান্না। বিকেল রাস্তায় এক ঘণ্টা। সারা সন্ধ্যা পঠনে কেটে গেল।

১৮ মে '৭৭

বহুবিধ সংযম ছাড়া বর্তমান সংগ্রামে টিকে থাকতে পারব না। শরীরের আয়েসী প্রবণতা আরো কাটিয়ে উঠতে হবে। হয়ত বহু বছর আরো কাটবে এই কলকাতা শহরে।

খতীব দিল্লী থেকে লিখেছে, নিজের নিঃসঙ্গতার কথা। এই এক বন্ধু পেয়েছিলাম জীবনে। মারাঠী উর্দুই জানে না। যা জানে তা হচ্ছে ইংরেজী। কিন্তু মনের দিক থেকে কী ঐশ্বর্যময় এই বিশ্বনাগরিক। নির্বাসন জীবনে ওকে পেলে অনেক যন্ত্রণা এমনি ঘুচে যেত।

সঞ্জীবের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা। দুঃখিনী বাঙলাদেশ আমাদের কাছ ছাড়ে না। অল্পক্ষণের সাক্ষাৎ। কিন্তু বাঙলাদেশ...এসেই পড়ল। এখন ভাবি, নির্বাসিতদের মানসিক নক্‌শা এমনই হয়ত হয়ে থাকে। স্বদেশই সদাসর্বদা আবহ। বিকেলে এক ঘণ্টা হাঁটলাম। Methodologyর প্রশ্নে মন হোলো, দিগন্ত এবং পথ—এই দুয়ের সম্পর্ক বিষয়ে চেতনাই Methodology.

১৯ মে '৭৭

ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ঘূর্ণীপাকে হাবুডুবু খেলে দৃষ্টির প্রসার থেমে যায়। আবেষ্টনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনকে মিলিয়ে দেখার অভ্যেস হয়ে যাওয়া উচিত। তখন দুঃখ অন্ততঃ আর তেমন যন্ত্রণা দিতে পারে না। কর্তব্যের পথে আত্মচিন্তা সব চেয়ে বড় বাধা।... আজ থেকে কথাগুলো মনে রাখব। প্রায়ই ভুলে যাই। নচেৎ মন সতেজ রাখতে পারব না। সেখানে দুর্বলতা ভবিষ্যতের সর্বনাশ বা অধঃপতন দুই হতে পারে। সন্ধ্যায় দুই দাশগুপ্ত সান্নিধ্যে। জ্যোতি এবং রণেশ।

২০ মে '৭৭

খিদিরপুর। স্নেহাস্পদ জালালের কাছে খবর পাওয়া গেল, গ্রামে আমার ছোট চাচি সাহেবা ইন্তেকাল করেছেন। আহা! ছেলে বেলা থেকে কতো স্মৃতি ওর সঙ্গে জড়িত। অতীতেই মনের বিচরণ আর শেষ হয় না। চাচি আবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যেন তার লাশ নতীবপুরে (ওর বাপের বাড়ী, আমাদের গ্রামের পূর্বউত্তর কোণে মাইল পাঁচ দূরে) দাফন করা হয়, বাবার কবরের পাশে। নির্দেশ

www.pathagar.com

প্রতিপালিত।

পেয়ারার সঙ্গে ওদের বাসায়। জাকারিয়ার চোখে অপারেশান হয়েছে। ওকে দেখতে গেলাম। বন্ধু আনোয়ারের বিধবা স্ত্রীও কলকাতায় চিকিৎসার জন্য এসেছে। আবার নিপীড়ন। রবি গুহ ও মিসেস গুহ সমীপে। বাড়ী মেরামতের কাজে ব্যস্ত। অগোছালো অরণ্যে না বসে অধ্যাপক অনিল দাশশর্মার বাড়ীতে রবি গুহ সহ কালক্ষেপ।

ষ্টেটস্‌ম্যান অফিসে মানস ঘোষের অতিথি রূপে দুপুরে আহার।

সন্ধ্যায় যথারীতি হেঁটে আসার পর শ্রীঅরবিন্দের the life Devine পড়তে বসলাম। কতগুলো সনাতনী জিনিস ধরে নিয়েই শ্রীঅরবিন্দ এই মহাভারত ফেঁদেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান বা Absolute এর জ্ঞানই চরম সিদ্ধ, নচেৎ সবই অবিদ্যা। এই Speculation প্রাচীন। কোন যুক্তিনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জের মুখে এমন ধ্যানধারণার ভিৎ আস্ত থাকতে অক্ষম। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ব্রহ্ম আছে কী করে জানলে? তার জবাব, শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসে লুপ্ত। শ্রী অরবিন্দের প্রাচীন Metaphysical nonsense মার্কা ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর চেষ্টা আমার কাছে হাস্যাস্পদ ঠেকে। তবুও পড়ে দেখছি। একদা কর্মযোগী ছিলেন, শেষে হটযোগী। আলিপুর বোমা মামলার আসামীর এই পরিণতি করুণ বৈকি। Rationalism যেন এদেশী ঐতিহ্যে নেই। নচেৎ অরবিন্দ Ackroyd ঘোষ (বিলাতের স্কুল ইং-নামসহ ভর্তি হন) য়ুরোপের বুকে কৈশোর-যৌবন কাটিয়ে শেষে অযৌক্তিতার গর্তে ঢুকবেন কেন? কতো রকমের বুজ্‌রুকী শুদ্ধ তিনি দেখিয়ে গেছেন জীবদ্দশায়। ফুলের সাহায্যে রোগ-নিরাময় ইত্যাদি-ইত্যাদি। God, send us no saviour (D.H.Lourence).

২১ মে '৭৭

বাঙলাদেশের প্রাক্তন মাননীয় সংসদ-সদস্য (M.P.) দের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল। অবাক লাগে বিদেশ এঁদের আচরণ দেখে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি সমাজের গতি সম্পর্কে অজ্ঞ গ্রাম্যতা-বোঝাই জনাবেরা হঠাৎ এমন সব কাজ করে বসেন। ভারতীয়দের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। এঁদের বিরোধের আপোষকল্পে অধ্যাপক আবু সয়ীদ সমীপে সঞ্জীবসহ। Bone of Contention কী জানা গেল। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির খোঁজ পেলাম। জিয়া বঙ্গবীরের (কাদের সিদ্দিকী) সঙ্গে আপোষপ্রার্থী। দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক নেতারা হিজড়ের মত। বাঙলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ-"দুষ্কৃতিকারীদের" বিরুদ্ধে কার্যনির্বাহক কমিটিতে পর্য্যন্ত প্রস্তাব পাশ করে। বিশাল জনগণ এবং বিহ্বল বিভ্রান্ত এবং নিঃসাড়। কাদের সিদ্দিকীসহ একমাত্র সশস্ত্র প্রতিবাদ। সুতরাং ওকে Neutralize করে ফেলতে পারলেই গদী নিরঙ্কুশ। কাদের শর্ত দিয়েছে। প্রথম

www.pathagar.com

দু'টি (১) বঙ্গবন্ধু জাতির জনক (২) বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হবে–এই দুই ঘোষণা প্রথমে করার পর অন্যান্য শর্তের আলোচনা। জিয়ার পক্ষে এসব ঘোষণা করা সম্ভব নয়। প্রথম ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ তার বিরুদ্ধে যাবে। দ্বিতীয় ঘোষণার পরিণতি আরো ভয়াবহ। কয়েকদিন আগেই বঙ্গবন্ধু হত্যার চারজন জল্লাদকে যখন জিয়া আর্মির অন্তর্ভুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে এনেছেন।

মরহুম ভাইস প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলামের একান্ত সচিব (বঙ্গবন্ধুর প্রাক্তন সিকিউরিটি অফিসার) করিম সাহেবের সঙ্গে এক ছাত্রের সাক্ষাত আমন্ত্রণ লেক টাউন। শ্যামবাজার মোড়ে সঞ্জীব নেমে গেল। আজিজ বাগ্‌মারের সাদর অভ্যর্থনা। বসু-মশায়ের আতিথেয়তা। দুপুরের ঘুম। বিকেলে তিন জনে ইসপ্ল্যানেডে এক রেস্তোরাঁয়। প্রাক্তন ছাত্র নুরুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঢাকা থেকে সম্প্রতি এসেছে। ঠিকানা দিয়ে গেল। সারাদিনের ক্লান্তি। ন'টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

২২ মে '৭৭

প্রাক্তন ছাত্র নুরুল আলম যে ঠিকানা দিয়েছিল, দেখা গেল সেটা মিজোরামের গেষ্ট হাউস। আলম নামে কেউ নেই। আধ ঘণ্টা পণ্ডশ্রম।

২৪/বি... কোন বাড়ী পেলাম না। বসুধা চক্রবর্তী সমীপে। বহুদিন ওদিকে যাইনি। পত্র দিয়েছেন সাক্ষাতের জন্য। ইন্দু দি'র তালের বড়া খাওয়া গেল। ফণী বাবু নার্সিং হোমে। চোখ অপারেশন হয়েছে। বসুধা বাবু বাড়ী ছিলেন না, পরে এলেন। আবু জাফর শামসুদ্দীনের পত্রে মদীয় "মৃত্যুসংবাদ" আছে।

কে যে ঢাকায় এসব গুজব ছড়াল? দুপুরে অর্চনা চৌধুরীদের বাড়ী। এক আত্মীয় দু'দিন আগে মারা গেছেন। বয়স মাত্র ৩৭/৩৮। নিরানন্দ গৃহ। এমন দিনে এসে অনুতপ্ত। অর্চনা বোন বাড়ীতে নেই। মাসী দোলাই আহারের ভার নিলে। তিনটের সময় ডেরায় ফিরে এলাম।

'যুগান্তর' পত্রিকায় সংবাদ ঃ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নতুন কিছু নয়। চীন কর্তৃক তিব্বত গ্রাসের পর এখানে বহু পলাতক জুটেছিল। ১৯৬৯ সনে দালাই লামা শুধু নয়, বহু বিদ্রোহী সৈন্য পর্য্যন্ত ভারতে চলে আসে। বাঙলাদেশের পলাতকদের সীমান্তের ওদিকে ঠেলে দেওয়া হবে—এই ধারণা ভারত সরকারের এক মুখপাত্রের মতে গুজব মাত্র।

সন্ধ্যায় পার্কে অপ্রত্যাশিত রমেনদা, রাজ্জাক খান সাহেব, কুমুদ বিশ্বাস Madam বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ। (লেক টাউন আস্তানার অন্যান্যরা)।

২৩ মে '৭৭

বসু মশাই লেক টাউন আস্তানার অভিভাবকরূপে আছেন। বাঙালী।

www.pathagar.com

বাঙলাদেশের এসব নির্বাসিত জনের প্রতি দরদী হবেন স্বাভাবিক। ওঁর আন্ত রিকতায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। হঠাৎ সকালে নির্বাসন-শিবিরের অন্যান্যদের কথা মনে পড়ল।

অধ্যাপক সয়ীদ ও শেখ কাইয়ুমের নিকট দুপুরে সঞ্জীবসহ। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি রীতিমত নাজুক। সীমান্তের গণ্ডগোল ভারত সরকারও থামিয়ে দিতে চুক্তিবদ্ধ। কাদের সিদ্দিকী ও তার বাহিনীই সমস্যা। ভারত সরকার জিয়ার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে সকলকে সে ফেরৎ নেবে এবং কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। এমন সব প্রতিশ্রুতির কী মূল্য? গোটা উপমহাদেশে মার্কিন প্রভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের থাবার নীচে ছোট ছোট দেশের অধিবাসীদের প্রাণ থেৎলেই যায় প্রতিদিন। আশ্চর্য্য হব না, ভারত-বাঙলাদেশ চুক্তির উপর যদি মার্কিন জারিজুরী থাকে।... ওদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবেন্দ্র লারমা প্রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে আছেন। সেখানে চাক্‌মারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাঙলাদেশ সরকারের তোয়াক্কাই রাখে না। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ইত্যাদি আদিবাসী রাষ্ট্রের নক্‌শায় লারমা মশায়ের অভ্যুদয় বুঝতে কারো বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। শুনলাম, ওরা এমনই অস্ত্র বলে শক্তিশালী যে চাটগাঁ বন্দর অকেজো করে দিতে পারে। ভাগ্যহত বাঙলাদেশের দুঃখের অবধি নেই। জিয়া সরকার আবার পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে ইলেকশান করাবে। সবুর খান (বঙ্গবন্ধু, এমন সব জন্তুদের ক্ষমা দেখিয়ে কী করে গেছ একবার এসে দেখে যাও) দাবী জানিয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনা ধ্বংসের উপায় হিসেবে জিয়া এ-টা নিশ্চয় গেলাতে চাইবে। এক আওয়ামী লীগকে তার ভয়। পৃথক নির্বাচন দেশবাসী মেনে নিলে আওয়ামী লীগ ভোটেও কুপোকাৎ হয়ে যাবে। সাম্প্রদায়িক চেতনা নতুন করে ফিরে আসবে, এই পিছু হটার আনুষঙ্গিক সব কুফলই ভোগ করতে হবে।... ব্যক্তিগত সমস্যার কথা না ভেবে উপায় নেই। ভারতের আশ্রয়ও অনিশ্চিত হতে পারে, এখানকার সরকার যদি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে।

২৪ মে '৭৭

দুপুরে কিছু রান্নার Experiment করা গেল। শাকসব্জী সব ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ। খাওয়ার সময় কিছু ঘিয়ের ছিটে এবং লবণ সংযোগ। একটা আম কিনে এনেছিলাম। ৪০ পয়সা দিয়ে। সুস্বাদু। আহারের সময় ক্ষিধে ছিল, বেশ স্বাদই পেলাম। খামখা হোটেলে পকেট ও পাকস্থলী ছ্যাঁদা করে লাভ কী? অন্যান্য দিন দেড় ঘণ্টা যায় আহার বাবদ। আজ পৌনে এক ঘণ্টায় এঁটো ধোলাই পর্য্যন্ত সব শেষ। সময়ের দিক থেকেও সঞ্চয়শীল আমার Experiment. মাঝে মাঝে হাতে থাকলে এই গাড়ী চালিয়ে যাব।

www.pathagar.com

২৫ মে '৭৭

লেবুতলার সেন্ট জেম্‌স স্কোয়ারের নাম বদলে হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। হিজলী জেলে নিহত বন্দী শহীদ সন্তোষ মিত্রের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এক দিকে পাথরে রবীন্দ্রনাথের গোটা 'প্রশ্ন' কবিতা খোদিত। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হোলো, মানুষ কিসের উপর শ্রদ্ধাশীল? মানুষের উপর না Values শ্রেয়বোধের উপর? এই মূর্তি এই স্মরণ কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল? মানুষের উপর শ্রদ্ধাবোধ থাকলে শ্রেয়বোধের প্রবাহ মজে যায় কেন? রবীন্দ্রনাথ নজরুল এই দেশের অধিবাসী। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য খোঁচানি তবু বাঙালীকে সইতে হোলো কেন? শহীদের মৃত্যু কি তবে নিছক মৃত্যুই শেষ পর্য্যন্ত ? অমূল্য প্রাণ তবে কিসের জন্য বিতরিত হয়? এসবের একটা ব্যাখ্যা থাকা উচিত!

২৬ মে '৭৭

রান্নায় বেশ আনন্দ আছে। অন্ততঃ আমার আর কোন বিরক্তি ধরে না। রচনা কালে একটা যথাযথ শব্দের সন্ধান যেটুকু অস্বোয়াস্তি, ঠিক রান্নার মেহনৎ আমার কাছে প্রায় সেই রকম। সাদামাটা এই পাক-প্রণালী আগে শিখিনি কেন? ছোট ছোট ছেলে, কিশোর ভৃত্যের উপর ঠেস রেখে আমাদের মত ভদ্রলোকদের সভ্যতা-ভব্যতা টিকিয়ে রাখার খসলৎ গোড়া থেকে গড়ে ওঠে। ফলে, চোখ আরো কারো কষ্টের দিকে ধায় না। অমানুষিকতাই আমাদের নিঃসাড় করে রাখে। এতকাল রান্না না শেখার হদিস সেখানেই নিহিত।... আজও এক মজার Experiment করা গেল। একটা ছোট চিচিংগা কিনে এনেছিলাম। ভাত হয়ে আসার আগে কুঁচিকুঁচি কেটে ছাড়লাম। আহারের সময় ভাতে একটু বেশী লবণ ছড়াতে হোলো। এইটুকু যা বিপত্তি। নচেৎ স্বাদে কিছু কমতি ছিল না। স্বাস্থ্য রক্ষা রান্না শেখা সহজ। অবিশ্যি জিভের গোলাম ভোজন-রসিকদের কথা আলাদা।

২৭ মে '৭৭

দুসংবাদ পেলাম, সীমান্তে কাদের সিদ্দিকী ও তার তরুণ বাহিনী নানা আশঙ্কা ও কৃচ্ছ্রতার শিকার, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পরিণাম অনুযায়ী। জানিনে, যেসব ট্র্যাজেডির কথা ভেবেছি, তারই বাস্তবতা ঘটবে নাকি ভারতবর্ষে? এমন নির্দয়তার চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে হাজার হাজার তরুণ? না-না।

সঞ্জীবের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ অচ্যুতানন্দ সাহার আখড়ায়। কিছু আলাপ। দুপুরের আহার। সাহার আতিথ্য। বিকেলে মোনায়েম সরকারের খোঁজে। হতাশ। ক্লান্ত মন। চক্রবর্তী বসুধার নিকট। এই ঠাকুর ৩৯ বছরের সতীর্থ। সঙ্গ শান্তিপ্রদ। প্রায় লালসা। ফণীদা নার্সিং হোম থেকে ফিরেছেন। আলাপে সন্ধ্যা।

www.pathagar.com

তুমুল বৃষ্টি। রাত্রির আহার সেরে ৯টা নাগাদ বাড়ী অভিমুখে। বসুধা বাবুর ছাতা মাথায়। প্রায় জনহীন রাস্তা। বৃষ্টি ঝরতেই লাগল। গড়িয়াহাটার মোড়ে এসে পার্ক সার্কাসের ট্রাম ধরলাম।

২৮ মে '৭৭

আহ এমন সব নিদারুণ সংবাদও শুনতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। নেকড়ের মুখে চলে যেতে হচ্ছে শতশত তরুণদের যারা গণতন্ত্রের পতাকা কাঁধে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর যাযাবর সেজেছিল, হাতে বন্দুক। একদা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের শরীক তারা কীভাবে বাঙলাদেশ সরকারের সঙ্গে এমন লেনদেন শেষ করল? বাঙলাদেশ আবার ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। সংখ্যালঘিষ্ঠরা আবার ২য় শ্রেণীর নাগরিক। তাদের মর্য্যাদা এবং ভবিষ্যতের কথা কেউ বিবেচনার মধ্যে আনল না?

দুপুর বিকেল এক বাড়ীতে। ঈসমৎ কাদির গামা, মোনায়েম, মোল্লা সাহেব ও সঞ্জীব এক এক করে জুটল। দুঃখের রোমন্থন। গামার শুকনো মুখ বোঝাই যায়, কৃচ্ছ্রতা-জাত-দেখে বড় খারাপ লাগল। গৃহত্যাগী এই তরুণেরাই ভরসা। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে বাঙলাদেশের অভ্যুদয় এখনও বহু দেরী। দেখা যাক, নৃমুণ্ডমালিনী আরো কতো বলির জন্যে জিভ মেলে থাকে। কতো দিন?

২৯ মে '৭৭

আর দু'দিন পরে শিবির চারী সকলকে যে-যার বাসস্থান খুঁজে নিতে হবে এখানকার সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। পরে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়বে। তাই সাবেক ছাত্র আব্দুল আজিজ বাগ্‌মারের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সকলেই চিন্তিৎ। এখানে ইতিহাসের অধ্যাপক পরলোকবাসী বন্ধু মীর জাহান সাহেবের ছেলে মন্টুকে দেখলাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে এদের অবদান এবং অপদান দুই বহুৎ। দুঃসাহসী। কাজেই অনেক কাজের অগ্রণী। স্বাধীনতার পর এদের দাপটে বহুজন সন্ত্রস্ত ছিল। বর্তমানে নির্বাসনে। অসম্ভব কর্মশক্তির অধিকারী এই সব জওয়ানেরা দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মিকী-সদৃশ সৎ হয়ে গেলে আমি বড় খুশী হতাম। আশা করব, বর্তমান রাজনৈতিক জাঁতাকলের ভেতর দিয়ে এরা খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে আসবে। মনোরঞ্জন সাহা, করিম সাহেবও নিকটেই বসে ছিলেন। আমি পরে ছাত্রসহ মানস ঘোষের বাড়ী গেলাম। অনাবিল হৃদয়ের অধিকারী এক অনুজকে পেয়েছি স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে। বৌমা শেলীর সঙ্গে চার বছর পরে দেখা হোলো। একমাত্র দুহিতার নাম রেখেছে এরা বাঁশরী। শান্ত কচি মুখাবয়ব এত দরদের ভাণ্ডার হয় ওকে দেখে আবার অনুভব করলাম। গৃহী জীবনের এই সব আবেগ হঠাৎ বেশ জেঁকে ধরে অজানিতেই। কাছে সিগারেট ছিল

www.pathagar.com

না। মানস নিজেই রৌদ্রে বেরিয়ে গেল। অধূমপায়ী এই অনুজের আন্তরিকতা আর কখনও পরিমাপ করার দুঃসাহস দেখাব না। বাইরে কট্‌কটে রোদ। হঠাৎ এদের কাছে বিদায় নিয়ে রাস্তায় পা দিতে মনে হোলো আমার কেন ঘর নেই?

সীমান্তে কুড়ি মাস যারা জ্বলন্ত প্রাণ ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে, বাঙলাদেশ রেডিওর খবর তাদের ২৩৭ জন সারেন্ডার করেছে। বর্তমান রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেরই জের। জিয়া সরকার এদের নিশ্চয় অতিথির মত দেখবে না। এই সব তরুণেরা কী ঘৃণা, চূর্ণ-বিচূর্ণ মোহ, ফ্রাষ্ট্রেশান না নিয়ে জিয়ার বাহিনীর দিকে লজ্জিত শির এগিয়ে গেছে এ কল্পনায় দেখতে পাই। দেখতে পাই মহান ভারতবর্ষের ঐতিহ্যরাজি। হয়ত মিথ্যে বাঙলাদেশ বেতারের খবর। তবু-তবু মন সিদ্ধান্তের দিকে ধেয়ে যায়। অশুভ চিন্তার হাত থেকে মন রেহাই পায় না। এত যন্ত্রণায় ভাবনায়, পাথর হয়ে যাক প্রাণ। সহ্যের ক্ষমতা অনেক-অগাধ মাত্রায় খুঁজে পাব।

রণেশদা দক্ষিণেশ্বরে গেছেন ভাইয়ের বাড়ী। জ্যোতি দাশগুপ্ত কিছু মূল্যবান কথা বললেন। অন্য দেশের Liberation movement কারা কী চোখে দেখে তারই উপর তাদের আচরণ বিধি গড়ে ওঠে।

৩০ মে '৭৭

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কাল বিকেল চারটার সময় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এই দুর্দিনে চলে গেল। আফশোষ, গত দেড় বছর ওর কাছে এক দিনের তরেও গেলুম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪০-৪১ এর দিনগুলো প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে গেল। কর্মপ্রাণ মনীষী হিসেবে চিরনমস্য। বাঙালী এত কাজ করতে পারে, বিশ্বাস হতো না, ওকে না দেখলে। স্বাস্থ্যরক্ষা ওঁর কাছেই সবক নিতে হয়। বড় অনুতাপ হয়, কলকাতায় থাকলাম অথচ অন্য আর এক শতাব্দীর বটবৃক্ষের ছায়ার লোভ হোলো না, গত দেড় বছরে! মতামতের বহু তফাৎ। কিন্তু স্নেহের নৈকট্য আমাকে টানল না কেন?

এক একটা দিন এমন যায়। ভারত সরকার ও জিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার ধরন বুঝতে পারছি নে। সীমান্তে তরুণ জওয়ানেরা অনেকে হয়ত বাঙলাদেশে ফিরে যাবে। তার নির্গলিত অর্থ বাঙলাদেশ বর্ডার বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কুড়ি মাস আত্মত্যাগের পর এই পরিণাম।

আহ! এবং ভারত সরকার এমন পরিস্থিতি শেষে গড়ে তুললে? কী তিক্ততা নিয়ে না তরুণ দেশপ্রেমিকেরা ফিরে যাবে—হয়ত জিয়ার নেকড়েদের মুখ থেকে আর ফিরবে না। আলবদর রাজাকার বাহিনীতে জায়গা পেয়েছে। তাদের কাছে হত্যা ত কিছুই নয়। ভাবতে কষ্ট হয়। অথবা জেলে পচবে তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা। ভারত-বিদ্বেষে ওরা দেশে দাংগা (সাম্প্রদায়িক) লাগিয়ে দেবে না ত? বহু আগে

www.pathagar.com

মৌলানা ভাসানীকে এক খোলা পত্রে স্পষ্ট লিখেছিলাম, ভারত-বিদ্বেষ অটোমেটিক্যালি, হিন্দু বিদ্বেষে পরিণত হয়। এবার তেমন কিছু ঘটলে ভারতবর্ষে দাংগা থামানো যাবে না।... এইসব ভাবনা মাথার ভেতর। রান্না করতে গিয়ে দু'বার ছ্যাঁকা খেলাম। মনোযোগের অভাব। দুপুরে ভাল ঘুম হোলো না।

বিকেলে বারীন মিত্রের খোঁজে। অসুস্থ। বাড়ীতেই আছে। ওর ম্যানেজার আরতি মাসীর সঙ্গে আলাপ। তার দাদু বাঙলাদেশে পড়ে আছেন, সম্পত্তির জন্যে। দেশবিভাগজাত ওদের নানা পারিবারিক নড়চড়। ওর বান্ধবী মুসলমান মেয়ে (কলকাতায় বি.এ. পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছে) বাঙলাদেশে বিয়ে হয়েছে। বান্ধবী হারানোর দুঃখের কথা বললে আরতি। পশ্চিমবঙ্গের সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা এখানে তেমন পাত্র পায় না। দেশবিভাগজাত এই এক পরিণাম। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা তেমন এগোয়নি। ফলে, সম্ভ্রান্ত মহলের দামাদ খুঁজে পাওয়া দায়, বাঙলাদেশে উঠতি মধ্যবিত্ত ফলে টার্গেট।... ট্রামে বালিগঞ্জ। লায়লীকে পত্র এবং টুকিটাকি পাঠানোর বাসনায়। ট্রামের কন্ডাক্টার আমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের লোক। প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে বচসা-মত্ত। আমাকে চিনতে পারল না। ওর ডাক-নাম খুদু। তা বলে ডাকার পরও তেমন আগ্রহ নিলে না, পয়সা গনতে লাগল ক্যাশে জমা দেওয়ার পূর্বে। আমিও ওকে আর পরিচয় দিলাম না।... লোডশেডিং এলাকায়। ক্লান্ত। সুফেন, অমিতদের (ওয়ারিদ) জন্যে টফি কিনলাম। ঢাকা-যাত্রীর হাতে আরো টুকিটাকি দিয়ে নিশ্চিত। দেবশরণ পার্বতী দাশগুপ্তের বাড়ীঃ এই এক পান্থপাদপ-কুঞ্জ মরুযাত্রীর জন্যে। আহার। আড্ডা। রাত্রি দশটার সময় ফার্ণ রোড থেকে বিদায়।

৩১ মে '৭৭

"কপালের একী ফের
কুত্তা বনিল শের।"

নজরুলের উক্তি। গণভোটে প্রেসিডেন্ট পদে পাকা। জল্লাদ এখন জজ।

দুপুরে ষ্টেটস্‌ম্যান আপিসে মানস ঘোষের অতিথি আমি ও সঞ্জীব। পরে বৈদেশিক বিভাগের আপিসে। শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় আমার মতই একহারা চেহারা, মাথায় পাকা চুল, গৌর তনু, শান্ত মুখশ্রী জানান দেয় ভেতরেও জেল্লা আছে। বাঙলাদেশের দরদী জন সেই '৭১ সন থেকে। বর্তমান পরিস্থিতি নানা ভুল বুঝাবুঝি নয়, প্রশাসনিক হেরফের ঘটে গেছে—আজ বুঝতে পারলাম। আরো কিছু মাশুল দিতে হবে কয়েকদিন। আমার আশঙ্কা ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে আরো Frustration এবং তজ্জাত কোন করুণ পরিণতি না ঘটে যায়। সবাই ত জওয়ান যুবক। (ওদের র‍্যাশন বন্ধ হওয়ার জন্যে নাকি কাঁঠাল খেয়ে দিন কাটাচ্ছে)। মহান

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী ভারতবর্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কিছুই ভাবল না, হাজার হাজার দেশপ্রেমিক যুবকদের কী হতে পারে, তার ফলে?

চন্ডতাঃ ভায়োলেন্স দুই রকমের শক্তির সংঘাত। তার একটা বিশ্বজনীন চরিত্র আছে। কিন্তু ব্যক্তির সীমানায় তা আর থাকে না। চন্ডতা তাই মানবতা বিরোধী।

১ জুন '৭৭

সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর সংবাদ নিদারুণ B.B.C ঘোষণা করছে কাদেরিয়া বাহিনীর ছ'শ (৬০০) তরুণ বাঙলাদেশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এখানে রাজনৈতিক কর্মীদের শিবিরগুলো-(লেক টাউন কেষ্টপুর প্রভৃতি জায়গায় অবস্থিত) কাল বেলা দুটোর পর বন্ধ করে দিয়েছে সরকারী নির্দেশে। অনেকের পথই আশ্রয়। এরা ত বেঁচে আছে। আমার ভেতরের অস্থিরতা দমাতে পারি নে, যতই সীমান্তের মুক্তিবাহিনীর কথা বুকে চেপে বসে। দেশপ্রেমের মশাল বুকে জ্বেলে এরা এসেছিল। আজ রাজনীতির চামুন্ডার কাছে বলি হয়ে গেল। অনেকেই মিলিটারী ডিক্টেটরের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে পৃথিবীকে শেষ বারের মত দেখবে।

তরুণ বন্ধুরা, তোমাদের মৃত্যু বৃথা যাবে না। আজ হয়ত অখ্যাত বিদায় নেবে পৃথিবী থেকে। কিন্তু দেশবাসী এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের উপর জ্বালিয়ে রাখবে তোমাদের নামের চির-দহন-স্নিগ্ধ মশাল... আহ্ এ কী হোলো? মানবতার পতাকাবাহীদের সম্মান এইভাবেই কী লাঞ্ছিত হয়?

সন্ধ্যায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মাহফুজুল বারির সঙ্গে দেখা। মুখে ক্লান্তির ছাপ। বড় কষ্ট লাগল। স্নেহভাজন এসেছিল। নিদারুণ পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করতেই হোলো। দেখা যাক অনিশ্চয়তা কোথায় নিয়ে যায়?

২ জুন '৭৭

সকালে সঞ্জীব, শামসুদ্দীন মোল্লাসহ লোকসভার সদস্য সমর গুহ সন্নিধানে। ১৯৫১ সনে শ্রীগুহ বাঙলাদেশ ছেড়েছিলেন। আত্মিক টান আজও আছে। তিনি শ্রী মোরারাজী দেশাইকে পত্রে সব রকম রাজনৈতিক পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন চারদিন পূর্বে। পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনিও উদ্বিগ্ন। বিরাট দশাসই চেহরা সামনে ফুঁসে ওঠা ঊর্ধ্বগামী সাদা-পাকা চুল শ্রীগুহ নেতাসুলভ অবয়বের অধিকারী। ওর সম্পর্কে আর কিছু জানি নে। আমাদের সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস এবং বর্তমানে কী করা উচিত তারও হদিস বাৎলে দিলেন। ওঁর বাড়ী থেকে এক ঘন্টা পায়ে হেঁটে যাদবপুর। করিমকে পাওয়া গেল গোল পার্কে। চারজনে শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

www.pathagar.com

সমীপে। পরিস্থিতি পূর্ববৎ। ফেরার সময় ইসমৎ কাদিরের (গামা) সঙ্গে দেখা। তার কাছে শুনলাম কাদের সিদ্দিকী টেলিগ্রাম জানিয়েছে "I am alright" আমির হোসেন ছিলেন। তিনি একদম নিরাশ্রয়। মনোরঞ্জন সাহা ওঁকে নিয়ে গেছে এক আত্মীয় বাড়ীতে। সেখানে বারান্দায় কোন রকমে থাকেন। রওশান আলী ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়ে একা আছে শুনলাম। কেবল ছিন্নতার ভিন্নতার খবর। হঠাৎ শিবির বন্দ হওয়ার ফল।... জানি যে, ভারত সরকার ভবিষ্যতে কী করবেন, দুপুরে হেঁটে বাড়ী। হোটেলে খেলাম। এত ক্লান্তি। আজ বাড়ীতে মেহনৎ পোষাবে না।

৩ জুন '৭৭

রণেশ দাশগুপ্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বেলা দশটার দিকে ওর খোঁজ নিতে গিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। ফুড্ পয়েজনিং। আকৈশোর সন্ন্যাসী, মানুষের সেবায় উৎসর্গিত এই বিরল হৃদয়। ছোট কামরায় (তিনজন শরীক) সরু খাটিয়ায় শুয়ে আছেন। ওঁকে এমন কাহিল কখনও দেখিনি। ৬৫ বছর বয়সে রোগশয্যায় এমন পরিবেশে অমূল্য সুন্দর প্রাণের এই ধরনের! সামাজিক পুরস্কার বটে! অভিশপ্ত বাঙলাদেশের বুকে জন্মে বহু খেসারৎ বহু জনেই দিচ্ছে। রণেশদা আজ দমিয়ে দিলেন, যদিও ওঁর সাহচর্য্য চিরকাল সঞ্জীবনী সুধা। এত এত বয়স ওঁর, তাই বড় ভয় হয়। প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রতা দশকের পর দশক চালিয়ে যাওয়া চলে না। আত্মার খাঁচারও দাবী আছে রক্ষণাবেক্ষণের।

লায়লীর পত্র পেলাম এবং নাতি ওয়ারিদের ফটো। বড় সুন্দর হয়েছে ওর ভঙ্গী। প্রৌঢ় বয়সে এই সব জীবন্ত খেলনা বড় আনন্দদায়ক। আমি কেন বঞ্চিত? স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইনি, তাও সত্য।

৪ জুন '৭৭

রণেশদা আজও সুস্থ—অবিশ্যি অনেকটা। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলাম। 'যুগান্তর' পত্রিকায় রাজনৈতিক রিফিউজীদের নিয়ে কঠোর সম্পাদকীয় বেরিয়েছে, দেখা যায়। বসুধা চক্রবর্তী খুবই উদ্বিগ্ন আমাদের দুর্দশায়। বিকেলে গিয়েছিলাম। ইন্দু দিদি আজ ফলার করালেন। ওঁর কল্যাণে প্রথমে মওসুমের তালশাঁস খেলাম। জিভের সঙ্গে গৃহের বিশেষ সম্পর্ক আছে। আজ আরো টের পেলাম।

৫ জুন '৭৭

সন্ধ্যায় হঠাৎ দমকা হাওয়ার মুখে পড়লাম। টিপটিপ বৃষ্টি ছিল। কিন্তু ছাতা খোলা গেল না, হাতে থাকলেও....। প্রকৃতিও নির্মম। ওদিকে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

অনিশ্চয়তা। কাদের সিদ্দিকীদের উপর আগেকার সরকারী অর্ডার এখন বলবৎ নেই। কিন্তু ক'দিনের এই থাক-দমা কাল, কে জানে? ভাবছি, ওদের পরে হয়ত আমাদের উপর চোটপাট আসবে। আশ্রয় নিতে এসেছিলাম, ভারত সরকার আশ্রয় নাও দিতে পারে। তখন কী করব? এসব নিয়ে চিন্তা বৃথা। ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক আদর্শের ভিত্তি রচনার জন্যে গত ৩৮ বছর লড়েছি। আজ তা আর জলাঞ্জলি দিতে পারব না। সেক্যুলার ভারত সরকার যদি আমাদের নেকড়ের মুখে জোর করে ঠেলে দেয়, নিরুপায় এগিয়ে যেতে হবে। শত্রুর কাছে চিৎকার দিয়ে বলতে পারব, "ধর্মের নামে দেশ ভাগ হয়েছিল। উন্মাদ উত্তেজনায় পাকিস্তানের নরক-কুণ্ডে জ্বলতে বাঙালী মুসলমান উগ্র উৎসাহে এগিয়ে গিয়েছিল। '৭১ সনে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে রক্ত, অশ্রু, মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে। আবার এগোচ্ছ, অন্ধের মত। এগোও। আমাকে ধ্বংস করবে, করো। মানুষের কাছে দু'দিন পরে তোমরা রেহাই পাবে না—বঙ্গবন্ধুর কাছে যেমন পেয়েছিল তার মহানুভবতার কল্যাণে। আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়ার মত কোন হাতিয়ার তোমাদের হাতে নেই। জন্তুবৃন্দ, শৃন্বন্ত, শোনো।"

দুপুরঃ মাসুদ ঢাকা যাবে কাল। পুটির জন্যে জবাকুসুম তেল ও তার প্রিয় মিঠাপাতি জর্দা কিনলাম। অপু বাবার জন্যে লপচু চা। ওয়ারিদ ও সুফেনের জন্যে টফি।

মিসেস জ্যোতি (বিভা) দাশগুপ্ত দাওয়াৎ দিয়েছেন, যদিও নিজেই প্রবাসী এবং সন্ন্যাসী স্বামী সমীপে। রণেশদা আরো সুস্থ। কী যেন লিখতে বসেছিলেন, আমার উপস্থিতিতে বাধা ওর পড়ল।

৬ জুন '৭৭

সুব্রতর চিঠি পেলাম। সময়টা বাঙলাদেশ-বিরোধী। কর্তৃপক্ষ নেতারা নির্বাচনে ব্যস্ত। কোন কিছু তাদের কোন পৌঁছে দেওয়া কঠিন। ওখানে জাতীয়তাবাদী নেতাদের (বাঙলাদেশ) বিরুদ্ধেও ক্যাম্পেন শুরু হয়েছে। ৩ জুনের টাইমস্ (দিল্লী) পত্রিকায় লিখেছে Sheiki Mujib had been no friend of India. বর্তমান পরিস্থিতিতে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী এবং বর্তমান জান্তাকে বন্ধুরূপে প্রতিভাত করা দরকার আছে–যদি আওয়ামী লীগকে হেয় করতে হয়।

'৬৪ দাংগায় দেশত্যাগী বারীন মিত্র সমীপে। পরে গৃহে। হীটারে ভাত চড়িয়েছি, লোডশেডিং। অগত্যা পাউরুটী, শসা ও পেঁয়াজ দিয়ে লাঞ্চও করতে হোলো। কলকাতার বড় পেঁয়াজগুলো অসময়ে বড় কাজ দিলে।

সন্ধ্যায়ঃ সালেক-সুলতানাদের বাড়ীর দাওয়াতে। রাত্রে আমি স্বল্পাহারী।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎ তথা সংলাপই মুখ্য আহার। সেই চল্লিশ থেকে পরিচয়। দুই প্রৌঢ় বহু বাক্যক্ষয় করলাম। ওদের এক সহকারিণী আছে। অসুস্থ। সুতরাং সুলতানা রান্না ঘরে। যে-কোন শ্রেণীর রমণীই হোক, সকলেই এখনও বেচারা!

৭ জুন '৭৭

বিভাজ্যোতি/দাশগুপ্ত দম্পতিদের নিমন্তন্ন রক্ষা। বিকেলে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সমীপে। বাঙলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি আদৌ বিচলিত হলেন না। মানবতাবাদীরা বয়সের সঙ্গে পুরাতন আগুনে আর পোড়েন না, মনে হয়। বড় দুঃখিত হলুম। রাজনৈতিকজ্ঞান এই অগ্রজ শ্রদ্ধাস্পদের উদারতাবাদের বাইরে যাননি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রায় এদের কাছে গ্রীক। সুতরাং রোদন অরণ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। এক সংলাপে মনে হোলো, পশ্চাদ্দেশে দুই লাথি দিই। অন্নদাশঙ্কর প্রাক্তন বৃটিশভজা আই.সি.এস। কাল গঙ্গাপুর যেতে হবে সকালে। বারীন মিত্রের আমন্ত্রণ রক্ষা। ঢাকা ছাড়ার পর ওর সঙ্গে বেশীক্ষণ বসার সুযোগ ঘটেনি। প্রকাশনা জগতের এই মানুষটি বহুকালের চেনা। সততাই তার সাফল্য।

৮ জুন '৭৭

গঙ্গানগর অভিমুখী। ইস্‌প্ল্যানেড থেকে ৭৯ বি বাস। যশোর রোডের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বারীন বাবুর নতুন প্রেস। আবাস দোতলায়। ভারতপ্রেমিক এক সুইজারল্যান্ডবাসী এই বাড়ী তৈরী করেছিলেন। শেষ-নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে হিন্দুমতে দাহ করা হয়। পরে তার কন্যার কাছ থেকে এ বাড়ী কেনা। প্রাকৃতিক সজ্জা এখানে অঢেল। দোতলার বারান্দায় বসে বিকেলে কিছু সময় কাটানো গেল। শ্রীযুক্তা আরতি মিত্র দুপুরে প্রচুর আহার্য্য যুগিয়েছিলেন অতিথির জন্যে। ঘুমের আধিক্য সেই হেতু। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বহু দিনের ফাঁক পূরণ করা গেলো। দেবেশ দত্ত নামীয় আর এক ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমাদে সঙ্গে থেকে বিদায় নিয়েছিলেন দুপুরে। বারীন বাবুর রেকর্ডের ভাণ্ডার অবশ্য নিরেট। "Call of the valley" নামক এক রেকর্ড শুনতে শুনতে বাঙলাদেশের ছবি, আর্তনাদ, জীবন সমারোহ-যথারীতি দেখতে পেলাম, যদিও কানে শব্দের বুদ্বুদ। ফেরার সময় অন্যপথে। শ্যামবাজার পর্য্যন্ত খালের ধারে বাস থামল। গোটা পথে স্মৃতির হাতছানি। শুধু মুখের মিছিল। জীবিত... মৃত কত না জন। ফনু... বড় চাচাজান, ইরশাদ আলি... মরহুম চাচাতো ভাই সিরাজ (পুরো নামঃ সিরাজুল ইসলাম)... সব স্নেহসিক্ত মুখাবয়ব সমূহ.... দু'বার ট্রাম বদলে পার্ক সার্কাস। বড় ক্লান্ত। তিন ঘণ্টা বাস-সফর। বার্ধক্যের লক্ষণ। কোন রকমে রুটি টোষ্ট আর দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম। একটানা ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে দেখি ঘড়িতে সাড়ে চারটা শুধু

www.pathagar.com

ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি। সাহিত্যের সাধনা-এজন্মে হয়ত আর হবে না। এই চিন্তায় ক্লান্তি আরো বেড়ে যায়।

৯ জুন '৭৭

সীমান্তের খবর পাচ্ছি নে। বহু তরুণের প্রাণ ইতিমধ্যে বলি হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু, তোমার সোনার বাংলা রচনার পথ আবার হাড়ের পাহাড়ে লুপ্ত। এসে, দেখে যাও।

১০ জুন '৭৭

সুবিমল দত্ত বাঙলাদেশের ভারতীয় হাই-কমিশনার ছিলেন। নিজে চাটগাঁবাসী। ডিপ্লোম্যাট বহু কালের। সীমান্তের হতভাগ্য মুক্তিবাহিনীর বর্তমান দুর্দশায় হয়ত সাহায্য করতে পারেন। আবেদন নিয়ে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। ওঁর সহৃদয়তায় কিছু আশান্বিত হওয়া যায়। তবে ক্ষতি অনেক কিছু হয়ে গেল। বাঙলাদেশের ভেতরে সব গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তির বুকে যে কী শূন্যতা বিরাজ করছে আজ তার স্পন্দন আমিও শুনতে পাই। আহা, কী হয়ে গেল!

দুপুরে স্নেহশীলা ভগিনী অর্চনা চৌধুরী ও দোলা মাসীর জাগর চোখের নীচে আহার। গতকাল রাত্রে পেটে গ্যাস হয়েছিল। তাই নিরামিষ আহার। ডেরায় তা সম্ভব ছিল না।

সন্ধ্যা প্রসূন মজুমদার ও বীণা মজুমদারের সঙ্গে। হিন্দুস্তান পার্কে পা দিতেই বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। মাষ্টার মশাই সুনীতি বাবু নেই। একটা রিসার্চ স্কলারসিপ নিয়ে বহু সমস্যাই এখানে মিটিয়ে ফেলা যেত। বেঁচে থাকতে দেখাই করলাম না গত দেড় বছরে। শুধু ভুল আর অনুতাপ এই আমার জীবন।

১১ জুন '৭৭

দ্বিজাতিতত্ত্বের নতুন জন্ম হোলো আবার বাঙলাদেশে। মৃত রাক্ষস ফের জীবন্ত। এই উপমহাদেশ পুনর্বার তার মায় ভুখা হুঁ হুঙ্কার শুনবে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ধাপ্পার কাছে সেক্যুলার ভারতীয় নেতারা এমনভাবে প্রতারিত হলেন কীভাবে, ভেবে পাইনে। জিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা এখন ক্ল্যাসিক্স্ পর্য্যায়ে ভুক্ত। প্রথমে মোস্তাক তারপর এয়ার মার্শাল তোয়াব প্রতারিত। খালেদ মোশারফকে বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে অন্যদিকে তাকে নিপাতের ষড়যন্ত্রে জয়ী জিয়া। কর্নেল তাহের তখন সঙ্গী। তারপর তাহেরের পালা। শেষ কোপ সায়েমের উপর। প্রেসিডেন্ট সায়েম হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন, বিচার ঠিকই পেয়েছেন। জিয়ার রেকর্ড এমনই উজ্জ্বল। বৃটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামী বর্তমান ভারতীয়

www.pathagar.com

নেতাগণ কেউই ধূর্তের চাল ধরতে পারলেন না। দেশের মানুষ ভারত-বিরোধী হয়ে পড়বে। তখন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে এজেন্ট-রূপে এই জিয়ার দানবমূর্তি এখানকার নেতারা নিশ্চয় দেখতে পাবেন। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের সম্পর্ক চিরদিন মধুর থাকবে– এমন হতেই পারে না। শুধু সময়ের প্রশ্ন।

দুপুরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের আতিথেয়তা। সেখানেই লম্বা ঘুম। মনটা হাল্কা লাগল। অনেক দিন পর। বিকেলে নৃপেন দাদার সঙ্গে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত। দীপনারায়ণ সেন (রণেশ দা'র ভাগনে, সেই সূত্রে আমিও মামা) কিছুক্ষণ আমাদের আলাপের শরীক। ওর ডাক নামঃ বচন। আমাদের বচনেও অসীম আগ্রহী, বেশ দেখা গেল।

১২ জুন '৭৭

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে লোক পাঠানো হয়েছিল। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে কাদের সিদ্দিকী ও সীমান্তের ব্যাপারটা নিয়েছেন। বৈদেশিক মন্ত্রী অটল বাজপেয়ীকে সেই মর্মে তিনি প্যারিসে ফোন করেন। সীমান্তে পূর্বাবস্থা। কিন্তু কী ক্ষতি যে হয়ে গেল! শোনা গেল ষোলজনকে জিয়া সরকার আশ্রয় শিবির থেকে নিয়ে খুন করেছে। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সব সম্প্রদায়ের তরুণেরা রয়েছে তার মধ্যে। আরো খবর পেলাম ১ মে থেকে ২৭ মে পর্য্যন্ত কোন রেশন-ব্যবস্থা ছিল না ওদের। দু'জন অনাহারে মারা গেছে। আহ, বেঁচে আছি কী এই সব খবর শুনতে? ভারতীয় নেতারা এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে ভাগ্যহত তরুণ দেশপ্রেমিকদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু চিন্তা করলে না। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী থাকতে পারে?

১৩ জুন '৭৭

আজ আরো সংবাদ পেলাম। সবই মর্মন্তুদ। বাঙলাদেশের ভেতর সব গণতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষের বুক ভেঙে গেছে। আশ্রয়ের চির-পীঠভূমি বলে প্রত্যেক প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক মানুষ যে ভারতভূমিকে আখ্যা দিয়েছে, সেখানে আর তাদের জায়গা নেই। সীমান্তের মুক্তিবাহিনীদের হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ করে জিয়ার নেকড়ের মুখোমুখি ছেড়ে দেবে—এমন আচরণ ওদের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল। অথচ তা-ই ঘটেছে। পাঁচশ' জনের বেশী আত্মসমর্পণ করে। কার কী পরিণাম তা ভাবতে কারো বিলম্ব হয়নি। ওদিকে সৌদি আরব চট্টগ্রামে দশ কোটি টাকা খরচ করে এক মসজিদ এবং তৎসঙ্গে গবেষণা-কেন্দ্র এবং খুব বিলাসবহুল অতিথিশালা তৈরী করছে। এসব 'মহৎ' প্রচেষ্টায় কী উদ্দেশ্য, তা আমাদের জানা। সন্তোষে মৌলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত তৈরী হচ্ছে। জিয়া

www.pathagar.com

মাদ্রাসাগুলোকে ষাট লাখ টাকা সাহায্য দিয়েছে। এসবই এক কৌশলের অন্তর্গত। ধর্মীয় চেতনার বিস্তার নয় গোমরাহী মারফৎ (অজ্ঞতা দ্বারা) আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণের পথে মদৎ দেওয়া এবং মানুষকে প্রগতিশীল চিন্তা থেকে দূরে রাখা। এমন আবেষ্টনী বাঙলাদেশের চারিধারে। তখন মুক্তিবাহিনীর উপর এমন দুর্বিপাক। ভারতীয় নেতারা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার এজেন্ট জিয়া কর্তৃক প্রতারিত। সাম্প্রদায়িকতার এই নতুন লালন-পালন হয়ত অদূর ভবিষ্যতে রক্তপাতের দিকে এগিয়ে যাবে। পূর্বসীমান্তে সৌদি আরব, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র স্বাদেশিকতায় বিভ্রান্ত বিপথগামী চীন প্রভৃতি দেশের স্বার্থরক্ষী দরওয়ান জিয়ার অবস্থান ভারতের পক্ষে খুব মঙ্গলজনক হবে না। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়াও হামলার ফাঁপরে পড়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকবে।... এসব ভাবতে ভাবতে দিশা হারিয়ে ফেলতে হয়। ওদিকে বাঙলাদেশের তরুণ দেশপ্রেমিক ভাইদের বলি চলছে...। কতো জননীর বুক গুঁড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। শুধু একটি আর্তনাদ বার বার বুকে গুঁজরে ওঠে, "এ কী হোলো....?" মুজিবের মত বজ্রকণ্ঠধারী কার ডাকে প্রাণ কবুল করে, আমরা আবার কবে বুকটান দাঁড়াতে শিখব? কবে-কবে-কবে?"

অসহ্য ছট্‌ফটানির মধ্যে দিন গুজরান। সাহিত্য সাধনা আমার কাছে এখন অবান্তর মনে হয়। কী হবে তা দিয়ে? নিরর্থক সেই সব শ্রম—যা মানুষকে বাঁচায় না।

জিয়ার প্রতিশ্রুতি চটিজুতার ফিতা। রাজকীয় ক্ষমাপ্রার্থনার পর যারা ওদিকে গেছে সকলেই শাস্তি পেয়েছে। তরুণেরা ফাঁসি, ফায়ারিং স্কোয়াডের শিকার। স্থপতি মজহারুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিয়েছিল, আবার গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর অন্যতম সদস্য বিশ্বজিৎ নন্দীকে ফাঁসি মারফৎ হত্যা করেছে। এই সংবাদ BSS (বাঙলাদেশে সংবাদ সংস্থা) কর্তৃক প্রচারিত। তারিখঃ ২২ মে সন্ধ্যা... বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রী প্রেমব্রত দাশগুপ্তের সঙ্গে, মাসুদের দোতলায়। মিসেস দাসের ভবনে। '৭১ সন থেকে এই বাড়ীর উপর উৎপাত শুরু হয়। আমার জানা ছিল না, রসায়ন শাস্ত্রও ডায়েলেক্‌টিক্যাল খস্‌লতের সমর্থনদাতা। বন্ধন পরিকল্পনার মধ্যে রাখলেই Entropy বাড়ে Stability খর্ব হয়। পরিকল্পনা বা বন্ধনহীন হলে Stability বাড়ে। থার্মোডাইনামিক্‌সের দ্বিতীয় নীতি থেকে তা অনুসৃত।

১৪ জুন '৭৭

শ্রীযুক্ত সমর গুহ বাঙলাদেশ সম্পর্কে আমাদের মত একই সিদ্ধান্তে উপনীত। খোঁজ-খবর প্রচুর রাখেন বৈদেশিক নীতির সম্পর্কে। তিনিও অমঙ্গলের বহু ছায়া দেখলেন। সঞ্জীব, গামা, করিম ও মোল্লা শামসুদ্দীনসহ ওর কাছে গিয়েছিলাম।

কতো তছনছ। এম.পিদের ভাতা বন্ধ। ফলে, মোহাম্মদ রওশন আলী

www.pathagar.com

আগেই পরিবার পাঠিয়ে দিয়েছিল। আজ শুনলাম সেও চলে গেছে। বড় সৎ ছেলে। সেই কৈশোর থেকে চিনি। বাবা কিছু বিত্ত রেখে গিয়েছিলেন। তা নয়—নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্য্যেই রওশন সততায় আস্থাবান। সব ঝুঁকি নিয়েই চলে গেল। কতো দিন পরিবার নিয়ে উপাস করবে? ভারতের প্রতি ঘৃণা এবার প্রগতিশীল মানুষের তরফ থেকেও বাড়বে—এত দিন যা মুসলিম লীগ আল্‌বদর রাজাকার প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীলদের একচেটে ব্যাপার ছিল। ছাত্র আজিজ বাগমারের সঙ্গে দুপুর। রাজনৈতিক ঝড়ে ছিটকে পড়েছে। মানসিক ধকল সইবার কথাই বললাম। আসুক বিপদ, আসুক যন্ত্রণার বহর। 'লা পাসারান"। বিকেলে অনেক হাঁটলাম। বালিগঞ্জ প্লেস পর্য্যন্ত লক্ষ্মী বোনের বাড়ী। টেলিভিশনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও শাওলীর অভিনয়ের জন্যে আটক পড়লাম। ফেরার সময় আবার হাঁটলাম। শরীরকে আরো কষ্টসহিষ্ণু করা দরকার।

১৫ জুন '৭৭

আমিনার খবর নিতে খিদিরপুর। স্নেহভাজন পেয়ারা ও শাহাব উদ্দীনের কাছে থেকে মনসুরের পত্র দেখলাম। ছোট ভায়ের মতই মনসুর আমাদের পরিবারে উপস্থিত হয়েছিল। আমি দুর্বিপাকে পড়ায় ওরাও সুখে নেই। ছোট ভাই ফনু ওর তত্ত্বাবধানে থাকে। এখন ঢাকায় একা। কারণ, মনসুর দিনাজপুরে। ফনুর জন্যে উদ্বেগ আরো বাড়বে। বর্ষাকাল। বেকার। একা একা অসহায় কী করে কাটাচ্ছে জানিনে। আমার জন্যেও কতো জন না দুঃখের দরিয়া সাঁতরাচ্ছে। ভারী মন দিয়ে অধ্যাপক রবি গুহ ও নিশা গুহ সমীপে। বৃষ্টিতে আটকা পড়ে দুপুরে এঁদের সঙ্গে আহার করলাম। পরে রবিবাবুর সঙ্গে গড়িয়াহাটের মোড়ে ছাড়াছাড়ি। উনি কলেজ গেলেন, আমি ডেরায়। বিষণ্ন সন্ধ্যা।

১৬ জুন '৭৭

আষাঢ় মাসের দু' তারিখ জানান দিচ্ছে। দুপুরে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আপিসে। স্নেহাস্পদ প্রণব (ডা নীহার রায়ের ছেলে) এখানেই চাকরী করে। দু'জনকে এক সঙ্গে পাওয়া যায় বলে আমার আকর্ষণ বেশী। বাঙলাদেশ সম্পর্কিত বর্তমান অবস্থার কথা এরা কিছু কিছু জানে। আমি আরো যোগ করলাম। দু'জনেই মর্মাহত। শান্তির জন্যে পদক্ষেপ। কিন্তু পরিণাম প্রচুর দুর্য্যোগ নামবে এই উপমহাদেশের উপর। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষ বাঙলাদেশে আবার নতুন করে পোঁতা হলো। ওরা দু'জনেই তা বোঝে। পরে বৃষ্টি উজিয়ে পার্ক সার্কাস।

প্রায় বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আজ প্রথম গভীর ভাবে উপলব্ধি করলাম, নিঃসঙ্গ জনের জন্যে বর্ষাকাল সত্যিই তার বজ্রের মত নানা দহনের উৎস, যদিও

www.pathagar.com

অনুষঙ্গ শীতল জলবর্ষণের সঙ্গে।

১৭ জুন '৭৭

এক হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীমণি বিশ্বাস চাটগাঁ যাবে। তারই বাড়ীতে সারাদিন। বর্ষার বিষণ্ন আকাশ। সঞ্জীবের বইটার সমালোচনা লেখা দরকার। তাই ওই বাড়ীতে অর্কেষ্ট্রা (এনসাইক্লোপিডিয়ায় Instrumentation) সম্পর্কে পড়াশোনা করা গেল "Eyeless in the urn" অর্কেষ্ট্রায় কায়দায় লেখা। শেষে ক্রেসেন্ডো পর্য্যন্ত একই পন্থায়। তাই অমন কৌতূহল।

১৮ জুন '৭৭

২৫ বছর পরে ঠিকানা মেলে। শ্রীযুক্ত কল্পতরু সেনগুপ্তের ট্যাংরার বাসায় গিয়েছিলাম। প্রথমে চিনতে পারেননি। ১৯৪৩ দুর্ভিক্ষের সেই মর্মন্তুদ কালে চাটগাঁ গিয়েছিলাম, তখনই পরিচয়। তারপর দেশভাগ। আমার চাকরি চাটগাঁয়। পরিচয় আরো বাড়ল। কল্পতরু বাবু ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির চট্টগ্রাম শাখার সেক্রেটারী ছিলেন। দেশবিভাগের পর বেআইনী পার্টি, আসামী কল্পতরু সেনগুপ্ত। আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনে বহুবার দেখা হয়েছে। সেই সময় বিয়ে করেন। '৫২ সনে দেশ ছাড়তে হোলো চিরতরে। গৃহিণী, সন্তান, CP (M) নিয়ে আছেন। কিছু মোটা হয়েছেন। চুল আমার মতই, বয়স সাদা করতে পারেনি। রীনা সেনগুপ্তা বহুৎ আতিথেয়তার নমুনা দেখালেন। একটা সকাল কাটল। সুখ দুঃখের পুঁথি। "সত্যযুগ" কাগজের বার্তা সম্পাদক কল্পতরু সম্প্রতি কাগজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন পার্টি ব্যুরোক্রেসির চাপে–তাও জানলাম। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা ময়দানে বিষোদগার করেন, তাদের অনেকেই অজানিতে আমলা সেজে বসেন সহকর্মীদের ব্যাপারে।

সারাদিন বৃষ্টি। সন্ধ্যা বেরুতে পারলাম না। আমার গ্রামের ভ্রাতুষ্পুত্র শামসুল আরেফীন এসেছিল। (ফিনু চাচা) ওর সঙ্গে সন্ধ্যা, রফিকসহ, কাটিয়ে দিলাম।

১৯ জুন '৭৭

সঞ্জীব সন্নিধান। কাব্যের পরাবিদ্যা-জাত ব্যঞ্জনার আলোচনা। ডন্, ক্রশদের সম্পর্ক। খ্রীষ্টান ধর্মের তদানীন্তন মতবাদ..."ইমানুয়েল" নিয়ে ক্যাথালিক এবং প্রটেষ্ট্যান্টদের কলহ। পরবর্তীকালে ইংরেজ কবিদের উপর প্রভাব।

'কালান্তর' পত্রিকা দেখে সারা দিন অস্বোয়াস্তি। আব্দুল কাদের সিদ্দিকী প্রায় নজরবন্দীর মত আছে। 'গ্রেপ্তার' শব্দ সংবাদে প্রকাশিত। এই বীর যুবকই বাঙলাদেশের গণতন্ত্রের অনুপ্রেরণা হয়ে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চক্রাবর্তে খাঁচায় আবদ্ধ। বাঙলাদেশে গণতন্ত্র আর ফিরে আসবে না, সহজে না।

www.pathagar.com

বিকেলে ভারাক্রান্ত হৃদয় প্রসূন-বীণা মজুমদার সমীপে। আরো এলেন ওর প্রতিবেশী অরুণ সেনগুপ্ত। নাগ-দম্পতি। অরুণ বাবুর স্ত্রী পরে এসে আমাকে ওদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। সবাই আত্মীয় হয়ে উঠল নির্বাসিত জনের। এই সব প্রতীক্ষমান হৃদয়ের জন্যে কৃতজ্ঞতার বোঝা আরো বাড়ল।

২০ জুন '৭৭

সন্ধ্যা। তড়িৎ মজুমদারের বুক হাউসে। পরে মৃণাল দত্তের মুখে খবর পেলাম স্নেহাভাজন এখলাস উদ্দীনের। ওর সুন্দর গৌর তনু-আলিঙ্গনে ঢাকার বহু বহুদিন না দেখা মুখ আর বুকের আভাস পেলাম। গৃহীমন অস্থির করে তুলল। দু'জনে অনেকক্ষণ রইলাম এর সঙ্গে।

২১ জুন '৭৭

নীলরতন মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা মুখোপাধ্যায় সন্নিধানে সিআইটি কোয়ার্টারে। এখলাসের হাতে আবু জাফর শামসুদ্দীনের বড় হৃদয়গ্রাহী পত্র পেলাম। আহা, এই সব বন্ধুদের সঙ্গসুধা-বঞ্চিত প্রতিদিন। আমার প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রায় আবেদন জানিয়েছে। পাঁজরে মোচড় অনেক বাড়ল। বড় ছেলে অপুর সংক্ষিপ্ত পত্র। বুকে চেপে রইলাম অনেকক্ষণ সন্তানদের মুখ কতো দিন দেখিনি। এসব দুর্বলতা কী করে কাটিয়ে উঠব?

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার। নতুন পরীক্ষা এই প্রদেশে নিরীক্ষণ করার যোগ্য। পূর্বে এক কংগ্রেসে প্রগতিশীলতার অবশেষ দেখেছিল। আবার এক পার্টি "জনতার" মধ্যে। এবার যাচাই হয়ে যাবে বহু তত্ত্ব-সত্যের মিথ্যার। সমাজ-ঐতিহাসিকের জন্যে একটা সুবর্ণ সুযোগ।

বাঙলাদেশের রাজনৈতিক শরণার্থীদের ব্যাপার কবে চুকবে জানি নে। অনিশ্চয়তার মধ্যে কতো প্রাণ না চুরমার হয়ে যাবে। বাঙলাদেশ নিয়ে কারো তেমন কোন মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে না, খুব কমসংখ্যক মানবপ্রেমিক কিছু মানুষ ছাড়া। শত শত শরণার্থীর বাঁচার প্রশ্ন। কী হবে। সেই সমস্যার চিন্তায় মন বড় ক্লান্ত।

সমাপতনের হাত থেকে রেহাই নেই। আজ কলেজ স্ট্রীটে কল্পতরু সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা। এবং মানিকতলার কাছে বিবেকানন্দ রোডের উপর অধ্যাপক অমরশঙ্কর গোস্বামীর সহিত। ওদের বাড়ীর পাশ দিয়ে না হলেও পাড়ার পাশ দিয়ে আসছিলাম। অগিলভি হষ্টেলের এই সব মেজ্‌বান Host কিছু মনে করতে পারে। বুঝিয়ে বললাম, কী সুখে আছি, কেন যেতে পারিনি।

পাঁচ হাজার রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী খড়কুটোর মত দুঃখদারিদ্র্য অনাহারের স্রোতে ভাসতে থাকবে। আমার পুরাতন শহর কলকাতা, হিতাকাঙ্ক্ষী আছে। কিন্তু

www.pathagar.com

ওদের অনেকে একদম নিরালম্ব। শুধু গণতন্ত্রের সুবাদে এখানে ছুটে এসেছিল। ওদের কী হবে? কী হবে?.... ব্যক্তিগত দুঃখকে তবু প্রশ্রয় দিই কেন?

২২ জুন '৭৭

ব্যক্তিসত্তার জুলুম কোনদিন শেষ হয় না। কারণ, অস্তিত্বের প্রথম শর্ত। কিন্তু সমাজ-সত্তার সঙ্গে তার আদান-প্রদানই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করে। এই কথাগুলো মনে হোলো, নিজের বর্তমান সমস্যা নিয়ে। স্ত্রীপুত্র-বন্ধুবান্ধব সকলের কণ্ঠে মিনতিমুখর আহবানঃ ঘরে ফিরে এসো।... আমার পক্ষে তা আর সম্ভব নয়। প্রতিক্রিয়ার কাছে আমি ধরা দিলে, এখানকার বহু আশ্রয়প্রার্থী এবং লন্ডনের শত শত গণতন্ত্রকামী বাঙালী demoralized হয়ে পড়বে। আমি ওদেশে বোবা হয়ে যাব না শুধু, বহুজনের বুকে হতাশার বীজ পুঁতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ক্ষতিসাধন করব। এই বেঈমানী আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আসুক দুঃখ, কষ্ট। পেছপা হতে পারব না, ডান্টের মত আমারও চিৎকারঃ "দোল্লিয়া সী রেকা নিল্লো কোর আর দীরে"-দুঃখ আমার হৃদয়ে সাহস ডেকে আনে।

প্রাকদুপুরঃ রাজ্জাক চৌধুরী ও বিভা দাশগুপ্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সুনীল মিত্র, কালিদাস শিকদার দুই দর্শনপ্রেমিকের দর্শন মিলল অকুস্থলে। সন্ধ্যা, নতুন করে Gramsci পাঠ।

২৩ জুন '৭৭

এক বাঙালী সাংবাদিক দক্ষিণ কোরিয়া থেকে দু লাখ টাকা পুরস্কার পেয়েছে তার নির্ভীক রচনা ও সাহসিকতার জন্যে। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে তিনি জেলও খাটেন এক বছর। পুরস্কারটি দক্ষিণ কোরিয়ার এক নাগরিক (গত বছর মৃত) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভদ্রলোক একটি অতি দক্ষিণপন্থী কাগজের কর্মী। তিনি বিদ্রোহের ঝান্ডা তোলেন, সেখানে তার জীবিকার কোন ক্ষতি হয় না অর্থাৎ মনিবদের ক্ষতিসাধন হয় না। সত্যিকার সংবেদনশীল সাংবাদিক হলে তিনি বহু সামাজিক Issue নিয়ে জেহাদ করতেন। কিন্তু তা করেন না। মনিব চটানো কাজে তিনি কেঁচো, কিন্তু মনিবের সুবিধা হবে এমন দুঃসাহসের ফণাধারী ফোঁস-পাইপ। পুরস্কার তাই মিলেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা নানাভাবে জাল পাতে। অঢেল অর্থ ওদের। এশিয়াবাসী এজেন্টকে দিয়ে হয়ত কোন পুরস্কারদানের প্রতিষ্ঠান গড়ে। নিজেরা সাধু সেজে রইল। এমার্জেন্সি আমলে (অর্থ ইন্দিরা গান্ধীর আমল) সাহসিকতার জন্যে যদি পুরস্কার প্রাপ্য হয়, তাহলে দিল্লীর সাপ্তাহিক Mainstream এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিখিল চক্রবর্তীর নাম প্রথমে ওঠা উচিত। তিনি মৌসুমী সাহস (Seasonal Courage) দেখান না, তিনি সব সময়ই অকুতোভয়তার পরিচয় দিচ্ছেন। আজও দিচ্ছেন। কই তার নাম ত ওঠে না

www.pathagar.com

পুরস্কারের তালিকায়। বুঝহ রসিক জন যে জানো সন্ধান।

২৪ জুন '৭৭

দেবশরণ দাশগুপ্তের বাড়ী সন্ধ্যায়। গুপ্তা বেচারী অসুস্থ। বাঙলাদেশে জগজীবন রাম খুবই তিক্ত নাম। কারণ, পুরাতন গান্ধীবাদী স্বাধীনতাসংগ্রামী কীভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের এমনভাবে নেক্‌ড়ের মুখে তুলে দিলেন। এ নিয়ে দেবশরণের মতামত চাইলাম। ওর জবাব শুনে আমি থ। বাবুজীর নৈতিক চরিত্র তেমন আদর্শস্থানীয় নয়। বারো বছর ইনকাম ট্যাক্স দেননি। এই বাহ্য। এই বয়সেও (Womanizing) নারীবিহার নাকি ওঁর প্রাত্যহিক অভ্যেস। সত্যমিথ্যে জানি নে। ভারতীয় প্রবীণ নেতার যদি এই ছবি হয়, এদেশের দুঃখ খেঁচার আরো বহু কাল বাকী আছে।

২৫ জুন '৭৭

ভোর থেকে তুমুল বৃষ্টি। এক অনুজের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী। সে ঢাকা যাবে। ব্যবসা জগতের ক্লেদ দেখা গেল। ভায়ে ভায়ে এমন বিরোধী যে এই কলকাতা শহরে ৩০/৪০ লাখ টাকার সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কারো মানসিক শান্তি নেই। জীবনকে নিয়ন্ত্রিত এবং সুসামঞ্জস্য করে তুলতে এরা শেখেনি, ব্যবসার ক্ষেত্রে যা শিখেছে। অথচ এই অবস্থার জন্যে শত শত মানুষ চড়া দাম দিচ্ছে, বিত্তবানেরা তা দেখতে পায় না। কারণ, নিজের ভেতর থেকে বাইরে আসার উপায় ওদের অবগতির বাইরে। পরিখার অভ্যন্তরে বাস। আকাশ আর কী করে চোখে পড়বে? নিজেরা মরছে, অপরকেও মারছে। পাপচক্রের বাসিন্দা যেন আমরা সবাই।

দুপুরে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রণব রায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ। ওদের এক সহকর্মী শ্রীঅরুণ সেনের সঙ্গে আলাপ হোলো। প্রথমোক্ত দু'জন তখনও আপিসে আসেনি। অরুণ বাবু পরিচয়ের পূর্বেই সৌজন্যে আমাকে এমন বেঁধে ফেললেন—বড় অপ্রত্যাশিত। বসা এবং Boredom মুক্ত হওয়ার জন্যে খবরের কাগজ আনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পাৎলা গৌরতনু মার্জিত রুচির সাক্ষী হয়ে জানান দিচ্ছে। ওকে চিনতে আমি আদৌ ভুল করিনি। কিরণশঙ্করও যেরকম Confectionate (মিষ্টি আনালেন) হচ্ছেন, বোধ হয় তেমন Affectionate থাকবে না। মধুসূদনের সেই উক্তি Every Bengali Gentleman or woman is a grandmother (উদ্ধৃতি পরে দেখে নিতে হয়)। কিরণশঙ্কর তার আরো প্রমাণ বলবৎ করছেন।

বৃষ্টির কামাই নেই। বারান্দায় পৌনে এক ঘণ্টা পায়চারী পরে পাঠে মনোনিবেশন। বিকেল সন্ধ্যা ঘরে। সন্ধ্যার আগে এক উদ্‌ভূত-যৌবনা অষ্ট্রেলীয় তরুণী এসেছিল রবি উদ্দীনের খোঁজে। তার মৃত্যুসংবাদ আগে পায়নি। বেশ মর্মাহত তরুণী ফিরে গেল। বড় সন্দেহপ্রবণ মন। হঠাৎ আমার মনে হোলো, ও

www.pathagar.com

গোয়েন্দাগিরি করতে আসেনি ত?

২৬ জুন '৭৭

পরলোকগত নৃত্যশিল্পী বন্ধু বুলবুল চৌধুরীর দীর্ঘ জীবনী লিখেছেন শ্রী নীলরতন মুখোপাধ্যায়। অকৃতদার। এক বোনের হেফাজতে থাকেন। সংস্কৃতি প্রেমিক, সরল মনের মানুষ। আজ দাওয়াৎ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী গোপাল হালদার এই উপনিবেশের অধিবাসী। এক ঢিলে জোড়া পক্ষী বধের আশায় প্রথমে হালদার ভবনে। সার্থক পদবী। বিগত পঞ্চাশ বছর প্রগতিশীল চিন্তাধারার হাল ধরেছেন তিনি। ছিয়াত্তর বছর বয়সেও কর্মচাঞ্চল্যের অভাব নেই। বড় সাদর অভ্যর্থনা পাওয়া গেল। বাঙলাদেশের ট্র্যাজেডির ভার হালদার বুকেও কম লাগেনি। এই এক খাতেই প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল। শ্রীযুক্তা অরুণা হালদারও পরে এলেন আসর ভাঙার পূর্বে। অবয়বে তিনি দাদার বিপরীত। দশাসই। মুখে বয়সের ছাপ নেই, সজীবতা এমনই জানান দেয়। বিদায়ের সময় মিসেস হালদার এক শিশি আচার দিলেন। গৃহহীনের প্রতি অঢেল প্রীতিটুকু মনে রাখার মত। আর ওদিকে নীলরতন বাবু এবং ওর বোন প্রতিমা (এখন আমারও সহোদর) মুখার্জি ত অন্নপূর্ণাকে ফেল করার জন্যে প্রতিযোগী। আহারের ঘটা বহুৎ। ছড়া লেখার পাক্কা হাতী (হাত-বিশিষ্ট) স্নেহভাজন এখ্‌লাস উদ্দীনের সুন্দর তনুর সমাবেশ মেঘলা দুপুর আরো মধুময় করে তুলেছিল। গৃহসুখ ভোগ করলাম বহুদিন পরে। এখানে বিদায়ের সময় মুসলমানের বাচ্চা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। আহারের পর আমি মিষ্টি খাই না। বরাদ্দ বেঁধে নিতে হোলো প্রতিমার স্নেহের পীড়নে। ফলও বাদ গেল না, সঙ্গে হাঁটতে লাগল সুস্বাদসহ, যদিও নাম 'ল্যাংড়া।'

২৭ জুন '৭৭

গতি ছাড়া কোন উপন্যাস আর তৎপদবাচ্য হয় না। War and peace সমাজ-উপপ্লবে ব্যক্তির কাহিনী। কিন্তু সমাজের গতি-পথ, সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশিত। সে জায়গায় গলসওয়ার্দির 'ফোরসাইট সাগা' কাহিনী মাত্র। বাঙলাদেশ নিয়ে উপন্যাস শুরু করার পূর্বে এসব নতুন করে ভাবছি। সমাজের Dynamics যেমন সমাজতত্ত্ব মহৎ উপন্যাসও তা-ই।

বৃষ্টির জুলুমে অস্থির। বেড়াতে বেরিয়ে সুট করে রণেশ দাশগুপ্ত ও জ্যোতিবাবুদের আড্ডায় ঢুকে পড়তে হলো। তুমুল বর্ষণ। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আটক। সুনীল মিত্র সঙ্গে ছিলেন, কলকাতার বাবু, অতএব ছাতাহীন। ওঁকে বাড়ীর কাচ পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ডেরা অভিমুখী। সন্ধ্যার আলোচনা বেশ জমেছিল। অনুন্নত দেশে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা। শিশির দাশগুপ্ত কিছু

www.pathagar.com

ফ্যাকড়া যোগে ব্যাপারটা আরো উপাদেয় করে তুলেছিলেন।

২৮ জুন '৭৭

ভাই মনসুর দিনাজপুরে। তার জন্যে Sponsor সার্টিফিকেট পাঠাতে হবে। দুই দেশে যাতায়াতের শত হাংগামা। সেই জন্যে Nonjudicial stamp আনতে দিয়েছিলাম এক ভদ্রলোককে। ব্ল্যাকে কিনতে হবে। আজ পাওয়া গেল না, যদিও ঝুপঝুপ বৃষ্টি মাথায় রাস্তায় নেমেছিলাম। কতো সকাল এভাবে নষ্ট হয়। নিজের কাজে বসতে পারি নে। অশেষ দুঃখেই নিশ্চয় নজরুল লিখেছিলেন, "তোমরা লিখিও অমর কাব্য বন্ধু যাহারা আছ সুখে।"

বন্ধু সঞ্জীব দত্তও আমার মত আবাসস্থলে রান্নার আয়োজন করেছে। অশেষ প্রতিভাধর এই বুদ্ধিজীবী নিজেই স্বনামধন্য হতে পারে, পিতা শহীদ ধীরেন দত্তের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সঞ্জীব আমার চেয়েও কৃচ্ছ্রতার সেবক। আমি হীটারে রাঁধি। ও কেরোসিন ষ্টুভে। তাই বড় পরিতাপ লাগল। বাঙলাদেশের বহু সুবিমল আত্মার এই রগ্‌ড়ানি ইতিহাস যেন বরাদ্দ রেখেছিল।

হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দ। কে? "আমি জাঁনেসার।" কাশ্মীর থেকে ৩০ তারিখে আসবে লিখেছিল। দু'দিন আগেই হাজির। বহু আন্দোলনে বুক দুলে উঠল। অনিকেত আবার ঘরের মধ্যে বন্দী।

২৯ জুন '৭৭

একটানা বৃষ্টি গত ষোল দিন থেকে। তবু বেরিয়েছি। ব্যবসাদারদের ভ্রাতৃবিরোধের মুখে গিয়ে পড়লাম। পয়সার লোভ শেষ পর্য্যন্ত স্নেহ মায়ামমতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। মনে তা ধরার কোন ফাঁদ থাকে না। মন যে একটা ফাঁদ তা তৈরী করতে হয়, Uederlire তা বোঝে না। লাখ লাখ টাকার লোক। অথচ ২৫ থেকে ১০০ পাউয়ারের বাল্‌ব জ্বালিয়েছে এক ভাই। তাও অপরের কাছে দৃষ্টিকটু। দুঃখ, বহু পরিবার, এদের জন্যেই দু'মুঠো ভাতের কাঙালী হয়ে থাকে গোটা সমাজে। এই বন্ধন কবে ভাঙবে?

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম (বাঘা ডাক নাম) ও কাজী জালালের সঙ্গে কিছুক্ষণ।

এক রাজনৈতিক Tout কিছুক্ষণ আবহাওয়া দূষিত করে গেল।

৩০ জুন '৭৭

ঢাকা জেলে রাজবন্দী অনেকে ওয়ার্ডেনদের প্রহারে গুরুতরভাবে আহত। ফ্যাসিষ্টদের কারাগার—তার বেশী আর আশা করা যায়? শহরে গুজব অনেকে

www.pathagar.com

নিহত। তাও কী অস্বাভাবিক? এখানকার পাদ্রীদের স্কুল Don Bosco School তাদের বুলেটিনে খবর বেরিয়েছে। এই শিরোনাম Boon for oil man. বিগত তেরশ' বছরের মধ্যে এই প্রথম সৌদি আরব একটি গ্রীক orthodox dioces (গীর্জা) খুলতে দেবে। তা নিয়ে Patriarch Elias of Antioch এর সঙ্গে বাদশা খালেদের কথাবার্তার পর কাজ শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের গাটছড়া বাঁধা হচ্ছে। কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রেও এই মুখ সোঙাসুঙি। ধর্মটা ত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নয় খালেদের। চার্চ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে "আল হাসা" নামক জায়গায়।

সাতচল্লিশ বছর আগে এই শহরে লড়াই শুরু করেছিলাম নিজের ভবিষ্যতের জন্যে। আবার শুরু জং। এবার দেশের ভবিষ্যতের জন্যে। সংগ্রাম আর শেষ হোলো না।

বিকেলে বীণা-প্রসূন মজুমদার দম্পতি সন্নিধানে। ওরা একটা সংসদ বাংলা অভিধান কাজ চালানোর জন্যে দিলেন। টেবিলে বসে প্রায় ডিক্‌শনারীর অভাব বোধ করতাম। এবার সেই বাগ্‌ড়া আর বাগ্‌ড়া দিতে পারবে না। মজুমদার-যুগলকে ধন্যবাদ।

দুপুরে আমার মামাপ্রদত্ত স্বপ্নাদ্য ঔষধ বনানী ও রাজ্জাক চৌধুরীদের দিলাম। প্রায় প্রথম রোগী। খোঁজ নিতে হবে, কাজ কদ্দুর এগোল। ওর কোমরে ব্যথা। এসবের প্রতিষেধ স্বপ্নে বলা ছিল। এখন দেখা যাক, ফলতঃ কী হয়।

১ জুলাই '৭৭

সাম্রাজ্যবাদীরা সফল। ভারতবর্ষে Destabilization এর এক ধাপ এগিয়েছে। আর সর্বভারতীয় কোন পার্টি নেই কংগ্রেসের মত ক্ষমতালোভী। ফলে, প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। বিদেশীদের দেশী এজেন্ট ত কম নেই। Balkanization এদেশেও দেখা দিতে পারে। আর বামপন্থীদের আরো বিভক্ত করে রাখো, বহুদিন সমাজতন্ত্র ঠেকিয়ে রাখা যাবে। সাম্রাজ্যবাদী পাঁয়তারা হাসিল। ফাস্ট রাউণ্ড।

২ জুলাই '৭৭

উমা ও শিব-তথা চিন্মোহন সেহানবীশদের ভবনে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে উমাকে দেখলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে (৪১-৪২ সন) বহু জনের দিল্-ধড়কন উমা এখন প্রৌঢ়া। পুরাতন মহিমা নেই। সূর্য্যাস্তের ছটাও সুন্দর। বিদ্যাদানে উমা বিদায় নিলেন। বাকী আমরা দু'জনে স্মৃতি মন্থনে নামলাম। কিছুক্ষণের জন্যে সপ্তাহ পত্রিকার শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত দোসর রইলেন। শয়তানের পরেই বহুব্যস্ত

www.pathagar.com

সাপ্তাহিকের সম্পাদকগণ। ওঁর বসার যো ছিল না। আবার দু'জনে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলাম। ফেরার পথে লেক মার্কেটের এক দোকান থেকে নাতির ফটো রাখার জন্যে একটা ফ্রেম কেনা গেল। বড় সুন্দর ভঙ্গী ওয়ারিদের। আমি এই জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা থেকে বঞ্চিত।

৩ জুলাই '৭৭

পুরাতন আশ্রয়ে। আবার সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ। অমর গোস্বামী, স্বাতী গোস্বামী, মিথু মাসি, তরুণ সান্যাল এবং সান্যাল-মঞ্জরীবৃন্দ (বাবু-তোতা-বাপী) বৌমা কেয়া এবং ফাখ্‌টয়াংগারের This is the hour নভেল খানা তরুণের কাছে ছিল। পুত্রের জন্যে পাঠাব। সেই অছিলায় এক দংগল দরদীদের অন্তর স্পর্শ আবার পাওয়া গেল। গোস্বামীরা ফলযোগ এবং সান্যালরা জলযোগের বন্দোবস্ত করলে। গত রাত্রে সাড়ে তিনটেয় উঠেছি। সাড়ে পাঁচটায় নাস্তা শেষ। পাকস্থলী সবই বড় তোয়াজে গ্রহণ করলে। দরদীরা appetizer হলে মুশকিলের কথা। বিত্তহীনেরা তাহলে শত্রু সন্ধান করবে। ক্ষিধে বাড়লে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু রক্ষার জন্যে যে বিদেশী শিলিঙ দরকার। বৈদেশিক মুদ্রার বড় অভাব।

বন্ধুবরের মুখজবানি ঢাকার খবর পাওয়া গেল। চাপা অসন্তোষে বোঝাই। মিলিটারীরা ঘুষ খায়। তার প্রত্যক্ষ হদিস দিলে। পচন এইভাবে দ্রুতায়িত হবে। ঢাকা য়ুনিভার্সিটি খুলেছিল ১ জুলাই। সেখানে গণ্ডগোল হয়। সব দিকেই এমন ধোঁয়ানো ধোঁয়াশা ভাব। শুধু সময়ের অপেক্ষা। নেতৃত্বের অভাব এখানে সব চেয়ে দুর্বলতার দিক।

৪ জুলাই '৭৭

লাল বাজার পুলিশ হেড্ কোয়ার্টারের গেটের উল্টোদিকে রাস্তার ধারে মনসুরের স্পন্‌সরশীপ সার্টিফিকেট টাইপ করাচ্ছি। পাশাপাশি বহু টাইপিষ্ট বসে। দশটার মুখে হাজার হাজার লোক আপিসমুখী। স্রোতের মত ধেয়ে চলছে। হঠাৎ.... কতোগুলো প্রশ্ন মনে খেলে গেল। এই গ্রহ, মানুষ, তার জীবনযাপনের ধারাজাত যুগযুগ একই ধরনের বৈশিষ্ট্য। তার আগে এক ব্যবসাদার-সহপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি। আজ আর Communication-এর কিছুই নেই ওদের সঙ্গে। পনর মিনিটে Bored হতে হয়। শুধু ওদের মনের প্যাটার্ণ জানার কৌতুহলে বসা যায় এক সঙ্গে। প্রচুর পয়সা। পয়সা নিয়েই ভ্রাতৃকলহ এবং তজ্জাত অশান্তি। রুচিহীন এই অর্থহীন জীবনযাপন! ফিউডাল খোপে বাস, অথচ রোজগারের ধান্ধা আধুনিক। এই সংগতিহীনতার সঙ্গে নানা মানসিক সংকীর্ণতা-নোংরা সর্ব প্রকার আবেষ্টনী।... পরে মেজ ছেলে মুজু বাবার একটা জিনিসের

www.pathagar.com

সন্ধানে (নাইলনের Screen Printing-এ প্রয়োজন হয়) সারা রাধাবাজার এলাকা চষে ফেললাম। পাওয়া গেল না। ক্যানিং ষ্ট্রীট হয়েছে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সরণী। আজ জানতে পারলাম। হেঁটে বিনয়-বাদল দিনেশ বাগ-পূর্বতন লালদিঘী। মিনিবাসে বেক বাগান। ক্লান্ত। তবু পোষ্টাপিসে গেলাম। শ্রী বিষ্ণু দেকে লিখিত একটি দীর্ঘপত্র রেজিষ্ট্রি করা দরকার। এখানেও কিউ। ক্লান্তি আরো বাড়ল, দুপুরে দেড় ঘণ্টা ঘুমালাম।

৫ জুলাই '৭৭

সকালে মনসুরের সার্টিফিকেট (স্পন্সরশীপ) সই করানোর জন্য ওয়াছেল মোল্লা বিল্ডিংয়ে। পরলোকগত মোল্লা তায়েবুল হকের অন্যান্য ভাইঃ রফিকুল হক ও এমদাদুল হক থাকেন। এমদাদুল হক মনসুরের ভগ্নিপতি। তিনি সই করে দিলেন। একবার কলেজ ষ্ট্রীটে কাজী আহমদ জালালকে নিয়ে। সঞ্জীব ঘরে নেই। জালালের প্রয়োজনেই যাওয়া। পথে ট্রাম থেকে নেমে রণেশ দাশগুপ্তকে দেখতে গেলাম। জ্বরে শয্যাশায়ী। অনেক ভুগলেন। মানসিক দিক বাদ দিলেও কায়িক এলাকায় জুলুম কম নয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আশ্চর্য্য মানুষ। বিপদে কারো করুণাপ্রার্থী নন। আজ ওঁকে বকে দিলাম। "আপনি যার কাছে থেকে যা পান সবই আপনার অর্জিত। কোন হারামজাদা আপনাকে করুণা করবে, বা তার সাহস রাখে?" সনাতনী ধরায় তিনি সৎ। ষ্ট্রিউরিটান মার্কসিষ্টের নমুনা তিনি। অতীত ও বর্তমানকে মেলানোর ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধ পুরুষ কম। এমন জনকে কেউ করুণা করার সাহস রাখে নাকি?

৬ জুলাই '৭৭

সকালে সিপিএমের নেতা বর্ষীয়ান আবদুল্লা রসুলের নিকট। বর্তমান স্পীকার মনসুর হবিবের মারফৎ আলাপ চল্লিশ বছর পূর্বে ১৯৩৫। আমাদের উভয়ের সম্বোধনী "নানু" বা মাতামহ। একবছর পরে আবার সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। গরজ প্রচণ্ডঃ খান্‌কী বাঙলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র-হালী সিপিএম পার্টি। রাজনীতি, রাজনৈতিক আশ্রিতদের নিয়ে ওদের কিছু করার থাকতে পারে রাষ্ট্রক্ষমতা যখন হাতে। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে বাঙলাদেশ সম্পর্কে কিছু লেখা হোতো না, তদানীন্ত ন রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী। ফলে, দুবছরে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের লোক কিছুই জানে না ওখানকার হাল-হকিকত। রসুল সাহেবকে সবিস্তার বয়ান করলাম। কেন্দ্র প্রদেশ সম্পর্ক অনুযায়ী তিনি ঈষৎ দুর্বলতাও দেখালেন। অকপটে স্বীকার করলেন মুজিববিরোধী কিছু কিছু Stand উচিত হয়নি। বৃদ্ধ রসুল নানার বার্ধক্য দেহগত। সমঝোতার জানালা উধাও-উন্মুক্ত। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্যে মাঝে মাঝে মশ্‌করার

www.pathagar.com

মৃগনাভি বায়ু সুগন্ধ রেখেছিল। বিদায়ের সময় ওঁকে কুমার বা ব্যাচেলারের সংজ্ঞা–যদিও পুরাতন আবার বলে এলামঃ Bachelor is one who can do without marriage. নানার চুল সব পেকে গেছে। তদুপরি ক্রু-কাট। কিন্তু মুখের আদল বেশ সঞ্জীব। খাটো বুড়ো বেজায় ডাঁটো–এখনও ছিয়াত্তর বছর বয়সে।

বিকেলে 'সপ্তাহ' আপিসে। প্রদ্যোৎ গুহ ছিলেন। তরুণ সান্যাল এসে পৌঁছল। ওদের এক সভায় যোগদান জরুরী। ফলে, আসর ভঙ্গ। আড্ডা জমল 'বসুমতী' আপিসে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে ইন্‌ফরমেশান বিভাগে একদা-সহকর্মী কবি গোপাল ভৌমিকের সঙ্গে দেখা। তথ্যবিভাগে কেউকেটা পরিচালক্‌পদ পর্য্যন্ত গিয়ে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে 'প্রসারে' Extension আছেন। সেই সূত্রধরে এখানে সম্পাদক। সুইস-গেট খুলে গেল বহুদিন বাদ। এখানে দু'নম্বর Number 2 প্রণবেশ চক্রবর্তী, প্রলয় দাশ প্রমুখদের শরীক হিসেবে পাওয়া গেল। রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত এখানে। পরে রণেশদাকে দেখতে গেলাম। তিনি চাংগা–বাইরে গেছেন বায়ুসেবনে। মন হাল্কা হয়ে গেল। শরীর সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত আদিবাসী। তফাৎ তারা অজ্ঞানে চলে উনি সজ্ঞানে। তাই নিশ্চিন্ত। উনি ফিরে এলে জ্যোতি দাশগুপ্ত আড্ডায় স্রোতবর্ত রূপে আবির্ভূত হলেন। পাকিস্তানে ক্যু সামরিক অভ্যুদয় অবিশ্যি সারাদিনই আলোচিত। রেল-ষ্টেশনের ব্যাটা (শাহ নওয়াজ ভুট্টো নামে একটা ঐ ষ্টেশন আছে লারকানা জেলায় আমার দেখা)। এবং নিছক উচ্চাভিলাষী পলিটিসিয়ান এতদিনে ডাষ্টবিনে গেল। কিন্তু যারা আসবে এবং বর্তমানে এসেছে এগুলো ত নর্দমা-জাত। "আল্লার রাষ্ট্র" Theocratic state মানুষ দিয়ে চলে না। জানোয়ারই দরকার হয় সেখানে পরিচালনায়। তাদের জন্যে সাধারণ মানুষ কী দুর্ভোগ না সহ্য করছে। ক'দিন আগে সংবাদপত্র দেখলাম, চাল, গম, চিনি তামাকের দাম '৭১-৭২ সন থেকে পাঁচ বছরে দুই গুণ বেড়েছে। ভারতবর্ষের বর্তমান নেতারা ভবিষ্যতে কী করবেন দেখা যাক। দুই দিকে জিয়া। এক জিয়ার সঙ্গে মিতালী পাতা। এবার অন্য জনের সঙ্গে কী হয়, তা দেখার বড় কৌতূহল।

৭ জুলাই '৭৭

মুজু বাবার সিরামিকের জন্যে এক রকমের কাগজ খুঁজে গণেশ এভিন্যুয়ে হয়রান। পাওয়া গেল না। ট্রামে বেজায় ভিড়। গোটা পথ বাড়ী ফিরতে দণ্ডায়মান। একটা এ্যাটলাসও ওর দরকার। কলেজ ষ্ট্রীট ওই বিশেষ ভূচিত্রহীন। শেষে সঞ্জীব সন্নিধানে। টি.এস. এলিয়ট মাঝে মাঝে বড় Didatic Four quartets-এ। সঞ্জীবের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। আদর্শ-রূপায়নের পথে সব সময় Constancy বা স্থির কিছু প্রয়োজন হয়। কিন্তু Process-এ তেমন কিছু রাখা দায়। কারণ, পথের আঁকবাঁক এমনই যে তেমন ধ্রুব নক্ষত্র টিকিয়ে রাখা দায়। Result-এ Constancy

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। সুতরাং সেখানেই নোঙর ফেলা যুক্তিযুক্ত। এই প্রবাহেই এলিয়ট Didatic হতে বাধ্য হয়েছেন। কফি হাউসে আজ আরো সীরিয়াস আলোচনা চলেছিল। মধ্যযুগের কবিরা "আমি, ঈশ্বর এবং পৃথিবী"—এই তিন খুঁটি অবলম্বন করেই সব কাজে এগিয়ে যেতে পারতেন, অন্ততঃ ডান্টে তাই বলেছেন এবং করেছেন। এ যুগে তা সম্ভব নয়। Variables এর সংখ্যা এত যে দিশে পাওয়া দায়। ডেরায় ফিরে দেখি, জাঁনেসার হাজারীবাগ থেকে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সেই সন্ধ্যে থেকে। চাবি রেখে যাইনি। বেশ দুর্ভোগ গেছে ওর।

৮ জুলাই '৭৭

মাতামহ আবদুল্লা রসুলকে বাঙলাদেশ সম্পর্কিত কিছু তথ্য দিয়ে এলাম। কেন্দ্রের ব্যাপার। কাজেই তার অক্ষমতার কথা অকপটে বললেন বা স্বীকার করলেন। অনেক লোক এসে পড়লে সাক্ষাতে, কাজেই আমি পিঠটান দিলাম। রণেশদাকে দেখে আসা যাক এই ফাঁকে। তিনি ভালই আছেন। বিকেলে গড়িয়াহাটা। কাল জাঁনেসার ঢাকা যাবে। অপুর জন্যে লপচু চা কেনা দরকার। বড় পছন্দ করে। এত ভিড়! মাহবুব আলমের জন্যে Wilson এর Refil কেনা গেল। পুঁটির জন্যেও মিঠাপাতি জর্দা। সুট্ করে মজুমদার নিবাসে। দম্পতিকে (বীণা, প্রসূন) পাওয়া গেল। পরে ঘরে ফেরা।

৯ জুলাই '৭৭

দুঃখ, যন্ত্রণা আমার আকৈশোর সঙ্গী। তাই অপ্রত্যাশিত আঘাত আসে। আজ ঢাকা যাবে ছোট ছেলেটা, হঠাৎ এমন ভাবে গেল! আমার চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে কেন এমন হয়? ওর সঙ্গে আর আমি কোন সম্পর্ক রাখব না। ঘরের আর একটা বন্ধন ছিঁড়ল। অশান্তির আবহ। সঞ্জীবের কাছে পৌঁছলাম শিয়ালদ থেকে। জাঁনেসারের ট্যাক্সি বেলেঘাটা পথে এয়ারপোর্ট যাবে। জোরে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিলাম। ওর দিকে আর তাঁকিয়ে দেখার প্রবৃত্তি হোলো না। বৃষ্টিও নামল ঝিরিঝিরি। হেঁটেই দত্ত-সমীপে, বুদ্ধির জগত এখানে সদা-দীপ্যমান। কাজেই মানসিক অস্বোয়াস্তি ভুলতে আদৌ দেরী হোলো না। সঞ্জীব না থাকলে এই নির্বাসন জীবন অনেক দুঃসহ হয়ে উঠত। কফি-হাউসে ঢুঁ দিলাম পরে। এখানে প্রদ্যোত ভদ্র নামক এক সাংবাদিক দত্ত-পরিচিত এসে জুটলেন। বাঙলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি শুনে তিনি অবাক। এক "যুগান্তর" (তাও সামান্য) আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, ষ্টেটস্‌ম্যানও ব্ল্যাকআউট করে রেখেছে। জানার পথে ত বেড়া। আজ খেতে বড় দেরী হয়ে গেল। কারণ, ফিরতে দেরী। আবার সকালের আবহ মনে সহজে মোছা দায়।

www.pathagar.com

১০ জুলাই '৭৭

খতীবের চিঠি পেলাম। জবাব দিতে হয়। সেও যন্ত্রণা নিয়ে আমার মত আছে। সকালে এক ব্যবসায়ীর নিকট রবিবার। একজন মামলা নিয়ে উকীলের কাছে ছুটল। ওর আর এক ভাই পীরের ভক্ত। বাঁচার চৌহদ্দি এদের এত ছোট, যাবেই বা কোথায়? এত বিত্ত। কিন্তু তার ব্যবহার ত শেখেনি। চিত্তের চৌহদ্দী ছোট। ফলে, অমন মানসিক প্রবণতা। গরীবেরা যায় অন্য চরম প্রান্ত থেকে-অর্থাৎ বিত্তহীনতা থেকেঃ Identity of the opposites।

শ্রীগোপাল হালদার অসুস্থ। তাঁকে দেখে, নিকটে স্নেহাপদ নীলরতন মুখোপাধ্যায় সন্নিধানে। সুধাংশু ঘোষ হাজির ছিলেন। এখানে হৃদয়ের উত্তাপ বড় মেলে। ভগিনী প্রতিমা আছে। দুপুরে পাত-ফেলার অনুরোধ। মেনে নিলাম। তরুণ কবি রমেন আচার্য্য স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে আসর বাড়ালেন। ওঠা দায়। তবু আধ ঘণ্টা অবকাশ নিয়ে রমেন মিত্র সমীপে। নিকটে বলেই এক ঢিলে এত পক্ষীবধের নেশা। দাদা ভাল আছেন। ফেরৎ আবার নীলরত্ন-ভবনে। দুপুরের আহার। স্নেহাস্পদ এখলাস উদ্দীন পাশেই বসে ছিল। আহারে তেমন দড় নয়। সে স্বল্পবাক। এখানেও ওজন ঠিক রেখেছে দেহের তুলনায়। মরহুম বুলবুল চৌধুরীর সহপাঠী সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় আসরে এসে জমলেন। ক্যাসেটে রবীন্দ্র সংগীত, সদালাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন সঙ্গী বড় নিরুপদ্রব দুপুর। মাঝে মাঝে অস্বোয়াস্তির নেপথ্য থাবা ছিল। সব ছাপিয়ে ভালই লাগল সাহচর্য্যের এই বাতাস।... কাশ্মীরে নির্বাচনে শেখ-আব্দুল্লার বিজয়ে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ও সেক্যুলার-মনা ভারতীয়দের আনন্দিত হওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা জোর মার খেয়েছে শাসকশ্রেণীর সমর্থন সত্ত্বেও।

১১ জুলাই '৭৭

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী (বঙ্গবন্ধুও তার মধ্যে পড়েন) মাহফুজুল বারিকে দেখলে বড় মায়া হয়। লম্বা চওড়া সুগঠিত চেহরা পেশাদার সৈনিকের এমনই সম্পদ থাকা উচিত। আজ অকপটে স্বীকার করলে, "আধপেটা খেয়ে আর কতদিন? দেশে ফিরে যাব। যা-হয় হোক?" এসব ওর সাময়িক দুর্বলতা, তাও আমি জানি। দেশপ্রেমের দীক্ষা বর্তমান বিপর্য্যয়ে আরো গভীর শিকড় মেলেছে ওর প্রাণে। সঙ্গে এসেছিল অগ্নিপুরুষ-স্বাধীনতা সংগ্রামের মহিউদ্দীন চৌধুরী। দু'জনের সঙ্গে অনেক অতীতের ময়দান চষা গেল। মোনায়েম সরকার নীরব শ্রোতা।

সন্ধ্যায় কবি সুভাষ মুখার্জির বাড়ী। রণেশ দাশগুপ্ত, সৌরি ঘটকা, প্রসূন বসুদের নিয়ে বর্তমান অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে ঘাঁটাঘুঁটি। বর্তমানে "যুগান্তর" যুক্ত

www.pathagar.com

সাংবাদিক জনপ্রিয় লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন। বাঙলাদেশের চিরদুঃখসিক্ত ট্র্যাজেডির নতুন অধ্যায় শুনে মর্মাহত। রসিকতা করেই বললাম, আমরা বাঙলাদেশের ছিটকে-পড়া অধিবাসী বর্তমানে পকেট-মারার জন্যে প্রাণের দ্বারস্থ। কথা, বহু কথা।

১২ জুলাই '৭৭

প্রাচীন সহপাঠী মনসুর হবিব বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার-সমীপে। নিতান্ত সাক্ষাৎ নয়। বাঙলাদেশ সম্পর্কে ওকে ওয়াকিবহাল করা। দেড় ঘণ্টা স্মৃতিচারণা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনায় জলের মতই গড়িয়ে গেল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ পড়ার সময় নানা Youths folly-র কথা উঠল। অতীতে ফিরে যাওয়া যায় না?

বিকেলে 'চতুরঙ্গ' আপিসে। 'পতঙ্গপিঞ্জর' উপন্যাস এখানেই ছাপা হবে। কর্মাধ্যক্ষ মানিক মুখোপাধ্যায় ছিলেন। পরে আতোয়ার রহমান এলো। হুমায়ুন কবিরের এই প্রদীপ আতোয়ারই জ্বালিয়ে রেখেছে এতদিন। পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে–এই পত্রিকার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের পর। আজ পেছনে তাকিয়ে সব ধাঁধা লাগে। সময়ের স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিক-সন্ধান ছাড়া, উপলব্ধির কোন পন্থা থাকা উচিত। অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যেত। দর্শন অশান্তি বাড়িয়ে তোলে। গণেশ এভিন্যুয়ের এই বাড়ী বহু স্মৃতিমণ্ডিত। 'পূর্বাশা' পত্রিকা, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য', সত্যপ্রসন্ন দত্ত, রবীন্দ্রনারায়ণ সিংহ (অল্প বয়সে মৃত। উপন্যাসঃ 'নিশীথে সূর্য্য, বা ঐ জাতীয় নাম মনে পড়ছে না।) স্বর্গীয় অমল দত্ত (ফিল্ম পরিচালক)... এমন আরো বহু মুখ। আতোয়ারের সঙ্গে ট্রাম ধরতে বেরিয়ে পুরাতন ছবিই দেখতে লাগলাম।

১৩ জুলাই '৭৭

সকালে নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। ঢাকাযাত্রী এখলাসের সঙ্গে দরকার ছিল। সকালে বৃষ্টি ছিল না, বেলা ন'টা থেকে জোরে নামল। ফলে আটক। একটু ছাড়তে গোপাল হালদারের বাড়ী গেলাম। এখনও ওর সঙ্গে আলাপ উদ্দীপনার উৎস। বৃষ্টি থামল না। রিকশায় বাসষ্ট্যান্ডে। পরে বেকবাগান। রিখিয়া, সাঁওতাল পরগণা থেকে শ্রীবিষ্ণু দে'র চিঠি পেলাম আজ। সংক্ষিপ্ত পত্রে, বাঙলাদেশের জন্য উদ্বেগ জানিয়েছেন। স্বামী স্ত্রী দুই জনে অসুস্থ। ওঁর হাত ফুলেছে।

১৪ জুলাই '৭৭

সারা সকাল দিল্লীর Mainstream পত্রিকায় একটা চিঠি পাঠানোর জন্য মুসাবিদা। ওখানে বঙ্গবন্ধুর তুলনা ভুট্টো এবং ইন্দিরার সঙ্গে এক পাল্লায়

www.pathagar.com

তুলে—ব্যাপারটা ভাল লাগল না। তাই পত্রাবতারণা। কাজ শেষ করে হেঁটে বালিগঞ্জ পোষ্টাপিস গেলাম। পত্র ডাকে দিতে। জলদি দিল্লী পৌছানো দরকার। আবার ফেরৎ হন্টন। পার্ক সার্কাস বাজারে শশা, ডিম, কলা কেনা গেল, সকালের রসদ দিন তিনেকের মত কেনা দরকার ছিল। কাল থেকে আষাঢ়ের বৃষ্টি চলছেই, মাঝে মাঝে ঈষৎ থামে মাত্র। বিকেলে রণেশদার নিকট। পরে গোপাল নাগ ও নিবেদিতা নাগিনীর নিকট ধর্ণা। কিছু ফোঁসফোসানি শোনা গেল তুমুল হাস্যরোলের মধ্যে রণেশ দাশসহ। বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ী।

আজ স্নেহাস্পদ আসগারের পত্র পেলাম কুয়েৎ থেকে। সঙ্গে নানু ও লায়লীর ফটো। কী সুন্দর হয়েছে নানুজান্। পারিবারিক ঐতিহ্য আছে ওদের সততার। চেহরার মত চরিত্রটিও যেন সুন্দর হয় কামনা করি। আসগারকে কতো দিন দেখিনি। চিঠি পেয়ে যুগপৎ আনন্দ বিষাদ দুই মনে ধেয়ে এলো।

১৫ জুলাই '৭৭

সারাদিন কাজে নিজের ঘরে। বিকেলে জওয়াদ করিমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বসুধা চক্রবর্তী সন্নিধানে। রাজনৈতিক ধারার আলোচনা উঠল। ভারতের বামপন্থী দলগুলো মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত। CPI....জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তা CP (M) গণবিপ্লবের স্বপ্নচারী। SUC, R.S.P সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী। CP (ML) সংক্ষেপে নকশালপন্থীরা কৃষক বিপ্লবের পথচারী। এদের একত্রিত হওয়ার কোন আশা আপাততঃ নেই। এই বিভেদ ভারতে বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিহীন করে রেখেছে। ফলে, গণতান্ত্রিক চেতনার মানুষদের উল্লসিত, আনন্দিত হওয়ার কিছুই নেই।

ইন্দুদিদি আষাঢ় মাসে তালের বড়া পরিবেশন করলেন। অনিকেতের গৃহসুখ [illegible] এই ভাবেই জোটে।

১৬ জুলাই '৭৭

আজ এখলাস ঢাকা চলে গেল। সঙ্গে বুলবুল চৌধুরীর বন্ধু নীলরতন মুখোপাধ্যায়। পাড়ায় শ্রী গোপাল হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলাম। এখনও ফ্লুতে ভুগছেন। পথে শিল্পী পরিতোষ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নেমন্তন্ন করে বসলেন। বিকেলে সঞ্জীব সমীপে। সেও অসুস্থ। তবুও আলোচনায় মেতে উঠতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় না। অশেষ প্রতিভাধর এই এক হৃদয়, কেন জানি নে, বোধ হয় আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে পড়ে, বাঁচার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছে। আত্মহত্যা প্রবণ কথাবার্তা আজ বেশ শোনা গেল। তার মতে কেবল নৈতিকতার উপর নির্ভর করে এদেশের মানুষ বাঁচতে শিখেছে। মনের অন্যান্য উপাদান আর খোলতাই হয়নি।

www.pathagar.com

আর যেহেতু সে এমন বাঁচার পক্ষপাতী নয়, দু'বছর পরে সে এই জীবন আর রাখবে না। অবিশ্যি বাঙলাদেশ তাকে বেশ উত্তেজিত রাখে। সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নেই। মাইনরিটি সমস্যার কথা উঠল। এখানে সঞ্জীবের নিরীক্ষা প্রণিধানযোগ্য। জাতীয় আন্দোলন আবেগের উপর বেশী নির্ভরশীল। তার সঙ্গে যদি প্রগতিশীল ভাবধারা না মেশে মাইনরিটিকে আকর্ষণ করা যায় না। ভারতীয় নেতারা এদিকে চিন্তাই করেননি। মহাত্মা গান্ধী obscurantism-কে অবলম্বন করেই জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি যে শেষে obscurantism-এর হাতেই প্রাণ দিলেন, তা যেন পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত। পণ্ডিত নেহেরুও আপোষ করেন, যদিও প্রগতিশীলতার ঝান্ডা উঁচু করে তিনি তিরিশের দিকে ভারতীয় যুবসমাজের Hero বনেছিলেন। সেই ফাঁক পরবর্তী কালে চোটপাট নিচ্ছে। বাঙলাদেশে দ্বিজাতিতত্ত্ব আবার জন্ম নিতে পারল, তার কারণ, জাতীয়তাবাদ ও প্রগতিশীলতাকে অঙ্গীভূত না করার ফল।

১৭ জুলাই '৭৭

হঠাৎ মনে পড়ল 'ডানের' সম-সাময়িক ইংরেজ কবি জর্জ হার্বার্টের দু'দুটি পংক্তিঃ Others by moments, months, years measure their ages; thou by tears. যেন হতভাগিনী বাঙলাদেশের উদ্দেশ্যেই কবি লিখেছিলেন।

একত্রিশ বছর পরে নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হোলো। যতীন দাশ রোডের বাড়ীতে গিয়েছিলাম সকাল ন'টা নাগাদ। বসুধা চক্রবর্তীর বাড়ীতে "বাণী বারকরী" লেখকঃ নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়—বই দেখে এই গায়েব জনের রহস্য উদ্ধার। তখন (রেডিও) গার্ষ্টিন প্লেসে কর্ম করতেন গাঙ্গুলী মশাই, সেখান থেকে আলাপ। দেশভাগে ছেদ। আবার দেখা হোলো। গৃহিণী আভা গাঙ্গুলীরও বৈকাল শুরু হয়েছে, তিন জনেরই বৈকাল। অনেক হাসাহাসি করা গেল অতীত মন্থনের সঙ্গে। বাঙলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের পীরিত তিক্ততার আবহ।

১৮ জুলাই '৭৭

পারিবারিক যোগাযোগের জন্যে ঢাকাযাত্রী স্নেহাস্পদ কাজী জালালের খোঁজে। ফিরতি পথে শ্রীরমেন্দ্র মিত্রের নিকট। এই এক প্রাণ-সান্নিধ্যও বুকে এত জোর এনে দেয়। হৃৎব্যাধির শিকার কিন্তু হৃদয় নি-দাগ; বিস্তারও সুমেরু কুমেরু। দুপুর থেকে বিকেল পড়াশোনা। গোধূলিলগ্নে 'বসুমতী' আপিসে। গোপাল ভৌমিকের সঙ্গে স্রেফ দেখা। ম্যানেজিং কমিটির মিটিঙে তখনই চলে গেলেন। সহকারী প্রলয় দাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ। এখানে পথিক বসু এক সদ্য তরুণের সঙ্গে আলাপ। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। বাবা পথ থেকে পথিক—শব্দের প্রতি অনুরাগী হন।

www.pathagar.com

মর্মন্তুদ সংগ্রাম কাহিনী। পথিক এখানে Sub-editor. রথের মেলার ভিড়। ভিখিরী বালক চেয়ে আছে মানুষ আর পাঁপড়ের দিকে—সদ্য গন্ধ বাতাসে। ওকে আট আনা পয়সা দিতে যেন স্বর্গ হাতে পেল, এমনভাবে আমার দিকে তাকালো। মিথ্যে আনন্দ ধর্মের আসর জুড়েই আছে। এখানে নেড়ে-অনেড়ের তফাৎ নেই। সব মহাপুরুষ কালে কালে মহা-পাঁঠায় পরিণত হয়। পাঁঠা ছাড়া আর কী?

১৯ জুলাই '৭৭

পরিতোষ সেনের নেমন্তন্ন বিভ্রাট। আমি ভেবেছি সকাল আটটা ন'টায় গিয়ে দুপুর কাটাবো। শিল্পী ঠাউরেছেন, রাত্রি ৮টার দিকে। পথে চিন্মোহন সেহান্‌বীশের বাড়ী। তার গবেষণা গুহায় ঢুঁ দিলাম আগে। আজ গোলাম আম্বিয়া লোহানীর প্রসঙ্গ উঠল। কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ-মুখর দ্বিতীয় দশকের যে ক'জন ভারতীয়ের নাম পাওয়া যায়, লোহানী সাহেব তাদের অন্যতম। তিনি পাবনার অধিবাসী ছিলেন। চিনু আরো তথ্য যোগাড় করেছে। পাবনার লোহানীদের জিজ্ঞেস করলে, তারা ওঁর নাম জানে বটে এবং কিছু কিছু গতিবিধি—জবাব দেয় শেষে 'নিরুদ্দেশ' বলে ক্ষ্যান্ত হয়। চিনুর গবেষণা খুব কাজ দেবে। পরে পরিতোষ বাবুর বাড়ী। অপরাহ্ন, সন্ধ্যা না রাত্রির হেরফের। তিনিও ব্যস্ত। যাদবপুর Printing Techonology তে মোতায়েন আছেন। ১১টায় যাবেন। তৎক্ষণ ওর একটা রচনা শোনা গেল। ঢাকা জিন্দাবাহার লেনের অধিবাসী। লেখা তৎকালীন শৈশব এবং কৈশোরের ছবি। খুব ভাল লাগল ওর স্মৃতিচারণ। শিল্পীর ভাষায়। কিন্তু এমন ইন্দ্রিয়-স্পৃষ্ট গদ্য বহুদিন কেউ লেখেনি। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম, আবার যেন ডানা ঝাপটা দিতে লাগল। আহার্য্যের সঙ্গে বেশ গলাধঃকরণ চলল। নেমন্তন্ন আর এক দিন শেষ করব। উঠে পড়লাম। দুপুরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ীতে আহার সমাধা করা গেল। অপরের সেবায় খোঁয়াড়-জীবনের ব্রত। নিজের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে লক্ষ্মী সত্যিই লক্ষ্মী। ডেরায় ফিরতে ফিরতে সাড়ে তিনটে। গোটা সন্ধ্যায়ঃ সঞ্জীবের Eyeless in the Urn নিয়ে। প্রতিশ্রুতি ভাঙা চলবে না।

২০ জুলাই '৭৭

সারাদিন সঞ্জীবের কাব্যের সমালোচনা লিখতে ব্যস্ত। হঠাৎ ঢাকায় আমার বইভর্তি গুহার অভাব বড় অনুভব করলাম। রেফারেন্স বই চট করে পাওয়া দায়। তা ভেবেই লেখায় হাত। সঞ্জীবের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ভাল হোতো। বাঙালীর লেখা অনন্য এই কাব্য সম্পর্কে আমার ভাষ্য বন্ধুপ্রীতি হিসেবে অনেকে নেবে। তা নিক। উপায় নেই। পরিশীলিত মননের পরিচয় বাঙালীর সাহিত্যে খুবই অভাব। ভাষান্তর হলেও একটা নিদর্শন বা মডেল অন্ততঃ তৈরী হলো এতদিনে।... সন্ধ্যা

www.pathagar.com

হেঁটে এসে আবার কর্মব্যস্ত। এগারটা বেজে গেল বিছানায় যেতে যেতে।

২১ জুলাই '৭৭

স্নেহাস্পদ কাজী জালাল সমীপে সান ইয়াৎ সেন ষ্ট্রীটে। কিছু পারিবারিক খবর ওর মারফৎ পাঠানো উদ্দেশ্য। পরে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও প্রণবের আপিস। 'সাহিত্যচিন্তা' পত্রিকা সেনগুপ্ত মশাই নিজে চালান একক চেষ্টায়। একটা প্রবন্ধ দেব পুজো সংখ্যার জন্যে—প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম। পরে সন্ধ্যায় আবার ঢাকার প্রাচীন সাহিত্যগোষ্ঠীঃ অচ্যুত গোস্বামী, সৌমেন হোড়, কিরণশঙ্কর সেন জুটলাম রণেশ দাশগুপ্তের হুজ্‌রায়। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত সঙ্গসুধা-পান। সকলেই প্রৌঢ়। এই অপরাহ্নে অতীতের পানে চাওয়া গেল নানা ভাবে।

২২ জুলাই '৭৭

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টা সারা দিন। এসব লেখার জন্যে রেফারেন্স বইয়ের অভাব আরো মন বিষিয়ে দেয়। তবু শুভাকাঙ্ক্ষী জনের প্রত্যাশা রদ হতে দেব না। বিকেলে হেঁটে এলাম। আবার রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাজ। মনের দিকে তাকিয়ে এখন বেশ বুঝতে পারি, অনেক পেশী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ব্যক্তিগত, বিশেষতঃ পারিবারিক স্মৃতি তেমন কষ্ট দেয় না। ছোট ভায়ের মুখখানা দুর্বল করে ফেলে, তবে রগড়ানি কমে এসেছে। স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি না ত?

২৩ জুলাই '৭৭

হতাশ সকাল। কাজী জালাল, সঞ্জীব বেরিয়ে গেছে। টেরিটি বাজার, কলেজ ষ্ট্রীটে দু-ই খামখা হাপটে এলাম। বাসে চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ার যোগাড়। তার ভেতর মেয়েদের দশা দেখে রীতিমত করুণা হয়। স্তন এবং নিতম্ব আর সংবেদনশীল কিছু নয়। ভেতরে ভ্যাপসা গরম, তার উপর গায়ের উপর চাপ। মেয়েরা ভ্রূক্ষেপই করে না। আপিসের সময়। Sensibility বাঁচাতে গেলে পাকস্থলী ফাঁকা যাবে। বৃত্তিধারিণীদের নয় শুধু, স্কুল কলেজের মেয়েদেরও সেই দশা। নাক-কান মলা খেলাম। এই বয়সে এই সময় আর বাসে চড়ব না। হঠাৎ ফিট হয়ে যেতে পারতাম। ষ্টেট্‌সম্যান কাগজে মার্কিন দেশের এক রিপোর্ট বেরিয়েছে ভারত বাঙলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে সব ভাসাভাসা.....ভারতে ২০০ বাঁকা ঘাড় (ওদের ভাষায় Dissident) আছে, তারাই শুধু ঢাকার জন্যে স্বোয়াস্তিকর নয়। অবিশ্যি। কারণ, দু'শ জনের শিকড় ত বহু বাঙলাদেশবাসীর মনের ভেতর আছে। জান্তা বা জন্তুদের পক্ষে তা কী করে সুখকর হবে?

www.pathagar.com

বিকেলে নয় গোধূলিলগ্নে হাঁটতে বেরুলাম। ফেরার সময় মোনায়েম সরকারের সঙ্গে, মুখে একটা গোমাংসের 'রোল'। ব্যাগে আরো ছিল। রাস্তার অন্ধকারে আমিও শরীক। দাঁড়িয়ে আহার শেষ। তারপর পানির তেষ্টা। টিউবওয়েল পাওয়া গেল ঝাউতলা রোডের উপর। একবার হ্যান্ডেল আমার হাতে, মোনায়েম পানকারী এবং পরে হ্যান্ডেল তার হাতে, আঁজলা আমার। খবর পাওয়া গেল, অধ্যাপক শান্তিময় রায় ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছেন। ধড়ে প্রাণ ফিরে পাওয়ার মত। এই এক দেশপ্রেমিকের দেখা পাওয়া গেছে প্রৌঢ়কালে যাঁর প্রাণের ঐশ্বর্য্য অনেক শক্তি যোগায় অপরের বুকে। ..... যে যার ডেরা অভিমুখী। অবিশ্যি মোনায়েমের পথে আরো কাজ আছে। বাঙলাদেশের জন্যে ওর মাথাব্যাথা কী কম? নচেৎ এমএসসি ডিগ্রীধারী অধ্যাপক রাস্তায় নেমে আসবে কেন?

গুয়েভারার রুশ জীবনীকার LEVRETSKYএক জায়গায় লিখেছেনঃ As long as a handful of man were free in the mountain under Fidel's leadership Batista could not sleep in peace. From the time of the landing he made almost daily annuncements that the FORAJIDOS ("Criminals") had been surrounded, crushed, exterminated. বাতিস্তার জায়গায় জিয়া, ফিডেলের জায়গায় কাদের সিদ্দিকী পড়লে বাঙলাদেশের ছবি পরিষ্কার পাওয়া যাবে। "ফোরাজিদোস" স্পেনীয় শব্দ। বাংলা "দুষ্কৃতিকারী"। বাঙালী জান্তাদের ঘোষণাও তা-ই। ইতিহাসের সাদৃশ্য মাঝে মাঝে বেশ চমকে দেওয়ার মত।

২৫ জুলাই '৭৭

সকালে ব্যবসাদারদের জগতে উঁকি মারার সুযোগ পেলাম। কী দুঃখী ওরা। সম্পদ থাকে অথচ ভোগ করতে পারে না মানসিক হাতিয়ারের অভাবে। চিত্তের প্রসার ছোট বলে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত হয়। হিংসা, পরশ্রীকাতরতার মধ্যেই ওদের আনন্দের উৎস সীমাবদ্ধ। পারিবারিক সম্পর্ক শুধু ঘৃণার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

সঞ্জীবের সঙ্গে কফি হাউসে। ধর্ম শেষ পর্য্যন্ত একক একটি ব্যক্তির কেন্দ্রে জগতের আদর্শ রচনা করে। ফলে, বিপরীত ফলই ফলে। উইলিয়াম জেমসের সেই বিখ্যাত সংজ্ঞা "Highest institution of Egotism" নিয়ে দু'জনে আবার আলোচনা করা গেল। রাজনৈতিক কিছু সংবাদে মনের ভার অনেক কমল। সঞ্জীব এমনিতে চিন্তার উদ্দীপনার ভাল যোগানদার। প্রায় ন'দিন পরে দেখা। চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। আমার সব পরিকল্পনা এমন আশ্রয়েই উদ্ভূত হয়। অথচ তা হওয়ার কথা নয়। সাধুসন্তরা জঙ্গলে যেত কেন?

সঞ্জীবের বইয়ের (Eyeless in the urn) সমালোচনার কাজে রাত্রি সওয়া

www.pathagar.com

বারোটা। রাত্রে আহারের পর সাধারণতঃ লেখাপড়ায় বসি না। আজ ভূতে পেয়েছিল। এমন হওয়া উচিত না। অসুখবিসুখ করলে ফাঁপড়ে পড়তে হবে। সুব্রতর পত্র দেখলাম দিল্লী থেকে। কাল জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।

২৫ জুলাই '৭৭

সকালে মার কথা মনে পড়ল। গরীব, দুঃখী জননী, নানা যন্ত্রণার শিকার আমার মহিয়সী সর্বংসহা জননী... তারই সন্তান আমি। দুঃখ যন্ত্রণার মোকাবিলায় কখনও পেছপা হব না। মানসিক শক্তিই এখন তা জানান দিচ্ছে।

ঠিক এমনই দিনে ছোট ছেলে ঢাকা এসে হাজির। গৃহিণী পাজামা পাঞ্জাবী এবং জুতো জোড়াও পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রায় দু'বছর। আমার অমন জুতো থাকতে পারে, ঈষৎ ফ্যাশনেবল, আমার মনেই ছিল না। ছেলেবেলার পর স্মৃতি দুদ্দাড় ছুটতে লাগল। অস্বোয়াস্তি কম নয়। তপ থেকে তাপস শব্দ আগত। আমার মতো তাপ থেকে। সিদ্ধ হতে চাই। দেখি, কতো দিক থেকে কতো তপ্ততা আসে।

২৬ জুলাই '৭৭

ভারতীয় গণতান্ত্রিক আত্মার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা জানাতে হয়। বাঙলাদেশের রাজনৈতিক উদ্বাস্তুদের নিয়ে এতদিনে তাদের হৃদয় পীড়িত। লোকসভায় নেতারা ডাহা মিথ্যে কথা বলেন, অথচ কোন প্রতিবাদ গুঞ্জন পর্য্যন্ত ওঠে না। এতদিনে তার সোচ্চার প্রতিবাদ শোনা গেল। কাল কলকাতা প্রেস ক্লাবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলা-খ্যাত শ্রীগণেশ ঘোষ উত্তর-সত্তর বার্ধক্য নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করলেন। কাগজে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দেখলাম। অধ্যাপক শান্তিময় রায় অন্যতম উদ্যোক্তা। প্রধান বিপ্লবী নেতা নগেন্দ্রশেখর, খুসু দত্ত, ধরণী গৃহ, কল্পনা যোশী প্রমুখ অনেকে সভায় ছিলেন। ভারতের সাবেক আত্মা আবার নড়তে শুরু করেছে।

বাঙলাদেশ থেকে জ্যোতি বসুর কাছে ধর্ণা দিয়েছিল আমাদের উচ্ছেদে সাহায্য করতে। তিনি পাত্তা দেননি। শোনা গেল তন্মধ্যে দু'জন নাকি মূল ভূমিকা নিয়েছিল। কর্নেল আকবর নামে ভদ্রলোক এবং রাশেদ খান মেনন—আমার পুরাতন ছাত্র। বাম এবং ডানের ভাল মিতালী।

২৭ জুলাই '৭৭

শ্রী গণেশ ঘোষের জন্য "দুই সৈনিক" আমার উপন্যাস উপহার দিতে লিখলাম ঃ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম দস্যু
শ্রীগণেশ ঘোষ

www.pathagar.com

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু
শস্ত্রপানি মহেশ্বর-জালালাবাদ গিরিকৈলাস
সদনে অথবা বলা যেতে পারে, মহা-দেশ্রবতী,
অথবা মানব-বন্ধু, অন্য কোন বিশেষণাভাস,
যথা সনাতন ভারতীয় আত্মা। সব ছেঁদো অতি,
অতি তুচ্ছ। স্থানে বটে, কালে বাঁধা নয় জন্মভূমি
তারই সন্তানঃ প্রবাহ-প্রতীতি. তুমি শুধু তুমি।
প্রণাম-আনত
শওকত ওসমান

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'সাহিত্যচিন্তা' পত্রিকার জন্যে একটা ছোট লেখায় দিন কাটল। সন্ধ্যায় চাটগাঁ যাত্রী এক হিতাকাঙ্ক্ষী সন্নিধানে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তিরিশ বত্রিশ বছর পরে একদম কৈশোর—অবিশ্যি আমরা যাদের জন্ম হতে দেখেছি এমন কয়েকটি প্রতিবেশিনী গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে। স্মৃতির পাহাড় নড়তে লাগল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় বাড়ী ফিরলাম।

২৮ জুলাই '৭৭

ব্যবসাদারদের জগৎ দেখলাম। মনে নরম পাঁপড়ির সাধনা এরা কোন কালো করে না। ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে—অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নিজের পরিবার পর্য্যন্ত Alienated হয়ে যায়। সম্পত্তির মায়া এমন পেয়ে বসে যে দরিদ্র বোনদের সাহায্য করা দূরে থাক, তাদের ঠকায় বা দয়া করছে—এটুকু খোঁটা দিয়ে তবে আনন্দ পায়, অথবা ওদের কোন অধিকার স্বীকার করে না। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হোলো গ্রামের একটি বিধবা মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে। দেখা বহু বছর পরে।

বিকেল স্নেহাস্পদ আজিজ বাগমার, সাগর সেনের অসুস্থতার খবর পেলাম। হিন্দুস্তান পার্কে থাকে। ওকে দেখে বড় চিন্তিত হতে হয়। হঠাৎ ছিটকে পড়েছে বাঙলাদেশ থেকে। কঠিন জীবন-যাপনের সঙ্গে কোন কালে পরিচয় নেই সব ধৈর্যের সঙ্গে নিতে ওকে উপদেশ দিলাম এবং অটুট মনোবলসহ। ফেরার পথে প্রসূন-বীণা মজুমদার দম্পতিদের নিকট এক ঘণ্টা। মজুমদার মশাই বাঙলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শরণার্থী শিবিরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কামরুজ্জামান (জেলে নিহত, তখন মন্ত্রী) সাহেবের সঙ্গে বহু দিন একত্র কাটিয়েছেন, সেসব দিনের কাহিনী শোনা গেল। আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে কেন হেরে গেল, প্রসূন বাবুর মন্তব্য শুনলাম। ভারতবর্ষে বাঙলাদেশ সম্পর্কে নির্বিকারতার কারণ তিনি মনে করেন, ভারতবিরোধী ক্যাম্পেন বঙ্গবন্ধুর সময়ই চালু হয়, অথচ

www.pathagar.com

তখন আওয়ামী লীগ তার মোকাবিলা করেনি। আরো দু'বছর চুপচাপ গেল। এখানকার লোকের নিস্পৃহতা দূর করার চেষ্টা এখন হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতি করতে না দিলে, তা সম্ভব নয়।

২৯ জুলাই '৭৭

সারা দিন বৃষ্টি। অনেক লেখা পড়া করা গেল। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডার বাসনা ছিল। বক্ষভার নামানোর এই এক ওয়েশীস। সাগর সেনকে দেখতে গেলাম। দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা ওর কম। কারণ প্রাচুর্য্যে মানুষ। ওর শরীর দেখে বড় খারাপ লাগল। লোডশেডিং চলছে হিন্দুস্তান পার্কে। অন্ধকারে হেঁটে এসে ট্রাম ধরলাম।

স্নেহাস্পদ ডাক্তার মোজাম্মেল হক স্কটল্যান্ড থেকে তিরিশ পাউন্ড পাঠিয়েছে। ওর অগ্রজ ফজলুল হক, প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্যিক–গল্প লিখতেন–১৯৪১ সনে ঢাকা গ্যান্ডারিয়া ষ্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। অগ্রজের সূত্রেই আলাপ। আমার জন্যেও প্রাণের আকুলতা কম নয়। এই বয়সে মোজাম্মেলের ঋণ বাড়তেই চলল। শোধ কী দিয়ে হবে? আগামী দু'মাস প্রাণভরে সাধনায় ডুবে থাকতে পারব। মোজাম্মেল এমন দুঃসময়ে টাকা পাঠিয়েছে যেন অন্তর্যামী। ঈশ্বরও কারো কিছু করে না। ওর জীবন মঙ্গলময় হোক।

৩০ জুলাই '৭৭

চল্লিশ বছর পূর্বে ইং-১৯৩০, বাংলা সন ৪ বৈশাখ ১৯৭৭ হঠাৎ গোটা ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। একটি মাত্র সংবাদেঃ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত। চল্লিশ বছর পরে সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম লুণ্ঠনের অন্যতম দস্যু শ্রী গণেশ ঘোষ সমীপে। সাতাত্তর বছর বয়স। আজও শালপ্রাংশু, জরার তেমন লক্ষণ নেই। বৃদ্ধের মত নানা জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে (সন্ত্রাসবাদ-কংগ্রেস-সাম্যবাদ)–মানবতার মুক্তির লড়ায়ের ময়দানে পৌঁছেছেন। মাত্র ছোট দু'টি কামরা এই খোপে। তারই মধ্যে বোনের সংসারে আছেন। দেশপ্রেমের দোহাই বা দান ছকে রেখে আখের গোছাননি, এই কক্ষের শ্রীহীনতা তার প্রমাণ। বাড়ীর "মোক্ষ-কক্ষ" (Latrine) প্রায়া আদিম, যদিও Basin বিশিষ্ট। উপর থেকে শেওলা পিছল সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে হয় তীর্থে পৌঁছতে। ভয় হয়, পা পিছলে না এই বয়সে কোন দুর্ঘটনায় পড়েন। বাঙলাদেশের ট্র্যাজেডি এবং বর্তমান সরকারের মানবিক শ্রেয়বোধ-জলাঞ্জলি মারফৎ মুক্তিবাহিনীকে নেকড়ের মুখে তুলে দেওয়ার জন্যে খুবই মর্মাহত তিনি। দেড় ঘণ্টা কেটে গেল বাঙালীর এক উত্তরাধিকারের সঙ্গে। সত্যিই তিনি কালের প্রবাহ-প্রতীক।

www.pathagar.com

জাঁনেসার পুনা গেল আজ। স্নেহ অন্ধ না করে কোন পিতামাতাকে। বৃষ্টি দুপুর থেকে হচ্ছে। ষ্টেশনে যাওয়ার কথা মুলতবী রাখলাম। ১৫ আগষ্ট, কালো বিভীষিকা ১৫ আগষ্ট দুহপ্তা পরে। বাঙলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্থা, ছাত্রগণ শ্লোগান তুলেছে, "টুঙ্গিপাড়া চলো, চলো," ফরিদপুরের সেই গ্রামে বাংলার আহত জাতীয়তাবাদ কবরে শুয়ে আছে। তাকে জাগাতে হবে বৈকি।

৩১ জুলাই '৭৭

কর্নেল তাহেরের চিঠি—ফাঁসির সেল থেকে লেখা চিঠির অনুবাদ এখানে 'Frontier' নামক সাপ্তাহিক কাগজে বেরিয়েছে। চিঠিটি মর্মস্পর্শী। তবে দু'টি তথ্য পরিস্থিতি উন্মোচক (১) জিয়া তারই সহযোগিতায় পাউয়ারে এসেছিল (২) জিয়া বিশ্বাসঘাতক। কর্নেল তাহেরের চিঠিতে আছে, We had installed this president and I would not petition for my life to these traitors....আর এক জায়গায় Zia is a traitor and a conspirator and has held to take refuge in lies to discredit me for the people.

কোন দিন হয়ত এসবের বিচার হবে। ততদিন, প্রতীক্ষা ছাড়া পথ আপাততঃ নেই।

সারাদিন মাষ্টার মশাই শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের উপর লেখাটা শেষ করলাম। কোথাও ছাপতে দেব।

১ আগষ্ট '৭৭

লেখাটা আবার পড়তে গিয়ে অনেক খুঁত বেরিয়ে গেল। সুতরাং পুনর্লিখন। তা ছাড়া মন ভরে না। সারাদিন হেন দুষ্কর্মে কাটল। সন্ধ্যায় হেঁটে হেঁটে গড়িয়াহাটা। ফেরার সময় ট্রামে। আজ আবার শবই বরাত। আল্লাহ্ সারা বছরের অদৃষ্ট লিপি লিখবেন। Economices নয়, সারা বছর কে কী খাবে, অর ভারও আল্লার উপর ছেড়ে দিয়ে মুসলমানরা তবে স্বস্তি পায়। এমন নিষ্কর্মা, কুঁড়ে জাতের কিছু ভবিষ্যৎ আছে?

২ আগষ্ট '৭৭

সুনীতি বাবুর উপর লেখাটা মোটামুটি এবার ভালই লাগল। বিকেলে 'যুগান্ত র' অফিসে। বার্তাসম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী, প্রীতিভাজন বরেন গাঙ্গুলি এবং অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। 'যুগান্তর' মাষ্টার মশায়ের উপর বহু লেখা ছেপে এলিয়ে গেছে। তথা 'অমৃত'। অন্য কোথাও ছাপাতে দিতে হবে।

www.pathagar.com

মাষ্টার মশাই দু'মাস স্বর্গে। মনের ঠিকানা ছিল না তেমন। লিখব কখন? আমিও দেরী করে ফেললাম। কিন্তু যে-ব্যক্তি সমাজের পুরো অধ্যায় না হন, এক বিরাট অংশ, তার উপর নানা দৃষ্টিভঙ্গীর লেখা আসবে। তবু এই অনীহা—? আমার পক্ষে বুঝে ওঠা দায়।

সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে কফি হাউসে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত। বার্বেক (লন্ডন) কলেজের এক অধ্যাপক এসেছিলেন, লন্ডনেই আছেন তেইশ বছর, হঠাৎ দেখা হোলো। মিঃ দত্ত.... পুরো নাম ভুলে গেলাম। ন্যুক্লিয়ার ফিজিক্সে পড়ান।

৩ আগস্ট '৭৭

যুদ্ধের জন্যে ছোটখাট দাংগা এড়িয়ে যেতে হয়। উদ্যম বাঁচিয়ে রাখা। নচেৎ ছুঁচো ব্যাঙের লাথি কে সহ্য করত? জননী, বাঙলাদেশ, তুমি যে কতো পাঁকে বেঁধেছো, তুমিই জানো। ব্যক্তিগত ছোটখাট দুঃখও তেমনি ক্রমশঃ সিকেয় তুলব।

দুপুরে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। তিনি আপিসে আসেননি। অগত্যা ইষ্টপ্ল্যানেডে এক কাপ চা খেয়ে, গৃহপানে।

৪ আগষ্ট '৭৭

সারাদিন নয় বিকেল তিনটে পর্য্যন্ত ঘরে। 'চতুরঙ্গ' আপিসে গেলাম একটা লেখা দিয়ে আসার কথা ছিল। টেলিফোনে জানা গেল, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আপিসে আছেন। পকেট প্রায় কপর্দকহীন। লেখা বাবদ পঞ্চাশ টাকা দেবেন। জলদি যেতে বললেন, আপিসের ছুটির মুখ। ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম ১.৮০ পয়সা দিয়ে দেখা গেল আর ৬০ পয়সা আছে। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা এসে জুটল। আবার 'চতুরঙ্গ' আপিসে বর্তমান সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন, আতোয়ার এলো, মানিক মুখোপাধ্যায় আপিসসচিব ত আছেনই। কিছুক্ষণ প্রসঙ্গান্তরে ডুবে থাকা গেল। কিন্তু থাকা যায় না। আতোয়ারের নতুন বা অন্যতম জীবিকা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার। এক জোড়া এলো, পাশাপাশি বসবাসের লাইসেন্স নিতে। অনার্স গ্রাজুয়েট মেয়ে কাবুলী যুবকের প্রেমে পড়ে বিবাহবদ্ধ। অবিশ্যি ওদের সঙ্গে ক'টা বাঙালী যুবকই বা প্রতিযোগিতায় পেরে 'উঠবে?' কিন্তু জীবনযাপনে, চোখ আর ক'দিন থাকে? তখন সমস্যা উঠবে? রুচি, মানসিক গঠন ইত্যাদির প্রশ্ন। উঠলে বেটী কেঁদে কুলাতে পারবে না। এখানে চা খেয়ে আতোয়ারের সঙ্গেই ডেরায় ফেরা গেল। কিন্তু মন শান্ত হয় না। কোন পুতুল নেই, বালক-মনকে স্তাক দেব।

যুগান্তর ঃ বুধবার ৩/৮/৭৭ "বাঙলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের পীড়ন" রিপোর্ট দিচ্ছেন পরেশ সাহা।

বাঙলাদেশের ময়মনসিংহ "কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে" বর্তমানে এক

www.pathagar.com

হাজারেরও বেশী বাঙলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সদস্যকে আটক রাখা হয়েছে। গত ১৫ মে থেকে ২৯ মের মধ্যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী এদের "বাঙলাদেশ রাইফেলস" (বি.ডি.আর) এর হাতে তুলে দেয়। তার আগে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এদের প্রতি "সাধারণ-ক্ষমা" ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এই সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে, তারপর দু'টি মাস কেটে গেলেও বাঙলাদেশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের একজনকেও অব্যাহতি দেননি।

সেই সূত্র থেকেই জানানো হয়েছে ময়মনসিংহ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের উপর চলছে অমানুষিক অত্যাচার। বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মীদের উপর। ঐ ক্যাম্পে যেসব রাজনৈতিক কর্মী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বাকশালের যুগ্ম সম্পাদক এস এম ফজলুর রহমান (জিন্নাহ), আঃ রউফ শিকদার, মোবারক হোসেন সেলিম, জ্যোতির্ময় ত্রিবেদী, শাহ আজিজুর রহমান, মৌলভী সৈয়দ গোলাম মোস্তফা খান সিরাজ, পুলক সরকার, অধ্যাপক রব, আঃ রহমান, রেজাউল বাকি, জাহাঙ্গীর হোসেন, মানিক মজুমদার, আইয়ুব আলী (ঝিনাইদহ), আঃ মান্নান, বৈদ্যনাথ কর, উপেন্দ্র বসু, সাধন সরকার, ইউনুস আহমেদ প্রমুখ।

এই সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন, মাঝেমাঝেই তাদের মধ্য থেকে দু'চারজনকে সৈন্য ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কথা আদায়ের জন্য তাঁদের উপর চলে নানা ধরনের অত্যাচার।

জানা গেছে, সম্প্রতি ঐ ক্যাম্প থেকে এস এম ফজলুর রহমান (জিন্নাহ), মৌলভী সৈয়দ, শাহ আজিজুর রহমান, রউফ সিকদার, জ্যোতির্ময় ত্রিবেদী ও অধ্যাপক রবকে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা কেউ জানেন না। ফলে ঐ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মনে গভীর ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে।

এই ঘটনার পর বাঁচা। আস্বাদ কোথায়? যুদ্ধক্ষেত্রের কথা ভেবে বাঁচার জন্যে দাঁড়াই। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকেরা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, মৃত সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এবং যারা বেঁচে আছে, তাদের যেন অপমৃত্যু না হয়—সেই দায়িত্ব পালন করতে। তাই বাঁচার চেষ্টা পাব। শরীরের প্রতি অবহেলা করব না। মাটিতে লুণ্ঠিত, মাটির উপরই দাঁড়াব।

৫ আগষ্ট '৭৭

যাদবপুর থেকে গরফা মেন রোডে যাব। পথেই অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের সঙ্গে দেখা। প্রার্থিত গন্তব্য পথেই পাওয়া গেল। য়ুরোপ থেকে ফিরেছেন। "জেনিভা'য় Human Rights বিভাগেও দেখা করে এসেছেন। এমন তরতাজা মানুষ ভারতে বেশী

www.pathagar.com

নেই। লন্ডন বার্লিন মস্কোয় প্রবাসী বাঙলাদেশীদের বর্তমান মানসিক অবস্থার বিভ্রান্তি এবং এরই উপর আবার দাঁড়ানোর প্রচেষ্টার কাহিনী শুনলাম। অনেক চেনা প্রিয়জনেরও সংবাদ পাওয়া গেল। আবার নিরাপত্তার প্রশ্ন জেগেছে, শান্তি দার মুখে শুনলাম। আমাকেও সাবধানে থাকতে বললেন। আবিশ্ব লড়াই। নিরাপদ আশ্রয় কোথাও নেই তবু সতর্কতা ভাল। খামখা অপমৃত্যু দেশের জন্যে মঙ্গল সাধন করে কী? গোটা সকাল থেকে পথে দু'জনে। দেশপ্রেমের অগ্নি বুকে ধরেছেন, নাম শান্তি ময় হলে কী হয়, শান্তি পান না। তাই ত আমাদের মত নিরাশ্রয়দের জন্যে বেরিয়েছেন। ১৫ আগষ্ট ওঁরা এখানে মুজিব-স্মরণী পালন করবেন।

প্রচণ্ড ক্লান্তি। একা। নিকটে প্রসূন ও বীণা মজুমদারের সরাইখানায় গেলাম কিছু বিশ্রাম নিতে। যুগলেরা এত ঋণ-সম্ভার বাড়িয়ে দিলেন যে ওদের আন্তরিকতা আর প্রত্যাখ্যান না করলেই নয়। কাবুলীর দেনার মত এসব কী পরিশোধ্য?

আবার পথে। বার বার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দীদের নামগুলো দেখতে লাগলাম। ইতিহাসের এইসব বলিদের স্মরণ রাখবে বৈকি বাঙলাদেশ। মৌলালি থেকে হেঁটে 'বসুমতী' আপিস। কিছু পারিশ্রমিক বাকী আছে, যদি পাওয়া যায়। সম্পাদক গোপাল ভৌমিকের রসগোল্লার আস্বাদ, ঈষৎ স্মৃতিমন্থন শেষে সঞ্জীবের উদ্দেশ্যে। আবার পাঁয়ে হেঁটে কলেজ ষ্ট্রীট। বেশ ক্লান্তি চেপে ধরলে। তাই তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়লাম।

মুসলমান প্রকাশক—ব্যবসাদার। ছাপছেন, হিন্দু ধর্মের তাবৎ কেতাব যথা, উপনিষদ, বেদ, ভাগবৎ ইত্যাদি এবং হাজার হাজার টাকা লেনদেন। মধ্যযুগের এই সব লাভা পরিবেশিত হচ্ছে কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা না রেখে। অন্ত তঃ ন্যাশনাল (Rational) কোন ভূমিকাও যদি থাকত কেতাবগুলোর মধ্যে—তবু কিছু সাফাই ছিল। এই সব কাঁচা মাল সমাজের অভ্যন্তরে কী অগ্ন্যুৎপাতের আয়োজন করছে—ভদ্রলোক জানেন না। এবার পশ্চিমবঙ্গে কোথাও দাংগা হলে, যদি একটি মুসলমানও মারা যায় বা মুসলমানের সম্পত্তি নষ্ট হয়, এই ভদ্রলোক যে তার পরোক্ষ ছোরা বা আগুন সাপ্লায়ার—তা তিনি জানবেন না। Ignorance is never a bliss. অবিশ্যি বিত্তবান হিসেবে শ্রেণীধর্ম ভদ্রলোক ঠিকই পালন করছেন। মার্কিন Krishna-consciousness এর মত ওর বিদেশী এজেন্ট হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। সাম্রাজ্যবাদের জাল যে কতো রকমে পাতা হয়।

৬ আগষ্ট '৭৭

গতকাল বিকেলে বিজয়গড় (যাদবপুরের পশ্চিমাঞ্চল) থেকে হঠাৎ অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর পত্র পেলাম, তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল। এখন ভাল আছেন। পঞ্চাশ সনে ঢাকা ছেড়েছেন দাংগার পর। পুরাতন বহু স্মৃতি এই মানুষটির সঙ্গে।

www.pathagar.com

হেয়ার স্ট্রীটে অজিত কুমার গুহ-দাদা–এবং অমিয় বাবু থাকতেন।

দুপুর থেকে শরীর ভার-ভার, সর্দি ভাব। তবু বিকেলে রণেশদার কাছে। অচ্যুত গোস্বামী এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এলেন। প্রাচীন ঢাকার আড্ডা ওরা এখানে আবার ট্রান্সফার-অভিলাষী। আমি দর্শক জন। অনেকক্ষণ প্রায় রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত নানা আলোচনায় ভালই কাটল।

কিন্তু আমার গায়ে জ্বরজ্বর ভাব। দেহের তাপ সামান্যই। রাত্রে নানা দুঃস্বপ্ন দেখলাম। অস্বোয়াস্তির চোটে সিথান বদলালাম। একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে। কোথায় গৃহ? কোথায় ঢাকা? মনের দুর্বলতা পেয়ে বসল। তবে কষ্টটা হলেও ঘুমোলাম সাত ঘণ্টা। বহুদিন এতো ঘুমাইনি।

৭ আগষ্ট '৭৭

সর্দি আছে। গা ভারমুক্ত নয়। গরম পানিতেও স্নান করলাম। চাংগা লাগল। তাই বিজয়গড়-অভিমুখী। অধ্যাপক চক্রবর্তী তখন ছাত্র নিয়ে ব্যস্ত। সংসার চলবে না, যদি উপার্জন না করেন, ছেলেদের উপার্জন বেশী নয়। তিনি বললেন, আমার অভিযোগের জবাবে দেশ-ভাগের কতো রকম যে উৎপাত। প্রতিভাবান মানুষটির সব উদ্যম জীবন-সংগ্রামেই নিঃশেষ হয়ে গেল। মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে আটাশ বছর পর দেখা হোলো। ঢাকায় রান্নাঘরে ঢুকে কড়া থেকে ভাজা বড়া আহারের কথা ওঁর মনে আছে। ইতিমধ্যে চুল পেকে গেছে, তবে মোটামুটি দড় আছেন। বাড়ীটা নিজেদের কাঠের দোতলা। আটাশ বছরের জীবন-সংগ্রামের অনেক কাহিনী মিসেস চক্রবর্তীর মুখে শুনলাম। বড় খোকাকে দেখলাম, ঢাকায় ৮/৯ বছর বয়স পর্য্যন্ত ছিল। এখন রীতিমত নাগরিক। বাড়ীর বৌমাদেরও দেখলাম। মিসেস চক্রবর্তীর আতিথেয়তায় আজ আবার অতীতের পুনরাবৃত্তি হোলো যেন। বড়া অন্যতম আইটেম বা পদ রূপে শেষে এলো। অমিয় বাবু এখনও পূর্ণ বিশ্রাম নিতে অক্ষম জেনে বড় আশঙ্কিত হয়ে পড়লাম। কতো জীবন না গুঁড়িয়ে গেল দেশবিভাগের ফলে।

শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে মানসিক দুর্বলতা টের পাচ্ছি। দুপুরে ভাত খেলাম না। ঘুম ভালই হোলো। তারপর সব প্রিয়জনদের মুখের মিছিল দেখতে লাগলাম। ফনুর চিন্তা আমাকে ভেঙ্গে ফেলে। অসহায়, নিরীহ ছোট ভাইটার ভবিষ্যতে কে কাণ্ডারী হবে? অসুখবিসুখে আপনজনের মত কে দেখবে?... না, এসব ভেবে কী লাভ?

৮ আগষ্ট '৭৭

অনুভূতি ছাড়া মানুষ মৃত বা অচেতন। নতুন করে বাঁচা মানে নতুন করে অনুভূতি অর্জন। কিন্তু তা যেন গভীর এবং পেশল হয়। ফিকে অনুভূতির হাত

www.pathagar.com

থেকে রেহাই পেতে শুধু আত্মসমীক্ষা নয়, মানসিক অভ্যেসও গড়ে তোলা দরকার। ব্যাপারটা কতো যে কঠিন এখন টের পাই। নচেৎ ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নিয়ে এত ব্যাকুল, অস্থির হয়ে পড়ি কেন? বাঙলাদেশের সুখদুঃখই আমার অস্থিরতা বা আনন্দের উৎস হওয়া উচিত। এই উৎসস্থলে কবে পৌঁছাব? সর্দিজাত দুর্বল শরীর নিয়ে কাল গোটা দুপুর, বিকেল ঘুমোলাম। জাগলেই স্মৃতির যন্ত্রণাপ্রহার এই দুর্বলতা থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে।... সন্ধ্যায় রাসেলের প্রবন্ধ পড়লাম। প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ঘুম। বহুদিন এত বিশ্রাম মেলেনি। কারণ, পাঁচ ঘণ্টার বেশী ঘুম আমার কাছে অসহ্য। আজ শারীরিক দুর্বলতা এবং মানসিক অস্থিরতা বোধহয় ইন্ধন যুগিয়েছিল।

কবি হাবীবুর রহমানকে আর দেখব না। আজ সকালে "নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত" দীর্ঘ "আত্মপ্রয়াত-লিপি" ভাবলাম এখানে কোন পত্রিকায় ছাপতে দেব। এই বইয়ের ছাপা, প্রুফ, গেটআপ—সব কিছুর ভার নিয়েছিল হাবীব। ওকে ছাড়া বইটা বেরুত না। বেচারা অল্প বয়সেই আমাদের দাগা দিয়ে চলে গেল। ভেবেছিলাম, কপি করব আজ। পারলাম না।

৯ আগষ্ট '৭৭

সর্দি এবং ঈষৎ জ্বর, গতকালের ব্যাধিযুক্ত। বিশ্রাব নেব সারাদিন। হঠাৎ সঞ্জীব এসে হাজির। ও সব সময় সঞ্জীবনী। উনিশ শতকের বাঙালীকে অচলায়তনে ভাঙতে হয়েছে। একদিকে মধ্যযুগীয় সন্ন্যাস অন্যদিকে নোংরা দৈনিক রুচির পাঁক। ফলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর লেখকেরা Iconoclast. ফলে, সৃজনী প্রতিভার দিকে কিঞ্চিৎ খুঁৎগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবি পর্য্যন্ত লিরিকে ভেসে রইলেন। সংহত সংযম বা পাথুরে কঠিন সৌন্দর্য্যপ্রসাদের দিকে মুখ ফেরালেন না। সঞ্জীবের যুক্তির কাছে প্রতিবাদ ঠিকমত নিক্ষেপ করা কঠিন ছিল। আমিও বিশ্রাম-লোভে তর্কে নামতে প্রস্তুত নই। তবে সঞ্জীবের জন্য নির্মিত চা (ভালই করলাম, গন্ধ চমৎকার) আমিও গলাধঃকরণ করলাম এবং সিগারেটও। ফলে, দুপুরের ঘুমের পর দেখা দিল ঈষৎ তাপমাত্রা। দুর্বল গতর তবু 'বসুমতী' পত্রিকাফিসে, পকেটের তাগিদেই। বছর খানেক আগেকার এক গল্পের পারিশ্রমিক এখনও অপরিশোধিত। তত্ত্বাবধায়ক প্রলয় দাসের দায়িত্ব-চেতনা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। তিনি আপিসে আসেননি, বিলও করেননি, যদিও ওরই তারিখ ঠিক-করা। ট্রামের গরম জানান দিলে। ক্লান্ত এবং আরো তাপমাত্রাসহ বাসায় ফিরলাম। রাত্রে বেশ অস্বোয়াস্তি ভোগ করলাম। গৃহমুখচ্ছবি "তফাৎ হটো" করতে করতে ঘুমালাম সাত ঘণ্টা। বহুদিন এমন বিশ্রাম জোটেনি কপালে। রাত ন'টায় শুয়েছি। উঠলাম চারটে দশ।

www.pathagar.com

১০ আগষ্ট '৭৭

একটা বাংলা কোরান শরীফ চেয়ে এনেছি। পড়ার সময় নানা ভাবোদয়। উপনিষদগুলো কয়েক মাস আগে পড়া। ধর্মগ্রন্থের পর্য্যায়ে এই সব "প্রেরিত পুস্তক" একটা মোটামুটি বিচার করতে চাই। পটভূমি জানাও দরকার। কারণ, সব 'ওহী'ই কোন ঘটনাপ্রসূত। অন্ধের মত মুসলমানেরা এই গ্রন্থ পড়ে। কিছু জিজ্ঞাসা নেই, প্রশ্ন নেই তাদের। শিক্ষিত অশিক্ষিত সবই এক এমন ক্ষেত্রে। সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক পর্য্যন্ত, দেখেছি, কিছুই দু'চোখে দেখে না। মাঝে মাঝে বেশ চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আছে। পঞ্চাশ পারাঃ ৫১ সুরাতে আছেঃ "তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোনো তোমরা ইহুদি এবং নাসারাদের বন্ধু হিসেবে মোটেই গ্রহণ করবে না।" সৌদী আরবের ধর্মধ্বজী শাসকগুলোকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, তারা আল্লার এই উপদেশ কীভাবে লঙ্ঘন করছে প্রতিদিন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিয়াল পাহারাদের কাজে নিজেদের ইজ্জৎ খোয়াচ্ছে? আর্থিক স্বার্থ ও ধর্ম (এখানে ইসলাম) ওদের কাছে সমার্থবাচক।

জ্বর গেল না। অবিশ্যি প্রেম গাঢ় নয়। ৯৯০ থেকে দু পয়েন্ট কম থাকে। কিন্তু গতর ঈষৎ বেসামাল, তা বেশ টের পেলাম। হেঁটেই চার নম্বর স্কুলের মুখে ডাঃ ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম। ডিসপেনসারিতে আর এক ভদ্দর লোক বসে ছিল। তিনি চলে যেতেই (তখনই বিদায় নিলেন, আমার প্রবেশমাত্র) চিকিৎসক বললেন, বাঙলাদেশ হাইকমিশনের ফাস্ট সেক্রেটারী। "যেখানে বাঘের ভয়..." আমি প্রবাদ শেষ করিনি, আর এক ভদ্রলোক ঢুকলেন দাড়ী-খচিত জনাবের আনন—শরীফ। ইমাম সাহেবের কনুয়ের ঠোনা। তথা ইশারার থেকে বুঝলাম, তিনিও কেউকাটা। ডাক্তার সাহেব হাইকমিশনের চিকিৎসকও বটেন, ফলে হঠাৎ এমন ঘন আমদানী। দুঃজনের সংলাপ থেকে বুঝলাম, জনাব স্বদেশের নাগরিক হাইকমিশনে জড়িত। রোগী (আমার জন্যে রোগ) বিদায় নিলে ইমাম সাহেব আমাকে দেখলেন। চিরকুমার, চিরশান্ত, স্মিতহাস্যে সদাদীপ্ত ঠোঁট ও মুখ এ চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ ১৯৭১ ঃ সংগ্রাম সন থেকে। 'ফ্লু' রায় ছিলেন ডক্টর। পাঁচ দিন হয়ে গেল। কাজের বাগড়াটা গেলে বাঁচি। ডাক্তার সাহেব ওষুধই দিলেন না। তবে পথ্যের হদিস দিলেন। আজও সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু বেকার, ব্যায়ামহীন ঘুম আসতেই চায় না। ভোরের দিকে জ্বর ছিল না, বুঝতে পারলাম। ডাক্তার ছুঁলে আঠার ঘা। কিন্তু ইমাম সাহেব অন্য পদার্থে নির্মিত।

১১ আগষ্ট '৭৭

পাকিস্তানের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ অভিযোগ করেছে যে বিদেশী রাষ্ট্র তার প্রাণহরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাই "দাতা গঞ্জে বখ্‌শ'

www.pathagar.com

এর মাজার দর্শনে বা জিয়ারতে সে যেতে পারল না। অশুভ ছায়ার মত চরিত্রহীন এই লম্পট, নরপশুর পাকিস্তানের আকাশে উদয়। হঠাৎ মৃত্যু সচেতনতা এসেছে ভুট্টোর। কারণ, মৃত্যুটা তার নিজের। অপরের নয়। পশুরা এমনই আত্মকেন্দ্রিক হয়। বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ট্র্যাজেডির হোতা জন্তুটার স্মরণশক্তি এত কম নাকি? অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও এই শূকর-সন্তানের চুপ থাকা উচিত ছিল। মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ ওর মুখে শোভা পায় না।

১২ আগষ্ট '৭৭

সকালে কেন গত বিকেল থেকে জ্বর ছিল না। প্রতিমাদের বাড়ী খোঁজ নিতে গেলাম, ঢাকা থেকে কেউ আসেনি। রমেনদার বাড়ী গিয়ে একদম অপ্রত্যাশিতভাবে আলী আকসাদের সঙ্গে কয়েক মাস পরে সাক্ষাৎ। শহীদুল্লা কায়সারের জীবনের শেষ দিনের ইতিবৃত্ত আজ বিশদ পাওয়া গেল। আরো পাওয়া গেল, এক খানের হারামজাদাগুলোর ইতিবৃত্ত। ট্যানারি শেয়ার আছে একদা পার্টি কার্ডধারী অগ্রজের দৌলতে (এবং যে অবাঙালী ট্যানারীর মালিকদের লুট করে লন্ডনে টাকা পাচার করেছিল।) আরো সংবাদ পেলাম, পাকিস্তানী জারজ সাংবাদিক বাঙলাদেশ সরকারের এক এ্যাটাচী দিল্লীতে।

সংবাদপত্রে দেখলাম, ফণী মজুমদারকে জিয়া সরকার গ্রেফতার করেছে। '৭৮ বছর বয়স, বৃদ্ধ নেতা। স্বৈরতন্ত্রীদের শিকার হলেন, বিচিত্র নয়। কিন্তু হঠাৎ কেন? ভাই কাদের সিদ্দিকীর কাজকর্ম ভারত সরকারের গণতন্ত্রী প্রসারক মহানুভবতায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বাঙলাদেশের কাগজ রীতিমত পাইনে। ফলে, অন্ধকারে বসবাস। আবার দুপুরে জ্বর এলো ৩৬ ঘণ্টা পরে। লাফিয়ে ১০১.২ পর্য্যন্ত। ঘণ্টা খানেক পরে আবার নীচের দিকে মুখ। শরীর এমন পল্কা হওয়ার ত কথা নয়। মানসিক দুর্বলতা বড় পেয়ে বসে। আজিজ বাগমার সেবাউন্মুখ হয়ে ওঠে মন।.... ছাত্র "সাগর" (আজিজ বাগমার) দেখা করতে এসেছিল। ঘর থেকে ছিটকে পড়া আর এক বাঙলাদেশের জলবিন্দু। বড় ভাল লাগল। রুগ্ন দেহ নিঃসঙ্গতার শিকার হতে পেলে না।

১৩ আগষ্ট '৭৭

সারাদিন ঘরে। সঙ্গী বই। আর ভ্রমণশীল মন। বুকার ওয়াশিংটনের আত্মজীবনী, কোরান শরীফ (বাংলা অনুবাদে-জঘন্য অনুবাদ মৌলানা হাবীবুর রহমানের) উনিশ পারা পড়েছি ক'দিনে অতি কষ্টে (ভদ্রলোক আদৌ বাংলা জানতেন না) এবং ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত History of philosophy. Eastern & Western-চিরাচরিত অভ্যেস অনুযায়ী একটা ছাড়ি

www.pathagar.com

একটা ধরি। ক্লান্তি দূর করার এই এক উপায়।

বিকেলে "সাগর" এসেছিল এক গাদা "মোসাম্মি" কিনে এনেছে রোগীর জন্যে। এই সব মমতার বোঝা মাথায় ধারণ করে স্বস্তি মেলে না। "ব্লিৎস" পত্রিকাও "সাগর" কিনে দিয়ে গেল। বাবুজী জগজীবন রাম সত্যবাদী গান্ধাইট এতদিনে সাংবাদিকের কাছে স্বীকার করেছেন যে কিছু লোককে বাঙলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিরাট এবং মহান দেশ ভারতবর্ষ। তারও বর্তমানে নেতৃত্বের সংকট। একটা চরিত্র নেই, যার কাছে আপামর জনসাধারণ সহজে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াতে পারে। শুধু বাঙলাদেশ নিয়ে আদিখ্যেতা করে কী লাভ? সত্যবাদী গান্ধাইট চোখ বুঁজে জল্লাদের মত শত শত তরুণকে নেকড়ের মুখে ঠেলে ফেলে দিতে পারে এবং মিথ্যে দিয়ে নিজের অপকর্ম ঢাকার চেষ্টা পায়- এমন ডবল পাপের জমাদার বর্ষীয়ান এক ভারতীয় নেতা বা নেতৃবৃন্দ। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এই দেশের কোন মহান ঐতিহ্য আছে।

১৪ আগষ্ট '৭৭

দু'বছর হয়ে গেল। সেই নৃশংস কাল রাত্রি, যখন বাঙলাদেশে আবার জন্তুদের কবলগ্রস্ত। দু'বছর.... বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি আর হাসির মুখ দেখেনি।

শরীরও হঠাৎ এমন বেঁকে বসল। মানসিক পেশীগুলো থেঁৎলে গেছে। আবার মেরামতে বসতে হবে। কতো রকম উৎপাত যে দেহের উপর দিয়ে আসে।... পুনায় আছে ছোট ছেলেটা। ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আর ঠিক হবে না। কী হবে যন্ত্রণা পুষে? ওকে সোজা লিখেই দেব। পরিবার থেকে দু'বছর নির্বাসিত। নিজের সন্তানের আচরণ দ্যাখো। আরো বহু কিছু সইতে হবে। মনের দুর্বলতা না পেয়ে বসে।

১৫ আগষ্ট '৭৭

সকাল। অতীতের সকালে ঘুরে বেড়াই। তোমারই মুখ প্রথম ভেসে উঠল, বন্ধু বঙ্গবন্ধু। অবিশ্যি লড়ায়ের ময়দানে তোমার বীরমূর্তি ম্লান হতে দাওনি। তাই প্রাণ সঁপে দিয়ে গেছ। সেই সড়কের রেখা আর ঝান্সা নয়। পথিক এসে জুটছে। তোমার বজ্রকণ্ঠের আহবান বাঙলাদেশের প্রান্তর ছেয়ে আছে। তা সিপাইরা স্তব্ধ করতে অক্ষম।

পরলোকগত বন্ধু (আত্মহত্যা করে মারা যান গেন্ডারিয়া ষ্টেশনে) ফজলুল হকের পুরাতন লেখার খোঁজে তাঁর সহপাঠী প্রীতীশ দত্তের বাড়ী যাই। অধ্যাপককে পেলাম না। স্বাধীনতা দিবস এখন পালিত হচ্ছে। পথঘাট একটু স্ফূর্তিমুখর। হেঁটে আরতি গাঙ্গুলীদের বাড়ী পূর্ণদাস রোড। আরতির বাবা অগ্নিযুদ্ধের সতীশ পাকড়াশী। (খাস ঢাকা শহরের বাসিন্দা) কিছুদিন আগে মারা গেছেন। আজ

www.pathagar.com

শ্রাদ্ধের দিন। আরতি অকুস্থলে যাবে। তুলসী বাবু এখন বোম্বাই প্রবাসী। তবে তার প্রতিনিধি প্রচুর বই আছে এখানে–জীবন্ত দিকে স্ত্রীপুত্রকন্যা ছাড়াও। আরো সৌভাগ্য, এঁরা বই পড়তে ধার দিন। একটা বই নিলাম "The Fina Days" মার্কিন দুই সাংবাদিক উড্ওয়ার্ড ও বর্ণেনষ্টাইন রচিত প্রায় একই সঙ্গে এবাড়ী ছাড়লাম। আরতির শ্বশুর (ইনিও ৮৫/৮৬) সঙ্গে আছেন।

শারীরিক স্বাভাবিকতা ফেরৎ না পেয়ে বড় অস্থির মন। হেঁটে সন্ধ্যায় জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে। রসিকতাভোজী, সদালাপী, উৎসর্গীতজীবন দেশপ্রেমিক। এঁদের সামীপ্যই দেহ-মন বহুৎ চাংগা করে তোলে।

১৬ আগষ্ট '৭৭

আমার যথারীতি অভ্যেস পড়তে-পড়তে ঘুম ধরলে সোজা ঘুমিয়ে যাওয়া দশ/পনর মিনিটের জন্যে। আজ সকালে সাড়ে দশটার সময় মিনিট ষোল-সতর ঘুমোলাম। তারি মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম। রুহুল জামাইকে। কয়েক বছর আগে পরলোকে। কুশালী-গ্রাম নিবাসী কিন্তু সবলসিংহপুরে শ্বশুরবাড়ীতে (জনাব আলী দাদু) ঘর-জামাই হয়ে বহুদিন ছিলেন। "আরা" ফুপুকে সঙ্গে দেখলাম। আমার কুশল জিজ্ঞাসায় জামাই বললেন, ছোট ছেলেটা ছাড়া সবাই মরে গেছে। আরা ফুপু বহু আগে মৃত। সুঠাম সুন্দরী, বসন্তে মুখে দাগ ধরলেও শরীর তেমন শ্রীহীন হয়নি। তারপর দারিদ্র্যের কশাঘাতে ওদের দৈন্যদশা শুরু হয়। এই গ্রামও ছাড়তে হোলো গ্রামবাসীদের জুলুমে।... কতো কাল পূর্বের বহু ঘটনা ছুটে এলো। এখন সত্যি উপলব্ধি করি, কেন বাল্যের কৈশোরের এই সব স্মৃতিসিক্ত এলাকা ছেড়ে গেলাম? ভাল করিনি। অনেক শূন্যতার ঝাপটা থেকে ত রেহাই পেতাম। মার দুঃখ-নিঙড়ানো সারা জীবনের কথা মনে পড়ল।

১৬ আগস্ট '৭৭

বার্ধক্য বোধ হয় চুপিসারেই আসে। কয়েক দিনের জ্বরে এমন কাহিল যে কুড়ি মিনিট হাঁটলে ক্লান্তি ধরে যায়। একটা কিছু করতে হয়। এমন পল্কা শরীর নিয়ে চলবে না। কতো কাজ বাকী পড়ে আছে।

১৭ আগষ্ট '৭৭

বাঙলাদেশ মিউনিসিপাল নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৮০% আশি ভোট পেয়েছে। হিসাবে আগেকার মত ঠিকই আছে। দু'বছরে সিপাইরা জাতীয়তাবাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি, যদিও কতো পাঁয়তারা, ফাঁদ, ধোঁকার ছড়াছড়ি। বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া ত নিষিদ্ধ। রসো, রসো, ন্যায়ের কল নড়তে সময় লাগে এবং

www.pathagar.com

চাকা ধীরে ধীরে গড়ায়। ঢাকার আরো সংবাদ বেরিয়েছে 'যুগান্তরে'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে দু'দল ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে মুজিব স্মরণ দিবস ১৫ আগষ্ট উপলক্ষে।

হাল্কা মনে বেরিয়েছিলাম বাড়ীর খোঁজ পেতে। নীলরতন মুখোপাধ্যায়। (বন্ধু বুলবুল চৌধুরীর চরিতাকার) আসেননি। প্রতিমার আতিথেয়তা অস্বীকার করা চলে না। চা পান করা গেল। রমেনদার বাড়ী গিয়ে দেখি রণেশদা আগে থেকেই বহাল আছেন। বড় ভাল লাগল। আরো বহু সংবাদও পেলাম। রমেনদাকে আমরা আজ মুখ খুলতে দিইনি এক আধবার ছাড়া। কারণ, বিশ্রামই তাঁর পথ্য। দুপুরের কিছু পূর্বে বাড়ী ফিরলাম। সারাদিন, সন্ধ্যার ঘরে লেখাপড়া নিয়ে আর কোথাও গেলাম না। হাঁটলে ক্লান্তি আসে। তাই রুটিনের পরিবর্তন।

১৮ আগষ্ট '৭৭

আজীবন দেশব্রতী, অমূল্য প্রাণভাণ্ডারী জ্ঞান চক্রবর্তী ঢাকায় অসুস্থ এবং গুরুতর অবস্থা। বিস্তারিত কিছু জানতেও পারলাম না। তাই এক রকমের অস্বোয়াস্তি মনে।

সারাদিন ঘরে। পড়াশোনা খুব এগোচ্ছে না। কারণ, চট করে ক্লান্তি ধরে। এই ফ্যাসাদে পড়া গেছে। কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। দেখা যাক, যদি এমনি সারে।

১৯ আগষ্ট '৭৭

আর উদ্বেগের কিছু রইল না। সকালে রমেন মিত্র খবর দিলেন, জ্ঞান চক্রবর্তী গত রাত্রে সাড়ে বারোটার সময় ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তোমার অস্তিত্বটুকুই ছিল বাঙলাদেশের এই দুর্দিনে মূল্যবান। বহু তরুণ প্রাণের আদর্শ উৎস হয়েছিলে তুমি। ত্যাগেই ছিল তোমার সকল কর্মে গতিসঞ্চারক শক্তি। বিপ্লবের নিশানবাহী হিসেবে আমাদের বা দেশবাসীদের তুমি ত্যাগ করতে পারো, এতদিন বিশ্বাস করতে শিখিনি। তোমাকে আর এক স্বরূপে দেখলাম, অগ্রজ। সালাম গ্রহণ কারো, যেখানেই থাকো।

২০ আগষ্ট '৭৭

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রীডার প্রীতীশ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়েছে ২৪/৮... বুধবারে। যেন ভুলে না যাই। প্রেসিডেন্ট কলেজের ছাত্র হিসেবে দেখা সেই কবে। চল্লিশ বছর বিগত। চুল পেকে গেছে। তবু সাক্ষাৎ ঘটল। স্বর্গীয় বন্ধু ফজলুল হকের অছিলায়... প্রদীপ গুহদের বাড়ীতে বিপর্য্যয়। ন'দিনের ব্যবধানে দুই ভগ্নীপতি মারা গেছে। প্রদীপ নিজে রক্ত আমাশায় ভুগছে।... দেবশরণরা একজন বাড়ীতে ছিল। মহাদেব। মাডাম তথা

www.pathagar.com

পার্বতী স্কুলে। দাশগুপ্ত সাংবাদিক ছিলেন। ব্যক্তি এবং বহতা ঘটনা ছবির মত ভেসে যায় ওঁর মানসিক রসস্রোতে। কিন্তু অলস জন। কিছু লিখলেন না। আমার একটা অভিযোগ রয়ে গেল। রাজনৈতিক গতিধারা বোঝেন। কিন্তু নিজে গতিবান হবেন না।... বেশ কিছুক্ষণ কাটল ওর সঙ্গে। রাস্তার নাম ফার্ণ রোড। কিছু কাকলী বা Cacophony না থাকলে মানায় না।

ভাষা সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি। খুব সহজে আটপৌরে শব্দ দিয়ে সামগ্রিক পরিবেশ জালে আটক করাই, সফল রচনার দিকদর্শন। শেক্সপীয়ারে তার চরম দৃষ্টান্ত মেলে।... ভবিষ্যতে এই লাইনে কাজ করব। দেখা যাক, কতটুকু সাফল্য লাভ হয়। তৎসম শব্দ ছাড়া গম্ভীর কোন আবহাওয়ার পরিস্ফুটন প্রায় আমার কাছে অসম্ভব মনে হোতো। এখন তা ছেড়ে দেব। সুতরাং গোটা পরিস্থিতির "পাকড়" (সংগীতের শব্দটাই ব্যবহার করা গেল) অন্য কোন কায়দায় শুরু করতে হবে।

শরীর আবার সাবেক ফর্মে ফিরে আসছে। বিশ্রাম নিতে পারলে আরো তাড়াতাড়ি চাংগা হয়ে যেতাম। কিন্তু ঘরে চুপচাপ থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। পড়া ছাড়া অচল বিশ্রাম।

২১ আগষ্ট '৭৭

গত ১৩ দিন সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা নেই। আমার মত অসুস্থ নাকি? ৮০/১ সি মহাত্মা গান্ধী রোডে সকালে গিয়ে দেখি, আশঙ্কা অমূলক। পয়সা কড়ি ছিল না, গতকাল শনিবারের রেসে দেড়শত টাকা জিতেছে এবং আরো বললে, "শত দুই টাকা থাকলে সঙ্গে হাজার পাঁচেক টাকা নির্ঘাৎ। এক বছর কোন চিন্তা থাকত না।" অঙ্কশাস্ত্রের লোক। Variables নিয়ে কারবার আছে সঞ্জীবের। আমি বিস্মিত হইনি। "হাজার বিশ পঁচিশ পুঁজি থাকলে মাসে স্বচ্ছন্দে দু'হাজার টাকা রেসে আয় করা যেত।" সঞ্জীব জোরসে বললে, With a Confident punch in his voice. আমার আস্থা আছে ওর উপর। খামখা এসব প্রলাপ বকছে না। কিন্তু মোদ্দা কথা, আর্থিক চিম্‌টি শেষে এসব কল্পনার জন্ম দিচ্ছে। বহুদিন পরে মন-সুখ আড্ডা দেওয়া গেল। সম্প্রতি বাঙলাদেশের পৌরসভা নির্বাচনের উপর সঞ্জীব একটা ছোট নিবন্ধ লিখেছে খবরের কাগজের জন্যে। সমসাময়িক কাজে সঞ্জীবের মন এগোচ্ছে এটাই বড় কথা। মানসিক আলস্য নেই ওর। কিন্তু কাজ অর্থাৎ লেখার বেলায় খুঁৎখুঁতানির চোটে স্থবির।

২২ আগষ্ট '৭৭

'চতুরঙ্গ' আপিসে সারাদিন কাজের পর। বর্তমান সম্পাদকও পার্ট টাইমের। শুধু আপিস সচিব মানিক মুখোপাধ্যায় হোলো টাইমার। আতোয়ারের শরীর ভেঙে

www.pathagar.com

গেছে। কাগজেরও আগেকার স্পন্দন নেই। আতোয়ার চাকরী করে। সময় পুরো দিতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, পত্রিকার পেছনে কোন না কোন একটি প্রাণই কাজ করে। তা নিভলেই অন্ধকার। যুগ-পরিবেশও উদ্যম সাপ্লায়ের উৎস। তাও যখন থাকে না, যান্ত্রিক প্রবাহ ছাড়া অন্য স্পন্দন খোঁজা মূর্খতা। তবে এখনও নতুন পরীক্ষামূলক রচনার আশ্রয়। 'চতুরঙ্গ' এই ঐতিহ্য বজায় আছে। সেই সুবাদেই আমার 'পতঙ্গপিঞ্জর' সামনের মাস থেকে এখানে চালু হবে।

২৩ আগষ্ট '৭৭

অসুস্থ প্রদীপকে দেখতে গিয়েছিলাম। ভাল আছে জেনে নিশ্চিন্ত। একই পাড়ায় "বেজা" (ব্রজেন ভট্টাচায্য) থাকে ওকেও দেখে এলাম। গৃহিণী অঞ্জলি দেবী আতিথেয়তায় মা দুর্গা—যদিও হাত মাত্র দু'খানা...

বন্ধু বুলবুল চৌধুরীর বৃহৎ জীবনী (নীলরতন মুখোপাধ্যায় বিরচিত) আজ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম ওকে। দলের আর দু'জনের সঙ্গে কী নিয়ে বচসায় ব্যস্ত। আবার নাচ শুরু হলো। দু'জন নর্তকী, কিন্তু বাচ্চা মেয়ে। সব গোলতাল-পাকানো ছবি। ঘুম ভেঙে গেলে কেমন অস্বোয়াস্তি লাগল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বুলবুলের মৃত্যু। মুসলমান সমাজে নাচ। রক্ষণশীলতা চুরমার করার এই হাতিয়ারের অকাল বিনষ্টি সমাজের পক্ষে বিরাট ক্ষতি হয়েই রইল। সাহিত্যিক, সমাজসচেতন এমন সুকুমার মনোবৃত্তিশীল আর কাউকে গত বিশ বছরে দেখলাম না। চাটগাঁ থেকে বইটা প্রকাশিত। নীলরতন বাবু আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছেন। অশেষ কৃতজ্ঞতা ওঁর পাওনা আমাদের কাছে।

২৪ আগষ্ট '৭৭

সারাদিন ঘরে। লরেন্স ডারেলের 'Key to Modern Poetry' বইখানা প্রায় অর্ধেক শেষ করলাম। বিকেলে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। ইকনমিকসের রীডার শ্রীপ্রীতীশ দত্তের সঙ্গে পূর্ব যোগাযোগ-মোতাবেক সারা বিকেল। ওদের কাফেতেরিয়াটি বিরাট ঝিলের পাশে। মনোরম পরিবেশ। চা ও স্মৃতি আহার করা গেল। অপ্রত্যাশিত দেখা শ্রীসুরেশ মৈত্রের সঙ্গে। বর্তমানে ডক্টরেট অফ লিটারেচারও। সেই তেত্রিশ বছর পূর্বে আলাপ। আবার পলাতক জীবন যেন ওদের ফিরিয়ে এনেছে পুনরায় জোয়ারের উজানে।

২৫ আগষ্ট '৭৭

সকালে যুগান্তর পত্রিকার সহসম্পাদক শ্রীপরেশ সাহার বাড়ী গিয়েছিলাম ওঁকে ধন্যবাদ দিতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে। 'যুগান্তরে' চারটি সম্পাদকীয় মে জুন

www.pathagar.com

মাসে না বেরুলে এতদিন মাচাঙ সাফ হয়ে যেত, জনতা সরকারের প্রতিভূ বাবু জগজীবন রাম—যিনি গান্ধীভক্ত হিসেবে খ্যাত—জিয়া সরকারের সঙ্গে যে "গণতন্ত্ররক্ষী' চুক্তি করে এসেছিলেন তার বদৌলতে। শ্রীপরেশ সাহার নিকট বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের ঋণ অপরিশোধ্য। একই পাড়ায় থাকেন বন্ধু (সকল মানুষের বন্ধু, বিশেষতঃ দীনদরিদ্রের) ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। উনি অসুস্থ ছিলেন, বেশ গুরুতর। তা নিয়েই চেম্বারে বসেছেন, মাত্র চারদিন অবসর নিয়েছিলেন। আমার ডাকে চেম্বার থেকে বাড়ীতে এলেন। Facial paralysis এখনও ঈষৎ আছে। কোন বরাদ্দ 'ফী' নেই, সুচিকিৎসক। কাজেই রোগীর ভিড়। চাটগাঁ থেকে বাস উঠিয়ে এসেছেন। ৩১ বছর অমানুষিক পরিশ্রম এখন জানান দিচ্ছে। চাটগাঁয়েও এমনই মানুষ ছিলেন। ১৯৫০ সনের দাংগার সময় আলাপ। এখানে প্রচুর বিত্ত বাড়াতে পারতেন। কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেই বা কী? রোগীদের বসিয়ে রেখে এসেছেন। ওঁকে ছেড়ে দিতে হলো। নিকটে অচ্যুতানন্দ সাহার দপ্তর। তাই ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাড়ী ফিরলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বহুকাল পরে সাংগু ভ্যালি রেস্তোরাঁয় চা খেতে ঢুকেছিলাম। রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছি। সামনে পুরাতন "ওয়েলিংটন পার্ক।" স্মৃতির নিপীড়ন শুরু হয়। '৪৬ সনের দাংগার সময় শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সংযোগস্থলে রোজ সাক্ষাৎ হোতো। মুসলমান পাড়া "সওগাতে" সে তখন বহাল। ১১৯ নং ধর্মতলায় থাকার সময় এই পার্কে এসে আমার চাচাতো ভাই সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে কতো বসে গল্প করতাম। কুল্লে এক খানা কামরায় তখন বাস। গরমে অস্থির। যতক্ষণ বাইরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। তখন পার্ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। বিকেলে ছেলেমেয়েদের দল খেলাধুলা করত। এখন পার্কে টিউব রেলের ষ্টেশন হবে। গাছপালা, লন সব লোপাট। কালের চাকার সামনে নানা পরিবর্তন। স্যাংগু ভ্যালিও শ্রীহীন। একদল যৌবনের ঢালাক্রান্ত তরুণ-তরুণী এসে ঢুকল। এক কোণে বসে তারা পাঁচ ছ'জন হৈ-হল্লা অর্থাৎ বেদম হাসির তুফানে মত্ত। ওদের আসর এখন। প্রাণবন্যার সাঁতারু সবাই। চট করে চায়ের দাম দিয়ে সটকে পড়লাম।

২৬ আগষ্ট '৭৭

লঞ্চডুবির ফলে দেড়শ' লোক মারা গেছে। শীতলক্ষা নদীতে। পাকিস্তান আমলে অন্ততঃ এক লাখ লোক এইভাবে মারা গেছে। এমন দুর্ঘটনার সংখ্যা অন্ততঃ তিনশ'। প্রাণের ত দাম নেই। মুনাফার লোভের মঞ্চের মালিক লোক নয় ত মাল্ বোঝাই করে। তাছাড়া নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। উপযুক্ত সংখ্যক "লাইফ-বেল্ট" বা বোট থাকে না। ছোটদের জন্যে লেখা "জুজু গগা" উপন্যাসে এইসব ঘটনার ছায়া

www.pathagar.com

আছে। দুঃখের আগুনে বহু পুড়েছে বাঙলাদেশ। কবে তোমার সন্তানদের আত্মচৈতন্য চেগে উঠবে? আরো কতো দিন? ধর্মের নামে মৃত্যুর বোধই ত তাদের সঙ্গী।

সারাদিন ঘরে। সন্ধ্যায় দর্শনপ্রেমিক সুনীল মিত্র, জ্যোতি ও রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে। স্নেহাস্পদ শ্রীদাস চা সরবরাহ করেছিল আলাপচারিতার ঘনত্বের জন্যে।

২৭ আগষ্ট '৭৭

দুপুরে অকালে 'চতুরঙ্গ' আপিসে। পকেটের সুকাল ফেরাতে। শ্রীমানিক মুখোপাধ্যায় ২০০ দু'শ টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার মতই এলেন শ্রী অশোক ঘোষ। মানিক বাবুর মুখে ওঁর জীবননামা জানা গেল। C.P.I ভাগ হয়ে যাওয়ার সময় রাজনীতি পরিত্যাগ করেছেন। গুণীজন মনের সঙ্গে ব্যাপারটা মেলাতে পারেননি।... সন্ধ্যায় বেড়ানো গেল। ফনুর চিন্তা বড় অস্থির করে তোলে। কেমন আছে, কী করছে? ওর প্রতি দায়িত্বটুকু পালন করে আসতে না পারার জন্যে অনুশোচনার ইতি নেই। মা ওকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। মনের বোঝা সহজে হাল্কা হয় না।

২৮ আগষ্ট '৭৭

সঞ্জীব সমীপে। অমৃতবাজার পত্রিকায় তার প্রবন্ধটা বেরিয়েছে, সে জানে না। ওদের সম্পাদকীয় 'ধাইবি পূরবে' আর সঞ্জীবের রচনা 'ধাইবি পশ্চিমে'। সুতরাং ছাপা হবে না ধরে নিয়েছিলাম। এই রচনার জের হিসেবে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকাও কাল হঠাৎ বাঙলাদেশ দরদী হয়ে উঠেছে। খালি মাঠে গোল দিতে না চাওয়ার বাসনায় এই প্রতিক্রিয়াশীল সুসম্পাদিত কাগজখানা হঠাৎ-হঠাৎ এমন কর্ম করে থাকে। তবে এবার সিপাই প্রভুদের সাম্প্রদায়িক ভূমিকার প্রশংসা ওরা করতে পারেনি।... সঞ্জীবের বন্ধু পচু ও মণি সেন "শনি রোববারে রাজা" হওয়ার উদগ্র কামনায় অশ্বগ্রন্থ নিয়ে ব্যস্ত। সঞ্জীব তার অঙ্কশাস্ত্রের ইলেম অনুযায়ী বন্ধুকৃত্যে মশ্‌গুল। তবু শেষে আধুনিক কাব্যের চাল—স্রেফ গতির দিক থেকে—নিয়ে আলোচনা করা গেল। Pastoral জগত থেকে যন্ত্রজগতে। সুতরাং চাল বদলেছে। কী মাত্রায় তা স্পন্দনের অঙ্গীভূত করা যায় কবি লেখকের সেই ত সাধনা। এলিয়ট নাটকীয় ভঙ্গীরই পক্ষপাতী। তার দীর্ঘ কবিতা এবং উত্তম কবিতা সবই নাটকীয়তার সূত্রঅনুসারী।... আরো আরো আলোচনা শেষে আসর ভাঙল। এক দিকে ঘোড়দৌড়, অন্যদিকে কবিতার দৌড়। দুই ট্র্যাকের (Track) এমন মিলন আর কোথাও কখনও হয়নি।

২৯ আগষ্ট '৭৭

শ্রদ্ধেয় নলিনী দাশ গত হপ্তায় বাঙলাদেশ থেকে এসেছেন। অপ্রত্যাশিত

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ জুটে গেল। দেশব্রতী এমন ক'জনই বা আছে? কুড়ি বছর আন্দামানে। পাকিস্তানের জেলে বহুদিন। বর্তমান বয়স ৬৮ আটষট্টি। এখনও স্মার্টনেস দেখার মত। কৃষ্ণশ্যাম গায়ের রঙেও অদ্ভুত মোহনীয়তা আছে অথচ দেহ-বিলাসের সময় কোথায় ওঁর? অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে যেন চাঁদ হতে পেলাম। পরে নিজেদের সংবাদ-উন্মুক্ত কৌতূহল নিরসন। খবর পাওয়া গেল, জনাব তোয়াহা বিবৃতি মারফৎ দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাদের নীতি ভুল ছিল। চীনে জোঁক বা মাওয়ের মোহ এতদিনে কাটল! এহিয়া খানের দালালী এবং চৈনিক মার্কস্‌বাদ একত্রে হজম করার ক্ষমতা বোধ হয় কোন শুয়োরের পাকস্থলীর ছিল না। তোয়াহা সাহেবেরই তেমনই অঙ্গ মাহাত্ম্য ছিল শুধু। কিন্তু এখনও জিয়ার পোঁ তিনি ছাড়েননি। নোটপড়া মূর্খ মার্কস্‌বাদীদের এমন দশাই ঘটে। আসলে বঙ্গবন্ধু তথা জাতীয়তাবাদের শক্তি (পৌরসভা নির্বাচনে আরো পরিষ্কার) দেখে জনাব তোয়াহার টনক নড়েছে।

৩০ আগষ্ট '৭৭

অনেক দিন পর, শ্রী শান্তিময় রায়ের বাড়ী গিয়েছিলাম। নামের বিপরীতে সব সামাজিক ঝামেলা নিজের কাঁধে নিয়েছেন অধ্যাপক। বড় সজীব হৃদয়। সামাজিক আলোড়ন সোজাসুজি বুকে এসে বাজে কি না—এই বিচার থেকেই স্থির হয় আত্মা জীবিত অথবা মৃত। এই নিরিখেই আমি নিজেকেও বিচার করি। সেদিক থেকে শ্রীরায় এক জাগ্রত মানব।... মোনায়েম অসুস্থ। বড় খারাপ লাগল। উত্তরাধিকার সূত্রে বিত্তের মালিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সব ছেড়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছে এই অনুজ বন্ধু। কতো কাজ না করে জননী বাঙলাদেশের জন্যে। ওর অসুস্থতা তাই আরো পীড়াদায়ক।

আনন্দবাজার আপিসে গিয়েছিলাম বিকেলে সাগরময় ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাতে। আরো দেখা হোলো, অনেকের সঙ্গে। সবাই লেখক্ পদবাচ্য।... পরে ষ্টেট্‌সম্যান আপিস। স্নেহভাজন মানস ঘোষকে পাওয়া গেল। বাঙলাদেশের দুর্দশায় আন্তরিকভাবে ব্যথিত এই এক সুকুমার মতি। রাজনৈতিক জগতের সব হদিস এখনও তলিয়ে ধরতে পারে না, তাই বড় বিচলিত হয়ে পড়ে। মানুষ আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা শুনলে। অবিশ্যি এক ফাঁকে সে এক গাদা উত্তম মাংসল স্যান্ড্‌উইচ এবং চা পরিবেশন করে বসেছিল। অসময়ে টুঁ। মানসের কাজের ব্যাঘাত ঘটাব না। ওদিকে অসীম রায় (ঔপন্যাসিক, গাল্পিক) পাশের ঘর থেকে এসে ফুস্‌লানি ছেড়ে গেলেন। মানস কাজে বসল। পাশের ঘরে অসীম রায়ের সঙ্গে সময় হরণে ব্যস্ত রইলাম কিছুক্ষণ। লেখাকে যারা লেখা-লেখা খেলা মনে করে না, শ্রীরায় তাদেরই অন্যতম। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ বয়স। গুণগ্রাহীরা একটা 'ব্রশ্যুর' বের

www.pathagar.com

করেছে। আমাকে একখানা উপহার দিলেন। জীবিকার কাজ অসীম বাবুর এখনও শেষ হয়নি, তাই তাড়াতাড়ি উঠলাম। আমার কেন জানি নে সন্ধ্যায় ভয়ানক আড্ডার বাতিক চেগে বসেছিল।

৩১ আগষ্ট '৭৭

এক ঢিলে তিন পাখী বধ, যেহেতু নীড় একই শাখায়ঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড। শিকার যথাক্রমে, চিন্মোহন শেহানবীস, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। চিন্মোহন ঘটনা প্রবাহের স্মৃতিধর। প্রাচীন রাজনৈতিক তথ্য গবেষণা-মারফৎ এত অঢেল করেছে স্ব-ভাণ্ডারে যে বিবৃতির স্রোতে ডুবে যেতে হয়। "পুলিশের চোখে রবীন্দ্রনাথ" এই সড়কের বহু দৃশ্য আজ দেখা গেল, যদিও মুখজ বাণী শোনা। চৌষট্টি বছর বয়সে চিন্মোহনের উৎসাহের অন্ত নেই। বড় আনন্দময় সকালের চায়ের আসর। 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদক নিরঞ্জন মশাই—অবিশ্যি কর্তব্যের ভারে এমনই ন্যুজ যে কাগজ-কলম ছেড়ে ঢুঁ দিলেও, বসতে পারছিলেন না, আমাদের সঙ্গে। উপায় নেই। সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকদের, ব্যস্ততায় শয়তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়।

জিয়ার অন্যতম গোদা মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে নাকি একটা Coup-র তালে ছিল। ডাকাতের আখড়ায় এমন ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শত্রুদের দুর্বলতা কোন সুযোগ নেওয়া যাচ্ছে না, দুঃখ সেইখানে। বহু হত্যার খবর আসছে, বিশিষ্ট দু'টি নাম। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কাওসার নিপীড়নের চোটে মারা গেছে। তেমনই দশা মৌলবী সৈয়দের। তার লাশ অবিশ্যি আত্মীয়দের দেওয়া হয়। জিয়া সাহেব জানেন না, এই ঋণ-শোধের পর্যায় তারও আছে। আন্তর্জাতিক মুরুব্বীরা শেষে মই কেড়ে নেয়, বঙ্গবন্ধুর কৃপায় পদোন্নীত জেনারেলের কী তা জানা আছে? মেন্ডারিস (তুর্কী), অংগো (ভিয়েৎনামা), সিগ্‌ম্যান রী (কোরিয়া) প্রভৃতির পরিণাম সিপাইরা জানে না।

১ সেপ্টেম্বর '৭৭

সকালে সঞ্জীব এসেছিল আমাদের এক প্রোগ্র্যাম নাকচ করতে। আধুনিক সব লেখকের মত সেও বর্তমানে 'Time" নিয়ে খুব চিন্তান্বিত। বেকেটের ভক্ত সঞ্জীব তার শূন্যবাদ বাদ দিয়ে। সুতরাং "কাল" সম্পর্কে কৌতূহল স্বাভাবিক। এলিয়ট Four Quartets-এ সময় নিয়ে কম মাথা ঘামাননি। কালের পরিমাপ Situation বা পরিস্থিতি ছাড়া অসম্ভব। প্রত্যেক দার্শনিক এইখানে ঠেকে গেছেন এবং শেষে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সঞ্জীব সেই অসম্ভবের পায়ে আবার নতুন করে মাথা ঠুকতে তৎপর। সকালে ক্লান্ত। আমার কোন সীরিয়াস আলোচনায় তেমন আগ্রহ ছিল না। আমি ওকে নীচে নামিয়ে আনলাম কথা প্রসঙ্গে শেষে

www.pathagar.com

প্রবাদের ভূমিকায় নয়, কয়েকটা প্রবাদের উপর হাসির খোরাক জোটাতে। অবিশ্যি সব সামগ্রী বিদেশী। When the fox preacheth, beware of your geese. ধর্ম-হাঁসফাঁস দেশে এমন মজার প্রবাদ চালু নেই। দু'জনে হাসা গেল এমনই কয়েকটা মশলা নিয়ে।... সারাদিন কাজের পর জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলাম বর্তমান হালচাল জেনে।

২ সেপ্টেম্বর '৭৭

বৃষ্টির জ্বালায় জেরবার। সারাদিন ঘরে, দুপুরের ঘুমের পরে পুরাতন মুখ্যস্মৃতির আবর্তে কিছুক্ষণ মন গেঁথে রইল। স্মৃতি-চর্বণ (বাঁচার জন্যে) এবার যেন খাদ্য হিসেবে বরাদ্দ। বেজায় খারাপ লাগছিল পুরাতনের চোটপাট। তবু লেখাপড়ায় বসলাম। সন্ধ্যায় হেঁটে এলাম মেঘলা আকাশ মাথায়। লেখার তাগিদ আছে ভেতরে, কিন্তু মন এগোচ্ছে না। এই জড়তার দাওয়াই কোথায় পাব? সান্ধ্য কাজকর্ম আর ভাল লাগল না। পত্রিকা পড়ে কাটিয়ে দিলাম।

৩ সেপ্টেম্বর '৭৭

বিকেলে ভারত ভিয়েৎনাম মৈত্রী সমিতির এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। অনেককে দেখা গেল ষ্টেজে যারা আমার কৈশোরে Hero বা Heroine ছিল। ইংলাট এ্যান্ডারসনকে গুলিছোঁড়া বীণা দাশ (বর্তমানে বিবাহিত এবং ভৌমিক) কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যাকারিণী শান্তি, সুনীতি সকলেই বৃদ্ধা। তবে সুনীতি ঘোষের Smartness এখনও অনেককে স্তব্ধ করে দেবে। সন্ত্রাসবাদী দলের একদা সহযোগিনী দেহেও উদ্দীপনা বজায় রেখেছেন। নগেন্দ্রশেখর বাবুকেও দেখলাম। সব স্বদেশীযুগের নায়ক। পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি ওই শ্রেণী থেকে এলোই না বলা চলে। পরম পরিতাপের কথা। শ্রমিক নেতা মহাম্মদ ইলিয়াসকে প্রথম দেখলাম। দশাসই চেহরা, সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং কণ্ঠস্বর ধীরোদাত্ত। পরিতাপের জ্বালা ওঁকে দেখে কিছু মেটে। অনুষ্ঠান শেষে ভিয়েৎনামী ফিল্ম "The life of vintroi" দেখা গেল। বাঙলাদেশের উনিশশ' একাত্তরের ছবি দেখলাম যেন। নির্য্যাতন, ত্যাগ বহু অশ্রু রক্ত–মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে নিতে হচ্ছিল আমাকে। অসহ্য বহু দৃশ্য। ফিরে ফিরে ১৯৭১ সনকে ঘিরে রাখলে।

৪ পেস্টেম্বর '৭৭

নীলরতন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমাদের আবাসে। খবর পেলাম, পরলোকগত বন্ধু বুলবুল চৌধুরীর ছেলে এবং ছেলের বৌ (মেক্সিকান মহিলা) কলকাতা এসেছে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বুলবুলের তিরোধান। তেইশ বছর কেটে গেছে। ছেলের বয়স

www.pathagar.com

তেত্রিশ। সিদ্ধেশ্বর এবং নির্ঝরিণী সেনরা পথে নয়, পাড়ায় পড়েন। ওদের সঙ্গে তাই দেখা করে বুলবুল-তনয় সন্নিধানে। বেশ একটু ভাবালুতায় ঘিরে ধরলো। কী সুন্দর হয়েছে ছেলেটা। বাবার স্বপ্নিল চোখ অবিশ্যি পায়নি। এই ছেলেও বিদেশে Showman। য়ুরোপীয় সংগীতে তন্ময়। বৌটি ফর্সা—একদম প্রতিমার মত। উভয়ে জীবন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, জেনে খুশী হওয়া গেল। ভারতে Folk-music সংগ্রহে এসেছে। ওদের নিজের দল আছে মেক্সিকোয়। ভ্রাম্যমাণ, য়ুরোপেও যায়। Rocky shahan নামে বুলবুল-তনয় (শহীদ আহমদ চৌধুরী আসল নাম) বিদেশে পরিচিত। বৌ নৃত্যবিদ নাম Angelica দুপুর একটা পর্য্যন্ত ওদের সঙ্গে।... সন্ধ্যায় পাভলোভ অনুরাগী ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলির শ্যামবাজারের বাড়ীতে। চিন্মোহন শেহানবীশ সেখানে 'পুলিশের চোখে রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে বক্তা। আড়াই ঘণ্টা খুব মজার বক্তৃতা শোনা গেল। মজলিসে দেখা হোলো কবি রাম বসু, তরুণ সান্যাল, অজিত নিয়োগী প্রমুখের সঙ্গে। মেজবান (Host) ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় পলিতকেশ, শান্ত মুখাবয়বে সন্ধানের পট এঁকে রেখেছেন। বড় ভাল লাগল বিজ্ঞানমনা এই বৃদ্ধ জনকে। সাঁই বাবা, মহেশ যোগী, আনন্দময়ী মা প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে এমন মুদ্দফরাসকে ভাল না লেগে পারেই না।

৫ সেপ্টেম্বর '৭৭

স্পেনীয় ভাষায় অবিশ্যি মেক্সিকোবাসী লেখক Gabriel garcia Marquez রচিত "EL otono del Patricia" ইংরেজী ভাষ্যে the autumn of the patrician উপন্যাস পড়তে গিয়ে এক জায়গায় খুব হাসি লাগল। উপন্যাসের চরিত্র জালেম-শাহীর এক জালেমের। এই শাসক-দানব দেশে প্রচণ্ড সাইক্লোন হওয়ার পর রাজকীয় ক্ষমা ঘোষণা করলে, সকল রাজনৈতিক বন্দী এবং নির্বাসিত (Exiles) নাগরিকদের। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের নয়, কোনমতেই নয়। কারণ, তাদের কলমে জ্বর আছে—গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ভাষায় He said, they are fever in their quills like thoroughbred roosters where they'are moulting so that they are no good for anything except when they are good for something he said. worse than politicians, worse than priests....

(পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯, জোনাথান কেপ্ প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ)। বুলবুল-তনয় মেক্সিকো থেকে বইটা এনেছে এবং আমাকে পড়তে দিল। এই ষ্টাইলের উপন্যাস আগে কখনও পড়িনি। তারপর এক স্বৈরাচারী শাসকের কাহিনী। বাঙালী নির্বাসিত জনের পক্ষে কৌতূহল ফলে অশেষ। পালক ছাড়া বা খসার সময় মুরগীর পালকে জ্বর থাকে, তা আমারও জানা ছিল না। গ্যাব্রিয়েল মার্কেজকে ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

৬ সেপ্টেম্বর '৭৭

ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মভিত্তিক Secular and theocratic-রাষ্ট্রের সংজ্ঞা মার্কেজ এইভাবে দিয়েছেন ঃ প্রথম জাতীয় রাষ্ট্রে, ভগবানের শাসন অপেক্ষা সরকারী শাসন অধিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে, ভগবান শাসন করেন অধিক, সরকারী শাসন অপেক্ষা (God rules more than the government. (ভগবান বা আল্লাহ একই শব্দ) গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের উপন্যাস খানা শেষ করলাম। এমন রচনাশৈলী আর কারো দেখিনি। Power বা রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে এই কাহিনীর বুনট ম্যাজিকের মত এক জগচ্চিত্র সৃষ্টি করে, তা থেকে সহজে কোন পাঠক বেরিয়ে আসতে অক্ষম। জীবন সম্পর্কে অসাধারণ দৃষ্টি, বহু ঘটনার এবং সংযত স্যুররিয়েলিস্ট ভাষার মাধ্যমে—স্থাপনার ক্ষেত্রে লেখক মহৎ রচয়িতাদের অন্যতম বলে গণ্য হবেন। অথচ এর নাম আগে শুনিনি। বুলবুল তনয়কে ধন্যবাদ বইটা পড়তে দিয়েছিল। "One Hundred years of solitude" মার্কেজের আর একটি উপন্যাস। তক্কে তক্কে থাকতে হবে। কোথায় পাওয়া যায়। অনুবাদক GREGORY RABASSA-র কৃতিত্বও স্মরণীয়।

৭ সেপ্টেম্বর '৭৭

বসুমতী পত্রিকায় রচনা বাবদ কিছু পারিশ্রমিক বাকী ছিল। গত বছরের পাওনা। আমার গড়িমসি এবং অন্যপক্ষের চাড়াভাব—ফলে বহু বিলম্ব। আজ পাওয়া গেল না। কারণ, যিনি কর্মকর্তা তিনি গায়েব। Cost of collection বেড়ে গেল। সেখান থেকে 'সপ্তাহ' আপিসে। যীশু চৌধুরী ছাড়া আর কেউ ছিল না। পরে রুশ-ভারতী পত্রিকার সম্পাদক সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে জমলেন। কিছুক্ষণ ভাব-বিনিময় করা গেল কালক্ষয়সহ।... হেঁটে সঞ্জীব সমীপে। জয়েস এবং কাফ্‌কা (Kafka) দুই মিশে মিশে বেকেটের জন্ম। এই তত্ত্বের বয়ান শোনা গেল দত্ত বন্ধুর কাছ থেকে, তবে সঞ্জীব বললে, বেকেটের রচনা কেউ পড়ে না। কম্যুনিজম বিরোধী নাটক "Waiting for godot" এর জোরে ওর বাজার চালু হয়। অবিশ্যি সময়-শূন্য জীবনধারার ছবি কল্পনা করার জন্যে বেকেটের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। পথে ট্রাম বিগড়োনার ফলে বাড়ী ফিরতে রাত সাড়ে দশটা।

৮ সেপ্টেম্বর '৭৭

Theocratic state এর আর এক সংজ্ঞা দিলেন বন্ধু ডক্টর ইমামঃ লেখকের সংজ্ঞার চেয়ে নিখুঁৎ। চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলাম, অনিয়মের ফলে হঠাৎ বিকেলে পেটে গ্যাস। এবং ফলে কাবু। অদ্ভুত অনুভূতি হোলোঃ বিশ্ব সংসার চলছে, কোথাও কোন স্ববিরোধ নেই। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ গ্যাসট্রাইটিসের রোগী

www.pathagar.com

ছিল মনে হয়।

৯ সেপ্টেম্বর '৭৭

বসুধা চক্রবর্তীর কার্ড পেলাম। অনেক দিন যেতে পারিনি। তাই উদ্বিগ্ন। চোখ নিয়ে কাবু, বেরোন খুব কম। এই এক নীরব সাধক, সজ্জন অতি পরিশীলিত মন। সংসারও পাতেননি। নিজের মনের প্রকাশ জনসমক্ষে প্রচুর দিতে পারতেন। কেন জানি নে, চুপচাপ রইলেন সারাজীবন। ওঁর সঙ্গে দেখা করব, হঠাৎ আমার শরীরের উপর আবার আঘাত। অসুস্থ হলেই গৃহসুখের জন্যে প্রাণ লালায়িত হয়ে ওঠে। অসহায় ছোট ভায়ের চিন্তায় দুর্বল হয়ে পড়ি। এই সব দুর্বলতা কী করে কাটিয়ে উঠব? সেও এক দুশ্চিন্তা।

১০ সেপ্টেম্বর '৭৭

শেষে নিজকে নিয়েই বিব্রত থাকব? শরীর সম্পর্কে আগে এত চিন্তিৎ হইনি। হঠাৎ এমন বায়ুরোগ। ঊর্ধ্বাচারী। মাথা ঘাড় গরম হয়ে উঠে। চোখও খারাপ হয়েছে। স্নেহাস্পদ ডাক্তার দিলীপ গুহ গত সন্ধ্যায় চোখ পরীক্ষা করলেন। কতো স্মৃতির বুদ্বুদ বুকের ভেতর। ফনুর চিন্তা বড় কাবু করে ফেলে। নিজের দায়িত্ব তার ক্ষেত্রে পালন করিনি। ছেলেরা যদি ওকে নিজের বলে কাছে টেনে না নেয়, কতো দুরবস্থার মধ্যে না পড়বে। এমন সব ব্যক্তিগত চিন্তায় মন আচ্ছন্ন। নতুন ধরনের লেখা শুরু করব। সব ঠিকঠাক। হঠাৎ এই দুর্বিপাকের সম্মুখীন। মনের আরো জোর দরকার।

আজ "আনন্দবাজার" পত্রিকায় দেখা গেল, ঢাকায় শহীদ স্তম্ভ ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মারক স্তম্ভ ভেঙে ফেলার জন্যে কট্টর ইসলামের ধ্বজাধারীরা আন্দোলন শুরু করেছে। ঢাকা য়ুনিভারসিটিতে তা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়। তিরিশ জন আহত। দাসত্ব-বিরোধী মার্কিন নেতা জন বাউনের শেষ ভাষণের অংশ বার বার স্মরণ হয়ঃ "I John Brwon, am now quite certain that the crimes of this guilty land will never be purged away: but with blood. I had as I think now: Vainly flattered myself that without very much blood shed, it might be done" । হায়, বঙ্গবন্ধু, তুমিও ব্রাউনের মত ভুল করেছিলে। তারই পরিণাম, শহীদ স্তম্ভ ভাঙার কথাও বাঙলাদেশে মনুষ্যমুখ থেকে উচ্চারিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বর '৭৭

অশিক্ষিত মনে মাঝে মাঝে খটকা লাগে না আদৌ, বরং বিশ্বাস দৃঢ় হয়ঃ সব আগে থেকে সাজানো এই মনুষ্যজীবন। আমারই অমন হোঁচট খেতে হয়। নচেৎ

www.pathagar.com

পরলোকগত অগ্রজ বন্ধু আয়নুল হক খাঁর ছেলে কাদু চাচার (আব্দুল কাদের খান) সঙ্গে পার্ক সার্কাস মার্কেটের উত্তর মাথায় দেখা হয়ে যাবে কেন? সেও হকচকিয়ে গেছে। সদ্য ঢাকা-আগত। সঙ্গে বৌমা ও অন্যান্যেরা। তাই বেশী কথা বলা গেল না। মন অনেক হাল্কা। কাদু চাচার কাছে খবর গেলাম, ছোট ভাইটা ওদের কাছে এসেছিল এবং রয়েলিটির টাকা নিয়ে গেছে। ও যে নিজে উদ্যোগী হতে পারে, তাই আমার কাছে একটা খবর। এত ভুল করলাম। একই আর্টস্কুলে ড্রাফ্‌টম্যানশিপ শেখানো হয়। তা শেখা থাকলে এতদিন ওকে নিয়ে চিন্তা থাকত না। আর্টিষ্ট তৈরী করতে গিয়ে এই সব মানসিক বিপদ। স্নেহাস্পদ নেত্রবিশেষজ্ঞ দিলীপ গুহ চশমা পরীক্ষা করবে আজ, প্রেসক্রিপশান নিয়ে যাইনি। হতাশ ফিরে এলাম। বার্ধক্য অজানিতে এইভাবে ঘিরে ধরে।

১২ সেপ্টেম্বর '৭৭

প্রতিদিনই খবর পাওয়া যাচ্ছে, দলে দলে সংখ্যালঘুরা সীমান্ত পার হয়ে চলে আসছে। সিপাইশাহী সেক্যুলার সূত্র সংবিধান থেকে তুলে দিয়ে কী করেছে তারা জানে না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাঙলাদেশের মুসলমানদের করতেই হবে। গোটা দেশের উপর সর্বনাশের বন্যা ডেকে এনেছে জিয়া সরকার। সাম্রাজ্যবাদীদের মতলব পূর্ণ হচ্ছে। ভারতে Destabilization এই পথ ধরে হয়ত আসবে। শ্রীলঙ্কায় শুধু তামিল ভাষাভাষীরা নয়, মুসলমানেরাও দাংগায় বিপর্য্যস্ত হয়েছে। তারই আলামাৎ (পূর্বাশঙ্কা) ভারতবর্ষে।

আমিনার জন্যে কিছু টাকা পাঠাতে খিদিরপুর গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বাল্যবন্ধু বাশারতের সঙ্গে দেখা হয়ে গের। হঠাৎ গাঁ থেকে কলকাতা এসেছে। দু'জনে বহুক্ষণ অতীতে ঘুরে বেড়ালাম। শাহাবউদ্দীন, জালালউদ্দীন দুই স্নেহাস্পদ বড় আন্তরিকতা দেখায়। ওদের মধুর ব্যবহার এবং শৈশবের সঙ্গীর নৈকট্য অনেক মানসিক অবসাদ মুছে নিলে। সন্ধ্যায় স্নেহভাজন দিলীপ গুহ চশমার লেন্স আর একবার পরীক্ষা করলেন। সব ঠিক আছে। শরীরে তাগদের অভাব বোধ করছি।

১৩ সেপ্টেম্বর '৭৭

দশটার দিকে বাড়ী ছেড়ে কিছুক্ষণ মাসুদের সঙ্গে। গৃহিণী তৈজস-বেচা কিছু টাকা পাঠিয়েছে, যা অতিপ্রয়োজন ছিল। পড়োপড়ো স্বাস্থ্য মেরামতি খরচ বেশী লাগে। বার্ধক্য একটা ঘৃণ্য ব্যাপার। যৌবনে প্রগতিশীলা, নাচ যখন নটীর ব্যাপার ছিল তখন ভদ্রসমাজে তা তিনি চালু করেন–শ্রীযুক্তা হাসি মোদক, বুলবুলের শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। রেখাকীর্ণ দেহ। জরতী রমণীকে দেখে ভাবা মুশকিল, চল্লিশ বছর আগেকার তার অচলায়তন-বিরোধী প্রতিশ্রুতির কথা।

www.pathagar.com

কাছে জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণেশদা থাকেন। তাদের সঙ্গেও কিছু সময় কাটানো গেল। সন্ধ্যায় বসুধা চক্রবর্তী, ইন্দু দিদি, ফণী চক্রবর্তী দিগর বাসভূমে। দেড় মাসের ফাঁক আজ পূর্ণ করা গেল উত্তম মিষ্টিসহ। সকালে যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখলাম, দলে দলে সীমান্ত প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে সংখ্যালঘু জন ভারতে ঢুকছে। নানা মর্মবিদারক কাহিনী প্রত্যেকের সঙ্গে।

আহার এবং আবরু (আব্রু) দুই মানুষের কাম্য বাঁচার জন্যে। আহার কম হলেও আব্রু খোয়াতে কেউ রাজী নয়। বাঙলাদেশের দস্তাটুপিধারী সিপাইশাহী সংবিধান থেকে সেক্যুলার তুলে দিয়ে কী করেছে, তা কী ওরা জানে? আর্থিক অবস্থা বাঙলাদেশের দুঃসহ। তার সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হঠাৎ আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত। এই অসম্মান তারা কী দিয়ে ঢাকবে? আহার ত গেছেই। তাই দলে দলে ভিটেমাটী ত্যাগ স্বাভাবিক। উর্দু কবিতার প্রতিধ্বনি মনে এলো, "জ্বল্ গয়া আপ্না নশীমন তো কুই বাৎ নেহি/দেখনা হ্যায় কে আব আগ কিধার জাতি হ্যায়-নিজের নীড় পুড়ে খাক্, তাতে কিছু আসে যায় না। এখন দেখতে হয় আগুন কোন দিকে ধায়।" ভারতে কী প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে? মূর্খ সিপাই সিংহাসনে, তাই ভয় আরো বেশী।

১৪ সেপ্টেম্বর '৭৭

আপন অনুভূতির শিকার মানুষ আসলে অপরিণত মানুষ। নিজের অনুভূতির দয়ায় যারা বাঁচে তাঁদের মন পরিণত পর্য্যায়ে গড়ে ওঠে না। এই কথাগুলো সত্যি। কিন্তু বাস্তবে Detachment রপ্ত করা যে কী কঠিন, তা ভুক্তভোগীই জানে। কতো চেষ্টা পাই, কিন্তু কুকুরের লেজ আর সিধা হয় না। যন্ত্রণা আর কাকে বলে?

১৫ সেপ্টেম্বর '৭৭

অধ্যাপক শান্তিময় রায় বললেন, বর্তমানে বাঙলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাব পূর্বের চেয়ে সহৃদয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপানে চাইতে হয় এদের অনেক নীতিনির্ধারণে। দেখা যাক, জল কোন দিকে গড়ায়। মোনায়েম সরকার পাশেই ছিল সাক্ষীস্বরূপ।

মাসুদের সঙ্গে সন্ধ্যা। মস্কো যাবে এক ডেলিগেশানে। সাতাশে পৌছতে হবে দিল্লী থেকে। এখনও টিকেট আসেনি। ট্রেনে দিল্লী হঠাৎ-হঠাৎ ত টিকেট পাওয়া যায় না। ফলে উদ্বিগ্ন। কারণ, মাসুদও আমার মত "যুগযুগান্তে ফুটাই কমল তাড়াহুড়া নাই" এর পক্ষপাতী। গৃহে বড় নিঃসঙ্গ জজ। তাও অকপট আমাকে বললে। আবেগের অরণ্যে কার যে কোথায় কাঁটা-বাবলার বন গজিয়ে আছে বাইরে থেকে বুঝা মুশকিল। শরীরটা আজ বেশ ভাল গেল। তাই দু'জনে বড় একান্ত

www.pathagar.com

আড্ডায় মেতে রইলাম। খুশী এসেছে ঢাকা থেকে। একমাত্র কন্যা। মাসুদ ওকে নিয়ে সিনেমায় যাবে। এই জন্যেই আসর ভাঙল। রাত্রে আর কাজ করব না, আমিও স্বাস্থ্যের অজুহাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই সময় কোন বাঁধা ছিল না।

১৬ সেপ্টেম্বর '৭৭

আজ ঈদোৎসব।... ধর্ম ঠিক যেন এক ধরনের প্লাগ Plug. জীবনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে তার যোগ থাকলেই পৃথিবীতে মানবতার উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে। নচেৎ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় Cancer-এর কাজ করে। সমাজশরীরে উদ্ধৃত Cell সুস্থ অন্যান্য সুস্থ Cell ধ্বংস মারফৎ বিপর্য্যয় ডেকে আনে। বর্তমানে সৌদি আরব এবং তৈলধনী আরব আমিরশাহীর দিকে চোখ ফিরালেই সে সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে তারা ইসলামী অর্থাৎ মুসলমান দেশগুলোর বুকে ওদের ধ্বংসবীজ বোনায় তৎপর। বাঙলাদেশের ফৌজদারীর মেয়াদ ওরাই জীইয়ে রাখছে।

বিকেলে এত অবসাদ শরীর ঘিরে। আর পুরাতন স্মৃতির জুলুম ত আরো জেঁকে বসে। বাইরে হাঁটতে গেলাম। দুর্বলতা, অবসাদ কিছুই দূর হয় না। বার্ধক্য কী জানান দিচ্ছে? অবিশ্যি আহার ত নিজের অনায়াত্ত। চোরাপথেই এসব এসে জুটছে। কী করব, বেশ ভাবতে হয়।... কাল খুশী খালা ঢাকা যাবে। পুঁটির জন্যে তার প্রিয় মিঠাপাতা জর্দা কিনতে গড়িয়াহাটা গেলাম। শরীর আরো লড়ুক। কিন্তু শারীরিক অবসাদ গেল না। সকালে বাস থেকে পড়ে গিয়ে হাত ছড়ে রক্ত বেরিয়েছিল। তারই জের নয় ত এসব? রাস্তায় 'ডেটল' খুঁজে অস্থির। সকাল বেলা সব বন্ধ।

১৭ সেপ্টেম্বর '৭৭

সকালে তারই জের। ফলে, মাসুদের সঙ্গে পূর্বযোগ ফেল (Appointment) করলাম। এখন সময়ের সুস্থ বিন্যাস ছাড়া দিন চালানো উচিত না। জীবনের শেষ প্রান্ত। সময় কতো দিন পাওয়া যাবে, কে জানে। আর। একটা পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান পাওয়া গেলে, সৌভাগ্যই বলতে হবে।

জনতা পার্টির এম.পি শ্রী সমর গুহ বর্তমান বাঙলাদেশের ফৌজী শাসকগোষ্ঠী 'সেক্যুলার' সংবিধান থেকে তুলে দেওয়ার কী পরিণাম সবই উল্লেখ করেছেন চড়া বিবৃতির ভাষায়। এই সরকারই অবিশ্যি সিপাইদের লেজ মোটা করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক আশ্রিতদের উচ্ছেদ সাধন মারফৎ। তা সমর বাবু উল্লেখ করেননি, পার্টি শৃঙ্খলার জন্যে কিছু ইঙ্গিত দিতে পারতেন। নিজের মুখে কেউ, হাজার ইচ্ছা থাকলেও, নিজে থুথু দিতে পারে না। কারণ, অঙ্গের সংস্থান মাহাত্ম্য।

www.pathagar.com

১৮ সেপ্টেম্বর '৭৭

দুপুরে প্রতিমা, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বুলবুল-তনয় শহীদ এবং তার মেক্সিক্যান বধূ এ্যাঞ্জেলিকাসহ আহার। সিদ্ধেশ্বর সেন কবি মশাই তৎপূর্বে আর এক রোববারের জন্যে 'বুক' করলেন। অবিশ্যি স্থিরিকরণের তারিখ আর একবার শোধরানো যেতে পারে। বর্ষা বাধা। সারাদিন বুলবুল-তনয়দের স্নেহগুঞ্জনের মধ্যে কাটল।

সন্ধ্যায় দাওয়াৎ ছিল চিরকুমার বন্ধু আলী ইমামের সঙ্গে। কলকাতা যেন দাওয়াতের আখড়া হয়ে পড়ছে।

১৯ সেপ্টেম্বর '৭৭

বকুল মোনায়েম সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সারাদিন ঘরে।

২০ সেপ্টেম্বর '৭৭

মাসুদ তনয়া খুশী ঢাকা গেল আজ। কিছু মুখে খবর দিতে পারলাম। সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার সব গুণ পেয়েছিল। মানুষ দরদী, অতি পরিশ্রম-সহিষ্ণু, কর্তব্যের উপর অশেষ নিষ্ঠা, চতুর্দিকে নিখুঁত দৃষ্টি। মাসুদ এমন মেয়েটাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে কেন যে একদম গৃহিণী বানিয়ে ছাড়লে? বড় দুঃখ হয়, বহু মেয়েরই এই ভাবে আর পূর্ণবিকাশ ঘটে না।

অধ্যাপক শান্তিময় রায় বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে যেমন সহজাত আন্তরিকতা ও তৎপরতায় ডুবেছিলেন, আজও তার ক্লান্তি নেই। নিকষ বাঙালী হৃদয়। তাই বোধ হয় অন্য দেশের বাঙালীদের জন্যে অধ্যাপক হৃদয় এমন বিচলিত।

২১ সেপ্টেম্বর '৭৭

মাসুদ এক ডেলিগেশানের সঙ্গ ধরতে মস্কোর পথে দিল্লী গেল। সকাল দশটায় আমরা ষ্টেশনে। জলী মাসুদের (ছোট ছেলে) আমি এবং ইসরাফিল। জলীর ছেলে আমার কনিষ্ঠতম বন্ধু আরিফও See-off এর শরীক। মস্কো থেকে মাসুদ জার্মানী (ডুসেলড্রফ) যাবে, বড় ছেলে জুবিলীর কাছে। দেড় মাস ধরে রাখা যায় এই সফর। এমন সুহৃদ শুভাকাঙ্ক্ষী একজন কলকাতায় থাকবে না বেশ অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম। যদিও হেসে হেসে বললাম, "শুভ হউক আনন্দময় হউক তোমার সফর এবং দশ কিলোগ্রাম মাংস গতরে জড়িয়ে ফিরে এসো।"

বিকেলে সাক্ষাৎ এবং ভ্রমণ একত্রে শেষ করা গেল। পদ্মপুকুর, খ্রীষ্টফার

www.pathagar.com

রোডে প্রতিমা/নীলরতন মুখোপাধ্যায়। নীলরতন বাবু দীঘা গিয়েছিলেন শহীদ ও এ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে। সেখানে আশপাশের গোটা-গ্রামের ওরা দু'জনে অতিথি। মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারে, দম্পতি আশ্চর্য্য ক্ষমতার অধিকারী। নীলরতন বাবুর মুখে শুনলাম দীঘার সকল হোটেলের কর্তৃপক্ষও ওদের অভ্যর্থনায় তৎপর থাকে। বুলবুল চৌধুরীর ঐতিহ্য পুত্র এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।... নীলরতন বাবুকে সঙ্গে নিয়েই গোপালদার (হালদার) সন্ধানে। বাড়ীতে ছিলেন না। অসুস্থ রমেনদাকেও দেখে এলাম। ভাল আছেন এবং জনাব রাজ্জাক খাঁর এজ্‌লাসে বসে গেছেন। হেঁটে রণেশ, জ্যোতি দাশগুপ্তদের ওখানে দশ মিনিটের জন্যে ঢুঁ দিয়ে ডেরায়। রেগুলার লেখা হচ্ছে না।... এই খোঁচানি বেশ চলছে ভেতর থেকে। আর দেরী করব না। সামনের সোমবার থেকে উপন্যাস শুরু করে দেব এবং ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য রচনা। নীলরতন মুখোপাধ্যায় তার "অভ্র আবীর" উপন্যাসখানা উপহার দিলেন আজ। রাজস্থানের অভ্রখনি কেন্দ্রিক কাহিনী। তাই যেন ভেতরের তাগিদ আরো অনুভব করতে লাগলাম এবং আভ্যন্তরীণ তিরস্কার "তোমার উপন্যাস কবে আর লেখা হবে?"

২২ সেপ্টেম্বর '৭৭

নির্বাসনের দু'বছর পুরো হোলো?!! সারা দিন ঘরে। সমালোচনার স্বরূপ সম্পর্কে NORTHROP FRYE এর একটা প্রবন্ধ নিয়ে সারাদিনই কাটল। বিকেলে ভ্রমণ এবং তৎশেষে রণেশদার নিকট। দেরীতে এলেন। ততক্ষণ জ্যোতি বিভা দাশগুপ্ত দম্পতিদের সঙ্গে কালক্ষয়।

২৩ সেপ্টেম্বর '৭৭

জ্যোতি দাশগুপ্ত 'কালান্তর' সম্পাদক পাইপ আহার করেন, যদিও সিগারেট অরুচিবান নন। ওঁর একটা মাত্র পাইপ। অন্ততঃ দুটো থাকা উচিত স্বাস্থ্যের কারণে।... তাই...দেশব্রতী দাশগুপ্ত করকমলে বাষ্পবাহী তাম্রকূটাধার দীন-উপহার প্রদান উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত ভাষণঃ

শয়তানের সহিত পাল্লা দিতে দড়
একমাত্র সম্পাদক স্ব-স্ব ব্যস্ততায়,
খবরদারীতে। যাবে-না যাবের ভর, ও
স্পেসের বাড়তি বা খাঁকৃতির চাকায়
সদাছ্যাঁচা মাথা রগ্-ওঠা যেন কৃষি-
ক্ষেত্রঃ নানা চোট, ঝক্কি পার্টির পলিসী,
সাপ মরে লাঠিও ভাঙে। উঃ, মগজ!

www.pathagar.com

ভাপ-ভর্তি। দ্যাখো, দৌড়ে যাবে বা ক'গজ
কহা দায়। গ্যাসাধিক্যে চড়ে থাকে খুন।
নিকেশী পাইপ ছাড়া ত ফটাস্ বেলুন,
সকলের জানা কথা, হেন ক্ষেত্রে ঘটে।
তাই ত আনীত, সম্পাদকীয়
সঙ্কটে তবাধর তরে, ক্ষুদ্রাকার এক নল
রাজা নয়, তারো বাড়া, ত্রাণের আদল।

জ্যোতি বাবু, পুত্রসহ দিল্লী যাত্রী তিন হপ্তার জন্যে। রণেশদা ছিলেন। সকলে মিলে আসর তপ্ত রাখা গেল। মস্কোপ্রবাসী ননী ভৌমিককে একখানা "A slave laughs" পাঠানোর সুযোগ পেলাম।

২৪ সেপ্টেম্বর '৭৭

জীবনের অনেক উপলব্ধি এত দেরীতে এলো। যথাযথ ফর্ম্ ও বাহন ভাষায় তা রচনার সময় পাওয়া যাবে কী? দৈনন্দিনতার কাঁটা এত চারপাশে, প্রশান্ত মনই মেলা দায়।

বেশী লেখাপড়া করা গেল না দুপুরের পর। চারিদিকে ফুটবল সম্রাট পেলের খেলার ধারা-বিবরণী শোনার জন্যে সবাই ট্রানজিষ্টার এবং উচ্চগ্রামে রেডিও খুলে বসে আছে। আমি তাদের পথ ধরে নিজের হাতিয়ার নিয়ে বসলাম। হাতে বই ছিল। কিন্তু হাতের কাছে কাজ হার মানলে।

রণেশদার ভাই-জামাই বিজয় শ্রীবাস্তব উত্তর প্রদেশের ছেলে। ওদের সুবাদেই সুবাদ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ। সন্ধ্যায় বিজয়ের বাবা-মার সঙ্গে আলাপ হোলো। পিতা শ্রীবাস্তবও আমার মত শিক্ষক ছিলেন। উর্দু সাহিত্যর প্রেমিক, যদিও মাতৃভাষায় হিন্দী। নিজেও মাঝে মাঝে লেখেন। কিন্তু উর্দুতে। ওদেশী সাহিত্যের অনেক সংবাদ পেলাম। গীতি-কবিতা, গজলের প্রবাহ এখনও বহমান। মরহুম শাকীল বাদাউনীর কথা বললাম। তাঁর একটি গজল "আয় মোহাব্বাৎ তেরা আঞ্জাম মে রোনা আয়া" আমার খুব প্রিয়। শ্রীবাস্তবজী পুরো গজলের কথা আমাকে শুনিয়ে দিলেন। বড় মেহমান-বৎসল মানুষ। কিছু না খেয়ে এই মোগলের হাত থেকে রেহাই নেই। সন্ধ্যাটা বড় আনমনা হওয়া গেল এঁদের সংসর্গে।

২৫ সেপ্টেম্বর '৭৭

আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তন চায়। বাজারী খবর। দক্ষিণপন্থী পত্রিকা অনেক সময় ভুল ধারণা ছড়ানোর জন্যে এমন কাণ্ড করে। তবে অবিশ্বাসের কিছু নেই। অনেকের

www.pathagar.com

বহুদিন রাজনীতিতে থাকলেও মগজে কিছু গজিয়েছে বলা দায়। ভাল্‌গার রুচি বৌ এমন রঙচঙ কাপড় পরে এক জননেতার স্ত্রী, নেতা ওকে সবক দিতে অক্ষম। তাছাড়া আর কী? মাও সে তুংকে অনুকরণ বা অনুসরণ করছে হয়ত। চিয়াং চিঙের বর্তমান দুর্দশা দেখে মনে হয়, বেটী স্বামীকে আঙুলের ইশারায় উঠাত, বসাত। হয়ত এখানে একই দশা। আসল খবর জানা দরকার।

২৬ সেপ্টেম্বর '৭৭

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ। আজ নাগের বাজার এলাকায় ওঁর বাড়ী গিয়েছিলাম। তিয়াত্তর বছর বয়স। চুলে পাক যথেষ্ট। কিন্তু মস্তিষ্ক সজীব তরুণের। দু'ঘণ্টা বহু আলোচনা। বর্তমান উপমহাদেশের পূর্বাপর কাহিনী। বাঙলাদেশের ব্যাপারে খুবই দুঃখিত। ভারতীয় বৈদেশিক নীতির মোচড় তিনিও বুঝতে সক্ষম। স্বৈরাচারী ধর্মতান্ত্রিক ফৌজশাহী কীভাবে এক গণতান্ত্রিক জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ দেশের নিকট হঠাৎ কূটনৈতিক মুনাফা আদায় করে নিল, সহজে নির্ণয় করা যায় না। বিবেকানন্দ বাবু অতীতের অনেক কাহিনী বললেন। এই বয়সে শারীরিক ভাবে তিনি যেমন দড় তেমনই মানসিকভাবে। এখনও লড়ায়ের নামে আদৌ পশ্চাৎপদ নন। সাংবাদিকের গৃহিণী-কেও দেখলাম। কিশোরী সুলভ ওঁর মুখের আদলের নীচে প্রৌঢ়ত্ব পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। অকারণ কয়েকটি তিল ওর ব্যক্তিত্বের জৌলুস মুখাবয়বে আরো দুরন্তভাবে ছড়িয়ে রেখেছে। দম্পতির আন্তরিকতা শরণার্থীর কাছে বহুদিন অক্ষয় থাকবে।

বেশ ছিলাম। গোধূলি বেলায়। লোকান্তরিত ভাই আব্দুল করিমের ছেলে খায়রুল আনাম এলো দেখা করতে। আবার স্মৃতির দহন...। দু'বছর ফনুকে দেখিনি। দু'বছর!

২৭ সেপ্টেম্বর '৭৭

কাল সূর্য্যোদেয়ের সঙ্গে অস্তমিত নটসূর্য উদয়শঙ্কর, গোলাম দেশের স্বাধীনতার রাষ্ট্রদূত রূপেই তিনি বিদেশে আবির্ভূত হন। স্বদেশের প্রাণবন্যায় আরো তোড় আনার ভূমিকায় চিরনমস্য এই শিল্পী। সংগীত এবং নৃত্যকে সমাজসমীহার বন্ধনে বাঁধার জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই আদল বলা চলে। রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে তার অনুপ্রবেশ একই সঙ্গে স্মরণীয়। অচলায়তন চূর্ণকারী মহান এই প্রতিভার মৃত্যু সকালটা এমন বিবাদমুখর করে রাখল, কোন কাজেই মন বসল না।

এমন আবহে সঞ্জীবের উপস্থিতি। সে ঝড় তুলে গেল। টলষ্টয়ের মতই সেও এখন পুরোপুরি বিষাদমগ্ন; "সকল মানুষের সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে না পারলে এককতার মধ্যে বাঁচা অর্থহীন। শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধ যদি সেখানে কিছু ক্ষুণ্ন করতে

www.pathagar.com

হয়, তাও আলিঙ্গনযোগ্য।" সঞ্জীবের মালিন্যমুক্ত হৃদয়ে অনেক দল। আমি ত প্রত্যেকটার বিকাশের অপেক্ষায় আছি। মর-জগতের সমস্যায় অস্থির, জানি নে এই সহজাত শিল্পীর গন্তব্য কোথায় গিয়ে ঠেকবে?

২৮ সেপ্টেম্বর '৭৭

মেয়ে কুয়েতে পৌঁছে পত্র দিয়েছে, আজ পেলাম। জামাই, ইঞ্জিনিয়ার দু'মাস আগে পৌঁছেছিল। ছোট বাচ্চা নিয়ে একা কী করে এত দূর পাড়ি দেবে লায়লী, বড় উদ্বিগ্ন ছিলাম। উৎকণ্ঠমুক্ত হলাম। কিন্তু স্মৃতির কাঁটা তারের বেড়া ক্রমশঃ হ্রস্বমান বৃত্তে আমার চারপাশে এগোতে লাগল।

বহুদিন পরে গল্প লেখা শুরু করেছি। বেশ এগোতে পারলাম। সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে দেখা গেল, লোডশেডিং। অন্ধকারে চুপচাপ বারান্দায় দু'ঘণ্টা বসে রইলাম নানা চিন্তাসহ। আলো ফিরল সওয়া ন'টায়। আর কাজে মন বসল না। আহারের পর বিছানায়।... লিখতে ভুলে গেছি। গোধূলির বেলায় প্রভাদের বাড়ীতে। বিজয়ের পিতা শ্রীবাস্তবজী পরশু উত্তর প্রদেশ জামালপুর চলে যাবেন। দেখা করতে গিয়েছিলাম শিক্ষক মানুষ, সাহিত্যরসিক, মাতৃভাষা হিন্দী কিন্তু উর্দু কেবল জানেন না, মাঝে মাঝে পত্রিকায় লেখেন ঐ ভাষায়। কথা প্রসঙ্গে তুলসী দাসের রামায়ণ এসে পড়ল। দু'টি দোহা শোনালেন শ্রীবাস্তবজী–

ঢেড় জান্ শঙ্কা সব রহুঁ
বক্র চন্দ্রশা গ্রাসে না রাহু
(বক্র জানলে, সবাই ভয় করে।
বক্র চাঁদকে রাহু গ্রাস করে না)
বড়ে সনেহ লঘুন্‌পর করহীঁ
গিরি নিজ শিরিণ সদা তৃণ ধরহি
(বড় ছোটজনে স্নেহ করে।
গিরি নিজ শিরে সদা তৃণ ধরে)

ছাত্রাবস্থায় তুলসীদাশ পড়ার ইচ্ছে জেগেছিল। বহু কাল পরে দেখা যাক সময় হয় কিনা। ক্লাসিকসের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার, বিভিন্ন ভাষার ক্লাসিকস্ যদি এই উপমহাদেশের আত্মার সংস্পর্শ পাওয়ার লোভ কারো জাগে উৎসে না গেলে পরবর্তী প্রবাহ শীর্ণস্রোত হতে বাধ্য।

২৯ সেপ্টেম্বর '৭৭

দু'বছর। দু'বছর। আরো সাতদিন পেরিয়ে গেল। ছোট গল্পের উপর কাজ করছি। Metalanguage ব্যবহার কী রকম মানাবে এই গল্পে? ভয়ে আর এগোইনি।

www.pathagar.com

'বসুমতী' আপিসে গোপাল ভৌমিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ। এক বছর দু'মাস পূর্বের পাওনা এতদিনে মিটল। এক 'দেশ' ছাড়া সব পত্রিকায় এই অবস্থা। পরে 'সপ্তাহ' আপিসে। তরুণ সান্যাল, প্রদ্যোৎগুহ এবং যীশু চৌধুরী অপ্রত্যাশিত একত্রে তিনজনের সঙ্গে দেখা। সন্ধ্যা হয়ে গেল। পরে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট পথে সঞ্জীব-সন্ধানে। মহাত্মা গান্ধী সরণীর মোড়ে আবার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ সত্যপ্রসন্ন দত্তর সঙ্গে। পূর্বাশা-সঞ্জয় ভট্টাচার্য আর সবার পেছনে Cheif chef সত্যপ্রসন্ন। বড় বুড়িয়ে গেছেন বাচ্চুদা (সত্যপ্রসন্নর ডাক নাম)। সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রাণ মানুষটী নিজের অদূরদর্শিতা এবং দেশবিভাগের শিকার হয়ে গেলেন। সব গেছে প্রেস ইত্যাদি। মানুষটা আছে। অতীত কীর্তির জন্যে (পূর্বাশার অবদান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক গল্প, পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত–রাজকীয় উপাচারে ভূষিত...কী কাগজ, ছাপা!)। বাচ্চুদাকে সশ্রদ্ধস্মরণে না বেঁধে যো আমার অন্ততঃ নেই। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সস্নেহে আমাকে পাগলা ডাকতেন। পঁয়ত্রিশ বছর হাঁক দিয়ে গেল। সঞ্জীব বললে, বাঙলা পদ্যের এত খুঁৎ, ভাষাই ঠিকমত তৈরী হয়নি। আগে তা করুন, তারপর Metalanguage এর কথা ভাববেন।

৩০ সেপ্টেম্বর '৭৭

লাক্ষ্ণৌ শহরে শিয়াসুন্নীর দাংগায় সাত জন নিহত, বহু আহত এবং পরিস্থিতি এমনতর যে তিন দিন থেকে কারফিউ জারী রয়েছে। বাইরে বিস্তার নেই, জগতের দিকে দৃষ্টি নেই, ভারতীয় মুসলমানদের অন্ধতা আর কী দিয়ে দূর হবে? সমাজতন্ত্র যদি এদেশে দানা বাঁধে, তারই ঠেলায় যদি মুসলমানেরা ধর্মের আফিমযুক্ত হয় সেই এক সম্ভাবনা। নচেৎ Codified Religion-এর খর্পর থেকে রেহাই সহজে নেই। মূর্খের দল দেখে বা ঠেকে কিছুতেই কিছু শেখে না। বাঙলাদেশের দিকে তাকালে মনে হয়, মুসলমানেরা সব দেশেই সমান। সমাজতন্ত্র না এলে মধ্য এশিয়ার মুসলমানেরা (উজবেকিস্তান, আজারবাইজান ইত্যাদি) আজও গর্তেই পড়ে থাকত।

১ অক্টোবর '৭৭

কতো জায়গায় অগোচর নিভৃতে যে দরদী জন আছে জানার উপায় নেই। আজ সন্ধ্যায় এক বাড়ীতে সুদামকৃষ্ণ দাশ, পুরাতন ছাত্রের সঙ্গে দেখা। আমি চিনতে পারিনি। কুড়ি বছর আগে কমার্স কলেজ, চাঁটগায় আমার ছাত্র ছিল। কালো চেহ্‌রা দীর্ঘাঙ্গ সুঠাম-শ্রী যুবক। শিষ্টাচারে প্রায় বৈষ্ণব যদিও পেশায়, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার এজেন্ট, সুদামের হৃদয়স্পর্শে বড় আত্মশ্লাঘা অনুভব করলাম। শিক্ষকতার দাম সচরাচর পাওয়া যায় না। পাওনাটাই বোধ হয় এদেশে অপ্রত্যাশিত।

www.pathagar.com

২ অক্টোবর '৭৭

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এ বছরের 'শরৎ সাহিত্য পুরস্কার' পেয়েছেন। মূল্য পাঁচ হাজার। অভিনন্দন জানানোর সুযোগ পাইনি, দু'দিন বাড়ী গিয়ে হতাশ। আজ সকালে ৮টা নাগাদ অকুস্থলে। আসামী ধরা পড়ে গেলেন। টিপ্‌টিপ্ পথের বৃষ্টি হঠাৎ জাঁকিয়ে ঈষৎ আর্দ্রতা মাখিয়ে দিলে। গোপালদাকে হেসে বলতে হোলো "তীর্থের পথ দুর্গম।" আশির খোঁট ধরেন আর কী, কিন্তু এখনও কী বলিষ্ঠ মন, কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত সতেজ। যেটুকু ঘৃষ্ট কর্কশতা আছে, তা আজ খুব খাড়া কানে শুনলাম, তেমন শ্রুতিটুকু নয় আদৌ। দাদার প্রতিবেশী নীলরতন মুখোপাধ্যায় এবং ওর বোন প্রতিমা। একবার ঢুঁ দিতেই হয়, নচেৎ মনের কাছে অপরাধী থাকতে হবে। সহৃদয়, সংস্কৃতিমনা নাগরিকের কাছে আমার ঋণ বহু জন্মের মনে হয়। ওদের কাছে দম-ফেলা বা হাঁফছাড়া ক্ষণগুলো তরতরিয়ে চলে গেল। সনাতন প্রতিমা বোন আমার সৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত অতিথিসৎকার বন্ধ করতে অক্ষম। আজ ফলাহারঃ আপেল, মোসাম্মি—যদি আর কিছু না খাই। পথে বুলবুল-তনয় দীঘা থেকে ফিরে এসেছে এ্যাঞ্জেলিকাসহ। আজ দুপুরে ওদের কাছে কুশলাদি নিতে গিয়ে আমি থ'। বাক্যহীন হওয়ার উপক্রম। ক' হপ্তা আগে আমি ওদের কাছ থেকে Autumn of the Patrician এনে পড়ে খুবই চমৎকৃত হই। গ্যাব্রিয়েল মার্কেজের বই আগে পড়িনি। ওর সব চেয়ে ভাল বই নাকি "One hundred years of solitude". আমি লেখকের বই সম্পর্কে খুব আগ্রহী। এ কী! আমার সামনে ওই বই! লন্ডন থেকে অর্ডার দিয়ে বই আনিয়ে ফেলেছে! বুলবুল চৌধুরীর সন্তান। পিতার হৃদয় যেন পুত্রদেহে Transplanted. আর মেক্সিকোর দুহিতা Angelica তার Composer পিতা Joshe Angel এর যেন তৈরী কোন অর্কেষ্ট্রা। ধন্যবাদ দেওয়ার উপায় নেই। এ্যাঞ্জেলিকা-ডাকনাম Monin বললে, আমার জন্যে আরো কিছু বইয়ের অর্ডার দিয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার বিশিষ্ট ও বিখ্যাত Fiction-এর বহর ওরা দুজনে আমাকে বইটা উপহার দিলে। এমন সব আত্মার আত্মীয় আছে আমার? নির্বাসন হঠাৎ গৃহজীবন ছাপিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গেল, সুখদুঃখের হিসেবে এমন গণ্ডীতে অবাস্তব মনে হয়। জন্মলগ্ন বেচে দিতে গিয়ে খরিদ্দার না পাওয়ার মত এই স্বোয়াস্তি। সাহসা বুলবুলের স্বপ্নিল চোখ দুটো ভেসে উঠল।

৩ অক্টোবর '৭৭

বাঙলাদেশের বগুড়ার সৈন্যবিদ্রোহের খবর কাল সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। সমর্থনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তার আর প্রয়োজন নেই। আগুন ঢাকার সেনাশিবিরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বহু অফিসার, সিপাই এবং বেসামরিক নাগরিক মৃত। রক্ত দিয়েই পাপ ধুতে হয়। কিন্তু সঠিক সংবাদ পাওয়ার ত উপায় নেই।

www.pathagar.com

তাই উদ্বেগ আরো উদ্বিগ্ন করে। জনতা-সরকার বাঙলাদেশ সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর নীতি অনুসরণ করলে, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনেক সহজ এবং ত্বরান্বিত হোতো। সীমান্তের মুক্তিবাহিনী নিষ্ক্রিয়। এই অবস্থায় তাড়াতাড়ি ইস্‌পার-উস্‌পার হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, চৈনিক ভণ্ড-সমাজতন্ত্র এবং উভয়ের দোসর "ধার্মিক" সৌদী আরব যেখানে জিয়ার মুরুব্বী হয়ে বসে আছে, সেখানে রক্তক্ষরণের সব ধমনীর পথই খোলা। তাই উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে আছি সীমান্তের দিকে।

সকালে উঠে এইটুকু লিখে রেখেছি। ন'টার দিকে সঞ্জীব এসে হাজির। খবরের জন্য উদ্বিগ্ন। কী হচ্ছে, কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে, তা না জানতে পারলে সবই ত অন্ধকার। ভারতীয় বৈদেশিক বিভাগ কিছু সাহায্য করতে পারে। শ্রী শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের নিকট দুইজনে গেলাম। তিনিও অন্ধকারে। পর ছাত্রনেতা ইসমৎ কাদির, আবদুল করিম, আবুল হোসেন প্রমুখ এলেন। জওয়াদ করিম আগে থেকেই উপস্থিত। ওর কাছে কয়েকটা 'সংবাদ' এবং এনায়েতুল্লার 'Holiday' দেখা গেল। উদ্বেগ মিটল না, ঘরে ফিরলাম। সন্ধ্যায় আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরীর সঙ্গে—সম্প্রতি লন্ডন প্রত্যাগত। বনানী চৌধুরী আমার জন্যে একটা পার্কার ডট্ পেনের রিফিল পাঠিয়েছেন। অশেষ ধন্যবাদ সহৃদয়াকে। লেখকের জন্যে এমন উপাচার পরম উপহার।

৪ অক্টোবর '৭৭

বাঙলাদেশের ঘটনাই এখন আর কোন কাজে বসতে দেয় না। পড়াই একমাত্র সান্ত্বনার বাহন। সারাদিন মার্কেজের "One hundred years of solitude" পড়লাম।... আলী আকসাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ। বাসস্থান নিয়ে বিব্রত। রাজনৈতিক শরণার্থীর জীবনে কতো রকম না গেরো।... সন্ধ্যায় অনেক দূর হেঁটে এলাম। ঢাকায় বেসামরিক বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। দুশ্চিন্তা অন্তহীন। ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদে কলকাতা সরগরম। বাঙলাদেশ আজ চাপা পড়ে গেছে।

৫ অক্টোবর '৭৭

ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তার এবং আদালত কর্তৃক মুক্তি নিয়ে ভারতে রাজনীতির নাটক বেশ জমে উঠেছে। বিভিন্ন প্রদেশে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ হরতাল মিছিল ইত্যাদি প্রমাণ করে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিমূর্তি শুধু রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। বরং ভারতীয় Ethos-এ কিছু জায়গায় করে নিয়েছে। বহু দেবী-দুর্গা কালী প্রভৃতির আরাধনা সনাতন ব্যাপার। জনতা সরকারের খুব গভীর পর্য্যবেক্ষণের পর প্রাক্তন-প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। ওঁদের কারো তেমন Image গড়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

ছ'মাসে যা দেখলাম। তা ছাড়া ওঁরা নিজেরাও ত ধোয়া তুলসীপাতা নন। এক সাংবাদিক প্রেস-কনফারেন্সে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে বসল, বিজু পট্টনায়কের বিরুদ্ধে পুরাতন দুর্নীতির বিচার হবে কি না? পট্টনায়ক অন্যতম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী প্যাটেল মুদ্রা মামলায় জড়িত ছিলেন এবং নেহেরু আমলে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন। অর্থাৎ এমনই সব উজ্জ্বল রেকর্ড। ভারতবর্ষ মহাদেশ বলা চলে। এখানে Image গড়ে ওঠা বহু সাধনা, যোগ্যতা এবং কাল সাপেক্ষ। চালুনী সুঁচের ছিদ্রান্বেষণে গেলে এমন ব্যুমেরাংই পাল্টা জবাবরূপে আসে Statesman পত্রিকা ঠিকই মন্তব্য করেছে, Politics is not a morality.... সন্ধ্যায় সুলতানা/সালেক সদনে। সালেকভাই ছিলেন না। অতএব আলোচনার অভাব আহারে মেটানো গেল। বহিন সুলতানা টক দই আর শশা যোগে উত্তম 'সালাড' বানিয়েছিলেন।

৬ অক্টোবর '৭৭

দুপুরে ভাই মনসুর আলি হঠাৎ উপস্থিত। ঢাকা-আগত। বুকে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই অনাত্মীয় শুধু অনুজ নয় (মার শেষ সময়ের সন্তান—আমি নই) আমাকে চিরতরে বন্ধনেও বেঁধেছে। ফনুর খবর পেলাম। সে শুধু শুয়ে থাকে আর কাঁদে। আমি যে ওকে অকূলে ভাসিয়ে এসেছি। স্বভাবে নিরীহ কান্নাই সম্বল। শারীরিক ভাবে সে ভাল আছে, এটুকুই সান্ত্বনা। সন্ধ্যায় পুরাতন কার্জন (সুরেন্দ্র ব্যানার্জি) পার্কে রাত্রি পৌনে দশটা পর্য্যন্ত দু'জনে ব্যক্তিগত খোঁজ-খবরের মধ্যে ডুবে রইলাম। মনসুর শনিবারে চলে যাবে, ভিসার তারিখ আর নেই। মনসুর এসে বুক অনেক হাল্কা করে দিলে। ফনুর জন্যেও ভবিষ্যৎ ছক ঠিক করা গেল।

৭ অক্টোবর '৭৭

কাল মনসুর ঢাকা যাবে। কচি বন্ধু রুবেন সুফেনদের জন্য খেলনা কিনব। প্রতিমাদের বাড়ী থেকে দক্ষিণমুখী। চিত্তরঞ্জন বায়েন (Bain) আমাকে চিনতে পেরেছেন গড়িয়াহাটার মোড়ে। অত ভিড়ের মধ্যে! বিস্ময়ই! শ্রীযুক্ত বায়েন (External Affaris) বৈদেশিক বিভাগে কর্মরত। ১৯৭৩-৭৪ ঢাকায় ছিলেন। আমি ওকে চিনতে পারিনি। তুমুল লজ্জায় পড়লাম। পরে সব পরিষ্কার হয়ে এলো।

বিকেল ৪টার সময়-মনসুরের আসার কথা। এলো—না। টুকিটাকি—বুলবনের প্রিয় লপচু চা, গৃহিণীর মিঠাপাতি জর্দা ইত্যাদি কেনা খেলনার সঙ্গে। মনসুর না আসার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ঘরে অপেক্ষা। দুর্ভাবনা বাড়ল। শেষে ধর্মতলা দৌড়ালাম। মনসুর চারটের সময় ট্রামে উঠতে না পেরে (ভিড়ের জন্যে) ভেবেছে, আমাকে ডেরায় পাওয়া যাবে না। যাক্, ওর সঙ্গে দেখা হতে নিশ্চিন্তি হওয়া গেল। সকালে আমার সঙ্গে মনসুর দেখা

www.pathagar.com

করত। আমি আবার খুব ভোরে বেরিয়ে যাব। মনসুরের কাছে টুকিটাকিগুলো রেখে বিদায় নিলাম। রাত্রি প্রায় দশটা। আবার ভারাক্রান্ত মন। দিনাজপুরে (গঙ্গারামপুর-ধরদিঘী) মনসুরের বাড়ী। আজ অনুজেরও অধিক। ওর কাছে ফনু আছে বলে আমি নিশ্চিন্ত। শেষ রোগশয্যায় মার সেবা মনসুরই করেছিল এমন কী পায়খানা সাফ পর্য্যন্ত। আমি অভাজন, নামেই পুত্র হয়ে রইলাম।

৮ অক্টোবর '৭৭

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, বঙ্গবন্ধু আমার বাহুর উপর হাত রেখে বলছেন, আমার উপর নাকি গল্প লিখছেন? পড়ে শোনান। তারপর নানা অসংলগ্ন ছবি। গত বছর বঙ্গবন্ধুর জীবনের একটা ঘটনা নিয়ে লেখা গল্প "দুই সঙ্গী" করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ইংরেজী তর্জমা করে পাঠিয়েছে ক'দিন আগে। স্বপ্নের জের নানা খেই পাকড়ে চলে। আর বাঙলাদেশ নিত্য আহার্য। সুতরাং স্বপ্ন দেখা বিচিত্র কী?

দশটা নাগাদ নাগের বাজার বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নিকট। সঞ্জীব যেতে পারলে না অনিবার্য কারণে। অধ্যাপক পরিমল সেনগুপ্ত ও অন্যান্যরা আসরে। সঞ্জীব প্রস্তুত নয়। অগত্যা আমি পূর্বনির্ধারিত বাক্য-রক্ষায় যাত্রী। সাংবাদিক বিশেষভাবে সচেতন বাঙালী জীবনের সমস্যা সম্পর্কে। বাঙলাদেশের বাঙালী সম্পর্কে আরো। তাই হৃদ্যতার কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে পেতে দেরী হয়নি। যদিও খেদোক্তি করলেন, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে Resurgence-এর গতিমুখটুকু দেখে যেতে পারলেই "সব ক্ষোভ মিটে যেত। তা হওয়ার নয়।" বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির রূপরেখায় ভারতের পাশাপাশি বাঙলাদেশের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রবীণ সাংবাদিক যথাস্থানে আঙুল রেখেছেন। ভিয়েৎনামের পর সাম্রাজ্যবাদীরা এই এক ঘাঁটি পেয়েছে। কিন্তু ভারতীয় নেতারা বুঝতে অক্ষম। শ্রী মুখোপাধ্যায় তার ফলাফলের বিশদ বিবরণ দিলেন। বিমুগ্ধ শুনে গেলাম। আড়াই ঘণ্টা সাক্ষাতকারের পর বিদায়। সঞ্জীবের অনুপস্থিতি তিনিও অনুভব করলেন।

৯ অক্টোবর '৭৭

ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই প্রতিদিন সকালে ৬-৮ আউন্স স্বমূত্র বা শিবাম্বু পান করেন। বাইবেলে আছে "নিজের চৌবাচ্চা থেকে পান করো।" এই এবং আরো যুক্তি তিনি দিয়েছেন। ভারতীয় রাজনীতিবিদরা সকলেই তন্ত্রপন্থী কি না জানি নে। ইন্দিরা গান্ধী 'ধীরানন্দ ব্রহ্মচারী, যিনি নাভিমুখে আঙুল দিয়ে রোগ নির্ণয় করেন, এবং আনন্দময়ী মার ভক্ত। এমন আরো অনেকের বায়ু বা বাতিক আছে। Obscurantism এদেশ থেকে দূর হওয়া সোজা নয়। বাঙলাদেশ আরো পশ্চাৎপদ। সেখানে হতাশাই লিখে রাখতে হয়।

www.pathagar.com

দুপুর। নীলরতন মুখোপাধ্যায় ভবনে শহীদ ও এ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সুলতানা সালেকের গৃহে আহার। সন্ধ্যায় প্রসূন মজুমদারের বাড়ী। পরে বসুধা চক্রবর্তী সন্নিধানে। নৈশ আহার সেখানেই। প্রাতের স্মরণীয় হওয়ার আর একটা পন্থা শেখা গেল। ইন্দুদি অগ্রদানী বামুনের জন্যে ছ্যাঁদা বেঁধে দিলেন, কিছু পিঠে সকালের... নাস্তার। মন্তব্য ওঁকে বলে সবাই মিলে খুব হাসা গেল।

১০ অক্টোবর '৭৭

ঢাকা থেকে আগত মোহাইমেন, পায়োনীয়ার প্রেস, কিছু রাজনৈতিক সংবাদ কথাপ্রসঙ্গে পাওয়া গেল। (চিকিৎসাজগতে) Faith-cure-এক অভাবনীয় আবিষ্কার মার্কিন দেশে চালু হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতি সমাজব্যবস্থার গুণে শেষ পর্য্যন্ত Irrationalism জন্ম দেয়, যেখানে মুক্তদৃষ্টি সৃষ্টি করার কথা। অনুন্নত দেশে তা হবে, অস্বাভাবিক নয়। ঝাড়ফুঁক, পীরের তাবিজ ইত্যাদি আরো জেঁকে বসেছে। মোহাইমেন সাহেব ঢাকা শহরে "Faith-cure" এর প্রাদুর্ভাবের কতগুলো মজার কাহিনী বললেন, যথা, ব্লাড ল্যুকোমিয়া সেরে গেছে। পীরের পানিপড়ায় আরো দৈনন্দিনতার ছবি পাওয়া গেল।

বিকেল। শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী বিশ্বাস সায়াটিকারোগে শয্যাশায়িতা। আর এক শুভাকাঙ্ক্ষীর দশা দেখে বড় কষ্ট লাগল। ছেলেমেয়ে স্বামীর জন্যে অসম্ভব মেহনতে ডুব দিয়ে থাকতেন সর্বংসহা নীরব এই মহিলা। এবার নিজেই বিছানাধরা। মাঝে মাঝে এখানে নিশ্চিন্তে হাঁফ ফেলতাম। "বৃটেনিকা বিশ্বকোষ" আছে বাড়ীতে। ফলে, আহার এবং অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। লক্ষ্মী বিশ্বাসের আন্তরিকতাও অঢেল। অতিথি আপ্যায়নের ঘটায় আমার মত স্বল্পাহারীর হিমশিম খাওয়ার কথা। ওদের ওখান থেকে রাস্তায় নামলাম। কিন্তু মনটা বেশী ভারী হয়ে রইল।

রাত্রে রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে বহুক্ষণ।

১১ অক্টোবর '৭৭

পুঁটি চিঠি লিখেছে। তার অসহায়তা সহজে বুঝতে সক্ষম। কিন্তু আমিও অসহায়। স্বৈরাচারী খুনীদের আমার পক্ষে ফেরা নৈতিকভাবে অসম্ভব। কিছু করার নেই এই ক্ষেত্রে।

Gabriel গ্যাব্রিয়েল মার্কেজের "One hundred years of solitude." শেষ করলাম। বিরাট গ্রন্থ টলষ্টয়ের পর জীবনের এমন বুনানি আর দেখিনি বা পড়িনি। শত শত চরিত্র, ঘটনাকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি মহৎ লেখকের পক্ষেই সম্ভব। বাস্তব এবং Myth fantasy র লেখক এক আশ্চর্য্য জগতের মুখোমুখি করে দিতে সক্ষম। "বুয়েন্ডিয়া" পরিবারের এই জীবন গাথা শুধু ল্যাটিন আমেরিকার

www.pathagar.com

কাহিনী নয়, বরং সকল দেশের জীবনবেদ। প্রাণের তাগিদে যেমন মোহের পশ্চাদ্ধাবনে উদ্বুদ্ধ করে, তেমন গন্তব্যও আবার আছড়ে ফেলে দেয়। অস্তিত্বের এই তরঙ্গ-স্রোতের জীবন বহমান। আনন্দের মুহূর্ত এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই মেলে। হতাশার ক্রন্দনও আসে সেই পথে। পরবর্তী কালে মার্কেজ নবেল প্রাইজের অধিকারী হবেন, এখনই স্বচ্ছন্দে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

এক সঙ্গে দু'তিন খানা বই পড়া অভ্যেস। গ্রীক দর্শনের উপর ছোট বই Greek philosophy: M.E.J. Taylor রচয়িতা। পড়তে পড়তে জেনোফেনের xenophances এর কয়েকটি উদ্ধৃত পংক্তি: There are now sixty seven years that have been tossing my troubled soul about the land of Helles: there were then, in addition of these. twenty five years from my birth. জেনোফেন এশিয়া মাইনরের Colophen শহরের অধিবাসী ছিলেন পরে রাজনৈতিক কারণে ইটালীতে নির্বাসিত ঠিক পাইথোগোরাসের মত। Elee নামক জায়গায় তিনি ডেরা বাঁধেন। তা থেকে Eleatic School of philosophy-র নামকরণ। (নির্বাসিত জীবনে এই সব ঘটনা বুকে প্রচণ্ড শক্তি যোগায়) পারসীক বিজয়ের পর গ্রীক নাগরিকদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে। বিলাসবহুল জীবন, আনুষঙ্গিক নানা ব্যভিচার। তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান দার্শনিক জেনোফেন। জীবনযাপনের ধারা হোক সরল অনাড়ম্বর। একই সঙ্গে তিনি গোঁড়া ধর্মের উপরও আঘাত হানেন। কারণ, তাঁর মতে, ভুল ধর্ম অর্থাৎ স্রষ্টা সম্পর্কে ভুল ধারণা মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। জেনোফেন লিখেছেন ঃ ....If oxen or lions had hand. So that they could point with their hands and product work of art as men do, horses would point the forms of God like horses, and like oxens, and would make their bodies in the fashion of the forms they themselves possess" আরো The Ehiopions make their God black and subnosed: the thracian make theirs redhaired and blue-eyed. এমন দার্শনিককে সে যুগে মতামতের দাম দিতে হয়েছিল। এই পরিক্রমা কবে, (এ যুগে তার ব্যতিক্রম নেই) শেষ হবে। শেভিয়ান ভাষায় ঃ When will it be ready to recieve they saints: How long. oh. lord. how long?

১২ অক্টোবর '৭৭

পুজো সংখ্যা "আনন্দবাজার" এ জনপ্রিয় তিনজন লেখকের তিন খানা উপন্যাস পড়লাম ক'দিনে। আশ্চর্য্য, এরা লেখেন! জীবন নিয়ে কোন Concern নেই। Concern এর ভান আছে। ফলে, গল্প বানানোর স্রোতে ভেসে যায়। প্রত্যেকটি রচনা Anti-people. একজন অনশন ধর্মঘটের কেরিকেচার করেছেন। আর একজন বুদ্ধদেবকে নিয়ে। জীবনের ট্র্যাজেডি আড়াই হাজার বছর পরে বুদ্ধদেবের কীভাবে নাড়া দিতে পারে তার জন্যে বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে ত পরিচয়

www.pathagar.com

থাকা দরকার। না আছে উপলব্ধি সেদিক থেকে বা আধুনিক সমাজের দিক থেকে; ফলে উপন্যাস শেষ হয় "Stunt" মেরে ফিল্মী কায়দায়। তিনজনের মধ্যে প্রবীণ জন Naturalism-এর গর্তে এমন ঢুকেছেন যে Sex-এর ফোড়ন এবং মেলোড্রামার ত্যাল্‌তেলে 'ডুশ' ছাড়া তার গত্যন্তর থাকে না। এই সব লেখকেরা জানে না যে Establishment-এর উচ্ছিষ্ট ধোয়ানির (Dish-wash) দিকে নজর থাকলে শেষ পর্য্যন্ত অজানিতেই গায়ে লোম গজায়, তখন আর লেখা থাকে না কব্জির ভেতর। থাকে লেখা-লেখা খেলা এবং তা পুরাতন অভ্যেসের কণ্ডুয়ন—পূর্ববঙ্গের ভাষায় ঃ খাউজানী। আরো একটা উপন্যাস পড়েছিলাম গত হপ্তায়, সেখানে অতীতের মধ্যেই জীবন আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। সন্ধানের অজানিতে প্রভুদের দর্শনের ঢেকুর তুলবে– তা বিচিত্র কিছু নয়। ওদের রচনা পড়ে আর সময় নষ্ট করব না। আবহাওয়া বুঝার চেষ্টায় কিছু পণ্ডশ্রম গেল।

১৩ অক্টোবর '৭৭

সুহৃদ একেয়েম কলকাতায়। দু'বছর ওকে দেখিনি। দুর্বলতা-সবলতা সব মিলিয়ে এই এক মুক্তমানব জীবন-সড়কে এসে জুটেছিল। ফলে, মনের শিকড়গুলো সতেজ আছে। আহসানের সঙ্গে দেখা হবে কি না জানি নে। "দুষ্কৃতকারীর" সঙ্গে সাক্ষাতে ওদের কোন ক্ষতি—আমার কাম্য নয়।

উড্‌ল্যান্ড পার্কে সারাদিন। ভলটেয়ারের উপর বই আছে গৃহস্বামীর। কিছু পড়া গেল। হৃদয়-বাষ্প নির্গত হোক নিঃশেষ—সেদিকেই বাক্যের তুমুল বর্ষণ বুকে বড় স্নিগ্ধতা এনে দিলে—যা দু'বছরে পাইনি। কোন সুহৃদ কাছে পৃথিবীর বহু ভ্রূকুটী স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করা যায়। একেয়েমকে ধন্যবাদ। তিন'শ টাকা উপহার দিলে।

১৪ অক্টোবর '৭৭

ব্যর্থবিদ্রোহের সেনাদল বিক্ষিপ্ত গ্রামাঞ্চলে পলাতক। রাজনৈতিক ব্যাপ্তি থাকলে এদের আত্মগোপন সহজ হোতো। এদের নসীব এখন অন্ধকার। সাবেক সীমান্ত সক্রিয় থাকলে কোন চিন্তা ছিল না। এখন বড়ই উদ্বেগের কারণ।

"চতুরঙ্গ" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হুমায়ুন কবির। কিন্তু আসল হৃৎপিণ্ড আতোয়ার রহমান। আজ ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেহ ধ্বংসাবশেষ অতীত কালের। সুঠাম শরীর এখন শীর্ণতার প্রতীক। নানা উপসর্গ ব্যাধির। বড় কষ্ট হোলো। জীবনের সূত্রপাত আতোয়ার আমাদের পাশে ছিল সদা হাত বাড়িয়ে দিতে। আবার শেষ প্রান্তে দঁকে পড়ে গেছি। আতোয়ার হাত বাড়িয়ে দিত বৈকি। ব্যাধি বৈরী। সকালে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ওর কাছ ছাড়া হলাম।

www.pathagar.com

১৫ অক্টোবর '৭৭

বাঙলাদেশের সিপাই-সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টি (মণি সিংহ অধিনায়ক) জাতীয় সমাজতন্ত্র দল এবং মোস্তাকের পার্টি "ব্যান" করে দিয়েছে। মীরজাফরকে লেজে জুড়েছে জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে। আসলে ওই দুই পার্টির উপরই আসল খাঁড়া। ভালই হোলো। অন্ততঃ জিয়া সরকারের উপর আর কোন মোহ রাখার অবকাশ রইল না। অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলো এখন যা অটুট রেখেছে অজানিতে সিপাইদের দালাল বনেছে। ভালই হোলো। খুঁটের এই দশা দেখে গোবর মাওবাদীদের কোন চৈতন্য হবে না, তাও সত্য। জোতদারের বাচ্চা মার্কস্‌বাদী তোয়াহার বিপ্লবের Strategy খানা এবার পুরো দেখা যাবে।

মিসেস হাসি (সুবীর) দাশগুপ্তাকে অশেষ ধন্যবাদ, যার কল্যাণে সুহৃদের সঙ্গে নিভৃত আধ ঘণ্টা কথা বলা গেল..., বিদায় নিতে পারলাম আলিঙ্গনসহ। হাসি আমার জন্যে পূর্বনির্ধারিত পিত্রালয়-দর্শন বন্ধ রেখে দিলেন। নচেৎ বাড়ী বন্ধ থাকবে। আর কোথায় বা যেতাম। "দুষ্কৃতকারী' বনে যাওয়ার পর বন্ধুদের বিপদ এড়াতে আমি সোজাসুজি ওদের সান্নিধ্য এড়িয়ে যাই। তাই নিরাপদ জায়গা খুঁজতে হয়। সুধীর বাবুকেও অজস্র ধন্যবাদ। মতীন খানের অগ্রজ পরলোকে চলে গেলেন গত ১৩ তারিখ। ঢাকা থেকে এই সংবাদ আসার পর সব প্রোগ্রাম উল্টেপাল্টে গেল। বোন হাসি আমাদের উদ্ধারে ব্রতী হলেন। ১০০০ এক হাজার ভারতীয় রূপী সুহৃদমানে শামসুর রহমান খান রেখে গেছেন। বলেছে Subversion Fund থেকে প্রদত্ত।

১৬ অক্টোবর '৭৭

গ্রীক দার্শনিক Empedocles এমপেডোক্লিসের জীবনী থেকে একটা শিক্ষা পাওয়া যায় যে জীবনে অন্বেষাই বড় এবং ব্যক্তিগত সুখদুঃখের দিকে তাকানো উচিত নয়। কবি, সমাজ সংস্কারক, চিন্তানায়ক, উপকথাময় জীবনধারী এই দার্শনিক শেষে দেশ হতে নির্বাসনে যেতে (পলায়ন বৈকি) বাধ্য হন। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু শেষ প্রান্তে সমর্থকেরা তাকে ত্যাগ নয় শুধু বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। সংঘাতময় জীবন আসে। "তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলাম শুধুই লজ্জা" রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি দার্শনিকের বহুবার শ্রুত বৈকি। এমপেডোক্লিসের ঠিক বিপরীত এ্যানক্‌সাগোরাস Anaxagoras নির্বাসনে সান্ত্বনাদাতাদের নাকি বলেছিলেন, "সব জায়গা থেকেই পাতালের দূরত্ব সমান, দেশের জন্যে আমার মন পড়ে থাকে বৈকি- I Care very much for my country...it is the same distance from every where to Hades."

সন্ধ্যায় বুলবুল-তনয় ও এ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে সাক্ষাতে। ওরা কাল কলকাতা থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে যাবে। খোকন এমন স্নেহপরায়ণ চিত্তের অধিকারী অতি

www.pathagar.com

সহজে যে কাউকে নিকট করে নিতে সক্ষম। মেক্সিকোর দুহিতাও অশেষ সংস্কৃতিমনা। দু'মাসে একদম দেশী বধূ বনে গেছে। নীলরতন/প্রতিমা এদেশের লোকাল গার্জেন—পিতৃদেবের বন্ধু হিসেবে। পৃথিবীর প্রায়-শ্রেষ্ঠতম বেহালা বাদিকা Kyunghua chung কিয়ু হুয়া চুঙের এক কনসার্ট শোনা গেল। পাঁজর মুচড়ে মুচড়ে কোথায় থেকে তার সুরদক্ষতা কাকে ছুঁড়ে ফেলে, বুঝে ওঠা দায়। তিন তলার উপর থেকে দক্ষিণে গোরস্থানের শূন্যতা এবং অন্ধকার (মাঝে মাঝে ট্রেনের আওয়াজ মথিত) চোখের ধর্ণি হয়ে রইল এই ঐকতান শুনতে শুনতে। বড় বিষাদময় সন্ধ্যা তব আনন্দের আগমনী। রাত পৌনে দশটার সময় ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বাসায় এসে দেখি বন্ধুবর মোহাইমেন সিয়াটিকায় শয্যাশায়ী। কাল ভিসার মেয়াদ শেষ হবে। ডাক্তার আনা গেল। বেড়াতে এসে বিপদাপন্ন। জানুয়ারীতে এসেছিলেন হার্টের রোগ। গেরো ওকে সহজে ছাড়ছে না। তার উপর দৈনন্দিন জীবনের টেনশান। ফলে, মোহাইমেন অলৌকিকতার উপর আস্থাবান। পূর্বে এমন ছিল না।

১৭ অক্টোবর '৭৭

একেয়েমকে টেলিফোনে আলিঙ্গন করলাম। বিদায় দিতে হোলো। আজ চলে যাচ্ছে। এমন কি সুহৃদ থাকলে এখানে নির্বাসন আর নির্বাসন মনে হোতো না। গরম পানির ব্যাগ, বড়ি ইত্যাদিতে মোহাইমেন ব্যথা থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে। কোন রকমে ট্যাক্সিযোগে বিমানবন্দরের দিকে চলে গেল। দু'জন শুভাকাঙ্ক্ষী একই দিনে কলকাতা ত্যাগ করল।... সন্ধ্যায় জ্যোতি দাশগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাত। রণেশদা ছিলেন। বহুদিন সম্পাদকের দর্শন ঘটেনি। দিল্লী গিয়েছিলেন। আড্ডা জমল না। দু'জনে খুব ক্লান্ত, বেশ বোঝা গেল। অতএব প্রত্যাবর্তন কিছুক্ষণ পরেই।

১৮ অক্টোবর '৭৭

ক'দিন ধরে ফাঁকে ফাঁকে আবার Classics-voltare পড়ছি। Zanir:, candide. master simple-পড়ে ফেললাম। মতলব ছিল পেছনে ভলটেয়ারের মত একদম নিরীহ ছদ্মবেশে স্যাটায়ার লেখা যায় কিনা। এখন যে মানসিক পর্য্যায় চলছে, আমার পক্ষে সম্ভব নয় আদপেই। প্রতিভাধর আশ্চর্য্য শ্লেষ নিক্ষেপের কারিগর। অমন দক্ষতা সহজে রপ্ত হয় না। ১৭৭৮ সনে ভলটেয়ার মারা যান। সামনে বছর দু'শ বছর হবে। এদেশে প্রগতিশীল শিবির থেকে তা পালন করা উচিত। কে উদ্যোগী হবে? কাউকে বলে দেখব।

সন্ধ্যায় পার্বতী দেবশরণ দাশগুপ্তদের বাড়ী। আলুর দম লুচির জন্যে গৃহিণী সন্ধ্যাস্মরণীয় হয়ে রইলেন, প্রাতঃস্মরণীয় না হন। দাশগুপ্তের ষ্টক অঢেল। বিশেষতঃ Political scandal এর। আর তাই রাজনীতি থেকে নিজেকে খারিজ

www.pathagar.com

রেখেছেন। মানবেন্দ্র রায় পাকিস্তানের আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। সকলের পূর্বে ঐ প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে Federation Confederation নামক প্রবন্ধে তার প্রমাণ আছে। এমন ভুল কট্টর যুক্তিবাদীরাও করেছেন। আরো মজার কাহিনী শোনা গেল।

রাত্রে ভলটেয়ারের Prince of Babylon গ্রন্থের কথাগুলো আবার মনে পড়লঃ Vanity protected arts brought back times of barbarity: and at this same vanity: in preseniting real talents, forced them to quit country: the hornet banished the bees. বোলতা মৌমাছিদের নির্বাসিত করল। আড়াই শ' বছর পরে ভলটেয়ারের অন্ধ বিশ্বাসদাহী বজ্রনাদ আবার শুনতে পেলাম।

১৯ অক্টোবর '৭৭

দুর্গাপূজা। মহাসপ্তমী। সঞ্জীব সমীপে। গত তিরিশ বছরে ভারতবর্ষ পাকিস্তানের দুই খণ্ডের প্রতি কখনও সহৃদয়তা দেখায়নি। এবার তার ব্যতিক্রম ঘটছে। স্বৈরাচারী বাঙলাদেশ সরকারের প্রতি প্রেম ত এখন স্পষ্ট। অর্থাৎ, গোটা উপমহাদেশেই প্রতিক্রিয়ার বাতাসে কলুষিত। রাজনীতির গতিমুখ আরো জটীল এবং প্রাণধ্বংসী হবে, এমন অনুমান করা যায়। শ্রীলঙ্কা যেন ভূমিকা। সঞ্জীবের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা.... দুপুরে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের আতিথেয়তা ভোগ। সেলিমপুর থেকে কুমুদ চৌধুরীর নেমন্তন্ন পাওয়া গেল। বৌভাত। ছেলে অঞ্জন ও মেয়ে দোলা উভয়ের বিবাহ...সন্ধ্যা। গোটা কলকাতা রাস্তায় নেমেছে। পূজার ঢল। আলো-ঝলমল, স্ফূর্তিমুখর মহানগরী। ১৯৩০-এ আল্‌ডুস হাক্সলী ভারতে ভ্রমণে এসে কাশীতে এক পর্বে স্নান-দৃশ্য দেখে লিখেছিলেন যে এরা যদি এই ধর্মীয় উদ্যোগের কিছু অংশ সামাজিক কাজে লাগাত, তাহলে দেশটা স্বাধীন হয়ে যেত। ভারতীয় কোটীপতি হলে নাস্তিকতা-প্রচারের জন্য তিনি তার সর্ব অর্থ ব্যয় করে দিতেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। এখন কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় হিন্দু রিভাইভ্যালিজম নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অথচ মার্কসবাদী রাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গ। এই স্ববিরোধের হদিস পাওয়া দায়। একটা ভাল দিকঃ বইয়ের ষ্টল দেখলাম পার্ক সার্কাসের পাঁচ মোড়ে আমির আলি এভিন্যুয়ের মুখে। "মনীষা"র ষ্টলের সম্মুখে ডাঃ রণেন সেন, রমেন্দ্র মিত্র, বেণু ধর প্রমুখজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

সালেক সুলতানাদের সঙ্গে পরবর্তী পর্য্যায়। আরো-সকালে সঞ্জীবের ঘরে ঢুকে দেখলাম, সত্যপ্রসন্ন দত্ত-প্রিয় বাচ্চুদা বসে আছেন। শরীরে জৌলুষ নেই। শুকনো মুখ। "পূর্বাশা"র অতীত দিনের কথা স্মরণ করে, মনে হোলো, সত্যপ্রসন্ন সেই ট্র্যাজিক চরিত্র যিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতকে সংগতিময় করে তুলতে নিজে খোঁয়াড় হয়ে গেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রাগৈতিহাসিক" গল্প প্রথম "পূর্বাশায়" বেরিয়েছিল, অনেকে জানে না। বাচ্চুদার বর্তমান দুর্দশা—সবই

www.pathagar.com

অর্থনীতিজাত–সত্যি বড় দুঃখজনক। তা আরো স্পষ্ট হয়ে গেল, যখন সঞ্জীব নিজের সুটকেস্ থেকে ৩০০, তিনশ' টাকা বের করে দিলে বাচ্চুদার হাতে। বিত্তহীন, নির্বাসিত সমস্যা-প্রপীড়নে প্রতিভার অপব্যয়-সচেতন, আত্মকরুণার হাসি হাসতে অভ্যস্ত সঞ্জীব সত্যপ্রসন্নের জন্যে দু'শ টাকা ধার করে এনেছিল। কিন্তু প্রয়োজন পাঁচশ' টাকা। তাই নিজের দেড়শ' সম্বল থেকে আরো একশ' টাকা যোগ করে দিলে। লাইফবোটে আর জায়গা ছিল না; তাই একজনের জায়গা করে দিতে অন্যজন ঢেউয়ের মোকাবিলা শেষে বেছে নিলে। দুই আত্মার আত্মীয়দের এই লীলা-দৃশ্য বহুদিন ভুলতে পারব না।

কফি হাউস। 'এক্ষণ' সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য্য কল্যাণ চৌধুরী, কাজল, অরূপ রুদ্র প্রমুখসহ নানা গুঞ্জন। আচার্য্য মশাইকে ধন্যবাদ। শারদীয় সংখ্যা 'এক্ষণ' উপহার দিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কাতারে এঁকে খাড়া করা যায় পত্রিকার কর্ণধার রূপে। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যজগতে লঘুচিত্ততা-নিধনে সম্পাদক শ্রদ্ধার্হ।

২০ অক্টোবর '৭৭

গতকাল বাঙলাদেশে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের ৩৭ জন সেনা ফায়ারিং স্কোয়াডের বলি হয়েছে। বহুজনের যাবজ্জীবন কারাবাস। দীর্ঘশ্বাস ফেলব না আর। প্রতিশোধের অগ্নিকুণ্ড আরো সমিধ গ্রহণ করল শেষ প্রস্তুতির জন্যে। বিদায়, বন্ধুগণ! তোমাদের মত 'দুর্বৃত্তদের' সু-ব্রত–তার বিচার ভবিষৎ করবে। নিশ্চিন্ত থেকো বাংলার মাটীর সন্তান দল, প্রতিশোধের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হবে না।

২১ অক্টোবর '৭৭

বিভা দাশগুপ্তার নেমন্তন্ন সেরে দুপুরে বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। প্রায় দ'ণ্টা। সন্ধ্যা তক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস "বিবাহ বার্ষিকী" খতম করলাম। Pampleteer ছাপিয়ে গেছে শিল্পীর চেয়ে। ফলে, উপন্যাস পঙ্গু।

সন্ধ্যাভ্রমণ। কয়েকটা পূজামণ্ডপ দেখলাম। জয়নুল আবেদিনের একদা-আবাসের সামনে আসতে বুক ধরে উঠল। ভাবলাম, নতুন অধিবাসী যারা আছেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করে যাই। সঙ্কোচ বাধা দিলে। অনেক হেঁটেছি। ক্লান্তির চোটে ন'টার মধ্যে বিছানায়।

২২ অক্টোবর '৭৭

ভোর তিনটের সময় ঘুম ভাঙল। ভাবলাম, কুঁড়েমি করা যাক। কিন্তু অভ্যেস কান ধরে তুলে দিলে। মুখ ধুয়ে কিছু পাঠ করা গেল, সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত। আবার প্রাত্যহিকতার ঘানি। স্নান, নাস্তা তৈরী কাপড়-ধোওয়া ইত্যাদি। খিদিরপুরে যাব

www.pathagar.com

সকালে, আমিনার জন্যে কিছু টাকা পাঠাতে। ভালই হোলো কাল সকাল সকাল বিছানায় পড়েছিলাম।.... পুজোর ছুটি। খিদিরপুরে শাহাবউদ্দীন আর ওর ভাই ময়না ছাড়া কেউ ছিল না। এখানে এলে কিছু আহার্য্য আমার জন্যে 'লাজেমী', বাংলায় বাধ্যতামূলক। এদের অনুরোধ আন্তরিকতা ছাপিয়ে যায়, ফলে প্রত্যাখ্যান অসম্ভব। রবি/নিশা গুহ সদনে একই অবস্থা। ওদের বাড়ী গেলুম বন্ধুপুত্রদের গণ্ডী কাটিয়ে। দুপুর কেটে গেল গুহসান্নিধ্যে। সন্ধ্যায় যথারীতি রাস্তা-ভিড় উজিয়ে এক ঘণ্টা। রফিকরা নেই। রাত্রের আহার্য স্বয়ং নির্মাণ করতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি ফিরলাম।

২৩ অক্টোবর '৭৭

সঞ্জীব দুহিতা বুয়া ক্যানাডা থেকে পত্র দিয়েছে। বড় আনন্দিত হলাম। সাতিশয় লজ্জিতও। প্রায় দু'বছর ওকে কিছু লিখিনি। কালই জবাব দেব। মেয়েরও চিঠি পাইনি দেড় মাস। এক সঙ্গে দুই স্নেহভাজনের নানা স্মৃতি ভেসে এলো।

এক সমাজ-উদ্‌ভূত চিন্তা অন্য কালের ডাঙায় দাঁড়িয়ে সঠিকভাবে দেখা কঠিন। প্রচুর কল্পনা ও বোধ শক্তি লাগে। প্লেটোর Devine discountent প্রত্যয় কীভাবে গ্রহণ করব? সঞ্জীব হদিস দিলে। ওরা Pagan সুতরাং ওদের কাছে Divinity প্রত্যক্ষ বিশ্বাস। আমাদের কাছে তার উপলব্ধি সেইভাবে আসা উচিত। সকাল কাটল হেন বচসায়। কফি হাউসে এক ঘণ্টা। সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য্যির সঙ্গে। বাক্য ও কাল উভয়েই খরচের খাতায়। সন্ধ্যায় সাগর সেনের সঙ্গে। পরে ৮টা থেকে রাত ১১টা লেখাপড়া। আজ সংবাদপত্রে গ্রামরক্ষীবাহিনীর কাছে বাঙলাদেশের বাদশার ভাষণ বেরিয়েছে। ফ্যাসিষ্ট কায়দায় গ্রামেও জাল পাতার কায়দা গত বছর থেকে শুরু। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর বোধ হয়, ওর টনক আরো নড়ছে এবং ঘন ঘন তাই এমন ভাষণ।

২৪ অক্টোবর '৭৭

পুজোর জের এখন আছে। বিসর্জনের ঘটা। কলকাতায় Obscurantism কী পরিমাণে যে বেড়েছে তা এই সব ঘটা দেখলে বোঝা যায়। স্বাধীনতার ফলে এক শ্রেণীর দশা ফিরেছে। তারাই পুজো কমিটীর মাতব্বর। ওদের দিশা ত সেই সঙ্গে ফেরেনি। অন্যদিকে নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীবেরা চেপ্টে যাচ্ছে দিন দিন জীবন সংগ্রামের চাকায়। সমাজব্যবস্থার কলকাঠি থেকে চোখ ফেরাতে ধর্মের সার্কাস হিন্দুমুসলমান দুই সমাজেই চমৎকার তামাসা। তারি ঝলক ছড়িয়ে রাখো—বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে। সাধারণ মানুষ সহজেই প্রতারিত হয়। সমাজের অন্তর্বিরোধের প্রতিচ্ছায়া এইভাবে স্পষ্ট। লুডউইগ ফায়ারবাখের কথা মনে পড়ল.... "In man's

www.pathagar.com

God you find the man and in man you find his God. Both are Identical."

বারিন মিত্র ও সঞ্জীবের সাক্ষাৎকার, আমি গাইড। বিকেলে শ্রীমানী মার্কেট, বিধান সরণী। সন্ধ্যায় কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীট।... হঠাৎ শিল্পকর্মে প্রচ্ছন্ন Humoar (কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই) থাকা অপরিহার্য। এই অস্তিত্ব পরম বাস্তব এবং ফাঁকা—একই সঙ্গে এই Sensibility-র প্রকাশ মহৎ সাহিত্যে না থাকলে তা সৎ বা ভাল কিছু হয়, মহৎ হয় না। সঞ্জীবের এই মন্তব্যের উপর বেশ বচসা। অনেকক্ষণ শ্রীনির্মাল্য আচার্য্য এলেন আসর ভাঙার মুখে। সঞ্জীব, রণধীর দাশগুপ্ত চলে গেলে আমি ও 'এক্ষণ' সম্পাদক শেষ পর্য্যন্ত আড়গড়ায় বাঁধা রইলাম। নৈশভোজের এন্তেজাম করতে করতে (বাড়ী ফিরে) রাত এগারোটা। বিছানায় পড়তে আরো আধ ঘণ্টা।

২৫ অক্টোবর '৭৭

দুপুরে সালেক সুলতানদের সঙ্গে আহার। এত বিলম্বে সালেক ভাই আপিস থেকে ফিরলেন যে আসরে আর বাক্য প্রধান হতে পারল না।

বেনারসে পূজা উপলক্ষে দাংগা হয়ে গেছে। অবিশ্যি হিন্দুমুসলমান। ৬০ জন আহত। সংবাদপত্রে এই সংবাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কারণ, সহজে বোঝা যায়। সাম্প্রদায়িকতার মারীবিষ সহজে মুছবে না। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনেই তা সম্ভব। আপাততঃ উপমহাদেশের নামাবলী গায়ে, উপদেশ খয়রাৎ করা ছাড়া বেশী দূর এগোনো সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এ চুলকানি চলবেই।

২৬ অক্টোবর '৭৭

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—প্রিয় বটুকদা হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতা আসার পথে করমন্ডল এক্সপ্রেসে ঘুমের মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন। অজানিতে মৃত্যু চিরকাম্য। আত্ম-ভোলার প্রয়াণ এমনই হওয়া উচিত ছিল। ট্যাক্সি নিয়ে এস. আর. দাশ রোডে ওঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখি, কেওড়াতলা চলে গেছে। শ্রীসাগর সেন (আগে চিনতাম না) সহৃদয় আমার মত বিলম্বিত জন; lift দিলেন। অনেকের সঙ্গে দেখা হোলো অপ্রত্যাশিতঃ সুরকার সলিল চৌধুরী, সুধী প্রধান, কবি দিনেশ দাশ... সব তিরিশ বছর পরে। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এখানে এবং প্রথম। কলকাতার সুর ও স্বর জগতের মুখ্য অনেকেই এসেছিলেন শ্রদ্ধানিবেদনে। বৈদ্যুতিক চুল্লীর উপর শবাধার তুলে দেওয়ার সময় "ইন্টারন্যাশনাল" সঙ্গীতের কল্লোলের মধ্যে সুরকার বটুকদা বিদায় নিলেন। স্তব্ধ কক্ষ। দণ্ডায়মান বহু শ্রোতা। করুণ এক আবহ। ভারাক্রান্ত বিষণ্ন মনে পথে এসে পড়লাম।

www.pathagar.com

২৭ অক্টোবর '৭৭

কী সকাল! কী সকাল! তিরিশ বছর পরে, না উনত্রিশ ('৪৮ সনে সলিল গিয়েছিল চাটগাঁয় ট্রুপ নিয়ে) বছর পরে সলিল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতে। কালকের জের। অনেক জন সুরকারকে ঘিরে। ব্যবহারজীবী সুরপায়ী (সুরা নয়) সরোজ চট্টোপাধ্যায় এলেন, বাউলসম্রাট পূর্ণ দাশ, এখানকার Show world এর বাবলী সরকার, অলোক দে? রমেন চট্টোপাধ্যায়। সলিলের গৃহিণী সবিতা চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হোলো। অনুজ সুহাস চৌধুরীর ছোট্ট ঘর জমজমাট। সলিলের মেয়ে অন্তরার রেকর্ড বেরিয়েছে। আমার সুফেন-রুপেনদের উপহার দিলে। সলিলের হৃদয়োত্তাপ সাবেক সুহৃদদের জন্য পূর্বের মতই আছে। তাই বড় প্রীত হলুম। এ যুগের শ্রীকৃষ্ণরা সুদাম শ্রীদামদের ভুলে যায় অথবা করুণায় চোখে দেখে। অন্যান্য অতিথি আগমনের পূর্বে অবিশ্যি এক ঘণ্টা আমরা অতি অন্তরঙ্গ আলাপ করতে পেরেছিলাম। পরে নিউ আলীপুর সুধী ও শান্তি প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অতীত স্মৃতি (৪৬) দাংগার পর আমাকে সুধী বাবু সজনীকান্ত দাসের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন পাড়ায় পাড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির জন্যে মিছিল বের করার উদ্যোগপর্বে। আজ পুরাতন কথা তিনি টেনে আনলেন, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আহারে শেষে ৪২ নম্বর বাস ধরে পার্ক সার্কাস। সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে কাজ করা গেল না। 'লোডশেডিং'। অন্ধকারে এসরাজের "আমার সোনার বাংলা" বাজালাম আধ ঘণ্টা। লুসি এসরাজ কিনে আমার বড় উপকার করেছে। কুঁড়েমিজাত Boredom থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অন্ধকারে বাউল শিরোমণি পূর্ণ দাসের সকালের আদল দেখতে পেলাম। নন্দলাল বসুর আঁকা বাউলের ছবির মত। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। গেরুয়া বসন। ওর কণ্ঠস্বরই এমন যে বাঙলার আত্মা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে সকল আর্তনাদসহ। আর্তনাদ শতাব্দীর পর শতাব্দী এমনভাবে কোন জাতির উপর চেপে বসে থাকে না।

২৮ অক্টোবর '৭৭

"চতুরঙ্গ" আপিস। কর্ণধার মানিক মুখোপাধ্যায় পুজোর ছুটি আজও টেনে লম্বা করেছেন। হতাশ। আপিসে কেউ নেই। কলেজ ষ্ট্রীট গেলাম অনন্য প্রকাশনে সলিলের জন্যে ক'টা বই আনতে। সেখানেও তালামারা। সঞ্জীব সদনে অতঃপর। ওর আর্থিক অবস্থা বর্তমানে এমন যে রেসের পশ্চাদ্ধাবী। হপ্তা দুই আগে শত দুই টাকা জিতেছিল। এবার গণিতশাস্ত্রের বিদ্যে সে আরো জোরেশোরে চালাবে ঘোড়া মারফৎ বর্তমান নসীব ফেরাতে। অত্যন্ত Pessimistic আদিখ্যেতা ছাড়লে। পরে কিছু শান্ত। দুই যুদ্ধের মাঝখানে, মহাযুদ্ধ অবিশ্যি ভাষা নিয়ে যতো রকমের পরীক্ষা চলেছে, তার ফিরিস্তি। এসব ব্যাপারে সঞ্জীব Charlatan নয়। ওর জ্ঞানের সীমানা বহু দূর বিস্তৃত। কিন্তু আবহাওয়া ফিরল না। সে Race-guide নিয়ে বসল। হা,

www.pathagar.com

Yellow Peril (শেক্সপীরিয়ান ভাষায়) অর্থঃ মনটা বিষিয়ে রইল সারা পথ।

২৯ অক্টোবর '৭৭

সলিলের ডেরায়। সে বললে, আবার গান লিখে দিতে। মরজগতের সমস্যায় ভেসে আবার অব্যাপারেষু প্রণিপাত আশ্চর্য্য নয়। অবিশ্যি নিজের নাটকের জন্যে গান তিরিশ বছর আগে লিখতাম। প্রাচীন দিনের জের টানলাম দুজনে।

বটুকদার বাড়ী গেলাম। ওর ছেলে সিদ্ধার্থের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। আমি ঠাট্টা করে বলতাম, নিজের ত অর্থ হলে না, তাই পুত্রের উপর এবার ভার। তাই নাম সেই অনুসারে। শোকের আবহ। রজনীগন্ধা পরিবেষ্টন। বটুকদার একটা সুন্দর ফটো পাশে। আমার পক্ষে স্থির বসে থাকা দায় ছিল। ভেতরে চরম অস্থিরতা। বিশেষতঃ ওর ছেলেমেয়েদের মাঝখানে নিজেও বড় অভিভূত হয়ে পড়লাম। পরে সাদার্ণ এভিন্যুয়ের পথে।

দুপুরে জ্যোতি দাশগুপ্তর সঙ্গে আহার। অতিথি সৎকারক মিসেস বিভা দাশগুপ্তর সঙ্গে 'কালান্তর' আপিসে যেতে হলো খাওয়ার পর, বটুকদার উপর ছোট কবিতায় দু'টো শব্দ বদলাতে চাই। ৩৪ চৌত্রিশ বছর পরে দেখা হোলো রণধীর দাশগুপ্তের সঙ্গে। রেলের অন্ধকার কামরায় (১৯৪৩....যুদ্ধের জন্যে ব্ল্যাকআউট) টর্চ মেরে আমাদের দেখভাল (ঠিকমত বসেছে কি শুতে পারছি কিনা) করেছিলেন। আজ মনে করিয়ে দিলাম। সেই সাবেক তরুণের চেহরা বর্তমান আদলের সঙ্গে মেলাতে পারলাম। তবে রণে আজও তিনি অধীর।

৩০ অক্টোবর '৭৭

ক্যামেরার লেন্স্ (তথা পরিচালক) দর্শককে বাধ্য করে দর্শনটা তার মর্জির উপর। যেমন ভাবে লেন্স্ দেখতে চায় ঠিক তেম্নিভাবে। উপন্যাস গল্পের সাফল্য এইখানে মাপকাঠি পেতে পারে। লেখক কী পাঠককে তার চোখ দিয়ে জগচ্চিত্র অবলোকনে বাধ্য করেছে? সেইভাবে পাঠকস্পৃষ্ট। যদি তা ঘটে, রচনা সফল। এখানে সমস্যা উঠবে পচা লেখক ও অপরিণত মন দর্শকের সম্পর্ক নিয়ে। সেখানে ত লেখক সফল। তাহলে শিল্পের বিচার কী দিয়ে হবে? পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত (লেন্স্ অনুযায়ী দেখা) টেকে না।... এ নিয়ে আরো চিন্তা... পরে।

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-প্রিয় বটুকদার উপর Obituary—আমার লেখা "কালান্তরে" আজ বেরিয়েছে, বটুকদার আরো স্মৃতিচারণার বাসনা রইল।

প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটলাম। বহু দূর পর্য্যন্ত। সন্ধ্যায় বেগম জ্যোতি দাশগুপ্ত আলুর দম ও রুটির আরো উপসর্গ সহ আহার করালেন। বটুকদার মৃত্যু ভেতরে ভেতরে এমন নাড়া দিয়ে গেল। লেখাপড়ায় মন বসছে না।

www.pathagar.com

শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণকে ধন্যবাদ। বাঙলাদেশের মিলিটারী সরকারকে এতদিনে উপদেশ দিয়েছেন to behave properly এবং বেশ কড়া ভাষায়। এত দিনে তিনি বুঝেছেন, উপমহাদেশে কী ধ্বংসবীজ পোঁতা হয়েছে। কিন্তু দুঃখ, ছ' মাস লেগে গেল জয়প্রকাশজীর ব্যাপারটা বুঝতে। মুক্তিবাহিনীর তর-তাজা তরুণ পাঁচ ছ'শ—যারা বলি হয়ে গেছে এ আর প্রাণ ফিরে পাবে না। সেই কলঙ্ককাহিনী স্মরণের বাইরে থাক আজ।

৩১ অক্টোবর '৭৭

'চতুরঙ্গ' আপিস। শ্রী মানিক মুখোপাধ্যায় যথারীতি গায়েব। সাহিত্যপ্রাণ সুদর্শন এই মানুষটির আকর্ষণ বহু। একজনকেই সমস্ত পত্রিকায় খবরদারী করতে হয়, আতোয়ার অসুস্থ বিধায়। মানিক Gem নিঃসন্দেহে। তবে এখানে এলে মন খারাপ হয়ে যায়। "পাগলা" সম্বোধনে ডাকার কেউ নেই। সঞ্জয়দা পরলোকে। চল্লিশের দিকে রাজনীতির ক্ষোভে প্রচণ্ড বচসায় আমরা দুই মেরুবাসী।

১ নভেম্বর '৭৭

সলিল-সন্ধানে। অবিশ্যি চৌধুরীমুক্ত। দু'দিন সে ডক্টর তপতী রায়ের অতিথি। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, আমি কবি মণীন্দ্ররায়ের প্রাক্তন স্ত্রী, আমাদের ডিভোর্সও হয়ে গেছে। সাবলীল কণ্ঠ। আমার বড় ভাল লাগল। মধ্যযুগীয় Sex Jealousy থেকে এরা মুক্ত। মণীন্দ্ররায়ের যোগাযোগ আছে সামাজিকভাবে। তিনি এই বাড়ীতে আসেন। বড় ভাল লাগল এই মানসিক ভঙ্গীটুকু। কিন্তু তাপসী দেবী বড় তোড়ের সঙ্গে কথা বলেন, এক সঙ্গে যতটা পারেন, ফলে, মনোযোগ ব্যাহত হয় এবং শ্রোতার পক্ষে কষ্টকর। নিজের নার্ভ সম্পর্কে বোধহয় উনি আদৌ খোঁজ রাখেন না। নিজে লেখিকা ফরাসী Salon (সাঁল) নির্মাণের পথিকৃত হতে পারেন। সলিল/সবিতা চৌধুরীর রেকর্ডিং আছে, ওরা বেরিয়ে গেল। আমি কয়েক মিনিট পরে বটুকদার গৃহাভিমুখী। ওখানে জানলাম, আমার চিঠি এবং বই উপহার দিতে দু'এক ছত্র লেখার যে অভ্যেস-সেসব সম্বলিত কিছু চিঠি ইত্যাদি আছে। তখন মনে পড়ল। হতে পারে, আর একদিন এসে দেখার কৌতূহল রইল। লেখকের আবহ বড় স্তব্ধ করে দেয়। বত্রিশ বছর পরে দেখা হোলো বটুকদার অনুজ প্রখ্যাত শিল্পী রথীন মৈত্রের সঙ্গে। সাবেক যৌবন ত দেখার প্রশ্ন ওঠে না। এমন দুর্দশায় নয়। সাদা দাড়ী শোভিত ছিপছিপে চেহরা, বড় রুগ্ন মনে হোলো ওঁকে। বটুকদার বড় মেয়ে সুদেষ্ণা, জামাইকেও আজ প্রথম দেখলাম।

বিকেলে "অনন্য প্রকাশনায়" হীরকের প্রস্তাবে গেলাম ছবি দেখতে। শিল্পী টেলিফোনের ডাগর ইঞ্জিনীয়ার অজিত হাজরা। তিনি গল্পও লেখেন। কিন্তু প্রগ্রাম

www.pathagar.com

ভেস্তে গেল। তিনি আপিসে আটক পড়ে গেছেন। হীরক নিয়ে গেল এক তিব্বতী হোটেলে পাশেই; নামঃ কুংগা Kunga অর্থ সরাই। এদের রান্না চমৎকার। বহু দিন পরে দৈনিক খাদ্য আহার করা গেল। ওদের রান্না আর রাজনীতির ফারাক আকাশ-পাতাল। অবিশ্যি Mainland China-র সঙ্গে এদের নিশ্চয় কোন যোগাযোগ নেই। রাত্রি আটটার দিকে দু'জনে ডেরা অভিমুখী। সুতরাং ছিটকে পড়লাম।

২ নভেম্বর '৭৭

এপিক উপন্যাসের ভাষা কী হবে? তা ঠিক না করে আর লেখায় হাত দেব না। কৃত্রিম ভাষা অবিশ্যি অচল। Standard তেমন কোন ভাষাই নেই ইংরেজীতে যেমন আছে। সঞ্জীবের সঙ্গে আলোচনায় সেও একমত। সাবেক শরৎচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের ভাষা (যেমন গোরা'য়) চলবে না। এই সমস্যা মেটানো কঠিন। সাদামাটা অথচ ভারবাহী ভাষার বা ভাষার অন্বেষণ প্রয়োজন। লুকাচ্ লিখেছেন যে সত্যিকার সাহিত্য তৎকালীন বিকল্পের বাহন হিসেবেই আসে। সেই বিকল্পের রূপায়নের উপায়ই হচ্ছে Style. ওঁর ভাষায়, The means for dynamics rendering of those alternatives. তার জন্যে দু'টি শর্ত অনুসন্ধান।

অপরিহার্য ঃ (১) সেই বিকল্পে মানবিক দিক কী আছে (২) সেখানে মানুষের জাগতিক প্রতিক্রিয়া কী শিল্পগত প্রকাশের ক্ষেত্রে। কারণ, প্রতিক্রিয়া ওইভাবেই বাণীগত এবং সৌন্দর্য্যগতভাবে মূর্ত হয়। ভাষা, ভাষা। সমস্যাও বিরাট। তাছাড়া একদম detached নিরপেক্ষতাও অর্জিতব্য। চরিত্ররা একদম যা ইচ্ছে করুক, লেখককে নির্বিকার থাকতেই হবে। "নির্বিকার" গদ্যও খুঁজে বের করা লাজেমী।

৩ নভেম্বর '৭৭

সকালে সলিল চৌধুরীর নিকট। বাড়ীতে ছিল না। অমল রায় নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ পথে আলাপ। তার বাড়ী যাব, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তথ্য অনুসারে ১২৮ বকুল বাগান রোড। ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। পরে প্রসূন-বীণা মজুমদারের ভবনে। দুপুরে গৃহে।

সন্ধ্যায় 'চতুরঙ্গ' আপিসে। সেখান থেকে হেঁটে এক স্বগ্রামজ বিত্তবানের দোকানে। খবর পেলাম, মুন্সী পাড়ার তোফেল চাচার ছেলে লিয়াকৎ ঢাকায় মারা গেছে। সেখানে পরিবার নিয়ে ছিল। এখানে মা পড়ে আছে। বৃদ্ধা মহিলাকে দেখার কেউ নেই। এখন আর্থিক দুরবস্থায় আরো মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে। দেশবিভাগের অভিশাপ কতো রকমে না প্রতিভাত। বিষাদক্লিষ্ট মন নিয়ে হাওড়া ষ্টেশন সলিলকে বিদায় দিতে। হতাশ। কারো দেখা পেলাম না।

www.pathagar.com

৪ নভেম্বর '৭৭

সকালে গ্রোভ লেনে সলিলকে পাওয়া গেল। প্লেনে বোম্বাই যাত্রী। ওদের গাড়ী থেকে পার্ক সার্কাসে নেমে গেলাম। মুলতবী see-off এইভাবে সমাধা হোলো।

সন্ধ্যায় সাড়ে পাঁচটায় যোগাযোগ অনুযায়ী সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফরয় রোডের ফ্লাটে। বেল বাজাতে নিজে দরজা খুলে দিলেন। ছ' ফুট দুই ইঞ্চি এমন সুগঠিত শালপ্রাংশু-দেহী বাঙালী খুব বেশী নেই। বসার ঘর নিরাভরণ। আসবাব বসার খান তিনেক Uppholstered chair উনিশ শতকের মডেল। আর একটা সোফায় তিন চার জন বসা যায়। বিলাস এখানে প্রচুর বই, সেখানে শেল্‌ফ বরং রুচি সম্মত। একটা গদী আঁটা বড় চেয়ারে বসে কাজ করেন। পাশেই টেলিফোন। কোন সচিব নেই। যখন বাড়ীতে থাকেন, নিজেই টেলিফোন ধরেন। এই হচ্ছে (ফরাসী এক চিত্র সমালোচকের ভাষায়) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন চিত্র পরিচালকের অন্যতম জনের আবেষ্টনী। অর্থের প্রতি নিরাসক্তির বহু নমুনা পরে বেডরুম দিয়ে বাথরুমে যেতে চোখে পড়ল। মাডাম রায়ের সঙ্গে ওই পথের একধারে উনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। এত ভাল লাগল সৌন্দর্যের রাজার এই সন্ন্যাস-মূর্তি। পরে আলাপ। অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং যিনি "এক্ষণ" পত্রিকার সম্পাদক অন্যতম, ইতিমধ্যে এসে যোগ দিলেন। সত্যজিৎ বাবুর কাছেই শুনলুম, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে... একটি শিশির বিন্দু" (বর্তমান ট্যুরিষ্ট ব্যুরোও ব্যবহার করছে) অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছিলেন। ১৩৩৬ বাঙলা সাল। তখন চিত্রপরিচালকের বয়স মাত্র আট বছর। রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন, "বড় হলে বুঝবে।" ওর অটোগ্রাফের খাতায় নন্দলাল বসুর আঁকা এক হনুমান দেখলাম। ড্রয়িংয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন। আলাপের স্রোত নানা দিকে ভেসে গেল। প্রোফাইল থেকে চিত্রপরিচালকের ব্যক্তিত্বের ঝলক আরো বেশী চোখে পড়ে। Obscurantism এর জাতশত্রু, বয়ান দেওয়ার সময় ওঁর কণ্ঠস্বরে আরো স্পষ্ট। প্রায় দেড় ঘণ্টা একটানা এখানে। নির্বাসিত গত চব্বিশ মাসের মধ্যে এমন সঞ্জীবনী মুহূর্ত আর পাইনি। দেহ ও মানস-সৌষ্ঠবে বিত্তবান বিরল এক বাঙালীকে দেখা গেল। এমন মানুষ স্বতঃই অনুপ্রেরণার উৎস।

৫ নভেম্বর '৭৭

বাঙলা কাব্যের মজা খালে বন্যা কীভাবে আনা সম্ভব? রোমান্টিসিজমেরই হেরফের পঞ্চাশষাটের কবিকুল। বিদেশী টেকনিকের মধ্যে সুররিয়ালিজম এদের আঁতে ঢুকে গেছে আর কিছু প্রবেশ করেনি। কিছু অধ্যাপক কবি আছেন তাঁরা বিদেশী বকযন্ত্র দিয়ে আবেগ চোলাই করেন। কিন্তু অধিকাংশই "স্বভাব কবি", উত্তম পুরুষের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে অক্ষম। যারা সমাজসচেতন তাদের

www.pathagar.com

বেশীর ভাগই আবার কবি নন–পদ্য রচনা করেন। অথচ সেই পথেই একটা নতুন খাত প্রস্তুত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের তাগিদে যখন Individualism ছিল অগ্রগতির বাহন–রোমান্টিসিজমের প্রবক্তা হন। আজ সে-পথে আর এগোনো সম্ভব নয় (যার শেষ প্রান্ত সুররিয়ালিজম) পশ্চিমবঙ্গের তরুণ কবিরা এখনও টের পায়নি। অনুভূতিকে গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতি যুগ তার নিজস্ব টেকনিক তৈরী করে, তা এদের কাছে অজ্ঞাত। আশ্চর্য্য হতে হয়, পোপ কি ড্রাইণ্ডেন এরা পড়ে না। আর যারা পড়েছে, তারা রস উপলব্ধি করতে অক্ষম। রোমান্টিসিজমের দাপট এখনও এমন বহাল।

সাক্ষাৎকার ঃ জয়নুলের সহপাঠী শিল্পী রথীন মৈত্র। সাম্প্রতিক কাজ দেখলাম। সবই কালের বিক্ষোভ-সিক্ত। দন্তকিড়মিড় শৃগাল, কুকুরের আর্তনাদ যখন আকাশে চাঁদের দিকে চোখ। বিচলিত শিল্পীর ক্যানভাস বড় প্রত্যয়মুখর। নিজেও অসুস্থ। জ্বর মৈত্রমশায়ের। তাই বেশীক্ষণ থাকা গেল না। নিকটে দেবীপ্রাসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। ওয়ালটেয়ার গেছে গোটা পরিবার। অগ্রজ এবং স্বর্গীয় কামাক্ষীপ্রসাদের বিধবা স্ত্রীই আতিথেয়তায় এগিয়ে এলেন। প্রাচীন স্মৃতির ভেলায় চড়ে বসতেই হোলো। উপায় থাকে না রেহাই পাওয়ার। মন ছন্দ হারিয়ে ফেললে। প্রেসিডেন্সী কলেজ, কবি আবুল হোসেন, কামাক্ষীর সঙ্গে পরিচয়। বিধবার সামনে বসে অতীতেই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সন্ধ্যায় ঘণ্টা খানেক হেঁটে পড়তে বসলাম বিশ্রামের পর। ঘণ্টা দুই কাজ করা গেল।

৬ নভেম্বর '৭৭

রোববার প্রায় রোববারের মত কাটল। সকালে নাম মাত্র ঘণ্টা খানেক কাজ করে নীলরতন-প্রতিমাদের বাড়ী। দুপুরে ফিরে আহার ও নিদ্রা। এক ঘণ্টা বই নাড়াচাড়া। পাঁচটায় ৪২ নম্বর বাসে। গন্তব্য সাদার্ণ এভিন্যু, বটুকদার বাড়ী। আশ্চর্য সমাপতন। কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত একই বাহনে। তার গন্তব্য রাসবিহারী এভিন্যু আর এক কবি আলোক সরকারের বাড়ী। সন্ধ্যায় আড্ডার মোহ। দু'জনেই নেমে কবি ভবনে। ভাল লাগল অন্য আর এক Generation এর কবির সঙ্গে আলাপে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আসরে ছিলেন, কিন্তু, হিরণ্য-অর্জনের জন্যেই বোধহয় বেশীর ভাগ সময় স্তব্ধ। প্রচুর খই ভাজা গেল। হেঁটে বটুকদার বাড়ী। পথে ফুল কিনলাম। শুধু ছোট মেয়ে মিতুর সঙ্গে দেখা হলো। ছেলে দু'জনেই বাইরে গেছে। একই রেখার বসুধা চক্রবর্তীদের বাড়ী। হেঁটে এস, আর. দাশ রোড থেকে পার্কের কোণায়। বসুধা বাবুর একটা Stroke হয়ে গেছে। আমি প্রায় তিন হপ্তা এদিকে আসিনি। বুকটা খচ করে উঠল। ওর শরীরের অবস্থা খারাপ। এই এক শুভাকাঙ্ক্ষী জন। এঁকে না হঠাৎ হারিয়ে বসি। মনের আবহ ফিরল না।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর '৭৭

বাঙলাদেশ সরকার অন্যান্য দেশের সঙ্গে "মৈত্রী সমিতি" গঠন বন্ধ করে দিয়েছে। চালু সমিতিগুলোর উপর আসলে খড়্গ চালানোর মতলবে হেন আইন। সোভিয়েট-বাঙলাদেশ মৈত্রী-সমিতির বিভিন্ন জেলায় শাখা আছে। সেখানেই কোপ মারার জন্যে হঠাৎ অমন অর্ডিন্যান্স। রাজনৈতিক হাওয়া বুঝতে কিছু অসুবিধা নেই আর। অন্যদিকে সৌদী আরব এবং চীনের বিশেষজ্ঞগণ বেশ শিকড় পুঁতে বসেছে সংবাদপত্র থেকে বুঝলাম। Extreme Right এবং left এইভাবে একাত্ম হয়।... দুপুরে আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরীর সঙ্গে আহার।

৮ নভেম্বর '৭৭

Possession-এর চেতনা থেকেই কী আমাদের দুঃখ বাড়ে? আমার ভাই, আমার বোন, আমার পুত্র.... এইভাবে মমতাবন্দীর মধ্যে কী অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে? বিশাল মানব গোষ্ঠির সকলকে সম্পর্কে বাঁধার সাধনায় হয়ত দুঃখ-কষ্টের ইতি ঘটাতে পারে অথবা তৎপ্রসূত দুঃখ হবে মানুষের দুঃখ, জন্তুর নয়। ট্র্যাজিক তেমন ছায়াই হয়ত অস্তিত্বের জন্যে সকল তাপহর স্পর্শ এনে দিতে সক্ষম।

দুপুরে সত্যপ্রসন্ন দত্ত (বাচ্চুদা)র সঙ্গে দেখা। ওঁকে দেখলে কষ্ট হয়। বড় বুড়িয়ে গেছেন চেহরায়। কিন্তু মন সবল। স্বাপ্নিকের আচ্ছন্নতা সারাজীবন বইলেন সব দুঃখকষ্টের সূত্রপাত সেইখানে। সন্ধ্যায়, দেবশরণ/পার্বতী সদনে। মহাদেবের কাছে বহুৎ মজার মজার লোকচরিত্র-কীর্তন শোনা যায়। বিশেষতঃ রাজনৈতিক শিক্ষিত লুম্পেনদের।

৯ নভেম্বর '৭৭

"এক্ষণ" পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পেশায় (অতিজনপ্রিয়) অভিনেতা। কিন্তু অতি-পরিশীলিত মনের অধিকারী এবং সামাজিক ইস্যু নিয়ে তার শিরঃপীড়া কম নয়। পূর্বের যোগাযোগ অনুযায়ী আজ সকাল পৌনে দশটার ওঁর বাড়ী গিয়েছিলাম লেক টেম্পল প্লেসে। দু'ঘণ্টা একটানা নানা আলাপের পর আমার পূর্বোক্ত মন্তব্য। পরে সৌমেন্দু রায় যোগ দিলেন। সত্যজিৎ রায়ের এডওয়ার্ড Tisse (আইজেনেষ্টাইনের জগদ্বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান) নামী চিত্রধর। মস্কো-হোটেল য়ুক্রেনের কামরায় প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৬৭। দশ বছর পূর্বে। '৭১ এ সংগ্রামের সময় সাক্ষাৎ ঘটেছিল মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে। ছ'বছর পরে আবার এই সাক্ষাৎ। চিরকুমার (এখনও) গুণী চিত্রধর বড় উন্মুক্ত হৃদয় মনে হোলো। ওদের সহকর্মী নৃপেন চট্টোপাধ্যায়কে আমি চিনতে পারিনি। দু'দিকে থেকে একই অপরাধ। বড় মিতভাষী জন। শুনেই গেলেন আমাদের বচন রাশি। দুপুরে উন্মাদ সঞ্জীবের

www.pathagar.com

নেমন্তন্ন। কিন্তু আশ্চর্য, ভাল মাংস রান্না করেছিল। আমার ধারণা ছিল দুই খাসীর মোলাকাতে দুপুরের আহার নষ্ট হবে। তা হয়নি। তবে সঞ্জীব Metaphysics ছেড়ে তুরঙ্গ নিয়ে অস্থির। গত হপ্তায় ছ'শ টাকা জিতেছিল, তার দু'শ সুধীর দত্ত নামে এক বুকী (কাউন্টার টাকা দিয়েছে সঞ্জীব অথচ ও বলে দেয়নি। একযোগে দু'শ টাকাও রয়েছে দু'খানা নোট, কিন্তু বুকি বললে, আগে থেকে ছিল) ২০০ টাকা মেরে দেয়। আমি ওকে ডিষ্টার্ব করলাম না, পাশের কামরায় ঘুমালাম পাঁচটা পর্য্যন্ত। হায়, পাতকী অস্তিত্ব Metaphysics-এর আলোচনায় যে অতি পারঙ্গম (পূর্ব পশ্চিম দুই দেশের) তাকে এখন তুরঙ্গের লেজ, পাকড়ে শুধু টেকার ব্যবহার ব্যবস্থা করতে হয়।

১০ নভেম্বর '৭৭

শ্রী অনিল চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় একই ধারায় ১৯৬৭—মস্কো। দশ বছর পরে আবার কামরায় ওর আবাসে সাক্ষাৎ ঘটল। সত্যজিৎ রায়ের ম্যানেজার হিসেবে দক্ষতা এবং যশ দুয়ের অধিকারী। শূন্য স্থানকাল দুই জনে পূর্ণ করতে বসলাম আন্তরিক আবহাওয়ার মধ্যে।

সকালে কাগজ পড়তে পারিনি। তখনও আসেনি। যখন বেরিয়ে ছিলাম। "কালান্তর" খুলে হতভম্ব: বর্বরশাহীর বর্বরতার পর্যায় এমন হতে পারে, এতদূর কল্পনা যায়নি। আবার প্রাণের বলি! এবং জেলে রাজনৈতিক বন্দী-হত্যা। চৌত্রিশ জন। তালিকা শুদ্ধ আছে। বিশ্বাস সহজে হয় না। জন্তুরা এমন পর্য্যায়ে নেমেছে। কালীপূজার রাত্রি। অনার্য দেবী, সুতরাং অনার্য কাণ্ড ঘটতেই পারে। তবু পার্কে এক ঘণ্টা বেড়িয়ে এলাম। ক্লান্ত থাকলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে।

১১ নভেম্বর '৭৭

ঘুম কিন্তু চিৎকারে ভেঙে গেল ৪টার সময়। পুজোপ্যাণ্ডেলে আগুন লেগেছে। ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম। প্রায় পনর মিনিট পরে ফায়ার ব্রিগেড এসে সব শান্ত করল। কিন্তু ঘুম আর হোলো না।

সারাদিন স্যামুয়েল এডওয়ার্ড লিখিত গোইয়ার জীবনের উপর লেখা উপন্যাস "Naked Maza" পড়লাম। মহৎ এই শিল্পীর ঝঞ্ঝাদীর্ণ জীবন-কথা। জাতির জীবনের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত, তেমনই ঘটনাকালে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পীধারার ইতিহাস। যদিও এখানে ডাচেস অফ আল্‌বার প্রেমোপাখ্যান ক্যানভাসের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে তবু স্পেনের ইতিহাস বেশ ভালই পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। এই বুনানির ফলে বড় সুখপাঠ্য উপন্যাস। Smartness স্মার্টনেস শিল্পগত মূল্য যদিও ক্ষুণ্ন করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

১২ নভেম্বর '৭৭

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবস। নৃপেনদার নেমন্তন্ন। দিদি অন্নপূর্ণা। সেনগুপ্ত নয় বহু ভগিনীর সমাবেশ সেখানে। অনেক ভাইফোঁটা নিতে হয়। মধ্যযুগীয় এই রেওয়াজ মন্দ নয়, সমাগমের ব্যবস্থার দিক থেকে। দুপুরে ওদের বাড়ী গেলেও রাত্রি সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত কাটল। রণেশদা ছিলেন বলা বাহুল্য। কারণ, অন্নপূর্ণা তাঁরই দিদি। যোগসূত্র সেখান থেকেই। নৃপেনদার বোনেরাও এসেছিলেন। সকলেরই সঙ্গেই পরিচয় আছে। ফলে, জমজমাট আসর। আসর ভাঙলে রণেশদা সহ হেঁটে পার্ক সার্কাস। মৃদু ঠাণ্ডা, পাশাপাশি উভয়ের মৃদু গুঞ্জন। ক্লান্তি আর কোন ফাঁকে ঢুঁ মারবে?

১৩ নভেম্বর '৭৭

যথারীতি ভোর চারটেয় উঠেছিলাম। ন'টা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করে আর মন বসল না। কবি অরুণ মিত্রের সঙ্গে বহুদিন দেখা নেই। বাং কবিতায় ফরাসী মেজাজ বয়ে আনার জন্যে কবির ঋণ স্বীকার্য। অতি শান্ত মানুষটি। রচনাও Undertone-এ। ওঁর সঙ্গে দেখা করার বাসনা জেগে উঠল। যথারীতি Start। কিন্তু পূর্ব বালিগঞ্জ প্লেসে গিয়ে দেখলাম খাঁচা শূন্য। কপোত-কপোতী চলে গেছে কুষ্টিয়া রোডে সরকারী কোয়ার্টারে। ধাওয়া করলাম। নতুন বাসা। ছোট ছোট দু'রুমের ফ্ল্যাট। বইয়ের জন্য বাসিন্দারা কোণঠাসা আরো। অরুণ বাবু বেরিয়ে গেছেন। গৃহিণী বললেন, র‍্যাশান ত এক পুরাতন জায়গা থেকে তুলতে হবে। তেষট্টি, বছর বয়সে এক জন বাঙালী কবির এই দশা। হতাশ, ভাবলাম নিকটে অবন্তী সান্যালের বাসা, সেখানে ঢুঁ দেওয়া যায়। তিনি গেছেন বর্ধমান। গৃহিণী অবিশ্যি প্রচণ্ড আতিথেয়তা দেখালেন। একগাদা মিষ্টির আহার হাঁইফাই দশা। আমি যে বৃদ্ধপদবাচ্য এত মিষ্টি আহার বাধা, তা মাডাম সান্যাল কিছু বাক্যব্যয়ের পর বুঝলেন। এখান থেকে বিদায় নিয়ে অচ্যুত গোস্বামীর বাড়ী। গরুর স্বামী পদবী, কিন্তু নীচে দু'তিনটি পাটনাই ছাগলের সঙ্গে প্রথমেই সাক্ষাৎ ঘটল। এখানেও হতাশা হতে হবে। কিন্তু দোতলায় (এক বছরে একতলা বাড়ীর প্রমোশন ঘটেছে আমার জানা ছিল না) শ্রী গোস্বামী মশাইকে পাওয়া গেল। এখানে আহার, (ফিন্ থোড়া ফল-মিষ্টি নয়) আন্তরিকতা, আলাপ-ট্রুয়েট (ইংরেজীতে চলে ত?) সমানতালে বেলা সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত চলল। পরে ৩৯ নং বাস ধরে পার্ক সার্কাস। সন্ধ্যায় ভ্রমণ। টলষ্টয়ের War and peace আবার পড়ছি, কাউন্ট ভদ্রলোকের কলকব্জার পরিচয় নিতে। দশ দিন পরে এটা শেষ করেই নিজের উপন্যাস ধরব। আর দেরী করব না।

১৪ নভেম্বর '৭৭

সারাদিন গৃহে। War and peace পাঠ। টলষ্টয় এক Point থেকে আর এক

www.pathagar.com

পয়েন্টে কীভাবে পাঠক বা চরিত্রকে নিয়ে যান এটুকু জানার ইচ্ছেয় আবার এই গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ। যুদ্ধের (ক্লান্তিকর নয় যদিও) দৃশ্য কিছু কিছু বাদ দিচ্ছি।

১৫ নভেম্বর '৭৭

বাউল পূর্ণ দাসের ভবনে সকাল ৮টায়। অপূর্ব কণ্ঠধারী জনপ্রিয় শিল্পীর আমন্ত্রণ আজ রক্ষা করা গেল। প্রতিভাবান ব্যক্তি। অশেষ জনপ্রিয়তা। পয়সাও পেয়েছেন প্রচুর। এখন নিজের গাড়ী বাড়ী আছে। খুব বেশী Sophistication ওঁর কণ্ঠের বা চিত্তের প্রতিবন্ধক না হয়ে ওঠে। কারণ, বাউলগানের উৎস ত মৃত্তিকা। দুপুরে কলেজ ষ্ট্রীট। প্রকাশক কিছু অর্থ দেওয়ার কথা। কিন্তু দেখা নেই। হতাশ ফিরে এলাম। বহু সময় গচ্চা গেল। সন্ধ্যায় লম্বা হাঁটা-গড়িয়াহাটা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যায় টলষ্টয়। নির্বিঘ্ন ঘুম, যেহেতু প্রচুর ধকল ব্যয়িত।

১৬ নভেম্বর '৭৭

মনসুর হবিব অসুস্থ, সংবাদপত্রে দেখলাম। হাসপাতালে দর্শন নিষিদ্ধ। অগ্রজ মটোর ভাই (সৈয়দ শাহেদুল্লাহ) খোঁজের নিমিত্ত লোয়াব রেঞ্জে ওর বাড়ীতে। শিয়া-সুন্নী বিভেদের পর তিনি C.P.M দলে। আমার তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। অগ্রজ কানে ভাল শোনেন না। জেলে টায়ফয়েডের খেসারৎ। তবু কথা চালিয়ে গেলাম। হাঁক মেরে মেরে। শিয়া-সুন্নী কোন্দলে উনিও বিব্রত। তবে গ্রুপে ঢুকে গেলে ব্যক্তির যে দশা হয়, তার লক্ষণ পুরোপুরি দেখা গেল। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন মতে ধাক্কা খেলেই। সোবহান আল্লা! মার্কসবাদও কী মোল্লা জন্ম দেবে শেষে?

১৭ নভেম্বর '৭৭

মাসুদ আজ য়ুরোপ থেকে প্রায় দু'মাস পরে ফিরবে। এই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর অনুপস্থিতি পদে পদে অনুভব করা যেত। এয়ারপোর্টে যেতে পারলাম না। নানা ঝামেলার মধ্যে একটা অস্বোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলাম। সন্ধ্যায় হেঁটে এলাম অনেক দূর। বিমান সফর হোলেও ক্লান্তিকর। আজ আর মাসুদকে আরো ক্লান্ত করতে যাব না, ঠিক করলাম।

১৮ নভেম্বর '৭৭

সকালে মাসুদ সন্নিধানে। লন্ডন থেকে হাস্‌না/রশীদ এরিনমুর তামাক তিন টিন ও পার্কার ডট পেনের রিফিল পাঠিয়েছে। সাত বছর দেখা নেই এই স্নেহাস্পদা অনুজার সঙ্গে। ওদের স্বামী-স্ত্রী আন্তরিকতার স্পর্শ নতুন স্রোতে আবার ধাক্কা দিলে। মাসুদের সঙ্গে দু'মাসের গ্যাপ-ভর্তি করব। কিন্তু তাড়াতাড়ি ভাগতে

www.pathagar.com

হোলো। ঢাকা থেকে এক হারামজাদা এসেছে, সে ওর সঙ্গে এখনই দেখা করতে আসবে। এই জীবটা স্বাধীনতা আন্দোলনে পেশাদার সৈনিক হিসেবে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল। এখন পুরো মার্কিন দালাল এবং ওদের কল্যাণে প্রচুর পয়সা বানিয়েছে। জঙ্গী শাহীর এজেন্টের কাজ করে। বেড়াতে যাবে শান্তিনিকেতন। তাই মাসুদের সুপারিশ-নামা নিতে আসবে। হায় রবীন্দ্রনাথ, তোমার তীর্থ দেখতে কতো জীবজন্তু পর্য্যন্ত যায়। যেহেতু Retreat হিসাবে আরামের জন্যে ওদের প্রচুর দৈহিক সুখ দিতে তোফা। দৈনিক ৬০/৭০ টাকার আধুনিক বিশ্রামবাসও শান্তি নিকেতন আছে।

টলষ্টয় লিখেছেন, "To a lackey no man can be great, for a lackey has his own conception of greatness." বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে এখন মনে হয়, আমরা Lackey ছাড়া কিছু নই।

বিকেল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত মাসুদের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক শান্তি পরিষদের সঙ্গেও মাসুদ এবার যুক্ত হয়ে এসেছে সদস্য হওয়ার অনুমতি দিয়ে। ওদের একটা সেমিনারেও উপস্থিত ও শরীক হয়। এখন সামাজিক দিক ছাড়া ওর পরিবারিক কাহিনীও শোনা গেল। ওর সহোদর বোনের সঙ্গে সাতাশ বছর পরে লন্ডনে দেখা। বর্তমানে মানসিক হাসপাতালে। এক অসম দাম্পত্য-জীবনের দুর্ভোগে বেচারা লণ্ডভণ্ড। আরো নানা ব্যক্তিকেন্দ্রিক খবর পাওয়া গেল। হোসনা এবং রশীদের চাক্ষুষ সংবাদ এত দিনে পেলাম। স্মৃতির পীড়ন সহজে থামে না।

১৯ নভেম্বর '৭৭

টলষ্টয়ের War and peace এর অন্যতম নায়ক পীয়ের বলছেন "....We imagine that when we are thr own out of our usual ruts all is lost. but it is only then that what is new and good begins" অনেক কাল আগের প্রতিধ্বনি। আমি নতুন করে গলায় গেঁথে নিলাম। নির্বাসন জীবনে যেন এক দৈবমন্ত্র পাওয়া গেল। পরবর্তী অংশও গমকের মত আচমকা রণন তোলে, While there is life there is happiness: There is much, before us."

২০ নভেম্বর '৭৭

স্নেহাস্পদ নওয়াজেস তার ফটোগ্রাফের বই পাঠিয়ে ছিল একখানা, সত্যজিৎ রায়কে দেওয়ার জন্য। সুতরাং যাত্রা সকালেই। সঙ্গে সারথী বন্ধু জাষ্টিশ মাসুদ। পরিচালকের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কাটল। ওঁর মুখ জবানী শোনা গেল, নতুন ছবি, "সতরঞ্জকী খেলাড়ী"র নানা কাহিনী। নবাব ওয়াজেদ আলির শিল্পী মনের কথা কোন ইতিহাসে নেই। তাকে অপদার্থ বিলাস-পরায়ণ শাসক বলেই চালানো

www.pathagar.com

হয়েছে। পরিচালক এই দিক তুলে ধরেছেন। আর পাশাপাশি ইতিহাসের ধারা যথাযথ রাখার চেষ্টা পেয়েছেন। গল্পে নেপথ্য ইঙ্গিত ছিল মাত্র। সত্যজিৎ বাবু ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করার জন্যে ব্রতী হয়েছেন। খেলোয়াড়দের অজানিতে ইতিহাস বয়ে গেছে অথবা তাদের কোন চেতনা নেই। পরিচালক আরো বললেন, লাক্ষৌর তৎকালীন লেবাস, লোয়াজিমা সবই কলকাতায় বনেদী বাড়ীতে পাওয়া গেছে। এক একটা শাল দু'শ বছরের কম পুরাতন নয়। এসব গবেষণা রায়মশাই সাত আট মাস ধরে নিজেই করেছেন। বর্তমান Obscurantist সমাজে ওঁর "দেবী" বইটা দেখালে কিছু প্রতিরোধের কাজ করত। তিনি বললেন, "এখানে কাগজে আমি ব্রাহ্মণ বলে নাকি হিন্দুধর্মের উপর কটাক্ষ করেছি, লেখা হয়েছিল, অথচ আদি রচয়িতা প্রভাত মুখোপাধ্যায় হিন্দু, তা সংবাদপত্রসেবীরা ভুলে গেছেন।" নানা আলোচনা এবং দামী সিগারেট (কণ্ঠ বাঁচাতে পরিচালকের বোধ হয় এই একমাত্র বিলাস) পানের ফাঁকে বড় মনোরম সকাল কাটল। রোববারের মেজাজ আমার উপর। পাঁচ নম্বর বাস ধরে চিন্মোহন সেহানবীশ, নিরঞ্জন সেনগুপ্তকে পাওয়া গেল শরৎ ব্যানার্জি রোডে। উভয়ে ব্যস্ত। তাই প্রতিবেশী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সন্নিধানে। সেখানে আরো অভ্যাগত সমভিব্যহারে বারোটা বাজানো গেল। নবপত্রপ্রকাশনীর প্রসূন বসু উত্তম দোহার ছিলেন গমগমে আসরে।

২১ নভেম্বর '৭৭

কলকাতার গোমরামুখী আকাশ জল ছাড়তে শুরু করেছে গত রাত থেকে। ঝিরঝিরি বৃষ্টি। প্যাচপ্যাচে কাদা। তবু বেরুতে হোলো। ঢাকাযাত্রী এক বিশ্বাসভাজন পাওয়া গেছে। ওর হাতে অপুর জন্যে বই, তার প্রিয় লপচু-চা, দাদু সুফেনের তরে টফি আর গৃহিণীর জর্দা পাঠানো যাবে। আনন্দবিষাদ মিশ্রিত এই এক যাত্রা। হঠাৎ গৃহাগত প্রাণ বেরিয়ে পড়ে, একা থাকতে দেয় না। বিকেল-সন্ধ্যা নোংরা রাস্তা ও আবহাওয়া এক করে যথারীতি আধ ঘণ্টা ভ্রমণ সম্পন্ন করা গেল। এদিকে লোডশেডিং। অন্ধকারে গত দু'দিনে মিশরের প্রধানমন্ত্রী সাদাতের কার্যকলাপ বা পর্যালোচনামুখী মন। ইহুদী বর্ণবিদ্বেষ কোন সুস্থ মানুষের থাকা উচিত নয়। কিন্তু ইসরাইল রাষ্ট্র যদি মার্কিন ঘাটিয়ালের ভূমিকা নেয়, তখন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণাবশতঃই ওদিকে ঘৃণার প্রসার স্বাভাবিক। সাদাৎ কী ফিলিস্তানের চালে মাৎ (মত্ত) হয়েছেন তা দু'এক দিনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২২ নভেম্বর '৭৭

বকরীঈদের দিন। এই একটি মাত্র উৎসবের দিন আমাদের পর্বে। ইদুল ফেতর দান-দাক্ষিণ্যের পর্ব। সামাজিক সংহতি রক্ষার একটি পন্থা ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

পর্য্যায়ে দানের ব্যবস্থা। কিন্তু উৎসব ত আরো ব্যাপক। সেখানে যৌথ জীবনের প্রকাশ ঘটে। অথচ সেখানে ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়নের ব্যবস্থার তেমন জৌলুষ নেই। আহার ইত্যাদি শেষ পর্য্যন্ত বড় হয়ে দেখা দেয়। এ যেন স্ত্রী অপেক্ষা বারবণিতার আদর বেশী যে গহনায় লেবাসে সদা-ঝলমল। অথচ ব্যষ্টি এবং সমষ্টিকে এক পাল্লায় তুলতে না পারলে সমাজের আসল উন্নয়ন ঘটে না। সকালে সঞ্জীবের সঙ্গে...। অন্ধ্রে ঘূর্ণীঝড়ে সাত আট হাজার মানুষ মারা গেছে। ক্ষয়ক্ষতি বেশুমার। শহীদ এবং এ্যাঞ্জেলিকা এই সময় দক্ষিণ ভারতে থাকার কথা। ওদের কোন খোঁজ পাওয়ার উপায় নেই। বড় অস্বোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলাম। সন্ধ্যায় হেঁটে নীলরতনের বাড়ী পৌঁছলাম। ওরাও উদ্বিগ্ন। সুধাংশু ঘোষ পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। একই বাড়ী। বর-কনের আসন বা পিঁড়ি, বরণ-ডালায় ওঁর রঙের কাজ দেখে অবাক হতে হয়। জাত-শিল্পী। অথচ জীবিকার চাপে আঁকতে পারেন না। ওঁর পুরাতন একটা কাজও দেখলাম। পুঁজিবাদী সমাজে বহু প্রতিভা এইভাবে খতম হয়ে যায়, কেউ খোঁজও রাখে না। Individualistic চোখ গোটা সমাজের অমন ব্যবস্থায়। ফলে, একটা চাঁদ (ফিল্মের ক্ষেত্রে তথা Star) নিয়ে মাতামাতি করে। অথচ বহু নক্ষত্র না থাকলে চাঁদের শোভা বাড়ে না, তা বেমালুম ভুলে থাকে।

২৩ নভেম্বর '৭৭

জার্মান প্রবাদ "Set a beggar on horse-back and he'll outride the devil" বাঙলাদেশে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের কল্যাণে পদোন্নীত জেনারেলগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে জার্মান প্রবাদের মর্ম যথাযথ উপলব্ধি করা যায়।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত- "নান্দীকার" নাট্যগোষ্ঠির নেমন্তন্নে সন্ধ্যায় ওদের নাটক "ফুটবল" দেখতে গিয়েছিলাম। যুবশক্তির অধঃপতন এখন উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই এক সমস্যা। এই দগ্‌দগে ঘায়ে আঙুল দিয়েছেন রুদ্রপ্রসাদ। বিদেশী নাট্যকার পিটার টার্সনের রচনার অভিযোজন। আশ্চর্য এই রূপান্তর। পরিচালকের গুণে নিমেষে দু'ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট কেটে যায় জলের মত। আধুনিক মঞ্চরীতির সকল টেকনিক মায়-ফিল্মজাত কাটিং ফ্রিজ—এত সুন্দরভাবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলেছে যে মরীচিকার জগতে প্রবেশ খুব সাবলীলভাবে ঘটে। গ্রুপ-এ্যাকশনের পরিকল্পনাও চমৎকার। "কথকতার পাঞ্চ' Punch দ্রুত ঘটনাবিস্তারে অতি সহায়ক এখানে। তাছাড়া আছে শ্লেষ, ব্যঙ্গ, টিকা টিপ্পনী সংলাপের বহরে সব ভেসে উঠে নিজ নিজ জায়গা খুঁজে নেয়। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় লেখকেরা সমাজ থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন। সমস্যা ঘাঁটা ওদের কাছে কাদাঘাঁটার সামিল। নাটকই বরং এগিয়ে এসেছে এদিকে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত নিজেও সাবলীল অভিনয় করেন। পরিচালকের বহু সূক্ষ্ম কাজ (যথা গ্রুপ সমষ্টি এবং ব্যষ্টির দ্বন্দ্ব, বাগাড়ম্বর এবং চেতনার ব্যবধান)

www.pathagar.com

মন কেড়ে নিতে সক্ষম। হিরোইন এই নাটকে বর্তমান সমাজের এক দুরপনেয় কলঙ্কমোচনের আশ্বাস বয়ে আনা সৎ শিল্পের লক্ষণ। রুদ্র প্রসাদের এই দায়িত্ব সচেতনতা এবং শিল্পের ঐতিহ্যের প্রতি-যুগপৎসমীহা নির্ভর কলাকুশলতা উভয় দিক থেকে রুচিশীল দর্শকের প্রশংসা অক্লেশে দাবী করতে পারে।

বন্ধু সঞ্জীবের আসন খালি পড়ে রইল। কারণ, কথা দিয়েও সে কথা রাখেনি।

২৪ নভেম্বর '৭৭

রামগড় বাসষ্টপেজ থেকে কলোনীর ভেতর দিয়ে সকালে হাঁটছি। নতুন আবাদ। এখনও গ্রাম লেপ্টে রয়েছে উপনিবেশের গতরে; ডোবা, পানাপুকুর, উন্মুক্ত নালা, গাছপালার প্রচুর সবুজ। ঘুঘুর ডাকও শোনা গেল। গন্তব্য; গাঙ্গুলির বাগানের ভেতর দিয়ে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের বাড়ী। পথে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর মাকান। ঢুঁ দিতে আটকে গেলাম। দম্পতি জন উভয়ে জাত-বিস্মৃত (মরদ, মেয়ে) ঠাকুরমা সেজে বসলেন। কিছু খেতেই হবে। শেষে আধ-কাপ দুধ নিঃশেষ মারফৎ এঁদের আতিথেয়তা থেকে রেহাই পাই। পুরাতন মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে তেমনই শান্তি। বয়স হয়ে গেছে, যখন তখন আহার বিপদ-সঙ্কুল মানতে নারাজ। বিরাশি বছর বয়সে স্যার এখনও বেশ চলাফেরা করেন। আর মগজ আজও টনটনে। অন্ধ সোভিয়েট বিদ্বেষ চৈনিক নেতাদের মার্কসবাদ থেকে খারিজ করে দিয়েছে, তা তিনি যুক্তিসহকারে পরিষ্কার বললেন। অবিশ্যি এবার অধ্যাপক সরকারকে দৈহিকভাবে জরাক্রান্ত মনে হোলো। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দেখে, দেড় ঘণ্টা পরে আমি আসর ভেঙে দিলাম। ওঁর দুহিতা শিপ্রা সরকার (পৈতৃক ইতিহাস-পিপাসা নিজেও রপ্ত করেছেন) শেষ দিকে যোগদান করেন। আবার গাঙ্গুলি বাগান, রামগড় কলোনির ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মিনিবাস ষ্ট্যান্ডে। সকালের তীর্থযাত্রায় উৎফুল্ল মন তরতাজা এই সব মানুষের সংস্পর্শেই ত জীবনের মানে পাঠদ্দশায় খুঁজে পেয়েছিলাম।

২৫ নভেম্বর '৭৭

স্নেহাস্পদ সাগর সেন (?) খবর দিয়ে গেল। চরম দুঃসংবাদ। স্নেহভাজন, সেই স্কুল জীবন থেকে, রওশন আলী ঢাকায় মারা গেছে সামরিক নির্য্যাতনের ফলে। সপরিবারে রওশন আলী (আওয়ামী লীগের M.P) আমাদের মত পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। গত মে মাসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে রওশন ফিরে যায় যশোরে। ওখানেই বাড়ী এবং ঐ এলাকার প্রতিনিধি। এতদিনে সব যন্ত্রণা নিভে গেছে তার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তেইশ তারিখে পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর সাফাই মেলানো কঠিন। সাচ্চা ঈমানদার চল্লিশ বছরের চেনা রওশন আলী।

www.pathagar.com

আমার মতই কৃশকায়, পাৎলা। নির্যাতনের ধকল কী করে সইবে? মৃত্যুর বহর নিয়ে বাস। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। রওশন আলীর স্মৃতি নানাভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

২৬ নভেম্বর '৭৭

দুপুরের ঘুমের পর বাল্যকালের লীলাভূমি মমকপুর গ্রামের ছবি ধাক্কা দিতে লাগল। দাদীর সঙ্গে ফুফু আম্মা নবীজানের বাড়ী কতবার না যেতাম এবং দাদীর ন্যাওটা তিনি না-ফেরা পর্য্যন্ত মমকপুর গ্রামে আমিও আছি। পুরাতন দিনের কতো মুখ না দেখতে পেলাম। পুরাতন বহু ঘটনা। ফুফুর সত্তার নামে দশ বছরের ছেলে ডুবে মারা যায় ভিটের উত্তর দিকের ডোবায়। এদের নতুন ভিটে বাঁধতেই মাটীকাটার ফলে ওই ডোবা। বাবার খালাতো ভাই এঁরা। সাত ভাই ছিলেন ফুপারা। এখন শুধু সব চেয়ে ছোট সয়ীদ চাচা বেঁচে আছেন, আর সকলে পরপারে। ঘড়ির ব্যবসায়ী আব্দুল হালিম চাচার দোকানের সাইন বোর্ডে (মালিক বদল হলেও মেজ লেন গ্লোব সিনেমার বিপরীত) নাম আজও আছে। ফর্সা পুরু চেহরা, চাপ দাড়ী, গমগমে কণ্ঠস্বর–ওর অবয়ব আজ চোখে দেখলাম আবার। এমন আরো বহু আত্মীয়স্বজন। পুরাতন মুখ নয় শুধু পুরাতন ঐশ্বর্য্য (পাড়াগাঁয়ে ঈষৎ শ্রী) আর নেই। সবাই বড় গরীব। কৃচ্ছ্রতায় অবসিত। বৃদ্ধা একদল বিধবা জেঠী, চাচি ওদের দেখলে কষ্ট হয়। দেশত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত এখন নানা ভাবেই রগড়ানি দিতে তৎপর। জেমস জয়েসের চরিত্র ষ্টিফেন ডেভেলাসের Password ছিল "Silence, Exile, cunning". Exile ছাড়া আমার আর কিছু নেই।

সন্ধ্যায় হেঁটে ক্লান্ত পার্ক সার্কাসের পার্কে বসলাম। সামনে মেলার বিপণী। মাস খানেক ধরে চলছে পুজোর সময় থেকে। হঠাৎ বন্ধুবর বেণু ধরকে দেখে উঠে পড়লাম। তিনি একা নন। সঙ্গে বৌদি, ভাইঝি এবং তিন বছরের ছেলে পাপ্পু। এই নাতির সঙ্গে কল্যাণী আলাপ জমতে দেরী লাগেনি। কারণ, কেউ ধরায় তার পর নয়। আমার পৌত্রদৌহিত্র দল ছুটে এলো যেন কচিবন্ধুর আশেপাশে। ওর বায়না মত, আমি বেণু বাবু উভয়ে 'মেরি গো রাউণ্ড', দোতলায় চড়লুম। বৃদ্ধকাল। চেনাশোনা কেউ আশেপাশে ছিল না। রক্ষা। ফুটফুটে স্মার্ট পাপ্পুকে ধন্যবাদ এমন সুযোগদানের জন্যে।

২৭ নভেম্বর '৭৭

রাত্রে বঙ্গবন্ধুকে স্বপ্ন দেখলাম। হঠাৎ গলা জড়িয়ে বললেন, আমাকে হত্যা করেছ কেন? তারপর আবছা বহু লোকের কান্না শোনা গেল? এখন আমরা দু'জনেও কাঁদছি। পরে এক বিরাট প্রান্তরে হাঁটতে লাগলাম, দু'জনে...

www.pathagar.com

মাথার ভেতর দু'বছর ধরে প্রতিদিন বাঙলাদেশের দুর্ভোগ তাণ্ডব তোলে। স্বপ্ন দেখা, তাও বঙ্গবন্ধু মুজিবকে এমন বিচিত্র কিছু নয়।

সন্ধ্যায় হেঁটে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগে নীলরতনের বাড়ী। প্রতিমা গৃহনির্মিত সুস্বাদু কেক যোগে (গৃহনির্মিত অর্থ স্বনির্মিত) চা খাওয়ালে। শ্রীগোপাল হালদার পাটনাপ্রবাস থেকে ফিরে এসেছেন। পথেই দেখা। আমরা তিনজনে শ্রীযুক্তা উষা দেবীর বাড়ীতে (এই কলোনীরই বাসিন্দা) হাজির হলাম। সেখানে আতিথেয়তার বহর কম নয়। কিন্তু পাকস্থলীর অজুহাতে এক কাপ চা খাওয়া গেল। পরে গোপালদার নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। ৭৬ বছর বয়সে দাদা জনী ওয়াকার Still going strong এবং কথা বলেন With gusto. জীবন্ত মানুষ ত। পরে রাত্রি ন'টার দিক বাস ধরে ডেরায়।

২৮ নভেম্বর '৭৭

নান্দীকর নাট্যগোষ্ঠির পরিচালক রুদ্রপ্রসাদের আমন্ত্রণে সকাল সাড়ে আটটায় ওদের আপিসে। ব্রেখতের নাটক 'ককেশীয়ান চক সার্কল" রূপান্তর করছে রুদ্র। বাদশা, সুবেদার চরিত্র এবং আরো মুসলমান চরিত্র সন্নিবেশের বাসনা পরিচালকের। তাই আমার সঙ্গে পরামর্শ দরকার ছিল। রুদ্র কিছু ব্রেখতীয় ছড়ার (রূপান্তরিত) সুর করেছে। খুব ভাল লাগল টেপা শুনে। হীর রঞ্জার লোকসুর ভাল লাগল। ওদের গোষ্ঠির তরুণ সৌমিত্র এসে শরীক হোলো। সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত কাজ সেরে আহারে নিয়ে গেল রুদ্র শ্রীরঙ্গমের চৈনিক রেস্তোরাঁ "সাম্পানে"। পরে আমি সঞ্জীব সন্নিধানে। মণি সেন ছিলেন। এখানেই বজ্রপাতের মত শুনলাম, 'চতুরঙ্গ-প্রাণ" বন্ধু আতোয়ারের মৃত্যু সংবাদ। সত্যি আতোয়ার মরে গেছে? ওর সদ্যবিধবা স্ত্রীকে দেখে প্রশ্নটা যেন গিলতে লাগলাম। আটত্রিশ বছর ধরে চেনা। মতামতে অনেক গরমিল ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলমান হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে ওর কট্টর Stand আমাদের সম্পর্কের কোন ব্যাঘাত ঘটায়নি। নির্বাসনে এসে এই এক সুহৃদের শুভাকাঙ্ক্ষা সদাজাগ্রত ছিল। ওকে হারিয়ে ফেললাম। বহুদিনে এই ক্ষতির ধাক্কা সোজা থাকতে দেবে না। যৌবন কালে সিল্কের শার্ট আর ধূতি পরত। সুদর্শন তনু। প্রাচীন দিনগুলো আবার দৌড়ে এলো। নাবালক দু'জন রেখে গেছে। গৃহিণীর বহু ধকল সইতে হবে, সে কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। আতোয়ারের আর এক বন্ধু শ্রী নীহার চক্রবর্তী ব্যবসা করেন। এই দুর্দিনে তিনি পেছিয়ে থাকবেন না, আমার ধারণা।

২৯ নভেম্বর '৭৭

গতরাত্রে ঘুম আসছিল না। আতোয়ারের অতীত নানা কর্মবিধি স্মৃতিরূপে

www.pathagar.com

খাড়া হয়। নবযুগের (ফজলুল হকের রাজনৈতিক মুখপত্র) মুদ্রক প্রকাশক। 'ত্রিকাল' পত্রিকা। এমনতর সব অনুষঙ্গ...

সকালে নাটকের সমাজতত্ত্বের উপর কিছু বিদেশী লেখকদের সংকলন প্রবন্ধ পাঠ। পরে ঢাকাগামী এক স্নেহভাজন-মারফৎ কিছু খবর প্রদান গৃহিণীর নিকট করা গেল। বিকেলে সাগর সেনের নিকট। সেখানে ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সেক্রেটারী এবং গৌর সাহার (কাদের সিদ্দিকীর দেহরক্ষী) সঙ্গে সাক্ষাৎ। পরে, প্রসূন মজুমদারের বাড়ী। এখানে রণেন রায় মশায়ের কণ্ঠে বাউল মারফতী গান শুনলাম। ভদ্রলোকের কণ্ঠ মধুর। দরদ প্রচণ্ড। রাত্রি ন'টার কিছু বেশী হয়ে গেল, খেয়াল ছিল না। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ব্রেখ্‌তের ককেশীয়ান চক সার্কেলের কিছু কিছু তথ্য চেয়েছিল রূপান্তরের উদ্দেশ্যে। একটা বই দরকার। তাই হিন্দুস্থান পার্কে শর্মীকের বাড়ী গেলাম। সুব্রতর কনিষ্ঠ, ফলে যোগাযোগ অনেক দিনের। শমীক বাড়ীতে নেই। বৌমা বললে, বইটা নেই, কাকে যেন দিয়েছে। তবু খুঁজলাম। হতাশ। বাড়ী ফিরতে রাত দশটা।

৩০ নভেম্বর '৭৭

দুপুরে অপ্রত্যাশিত বলা চলে, স্নেহভাজন কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা হোলো। পূর্বে ওকে আর চাক্ষুষ দেখিনি। ছ' ফুট দু' ইঞ্চি কি আরো বেশী, শালপ্রাংশু চেহরা, ফর্সা রঙ, ঘন দাড়ীর কালোয় আরো উজ্জ্বল। অবয়ব যেন ইতিহাসের সব ধাক্কা সামলানোর জন্য তৈরী। সঙ্গে আরো দু'তিন জন ছিল। তাই রাজনীতির তেমন সংবাদ নিয়ে কেউ জড়িয়ে পড়িনি। সাধারণ দু'একটা আঁচ পাওয়া গেল। খুনীদের মোকাবিলায় এই তরুণের জয়সাফল্য না চেয়ে উপায় নেই। আমার আদর্শ, অস্তিত্ব সবই সেইখানে পোঁতা আছে। আমিও বললাম, ইতিহাস তার পতাকা বয়ে নেওয়ার জন্যে কাকে বেছে নেয় কেউ জানে না। তার নিশান বরদার তুমি, আশা করি তোমার মনে তা সদা জাগরূক থাকবে।

সন্ধ্যায় আতোয়ারের বাড়ী। আরো অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী এসেছিল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র আতোয়ারের অসুখের দিন থেকে গোরস্থানে (রাত বারোটা) পর্য্যন্ত শেষকৃত্যেয় সামিল ছিলেন প্রতিদিন, নিজের দায়িত্ব-জাত ব্যস্ততা সত্ত্বেও। "চতুরঙ্গ" অখ্যাত বহু জনকে খ্যাতি দিয়েছে। আতোয়ারের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। উনি ভোলেননি। মৃত্যুর পরও প্রতিদিন এক ফাঁকে চলে আসেন। এমন শুভানুধ্যায়ী আছে এদের। আমার অনেক চিন্তা লাঘব হয়ে গেল। নাবালকদের নিয়ে বিধবা হাবুডুবু খাবেন না অন্তত।

www.pathagar.com

১ ডিসেম্বর '৭৭

ক্যানাডা থেকে বুয়া (এ্যারোমা দত্ত) পত্র দিয়েছে। কাল পেলাম। পত্রের ভেতর ওর বাবার পত্র। এবং জরুরী। সুতরাং সকালে সঞ্জীব সকাশে। বাড়ীতে ছিল না। রণধীর রায় সহ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ভেতর ওদের চা-পান তীর্থ "বসন্ত কেবিন"। সেখানে দু'জনকেই পাওয়া গেল। শিল্পে কোন রকম কৌশলই চালিয়াতি ছাড়া আর কিছু নয়। খ্রীষ্টান ঈশ্বরের মত শিল্পী বলবে, Let there be light আর জগৎ আলোকিত হয়ে উঠবে। অমনি সরল সহজ হবে শিল্পীর উপায়। সঞ্জীব এই অসম্ভবের পায়ে মাথাকুটার পক্ষপাতী। কিছু তর্ক বাধল। স্বাভাবিক। আসর ভাঙার পর আমি এ্যান্থনী বাগানের দিকে। অচ্যুত সাহার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। পথে বেনিয়াটোলার ভেতর রণধীরের আস্তানা দেখে নিলাম। অকুস্থলে হতাশ। যথারীতি আসামী সাহা বারাসত গেছেন। আকু কাকার মিষ্টি কিছু হতাশার আগুনে জল ঢাললে। বসে বসে সমরেশ বসুর 'বিবেক' নামে একটা গল্প পড়লাম। গল্প মানে ঘটনা। গল্প মানে একরৈখিক কোন সিদ্ধান্ত। সমরেশ খতম হয়ে গেছে সেই পথে হেঁটে। এখন Signature value থাকবে শুধু ওর রচনার। Signature value বেচেও কারবার বহু দিন চলে। একদা "আদাব" গল্প রচয়িতার পরিণাম বটে! সামাজিক দুঃখ তলিয়ে দেখার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে। Establishment-মোহন জগতই তাকে সহজে আকর্ষণ করে।

২ ডিসেম্বর '৭৭

এইভাবে জরা আনে অলক্ষিতে চুপিচুপি। সকালে উঠতে মাথা ঘুরে গেল। কাল একুনে দু'ঘণ্টা হেঁটেছি। রাত্রে লেখাপড়া দু'ঘণ্টা। দিনেও বেশ কিছুক্ষণ। পরিশ্রম এত করা চলবে না। তারই নোটীশ পেলাম। গোসল, শেভ, নাস্তা তৈরী, লুংগি গেঞ্জি গামছা ধোওয়া রোজকার ব্যাপার। এতে দু'ঘণ্টা যায়। এই সময়টা কমাতেই হবে। আর সাবেক পন্থা অচল। দেখা যাক, কী করা যায়। ঘর-ঝাড়ু অবিশ্যি রোজই থাকবে। এটা ছাড়া যাবে না। শেভ বাদ দেওয়া যায়। এইভাবে সময়ের মিতব্যয়িতা করতেই হবে।

৩ ডিসেম্বর '৭৭

Jorge Luis Borges জর্জ লুই বরহেস (Borges এর উচ্চারণ) আর্জেন্টিনাবাসী। এই লেখকের কোন বই আগে পড়িনি। 'এক্ষণ' সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য্যকে ধন্যবাদ। তার কাছেই প্রথম নাম শুনলাম। শ্রীরণধীর রায় তার বই 'Labyrinth' পড়তে ধার দিয়েছেন। এই তরুণ লেখককেও ধন্যবাদ। এমন Metaphysical গল্প আগে আমি পড়িনি। আর আশ্চর্য লেখক। অতি সংক্ষেপে

www.pathagar.com

পরিবেশ রচনার দক্ষতা লেখকের অতুলনীয়। কিন্তু আধিদৈবিক ব্যাপারে ডুবে গেলে জগৎ ফাঁকা। এমন গুণপনা থাকা সত্ত্বেও লেখককে এক বাক্যে বলা যায়, Facist ফ্যাসিষ্ট। ব্যক্তিমানুষের দুঃখ কেবল তার অস্তিত্বজাত একথা মানলে, জাগতিক সুখ-দুঃখ অর্থহীন হয়ে যায়। পলায়নবাদিতার এই এক সুবিধাজনক ফাটল মানবতা বিরোধীরা সদা খুঁজে বেড়ায়। শেষ পর্য্যন্ত এমন রচনা শিল্পীর কলাকৌশলই পর্য্যবসিত থাকে। Leisure Class ঢেকুর তোলে আহারের তৃপ্তিসুখে। বরহেস তেমনই ঢেকুর—যদিও পশ্চাতে তৃপ্তির নানা উপাদান বর্তমান।

সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম "নান্দীকার" এ শ্যামবাজার। আমন্ত্রণ রুদ্রপ্রসাদের। "ককেসাস চক সার্কেল" রূপান্তরে আমার কিছু সাহায্যপ্রার্থী ওরা। সন্ধ্যায় বহু জনসমাগম। ঝুপড়ি-ঝুপড়ি দু'খানা ঘর। তারি মধ্যে ঠাসাঠাসি। রুদ্র তখন এক হিন্দী নাট্যগোষ্ঠিদের উদ্যোগের তালিম দিচ্ছিল। রিহার্সেলে ব্যস্ত। আমি সৌমেন চট্টোপাধ্যায় এক তরুণ নাট্যশিল্প দরদী সভ্যের সঙ্গে ওদের গুদামে বসে রুদ্রকে বোঝানোর কাজটা বুঝিয়ে দিলাম। কলকাতায় দু'শ বছরের নাটকের ঐতিহ্য। দুঃখ, আজো দৈন্যদশা ঘুচল না। কিছু তরুণ ঐতিহ্যের চাকায় আজো কাঁধ দিয়ে প্রাণান্তর পরিবেশের মোকাবিলা করছে। এদের উৎসাহে প্রৌঢ় বয়সে আমিও তারুণ্য যেন ফিরে পেলাম। যাদের প্রাণ আছে ধড়ে, তারাই চিরকাল লড়ে।

৪ ডিসেম্বর '৭৭

সারাদিন বরহেস এবং ব্রেখৎ (পালাক্রমে পড়লাম)। বিকেলে গোপাল বিশ্বাস এসে উপস্থিত। হঠাৎ। আমার ঠিকানা জানত না। তবু আন্দাজে আন্দাজে যথাস্থানে। স্নেহভাজন বিশ্বাসের নিজের বিশ্বাস অটল। চাঁটগা আঁকড়ে পড়ে ছিল। আইয়ুব খানের মিলিটারী দাপটে শেষ পর্য্যন্ত জন্মভূমিত্যাগে বাধ্য হয়। স্ত্রী কন্যা অশীতি বয়স মা সবাইকে নিয়ে স্বল্প আয়ের আয়তনে মুষড়ে পড়েনি আদৌ; সামাজিক দায়িত্ব পালনে ওর অটল ব্রতমূর্তি শ্রদ্ধার্হ। বিকেল সন্ধ্যা ওকে নিয়ে কাটল। সারাদিন কাজের পর এমন হাঁফ ছাড়ার উপাদান রোজ মেলে না।

৫ ডিসেম্বর '৭৭

Humour-শব্দের কোন বাংলা প্রতিনিধি নেই। "হাস্যরস" দিয়ে চালানোর চেষ্টা শুধু ব্যর্থতা নয় Valgar. "অভিহাস" প্রতিশব্দ হতে পারে। অভি উৎসর্গে সমীপ্য, চতুর্দিক, সম্মুখ, প্রশস্ত জ্ঞাপন করা যায়। তাই অমন শব্দচয়ন। কারণ, "হিউমার" সেই চেতনার প্রতিভূ যা সহসা অস্তিত্বের এক গভীর পরিচয় ঝিলিকের মত জানান দিয়ে ওঠে, যেখানে প্রসন্নতা বেদনা একাকার হয়ে যায়। How wise man dieth? As fools" বাইবেলের এই রসিকতা শুধু মাত্র রসিকতায় আবদ্ধ নয়,

www.pathagar.com

গভীর সত্যের সঙ্গে জড়িত। এবং একই সময়ে নানা Metaphyscial প্রশ্নের সম্মুখীন। "অভিহাস" শব্দটা চলতে পারে। দেখা যাক, জ্ঞানীগুণীরা কী বলেন?

৬ ডিসেম্বর '৭৭

বটুকদা স্মরণে কলেজ স্কোয়ারে ষ্টুডেন্স হলের সভায়। সন্ধ্যা ছ'টা। পুরাতন অনেকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। সভাপতি ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। বক্তৃতার বহর লম্বা। এক ফাঁকে অধ্যাপক সুরেশ মৈত্রকে নিয়ে ফেভারিট (কল্লোলযুগ থেকে খ্যাত) রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে এলাম। কবি মণীন্দ্র রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, তরুণ সান্যাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্নেহভাজন মোনায়েম সরকার গোঁফ রেখে প্রায় আদল বদলে ফেলেছে। চেনা দায়। সভার আকর্ষণ গান কিন্তু জমল না। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না এই অনুষ্ঠানের পেছনে। রেডিকাল বুক ক্লাবের বিমল মিত্র বাড়ী চলে গেলেন। সভা শেষ হলে রণেশ দাশগুপ্ত, সুরেশ মৈত্র, মোনায়েম এবং আমি হেঁটে শেয়ালদ এলাম নিজ কক্ষপথ সন্ধানে।

রাত্রি সাড়ে দশটা। ঘুমোনোর আনচান করছি। ছোট ছেলে জাঁনেসার পুনা থেকে এসে হাজির। আবার গৃহীজনের গুহায়। রাত বারোটা বেজে গেল আবার সুপ্তির ভেতর ঢুকতে। এক বিছানায় দু'জন আমার বড় অস্বোয়াস্তি। তাই ঘুমের বিলম্ব। আমারই সন্তান জাঁনেসার। অবাধ্যতা রক্তেই কিছু আছে। মতামতে দৃঢ় থাকে। গতবার ঢাকা যাওয়ার সময় তার আচরণ আমার ভাল লাগেনি। আজ নিজেই তার জন্যে অনুতপ্ত। আমার মতই স্নেহ-পরায়ণ। এই বয়সে মেজাজের স্থিরতা আশা করা যায় না। একথা মনে রেখেই ওদের সঙ্গে আমার আচরণবিধি গড়ে উঠবে। জাঁনেসার খবর দিলে, বন্ধু আশরাফ আলী চৌধুরী ঢাকায় ইন্তেকাল করছেন। না-না-।

৭ ডিসেম্বর '৭৭

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে মার কথা মনে পড়ল। আত্মীয় জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত পরিবার থেকে নির্বাসিত আমার ভাগ্যলাঞ্ছিতা জননী। ঢাকার ৩নং বরদাকিংকর লেনের সেই অন্ধকার ঘরে কতো যন্ত্রণা না সয়েছেন সকল বিচ্ছেদের। তাঁর হাহাকারের ঢেউ আমার বুকে প্রচণ্ড ভাবে এসে লাগল। বেকার শিল্পী ছোট ভাইটার কী দশা হচ্ছে, কে জানে? বিষাদ ঘিরে ধরল। তাই হাঁটতে বেরোলাম, ব্রেখতের Chalk Circle শেষ করে। মনের ভার কুয়াশাচ্ছন্ন পার্কের স্বল্প আলোর ভেতর কোথাও থুয়ে দিতে পারতাম। শেষে শিশির গুপ্ত, জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে এক কাপ চায়ের তৃষ্ণা মিটল, কিন্তু আনমনা হতে পারলাম না। জাঁনেসার কাছে আছে। তাই গৃহাগত প্রাণের এমন বিবাগীপনা। আবেগের এই সব

www.pathagar.com

বালুচড়া কবে পার হব? জয়নুলের পর আর এক বন্ধু চলে গেছে চৌধুরী ভাই। আশরাফ আলী চৌধুরী। না, মধু চৌধুরী।

৮ ডিসেম্বর '৭৭

ব্রেখতের "Chalk Circle" নাটক লোককথা এবং রূপকথার ঢঙে সামাজিক কতোগুলো তথ্য পরিবেশনের উপায় হিসেবে গণ্য করা যায়। প্রাচীন ধ্রুপদী নাটকে স্থান এবং কালের ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হোতো। এখানে তার বালাই নেই। অথচ প্রাচীন কোরাসের পদ্ধতি এখানে প্রচুর ব্যবহৃত। কিছু গ্রাম্যরসিকতা কেন্দ্রিক সংলাপ নাটকটি পঠনে সাহায্য করে। ব্রেখৎ ত শেক্সপীয়ার নন যে মঞ্চ এবং কক্ষে (পড়ার জন্যে) উভয়স্থলে হৃদয়গ্রাহী। হয়ত মঞ্চে এই নাটক চমৎকার উৎরায়। দেখার সৌভাগ্য হয়নি। হ্যাজলিট "অনন্ত শেক্সপীয়ার" এর কল্পনা করেছিলেন। আমার মতে নাটক মঞ্চে ও পাঠ উভয় ক্ষেত্রেই উপাদেয় হওয়া উচিত। "নান্দীকার" এর প্রচেষ্টা কোথায় দাঁড়ায় দেখার বড় কৌতূহল রইল।

৯ ডিসেম্বর '৭৭

অনেক দিন আবু তৈয়েব এবং সাবেরা ভাবীর সঙ্গে দেখা নেই। বিকেলে ওদের বাড়ীতে চা খেয়ে আতোয়ার রহমানের শোকসভায় গিয়েছিলাম। নানা দিকে গুণময় পুরাতন বন্ধু, যদিও রাজনৈতিক ঝগড়া ওর সঙ্গে বহুকালের। সভার সভাপতি ছিলেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। আমিও একটা ভাষণ দিয়ে বসলাম। যাদুঘরের ভেতর এমন একটা সুন্দর হোলো তৈরী হয়েছে স্বাধীনতার পর আমার জানা ছিল না। সাংস্কৃতিক মহল ছাড়া আরো গুণগ্রাহী ছিল আতোয়ারের আজ আরো স্পষ্ট হোলো। কবি মণীন্দ্র রায়, নীরেন চক্রবর্তী, বন্ধু মাসুদ এবং অনেকের সঙ্গে দেখা হোলো। আতোয়ার মরে গেছে, ভাবতে পারা যায় না। চতুরঙ্গ এর বর্তমান সম্পাদক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, কর্মকর্তা মানিক মুখোপাধ্যায় এবং আতোয়ারের আর এক বন্ধু নীহার চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ, তাঁরা এমন স্মরণ-সভার আয়োজন করেছিলেন। বর্তমানে মন্ত্রী, শ্রী অশোক মিত্র, বন্ধুকৃত্যে সভায় সমস্ত ক্ষণ এখানে ছিলেন। এটুকু আমাকে বড় আশ্বস্ত করল–আতোয়ারের ছেলেমেয়েরা নিরাশ্রয় হবে না কোনদিন।

১০ ডিসেম্বর '৭৭

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বরং আসলে বলা উচিত, শ্রীযুক্তা বীণা সেনগুপ্তার নেমন্তন্ন (রান্না-পরিবেশনের ঝাপ্টা যিনি বহন করেন তিনিই আসল host) আমরা তিনজন গাঙ্গুলি বাগানে জড়ো হয়েছিলাম। বান্দা, শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত এবং অচ্যুত

www.pathagar.com

গোস্বামী শেষোক্ত মহাশয় ঠিক আহারের পূর্বে (বুদ্ধিমান ব্যক্তি বটে!) এসে জুটেছিলেন। বিলম্বতার জন্যে প্রচুর বাণাহত হতে হোলো। কিন্তু গোস্বামী মশায়ের গোস্বা মোটেই চাড়া খায়নি। ঠান্ডা গলায় হাসি দিয়েই ঢালের কাজ সারলেন। দুপুরের আহারের বেলা সকল বাণীবন্দনাকরীগণ বীণাবন্দনাকারী হয়ে উঠলেন। ইলিশ মাছ এবং সর্ষে বাটায় "বাঙগাল" জনের উৎফুল্ল হয়ে ওঠার স্বাভাবিকতা সেখানে ফোড়নের প্রতিনিধি। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থান আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সওয়া চারটের সময় মিনি বাস ধরলাম। গন্তব্য জ্যোতি সিনেমা। "কুরুসোয়ার দরসা উজালা" (Darsa Ujala) ছবির টিকেট কেটে রেখেছে জাঁনেসার। পিতাপুত্রে মিলে জাপানী পরিচালকের এক সুন্দর "Ballad" দেখা গেল। মানুষ, প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েনের এক অনবদ্য সংগীত। বরফপাতের পূর্বভাসে (ঝড়সহ) প্রাণরক্ষার্থে দুইটি মানুষের নীড়রচনার দৃশ্য (পর্দায় দশ বারো মিনিট) বহুদিন ভুলতে পারবো না। দু'টি মানুষ আর ঝড়ো বাতাস এই তিন চরিত্রের অভিনয় জাপানী পরিচালককে অমর করে রাখার জন্যে যথেষ্ট।

১১ ডিসেম্বর '৭৭

নীলরতন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমাদের সন্নিধানে। বুলবুল-তনয় এবং এ্যাঞ্জেলিকার খোঁজ নিতে। ওরা আর পত্র লেখেনি। হয়ত শ্রীলঙ্কা চলে গেছে। অন্ধ্রে ছিল না ঝড়ের সময় সেটুকুই সান্ত্বনা হয়ে রইল। পথে উষা দেবীর কাছে একটা ওয়েবেষ্টরের ইং অভিধান ঋণ করা গেল। বসুধা চক্রবর্তীর মান্ধাতা আমলের পুরাতন জীর্ণ ছিন্ন "Oxford" খানা এবার ফেরৎ দিয়ে আসতে পারব। স্নিগ্ধ, সমাজকল্যাণব্রতী, সনাতন প্রতিমূর্তির আদল উষা দেবী। এমন আত্মার কাছ থেকে ঋণ আদৌ বোঝা মনে হয় না।

জাঁনেসার গত চারদিন আমার কাছে ছিল। বড় ফাঁকা লাগছে ঘর। অনুষঙ্গ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব ঘুলিয়ে দেয়। স্মৃতি তার সহচর। বেদনা-আনন্দের সড়ক তাই আলাদা নয়।

আর্জেন্টিনার লেখক জর্জ লুই বরহেসের গল্পের একটা পংক্তি বার বার ঘাই তুলে গেল... ...."Initiation into mystery is the task of the lowest individuals." এই উপমহাদেশে "বিশ্বাস" এর চেহরা দেখলে কথাটার সত্যতা পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। মূর্খ পীরপুরুতগুলো কী মানসিক আচ্ছাদন না গোটা দেশের উপর টানিয়ে রেখেছে। সব চেয়ে ট্র্যাজিক মনে হয়, যখন দেখা যায়, বিবেকানন্দ অরবিন্দ প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ওই গর্তে ঝাঁপ দেন। মুসলমান সমাজের কথা বাদ দিলাম। মূর্খতাই সেখানে ধর্মের পুনরুজ্জীবন।

www.pathagar.com

১২ ডিসেম্বর '৭৭

রাজনীতির ছক বর্তমানে বিচিত্র। পশ্চিমী গণতন্ত্রের বৃহৎ "নজ্জা" বাঙলাদেশে বছরের পর বছর স্বৈরাচারী মিলিটারী শাসনের সমর্থন। তাই মুখোশ বদলাতে তারা তৎপর। ভারতবর্ষ বিন্দে মাসির ভূমিকা নিতে হয়ত পারে, শোনা গেল। বৃহত্তম, সংঘবদ্ধ জাতীয়বাদী পার্টি বাঙলাদেশে আওয়ামী লীগকে টোপ দিয়ে বড়শী গেলাতে না পারলে ঐ কর্ম সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের দোসরের দলবল তাই নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে তৎপর। কিন্তু সামরিক বাহিনীর মধ্যে জিয়ার পজিশন ভাল নয়। তাই কোন রকমে বেসামরিক সংগঠন মারফৎ Power রক্ষায় নেমেছে বাঘ-সওয়ার বাছাধন। এখন ভারতের যদি সহায়তা বা আশ্বাস পায় জিয়া যে, বেগতিক অবস্থায় ভারতীয় সৈন্যরা সাহায্য পাবে, তাহলে এই threat বা শাসানি মাহাত্ম্যে সে সামরিক বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে। বড়ের চাল বোধ হয় এইভাবে শুরু হয়েছে। দিল্লীতে জিয়া-মোরারজী সাক্ষাৎকার অমন খাতে বইতে পারে। দেখা যাক কী হয়। আফশোষ, বঙ্গবন্ধুর দয়ায় উন্নীত এইসব Barrack-bred মহাজনেরা বর্তমানে জনকল্যাণের ওছির ভূমিকায় অবতীর্ণ। নজরুলের দুটো লাইনের বাঙলাদেশে রোজ আবৃত্তি হওয়া উচিত ঃ

কপালের এ কী ফের
কুত্তা বনিল শের।

সন্ধ্যায় সঞ্জীবের সঙ্গে।

১৩ ডিসেম্বর '৭৭

আঠার শতকের প্রথম দিকে বাঙালী মুসলমানের বিভিন্ন শ্রেণীর পোষাক, ঘরের আসবার তৈজস্যপত্র, আচার ব্যবহার কী ছিল, তা নিয়ে আলোচনার জন্যে সালেক সুলতানাদের বাড়ী। সৌভাগ্য, গৃহকর্তাও আজ উপস্থিত ছিলেন। ফলে, আড্ডার আবহ ছন্দোময় হয়ে উঠল কিঞ্চিৎ বচসাসহ। ব্রেখতের "খড়িমাটীর গণ্ডী" দেখা যাক। পরিচালক রুদ্রপ্রসাদ কীভাবে পরিবেশন করে। আমার কাজটুকু সাধ্যমত সম্পন্ন হবে। সালেক সুলতানাকে ধন্যবাদ।

হঠাৎ ফরাসী কবি জাঁ ফোলেঁ (jean Fallain)-র ইং তর্জমা কবিতা হাতে এলো। আশ্চর্য্য ওর কারিগরী। চিরাচরিত হাতিয়ার তিনি ব্যবহার করেন না। আবাহনের পন্থা পরিত্যক্ত। বুদ্ধির (Intellect) বেড়া ভাঙার জন্যে সংগীতের পালিশ কিংবা চিত্রকল্পের প্রয়োগ নেই। কেবল সোজা সরল শব্দের সমাবেশে ভদ্রলোক সব কাজ সমাধা করেন। ছন্দের পরিমাপ খুব নীচু সুরের ছন্দস্পন্দের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। অদ্ভুত মরমী আবহাওয়া সৃষ্টি এই সব ছোট ছোট কবিতার লক্ষ্য।

অনেক দিন বন্ধু খতীবকে পত্র দিতে পারিনি। সেই অপরাধ আজ মোচন

www.pathagar.com

করলাম। দিল্লীর ঠিকানায় চিঠি। কোথায় আছেন, সন্দেহ রইল।

১৪ ডিসেম্বর '৭৭

শ্রীগোপাল হালদার অসুস্থ, হাঁপানিতে ভুগছেন। ছিয়াত্তর বছর বয়সে ব্যাধি, শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনে অশুভ সূচনা হয়েই দাঁড়ায়। বড় কাহিল দেখলাম শ্রদ্ধেয় অগ্রজকে। বারান্দায় রোদে বসেছিলেন একটা হাতলহীন টীনের চেয়ারের উপর। আমার জেদাজেদির ফলে কুশন্‌ওয়ালা হাতলী চেয়ার এগিয়ে দিতে বসতে রাজী হলেন। এই বয়সেও আরামের ব্যাপারে তিনি নির্বিকার। আমাকে বললেন, "মানুষের ভালবাসা ছাড়া জীবনে আর কিছু চাইনি। মনে রাখবেন।" শেষ বাক্য তাঁর বাক্যের নয়। আমি যেন ওঁকে মনে রাখি–এই বাসনা। জবাবে বললাম, "একদা (ফাষ্ট কি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি 'ঐ-নামা' উপন্যাস পড়েছিলাম সব না বুঝেও) মনে রাখব বৈকি। আমার মানস গঠনে শ্রী হালদারের অবদান কী করে ভুলব?" দাতার কাতর দুই হাত আমার করতালুর মধ্যে। জীবন-সায়াহ্নের বেদনা আমি ওঁর হাতের ছোঁয়াতে অনুভব করতে পারলাম। মনটা বড় বিষণ্ন হয়ে উঠল।

দুপুরে ছাত্র সাগর এসে ধরে নিয়ে গেল। হঠাৎ দুপুরে মাংস আহারের জন্যে সে বেজায় আগ্রহী। পার্ক সার্কাসের হোটেল সিরাজে শামী কাবাব আর রেজালা খেলাম। দুজনেই বাড়ী থেকে পলাতক। আহারের লোভ কারো নেই। হঠাৎ কেন অমন খেয়াল জাগে? সাগরের প্রশ্নের আমি জবাব দিতে পারলাম না।

সান্ধ্যভ্রমণে শেষে জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে। গণতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদ তার সংকট কাটিয়ে উঠতে কী কী দোসর খোঁজে এবং কেমন ভাবে খোঁজে সেই ব্যাখ্যা দিলেন হালফিল ঘটনা থেকে সম্পাদক প্রবর। উদারতাবাদেরও এক ফিরিস্তি পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। শ্রেণীচরিত্র বা Class-content বাদ দিলে উদারতাবাদ প্রতিক্রিয়ার আত্মরক্ষার চমৎকার ঝোপে পরিণত হয়। Appearence দেখে সাধারণ মানুষ Reality-র কথা ভুলে যায়। Secondary ও Primary সমস্যা ঘুলিয়ে দেওয়ার এই এক পন্থা। দুয়ের ফারাক অনেকে বুঝতে অক্ষম। বড় উপকৃত হলাম সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনায়। বিকেলে বিষাদাচ্ছন্ন মন এত হাল্কা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ হেঁটেও ওই ভূত তাড়াতে পারছিলাম না। কিন্তু ভূত যাওয়ার নয়। এই যুগে যন্ত্রণা-মারফৎ কতো খেসারৎ না দিতে হয়। গভীর প্রশান্তির মধ্যে জীবনের নানা জটীল প্রশ্নে ডুব দেওয়ার সুযোগ কম লোকেরই আসে। ১৪ ডিসেম্বর হাহা করে তেড়ে এলো ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে। ১৯৭১ সনের ১৪ ডিসেম্বরে কথা মনে পড়ল। এই দিনে বন্ধু মুনীর চৌধুরী, স্নেহভাজন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, ডাক্তার ফজলে রাব্বী, চক্ষুচিকিৎসাবিদ ডাক্তার আলিম, সেলিনা হোসেন প্রমুখ দেশপ্রেমীদের আল্ বদর রাজাকাররা বধ্যভূমিতে

www.pathagar.com

নিয়ে গিয়েছিল। কতো অমূল্য প্রাণের বলি। ইতিহাসের এমনই শ্লেষ, আলবদর রাজাকারদের প্রধান বদমাস মৌলানা আব্দুল মান্নান বেঁচে আছে তার দুর্নীতিজাত সম্পদসহ... না, আর কিছু ভাবব না..।

১৫ ডিসেম্বর '৭৭

কুয়েৎ থেকে লায়লী-আসগারের পত্র পেলাম। দুই স্নেহভাজনের সংবাদ পেয়ে, ক'দিনের উদ্বেগ দূর হোলো। বিদেশে একা এবং কচি এক বাচ্চা নিয়ে সংসার যাপনে (সহকারী ভৃত্য ত নেই) লায়লী নাজেহাল হচ্ছে না ত? নানু ওয়ারিদের সঙ্গে খাতির হয়েছিল। খাতির জমানোর সুযোগ আসবে কিনা রাজনীতির পটভূমির উপর সব নির্ভরশীল। কাল ওদের পত্রের জবাব দেব।

স্পেনীশ কবি হিমানেজের (Juan Ramon Jimanez) কাব্য সংকলন হাতে এলো। আগে জানতাম, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গদ্যরচনা স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বিশেষ প্রভাবিত হন। আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। হিমেনেজের একটি কবিতা (ভিজিল Vigil) প্রায় রবীন্দ্রনাথের "জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলার" প্রতিধ্বনি শেষের দিকের চিত্রকল্পটুকু বাদ দিয়ে। সেখানে পশ্চিমের মন আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যায় এ্যাকাডেমি অফ-ফাইন আর্টসের ভবনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে "খাড়িমাটীর গণ্ডী" সংক্রান্ত কাজটুকু বুঝিয়ে দিতে। রূপান্তরের ব্যাপারে আমার কিন্তু দায়িত্ব ছিল। মঞ্চের মেকআপ রুমে রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে আরো অনেক তরুণ নট এবং 'নান্দীকার' সহযোগীদের সঙ্গে পরিচয় হোলো। বুদ্ধদেব রায় চৌধুরী, মুকুল আলম প্রমুখ।

এ্যাকাডেমি থেকে গড়িয়াহাটা পানে। কাল জাঁনেসার ঢাকা যাবে। সুফেন, রূপেন (অমিত মা-বাবার সঙ্গে কুয়েতে) কচি বন্ধুদের জন্যে কিছু টুকিটাকি উপহার কিনতে। পাকস্থলী পকেট ধরে টান দেয়। পকেট হেঁচকা মারে প্রাণে। যন্ত্রণা বৈকি। ছাত্র সাগর সেনের হোটেলে। সেখান জওয়াদ করিম উপস্থিত ছিল। বঙ্গবন্ধুর কল্যাণে পদোন্নীত জেনারেলের বেতার ভাষণ শুনতে ওরা ব্যস্ত। অনেকক্ষণ ধরে চলছে দেড় ঘন্টার উপর। মূর্খ ছাড়া কেউ এমন কাণ্ড করে? কণ্ঠে এতটুকু Passion নেই। কোথা থেকে থাকবে? সাধারণ সিপাইয়ের কাছে আর কী আশা করা যায়? শেষে জানা গেল মিলিটারীরা "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" নামে এক রাজনৈতিক দল গড়ছে। এতদিনে মোকাবিলা পলিটিকসের ময়দানে। জেনারেল সাহেব, এত দিনে তুমি তোমার মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর দিলে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দোসর ইতিহাসে সহজে পার পেয়ে যাবে, যদি ভেবে থাকো, বেকুফদের চ্যাম্পিয়নশীপ তোমার পাওনা।

www.pathagar.com

১৬ ডিসেম্বর '৭৭

সকালে সংবাদপত্রে আরো দেখা গেল, জিয়া ভারত-সফরে আসছেন এবং একবার খাজা-বাবার দর্গা আজমীর দর্শন করবেন। বেশ স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে মূর্খ জন। বাঘে চড়ার বিপদ এতদিনে মালুম হচ্ছে থোড়াথোড়া। পশ্চিম গণতান্ত্রিক মুরুব্বীদের চাপে ইলেক্‌শান দিতে হয়। এদিকে আর্মির মধ্যে তার সমর্থন ঢিলে। এখন বাঁচার জন্যে সিভিল দোসর খুঁজতে তৎপর। সেখানেও বিপদ আছে। পরে বঙ্গবন্ধু হত্যা কমিশন বসলে ফায়ারিং স্কোয়াডের খোরাক হওয়ার সম্ভাবনা। পীর পয়গম্বর যদি বাঁচিয়ে দেয়। রসো বাছাধন, কতো ধানে কতো চাল টের পাবে।

১৬ ডিসেম্বর বাঙলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। ছ'বছর পরে অজানিতে যেন দিনটা চলে গেল।

১৭ ডিসেম্বর '৭৭

জাঁনেসার ঢাকা গেল। ট্যাক্সিতে ওর সঙ্গে সিআইটি রোডের উপর মোড় পর্য্যন্ত গিয়ে নেমে পড়লাম। গৃহীজন আবার ফুটপাথে ছিটকে পড়ল।

শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম তার আত্মজীবনী দি রেভিন্যু ষ্ট্যাম্প পাঠিয়েছে। "সুরিয়া Surya" নামক পত্রিকা কিয়দ্দংশ বেরিয়েছিল আগে পড়েছিলাম। Inhibition নেই, সরল স্বীকারোক্তি এদেশী মহিলার পক্ষে অত সহজ নয়। সাবেক প্রেমিকদের সম্পর্কে বড় খোলাখুলিভাবেই তিনি বয়ান করেছেন। বইটার প্রতি আমার বড় কৌতূহল ছিল। অমৃতাকে ধন্যবাদ।

ঔষধের কোম্পানী–বহুজাতিক কর্পোরেশনের গোষ্ঠি পশ্চিমবঙ্গে কারখানা গড়বে। আড়াই শ' কোটি টাকা পুঁজি। হাজার দশেক লোকের অন্নসংস্থান হবে। মার্কসবাদী সরকার খাল কেটে কুমীর ঢোকাচ্ছেন কেন, আমি বুঝতে অক্ষম। ওদিকে রাষ্ট্রে পাটশিল্প প্রায় ডকে উঠছে। সেখানে আড়াই পক্ষ রুজিরোজগারের প্রশ্ন জড়িত। দেখা যাক, কী ঘটে!

নেপাল নাগ (পূর্ব পাকিস্তানেঃ রহমান ভাই) জমসেদপুর হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। অবিশ্যি এই বয়সের সুস্থতা। নাগিনী নিবেদিতা চা খাওয়ালেন, বাড়ীতে কোন সহকারী না থাকা সত্ত্বেও। পরে জ্যোতি দাশগুপ্ত এবং রণেশদার সঙ্গে কিছুক্ষণ। এখানেও চা। সকালে আমি চা খাই না। সংগদোষে ক্রমশঃ চা-মার হয়ে উঠছি। ক্রমশঃ। রসিকতা নজরুলের।

১৮ ডিসেম্বর '৭৭

রাজনীতির যে মোড় নিয়েছে বাঙলাদেশের হয়ত নিকট ভবিষ্যতে দেশে

www.pathagar.com

ফিরতে পারব। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদের এক অধ্যায় শেষ হবে। কিন্তু তারপর কর্মপন্থা স্থির, আগে থেকেই ভাবা দরকার। আর নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকব না লেখকের নামাবলী গায়ে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু বহু শিক্ষা দিয়ে গেছে।

১৯ ডিসেম্বর '৭৭

সকালে সঞ্জীব ও রণধীর রায়ের সঙ্গে। দুপুরে কফি হাউস। শ্রী নির্মাল্য আচার্য্যসহ। 'এক্ষণ' সম্পাদক সাংস্কৃতিক নাড়ি-টোপার দক্ষ বৈদ্য। সে-জগতের আবহাওয়ার রকমসমক কী? প্রশ্নে জবাব আচার্য্য বললেন, বিশেষজ্ঞের প্রবণতা গিলে বসে আছে সব। "পূর্বে যিনি Land নিয়ে গবেষণা করতেন, তিনি William savage landor-এর-ও খোঁজ রাখতেন। এখন ঐ নাম উচ্চারণ করলে তিনি ভাববেন, বন্য (Savage) যুগের land সংক্রান্ত বোধ হয়, কিছু হবে।" সঞ্জীব সম্পাদকের শারদীয় সংখ্যার সমালোচক। অতীত-চারণ বা স্থাপন ভবিষ্যতের জন্যেই। বর্তমানে তার বনিয়াদ-জাত আরো ভিৎ সৃষ্টি। 'এক্ষণ' এবার ফেল করেছে। আচার্য্য অপকীর্তন মেনে নিলেন। ঠাকুরভর (পুজো) সংখ্যাগুলো নাকি এমন হয়ে যায় নানা অসুবিধা হেতু।

প্রায় ভূত দেখার মত, আমার প্রতিবেশীর সন্তান, স্নেহাস্পদ নিজাম, রুবি এবং বিভিন্ন কলেজের আরো দুইজন অধ্যাপক নাইজেরিয়া যাওয়ার পথে আমার গুহায় হাজির। নিজাম বৌ দুই মেয়ে (পাঁচ, সাত বয়স)-কে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছে। আড়াই বছর পরে ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে প্লেনের রিপোর্টিং টাইম। সঙ্গে আরো লোক। ওদের কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারলাম না। আনন্দ অস্বোয়াস্তির সহঅবস্থান মেনে না নিয়ে উপায় কী? প্রাণডোর বন্ধন নয় মানসিক দৌর্বলের টোট্‌কা দাওয়াই।

সন্ধ্যায় গোপাল হালদারকে দেখে প্রতিমাদের বাড়ী। সুধাংশু ঘোষসহ কালক্ষেপ।

২০ ডিসেম্বর '৭৭

আমিনার জন্যে কিছু টাকা পাঠাতে খিদিরপুর গিয়েছিলাম। পেয়ারা চাচার সঙ্গে দেখা হোলো না। সে বাড়ী গেছে। শাহাবউদ্দীন এবং আরো দুই চাচার সঙ্গে দেখা। ওদের মুখে শুনলাম, আমিনার আঙুলে ছোট গোঁজ ফুটেছিল, পরে সেপ্‌টিক্ খুব কষ্ট পেয়েছে এখনও জের চলছে। হতভাগিনী মার মতই যন্ত্রণার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে যেন। ওর মেয়ের একগাদা ছেলেমেয়ে। জামায়ের রোজগার অল্প। নিজে হাজার কৃচ্ছ্রতা শরীরে বয়ে ওদের সাহায্য করে। ফলে, মেহনতে মেহনতে ওর আদল কয়লা হয়ে গেছে। শীর্ণ কৃশ ভাল আহার জুটলেও নিজে মুখে তোলে না।

www.pathagar.com

নিজের সন্তানের জন্যে খোয়ার। আমি যেটুকু ওকে সাহায্য করি, তা ওর কাছে লাগে না—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। পাঁচ বোনের মধ্যে ওই এক জন বেঁচে আছে, তার দশার কথা ভাবলে সব সুখ উবে যায়। এমন অবস্থায় পড়লাম ওর ভার-লাগবে এগিয়ে আসতে অক্ষম। এবার গ্রামে বন্যায় ধান হেজে গেছে। মানুষের দুঃখকষ্টের অবধি থাকবে না।

স্নেহভাজন জাকারিয়ার চোখ অপারেশান হয়েছে। ওকে একবার দেখতে যেতে হয়। সবলসিংহপুরের স্মৃতির আঁচড় এমনই, আজ অনুতাপ হয়, ওকে কেন পরিত্যাগ করে গেলাম? বালক-কালের স্বর্গস্মৃতি নিয়েই এই বাকী দিন কাটিয়ে যেতে হবে। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা রেহাই দেবে না।

শাহাবুদ্দীনের ফার্মের নামঃ H.M.S. Industries অক্ষরগুলোর পুরো মাহাত্ম্য আমি জানি নে। বহুবার মনে হয়েছে, জিজ্ঞেস করব। আজও ভুলে গেলাম। অধ্যাপক রবি গুহর বাড়ী গিয়ে মনে পড়ল। ভারতবর্ষের রাজনীতির হালে তিনিও শঙ্কিত। নানা ধিক্কারে পার্টি ছেড়েছেন। কিন্তু মাথাব্যথা ত অত সহজে যায় না। সৎ নাগরিক হিসেবে তাই উদ্বিগ্ন। এই খিদিরপুর এলাকায় এলে অধ্যাপক টার্গেট হয়ে পড়েন। পুরাতন দিনের টান নয়, মানুষটির আকর্ষণ।

২১ ডিসেম্বর '৭৭

ভারতবর্ষ সফরে এসেছে বাঙলাদেশের বাদশা জিয়া। মোরারাজী, নীলম রেড্ডি ইত্যাদি পরিদর্শনের পর আজমীর যাবেন, খাজা বাবার দর্শনে। উড়ে-এসে জুড়ে বসা, নিজের কৃতিত্বহীন বাঘে-সওয়ার আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটেছে। তাই পীরপয়গম্বর ধরতে ছুটেছেন। শোনা গেল, বাঙলাদেশেও কোন মাজার বাদ দেয়নি। ভেতরে যারা ফাঁকা, শূন্য ধরেই তাদের বাঁচতে হয়।

বাঙলাদেশের সামাজিক যে অবস্থা tribal and feudal—(শিল্প আদিম স্তর) সেখানে জাতীয়তাবাদ বা Nationalism-এর ভূমিকা এখনও আছে। অধিকন্তু সমাজের কাঠামো Multi-structural রাজনীতিকে সাহায্যের জন্যেই তেজদীপ্ত জাতীয়তাবাদ প্রয়োজন। আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন বিশেষতঃ নব পর্য্যায়ে প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সঞ্জীবও আমার সঙ্গে একমত। প্রচণ্ড সর্দি ধরেছে গত রাত থেকে হঠাৎ ঠান্ডা লেগে। তা নিয়েই সঞ্জীবের কাছে গিয়েছিলাম। এই তাজা মানুষটা দুর্বিপাকে পড়ে সব Energy এদিকওদিক ক্ষয় করে ফেলেছে। সেদিকে আমি অসহায়। ওর সমস্যা মিটাতে অক্ষম। অথচ তিলে তিলে শক্তির অপচয় দেখছি এবং নির্বাক বসে আছি গত কয়েক মাস।

ফেরার পথে আশ্চর্য সমাপতন!!! মেয়েদের সীট একটা খালি ছিল বাসে। বসে পড়তেই সম্বোধন, "কেমন আছেন?" ঘুরে দেখি শিপ্রা আদিত্য। দেবু

www.pathagar.com

মুখুজ্যের খবর পাওয়া গেল। বাম হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ডান হাতে ছবি এঁকে চলেছে। তবে নিয়ম মানে না স্বাস্থ্যের। উদ্বেগ হিতাকাঙ্ক্ষীদের স্বাভাবিক। হৃদরোগীর একী রীতি! তবে যারা দেবব্রতকে চেনে, তাদের কাছে নতুন কিছু নয়। ওকে একদিন এবার হাসপাতালে দেখতে যাব। ভর্ৎসনায় কাজ হবে না। তবু। মানবিক গুণে অতুলনীয় দেবু চরিত্র হারাতে অক্ষম। বয়স হয়েছে, তা আজও স্বীকার করবে না, আমি বেশ জানি।

এঙ্গেলেসের দুটো আপ্তবাণী হঠাৎ চোখে পড়ল। (1) Maxim: Not to have anything (2) Motto : Take Care. তিনি ঝড়ঝাপ্টা সহজে নিতে পারতেন বৈকি। নচেৎ অত সম্পদ বিপুল সম্ভারে কী পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারতেন?

২২ ডিসেম্বর '৭৭

চল্লিশ বছর আগে মহরমের যে-চেহ্‌রা ছিল এখন তা বদলে গেছে। আরো Sophisticated. তাজিয়াগুলো বহমান মটোর যোগে বিদ্যুৎ-আলোশোভিত। নিশান ইত্যাদি বিরাট। দুর্গাপূজার ভাসানের অনুকরণে এখন তাজিয়া বেরোয়। প্রতিবেশীদের এই স্পর্শ মুসলমানদের মধ্যে প্রবিষ্ট, সুখের বিষয়। কাঁথা পোড়ানো এখন কম হয়, অবিশ্যি ছেঁড়া ন্যাকড়ার অভাব। মহরমের সাজসজ্জা অবিশ্যি স্মরণ করিয়ে দেয়, সামাজিক কাজে টাকা মেলে না অথচ এই পর্বে প্রচুর ব্যয় হয় মুসলমান সমাজে।

শ্রীগোপাল হালদারের স্বাস্থ্য আরো অবনতির দিকে। ওঁকে দেখতে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য ওঁর প্রাণশক্তি। কথার মধ্যে কোন ছায়া থাকে না, একমাত্র স্বরচ্ছায়া ছাড়া—সেটি জন্মসূত্রে পাওয়া এবং আদৌ শ্রুতিমধুর নয়। পাশেই নীলরতনদের বাড়ী। ওদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে এলাম। দুপুর বিকেল লেখাপড়ায়। সন্ধ্যায় প্রসূন-বীণা মজুমদার ভবনে। সেখানে নির্মলবন্ধু রায় ছিলেন। বাঙলাদেশ আলোচনা জুড়ে রইল। ওঁদের হতাশা এবং ঈষৎ তিক্ততা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের সব গতিবিধি, হালহকিকৎ ত কেউ জানে না। তিন বছর এখনকার সংবাদপত্র গালগল্প করে খালাস ছিল। যে দু'একটি কাগজ Serious-যথা Mainstream-তাও দূরের দিল্লীর কাগজ এবং পাঠকসংখ্যা খুবই কম। 'কালান্তর' ক'হাজার লোক পড়ে? ষাট কোটি জনসমুদ্রে বাঙলাদেশও বুদ্বুদ হয়ে গেছে।

২৩ ডিসেম্বর '৭৭

কবি সিদ্ধেশ্বর সেন ইউরোপীয় এক পেল্লায় কাব্যসংকলন দিয়েছিলেন। ৬০০ পৃষ্ঠা। দু'মাস ধরে ফাঁকে ফাঁকে পাঠ। ইটালীর কবি রকেকা স্কটেরালো (Rocco Scotellero 1918-1953)র একটা কবিতা বড় চমক দিয়ে গেল। প্রত্যুষ সর্বদাই

www.pathagar.com

নতুন। সাধারণ জীবনের প্রতিধ্বনি, কবিকণ্ঠের বেদনা। স্কুটেলেরো লিখেছেন- আমার অক্ষম অনুবাদে "আমার ভেতরে আর কেঁদো না। তোমাদের তপ্ত নিঃশ্বাস আর আমার বুকের ভেতর ফেলো না, হে আমার দেশবাসী এসো আমরা একজোট টুইটম্বর পেয়ালা মদিরা পান করি। যেন মরীয়া বাতাস সাঁঝের শুভক্ষণে থেমে যায়।.... বল্লমের ডগায় দস্যুদের এখনও ঝলকায় আশার সবুজ ওয়েশীস। সেই গুহা এখনও সিথানের জন্যে ধোপ-দরস্ত বালিশ রেখে দেয়।.... আমরা চলার পথে পেছনে ফিরে তাকাই না। নীড়ের খড়কুটো থেকে আরো অন্যান্য ডানা উড়াল দেবে বৈকি। কারণ, কালের ধ্বংস সড়কেই গাঁথা থাকে নতুন সকাল, নতুন সকাল।"

মোনায়েম সরকারের কাছে খবর পাওয়া গেল, দেশের খবর। জঙ্গীশাহীর জ্ঞান্‌কান্দানি (মৃত্যু যন্ত্রণা) শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্দশা গ্রামাঞ্চলে এমন প্রকট, রাজনৈতিক Frustration দ্রুত কেটে যাচ্ছে। খবরই এখন আমাদের জন্যে বাঁচার দাওয়াই। স্নেহাস্পদ করিম সঙ্গে ছিল, জওয়াদ করিম।

অভিনেত্রী বনানী চৌধুরী (বেগম আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী)-কে ধন্যবাদ, লন্ডন থেকে তিনি আমার জন্যে এক টীন এরিনমর Erinmore তামাক এনেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় তামাক। সন্ধ্যাটা ওদের সঙ্গে। বনানীজীর Bronchal trouble আছে। বেশ কাশছেন অর্থাৎ ভুগছেন।

২৪ ডিসেম্বর '৭৭

স্নেহাস্পদ জাকারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৯৩৩-৩৪ ওরা দুভাই (নজিবর সহ) আমার ছাত্র ছিল, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও। ওর চোখে অপারেশান হয়েছে। কলিন ষ্ট্রীটেই থাকে আমার মাদ্রাসার সহপাঠী নুর মোহাম্মদ (বর্তমানে হাজী) ওর দেখা পাওয়া গেল না। পরে ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটে পুরাতন বইয়ের দোকানে। "The Role of Military in the underdeveloped Countries" সম্পাদক johnson and johnson বইটা পেলাম। তিরিশ টাকা বেরিয়ে গেল। সারাজীবন এই টানাটানির মুখে কেতাব জিতে গেছে, পকেট পরাস্ত। আজ আর কী ব্যতিক্রম ঘটবে? আরো দশ টাকা বেরিয়ে গেল পেংগুইনের Guide to English literature— দুই খণ্ডে। তবু সস্তা। পাঁচ টাকায় এসব বই মেলে না। ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটে ১৯৩০-৩১ ছিলাম বর্তমানে ফায়ার ব্রিগেডের হেড্ কোয়ার্টার। পুরাতন বাড়ী ঘরদোর কিছু নেই। স্মৃতির পাকে হাবুডুবু খাওয়া। সন্ধ্যায় তদ্রূপ, মনসুর হবিবের সঙ্গে। পুরাতন সহপাঠী। ফলে, অতীত ঘিরে ধরল। NOSTALGIA-র আগুনে ঝলসে যায় মানসিক প্রশান্তি। মার অভাব তার সঙ্গে যোগ হয়। কুয়াশাচ্ছন্ন কলকাতা বড় বিষণ্ন করে তোলে।

www.pathagar.com

২৫ ডিসেম্বর '৭৭

প্রায় প্রেতদর্শন। সিডনী শহর থেকে P.E.N. এর কনফারেন্স সেরে কবি সানাউল হক কাছে এসে উপস্থিত। সঙ্গে দলবল প্রিয়জন আব্দুল মতীন খান, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু মুখোপাধ্যায়। গত ৮ আগষ্ট তিনি অবসর নিয়েছেন পেশা থেকে যেদিন রবীন্দ্রনাথ ধরাধাম ছেড়েছিলেনঃ বাঙালী জীবনে এক তাৎপর্য্যময় দিন। বাঙলাদেশেও তাৎপর্য্যময়। কারণ, জিয়া সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে অভিষিক্ত হলেন যে–ভদ্রলোক '৭১ সনে স্বাধীনতার সংগ্রাম কালে চীফ সেক্রেটারী এবং কোলাবরেটর-ই আজম Collaborat or-Azam বা প্রধান সহযোগী। ইতিহাস, দেখা যাক, এই পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত করে।

স্যাটার্ডে ক্লাবের লনে বহুদিন পরে জমাট দুপুর কাটানো গেল পুরাতন শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে। কিন্তু জের আরো ছিল। সাধারণত, যীশু প্রমুখ জারজের জন্মদিন হিসেবে দিনটি স্মরণীয়। তামাসার সেখানে শেষ নেই। রাত্রি দশটার সময় সুব্রত মুখার্জি এসে খবর দিল, আমি তখন ঘুমের আয়োজনরত, নীচে সানাউল হক অপেক্ষার্থী। আহার পূর্বে সমাপ্ত। আবার বেরিয়ে পড়তে হোলো। শুভানুধায়ী কাল বিকেলে স্বদেশে ফিরে যাবে। তাই আরো আড্ডা-তল্লাসী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধানসভার সদস্যদের অতিথি-ভবনে রাত্রি পৌনে বারোটা পর্য্যন্ত দু'জনে বহু বেদনাভার মুক্ত করার সুযোগ পেলাম। সানাউল হকের প্রাণবন্ততা এবং বন্ধু বাৎলস্য মনে রাখার মত।

২৬ ডিসেম্বর '৭৭

চার্লি চ্যাপলিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সেই কৈশোরকাল থেকে চেতনা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নানা প্রতিমূর্তির আদল হিসেবে দেখেছি। মহান শিল্পী, মহান মানবপ্রেমিক বিশ্বের যেন এক প্রাকৃতিক লীলা। সদা শরতের লঘু মেঘ। কিন্তু বজগর্ভ। দ্বৈততার এই সমন্বয়–প্রায় স্ববিরোধ–আর কোথাও দেখিনি। অননুকরণীয় নিজের স্বরূপের ঝলক দেখিয়ে রহস্যময় বিদ্যুতের মত এত দিনে আকাশ থেকে মিলিয়ে গেলেন।

সানাউল হকের সঙ্গে সকাল থেকে সারা দুপুর বিমানমুখী হওয়া পর্য্যন্ত। সন্ধ্যায় জাঁনেসার এলো ঢাকা থেকে। সকলের কুশল জেনে উদ্বেগ কাটল। পুঁটি একগাদা চিঠি পাঠিয়েছে। সন্দেশ, নিজস্ব গাছের পেয়ারার তৈরী এক শিশি জেলী, কিছু বই, এমন কী ডালিম গাছের একটা পাক্কা ডালিম পর্য্যন্ত। ঘরের বন্ধন আবার হামলা করে বসে। দেশের ভবিষ্যতের ছকে জুয়াড়ির মত দান ধরে বসে আছি। গৃহসুখ? যদি আর না আসে দুঃখ নেই কিছুই। ফনুর জন্যে নিশ্চিন্ত। মুজু বাবা (মেজ ছেলে) ওর ভার নিয়েছে।

www.pathagar.com

হাঁটতে বেরুলাম বেশ দেরীতে। নীলরতন মুখার্জিদের পাড়া পর্য্যন্ত। গোপাল হালদার ঈষৎ ভাল আছেন। ওঁকে দেখে নীলরতন ও সুধাংশু ঘোষের সঙ্গে কিছুক্ষণ। প্রতিমা গৃহনির্মিত নিম্‌কি এবং গ্রীণ টী যোগে দাদা ও দুই অতিথি আপ্যায়ন করলে।

২৭ ডিসেম্বর '৭৭

রিপন স্ট্রীটে বর্তমানে মোজাফফর আহমেদ স্ট্রীট। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতার (অন্যতম) নামে। পাড়াটা ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। ভিস্তি এবং মোষক দেখলাম। তিন চারজন জল-বাহক প্রমাণ দিলে সত্যই এই দেশ একদম নিরেট Multistructural। পূর্বতন জেরে সবাই জেরবার। এখানে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রয়োগ অতি সহজ নয়।

সকালেই বেরুতে হয়েছিল এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে। পথে "শুকসারী" সম্পাদক মিহির আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা গেল। তিনি লোকান্তরিত বন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর "গল্প সমগ্র" ছেপেছেন। ওর স্ত্রী প্যারিসে। অনুমতি পত্র পাননি। চিঠি ফেরৎ এসেছে। আনম্যারীকে লিখে জানতে হয়, কী ব্যাপার। শ্রীযুক্ত আচার্য্য এবং সহধর্মিণী অধ্যাপিকা শান্তি আচার্যের সঙ্গে পৌনে দু'ঘণ্টা আড্ডার তিয়াস মেটানো গেল।

বন্ধুবর জগবন্ধু (মাহবুব আলম) কিছু বই উপহার পাঠিয়েছেন। দরদী সজ্জন শুভাকাঙ্ক্ষীর পত্রে মর্মস্পর্শী খবর আশরাফ আলি চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল! অঢেল প্রাণের অধিকারী আশরাফ আলী প্রাণ হারিয়ে ফেলেছেন, বিশ্বাস করা কঠিন। আবু জাফর শামসুদ্দীনের পত্রটি বড় নৈরাশ্যময়। বয়স নয়, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ওকে জরাগ্রস্ত করে ফেলেছে—সহজে বোধগম্য।

২৮ ডিসেম্বর '৭৭

পার্ক সার্কাস ময়দানের দক্ষিণে ওরিয়েন্ট রোড। বিত্তবানদের ম্যানসন। তার ভেতর "শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র"র আপিস ব্যতিক্রম। তারই একটা ছোট কামরায় কোন রকমে জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত এবং শিশির গুপ্ত বাস করেন। স্বপাকে আহার। এদের বাড়ীর পাশেই সাঁইবাবার ভক্তরা এসে জোটেন। কীর্তন হয় মহাপ্রভুর। প্রচুর মটোর পার্ক করা থাকে। এবং দরজার মুখে জুতার চাকচিক্য থেকেই যোগদানকারীদের শ্রেণী-নির্ণয় সহজ। ওদের আর্থিক নিরাপত্তা আছে। আবেগের নিরাপত্তা ত সহজে আসে না বা তা অর্থের মত সহজে অর্জন করা যায় না। বাবা পাকড়ে সব বয়স্ক বালক এবং বালিকারা এসে কীর্তন করে।

www.pathagar.com

Communion-এর একটা পথ। এই একটা পথ। Obscurantism-এর ঝোপঝাড় এই সমাজ-বিরোধীদের আশ্রয় হয়ে পড়ে। যুগে যুগে এসব ছবি দেখা যায়। অথচ এই পল্লীতে নিরাভরণ, সঙ্কুচিত অবস্থায় একটা ঘর আছে, যার দেওয়ালে লেখা "শান্তি স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র"—তা ওরা দেখে না। মটোর ছাড়াও রাশরাশ জুতা দেখে অনুমান করা যায়, জমায়েৎ বেশ জমাট হয়। অনুন্নত দেশে রাজনীতিবিদদের এই সমস্যা বিরাট। দেশকে আধুনিকতার পথে নিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়। এই সব কুসংস্কার প্রগতির পথে বাধা। হিন্দুধর্মে কিছু Farcical element আছে, হনুমান, বানর, লিঙ্গ ইত্যাদি। মুসলমানদের ধর্ম ঢের বেশী Abstract সেই তুলনায়। সেখানে সংস্কার আরো কঠিন।

২৯ ডিসেম্বর '৭৭

শীতের দিনে বৃষ্টি। কাল থেকে কলকাতা কালো হয়ে আছে। ঠাণ্ডাও প্রচণ্ড। বার্ধক্য জানান দিচ্ছে কম্বল আর চাদরে শীত গেল না। গায়ে তিনপদ চড়িয়ে তবে রাত্রে ঘুমোতে পারলাম।

সন্ধ্যায় পার্বতী-দেবশরণ দাশগুপ্তদের বাড়ী। মশাইয়ের তবিয়ৎ গড়বড় ছিল। কিছু শর্করা, কিছু রক্তচাপ। হৃৎরক্ত চলাচলে নাকি ব্যাঘাত ঘটছে। আমার বিশ্বাস হয় না অন্ততঃ শেষোক্ত ব্যাধির ব্যাপারে। আড্ডায় তিনিও বাঁয়ে রইলেন না। ভারতীয় হালচাল সম্পর্কে আশাবাদী, কিন্তু বিরক্তি-উৎপাদক উপাদান যথেষ্ট। দাশগুপ্ত চিরাচরিত ঠেস-অনুযায়ী তিক্ততা ছড়ালেন নেতৃত্ব মহিমার উপর। অনুন্নত দেশে নেতা বা প্রশাসকের একজোটে গুরুবাবা (অর্থাৎ গুরু এবং বাবা—দীক্ষাদাতা ব্রহ্মচারী নয়) না হলে ভবিষ্যৎ দূরেই থেকে যাবে। এই প্রস্তাবে কে দ্বিরুক্তি করবে? পূর্বোক্ত পটভূমি রচিত না হওয়ার জন্যেই মশায়ের যত উষ্মা। তপ্ত জল-ঢালার ব্যবস্থা করলেন শ্রীমতী পাবর্তী মিষ্টিসহ। আড্ডার স্রোত ফিরে গেল। প্রায় দু'ঘণ্টা এদের আতিথেয়তার উত্তাপ পাওয়া গেল। বাইরের কন্‌কনে শীত কাবু করতে পারলো না তেমন।

৩০ ডিসেম্বর '৭৭

মাঝে মাঝে দেখা যায়, সাহিত্যজগত থেকে আশ্চর্য রাজনৈতিক মন্তব্যের উদয় হয়। বার্নার্ড শ-কে এই গোত্রে ফেলা যায়। তা আদৌ বিচিত্র নয়। কারণ, তিনি প্রধানতঃ সমাজচিন্তাবিদ, শিল্পীর শিরোপা তাঁর এসে গেছে শুধু বাড়তি পুরস্কার স্বরূপ। কিন্তু টি এস এলিয়ট যিনি মূলতঃ কবি, তার সমাজচিন্তা থাকলেও তেমন কোন Involvment ছিল না সেখানে। শেষে যে Catholic হয়েছিলেন, তা-ও শিল্পধর্মের টানে। কারণ ওঁর মতে বিশ্বাস ছাড়া কাব্য হয় না। অতএব...। কিন্তু

www.pathagar.com

তিনি যখন Liberalism বা উদারতাবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "....a movement not so much defined by its end as by its starting point" তখন স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। রাজনৈতিক চিন্তা হিসেবে পার্লমেন্টারী গণতন্ত্রের মধ্যে।

৩১ ডিসেম্বর '৭৭

জানাজার জন্যে প্রস্তুত
তোমার লাশ দফনের পূর্বে
আমি কাতারে সামিল নই।
পুনরুজ্জীবনের জালে আকীর্ণ
তোমার জীবনে হে ছলনাময়ী,
জননী বাঙলাদেশে,
তুমিই আমার নববর্ষ, পুনরুত্থান

১ জানুয়ারী '৭৮

বজ্রাঘাত উপহার বৎসরের প্রথম দিনে। সকালে পত্রিকা খুলে চোখে পড়ল, অমিয় সেন পরলোকে শিয়ালদ থেকে ট্যাক্সিতে আসছিল। পথে অজ্ঞান। ড্রাইভার বালিগঞ্জ ফাঁড়ি এবং পরে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই গত রাত্রে ১/১৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বটুকদার মতই আকস্মিক মৃত্যু। ওর স্ত্রী রবীন্দ্রসংগীতের খ্যাতনামা গায়িকা নীলিমা সেন-কে কে না চেনে? ১৯৪০-৪১ অমিয় এম এ ক্লাসে আমার সহপাঠী ছিল। অনেক স্তব্ধতার পর আবার '৭১ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পুনর্সাক্ষাৎ। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিগুরুর ১৫ খণ্ড রচনাবলী প্রকাশ অমিয়র অন্যতম কীর্তি। ওর কল্যাণে আমি এক সেট '৭১ সনে পাই। আবার নির্বাসনে এলে অমিয় তার আতিথ্যের দ্বার সদা খোলা রেখেছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এক সঙ্গে দিনযাপন আর ঘটল না। ফাটা নসীবে আরো চিড়। স্মৃতিই একমাত্র সান্ত্বনা।

২ জানুয়ারী '৭৮

সকালে সঞ্জীব সমীপে। কলেজ ষ্ট্রীট বাসষ্টপে নেমে দেখি দত্তজী দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় ওর আত্মীয়। একই কুমিল্লা শহরের অধিবাসী। সঞ্জীবও মর্মাহত। মার্কেটের ভেতর চা খেতে গিয়ে কিছু আনমনা। সঞ্জীব বললে, "বাঙলাদেশের যে অর্থনৈতিক বনিয়াদ সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতাই তার অস্তিত্বের শর্ত। কোন Stability এলে টিকিয়ে রাখা দায় হবে। তখন Sovereignity কিছু এদিক ওদিক করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। অবিশ্যি ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে কোন বড়

www.pathagar.com

শক্তি এখানে ঘাঁটি পাততে ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। ভারতবর্ষ ত নিজের অস্তিত্বের জন্যেই তখন বিরোধিতা করবে। এইটুকু এখন স্বচ্ছন্দে বলা যায়। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা সমস্যার উৎপীড়ন, প্রাকৃতিক বৈরিতা এবং ধর্মান্ধতার কুয়াশাচ্ছন্ন বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ কোথায়—ভেবে দিশা পাওয়া দায়।"

কফি হাউসে সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত। অমিয় ঘুরে ঘুরে দেখা দিলে। বাঙলাদেশ ত আছেই। নির্মাল্য আচার্য্য কিন্তু জীবিকার তাড়ায় কোন রকমে কফিতে চোঁ-টান মেরে পিঠটান দিলেন।

সন্ধ্যায়, বসুধা চক্রবর্তী সন্নিধানে। নড়বড়ে শরীর, সতেজ মন—সেই খাতে কোন গোলমাল দেখলাম না। মঞ্চপ্রদীপ ভীত মানুষটির অহং ঈষৎ জোরদার হলে সমাজ অনেক উপকৃত হোতো। পরম বৈষ্ণব মনের কাঠামো। ওঁকে আর সক্রিয় করা গেল না। অগ্রজ বন্ধুর কাছে আমাদের পরাজয় ঘটল।

৩ জানুয়ারী '৭৮

বাঙলাদেশের সিপাইরা রাজনীতিতে ঢুকেছে। ব্যক্তিগত সমস্যাও ওদের ঐ পথে টেনে নিতে বাধ্য। আসলে ঘাতক পরিত্রাণপ্রার্থী। এই সিপাইরা এত দিনে বুঝেছে দেশ শাসনের দুরূহতা। ওরা এমন কিছু করেনি যে দেশের মানুষের কাছে ওরা ইমেজ হয়ে দাঁড়াবে অথবা আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর্থিক পরিকল্পনা ত বেসামরিক প্রশাসকদের কাছ থেকে আসে—যাদের উপর মিলিটারী কোন শ্রদ্ধা পোষণ করে না। পারস্পরিক বৈরীভাব যথা চালু থাকে। ফলে, রূপায়ণে ব্যাঘাত। অন্যপক্ষে, আর্থিক উন্নয়নের জন্যে উদ্যোগ এবং বিচার ক্ষমতার (Decision) বিভিন্ন কেন্দ্র বিস্তার দরকার। তা করতে গেলে মিলিটারীদের ক্ষমতা খর্ব হয়। হেন আত্মহত্যা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সংকটে পড়ে এখন জনতার কাছে শক্তি ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদের গা বাঁচাতে তৎপর সিপাইকুল। রসো, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীগণ। জনতার আদালতে তোমাদের বিচার হবে। দিন ঘনিয়ে আসছে।

সন্ধ্যায় কয়েকটি সাক্ষাৎকারঃ মাসুদ, সালেক ও সুলতানা, বনানী চৌধুরী। এ, কে দত্ত চৌধুরী, মুর্শেদ।

৪ জানুয়ারী '৭৮

Metaphysical গল্প বাংলা সাহিত্যে আদৌ নেই। বেদউপনিষদসিক্ত রবীন্দ্রনাথও তেমন পথে এগোননি। দু' বছর ধরে একটা দুটো ঐ ধারার গল্প লেখার বাসনা। জৈন আন্দোলনের ভগ্নদশা—শ্বেতাম্বর/দিগম্বরদের পটভূমিতে একটি রচনা আজও অলিখিত। মাল মশলার অভাবে। একবার সক্রিয় হতে হয়।

সন্ধ্যায় হেঁটে এলাম। প্রচণ্ড শীত। ইংলন্ডের জুলাই আগষ্ট মাস। ওভারকোট

www.pathagar.com

চাপাতে হোলো। আসল ব্যাধি বার্ধক্য ফলে শীতাধিক্য। তাহেরা ঢাকা যাবে। তাই গৃহিণী, অপু, পৌত্রদের জন্য টুকিটাকি উপহার ক্রয়। ব্যক্তিমানসের গণ্ডী যেন দুর্লঙ্ঘ্য নয়, অলংঙ্ঘ্য পরিখা দুর্লঙ্ঘ্য।

৫ জানুয়ারী '৭৮

খিদিরপুর। স্নেহাস্পদ পেয়ারা ও শাহাবউদ্দীন সমীপে আমিনার খোঁজে। পরে রবি গুহ সদনে। বড়দিনের জের এখনও চলছে। নিশা গুহ কেক ও মিষ্টি পরিবেশন করলেন। সন্ধ্যায় রণেশদার নিকট নববর্ষের একটি বড় ডায়েরী উপহার দিতে।

৬ জানুয়ারী '৭৮

৪টা। ভোরে উঠেছি। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত। প্রচণ্ড শীত। সোয়েটার গায়ে চড়িয়ে তবে রক্ষা। ন'টার পর কাজে মন বসল না। সঞ্জীবের ডেরায়। পরে কফি হাউসে। সঞ্জীবের ভাষ্য মাঝে মাঝে বড় চিন্তাউদ্দীপক। লেখকের নামের চেয়ে যদি বইয়ের নাম বেশী আসে লোকমুখে এবং কালের পরিধি বাধা নয়, তাহলে বুঝতে হবে অমূল্য গ্রন্থ। সৃষ্টির অভিঘাত প্রচণ্ড। তেমন লেখকও বিরল। যথা, "মেঘনাদবধের" উল্লেখ মাইকেলের চেয়ে বেশী। সঞ্জীব আরো বললে, "উপন্যাস আসলে Perspective writing বা perspective অংকন। War and Peace এই জন্যে টিকে আছে। তাই জেনী অষ্টিন জর্জেলিয়টের চেয়ে বড় লেখিকা।

শ্রীযুক্ত নির্মাল্য আচার্য্যের ব্রত-নিষ্ঠা অদ্ভুত। তিনি আমাদের আড্ডার তোড়ে না ডুবে 'এক্ষণ' পত্রিকার প্রুফ-সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন আর এক টেবিলে। হট্টগোল ওকে স্পর্শ করে না। পূর্বপুরুষদের যোগাসন যেন বংশসূত্রেই লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রুচি-নৈরাজ্যের জঙ্গলে আচার্যি মশাই একটি Institution। স্রোত ফেরাতে স্তম্ভ প্রয়োজন হয়।

সন্ধ্যায় একটানা মাসুদের সঙ্গে। রাত্রে কোন লেখাপড়ায় মন গেল না। টাট্টু ঘোড়ার এমম্বিধ বক্রঘাড় আর আগে দেখিনি।

৭ জানুয়ারী '৭৮

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। আমার স্কুলের সহপাঠী গোলাম নবী ও ছায়া আরো কয়েক জনকে। নবী খাস কলকাতার অধিবাসী, উর্দুভাষী। ক্লাসে ফার্ষ্ট হোতো। তীক্ষ্ণ মেধা, অমায়িক ব্যবহার। কাল-স্রোতে আবার ছিটকে পড়ে দেখা। ইষ্ট পাকিস্তানে চলে যায়। বিএ পাশ করার পর ট্রানস্লেটারের চাকরী নিতে বাধ্য হয়। আর লেখাপড়া করতে পারেনি, চিরাচরিত দারিদ্র্যের কল্যাণে। ঢাকায় নবাবগঞ্জ এলাকায় থাকত। অতি ঈমানদার, ধর্মভীরু, স্বল্প রোজগার, পাঁচ ছ'জনের পরিবার।

www.pathagar.com

টানাটানির সংসার। অনেক বিপর্য্যয়ও গিয়েছিল। কলকাতার মানুষ। সাঁতার জানতেন না। নিকটে পুকুর গোসল করতে গিয়ে বাপ ডুবে মারা যান। পরের বছর ওর দশ বারো বছরের ছেলেটি একই অবস্থায় পানি থেকে আর জীবন্ত ফেরেনি। গোলাম নবী মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল ভাইপোর সঙ্গে। এই মেয়েও মারা যায়। তবু বেঁচে ছিল। উর্দুভাষী বাঙলাদেশের স্বাধীনতার লড়ায়ে নবী সপরিবার নিহত হয়। কলকাতা থেকে ফিরে আমি ওর খোঁজ নিতে গিয়ে বেকুফ বোবা বনে গিয়েছিলাম। বহুদিন পরে ওর মুখ চোখে ধরা দিলে কৈশোর কালের মুখ। শেষের দিকে মেয়ের মৃত্যুর পর দাড়ী রেখেছিল নবী। এই শহরে ব্রাইট ষ্ট্রীটে নবীর বাবার চায়ের দোকান ছিল। কাছেই বস্তীর ভেতর ঘর। হিন্দুদের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিল। মুসলমানেরা ওকে সবংশে ধ্বংস করলে। এই উপমহাদেশে আরো কতো প্রায়শ্চিত্ত না বাকী আছে। জিন্না নাকি কায়েদে আজম হয়েছিল (Astute poltician) রাজনৈতিক দক্ষতার জন্যে। Bastard! আমি ইতিহাসের স্রোতে আবার এই শহরে। কৈশোরের সঙ্গীদের মধ্যে নবীর কথা ভুলতে পারিনে। ঠান্ডায় খুব হাঁটলাম। নীলরতনের বাড়ী। প্রতিমা নয় ঠাকুরমাঃ ফ্রুট্স্যালাড খেতে হোলো। প্রতিবেশী সুধাংশু ঘোষ, উষা দেবীও আজ বাড়ীতে ছিলেন। রাত্রে নাম মাত্র কিছু পাঠ। প্রচণ্ড ঘুম। ১১টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত। পদচারণা বা পরিশ্রম এই সুখ দিতে সক্ষম। ঐ বিকেলে এশিয়া প্রকাশনীতে মৃণাল দত্তের ঘরে কবি শামসুল হকের সঙ্গে পরিচয়।

৮ জানুয়ারী '৭৮

দেরী হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ গদ্যের নমুনা নিয়ে অস্থির। উপন্যাসের ভিৎ কীভাবে গড়ব? সাধারণতঃ সংলাপের কায়দায় এগোনো যায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলবে না। কৃত্রিম কিছু বেমানান হতে পারে। বিদেশের সমালোচকরা বলেন যে Dialectical এবং Eristic (বিতর্কিত) পন্থার ভারসাম্য বজায় রাখাই শ্রেষ্ঠ গদ্যের নমুনা। যুক্তি এবং আবেগের বুনানি যেন একে অপরের পরিপূরক হয়। বাংলা গদ্য সেদিকে কতো দরিদ্র। মন্ডন পদ্ধতির চোটে রবীন্দ্রনাথের গদ্য খোঁড়া। রাশিয়ার চিঠি একদা খুব আশ্চর্য মনে হোতো। এখন ওর আভ্যন্তরীণ Smartness কৃত্রিম ঠেকে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও অলঙ্করণের ঝোঁকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেও বিশুদ্ধ গদ্য লিখতে অক্ষম ছিলেন। পূর্বসূরীদের কাছে গিয়ে হতাশ। সমসাময়িক এবং উত্তরসূরীরা এ নিয়ে চিন্তাই করে না। পুজো সংখ্যার জন্যে কোয়ার্টার ডজন উপন্যাস লেখকবর্গের কাছে ওসব আশা করা অন্যায়। বিষয়-সংকট কী করে কাটিয়ে উঠব?

প্রতিমাদের আমন্ত্রণে আলুর দম খাওয়া গেল। যাযাবরের জন্য অমৃত। এক দিনে আরো আতিথেয়তা। লক্ষ্মী বিশ্বাসের পায়েস। ডক্টর নীপেন সেনের কাছ

www.pathagar.com

থেকে জেনি অষ্টিনের গ্রন্থাবলী (ওর উপন্যাসঃ Pride and Prejudice এবং Sense and sensibilies বহু দিন পরে আবার পড়ে দেখব কলকব্জা দেখার জন্যে) আনতে গিয়ে শুধু জল খেলাম। কারণ, তৃতীয় বিন্দু খালি নেই।

৯ জানুয়ারী '৭৮

ভোর সাড়ে চারটা ট্রান্জিষ্টার খুলে দেখি অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট টেষ্টের ভাষ্য চলছে। সংগীতের বদলে কমেন্টারী আবহ হয়ে রইল। আমি অন্যান্য প্রাতঃকৃত্যে মন দিলাম। অনুন্নত দেশে রাজনৈতিক উর্ধ্বতল (Super-structure) সবই বাইরে থেকে চাপানো। বৃটিশ পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসির আমদানী পরাধীনতার পথেই এসেছে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিষ্ঠান নয়। দেশের মৃত্তিকাজাত না হলে বিদেশী গাছের মতই তার বিকৃতি ঘটে। স্বাধীনতার পর বাঙলাদেশে দেখা গেল, যখনই গণতন্ত্র কিছু হেলে দুলে পড়ে, তারি ঘুলি-পথে সেনাবাহিনী উড়ে এসে জুড়ে বসে। রাজনীতিবিদের দৃষ্টি থাকা উচিত। যথাযথ দেশোপযোগী রাজনৈতিক কাঠামোর রচনার উপর।

সন্ধ্যায় সঞ্জীবের সঙ্গে কফি হাউস। আজ ওর সঙ্গে আলোচনায় বিশেষভাবে উপলব্ধি করলামঃ "প্রকৃত লেখক নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। তার শিরপীড়া দেশের মানুষদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে।" সঞ্জীব বেশ রসিকতা করে বললে, "যে লেখক নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে অস্থির, তার জন্যে পায়খানা আছে। সে নিজের ঘর ও শৌচাগারে যত খুশী ভাবুক চিন্তা করুক, তার লেখক হওয়ার দরকারও নেই।" যে সমাজে বাস তার মানুষের চিন্তাভাবনার প্রকাশের জন্য যথা কাঠামো অন্বেষণই প্রকৃত লেখকের দায়িত্ব। সঞ্জীবের মতে অপরের ভাষাই তার ভাষা। পূর্ণ Communication নচেৎ হতে পারে না। 'একথাটা' ভাবার মত। ভাষা তৈরীর খেলায় কতটা যাওয়া যেতে পারে বিবেচ্য। শেষ পর্য্যন্ত 'এক্ষণ' সম্পাদক আর্চাযি মশাই এসে জুটলেন যেন আসরে তেহাই দিতে সংগীতের কায়দায়। সংখ্যায়ও আমরা তিনজন। বাড়ী ফিরতে প্রায় সাড়ে দশটা। কুয়াশা পড়ছে শহরের অপরিচ্ছন্নতা ঢেকে দিতে।

১০ জানুয়ারী '৭৮

কম্বোডিয়া এবং ভিয়েৎনামের সীমান্তে সংঘর্ষ এমনই দুঃখজনক যে, মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারানো অস্বাভাবিক কিছু নয়। দুই দেশ কী রক্তক্ষয়ী যন্ত্রণার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, অথচ আবার সংকীর্ণতার গর্তে প্রবিষ্ট। বিরোধ আপোষে মেটা উচিত ছিল। আসলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপে ছোটখাট দেশের বিরোধ বিধ্বস্ত। ভিয়েৎনাম বর্তমান চৈনিক সাম্যবাদের খর্পর মুক্ত থাকার

www.pathagar.com

প্রয়াসী। ফলে উস্কানির শিকার। বাঙলাদেশের অধিবাসী হিসেবে চৈনিক নৈতিকতার পরিচয় আমাদের হাড়ে হাড়ে চেনা। জাতিপুঞ্জে বাঙলাদেশের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ওদের ঝগড়া কী করে ভুলব? অথচ জাতিপুঞ্জে ওদের স্বীকৃতির জন্যে আমরা নৈতিক সমর্থন দিতে কসুর করিনি। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনের দোসর। মানুষে আস্থা হারানো পাপ, রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রতিধ্বনি বহু লোকের কাছে বিবেকের অবলম্বন হয়ে থাকবে। যদিও ক্রমশঃ অস্পষ্ট।

নির্মাল্য আচার্য্য বলেছিলেন, গ্লোবে একটি ভাল ফিল্ম হচ্ছে। সম্পাদকের উস্কানিতে অকুস্থলে পৌঁছে দেখলাম, লোডশেডিংয়ের জন্যে শো বন্ধ। হতাশ হাঁটতে লাগলাম, ছোট হোটেলে এক কাপ চা খেয়ে। এলিট সিনেমা পর্য্যন্ত এসে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড ধরলাম। হঠাৎ খেয়াল হলোঃ পুরাতন জায়গাগুলো দেখা যাক। সুরেন ব্যানার্জি রোডে (পুরাতন আমাদের আমলে করপোরেশন স্ট্রীট) এসে মিশেছে উমাদাস লেন। ওদিকে দক্ষিণে মার্কেট স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে ধুকাড়িয়া বাগান লেন। (চলতি ধুকড়ে বাগান) এই গোটা এলাকা ছিল বেশ্যাপল্লী। অতি দরিদ্র শ্রেণীর জন্যে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যৌন ব্যবসারও শ্রেণী ভাগ থাকে। দরিদ্র অশিক্ষিত হতভাগিনীরা এখানে উপার্জনকারী। কুৎসিত ভাষায় গ্রাহকদের ডাকাডাকি, বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী এই পথে হাঁটলেই যথাক্রমে কানে পড়ত, চোখে দেখা যেত। ধুকড়ে বাগানের ভেতর খোলার বস্তিতে প্রায় ছ'মাস ছিলাম এক আত্মীয়ের সঙ্গে। নিউ মার্কেটের দোকানদার কসায়ের দোকানে চাকরী, কম্পোজিটার—এমন অল্প আয়ের কিছু লোক থাকত। ১৯৩১ সনে স্কুলে ভর্তি হয়ে আমাকে কিছু দিন এখানে থাকতে হয়েছিল। এই পল্লীর চিৎকার আর্তনাদ হৈহল্লার সঙ্গে পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। রাত্রে শুয়ে শুয়ে সবই শুনতে পেতাম। ১৯৩৪ সনে জয়নুল আবেদিন (শিল্পী) কলকাতায় আসেন। পরিচয়-বন্ধুত্ব তখনই। একদিন আমার মুখে শুনে সে হাঁটতে বেরুল পল্লীর ভেতর দিয়ে। মেয়েরা খিস্তি করতে পারে—তার ভাবনার বাইরে ছিল। সন্ধ্যার সময় একটি মেয়ে ডাকাডাকির পর আমাদের কাছে সাড়া না পেয়ে ঘাঘরা হাতে এমন অশ্লীল উক্তি করলে, আবেদিন সুরেন ব্যানার্জি রোডের ফুটপাথে এসে হড়হড় বমি করে ফেললে। তার শালীন রুচির কাছে এই দোজখ অজ্ঞাত ছিল এতদিন। আজ উমাদাস লেনে দেখলাম, বেশ্যাপল্লী উঠে গেছে। পানের দোকান, আড়ৎ, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আস্তানা একদা গণিকাপল্লী। হেঁটে মৌলালি। পরে পার্ক সার্কাস আমির আলি এভিন্যুয়ের মোড়। বিশ্রাম নিতে আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী তথা বনানী চৌধুরীদের ফ্ল্যাটে। পরে এসে যোগ দিলে জাষ্টিশ মাসুদ। ওদের বিশ্রাম্ভালাপের মাঝখানে ছুটি নিতে হোলো। আমার কাজের তাড়া ছিল।

www.pathagar.com

১১ জানুয়ারী '৭৮

কাল হিরণ সান্যাল ইহলীলা সাঙ্গ করেছেন। আধুনিক বাঙালীর সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম কারিগর বলা যায় তাঁকে। 'পরিচয়' পত্রিকা ছাড়াও নানা অবদানে তিনি জড়িত ছিলেন। যাব-যাব করে দু'বছর কেটে গেল। ওর বাড়ীর দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ থাকবে এমনভাবে আগে ভাবিনি। টি এস এলিয়ট, জেডি বার্ণাল প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে এই আর এক অনুতাপ বাড়লঃ সাক্ষাতের সুযোগ ছিল অথচ নিইনি।

সমাপতন বটে। গড়িয়াহাটা বাজারে আমলকী কিনতে ঢুকেছি। কবি মণীন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হিরণ সান্যালের কথা উঠল স্বাভাবিকভাবে। ওঁর রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়, বন্ধুবান্ধবের উপর ছড়া কাটার দক্ষতায়। মণীন্দ্র রায় কয়েকটা মুখস্থ বললেন। বিদগ্ধ সমাজে হাবল বাবুর (ওঁর ডাক নাম) অভিঘাত তা থেকে আঁচ করা যায়। সন্ধ্যায় গ্লোব থিয়েটার One flew over cuckoo's nests ফিল্মের নাম। পাগলাশ্রমের কাহিনী। উন্মাদের চেয়ে সুস্থ জনেরাও কম উন্মাদ নয়– এই টানা পোড়েনে গোটা ছবি। আশ্চর্য দক্ষতায় পরিচালক দশ বারো জন উন্মাদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন। টলষ্টয়ের মত তেমনই বিধাতার সঙ্গে তুলনীয় দৃষ্টি। দু'ঘণ্টা নিমিষে কেটে যায়। মহত্বর তেমন কোন সন্ধান নেই পরিচালকের চোখে, এইটুকুই এ ছবির খুঁৎ। উপন্যাসখানা পড়ে দেখার বাসনা রইল। নির্মাল্য আচার্য্যকে ধন্যবাদ উস্কানিদাতারূপে। ফেরার পথে বনানী চৌধুরীদের ওখানে কিছুক্ষণ। স্নেহাস্পদ রেজা হায়দার কাল ঢাকা যাবে, কিছু মুখজবানি সংবাদ দানের বাসনায় ঢুঁ। চৌধুরী দম্পতি রাত্রের পাত থেকে আমার জন্যে ফিশ ফ্রাই মাখন রুটি, আলুকপি ভাজা বিসর্জন দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। বাঙালীর আতিথেয়তা জ্ঞান এখন আমার কাছে মনে হয় বায়ু বিশেষ। যখন তখন আহার আমার সাজে না। কিন্তু অপর পক্ষ শোনে কৈ?

১২ জানুয়ারী '৭৮

বই দিয়ে কেউ সাহায্য করল না গত এক মাস। শেষে Civil war in France দু'টাকায় কিনে ফেললাম। ছোট বই। আজ শেষ করে ফেললাম। শত বছর পূর্বে মার্কস্ রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর যেসব মন্তব্য এবং গুরুত্ব আরোপ করেছেন, হাজার ঝড় গেছে উপর দিয়ে, তবু কিছু শিখলাম না। মূর্খ সাহিত্যিকের টোপর পরে গোঁজ, নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলাম। প্রায়শ্চিত্ত না করে উপায় নেই। মার্কস্ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন।

"With the savage warfare of versailles outside, and its attempts at Corruption and Conspiracy inside Paris–would the Commune not have

www.pathagar.com

shamefully betrayed its trust by affecting to keep up all the decencies and appearance of liberalism as in the time of profound peace? জাগ্রত চেতনার মুখে বঙ্গবন্ধুর মত দৈবী নেতাসহ কী না করা যেত জাতীয় অগ্রগতির জন্যে? তখন ঘুমিয়ে এবং সরকারের ভুলত্রুটি দেখে প্রাইভেট ড্রয়িংরুমে গর্তে ক্ষুব্ধ বসে রইলাম। সেই নিষ্ক্রিয়তার, নির্বুদ্ধিতার দাম দিতে হচ্ছে। জাতির জন্যে বড় চড়া দাম।

সন্ধ্যায় ভ্রমণ। অতঃপর অধ্যাপক মাহমুদের সঙ্গে দুই ঘণ্টা। খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানের সময় তিনি ইতিহাসের ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক হিসেবে ঢাকায় ছিলেন। তৎকালীন অনেক ঘটনা বললেন। ভারত-বিরোধী জিগির দিয়ে তখন কর্নেল তাহেরের জেনারেল জিয়া কুর্মিটোলার মধ্যে এক নতুন মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে পকেট থেকে একটি রিভলবার বের করে দেখায় এবং বলে সে স্মারক হিসেবে ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধে এক মৃত সৈনিকের পকেট থেকে খুলে নিয়েছিল। সেই সময় জিয়া কীভাবে নিজের আধিপত্য বিস্তারে ধীরে ধীরে দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঢলে পড়ে, তাও আজ অধ্যাপকের মুখে শুনলাম। ফেরার পথে বারবার মনে হতে লাগল, অর্থনৈতিক ভিত্তি অতি-নড়বড়ে, আন্ত র্জাতিক রাজনৈতিক ঘৃণা স্রোতে অস্থির, চেতনায় পশ্চাৎপদ, ভাগ্যহত দেশটার ভবিষ্যৎ কী? বঙ্গবন্ধুর মত Communion-দাতা দৈবী নেতা ছাড়া তেমন—দাবানল কে সৃষ্টি করবে? তেমন নেতৃত্ব ছাড়া বাঙলাদেশ রক্ত আর অশ্রুর দৈনন্দিন লিপি হয়ে থাকবে। ভাবধারা যথেষ্ট নয়, মানুষ এবং তেমন পর্য্যায়ের মানুষ ছাড়া কিছু এগোবে ভাবা দুরূহ।

১৩ জানুয়ারী '৭৮

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোলাকাত অনন্য প্রকাশনীর ঘরে। সংবাদপত্রে লেখকের জীবিকা ঠিক মানায় না। শিল্পদক্ষতার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এত দিনে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু অনিশ্চিত আয়ের উপরও থাকা যায় না। পরিবার পরিজন আছে। এই সমস্যা অনুন্নত দেশের লেখকদের বইতেই হয়।

পরে সঞ্জীবের সঙ্গে কফি হাউসে। আমার সমস্যা গদ্য রচনার মডেল। ফাদার দ্যতিয়েন 'গদ্যপরম্পরা' বই লিখেছেন। আজ হাতে পেলাম। কিন্তু উনি ফাঁকি দিয়েছেন। চার শ' পঁচাত্তর জন লেখকের গদ্যের এক-এক পাতা নমুনা আছে বইয়ে। ভূমিকায় ভাষা সম্পর্কে কিছু নেই। কী মাপকাঠিতে ওগুলো বইয়ে ঢুকেছে সে বিষয়েও ফাদার নিশ্চুপ। ভেবেছিলাম, বিদেশী মানুষ আমাদের ভাষা সম্পর্কে কী ভাবছেন জানা যাবে। তা-ও মাঠে মারা গেল। উপন্যাসে যদ্দুর সম্ভব Impersonal গদ্য হওয়া উচিত। অথচ আমি যা করতে চাই, সেখানে Tone স্বর

www.pathagar.com

নীচে নামানো চলবে না। এই সংকটে চুপ কলম। ঐতরেয় উপনিষদের শেষ পর্য্যায়ে প্রার্থনাটি মনে পড়লঃ "ও বাও মে মনসি প্রতিষ্ঠাতা, মনো মে বাণি প্রতিষ্ঠিতম" আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হোক। মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হোক।

হঠাৎ কাগজ খুলে (ষ্টেটস্‌ম্যান) একটা ছোট খবর চোখে পড়তে ধাক্কা খেলাম। কবি ইবনে ইন্‌শা মারা গেছে লন্ডনে ক্যান্সার রোগে। পাকিস্তানের লেখক কবি অনেকেরই সঙ্গেই ত পরিচয় ছিল। ইব্রাহিম জলীসও পরলোকে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে পাকিস্তানের দিনগুলোয় বিচরণ করতে লাগলাম। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সঙ্গে দেখা হয় বাঙলাদেশের জন্মের পর ভুট্টো যখন সফরে এসেছিল। তখন সঙ্গে ছিল ইব্রাহিম জলীস। অন্যান্যরা কে কেমন আছে জানার উপায় নেই। ঠিকানার খাতা ঢাকায়। নচেৎ চিঠি লিখে দেখতাম।

১৪ জানুয়ারী '৭৮

খুব সকালে অচ্যুত সাহার নিকট। পরে ডেরায়। দুপুর পর্য্যন্ত লেখাপড়া। বিকেল ছাত্র সাগর সেনের হোটেলে, জওয়াদ করিম পরে এলেন। বাঙলাদেশের দু'টি সংবাদ পেলাম। বড় দরকার ছিল বাঙলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং ন্যাপ (মুজাফফর গ্রুপ) বাদ দিয়ে আর যে চারপাঁচটি বামপন্থী দল আছে, সেগুলো মুসলিম লীগ, ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছিল, মিলিটারী সরকারের উপর চাপ দিতে ঃ গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও। সেই মর্মে তারা নাকি একটা বিবৃতিও দিয়েছে সংবাদপত্রে। স্বৈরতন্ত্রের উপর আস্থা ঐ তথাকথিত বামপন্থীদের বোধ হয় কিছুটা শিথিল হয়েছে। তোয়াহা সাহেব বহুদিন রাজনীতি করেছেন, বয়স হয়েছে, রক্তে আর তেজ নেই, হৃৎ-ব্যামোর শিকার, আবার দেখা যায়, শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢুকতে চান। পার্লামেন্ট ওদের ভাষায় ঐ রকম গঁৎগতেদের আসর। ওর নিজেরও বোধ হয় খসলৎ তদ্রূপ ধারণ করেছে। তার উপর চৈনিক স্বীকৃতি মিলছে। একটা ভ্যাকান্‌সি হয়েছিল য়ুরোপে-আনোয়ার হোকশা। সেই জায়গা চীনেরা আর একটা খক্‌কোশ ঢোকালো। ইলেম ছাড়া মার্কসবাদের নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। অর্ধশিক্ষিত, একদা-জোতদার শ্রেণী-আগত তোয়াহা সাহেবের রাজনীতি এর বেশী আর কী হবে? দেশপ্রেমের চেয়ে 'অহম' Ego যেখানে পাল্লাভারী সেখানে বেলেল্লাদের আসর ভালই জমে।

১৫ জানুয়ারী '৭৮

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা কী দাস-চেতনা উদ্ভূত নয়? ইংরেজের গোলাম, ঈশ্বরের গোলামরূপে—আমাদের সকলের মত তিনিও জন্মেছিলেন। স্বাধীন মানুষের চেতনা দাসের কাছে আবছা—ইশারারূপে, পরিপূর্ণরূপে নয়। তাই

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের মত বিশাল প্রতিভা আমাদের অন্য এক চেতনার জগতে তুলে দিতে অপারগ হয়ে রইলেন। দুর্ভাগ্য বৈকি। ঈশ্বরের দাসত্ব পিতৃদেবের কল্যাণে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমনই জারিত হয়েছিল যে সারা জীবনেও আর গেল না। তাই "বিরিঞ্চি বাবা" (রাজশেখর বসুকে ধন্যবাদ)র পরও সাঁইবাবার অভ্যুদয় ঘটে সমাজ-প্রগতির সব সড়কে, ধোঁয়া আর কাঁটা ছড়িয়ে দিতে।

সন্ধ্যায় প্রচুর হাঁটলাম। হঠাৎ শীত কমে গেছে। ফলে, আরো প্রেরণা চরণে। ফেরার পথে বনানী চৌধুরীকে দেখে এলাম। জ্বরে ভুগছেন। বেচারা জনাব আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরীর পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মেল-নার্স। ফ্ল্যাটে বাস। ঠিক চাকরানী। সকালে আর বিকেলে আসে। দেশবিভাগের কতো লম্বা যে—নুলো। চৌধুরীদের বাড়ী যশোর। রিটায়ার করার পর ফিরে যাওয়ার কথা। আর যেতে পারেননি। অনুদার, ধর্মোত্ত আবহাওয়া বরদাস্ত হবে না। সেখানে ঘরদোর আত্মীয়স্বজন ছিল। বৃদ্ধকালে জীবন-যাপনের কিছু সহজ ধর্নি। সেপথ বন্ধ। এখানেও বিড়ম্বনা। বাঙালীর প্রাণশক্তি কতো ভাবে ক্ষয় হয়েছে, গত তিরিশ বছরে, পরিমাপ দায়।

১৬ জানুয়ারী '৭৮

দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতই প্রাণের উৎপত্তি-হেতু। সমাজ-জীবনেও এই সংঘাত বহমান থাকে। ছোট কাল-পরিসরে কল্যাণ অকল্যাণ, অনৈতিক অনৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে। বৃহত্তর কাল-পরিসরে তেমন লেবেলের কোন অর্থ থাকে না। আজ মনে হয়, বর্ণবিদ্বেষের গোড়ায় যেসব শক্তি বহমান ছিল, তারই একটা চিত্র আঁকা চেষ্টা পাওয়া উচিত গত পঞ্চাশ বছরের পটভূমিকায়। এই Perspective writing-ই ব্রত হোক। নিরাসক্ত হওয়ার যথাযথ চেষ্টা পাব।

কফি হাউস, সঞ্জীব দত্ত, ধীরেন ভৌমিক, বটুক চট্টোপাধ্যায় আসরে। সঞ্জীবও অভিযোগ করলে, আমার রচনায় Pity (বাংলা দরদ নয়)র বড় অভাব। তাই শিল্পের কিছু ঘাটতি থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কাফ্‌ফার 'ট্রায়াল' উপন্যাসের উল্লেখ করলে দত্ত-কুলোদ্ভব। আশ্চর্য Pity এই উপন্যাসকে অনন্য করে তুলেছে। অতীতের দিকে এবার তাকাতে শুরু করেছি। তখন involved ছিলাম, এখন ত তা স্মৃতি। আশা করি, এবার নিরাসক্ত হতে পারব। দেখা যাক। ভাষার বাগড়া সব পেছিয়ে দিচ্ছে।

১৭ জানুয়ারী '৭৮

অপ্রত্যাশিত। মক্ষী-বোন (বাড়ীর লোকেরা বলে মাক্কী অর্থাৎ মক্কাবাসী) সুইজারল্যান্ড থেকে এসেছে। সেখানে ওর স্বামী আফতাব হোসেন সুইস ব্যাঙ্কে চাকুরী করেন। ভদ্রলোক অবাঙালী, বিরল সজ্জনদের মধ্যে পড়েন (বর্ণবিদ্বেষ

www.pathagar.com

মানুষকে চিরকাল খর্ব করেই রাখে। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধচারী মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনে আফতাব সাহেব এক বিরাট ধর্নি হতে পারেন বাঙালী মুসলমানের জন্যে) সাত বছর পরে দেখা। লক্ষ্মী বিশ্বাসের আবাসে ওর সঙ্গে দু'ঘণ্টা কেটে গেল। বহু পারিবারিক সংবাদ পেলাম। শনিবার ঢাকা ফিরে যাব। ১ ফেব্রুয়ারী আবার সুইজারল্যান্ডে। দেশবিভাগের পর চাটগাঁয় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে মক্ষী আমাদের এক অকৃত্রিম দোসর ছিল। মক্ষীর ছোট মেয়ে স্বাতীকে কতো ছোট দেখেছিলাম, সঙ্গে এসেছে। রীতিমত তরুণী। সুইজারল্যান্ডে স্বাতীও চাকরী করে।

১৮ জানুয়ারী '৭৮

রণেশদা ও জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে কিছুক্ষণ। সার্কাসের আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পর্কে জানার বড় কৌতূহল। এবার পার্ক সার্কাস ময়দানে "ভেনাস সার্কাস" ছাউনী ফেলেছে। রণেশদার সঙ্গে ওদের স্থানীয় ম্যানেজারের আলাপ। তাই দাদার কাছে প্রস্তাব। একদিন সকালে ওদের রাজ্যে হানা-প্রদান। আসল মতলব অবিশ্যি বহুকাল থেকে একটা প্রতীকী গল্পরচনার বাসনা—উপন্যাসের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ। পুঁজি যোগাড় করে তহবিলে রাখা। কবে খরচ হবে, ঈশ্বরী জানেন।

১৯ জানুয়ারী '৭৮

লায়লী চিঠি দিয়েছে কুয়েৎ থেকে। এক ভদ্রলোকের মারফৎ পুতুল পাঠিয়েছে। ঠিকানা খুঁজে পেলাম মদন গোপাল লেন। প্রেমচাঁদ বড়াল লেন থেকে বেরিয়েছে। এক কালে কুখ্যাত পল্লী হলেও বড়াল পরিবারের খ্যাতি ছিল সংগীতে। এদের এক ছেলে ইন্দ্রচাঁদ বড়াল আমার ছাত্র ছিল। অকুস্থলে কুন্ডু পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটল। সজলকুমার কুন্ডু কুয়েতে ইঞ্জিনীয়ার। সহৃদয়তা কুন্ডু পরিবারের যেন সহজাত ব্যাপার। কথায় কথায় দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। ইন্দ্রচাঁদের খবর নিতে পাঠালাম, হদিস পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যায় মাসুদ বাড়ী ছিল না। ওদের টেলিভিশনের আসরে বসলাম খবর শুনতে। না থাকলেই ভাল করতাম। জোড়া মৃত্যুসংবাদ শোনার-যন্ত্রণা আরো কিছু দেরীতে আসত। কলকাতায় বিজন ভট্টাচার্য্য মারা গেছেন। "নবান্ন" নাট্য আন্দোলনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। পুরাতন স্মৃতি, শ্রীগোপাল হালদারও কুশীলবদের মধ্যে ছিল। কালও বিজন বাবু মুক্তাঙ্গনে নিজের নাটক "মরা চাঁদে" অভিনয় করেছেন। বেশী রাত্রে ঘুম এবং ঘুমের মধ্যেই নাট্যকারের জীবনাঙ্কের সমাপ্তি। ঢাকায় মারা গেছেন বন্ধু অধ্যাপক মোজাফফার আহমদ চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীপরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন যখন বাঙলাদেশের উপর দিয়ে কালো

www.pathagar.com

যবনিকা নেমে আসে। ভাষা আন্দোলনে জেল খাটেন অধ্যাপক। ১৯৭১ এর সংগ্রামকালে পলাতক চলে আসেন এই কলকাতায়। "হোটেল পূর্বরাগে" প্রথমে এসে ওঠেন। সেইখানে কতো বিকেল-সন্ধ্যা কেটেছে। বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং বোর্ডের তিনি সূত্রপাত করেন। মুজিবনগরে শান্ত মানুষ। দেশপ্রেমের দাবানল ছিল বুকে। যন্ত্রণার শিকার হবেন বিচিত্র কিছু নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিদায়ের পর হৃদরোগে আক্রান্ত হন, খবর পেয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেবেন, কল্পনা করিনি। এমন মানুষ ছাড়া ভবিষ্যতের বাঙলাদেশ কাকে নিয়ে গড়ে উঠবে? ক্ষতির পরিমাপ মুলতবী থাক আজ! যেখানেই যাও, আমার শ্রদ্ধা যেন তোমার কাছে পৌছায়, বন্ধু।

২০ জানুয়ারী '৭৮

সকালে মক্ষীবোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কালো আবহের ভেতরেই বর্তমানে বাঙলাদেশে (প্রাক্তন সি.এস.পি) প্রশাসকদের যথেচ্ছাচারিতার কাহিনী শোনা গেল ওর মুখে। এক কবিনামধারী নিজের ও অপর গৃহধ্বংসের কী রকম নিমিত্ত। সে প্রথম স্ত্রীকে পাওয়ার জন্যে শ্লিপিং পিল খেয়েছিল। পরে অন্য ঘরণী আসক্ত। এবার স্ত্রীর পিল-আহারের পালা। দ্বিতীয় স্ত্রী আর এক হবু সতীনের পথে বাধা দিতে শ্লিপিং পিল বেছে নেয়। নিরাশ। পরিত্যক্ত হন। তৃতীয় রমণী আর এক জনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্লিপিং পিল খেয়ে পরলোক ধায়। ভদ্রলোকের চতুর্থ স্ত্রী তরুণী, নিজে যদিও উত্তরপঞ্চাশ বা পঞ্চাশের মাথায়। আসলে ঐ গোষ্ঠির ঐতিহ্য আছে রাজনৈতিক, নৈতিক এবং অন্যান্য বেঈমানীর। নতুন কিছু নয়। দেশে বলিষ্ঠ কোন ভাবধারা নেই, আন্দোলন নেই, জানোয়ারগুলো কাজেই স্বাধীন। বেকার- জীবনে প্রাচুর্যের মধ্যে যৌনাশ্রয় চরম মোক্ষপথ হয়ে দাঁড়ায়। উন্নত মানবজীবনের আহবান ওরা পায় না। মাক্কী বা মক্ষীবোনের সঙ্গে এসেছে মেয়ে স্বাতী। ছোট দেখেছিলাম, এখন তরুণী। ওদের কিছু সওদা বাকী আছে। হেঁটে ওদের সঙ্গে গড়িয়াহাটা পর্য্যন্ত এলাম। ট্রামে বসে হঠাৎ মৃত্যুচিন্তা পেয়ে বসল। ওদিকে চিন্তার কিছু নেই। বয়স ত কম নয়। শুধু ছোট ভাই ফনুর প্রতি কর্তব্য অসমাপ্ত। ওকে ভাইপোরা দেখবে--একটা প্রাণ ত--সে বিশ্বাস আমার আছে। সুতরাং চিন্তা কোথায়? বাঙলাদেশ সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশ। তার আর্তনাদ পৌছবে বৈকি তার সত্যিকার সন্তানদের কানে। যদিও সমস্যাজীর্ণ, তবু ওদেশের ভবিষ্যৎ নেই--আমি বিশ্বাসে অক্ষম। ওর জনসাধারণ অমূল্য ধাতুনির্মিত। তারা পরীক্ষা দিতে ভুল করেনি। ১৯৫২। ১৯৬৯। ১৯৭১। সবই তাদের বীরত্বগাথা। আমার বিশ্বাসের উৎস সেইখানে।

সন্ধ্যায় বালিগঞ্জে প্লেস ডক্টর নীপেন সেনের বাড়ী। ব্লাড প্রেসার দেখে দিলেন। সামান্য Low দেহে কিঞ্চিৎ খাদ্যাভাব ঘটেছে। তা আর কী করা যাবে?

www.pathagar.com

জীবন-বিরোধী হতাশ্বাস (যেমন দুপুরে মৃত্যুচিন্তা) দেহও কিছু যোগান দেয়, তা আজ বেশ বোঝা গেল।

২১ জানুয়ারী '৭৮

ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্‌স এ্যাসোসিয়েশনের (১৮৬৪) বার্ষিক ভাষণে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে বলা হয়, "Vindicate the simple laws of morals and justice, which ought to govern the relations of private individuals, as the laws, paramount of the intercourse of nations" আজ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক শঠতার, ধূর্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙলাদেশ ও ভারতের বর্তমান বৈদেশিক নীতির দিকে তাকালে মনে হয়, সেই আদর্শের ধারকাছ দিয়েও কোন রাষ্ট্র এগোয় না। মার্কস্ কী নীতি অবলম্বন করতেন বর্তমান জটীল রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ব্যাপারে, আজ কল্পনীয় ব্যাপার। "ইউরো-কম্যুনিজমের" ধাক্কার ধকল তিনি কীভাবে সইতেন? রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতা এক করে দেখা সম্ভব কিনা আমার সন্দেহ আছে।

দুপুরে ঘুম ভাঙার পর হঠাৎ পুরাতন স্মৃতি দৌড়ে এলো। কী অনুষঙ্গে কীভাবে যে এরা আসে, ধরা দায়? মাতৃমূর্তির সঙ্গে স্পষ্ট অতীত দেখতে পেলাম। আমার বড় বোন সুফিয়া খাতুন বসন্ত রোগে মারা যায়। ১৯৩৬ সনে। আমি তখন কলকাতায় স্কুলের ছাত্র। ট্র্যাজিক পরিস্থিতি ছিল তার মৃত্যুর পেছনে। খান্ডার শাশুড়ী। বাড়ীতে বসন্ত হয়েছে, তবু বোন তখন আমাদের গ্রামে থাকা সত্ত্বেও শাশুড়ী পাল্কী পাঠিয়ে দেয়। মা সাহস পেলেন না, মেয়েকে না পাঠানোর। সেখানে গিয়ে এক হপ্তা পরে বোনের বসন্ত দেখা দিল। একদম জাত-গুটি। মা মেয়েকে দেখতে যান। এদিকে সংসারে আমার আরো ছোট বোনেরা রয়েছে। তাদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? তাই দু'তিন দিন ছাড়া গিয়ে গিয়ে দেখে আসতেন সুফিয়াকে। একদিন দেখে আবার সবলসিংহপুরে ফিরে আসবেন, মা বিদায় নিচ্ছে, তখন মশারির ভেতর শায়িত সুফিয়া উঠে বসে মশারি তুলে ডাক দিয়েছিল, "মা তোমার মুখটা একবার দেখে নিই।" হরিশ্চক থেকে সবলসিংহপুরের এই সারাপথ মা হাঁক-ফুঁকার কাঁদতে পারেননি, বুকে কী পাষণভার সহ বার বার নিঃশব্দে চোখের পানি মুচেছেন, আমাকে পরে বলেছিলেন কান্নার মধ্যেই। আমার 'জননী' উপন্যাসের দরিয়াবিবির মতই নানা দুঃখের শিকার আমার নিজের জননী। এই মা আরো কতো রকম কষ্ট না পেয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। যেন রক্তসূত্রে পাওয়া, আমিও বেদনা-যন্ত্রণার পাথারে নানাভাবে হাবুডুবু খেতে অভ্যস্ত। চিন্তা করার অভ্যেস শুধু সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে আমাকে সরিয়ে রাখে, তাই এতদিন বেঁচে আছি।

www.pathagar.com

২২ জানুয়ারী '৭৮

তিন চার মাস পূর্বে "পঞ্চস্বর" নামে গল্প লিখেছিলাম। আজ সারাদিন পালিশ করতে বসলাম। গ্রাম Falsetto, ভাষা তৎসম-ঝঙ্কৃত, গড়ন সংগীতের কায়দায় শেষে আলাপের নিনাদ ঝালায় পতিত। মন খুঁৎখুঁৎ করছিল। তবু গল্পটা রেখে দিলাম। কোথাও ছাপাতে দেব। দেখা যাক, বুদ্ধিজীবী মহলে কী প্রতিক্রিয়া হয়। সাধারণঃ পাঠক হয়ত ছুঁয়েও দেখবে না। সন্ধ্যায় হাঁটলাম। পথে বেণু ধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ওকে বিদায় দিয়ে ঈষৎ ঠান্ডায় পার্ক সার্কাস পার্কে অল্প ঘুরে গৃহপানে। ময়দানে সার্কাসের শিবির পড়েছে। জায়গা সঙ্কীর্ণ, ধুলোর রাজ্য প্রশস্ততর।

২৩ জানুয়ারী '৭৮

আমি কলকাতার স্তন্যপায়ী। মানসিক বিকাশের পত্তন এই মহানগরীতে। স্মৃতির অলিগলি কতোভাবে না আলো-অন্ধকারে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ অতীতের সাক্ষাৎ লাভ বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু আজ সকালে সব অভাবনীয়তা ম্লান হয়ে গেল। নেতাজী সুভাষের জন্মদিন। সুভাষ যিনি বাঙালীকে আবেগের শিকড় দিয়ে গেছেন। কলকাতা উৎসব মুখর। ২৫ নং ট্রামে উঠেছি পার্ক সার্কাস থেকে ইসপ্লান্ডে যাব। এলিয়ট রোডের মুখে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এ্যাটাচি ব্যাগ হাতে ট্রামে উঠে কাছেই বসে পড়লেন। দু'সারি সীট। আমি পূর্ব এক কোণায়। গেটের সামনে কাবামুখী অর্থাৎ পশ্চিমমুখী আগন্তুক আরোহী। বার বার সেদিকে তাকাতে লাগলাম। চেনা-চেনা মুখ। কতো কাল আগে চেনা যেন। একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। ভদ্রলোক সচেতন। সে আমার নিরীক্ষণের গণ্ডীতে আটক, মুখ-চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ট্রাম মুসলিম ইনষ্টিট্যুট পার হলো। আমি দ্বিধাগ্রস্ত। তার উপর উঠে পড়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে খাড়া হলাম। সৌজন্যসহ ইনকোয়ারি এবং উর্দু ভাষায়, আপনি কী ইব্রাহিম হোশ্? ইব্রাহিম নামে আমার এক সহপাঠী ছিল। উর্দুভাষী, কলকাতার মুসলমান, কবিতা লিখত। 'হোশ' ওর তখল্লুস বা Nom de plume ১৯৩৮ সনের পর আর দেখা নেই। চল্লিশ বছর পার। ওর মুখের আদল আবছা। সেই গোধূলি থেকে দিনের পরিচয় থেকে ঠিক ধরেছি। ওর পাশে বসা লোকটা উঠে গেলে আমি খালি সীটে বসলাম। সংক্ষেপে জানা গেল, সে বর্তমানে এক বামপন্থী উর্দু পত্রিকার 'আবসার' এর সম্পাদক। আমাকে Locate করতে ওর কিছু হামাগুড়ি দিতে হলো। ট্রামে আর কী কথা বলব। ৩ নং সিরাজুল ইসলাম লেন, ঠিকানা জেনে নিলাম। এক রোববারে অতীত-আঁধার ঝেটোনোর দাওয়াৎ পেলাম। উপন্যাসে অপ্রত্যাশিত সহসা গায়েব চরিত্র আমদানী আমার কাছে আর অস্বাভাবিক থাকল না। হোশের কাব্য সাধনা ইরানে তুরানে কোথায় আছে, পরবর্তী সাক্ষাতে জানা

www.pathagar.com

যাবে। স্পেস্-টাইমের চেতনা-রূপ কোন খাতে বইতে পারে—ভাবতে লাগলাম।

গন্তব্য কলেজ স্ট্রীট, সঞ্জীব দত্ত। পরে আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় এসে জুটলেন। তিনজন কফি হাউস। আড্ডায় একটা ধন্দের অনেকখানি নিরলস ঘটল। আমার প্রশ্ন—অবিশ্যি দত্তকুলোদ্ভবের নিকট—মুসলমান সমাজে জাতীয়তাবাদের একটা বৈশিষ্ট্য প্রকট। সাম্প্রদায়িকতা আসলে ট্রাইবাল বা কৌমী-চেতনার স্মারক। কৌমের পবিত্রতা সম্পর্কে ধারণা নিশ্চয় উঠে যায় জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের বিকাশের সময়। দেখা গেল, জিন্না থেকে আরম্ভ করে মুসলীম লীগের নেতাবর্গ কেউই ইসলামের 'তরীকা' পালনে আগ্রহান্বিত বা অনুরাগী নয়, অথচ তাদেরই সাধারণ মানুষ নেতা বলে মেনে নেয়। এই ভক্তি নিশ্চয় কৌম সম্পর্কে পবিত্রতার জের। সঞ্জীব জবাব দিলে, এ-সম্পর্কে তার সুষ্ঠু মতামত নেই, কারণ অভিজ্ঞতার অভাব। তবে এটা ঠিক নিজের বিশ্বাসের (Faith) প্রতি আস্থার অভাব ঘটলেই তখন অন্য কোথাও নিজেকে জমা দিয়ে তবে নিস্তার মেলে। গ্রামে দেখেছি, মাদীকুত্তা কারো আদাড়ে-পাঁদাড়ে বাচ্চা বিয়োনোর পর তাড়া খেলে বাচ্চাগুলো মুখে করে নিয়ে অন্যত্র রেখে আসে এবং পরে আবার স্তন দিতে থাকে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কী তাই ঘটে? নচেৎ মুসলিম লীগের লুচ্চা লম্পট, অর্থগৃধ্নু বেঈমান নেতৃত্বের পেছনে গোটা উপমহাদেশের মুসলমানেরা কেন অন্ধের মত ছুটল? বিস্তারকামী মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব জনসাধারণ মেনে নিল সহজে। সঞ্জীবের জবাব সত্যি মনে হয় এই জন্যে যে Charisma বা এলাহী কেরামতি—সন্ধ্যান করে সাধারণ মানুষ নেতার মধ্যে। তা নিশ্চয় অতীত চেতনার জের। উপন্যাস লেখার জন্যে এসব ধন্দ আমার সামনে প্রতিদিন ঘোরে। তাই শুরু করতে পারছি নে। সঞ্জীবের বিশ্বচর মন বহু জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। নিশ্চয়। তাই রচনা-বিমুখ আমার মতই। তাড়া ওকে চেতিয়ে তুলতে অক্ষম। পিতা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ, পুত্র আরো শ' আশি ডিগ্রী বিপরীতে সর্বাধীরেন্দ্র—সর্ব প্রকার অধীরতা ইন্দ্র। একটার সময় আসরভাঙা মুখে শ্রীনির্মাল্য আচার্য্যকে দেখা গেল Late latif বেচারা মুসলমানের উপর বিলম্বভার এই অপবাদকে আরোপ করেছিল?

২৪ জানুয়ারী '৭৮

ইমাম গাজ্জালী তাঁর "কিতাবুল আলইক্‌তিসাদ ফিল ইয়েতেকাদ" গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন "আজকাল সরকার অর্থ পুরোপুরিভাবে কোন সামরিক শক্তির পরিণাম। সে যে-কেউ হোক না কেন, সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য যে, সেই খলিফা।" ইমাম গাজ্জালীর অনুসারক মুসলমানগণ যেন তাঁর খেই পাকড়ে শক্তিধরকেই শাসক বলে মেনে নেয়। বাঙলাদেশে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অবিশ্যি অযোগ্য বেসামরিক জননেতাদের অকর্মণ্যতা তার জন্যে দায়ী। এখন পরিষ্কার বোঝা যায়,

www.pathagar.com

কৃষক শ্রমিকের ভিত্তি (base) থেকে পাল্টা রাজনৈতিক ও সামরিক হামলা শুরু না হলে বাঙলাদেশের সিপাই শাসকেরা আর ব্যারাকে ফিরে যাবে না। Veto-power নিয়ে বসেছে ওরা। অধিকাংশ নমশূদ্র থেকে বাঙালী মুসলমানের উৎপত্তি। গোলামের চেতনা শত শত বছর ধরে কী মজ্জাগত হয়ে গেছে? Slave স্বাধীন চেতনার অধিকারী কবে হবে? কবে?

২৫ জানুয়ারী '৭৮

সংক্ষিপ্ত সংবাদ। রাজ-পরিবারের বাইরে বিয়ে করার অপরাধে প্রাণ চলে গেল- মানব-মানবীর অমূল্য প্রাণ। পেছনে হৃদয়ের ব্যাপার ছিল, নচেৎ এমন ঝুঁকি নিতে যাবে কেন হতভাগ্য হতভাগিনী দুই জনে। মুসলমানদের তীর্থগৃহের মতোয়াল্লীরা আজও কী বর্বর এবং বর্বর প্রথার দাস—ঘৃণায় তা প্রকাশ হয় না। সৌদী আরব বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিয়াল। তেল বন্ধুত্বের সূত্র। প্রচুর বিত্ত, অথচ চিত্তের দৈন্য অশেষ। পবিত্র ইসলামের তহবিলদার আবাকাবাধারী এইগুলোকে দেখেও মুসলমানদের শিক্ষা হয় না। ইসলাম নাকি সাম্যের ধর্ম! মধ্যযুগীয় রক্ত-কৌলীন প্রথা আজও অটুট।

একটি সংবাদ ঃ যুগান্তর পত্রিকায় ২৩.১.৭৮ তারিখে প্রকাশিত শিরোনাম। অসম প্রেম, সম পরিণতি

আম্মান ২২ জানুয়ারী (রয়টার) সৌদি রাজ-পরিবারের রীতি লঙ্ঘন করে সাধারণ একজনকে বিবাহের অপরাধে রাজকন্যা মিশাকে প্রকাশ্যে গুলী করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী মিশা (২৩) তারই এক দূর সম্পর্কের ভাই, জেনারেল আলি শায়েরকে বিবাহ করেছিলেন।

জেনারেল আলী শায়েরকেও শির দিতে হয়েছে রাজকন্যার পাণিগ্রহণের অপরাধে। প্রথমে রাজ-পরিবারের সকলের প্রস্তাব ছিল উভয়কেই পাথরের আঘাতে প্রজা-পুঞ্জের সম্মুখে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করা হোক। কিন্তু রাজকন্যার পিতাসহ, রাজা খালিদের বড় ভাই প্রিন্স মহম্মদ ইবন আবদুল আজিজের অনুরোধে রাজকন্যাকে গুলী করে ও তার স্বামীকে শিরচ্ছেদ করে হত্যার প্রস্তাব সকলে একমত হন।

২৬ জানুয়ারী '৭৮

বাঙলাদেশ কেন, ভারতবর্ষেও দেখা যায়, মধ্যবিত্তের সামনে নানা রাজনৈতিক পথ খোলা। তাদের নির্বাচন বিভিন্ন ধরনের। তার একমাত্র কারণ, মধ্যবিত্তের সমাজ কাঠামো এক রকম নয়, শ্রেণী-চেতনার স্তরও সম-পর্য্যায়ে পড়ে না। আর বামপন্থী দল একটি স্থিরবিন্দু থেকে যাত্রা করে। মার্কস্‌বাদই প্রধান। গন্ত

www.pathagar.com

ব্যের প্রশ্নে সকলে একমত, কিন্তু পথ আলাদা, সেখানে পৌছানোর। এখানেও মতভেদ। এই হুল্লাড়ের ভেতর দিয়ে যাত্রা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কাল ডাঃ নৃপেন সেনের কাছে আমার রক্তচাপ পরীক্ষা করালাম। বেড়ে গেছে। ডিম, মাংস, বিলাতী বেগুন, মাখন, বাড়ী থেকে পুঁটির পাঠানো জেলী আছে। রাজকীয় নাস্তা। ওদিকে পকেটই ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে। সমস্যার প্রবেশ অন্য পথে। সেদিক কী দিয়ে ঠেকাব?

২৭ জানুয়ারী '৭৮

আবার ধাক্কা। অপ্রত্যাশিতের ধাক্কা। লম্বা পাড়ি 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে। অমৃত—এ এক গল্প দিতে গিয়েছিলাম। শ্রীবরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে চা-পানের পর "নয়া-প্রকাশে।" অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কথিত "কল্লোল যুগ" এ উল্লিখিত শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত, রণজিৎ ঘোষ ও বারীন মিত্রের আসর ছেড়ে কলেজ ষ্ট্রীট। সঞ্জীব ব্যস্ত। একা কফি হাউস থেকে বেরিয়ে ট্রামে ওয়েলিংটন স্কোয়ার গন্তব্যমুখী (মেডিক্যাল কলেজ পর হওয়ার পার, ভিড়ের জন্যে দাঁড়িয়ে)। সামনে সীটে দেখলাম এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং মহিলা বসে আছেন। চেনা-চেনা মুখ নরজনের। অবলা অচেনা। একটু নিরীক্ষার পর এগিয়ে পুছলাম, "কিছু মনে করবেন না, আপনি কী বলেন মুখার্জি?" সদর্থক জবাব। আমি সোজা সম্ভ্রমাত্মক সর্বনাম ছেড়ে বললাম, "তুমি আমাকে চিনতে পারছ?" "আজিজ, না?" দেখা গেল, বলেন আমার কৈশোর-যৌবনের ডাক নাম মনে রেখেছে এবং চিনতে বিলম্ব হয়নি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও য়ুনিভার্সিটিতে (ও ইতিহাস, আমি বাংলায়) বলেন্দ্র মুখার্জি আমার সহপাঠী ছিল। যেন Resurrection রোজ কেয়ামতের পর সাক্ষাৎ। সঙ্গী অবলা বলেনের গৃহিণী অণিমা দেবী। পৈতৃক ইন্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই ওরা থাকে। গৃহিণী বাড়ীমুখী। কর্তা আমাকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে তুলে দেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলেন। "দুই মহানগরীর উপাখ্যান" কেউ যেন ভবিষ্যতে লেখে। কল্পনা আদৌ অবাস্তব হবে না।

২৮ জানুয়ারী '৭৮

কালকের জের। বলেন মুখার্জি ট্রামে ওঠার সময় বলে (ন) আগামী সকালে এসে ওর সঙ্গে চা খাই। চা নিমিত্ত। সবই স্মৃতিচারণা। পুরাতন সহাধ্যায়ীদেরও খোঁজ পাওয়া গেল। বলেন রিটায়ার করেছে। বংশধ্ব-মুক্ত। একদম নির্ঝঞ্ঝাট অবসর জীবন। আড্ডার আর একটা আখড়া বাড়ল। বাঙালী Ethos থেকে এই বস্তু বিতাড়ন করলে কী বিভ্রাট শুরু হওয়া স্বাভাবিক আমি ভাবতে রাজী নই। কারণ, ওই স্রোতে ভেসেই আমাদের কাজ চলে। মুখার্জি সহধর্মিণী একরাশ মিষ্টি ও ফরাসী টোষ্ট্ যুগিয়ে চা নয় বাক্য নিঃসরণেরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত ঠিক রেখেছিলেন। পুরাতন সহপাঠীরা অতীতকে শুধু ফিরিয়ে দেয় না, কাল-চেতনার শিকড়গুলো

www.pathagar.com

আরো দৃঢ় করে। রাত্রে জ্যোতি দাশগুপ্তের নেমন্তন্ন রক্ষা করা গেল রণেশ দাশগুপ্তসহ। রাত্রে আহার। আমার নিকট নিমিত্ত মাত্র। শুধু নিরহঙ্কর, ধীমান সম্পাদকের সম্মান রক্ষা। রুশ প্রবাদ 'He who eats less offends his host.' আজ সত্যি ফলে গেল। একটা রুটি, দু'টুকরো মাংস এবং সামান্য হালুয়া ভক্ষণ জ্যোতিবাবুকে আঘাতই দিয়েছিল। কিন্তু আমি নাচার। প্রাণ হারাব নাকি পাকস্থলীর জন্যে? নৈব নৈব চ।

২৯ জানুয়ারী ৭৮

ইব্রাহিম হোশের বাড়ী। তিন নম্বর নবাব সিরাজুল ইসলাম লেন। সার্কুলার রোড থেকে রিপন স্ট্রীটে (বর্তমানে মুজাফ্ফার আহমদ স্ট্রীটে) ধরে এগিয়ে গিয়েছিলাম। জনাকীর্ণ অতিশ্রীহীন এসব পল্লী। মুসলমান এলাকা। '৪৬ সনের দাংগার দাগ আজও মেটেনি। ইব্রাহিম মাত্র দু'খানা ঘরে কোন রকমে বাস করে। প্রচুর উর্দু কবিতা লিখেছে। কোন বই ছাপা হয়নি। ম্যাট্রিক পাশ করে এক বছর কলেজে থেকে সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে বেছে নেয়। মোটামুটি উদার দৃষ্টিভঙ্গী, কিন্তু ঐতিহ্যের গণ্ডীর মধ্যে। ওদিকে আর বেশী কিছু খুঁড়তে চেষ্টা করিনি, প্রাচীন দিনেই দুজনে চলাফেরা করলাম। ইব্রাহিমের শরীরও ভাল নয়। উচ্চ রক্তচাপ। ডান পা এবং হাত আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বড় দুঃখ লাগল প্রাচীন সহপাঠীর এই বিপর্যয়ে। ইব্রাহিম কলকাতা ছাড়তে অক্ষম এমনই কলকাতা প্রেমাসক্ত। বোম্বাই গিয়ে দু'মাস থেকে চলে এসেছিল। অথচ কলকাতা উর্দু সাহিত্যসাধনার অনুকূলে নয়। প্রচার ও প্রকাশের সুযোগ কম। কিশোর তরুণ সহপাঠীর আদলের সঙ্গে তার প্রৌঢ় প্রতিমূর্তি মেলানোর চেষ্টা করলাম। গোটা পথ অতীত আমাকে ঘিরে রইল।

....সন্ধ্যায় পার্বতী দেবশরণ দাশগুপ্তের সঙ্গে কিছুক্ষণ। পরে সান্ধ্যভ্রমণ শেষে বাড়ী। লেখায় বসতে পারছি নে। এই অস্বোয়াস্তি আবহ।

৩০ জানুয়ারী '৭৮

গত রাত্রে পরলোকগত বন্ধু শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বপ্নে দেখলাম। '৭১ সনে কলকাতায় সপরিবার যখন এখানে আশ্রিত, শান্তি একদিন বললে, "তোমার একটা গল্প অনেক দিন থেকে আমার কাছে পড়ে আছে। দশ বছর হবে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।" শান্তি গল্পটা একদিন এনে দিলে। "গালিচা" নামে সেই কাহিনী '৭১ সনের পুজোসংখ্যা "যুগান্তরে" ছাপা হয়। আজ নানাতর ছায়াদৃশ্য স্বপ্নে দেখলাম সব শান্তিরঞ্জনকে ঘিরে। ঘুম ভাঙার পর ওর যৌবনের গৌরদীপ্ত মুখখানাই শুধু ভাসতে লাগল আর কিছু মনে করতে পারলাম না। শান্তির স্ত্রী প্রতিভা (পারুল) নন্দীও পরলোকে। এই পাটই চুকে গেছে। পুরাতন স্মৃতি–অনেক পিছু হটে দেখতে লাগলাম শয্যাগত পর্য্যন্ত।

www.pathagar.com

বিকেলে সঞ্জীবের ডেরায়। অগত্যা একা একা কফি হাউসে। য়ুনিভার্সিটির ছাত্রদশায় একই আসরে এসে বসতাম। অতীত পান করতে লাগলাম কফির সঙ্গে। পরে বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এসে জুটলেন। শ্মশ্রুধারী এই এক অকৃতদার ব্রাহ্মণ, যিনি মনে এমনই কাঠামো রচনা করেছেন যে নিজের গোত্রজ গণ্ডীর মধ্যে থেকেও উদার ব্রহ্মাণ্ডচারী। দেশবিদেশের ভ্রমণার্থীদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ান তিনি। গৌর চেহরা-দাড়ীর ঝোপ থেকে লাফিয়ে পড়া স্মিত হাসির ছটায় তার মানসিক আদলের মত প্রকাশ পায়। এখানে এক তরুণ কবির সঙ্গে বটুক আলাপ করিয়ে দিলেনঃ নীলাদ্রি শেখর বসু। Generation cleavage নেপথ্যে। তবু কবির সঙ্গে দু'একটা কথা বলা গেল। এক সময় বটুক বাবুও কেটে পড়লেন। ফেরার পথে মনে হোলো ক্রমশঃ যুগের কাছে outsider হয়ে যাচ্ছি।

৩১ জানুয়ারী '৭৮

একজনের মুখে শুনলাম। মেট্রো সিনেমায় ঋত্বিক ঘটকের "যুক্তি তক্ক গপ্পো" হচ্ছে। সন্ধ্যায় গিয়ে বোকা বনে গেলাম। রোববারে হবে সকাল সাড়ে ৯টায়। অগ্রিম টিকেট আজ দেওয়া হবে না। বুধবার সেখানে নিয়ম। হতাশ। পাঁচটা বেজেছে। এখন ট্রামে ওঠা দায়। ধর্মতলা মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি কী করব? হঠাৎ কমল গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা। তিনি কফি হাউসের আমন্ত্রণ দিলেন। যেন পরিত্রাণ পাওয়া গেল। মুজিব-হত্যার পর পশ্চিমবঙ্গে কতো সমাজকর্মী চোখের পানি ফেলেছে, তার বর্ণনা দিলেন। একটা বিশেষ খবর পাওয়া গেল, স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের প্রধান ১৮ আগষ্ট (বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর দিবস ১৫ আগষ্ট) একজনকে জিজ্ঞেস করছে, জিয়াউর রহমান কোথায়? তখনও জিয়া রঙ্গমঞ্চে আসেনি অথচ তাকে খোঁজা হচ্ছে এক বিশেষ শিবির থেকে। এই বিবৃতি—আসলে আন্তর্জাতিক পটভূমি—অবিশ্যি ষড়যন্ত্রের স্মরণ করিয়ে দেয়। নিঃসঙ্গতার হাত থেকে মুক্ত আর এক নিঃসঙ্গতার মধ্যে প্রবেশ করলাম বাড়ী ফেরার পথে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা শুধু বঙ্গদেশী নয়। সৌদি আরবের দ্রুত সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং পরবর্তী ভূমিকা এই সঙ্গে লক্ষণীয়। এই ধর্মীয় পাঁঠারা বর্তমান যুগে ইসলামের মোহাফেজ বা Custodian।

১ ফেব্রুয়ারী '৭৮

সকালে কমল গাঙ্গুলি সদনে। রুদ্রপ্রসাদ তখনও ঘুমে। শিল্পে নিবেদিত প্রাণ কৃচ্ছ্রতা সঙ্গী করেই এ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে। অল্প চওড়া দিওয়ানে কম্বলমুড়ি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ঈষৎ নাক ডাকছিল। কণ্ঠের সঙ্গে কলকাতার গোটা শিল্পমোদী পরিচিত। আমি নাসিকার সুরও শোনার সুযোগ পেলাম। পরে দু'জনে ব্রেখতের

www.pathagar.com

"খড়িমাটীর গণ্ডী" সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ। গাঙ্গুলি-গৃহিণী উষা বাঙালী মেয়ে নন। কানপুর নিবাসী, তবে কলকাতায় কয়েক পুরুষ। স্বাস্থ্যবতী ম্যাডোনা, রুবেনের ফিমেল ফিগারদের স্মারক। ফ্রেঞ্চ টোষ্ট সরবরাহ করলেন তিনি। আর একটা অবাঙালী মেয়ে এলো। অধ্যাপিকা মাধুরী। অভিনয়-নিপুণা সহজাত গুনে। কিন্তু বাড়ী তথা শাশুড়ীর আপত্তি, স্বামীর মার দিকে। পারিবারিক এই বিরোধ শিল্পচর্চার সুযোগ থেকে ভদ্রমহিলা বঞ্চিত। এসব সমস্যাও রুদ্রপ্রসাদের সামলাতে হয়। অনুন্নত দেশে কৃচ্ছতার বাড়া এই সব কুশাঙ্কুর।

পরে কফি হাউসে সঞ্জীব সহ। নির্মাল্য আচার্য্যকে ওর "এক্ষণের" জন্যে একটা প্রবন্ধ দিলাম। সঙ্গে ছিল। আজ বেশী সময় গেল, য়ুরোপে বিংশ শতাব্দীর লেখার ধারা নিয়ে। খুব সহজে Communication করা যায় অথচ Sensibility-Heightened হয়—এই দুঃসাধ্য সাধনই লেখকদের ওদেশে কাজ। কারণ, তা ছাড়া টিকে থাকা দায়। সাধারণ মানুষ বই পড়বে, সেখানে Sophisticated কেরামতি অচল। অতএব, সহজের পথে এগোও, কিন্তু Sensibility নীচের স্তরে যাবে না। সঞ্জীবের মতে, বার্টোল্ড ব্রেখৎ সেদিক থেকে প্রথম-প্রথম অতি উচ্চ শ্রেণীর লেখক। শিপ্রা আদিত্য ইতিমধ্যে এসে বসেছিল। ওর মুখে অসুস্থ (এখনও হাসপাতালে) দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের খবর পাওয়া গেল। ভাল আছে। তবে এখনও কিঞ্চিৎ জের রয়ে গেছে।

রাত্রে হঠাৎ জ্যোতি দাশগুপ্তর আতিথেয়তা পালন করা গেল। নিজে রান্না করেন, তিরিশ বছর করছেন। আজ ভাল মাছ থাকার ফলে তাৎক্ষণিক নেমন্তন্ন। রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন। সঙ্গজীবীদের দোজখ পূর্ণ ছিল।

২ ফেব্রুয়ারী '৭৮

শরীর ভেতরে বিগড়েছে। রাস্তা হাঁটতে জোর পাইনে পায়ে। যেন থপ্‌থপ্ পা ফেলা। মাথার ভেতর বাতাস ঢুকেছে। উদ্বেগ নানা ধরনের। হঠাৎ কী হোলো? এই ভাবে জরা বোধ হয় অজানিতে প্রবেশ করে। ডাক্তার বললেন, প্রোটীনের অভাব। তা স্বাভাবিক। কিন্তু এইভাবে ত দু'বছর চার মাস কাটিয়ে দিলাম। এত পরে নোটীশ এলো কেন? আহারের মান বাধ্য হয়েই বাড়ানো দরকার। শরীরের বিপত্তি উপন্যাসের আরম্ভ-সূত্র ঠেকিয়ে রাখছে। প্রশান্তির বুকে শুয়ে কাজ করব ভেবেছিলাম নিছক শিল্পীর ধ্যানে। সব গণ্ডগোল হয়ে গেল, তবে অত সহজে দমবার পাত্র আমি নই। লড়ায়ের অভ্যেস বহু কালের। এই শহরেই তের বছর বয়সে শুরু করেছিলাম।

বিকেলে বসুধা চক্রবর্তীর নিকট। অনেকক্ষণ কাটল। এই অগ্রজ শুভাকাঙ্ক্ষী বেশ চিন্তিত হলেন, নিজে যদিও ব্যাধির শিকার। ইন্দু দিদি একত্রে অনেক

www.pathagar.com

প্রোটীনের ব্যবস্থা করলেন। আন্তরিকতার ঋণ প্রতিদিনই চক্রবৃদ্ধি সুদের কবলে।

৩ ফেব্রুয়ারী '৭৮

সন্ধ্যায় বেশ হাঁটলাম। সি আই টি রোড ধরে। শেষে নীলরতনের বাড়ী। অপ্রস্তুত। ওর বাড়ীতে ভাগ্নীকে পাত্র দেখতে আসবে। মেয়ে এম, এ পাশ। শিক্ষয়িত্রী এক স্কুলে। এখনও এইভাবে বিবাহের রীতি দৃষ্টিকটু। কিন্তু রেওয়াজ বড় বালাই। আমি অকুস্থলে। সরে পড়ার উপায় ছিল না। নীলরতনের বোন এসেছে মল্লিকপুর থেকে। সেখানেই ওরা বাড়ী কিনেছে। পাত্র দেখলাম। পেশায় ব্যাঙ্কার। স্বাস্থ্যবান যুবক। হালফ্যাশানের স্বল্প দাড়ী চিবুকে। মেয়ে দেখা পর্ব শেষ হলে আমরা আসরে। মেয়ে মামাবাড়ীতে থাকবে আজ। মা মল্লিকপুর ফিরে যাবে। সন্তান থাকার মাশুল এইভাবে দিতে হয়। রাত্রেই বাড়ী ফিরে রান্নায় বসবে মা, ঘরে উদ্বিগ্ন, অপেক্ষার্থী স্বামী। এই সব গার্হস্থ্য নাটকের মধ্যে সন্ধ্যা কাটল। প্রতিমা ঘরেই মিষ্টি তৈরী করেছে। হাতের গুণ আজ পুরোপুরি ঢেলেছে, বোঝা গেল, খাওয়ার পর। একে একে সবাই বিদায় নিল। পাত্র। পরে মেয়ের মা। দশ মিনিটের মধ্যে হঠাৎ কালবৈশাখী, তুমুল ঝড় এবং বৃষ্টি। মাশুল আরো বাকী আছে মায়ের। কী করে দুর্যোগ বাড়ী ফিরবে? ষ্টেশন থেকে আরো পনর মিনিটের পথ। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত জীবনের নাটক দেখা হোলো গোটা সাঁঝপহর ধরে।

৪ ফেব্রুয়ারী '৭৮

এখানে "ভেনাস সার্কাস" মাসাবধি খেলা দেখাচ্ছে। যত রকম পাবলিক Show business আছে, তার মধ্যে সংগঠনের দিক থেকে সার্কাস আমার কাছে কঠিন ও জটীল মনে হয়। বহু জন্তু এবং মানুষ নিয়ে বড় এক শহর থেকে অন্য শহরে চালাচালি এবং ব্যবসার দিকে দৃষ্টি খুব সহজ ব্যাপার নয়। এখানে শৃঙ্খলানুবর্তিতার সমস্যাও প্রধান। ম্যানেজার ভদ্রলোক রাষ্ট্রপরিচালনা করতে সক্ষম—এমন সব গুণাধিকারী যখন। বাইরে থেকে আমার এই ধারণা বহুদিন থেকে বদ্ধমূল। তাই সরেজমিন দেখার জন্যে বন্দোবস্ত করেছিলেন ভানু বাবু (অজয় কুমার বসু)। তদানুযায়ী ভেনাস সার্কাস এগারোটার সময় পার্ক সার্কাস ময়দানে পৌছলাম। কালকের ঝড়ে সব লণ্ডভণ্ড। তাঁবু ছিঁড়ে যায়। হাতী ঘোড়া বেরিয়ে পড়েছিল। বহু দর্শক জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি ফেলে পালায় সেই হুল্লোড়ে। এমত অবস্থায় ম্যানেজমেন্ট দুঃখের সঙ্গে বললে, "আপনাদের আজ কিছু দেখাতে পারলাম না। সোমবার ১০টায় আসুন।" আমার অনেক দিনের পরিকল্পনা, সার্কাস প্রতীক করে গল্প লেখা। পরে উপন্যাসের প্ল্যান। আজ তাই বড় হতাশ হলাম।

বিকেলে প্রণবরঞ্জন রায়ের বাড়ী। বুলবনের সম্প্রতি প্রকাশিত "সংস্কৃতি ও

www.pathagar.com

সংস্কৃতি তত্ত্ব" বই ওদের জন্যে লোক-মারফত পাঠিয়েছে। ব্রেখতের "ককেশীয়ান চক সালে" রূপান্তরণে কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য দরকার ছিল। প্রণব তার শুলুক দিয়ে দিলে।

৫ ফেব্রুয়ারী '৭৮

স্নেহাস্পদ শিল্পী আমিনুল ইসলাম স্থানীয় শিল্পী অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথি। অকুস্থল জামির লেন। শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল। তরুণ, গৌরকান্তি, চিবুক বেশ আধঘন দাড়ীর বাহারে শোভিত। ওর ছবি দেখার 'মুড' ছিল না; কারণ, মেট্রোয় সকালের শোতে ঋত্বিক ঘটকের "যুক্তি তক্কো গপ্প" দেখার প্রোগ্রাম। অকুস্থলে সাইয়ীদ আতিকুল্লার স্ত্রী জাহানারা ও আমিনুলের স্ত্রী ও তার বান্ধবী অপেক্ষা করছিল। আতিকুল্লা শুধু স্নেহাভাজন নয়–তারও বহুৎ কিছু অধিক। একাই এসেছে জাহান কলকাতা। স্মৃতির ধাক্কা অতীতের জলভরা পরিখায় ঠেলে দিলে। হাবু-ডুবু কিন্তু, বড় ভাল লাগল আতিকুল্লার প্রতিনিধির সংস্পর্শ। ঋত্বিকের এই ছবি সিনেমার ভাষায় সুন্দর। মাঝেমাঝে মুন্সিয়ানা 'কাট' এ বহুমাত্রিক। কিন্তু তেমন স্পর্শ করল না। আর একবার দেখতে হবে। নানা Archetype এবং শেষে মেলোড্রামা-ঘটকের উদ্দেশ্য ধরতে আজ অগত্য আমি অক্ষম। শো-শেষে ওদের চার জনকে শ্যামবাজারের ট্রামে তুলে দিলাম সুরেন্দ্র ব্যানার্জি পার্ক থেকে।

৬ ফেব্রুয়ারী '৭৮

"ভেনাস সার্কাসে" সাক্ষাৎকার। এই উপমহাদেশে সাংস্কৃতিক জগতে ফ্যাসিজমের প্রথম শিকার নিহত সোমেন চন্দের এক আত্মীয় পরান চন্দ এখানে স্থানীয় সহকারী ম্যানেজার। তারই কল্যাণে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা। সঙ্গে ভানু বাবু, শিশির দাশগুপ্ত এবং জগন্নাথ পান্ডে। বিচিত্র এই জগতের অনেক গতিচিত্র পাওয়া গেল। প্রাচীন রিং-মাষ্টার পঁয়তাল্লিশ বছর আছেন এই -পেশায়। কর্নাটক, বেল্‌গাঁওয়ের অধিবাসী মোহাম্মদ আব্বাস। দেহখানি কালো পাথরের ভাস্কর্য্যমূর্তি। পৌরুষ সর্বাঙ্গে উত্তর ষাট বয়সেও উচ্ছল। বাবাও ছিলেন সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত। তরুণ রিংমাষ্টার প্রতাপ সিংহের চেহরা শিল্পী জনোচিত। সার্কাসের তাঁবুর মধ্যেই জন্ম। বাবা-মা এই পেশার সহযাত্রী ছিলেন। বাবা পরলোকে। মা বেঁচে আছেন। গত বছর সিংহের থাবা খেয়েছেন। হাতে পায়ে ষ্টিচ্ পড়ে। পুরাতন দাগ দেখালেন। অপরাধ পশুরাজের নয়, তার নিজের। ভুল পদক্ষেপের ফল। ঘুরে ঘুরে দেখলাম তাঁবু-জীবন। সত্যি যুদ্ধক্ষেত্র। দেখা হোলো তাঁবুর ভেতর মুনশী শামসুল হুদার সঙ্গে। প্রথমে ভাবিনি বাঙালী। সুগঠিত ফর্সা দেহ, পেশীর উঁকিঝুঁকি মোটা দেহে। ওয়েট-লিফটার। হাজার পাউন্ড তোলেন এক ঝাঁকানিতে। বাড়ী বর্ধমান

www.pathagar.com

শহরে। দু'বছর পলাতক জীবন-যাপনের পর বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন পেশার বৃত্তান্ত সহ। নিজের ওজন চুরাশি কিলোগ্রাম। চা, কেক খেতে হোলো ওর তাঁবুর ভেতর বসে। অনুরোধ এড়ানো গেল না। আরো খেলোয়াড়দের দেখলাম। জীবজন্তুদের সঙ্গে মোলাকাত ঘটল বয়ানসহ। প্রজনন ঋতুতে সিংহ বাঘের খেলা বন্ধ থাকে। তখন কথা শোনে না। সাংগঠনিক বৃত্তান্ত শুনলাম। নিমেষে এক রাতের মধ্যে তাঁবু হাওয়া হয়ে যাবে। এমনই মেশিনের মত কাজ চলে। পর দিন আবার জীবজন্তু সহ অন্য শহর পানে। যাযাবরত্বের রেশ আছে আজও এই পেশার মধ্যে। দু'জন ক্লাউন ভাঁড়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। একজন বামন, অন্যজন মধ্যদেহী এবং বাঙালী, দিনাজপুর নিবাসী। দু'জনে রিং ছাড়া নানা খেলায় পারদর্শী। তাছাড়া সার্কাসের ক্লাউন হওয়া যায় না। শিল্পী যখন জগৎকে দুমড়ে-মুচড়ে দেখান তখন হয় কমিক আর যখন দুর্জ্ঞেয় বিরাটের মুখোমুখি করে দেন, তখন হয় ট্র্যাজিক। সার্কাসে শ্বাসরুদ্ধকর খেলার মধ্যে এমন রিফিলও দরকার। সমস্ত তাঁবুর স্থপতির সঙ্গে দেখা হোলো না, তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত। জায়গা অনুসারে সব সংযোজন এই মানুষটির দায়িত্বে। অর্কেষ্ট্রার দল সুর যোগায় আবহে। ওদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ মুলতবী রইল। কাল সার্কাসের তাঁবুর পাঁচিলের পাশেই আর এক তামাসা জমেছিল। মঞ্চের কাঠকুটো, বাঁশ ইত্যাদি সরানো হচ্ছে আজ দেখলাম। মক্কার ইমাম সাহেব এসেছিলেন 'ভাই' মুসলমানদের ডাক দিতে "এক হও।" জিন্নার পর আবার সেই খেলা শুরু হয়েছে জোর কায়দায়। ভারতীয় বা এই উপমহাদেশের মুসলমানেরা জিন্না থেকে কিছু শিক্ষা পেয়েছে কি না জানি নে। আবার হয়ত সেই গর্তে পড়বে। রোমান গ্ল্যাডিয়েটারগণ 'Arena' য় প্রবেশের পূর্বে চিৎকার দিত বন্দনায় "Long live caeser" অথচ নিজের মৃত্যুমুখী।

সন্ধ্যায় সার্কাস দেখতে গেলাম দল বেঁধে। সমভিব্যহারী ১ শ্রী জ্যোতি দাশগুপ্ত, ২ জগন্নাথ পান্ডে, ৩ শিশির দাস এবং স্বয়ং প্রৌঢ় আমি। বয়স বাড়ার সঙ্গে বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়। সার্কাস দেখলাম কিন্তু পুরাতন থ্রিল অনুভবে অক্ষম। অথচ আমার পেছনে দুই বালক কী মজা না লুটছিল। শেষ হওয়ার আধ ঘন্টা পূর্বেই আমরা বেরিয়ে এলাম। পরে ভিড় এবং ধুলো খেতে রাজী ছিলাম না। অবিশ্যি শ্রীজ্যোতি দাশগুপ্তের সঙ্গেই নৈশ আহার।

৭ ফেব্রুয়ারী '৭৮

গত রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমার পরলোকগত স্বগ্রামনিবাসী কৈশোর বন্ধু আনোয়ারকে। গ্রামের পূর্ব দিকে "বাহার দুনিয়া" র মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছি। পরে একটা ফ্লিটের টীন ও পাম্প্ দিয়ে ধানের উপর স্প্রে করতে লাগলাম। ফ্রয়েডিয়ান বিশ্লেষণে যে দুই বস্তু যৌনপ্রতীক। দুর্জ্ঞেয় মনের গহনে কোথায় যে কী শুয়ে আছে,

www.pathagar.com

হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠে—কিছুই হদিসে কুলায় না।

কয়েকটা বই পাঠানোর কথা বাড়ী থেকে লোক-মারফৎ। সে খোঁজ শেষ করে প্রতিমাদের বাড়ী। নীলরতন সকাল আট্টায় লাঞ্চ সারেন। আমি হাজির। আমার ব্রেকফাস্ট্ অবিশ্যি নতুন বরাদ্দ হোলো। কফিও খেলাম। কিন্তু হেঁটে পার্ক সার্কাস (to walk off breakfast) আসার সময় বুঝলাম, গতরে কোথাও না কোথাও কিছু বিগড়েছে, একবার গ্যারেজে পাঠাতে হবে। মাথায় ঈষৎ দুলনি। নিশ্চয় গ্যাস বা বায়ু। কিন্তু হজমে, ঘুমে তেমন ব্যাঘাত ঘটছে না। তা হলে? সন্ধ্যায় ভ্রমণ শেষে ডক্টর নীপেন সেনের নিকট গোটা সাঁঝ পহর। রক্তচাপ দেখলেন। স্বাভাবিক ৮০-১৩৫। তবু শরীরে আস্থা আসছে না কেন? অগ্রজ বৃদ্ধ ত কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে আলাপে জানা যায়, কল্যাণ ব্রত করে নিয়েছিলেন বলে আজও সচল মন। অশেষ ঔদার্যেই তিনি আমার মতামত শোনেন। স্নেহ নয় শুধু শ্রদ্ধা মিলিয়ে। এদের এক আত্মীয় "করোনারি এ্যাটাকে" স্রেফ চিকিৎসাবিভ্রাটে কীভাবে মারা গেছে ক'দিন আগে। তার বয়ান শুনলাম। ভগবানের রাজত্বে মানুষের মর্যাদা থাকে না। অপমৃত্যু স্বাভাবিক।

৮ ফেব্রুয়ারী '৭৮

ভোরে যথারীতি আদা আর নাম-মাত্র (৬-১০টা) মুড়ি মুখে দিলাম। মাথা আগুন হয়ে উঠল। বুঝলাম, রক্তচাপ Fluctuation অথবা গ্যাসের এই কাণ্ড। তবু প্রাতঃকৃত্য করে গেলাম। শ্যামবাজার যাব স্নেহাস্পদ আতিকুল্লার স্ত্রী সেখানে উঠেছে কল্যাণ চৌধুরীর ডেরায়। কাজল মামী, পেশা অধ্যাপনার তাড়ায় সকালেই বেরিয়ে গেছে। আতিথেয়তা বেরিয়ে যায়নি। চা, কফি এবং রপ্তে রপ্তে আহার্য এলো। ফল (পরিণাম নয়) শেষে। সঞ্জীবও হাজির। অতএব বাক্য পরিবেশন আর শান্ত থাকতে অক্ষম। জমজমাট আসর। দুপুর এই খাতে। ইতিমধ্যে মামীর আবির্ভাব। তখন আবার লেবু খেতে হোলো। পরে এক সঙ্গে রাস্তায়। ওরা ট্যাক্সি ধরলে পাঁচ জনে। আমি পার্ক সার্কাস-অভিমুখে বাহনে।

সাইয়িদ আতিকুল্লা তার কাব্য আমাকে ছাড়া অনেক কিছু পাঠিয়েছে। ক্রোধ কাব্য হয় না সহজে। আতিকুল্লা তার ব্যতিক্রম। একদম চাঁচা-ছেলা গদ্যের বাহন অথচ শুধু কাঠামোর গুণে হৃদয় স্পর্শ করে। নেতির উপর বেশী জোর"এইখানে আমার আপত্তি। কিন্তু বাঙলাদেশের স্বৈরাচারী আবহাওয়ার আর কী বা করা যায়? বিকেলে ডাক্তার আলী ইমাম সমীপে। শেষে নিজের দেহ নিয়ে এত বিব্রত থাকতে হবে?

www.pathagar.com

৯ ফেব্রুয়ারী '৭৮

সারাদিন লেখাপড়া। সন্ধ্যায় "কলামন্দিরে" নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। আমন্ত্রক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কারণ, পরিচালক সে। কিন্তু হিন্দী নাটক। আর্নোল্ড ওয়েস্কার এর 'The root" রূপান্তরিত হিন্দী ভাষায় নাম পরিচয়। রুদ্রপ্রসাদের পরিচালনাগুণে মাঝে মাঝে দৃশ্য বড় মনোরম। বিশেষ করে শেষ ক্রান্তি দৃশ্যে একটি আশ্চর্য ফ্রীজ শট আছে সিনেমার কায়দায়, সিলুয়েট এবং স্বাভাবিক আলোকিত দৃশ্যের সংমিশ্রণ। কিন্তু বইটা মনে রেখাপাত করতে পারল না। অভিনয় খারাপ নয়, তবু অসম্পূর্ণতায়। মঞ্চের মিডিয়াম আমার কাছে এখনও গোলক ধাঁধা। সহজে বুঝে উঠতে অক্ষম। অথচ এককালে নাটক লিখেছি শুধু কাল্পনিক দৃশ্যপটের উপর জোর দিয়ে। আজকাল তা হয় না। মঞ্চরহস্য ভালভাবে রপ্ত করতে না পারলে নাটক লিখতে যাওয়া উচিত নয়। নাটক সুখ-পাঠ্য সাহিত্য—এ ধারণা ভুল। অভিনয় শেষে রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা করা গেল। রাত দশটার সময় ও আমাকে ট্যাক্সিযোগে বাসা পৌঁছে দিয়ে নিজের গন্তব্যমুখী।

১০ ফেব্রুয়ারী '৭৮

মিহির আচার্য্য ও মাডাম অধ্যাপিকা আচার্যের সঙ্গে সকাল সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত। ইরানের শাহ এসেছিল ক'দিন আগে। ভারত সরকারের অতিথি। তখন প্রবাসী ইরানী ছাত্ররা বিক্ষোভ জানায়। Limited Monarchy বলে চালালে হয়, আসলে ইরানেও সামরিক শাসন প্রচ্ছন্নভাবে চালু আছে। গণতান্ত্রিক অধিকার নেই বললেই চলে। ভারত সরকার ইরান সরকার তথা শাহের মনসন্তুষ্টির জন্যে ছাত্রদের স্বদেশে পাঠিয়ে দিতে (যেমন বাঙলাদেশের অস্ত্রধারী বিদ্রোহীদের বেলা ঘটেছিল) পারে যার ফল তরুণদের হত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে ছাত্রসমাজ ধর্মঘট ডেকেছে। সুতরাং স্কুল কলেজের হাজিরা আজ রুটিন-মাফিক নয়। তাই দম্পতিদের সঙ্গে অসময়ে স্থানীয় সাংস্কৃতিক হালচাল নিয়ে কালক্ষয় করা গেল। দুপুর বিকেল লেখাপড়া।

সন্ধ্যায় চাটগাঁর কবিরাজবন্ধু প্রধীর দাশগুপ্তের নিকট। গতর-সম্পর্কীয়। জিজ্ঞাসার জন্যে ওর উপদেশ কিছু পাওয়া গেল। আসরে প্রফুল্ল কুমার সেনের সঙ্গে পরিচয়। চাটগাঁয় বাড়ীতে আমাদের বন্ধু মাহবুব রশীদ এক কালে ভাড়াটে ছিলেন ১৯৫৩-৫৪। সেই সূত্র ধরে স্মৃতিচারণ। উনি নিজে ধ্রুপদ সংগীত চর্চা করেন। একদিন শোনার ইচ্ছে রইল। শরীর আজ বেশ খট্‌খটে। কবিরাজের সাহচর্য্য কি না কে জানে।

www.pathagar.com

১১ ফেব্রুয়ারী '৭৮

রুদ্রপ্রসাদের সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট ছিল। সকাল ন'টায় নান্দীকার আপিসে। স্নেহভাজন অচিন্ত্য দত্ত ছিল। রুদ্র তখনও আসেনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাজির। ব্রেখতের "ককেশীয়ান চক সার্কাস" এর পাণ্ডুলিপি পাঠ এবং আবার মতামতের ধারা বর্ষণের কথা ছিল আজ। রুদ্র সুন্দর শুধু পড়ে না, দরকার হলে গানও করে শোনায়। তিন ঘণ্টা লাগল। মাঝখানে মিষ্টি ও চা পানের বিরতি ছিল পনর মিনিট। বহু চরিত্র, জটীল দৃশ্যপট, অথচ রুদ্রকে দেড় মাসের মধ্যে বাজারে বই নামাতে হবে। সরকারী অনুদানের আঙুল মাথার উপর। এই দুঃসাহসিক অভিযানে ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দুটোর সময় বাসা ফিরলাম। জরা ধরেছে। নচেৎ নাটক রচনা নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতাম। মঞ্চের কাছাকাছি আসার সুযোগ বৃদ্ধকালে জুটল।

১২ ফেব্রুয়ারী '৭৮

শরীরে আঁকবাঁক। সকাল সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত লেখাপড়ার পর আর মন বসল না। জ্যোতি দাশগুপ্ত নীচু স্বরে কথা বলেন এবং লেখেন, কিন্তু আন্তরিকতায় উচ্চগ্রাম। ছুটলাম, নিজেই Overtone হতে। বড় দামী চা খাওয়া গেল। কারণ, জ্যোতি, দীপ্ত। এবং একজন বিনা বেতনের সম্পাদক, যিনি কোন Establishment এর সঙ্গে থাকলে অন্ততঃ দু'হাজার মাইনা পেতেন, তেমন হস্তনির্মিত চা নিশ্চয় মূল্যবান। হিসাব করলাম জল-গরম ইত্যাদি নিয়ে পনর মিনিট গেল। একটা Establishment-লালিত সম্পাদকের বেতন অনুযায়ী এবং Working hours ধরে দেখা যায় পনর মিনিটের মজুরী অন্ততঃ দশ টাকা পড়ে। সুতরাং এক কাপ চায়ের মূল্য ১০.২৫ পয়সা (Carrying cost আছে সঙ্গে) তাই এই পানীয় দুর্মূল্য বৈকি। পঞ্চনক্ষত্র মার্কা হোটেলও ত এত দাম নেয় না। আমার সৌভাগ্য বৈকি। ব্যাখ্যার পর জ্যোতি বাবু শুভ হাসি (এখানেও undertone) হাসলেন। আমি অনুৎসাহিত হয় চেতে আরো ব্যাখ্যা-বয়ান জুড়তে বাধ্য হলাম। বললাম, "Establishment এ পাকাপোক্ত বসতে কিছু সত্তার অংশ দিতে হয়। এই প্রদানের পথে চেতনা শেষে কোথা পৌঁছায় আর খেয়াল থাকে না। ফ্রয়েড ব্যাপারটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে প্রভূত মঙ্গল করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক তোলা যায়, কিন্তু Process নিয়ে নয়। প্রতিষ্ঠানের পোষ্য সম্পাদক শেষে P.R.O (Public Relation officer) তে পরিণত হয়। ওদের লিখতেই হয় না অথবা কম লিখতে হয় অথবা দায়-সারা কিছু লিখলেই চলে। সত্তা মর্টগেজ দিলে ইহকালীন আরামআয়েশ সহজে মেলে ঈদৃশ কায়দায়। (বিজ্ঞাপনের চুম্বক বর্তমানে যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকার রোববারের সম্পাদকীয় চুষে নিয়েছে)। এবার তুলনা করে বলুন আপনার কোন দাম আছে কি না? কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগী আবার হাসলেন। একদম নিঃশব্দে। নিষ্প্রাণ পাথর।

www.pathagar.com

আমার খোঁচাখুঁচিতে চৈতন্যের হদিস পাওয়া গেল না। অগত্যা চাই খেয়ে গেলাম। আর এক ব্রতী মানুষের দেখা পেলাম। বোধ হয় গীতার আদর্শে পৌছতে গেলে আজকাল মার্কস্‌বাদী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আসর আধ ঘণ্টার মধ্যে ভেঙে খিদিরপুর অভিমুখে। বাল্যবন্ধু বাশারতের স্ত্রী চিকিৎসার জন্যে কলকাতা এসেছে। আর এক কৈশোরের সাথী বন্ধু আনোয়ারের (পরলোকে, ১৯৫৪) বোন বাশারতের স্ত্রী দুই দিকের বন্ধন। স্নেহাস্পদ পেয়ারা, শাহাবউদ্দীন, আলাউদ্দীন এবং নাসির অভ্যর্থনার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকে। দুপুরেও ওদের সঙ্গে আহার। এবং পরে ঘুম। বাল্যের স্মৃতিবন্দী আবহে এদের সঙ্গে গোষ্ঠিসুখ উপভোগ করা যায়। আনোয়ারের কথাও উঠল। বাশারতের ছোট মেয়ে এক ছেলে ও মেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে ২৭/২৮ বিধবা হয়েছে। ওকেও দেখলাম। মেয়েটা আর বিয়েতে রাজী নয়। পারিবারিক বিবাদী সমবাদী নানা সুরের আঁচও পেলাম। সন্ধ্যার সময় জালাল উদ্দীনকে নিয়ে তার বড় খালার সঙ্গে দেখা করতে এলো ওদের ট্যাক্সিতেই ডেরার কাছাকাছি নামলাম। সারাদিন বিনা কাজে কাটল। কিন্তু শরীরে তাগদ ফিরে পাই না। Tuning এর জন্য গ্যারেজে পাঠিয়ে দেখতে হবে না ত? সরস্বতীর পুজোর প্রচুর ঘণ্টা। বহু প্রতিমা। বিদ্যার দেবীর এত তোয়াজ! ওদিকে গ্রেস নম্বর দিয়েও পাশের হার কোন কোন পরীক্ষায় ২৫% এর বেশী ওঠে না। দেবীর তোয়াজের এমনই মাহাত্ম্য। ধর্ম যে এক রকমের আপিম, তা জন্যে মার্কসের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনে নেই। চোখ সামান্য খুলে আশপাশ দেখলেই হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারী '৭৮

মক্কার ইমামের কলকাতা আগমনের এক প্রতিক্রিয়া শোনা গেল। এক ব্যবসাদার (ব্ল্যাকমার্কেট তঞ্চকতা ইত্যাদিতে পোক্ত আমার পরিচিত) অন্য এক জনকে বলছে, "ভাই, ওর সঙ্গে নামাজ পড়ার বড় ইচ্ছে বড় মসজিদে। কিন্তু কী ভিড়! কী ভিড়! ভাবলাম ওর সঙ্গে মোসাহেফা (হাতে হাত মিলানো) করব। তাহলে সব গুনা আল্লা মাপ করে দেবে। কী নসীব, কাছেই যেতে পারলাম না ভিড়ের চোটে। আর সে কী যাতা ভিড়?".... আর এক গৃহকর্ত্রী সালেক সুলতানা বললেন, তার ধোপা খুব সকালে এসেছিল। কারণ, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে তাকে মক্কার ইমামের জমায়েতে যেতে হবে। এক দিকে শোষক, অন্যদিকে শোষিত। একই কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত। Identity of the opposites এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই ঘটনা। আর কোন অভাবনীয়তা আমাকে অবাক করতে পারবে না। বিকেলে পার্ক সার্কাস থেকে (ওয়েলিংটন স্কয়ার) রফি আহম্মদ কিদোয়াই ও লেনিন সরণীর মোড়ে যাব। পরে কলেজ স্ট্রীট। নামার আগে, ট্রামে বেশ ভিড়, দেখলাম মেয়েরাও দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চোখ পড়ল, ঢাকায় পরলোকগতবন্ধু আশরাফ

www.pathagar.com

আলির স্ত্রী যেন দলের মধ্যে। যেন নয় সত্যি। তিনিও আবেগ-উদ্বেল হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার হাতের দিকে। নিস্তব্ধতা দিয়ে আমরা পরস্পরের অনুভূতি উপলব্ধি করছিলাম। আমার অস্ফুট 'ভাবী' ডাকের তিনি জবাব দেননি। সায়েরা চৌধুরানী এই কলকাতার মেয়ে। ভায়ের বাড়ী এসেছেন। গোলাম সফি উদ্দীন চৌধুরীর (আতা ভাই) স্ত্রী আনোয়ার পাশে দাঁড়িয়ে। আশরাফ আলির ছোট ছেলে তেনজিং (ভাল নাম জানিনে) আর এক দিকে। আড়াই বছর আমার সঙ্গে দেখা নেই। সবাই আমাকে দেখেও অবাক। ট্রামে আর কী কথা বলা যায়। সকলে অভিভূত। ঠিকানা জেনে নিয়ে ট্রাম থেকে নামলাম। আশরাফ আলি চৌধুরীর স্মৃতিময় প্রতিমূর্তি চোখে আমি কলেজ স্ট্রীটগ্রামী ট্রামের অপেক্ষায় স্তব্ধ।

১৪ ফেব্রুয়ারী '৭৮

আহা! ৭৬ তালতলা লেনের এই বাড়ীতে '৭১ সনের মে মাসে সপরিবার কলকাতায় পৌঁছে আমি এসেছিলাম আশরাফ আলি চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতে। তিনি বর্ডার পার হয়েছিলেন ৮ এপ্রিল ফরিদপুর কুষ্টিয়ার পথে। প্রথম সাক্ষাতে আমাদের আলিঙ্গন আর নিবৃত্তি চাইছিল না। আর আমি এসেছিলাম এক দুঃসংবাদসহ ওর ভাগিনী শোভা আত্মহত্যা করে মারা যায় মে মাসের প্রথমে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, পুরুষ-প্রধান সমাজে যা ঘটা স্বাভাবিক। আজ বেগম সায়েরা চৌধুরীর সঙ্গেও মৃত্যুর সংবাদ রয়েছে, আপনার চৌধুরী ভাই নেই। কোন রকমে আত্মস্থ রইলাম। পরে কুশলাদি জিজ্ঞাসা। অতীতে বেশী মুখ ফেরাতে পারলাম না। খামখা দুঃখ বাড়িয়ে কী লাভ?

বিকেলে সঞ্জীবসহ কফি হাউসে। প্রৌঢ় কালে এই এক সঙ্গী সুহৃদ পাওয়া গেছে, যে ভলটেয়ারের সাক্ষাৎ প্রতিধ্বনিঃ "Reading ennobles the soul. and an enlightened friend affords Consolation" ("Master simple"-এ আছে) সকালের দুপুরের বিষাদ হঠাৎ সরে গেল সঞ্জীবের এক ধারণা বিস্তারে। সে বললে, Action এবং Contemplation একসঙ্গে চলে না। মানুষ যখন Action-এ যায়, তখন তার চিন্তার জায়গা নেয় স্মৃতি। Reflex action-এ-ই সে কাজ করে যায়– যা চিন্তার জায়গা হয়ে দাঁড়ায়। রীতিমত উত্তেজিত হওয়ার মত প্রস্তাব। সঞ্জীবের আরো ধারণা আসল ব্যাধি তার স্মৃতির বাক্সে। ওখানেই নাকি কিছু বাল্‌ব্ নষ্ট হয়ে থাকে। কথাগুলো যাচাইয়ের প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু উপন্যাস লেখকের কাছে সমস্যা, সে কীভাবে উক্ত ধ্যানধারণা কথায় কয়েদ করবে? সন্ধ্যায় বেশ উত্তেজিত হয়ে রইলাম। কাল এসেছিলেন এক সুদর্শন যুবক যার পদবী চন্দ্র। আজ আর এক জনের সঙ্গে নতুন পরিচয় ঘটল? শৈল ঘোষ, পেশায় অর্থনীতিবিদ। এদেশে রায়তী সমস্যা এবং তৎকেন্দ্রিক হিন্দু মুসলমান রাজনীতির উত্থানপতন সম্পর্ক ইত্যাদি

www.pathagar.com

নিয়ে সম্প্রতি কার্যরত। রাত হয়ে গেল। সঞ্জীব ট্রামে তুলে দিলে, তারপর তার চিন্তার ঐরাবতে। সীটে বসেছিলাম মাত্র।

১৫ ফেব্রুয়ারী '৭৮

আতিকুল্লার জন্য একটা ডায়েরী পাঠাব। পৌত্রদের জন্যে টফি। শামসুর রাহমানের জন্য এক কপি "সন্তানের স্বীকারোক্তি।" জাহানারা কাল ঢাকা যাবে। তাই শ্যামবাজার কাজলদের ডেরায়। সঞ্জীব এলো কিছুক্ষণ পরে। ওর দুহিতা বুয়ার বান্ধবী (বুয়ার ভাল নাম Aroma Dutta) সাহেরাও জাহানারার সঙ্গী। এসেছেও ঢাকা থেকে সহযাত্রী রূপে। সঞ্জীবের আসর আজ তেতে উঠল অমৃত বাজারের এক প্রাক্তন বার্তা-সম্পাদক উপস্থিত হওয়ার ফলে। আমি আসরমুক্ত। সকালে খবরের কাগজ পড়া হয়নি। এখানে কল্যাণ চৌধুরীর কল্যাণে বহু দৈনিক জড়ো। আমি তার মধ্যে ডুব দিয়ে রইলাম পরে বড় ছেলের প্রিয় লাপচু চা কিনতে গিয়ে শ্যামবাজারের প্রতি ঘেন্না ধরে গেল। কোথাও নদারাৎ। দশটার দিকে সঞ্জীব সহ শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপোয়। ও কলেজ স্ট্রীটে নেমে যাবে। আমার গন্তব্য গড়িয়াহাটা। সেখানে গৃহিণীর মিঠাপাতা জর্দা ও বড় ছেলের লাপচু চা কিনব। বিকেলে বেরিয়ে দেখলাম, কুয়েত থেকে লায়লী আস্‌গার চিঠি পাঠিয়েছে। জাঁনেসারের সংক্ষিপ্ত পত্র, সঙ্গে মারাঠী দৈনিকের অংশ। ওর সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। হাজার বন্ধন এবং উদ্বেগের মধ্যে নিরাসক্ত মন নিজের মধ্যে ঠাঁই করে নিতে পারে। সন্ধ্যায় পাঠে মগ্ন হওয়ার পর বুঝতে পারলাম।

১৬ ফেব্রুয়ারী '৭৮

খবরের কাগজে দেখলাম, মোহাম্মদ আলি ক্লে ঢাকা যাবে। ভারতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টার, মক্কার ইমাম ঢাকায়, মুষ্টিযোদ্ধা। প্রেসিডেন্ট পুরুত, পালোয়ান সবই এক লাইনের লোক। একই মহৎ উদ্দেশ্য। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করা। তাই একদা খ্রীষ্টান নীগ্রো এবং সুবিধার জন্যে ইসলাম গ্রহণকারী মগজহীন কাবুলিওয়ালা ক্লে ঢাকা যাবে সেখানকার মসজিদ বায়তুল মোকাররমে নামাজ পড়তে। তার পেশীর খ্যাতি কাজে লাগবে সরল মুসলমানদের জগতের দিকে নিবিষ্ট করতে। ইহকালীন সমস্যা থেকে মুখ ফেরাতে এর চেয়ে আর নির্ঘাৎ পন্থা নেই। সব দেশের শাসকশ্রেণী তা জানে। আধ্যাত্মিক ঘুষির সঙ্গে মোহাম্মদ আলির ঘুষির ভাল Punch (মিশ্রণে) ঘটেছে, দেখা যায়।

সন্ধ্যা নীলরতনদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। এখলাস উদ্দীনের বাপ খুলনায় মারা গেছেন, সংবাদ পেলাম। পরে কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের বাড়ী। আড্ডার বাসনা ছিল না। শুধু কুশলটুকু জানা। কবি অবিশ্যি বাসষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত এলেন। ফলে, পথ আবার

www.pathagar.com

ড্রয়িং রুম হয়ে উঠল।

১৭ ফেব্রুয়ারী '৭৮

মা, সকালে তোমার কথা মনে পড়ল, এই তারিখ.... ছ'বছর চলে গেল, তুমিও চলে গেছ, মানসিক যন্ত্রণার দরিয়া সাঁতরেছ তুমি সারা জীবন।

সেই স্মৃতিই আমাকে আজ অবসন্ন করে তোলে। আমাদের সকলকে তুমি ক্ষমা করো, মা।

আজ পুঁটি ঢাকা থেকে চিঠি লিখেছে স্পন্সর সার্টিফিকেট পাঠাতে। দুই বঙ্গে যাতায়াতের এই এক গেরো। সম্পর্ক আজও পাকিস্তান আমলের মত রয়ে গেল। জননীর বিদায়-স্মৃতির সঙ্গে এই তারিখেই স্ত্রীর বাসনার প্রবেশ সমাপতনের অভাবনীয়তা বলা ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া চলে না।

বিকেল বিষণ্ন হেঁটে এলাম। সন্ধ্যায় আজিমপুরায় মাকে কবর দিয়ে এসেছিলাম ছ'বছর পূর্বে সাধারণ জমিনে। হাতে অনেক অর্থ ছিল না যে ওর জন্যে নিজস্ব গোর হবে। এতদিনে হয়ত নতুন কেউ এসে গেছে সেই কবরে। এজমালী ব্যাপার। সারাজীবন ছোটখাট এত কুশাঙ্কুরক্ষত হৃদয়। দেশই জননী আমার কাছে। তাই বোধ হয়, মার উপর এমন অবহেলা গেল। ঠিক স্বাধীনতার পরেই অর্থ আদৌ ছিল না হাতে। পরে পেন্সন প্রাপ্তির পর কিছু সতর আঠার হাজার টাকা একত্রে পেলাম। তখন বড় আফশোষ হয়েছিল ঃ ধার করলাম না কেন হাজার দেড়েক টাকা জমি কেনা ও কবরটা পাকা করার জন্যে?

সন্ধ্যায় আশপূর্ণা দেবীর "প্রথম প্রতিশ্রুতি" পড়তে বসলাম। বইটার সুনাম আছে। তাই কৌতূহল।

১৮ ফেব্রুয়ারী '৭৮

স্পন্সার সার্টিফিকেট সংক্রান্ত কাজে সকালে বেরুতে হোলো। আমি এখানে অবান্তর। একজন ভারতীয় নাগরিক দরকার। আবার কোর্টের ছাপ লাগবে। সেই সূত্রে দক্ষিণ কলকাতা। পরে কিছু সাক্ষাৎকার। কিন্তু আজ কেউ বাড়ীতে নেই। ফিরে এসে উপন্যাস পড়তে লাগলাম। বৃহদাকার বই। তিন চার দিন যাবে আরো। শরীরের জন্যে লেখার দিকে মন এগোয় না। কিন্তু যে প্রশান্তি খুঁজছি ধ্যানস্থ হওয়ার জন্যে তা কী আর কোনদিন মিলবে? কাল বিষ্ণুদের সাক্ষাতে যাব। অসুস্থ রিখিয়া থেকে তিনি কলকাতা এসেছেন।

১৯ ফেব্রুয়ারী '৭৮

সকালে মদন গোপাল লেন: সজল কুন্ডুদের বাড়ী। ওরা কবে কুয়েৎ ফিরে

www.pathagar.com

যাবে, জানা দরকার। লায়লীর জন্যে গল্পের বই-ওয়ারিদ নানুর জন্যে ছড়ার বই–মারফৎ দিতে পারব। ডাকে দুটো ছড়ার বই পাঠিয়েছিলাম। বারো টাকা খরচ। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আজ বাড়ীতে ছিল না। কর্তা কুন্ডু বাড়ী ছিলেন না। তিনি আপিসের পিকনিকে গেছেন। সজলও বাড়ি ছিল না। এলো পরে। ওদের বাড়ী থেকে সঞ্জীব সন্নিধানে। একটু পরে এলো আমিনুল ইসলাম। তিন জনে কফি হাউস। সদ্য দিল্লীর বই-প্রদর্শনী ফেরৎ নির্মাল্য আচার্য্য যোগ দিলেন কিছুক্ষণ বাদ। আধ ঘণ্টা সময়। কফি হাউস রোববার সাড়ে বারোটায় বন্ধ হয়ে যায়। সেইমত আমরা আবার পথে।

বিকেলে তালতলা বেগম আশরাফ আলি চৌধুরীর নিকট। ওদের সকলের সঙ্গে আধ ঘণ্টা। পরে বাড়ীমুখী। কিন্তু পথে ট্রাম থেকে নেমে বনানী চৌধুরীদের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়ে দিলাম। লেখাপড়া আজ সারাদিন কিছুই হোলো না। কোথা যেন বিভ্রাট ঘটছে। নচেৎ যেটুকু সময় পাই, কোন কাজে লাগাতে পারছি না। কেন? নির্বাসিতের স্থিতি প্রার্থনাই অন্যায়। কাজ এভাবে অসমাপ্ত রাখলে অসমাপ্তই থেকে যাবে। সামনে তিন চারদিন ঝামেলা আছে। তারপর অলস বা ট্যাড়া মনের মোকাবিলা করব।

২০ ফেব্রুয়ারী '৭৮

ইউসুফ সেবাই। ইউসুফ সেবাই কাল নিহত। অকুস্থল নিকোশিয়া। আফ্রো এশীয় লেখক সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে ইউসুফের নাম প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরে একটি বিশেষ মর্যাদা ভূষিত গত বিশ বছর ধরে। পরলোকগত প্রেসিডেন্ট নাসেরের বন্ধু, দেশপ্রেমিক, সাহিত্যে প্রসিদ্ধ গল্পশিল্পী ইউসুফ আল্-সেবাই সোমালিয়া এবং ইথিয়োপিয়ার বর্তমান বিরোধে কী করা যায় সেই উদ্দেশ্যে নিকোশিয়া গিয়েছিলেন। হোটেল হিল্টনে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। আততায়ীরা আরো Hostage স্বরূপ বারো জনকে নিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার ইউসুফ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৯৬২ সনে আমার ঢাকার ঠিকানায় তিনি চিঠি লিখেছিলেন। আজ মনে পড়ছে। তারপর "Lotus" পত্রিকার মারফৎ আত্মিক যোগাযোগ গত বিশ বছর। সাম্রাজ্যবাদের এমন আরো বহু দংশনের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। তোমার মৃত্যু বৃথা যাবে না। সালাম তোমার বিদেহী আত্মার প্রতি, হে মানবতা প্রেমিক, বন্ধু।

২১ ফেব্রুয়ারী '৭৮

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী বাঙলাদেশের অধিবাসীর কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে তার দু'টি পংক্তির জন্যে যা গানেরই অংশ।

www.pathagar.com

"আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি?"

আজ সকাল হলো। বিষণ্নতা নয়, প্রসন্নতা নয়–অদ্ভুত এক মূক অনুভূতি। ছাব্বিশ বছর আগেকার পটভূমি দেখতে লাগলাম বোবা চোখে।

শ্যামবাজার কাজল মামীর বাড়ী অভিমুখে। আমিনুল ইসলাম ঢাকা যাবে আজ। বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া দরকার। বিশেষতঃ নার্ভ যখন এত জুলুম করছে, চুপচাপ থাকা ঠিক হবে না। পুঁটি একবার আসা দরকার। সে সকালে অনেক কাজের ভার নিলে বিশ্রাম কিছু বাড়বে। পার্ক সার্কাস ট্রামে উঠে দেখলাম, এক অতি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন মাথায় মাফ্লার জড়িয়ে। সকালে ঈষৎ শীত ছিল তাই ঐ ব্যবস্থা। ভদ্রলোকের চোয়ালের অংশ দেখে বুঝলাম দাঁত পড়ে গেছে। দু'টি চোখ এবং গালের কিয়দ্দংশ কিন্তু পরিচিত আদলের ছায়া দুলিয়ে যায়। কে এই ভদ্রলোক? সত্যি কী আমার চেনা? আমি বার বার বেশ গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলাম। পাছে চোখাচোখি হয় সে সতর্কতাও আছে। পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর উল্টো দিকে যে গির্জা আছে, তার সামনাসামনি এলে 'গ্রেস' করলেন বাঙালী ভদ্রলোক। এই ক্রশচিহ্ন বুকে আঁকার ফলে আমার ধারণা এগোতে লাগল। তবু দোমনা। শেষে ভাবলাম, জিজ্ঞেস করে দেখি মশায়ের পরিচয়। মল্লিক বাজার পার হতে তখন গলা যথারীতি খাদে রেখে বললাম, "কিছু মনে করবেন না, আপনি কী লরেন্স পেশ্কার?" "হ্যাঁ" দরজা সশব্দে খুলে গেল।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ১৯৩৪-৩৭ আই, এ থেকে বি, এ পর্য্যন্ত লরেন্স–ধর্মে খ্রীষ্টান-অবিশ্যি বাঙালী—আমার সহপাঠী ছিল। ৪১ একচল্লিশ বছর পরে ওকে ঠিক ধরেছি। গান করত সুন্দর। সেই সুবাদে হৃদ্যতা। আমার কানের গুরু এই সহপাঠী ও ব্রজেন (পদবী ভুলে গেছি)। বললাম, "সব বাদ দাও, ঠিকানা কী?" "১৯ নং তালতলা লেন, তিন তলা।" জবাব এবং ষ্টপেজে নেমে যেতে লরেন্স বললে, "এসো কিন্তু"। জীবনের চাকা যেন পুরাতন বৃত্তে ঘুরছে। এই অভাবনীয়তা আমাকে আর বিস্মিত করে না। দেশবিভাগের ট্র্যাজেডি কতভাবে না ছায়া ফেলেছে। ভবিষ্যৎ কথাশিল্পীদের নিকট আবেদন রইল তারা যেন আমাদের চূর্ণিত পাঁজরের প্রদর্শন আগামী কালের নাগরিকদের সামনে তুলে ধরে।

মোহন লাল স্ট্রীট। কাজল, আমিনুল দম্পতি, কল্যাণ, সঞ্জীব দত্তসহ প্রাতঃরাশ। আমিনুল ইসলাম দমদম এয়ারপোর্ট অভিমুখে, আমি ও সঞ্জীব কলেজ স্ট্রীট পানে। কলেজ স্কোয়ারে একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে পুরাতন ছবির প্রদর্শনী। '৭১-এর নারকীয় দৃশ্য সম্বলিত ফটোগুলোর দিকে চাইতে পারলাম না। যেন ব্যঙ্গ করছে আমাদের দিকে, "মূর্খের দল, কী করলে? আমাদের আত্মত্যাগের অবমাননার প্রায়শ্চিত্ত করো। নির্বাসিত জীবনের দুর্বিপাক তোমাদের মত মূর্খের

www.pathagar.com

জন্যেই বরাদ্দ থাকে। রণেশদা, স্নেহাস্পদ রেজা এবং নজিবরকে দেখলাম। দু'জনেই ছাত্র। দেশপ্রেমের উন্মাদনায় এরাও লেখাপড়া, ঘর–সব ছেড়ে এসেছে। দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট লাগল। কৃচ্ছ্রতা বহন করছে তা শরীরই জানান দেয়। রেজা বড় ম্রিয়মাণ। কিছু করতে পারতাম এদের জন্যে। নিজে শরীর নিয়ে অস্থির হয়ে পড়লাম। দৌড়ঝাঁপ করতে পারব না। অসহায়, নিষ্ক্রিয় সমবেদনা অক্ষমের অজুহাত মাত্র। রণেশ দাশগুপ্ত অকুস্থলে। সঞ্জীব আমাদের দু'জনকে ট্রামে তুলে দিলে। বিকেলে কুয়েৎ-যাত্রী সজল কুন্ডুর নিকট লায়লীর জন্যে কিছু গল্পের বই এবং নানু ওয়ারিদের জন্যে যোগীন্দ্র সরকারের হাসিখুশি (আমিও ছেলেবেলার এই বই দিয়ে শুরু করি) দিতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করলাম শরীরে। নার্ভ হঠাৎ শিথিল। তবু ধীরে ধীরে হেঁটে এলাম ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের হোলো পর্য্যন্ত। "একুশে ফেব্রুয়ারী" পালনের পর আর এক অকুস্থল। সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায়, মনোজ বসু, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা ছিলেন। সকলে লেখক। বক্তা নন। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর সভায় এমন Unsophticated ভাষণ এরা দিলেন, কান সহজে গ্রহণ করে না। অন্নদাশঙ্কর আর এক কাঠি সরেস। Senility ঢুকে গেছে, দাদা টের পাচ্ছেন না। মণীন্দ্র রায় এবং তরুণ সান্যাল বারেক ছিলেন। এরাই পাল্লায় পাষাণ। তরুণের বাচনভঙ্গী, যুক্তি, ভাষা এবং পরিবেশনের ধারা এক কথায় সুন্দর। কণ্ঠস্বর গমগমে নয়। তার জন্যে বক্তাকে দায়ী অবিধেয়। প্রকৃতি ওটুকু খুঁৎ রেখে দিয়েছে। আলী আকসাদ, মাহফুজুল বারি, মোনায়েম সরকার, সঞ্জীব দত্ত সকলেই সভায় ছিল। সভাশেষে পথ-সভা যেন নির্বাসিত এই ক'জনার। আমার শরীর ঝিমঝিম করছিল। মোনায়েম প্রায় কলকাতার সব "একুশে ফেব্রুয়ারী"র উদ্যোক্তা। বেচারা ভীষণ ক্লান্ত। তাই ট্যাক্সি ধরলাম। সঞ্জীব তখন রাজনৈতিক বিশ্লেষণের স্রোতে ভাসমান। আলী আকসাদ আছে, তাই বিদায় নেওয়া গেল সহজে।

কলেজ স্কোয়ারে "একুশে"র প্রদর্শনীতে একটি ছেলে সংকলন বিক্রী করছিল। ভূমিকায় দেখলাম, বাঙলাদেশ ডেপুটি হাই-কমিশনারেরর অর্থানুকূল্য ও এক পুলিশ-সাহিত্যিকের সহযোগিতায় পুস্তিকা প্রকাশিত। এবার হাইকমিশনেও "একুশে" পালিত হবে। আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের সংস্পর্শে বাঙলাদেশের সিপাই সরকারও শেয়ান হয়ে গেছে, স্পষ্ট দেখা গেল। বুঝেছে, ভণ্ডামির আশ্রয় না নিলে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর ওদিকে ঢাকায় একুশের পবিত্রতা, জন-উন্মাদনা ফিকে করার মতলবে, তারাই মোহাম্মদ আলিকে দাওয়াত দিয়ে এনেছে। Muscle (পেশী) এর সঙ্গে Muscle এর মিতালী এইভাবে ঘটে। এখানে মগজ থাকে না। একদা-নিগ্রো ক্লে স্বগোত্র ত্যাগী জাতে চড়ে White হতে চেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সে ইতর বডিগার্ড, তা মুষ্টিযোদ্ধা জানে না।

www.pathagar.com

২২ ফেব্রুয়ারী '৭৮

মিসেস আশরাফ আলি চৌধুরী ঢাকা গেলেন আজ। অনেক আগে বেরোনোর ফলে আমার সঙ্গে দেখা হোলো না। কিছু খবর দিতাম বাড়ীতে। দমদম যাওয়ার তাগদ আর নেই এখন।

সন্ধ্যায় সহপাঠী বন্ধু দেশী খ্রীষ্টান লরেন্সের তালতলার বাসায়। বৃদ্ধ হয়ে গেছে একদা-বান্দুরার (ঢাকা জেলা) অধিবাসী লরেন্স। জীবনে বহু পয়জার খেয়েছে। বি,এ পাশ করার পর Military Defence অফিসে চাকরী নিতে বাধ্য হয়। চার ছেলের তিন জনের মৃত্যু শোক উপর দিয়ে গেছে। সাত মেয়ের দু'টির বিয়ে হয়েছে মাত্র। নিজে ডায়াবেটিসের শিকার। এ্যাজমা আছে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মাঠে চারা নিম গাছের তলায় গান করত লরেন্স পেশকার এবং ব্রজেন ঘোষ। বড় সুরেলা গলা ছিল। ব্রজেন মারা গেছে পাঁচ-ছ বছর। স্বল্প আয়, বিশাল সততা এবং পারিবারিক বিপর্যয় লরেন্সকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। চার বছর পূর্বে রিটায়ার করেছে। এখন একা বেরোয় না। সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে। দেখা হোলো চল্লিশ বছর পরে। বড় খারাপ লাগল। গানের চর্চা বহুকাল আগে ছেড়ে দিতে হয় ওকে। পুরাতন সহপাঠী আমার দুর্দশা শুনে তেমনই মর্মাহত। ওর সরল প্রাণের প্রতিধ্বনি নিখাদ। ১৮ নম্বর তালতলার তিন তলার উপর বাসা। ছাদের খোলা দরজা পথে চাঁদ উঠেছিল। আমরা দুই প্রৌঢ় বক্ষভার উজাড় করতে লাগলাম। লরেন্স কথা বলতে ক্লান্তি বোধ করছে। হাঁপানির জের। তাই উঠে পড়লাম। অতীতেই বিচরণ করব। এই পাড়ায় পূর্বে থাকত আর এক সুকণ্ঠ সহপাঠী কৃষ্ণকিশোর ঘোষ। ওর বাবা নলিনী ঘোষও ছিলেন। নিজে সংগীতের সমঝদার এবং গায়ক। হেঁটে গেলাম ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেন ধরে। পুরাতন বাড়ীতে ওরা আর থাকে না। লেক গার্ডেনে উঠে গেছে নিজেদের বাড়ীতে বহু দিন। তবে খোঁজ পেলাম ওখানে কৃষ্ণ বাবুর এক ভাই Dentist। মৌলালীর দর্গার পেছনে চেম্বার। খুঁজে বের করলাম। ওদের বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া গেল। পাশের দোকানীর কাছে। কুশলাদির প্রশ্নে জানলাম, নলিনী বাবু পাঁচ বছর স্বর্গীয়। একদিন কৃষ্ণকিশোরের বাড়ী যাব। ভাল ক্যারম খেলত। আমাকে একটা ছোট ক্যারম বোর্ড উপহার দিয়েছিল। বহুদিন সবলসিংহপুরে সেটা বহু জনের অবসর বিনোদনে খেটেছিল।

২৩ ফেব্রুয়ারী '৭৮

বিশ্রাম নিলাম। সকালে বেরিয়ে পুঁটির স্পন্সর সার্টিফিকেট পাঠানোর জন্যে যা পোষ্টাফিসে যাওয়া। তুলসী দাসের রামায়ণ পড়া ছাড়া আর কিছু করিনি। দুপুরে তিন ঘণ্টা ঘুমালাম। পথে দেবশরণ দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তৎপূর্বে। কাল ২৪ ফেব্রুয়ারী। আহা, হঠাৎ মনে পড়ল।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় বর্তমানে ইংলন্ডপ্রবাসী বন্ধু সুনীল দত্তের চেম্বারে। বর্তমানে তার আত্মীয় দ্বিজেন ঘোষ বসেন। সেখানে এক তরুণ কার্ডিয়লজিষ্ট বিক্রমজিৎ সেনের সঙ্গে আলাপ হোলো। পরে নীলরতনের বাড়ী। সুধাংশু ঘোষসহ তিন জনে কালক্ষেপ। প্রতিমা যথারীতি অতিথি-সৎকারের ব্রত ভঙ্গ করেনি। আবহে আগামী দিন। তাই স্বস্তি ছিল না মনে হাজার কথার মধ্যেও।

২৪ ফেব্রুয়ারী '৭৮

চৌদ্দ বছর পূর্ণ আজ। তোমার বনবাসের মেয়াদ কী আজও শেষ হোলো না? নিষ্ঠুর ছিলে তুমি। অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে তাই আমাকে পরিত্যাগ করে গেলে। ... তুরহান নামটা আজও কতোবার মনে পড়ে। কিছুই আর এই স্মৃতিটুকু চাপা দিতে পারে না।

গত বছর এই তারিখেই পুঁটিকে দমদম এয়ারপোর্টে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। তারিখের সমাপতন তুরহানের জননীকে এতটুকু জানতে দিইনি। একুশে ফেব্রুয়ারী, ২৪ ফেব্রুয়ারী দুই তারিখ আমার কাছে একে অপরের স্মারক।

সকালে বেরুতে হয়েছিল। ব্যাংকার মতীন খানের বাড়ী। বদলী হয়ে গেছেন, ঢাকা চলে যাবেন। পুরাতন সুবাদে সাক্ষাৎ।

বিষণ্ন বৈকাল। ঘরে গোধূলিলগ্ন। কোথাও বেরুলাম না।

বিষণ্ন সন্ধ্যা।.... রাত্রি দশটার সময় পুলিশ খবর দিয়ে গিয়েছিল আমার তুরহান পৃথিবীর মায়ায় আর কয়েদ নয়। সেই কালরাত্রির ছবি আবার দেখতে লাগলাম। অনুজপ্রতিম অধ্যাপক হেসাম উদ্দীন অত রাত্রে বাড়ী এসেছিল, আমি তখন সবে খেয়ে উঠেছি। অঘটনের কথা সে কিছু বলেনি, কিন্তু আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠেছিল।

পরদিন ওকে বিদায় দিতে গেলে আশরাফ আলি চৌধুরী আমাকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনার খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মধু চৌধুরীও ইহলোকে নেই। আব্দুল গনী হাজারী এই শোকাবহ ইমেজ নিয়ে পরে কবিতা লিখেছিল, হাজারীও মরে গেল।

শূন্যতা সঙ্গী। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের উর্ধ্বে উঠতে অক্ষম মন, আজও এত অপরিণত– সমাজের কথা ভাবার হাতিয়ার নয় আদৌ।

২৫ ফেব্রুয়ারী '৭৮

পুঁটি কিছু টাকা পাঠিয়েছিল। তাই একটা ঋণশোধে বেরিয়েছিলাম। এমন তৃপ্তি লাগল–মুক্তির। এই বয়সে এমন হওয়ার কথা ছিল না। তবু নাচার অস্তিত্ব মাঝে মাঝে বাধ্য করে, কারো বাধকতায় যেতে। হাজার সহৃদয় তারা। তবু বাধকতা বাধকতাই। স্বোয়াস্তি থাকে না।

www.pathagar.com

বন্যহংসের পশ্চাদ্ধাবন করা গেল। টেলিফোন মারফৎ। জনসনের খোঁজ। যান্ত্রিক বিভ্রাটে সব ভণ্ডুল। বিকেলে তাই সুবীর দাশগুপ্ত সদনে। মিসেস দাশগুপ্ত পূর্বেও ত্রাণকর্তীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবার তারই পুনরাবৃত্তি। টেলিফোন যথাস্থানে লাগল। অভিসারের কুঞ্জ ও কাল ঠিক করা গেল বন্যহংসের কাকলী মারফৎ। ফেরার সময় হাঁটতে গিয়ে অনুভব করলাম, পায়ের তালু ঘেমে উঠছে। সমস্ত শরীরে বায়বীয় ধাক্কা। আমি যেন একটা বেলুন আর কী। খুব সাবধানে হাঁটতে লাগলাম। মিনিট দশ পরে এই ভর নামল। শরীরটা মেরামত করা দরকার। আবার অর্থের ধাক্কা। তাই Nature Cure-এর অপেক্ষায় দেরী করছি। হয়ত বেশী দেরী চলবে না। দেখা যাক, ফিরদৌস যে শাহনামার মুখপাতেই হেঁকেছেন, "জ-দানিশ দীল-এ পীর বুর্না বুয়াদ (অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি যদি বৃদ্ধও হন, সেও জ্ঞানের সাহায্যে তরুণ হয়ে ওঠেন) তার প্রয়োগ ঘটাতে আরো আলো চাই। আরো আলো, আরো আলো।"

২৬ ফেব্রুয়ারী '৭৮

মাডাম সুবীর দাশগুপ্তার ডাক-নাম হাসি। আমাদের মুখে তিনি যে হাসি ফোটাতে পারেন বিচ্ছিন্ন বন্ধুদের একত্র হওয়ার সুযোগ দিয়ে সেই জন্যে ওঁকে ধন্যবাদ। শুধু তাই নয়, দুপুরের আহারও তিনি বন্দোবস্ত করেছেন। যেহেতু সাক্ষাৎকারের সময় বেলা দুপুর। পুত্রের অসুস্থতা যদিও আবহ, সুবীর দাশগুপ্ত এন্তে জাম করেছেন তোফা। মাগুর মাছ কত বছর খাইনি বলতে পারব না, আজও পাতে শোভা বর্ধন করল। আর টেবিলে সুলতানগণ সকলেই বাক-পিয়াসী। সুতরাং দুপুর ঝিলিক দিতে লাগল "শাপেরা"দের একজনই ছিল দিল্লী প্রত্যাগত। শ্রীযুক্ত সমীর বসু, মতীন খান, মিসেস মতীন এবং একজন প্রায় বাঙালী-পাঞ্জাবী শ্রীরঞ্জিৎ বখসী। ঊনচল্লিশ বছর পশ্চিমবঙ্গে প্রবাসী। দাশগুপ্ত দম্পতিদের কাছে ঔদার্য-আন্তরিকতার কর্জ বেড়েই যাচ্ছে শনৈঃ শনৈঃ। বহু বক্ষভার মুক্ত হলাম "শাপেরা" আলোচনায়।

বাড়ী এসে ঘুমালাম।

যন্ত্রণামুক্ত হতে লেখা শুরু করা উচিত।

২৭ ফেব্রুয়ারী '৭৮

দুতী-বাহক ইঞ্জিনীয়ার শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীসুবীর দাশগুপ্ত। সওগাত "শাপেরার"। বর্ষাকালে মাথার উপর ছাতা ধরার লোক কমই মেলে। "শাপেরার" অন্তরের বিশালতা আর পরিমাপ করতে যাব না। এক হাজার ভারতীয় রুপী হাসির কাছে সুবীরের দিয়ে বলেছে, Subversion তহবিল থেকে শওকতের জন্য।

বনানী চৌধুরী ও আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরীর নিকট আধ ঘণ্টার জন্যে ঢুঁ।

www.pathagar.com

বৃহত্তর পরিবারও আত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্ন দম্পতি প্রৌঢ়কালে মানসিক অসুবিধা ভোগ করেছেন। সবই দেশবিভাগের পরবর্তী পরিণাম। ১৯৫০ সনে দণ্ডকারণ্যে পূর্ববঙ্গে শরণার্থীগণ পুনর্বাসিত হয়। আঠাশ বছর পরে তারা আবার ফিরে আসছে। এক পুরুষেও মন শিকড় পুঁততে অক্ষম অন্য প্রদেশে। অথচ র‍্যাডক্লিফ Award মেনে নিতে কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের তখন আদৌ বাধেনি। শোষকদের প্রতিভূগণ মানুষ নিয়ে অত মাথা ঘামায় না। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ দেশবিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। এইসব আত্মার প্রতিধ্বনি পরবর্তীকাল কণ্ঠে তুলে নেবে। আর বাকীদের ঋত্বিক ঘটকের ভাষায় "সাচ্চা হারামজাদা" বলে অভিহিত করবে। জিন্না আবার তাও নয়।

সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রীট অভিমুখে। ওয়েলিংটনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী মাহফুজুল বারির সঙ্গে হঠাৎ দেখা। মিছিলের জন্যে ট্রাম বন্ধ। চল্লিশ মিনিট পরে অগত্যা রিকশা নিতে হোলো। ঝিমঝিম করছিল শরীর। হঠাৎ এমন বায়ু চাপ ধরে। মোস্তফাও দাঁতের ব্যথায় ভুগছে। হাতে ঔষধের শিশি। "জাতীয় সংহতি" আপিসে মাহফুজ বারি নেমে গেল। আমি ও সঞ্জীব দত্ত পরে এসে জুটলাম। মোনায়েম সরকার, আব্দুর রব (খুলনার পার্টি সেক্রেটারী) পূর্বেই আসরে। খুকু দত্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-খ্যাত), শান্তিময় রায় প্রমুখ একে একে উদিত হন। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সঞ্জীবের ভাষ্যে অনেকে যোগ দিলে। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বিস্তার সন্ত্রাসবাদে ব্যাহত হয়। বয়লারে অবাঞ্ছিত 'ফুটোর' ভূমিকা স্মরণীয়। হালফিল নক্‌শাল আন্দোলনের নজীর সামনে রাখলে দত্তমশাই। উপমহাদেশের পূর্বকোণ থেকে নতুন সমাজের সূর্যোদয় ঘটতে পারে। দত্তের অন্য ভাষ্য অবিশ্যি তেমন সায় মেলে না। ফেরার পথে ট্রামবিভ্রাট (২৫ নং এর জায়গায় ৫ নং) আবার কলেজ স্কোয়ার। ক্লান্তির শেষ রইল না বাড়ী ফিরতে। অথচ আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে এত ধকল আদৌ মঙ্গলকর নয়।*

২৮ ফেব্রুয়ারী '৭৮

বলেন্দ্র, অনিমা মুখোপাধ্যায়-দম্পতি সকাশে। পরে কলেজ স্ট্রীট। ওয়ারিদের জন্যে গল্প ও ছড়ার বই ক্রয়, কুয়েৎ-যাত্রী সজল কুন্ডু মারফৎ পাঠানোর জন্যে। ওদের বাড়ী ঢুঁ মেরে ডেরায়।

বিশ্রাম নেব তিন তারিখ থেকে এক হপ্তা। শরীর ঠিকঠাক না করে আর বেরুব না।

বিকেলে বন্ধু ডক্টর আলি ইমামের চেম্বারে। ব্লাডপ্রেসার নিলেন। কমে গেছে। ১১০-৭৫। জোয়ার ভাটা চলছে দেহে। ক'দিন থেকে পথ-হাঁটা কালে মাথা ও শরীরের ভেতর ঈষৎ কাঁপানি দেখে টের পাচ্ছিলাম। All is not well in the

www.pathagar.com

state of health.

ক' মাস শেক্সপীয়ার পড়িনি। নির্বাসনে আসার আগে সব ছেড়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু আসার সময় মহাকবির ট্র্যাজেডির সংকলন নিতে ভুলিনি। এই এক কাব্য-ঔষধ আমাকে সদা চাংগা করে তোলে। কাল থেকে আবার হ্যামলেট পড়া শুরু করেছি। কয়েক দিনের মধ্যেও রক্তচাপ আবার চড়িয়ে ফেলব না শুধু, দেহ সতেজ করে তুলব। দুঃখ লাগে, নতুন উপন্যাস রচনার সব ঠিকঠাক হঠাৎ ব্যাধি ওঁৎ পেতে ছিল, সব ভণ্ডুল করে দিলে। তবে পেছপা হওয়া শত্রুদের ঠোঁটে হাসি ফোটানো। তা হতে দেব না। "শাপেরা" লড়ায়ের প্রধান হাতিয়ার দিয়ে গেছে। ওর কথা কতবার মনে পড়ল। আমার জন্যে ওর দুর্ভাবনা আছে। এই একটি প্রাণে হিল্লোল দিতে আমাকে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলতেই হবে। রচনা আমার নির্ভর। জয় বাংলা।

কাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মহুয়া ভৌমিক এসেছিল ওদের "২১শে ফেব্রুয়ারী মেমোরিয়াল কমিটি"র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে। এমন আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে হোলো। জনতা সরকারের ঘোষণা, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা এদেশে থাকতে পারে বিনা রাজনৈতিক কার্যক্রম। "একুশে ফেব্রুয়ারী" ত রাজনৈতিক আলোড়নের অগ্ন্যুৎপাত। সেখানে নিরামিষ কী বক্তৃতা বা ভাষণ দেওয়া যায়? তাই প্রত্যাখ্যান করতে হোলো। জন্মেছিলাম এই দেশে। তখন বৃটিশের ক্রীতদাস অর্থাৎ স্বদেশে প্রবাসী। আজ আবার তদস্থলে রাজনৈতিক অধিকারহীন। ইতিহাসের ব্যঙ্গ-শ্লেষ কতো ভাবে না আসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত আমার মানস-জন্মভূমি। আমি সেখান থেকে বঞ্চিত, যেমন রাজনৈতিকভাবে বাঙলাদেশ থেকে নির্বাসিত। বড় দুঃখ লাগল। অতীত স্মৃতিচারণ মারফৎ ছাত্রছাত্রীদের নিকট এই দেশের ট্র্যাজেডি উন্মোচন করতে পারতাম। তা আর নসীবে জুটল না।

১ মার্চ '৭৮

পড়া শেষে লেখা ধরার তাগিদ আছে। কিন্তু কেন জানি নে, বই ধরে আর ছাড়ার ইচ্ছা হয় না। এই বদভ্যাস ত্যাগ করে এবার রচনায় মন দিতে হয়। সময় চরচর বা তরতর বয়ে যাচ্ছে। শরীর নোটীশ দিচ্ছে। এসব পরিস্থিতি সতর্কতার সাইরেন। তবু মনের ভেতর কোথা যেন জট পেকে আছে। তখন মনে হয়, মূর্খতা অশেষ। তা নিয়ে কী বই লিখবে? এতদিন যা লিখেছ, সব ভুলে যাও। কিছু না ওসব। নতুন প্রস্তুতি নাও। এইভাবে সুতো ক্রমশঃ ঢিলে। কিন্তু এসব আর মানব না। মূর্খতা নিয়েই শুরু করব।

* "শাপেরা শামসুর রহমান খান জনসন ও তার বেগম অপ্সরী বা আফসরী।

www.pathagar.com

বিকেলে মদন গোপাল লেনে কুন্ডুদের বাড়ী। সজল কুন্ডু সপরিবার আজ কুয়েত যাবে। তাই ওদের সঙ্গে লায়লীদের জন্যে কিছু বলে কয়ে বিদায় নিলাম। ওদের বাড়ীতে আজ আবার বিয়ে। প্রচুর আত্মীয় সমাগম। তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হোলো। হেঁটে কলেজ ষ্ট্রীট সঞ্জীবের কাছে। বটুক চট্টোপাধ্যায় আগেই হাজির ছিলেন। পরে, তিনজনে কফি হাউসে। শেক্সপীয়ারের প্রতিভা সম্পর্কে কথা উঠল। সঞ্জীবের ধারণা সব কিছু Elements এর কাছে সোপরদ্দ করেই তিনি মহান। পৃথিবীর আলো জল বায়ুর মত প্রাকৃতিক উপাদানে পৌঁছানোই তার ভাষায় মূল প্রেরণা। তাই শতাব্দী যায়, মহা নাট্যকার আর বাসি হন না, নিজের সজীবতায় দীপ্যমান থাকেন। সঞ্জীবের ভাষ্য হৃদয়ঙ্গম সহজ নয়। মানসিক কাঠামো অমন পর্য্যায়ে নিয়ে যাওয়া রীতিমত কঠিন। সঞ্জীবের সাধনা অকৃত্রিম। বহু কাল সে সন্ধানী। অন্বেষণে আছে। ওর পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়ত এখন স্বাভাবিক। আসর ভাঙার মুখে শৈল ঘোষ এলেন। তার গবেষণায় "বাঙালী মুসলমান" রূপী মাল প্রয়োজন আছে। আজ ব্যারিষ্টার আব্দুল্লাহ রসুলের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সঞ্জীব কিছু আলোকপাত করলে।

২ মার্চ '৭৮

সেন্ট জেভিয়ার্সের (১৯৩৪-৩৮) সহপাঠী কৃষ্ণকিশোর ঘোষের লেক গার্ডেনের সদনে। ছাত্রকালীন সঙ্গীতসাধনা অব্যাহত আছে। পাঁচ মেয়ে। সকলেই সঙ্গীতপিপাসু এবং রেওয়াজসিদ্ধ। মেজো মেয়ে তবলা বাজায়। স্বভাব বা ক্ষমতা পেয়েছে এই দিকে। বড় মেয়ে সেতার বাজানোর সময় তার তবলার হাত দেখলাম রীতিমত খুশী হওয়া যায়। একটি শিল্পপরায়ণ পরিবারের মধ্যে দুপুর এত সুন্দর কাটল। অতীত বর্তমানে বার বার ফিরে আসছিল, বলা বাহুল্য।

আজ অষ্ট্রেলিয়া থেকে বন্ধু ডক্টর হবিবুল্লার চিঠি পেলাম। রক্তাক্ত আত্মা, দেশপ্রেমিক এই এক সুজন সুহৃদ। ওঁর পত্র-পত্র রইল না, স্পর্শ হয়ে বড় আনন্দ দিলে।

লন্ডন থেকে আজই এলো হোসনার চিঠি। প্রবাসিনী এই এক জলজ্যান্ত প্রাণ। মধ্যবিত্তের জীবনচক্রে থেঁৎলে গেলেও বড় সচেতন মন। দেশের মানুষদের দুঃখকষ্ট আদৌ ভোলে না।

অনেক চিঠি জমল। জবাব দিতে হবে।

৩ মার্চ '৭৮

দণ্ডকারণ্য-আগত শরণার্থীদের করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে দেখে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের গুড্ডু ব্যারেজে পুনর্বাসিত বরিশালের হতভাগ্যদের কথা মনে

www.pathagar.com

পড়ল। ১৯৬৩/৬৪ সনে পাকিস্তান সরকার তাদের নিয়ে গিয়েছিল পুনর্বাসন করতে। পাঁচ বছর পরে তারাও ফিরে এসে জড়ো হয়েছিল ঢাকার বায়তুল মোকাররমের সামনের প্রাঙ্গণে এবং পল্টনের ময়দানে। ১৯৬৯ সন। হায়দারাবাদের গুড্ডু বরাজের কাছে ওদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রত্যাগতদের দুর্দশা পশ্চিম পাকিস্তানেও আমি নিজের চোখে দেখেছি। পরে দেখলাম ঢাকায়। সরকারের ইজ্জতে লাগে। ওদের শহর থেকে "পরিষ্কার" করতে যা নাটক অভিনীত হোলো, তাও মর্মন্তুদ। হঠাৎ সরকারী ভ্যানে ছোঁ মেরে তুলে নেওয়া। হয়ত বাবা গেছে ভিক্ষে মারফৎ অন্ন-যোগাড়ে, এদিক ছোট বাচ্চাগুলো ভ্যানে সওয়ার উঠাও। কোথাও স্ত্রীর থেকে স্বামী বিচ্ছিন্ন। এমন নানা বিয়োগান্ত দৃশ্য। দশ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গে দণ্ডকারণ্যের রিফিউজীদের কী দশা হবে কে জানে? বাঙালী জীবনের ছিন্নভিন্ন পৃষ্ঠা ঝড়ে যে উড়তে শুরু করেছ, তিরিশ বছরেও শেষ হোলো না।

৪ মার্চ '৭৮

ইয়ের মেলায় গিয়েছিলাম। প্রচুর ভিড় আর ধুলো। বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না। শরীর সইতে অক্ষম। সন্ধ্যায় লোডশেডিং। অন্ধকারে তিন ঘণ্টা একা বসে আকাশ-পাতাল বিচরণ।

১৯৩০-এর পটভূমি থেকেই উপন্যাস আরম্ভ করে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। সব Social tendency গুলো যেন প্রতিফলিত হয়। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক। ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা... এই সব কড়ার ভিয়েন... দেশবিভাগ... ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা... (তারও পূর্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের শেষ অসহায় ট্র্যাজিক অবস্থা)... এসব যেন গণ্ডীর মধ্যে আসে। দেশবিভাগের পর শুধু পূর্ববঙ্গ নিয়ে কারবার আমার। পূর্বপাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশ পর্য্যন্ত...। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের বাধা নানা। তবে শরীরই ঘাবড়ে দিয়েছে। ওটা মেরামত তাড়াতাড়ি দরকার।

৫ মার্চ '৭৮

সকালে পড়লাম Shakespeare কিছুক্ষণ। ঢাকাযাত্রী এক মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ দরকার, তাই উঠতে হোলো। সেখান থেকে সঞ্জীবের নিকট কফি হাউস। দত্ত-নন্দন মাঝে মাঝে এমন মন্তব্য করে টুকে রাখার মত। পুরাতন ওর উক্তি নিয়ে আজ আলোচনা চলল সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য্যের টেবিল ছেড়ে। তিনি পত্রিকার Diswasher থেকে Head-Cook. প্রুফ নিয়ে ব্যস্ত। তাই আমাদের অন্য টেবিল। "পরিপ্রেক্ষিতের বিন্দুতে আমাদের দৃষ্টি যখন মেশে, তখনই আমরা একে অপরের

www.pathagar.com

দিকে তাকাই। এই ভাবেই মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচে যায়। নচেৎ সব মানুষই তো আপন স্বতন্ত্রের দ্বীপ বিশেষ।" লাখ কথার এক কথা এই উক্তি।

দুপুরে সালেক সুলতানার সঙ্গে আহার।... বিকেলে ভ্রমণ এবং লক্ষ্মী বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর-দাংগার পরবর্তী এক মর্মন্তুদ কাহিনী শ্রবণ। উদ্বাস্তু পরিবার শিবিরেই কীভাবে তিন চার জনে প্রাণ হারায়। খেসারৎ বাঙালীর যে কতো ধরনের, রকমের!

রাত্রে মৃণাল সেনের "কোরাস" ছায়াচিত্র দেখলাম মাসুদের সঙ্গে ওর বাড়ীতে। দৃশ্যতঃ মনোরম। কিন্তু মনে দাগ কাটে না। কারণ, বড় Schematic ঠেকল। আর "ইচ্ছা ঠাকরণের" দোহাই পরিচালকের মানস-পটভূমিকায় এমন সক্রিয় যে চরিত্রগুলো-বিশেষতঃ "ভিলেনেরা" কেরিকেচার হয়ে দাঁড়ায়। পটভূমির অভিঘাতে, তারা নেতিয়ে পড়ে না অমন ভাবে। আশ্চর্য ফ্রেম আছে বিশেষতঃ ভিড়ের ঘূর্ণী আবর্তের। শক্তিশালী দরদী পরিচালক ফ্যান্টাসির প্রয়োগ করেছেন রূঢ় বাস্তবের পাশাপাশি। কিন্তু কোথাও তা ম্যাকবেথের "ডাইনী" হয়ে দাঁড়ায়নি।

৬ মার্চ '৭৮

ডক্টর আলী ইমামের চেম্বারে দশটার সময় সকালে কিছু কাজ করার পর। তন্মধ্যে বহু ডক্টর হাবিবুল্লার নিকট পত্রের কিয়দ্দংশ। চিঠিটা শেষ করতে পারলাম না। ডাক্তারের সন্নিধানে নানা ধরনের রোগী, ও তাদের কাহিনী শুনে সময় কাটে। বহুব্যস্ত চিকিৎসকের সঙ্গে সংলাপের ফুসরৎ নেই। Urine Report পেলাম। নির্দোষ। তবু কোথা থেকে যে হঠাৎ শরীরে উপসর্গ দেখা দিল, জানি নে। ডষ্টভয়স্কির The Possessed সঙ্গে ছিল। ইত্যবসরে পঁচিশ পাতা পড়া শেষ। উপন্যাস শুরু করার পূর্বে এটি পড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য আছে, এখন প্রকাশ করব না। হঠাৎ আকাশে মেঘ। জানালার ধারে বই আছে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম।

সন্ধ্যার পূর্বে কিছু বৃষ্টি হয়ে গেল। ঠাণ্ডা বাতাস বাইরে। সোয়েটার চাপিয়ে ছেঁটে নিলাম। শেষে জ্যোতি দাশগুপ্ত ও রণেশদার সঙ্গে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত। দু'দিন থেকে লোড-শেডিং চলছে, রাত ন'টায় ফিরে দেখি তখনও পাড়া অন্ধকার। লেখাপড়া আর কোন আলোয় করব? অগত্যা তাড়াতাড়ি আহার ও নিদ্রা।

৭ মার্চ '৭৮

খিদিরপুর। সকালে পৌনে ন'টা। পেয়ারা চাচার মুখে বন্ধু বাশারতের শারীরিক বিপর্যয়ের সংবাদ শুনে স্তব্ধ। প্রচণ্ড ধূমপায়ী। হাই ব্লাড-প্রেসার। বাড়ী

www.pathagar.com

যাওয়ার পথে দশদিন পূর্বে বাসে হার্ট এ্যাটাক, ষ্ট্রোক্। কোন মতে গ্রামে পৌছার সঙ্গে পেয়ারার মাও ছিল। এখন কিছু ভাল আছে। অকৃত্রিম বাল্যসঙ্গী হিসেবে বাশারৎ আজও এতটুকু বদলায়নি। প্রাণের উত্তাপ অটুট। মন বড় খারাপ হয়ে গেল। বিশেষতঃ নির্বাসনে এসে এমন সংবাদ শুনতে প্রস্তুত ছিলাম না। কী সকাল, আহ! আরো দুঃসংবাদ ওঁৎ পেতে ছিল। হরিশ্চকের বোন বেচন ইহলোকে নেই। বিস্তারিত খবরও পেয়ারা চাচা দিতে পারল না। তার প্রয়োজনও নেই। পাড়াগাঁর পরিবেশে, অশেষ সংকীর্ণ আবহাওয়ার জন্মগ্রহণ করেছিল। অথচ এমন অঢেল প্রানৈশ্বর্য কোথা থেকে তুমি পেয়েছিলে জানি না। তোমার আসল নাম ছিল নহরজান, বাংলায়ঃ ঝর্ণা–প্রাণ। সার্থকনামা তুমি। অপরের দুঃখে সদা বিগলিত তবু বিশ্বাসঘাতকতার শিকার, তোমার সরল প্রাণের সুযোগ আত্মীয় স্বজনেরা সহজে নিয়ে শেষে তোমাকে বিত্তহীন করে ফেলেছিল। তবু নিজের স্বভাবধর্ম কখনও ত্যাগ করোনি। তোমার স্মৃতি চিরদিন আমাকে মনুষ্যত্বের আদল সম্পর্কে নিঃসন্দিহান রাখবে। দুঃখ, তোমার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ ঘটল না। বিদায়, ভগিনী।

ফেরার পথে রবি গুহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলাম। নিশা গুহ কোন প্রসূতির তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। দেখা হোলো না। একাই জীবিকা নিয়েছেন এবং কর্তব্য সচেতন অতিমাত্রায়, ফলে গৃহ আর গৃহ থাকে না ওঁর জন্যে।

৮ মার্চ '৭৮

বার্টোল্ড্ ব্রেখতের "ককেশীয়ান চক সার্কেল" এর বাংলা রূপান্তরণে এক মহা অসুবিধা, নাটকের প্রস্তাবনা অংশ। সেখানে "কলেক্টিভ ফার্মের" কথা আছে। পটভূমি সোভিয়েট ইউনিয়ন। বাঙলায় কী করা যাবে এতদস্থলে? অথচ সেটুকু বাদ দিলে গোটা নাটক অপ্রাসংগিক হয়ে পড়ে। Investment and wage. বিনিয়োগ ও মজুরীর দ্বন্দ্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজেও সমস্যা। ব্রেখৎ সমাধান দেননি। তবে রূপকের ছলে বলতে চেয়েছেন যে, সম্পত্তিকে মানব কল্যাণে যারা লালন-পালন করবে, তারাই হবে আসল স্বত্বাধিকারী। গণ্ডীর মধ্যে শিশুকে রেখে (দুই দাবীদার জননী) বিচারক রায় দিয়েছিল, যে ওকে টেনে নিতে পারবে নিজের দিকে সেই আসল জননী। সত্যিকার মা ছেলের অঙ্গহানির ভয়ে অপরের হাতে ছেড়ে দিলে। পুরাতন লোক-কাহিনী নতুন সমাজ পরিস্থিতির স্মারক। ব্রেখৎ সেই উদ্দেশ্যেই নাটকটি রচনা করেন। আর প্রস্তাবনাটি সেই জন্যেই নাটকে রয়েছে। "নান্দীকর" সম্প্রতি রূপান্তরের কাজে হাত দিয়েছিল। গোড়ার প্রস্তাবনার অংশ বাদ রেখে। রুদপ্রসাদ সেনগুপ্ত এই সমস্যায় কী করা যায়, আমার মতামত চেয়েছিল। নিজে এমন ব্যস্ত যে আমি যদি কোন শর্ট দৃশ্য লিখে দিই, তা হলে আরো ভাল হয়। নহরজানের মৃত্যু আবহ। তবু কিছু কাজ করলাম। জমি পাওয়ার পর পঞ্চায়েতে

www.pathagar.com

বিরোধঃ যৌথ চাষ হবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে জমি বণ্টন, এই পটভূমিকায় ছোট্ট দৃশ্য ছকা গেল। তা নিয়ে বিকেলে "নান্দীকার" অভিমুখে। নিকটে "অমৃত" আপিস। মণীন্দ্র রায় (অবিশি কবি)-কে একবার ঢুঁ মারা যেতে পারে। মণীন্দ্র রায় আমার বিপরীত। উচ্চ রক্তচাপের আসামী। ওঁদের আপিসে ডাঃ সুনীল মুখোপাধ্যায় ওর চাপ নিতে এসেছিলেন। আমারও পরীক্ষা করলেন। ১৩৫-৯০। অর্থাৎ O.K. রুটিন মত মিনিট পরে সভাভঙ্গ। হঠাৎ খেয়াল হোলো, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অরূপ রুদ্র রামকান্ত বসু স্ট্রীটে থাকেন। কফি হাউসে আলাপ। বিদ্যোৎসাহী এই তরুণ অধ্যাপককে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। গোধূলিলগ্ন। বাড়ীতে থাকার কথা নয়। পথেই পড়ে, দান ধরে দেখা যাক। ছক লেগে গেল। তিনিও বললেন, আজ এই সময় গৃহে অবস্থান নিতান্ত দৈবাৎ। বড় ভাল লাগল অধ্যাপকের গৃহপরিবেশ। একদম নিরাভরণ। কিন্তু বই আছে। টেবিলের উপর একটি খোলা বই। অধ্যাপক অধ্যয়রনত ছিলেন, তাও ধরা পড়ল। আমি অবিশ্যি চোখের দোহাই দিয়ে বারণ করলাম, গোধূলিলগ্ন আদৌ মঙ্গল করে না কোন রকম দৃষ্টির। গৃহিণী দীপালি রুদ্র আতিথেয়তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার নিরস্তি মনে নিলেন ঃ একটা সিগারেটেই যথেষ্ট। এঁদের কাছে খোঁজ পেলাম স্বর্গীয় শচীন মিত্রের স্ত্রী (দাংগাঃ ১৯৪৬; মুসলমান ফেরিওয়ালার প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজেরটি বিসর্জন দেন) বেঁচে আছেন। কয়েকটি বাড়ীর ব্যবধান মাত্র—এই পাড়ারই বাসিন্দা তিনি। শহীদের স্ত্রীর সঙ্গে একদিন দেখা করে যাব। বত্রিশ বছর কেটে গেছে শচীন্দ্র-প্রয়াণের পর। সাম্প্রদায়িকতার নখ অনেকখানি ভোঁতা এই পশ্চিমবঙ্গে। জন্তুটার মৃত্যু ঘটেনি। বোধ হয়, মৃত্যু ছাড়া অপসারণ ঘটে না। শচীন মিত্রের দীপ্ত আদল চোখে "নান্দীকারের" আপিসের দিকে এগোতে লাগলাম অধ্যাপক দম্পতিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে।

খুপ্‌রি সওয়া দু'খানা ঘরের মধ্যে নাট্যোন্মাদ একদল তরুণ-তরুণীদের ভিড়ে ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলেই গেলাম। এত অল্প জায়গা। রিহার্সাল, গান-তেরী, দৃশ্যাঙ্কন, হঠাৎ অভ্যাগতদের আপ্যায়ন, টেলিফোনের ডাক-তামিল, আপিসের কাজকর্ম, হিসাবপত্র, লেনদেন—এমনতর হাজার ফ্যাঁকড়ার Ironing অকুস্থল জুড়ে। রুদ্রপ্রসাদ রুদ্রের প্রসাদ পেয়েছে নিশ্চয়। নচেৎ এই তাণ্ডবের মধ্যে সুকুমার বোধের প্রবাহ কী করে পুর্তমান রাখে? ওর সহকারীবৃন্দ সকলেই শিবের সহচর (রুদ্র শিব) এবং মত্ততার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর। আমার দুহিতা-মাতুলানী কাজল চৌধুরী, ডাক্তারের রায়, রক্তশূন্যতার তোয়াক্কা রাখে না। আজও দেখলাম, রিহার্সালে তার ক্লান্তি গায়েব। সুস্থ জীবন-বোধের উদ্দীপনা এদের এক জায়গায় জড়ো করেছে। "মাস্তান" অধ্যুষিত এই মহানগরে এই আর এক দৃশ্যপট। রুদ্রপ্রসাদের বাধাযুক্ত অনুরোধ এখানে সাড়ে ন'টা বাজিয়ে দিলে। বাইরে দেখলাম

www.pathagar.com

ধোঁয়াশার ছোপ। ঈষৎ ঠান্ডা বাতাস। নানা চিন্তার খেই ছিড়েছুড়ে ডেরায় পৌঁছলাম। রাত সাড়ে দশটা।

৯ মার্চ '৭৮

যৌথ সমাজে সত্তার কিছু কিছু অংশ দিতে হয়। তবু শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে কী রাখা যায়, অথবা কতটুকু রাখা যায় যা ছাড়া জেলী আর মানুষের ফারাক আর থাকে না। আদর্শের প্রশ্ন ঘিরে এই সমস্যা যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে আরো পরিষ্কার উপলব্ধি সম্ভব।

সন্ধ্যায় বেশ কিছুটা হেঁটে বনানী চৌধুরীদের ডেরায় হাঁফ ফেলতে বিশ্রাম। প্রশ্ন উঠল আদর্শের খেসারৎ সম্পর্কে। অভিনেত্রী তাঁর পঁচিশ বছর আগেকার শিল্পী-জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিলে কী রকম ইহজাগতিক সুখ-সুবিধে ভোগ করতে পারতেন। তার বোম্বাই-প্রবাসকালীন কয়েকটা ঘটনা শুনলাম। এখানে মঞ্চ অভিনয় জাত কিছু বিবরণ। অভিনয় পেশা মাঠে মারা গেল শুধু পরিবেশের জুলুমে। তারকা হওয়ার লোভ ওঁকে টানেনি। ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শের টানা পোড়েনের কাহিনী এই অভিনেত্রীর জীবন। বাইরে থেকে জানার সুযোগ নেই কারো।

১০ মার্চ '৭৮

স্মৃতিঃ হরিশ্চক গ্রামের পথঘাট, নদীতট, আজগবী তলার মন্দির, ছেলেবেলা, বড় বোন সুফিয়ার বিবাহ-উৎসবে, তার মৃত্যু এবং সেই জায়গায় নহরজানের আবির্ভাব...ছেলেপুলে হয়ে-হয়ে মরে যেত। তাই বাপ-মা ডাক নাম রেখেছিলঃ বেচন। মানুষের সন্তান নয়, সামগ্রী। বড় বোনের জায়গা নিল আত্মীয় আর এক জন। বাইরে থেকে কারো জানার উপায় ছিল না নহরজান আমার মৃত দিদির সতীন। ভগিনীর জায়গায় আর এক ভগিনী। নির্বাসন জীবনে সে আর রইল না।

আওয়ামী লীগ এতদিনে আবার খাড়া হয়েছে কাঠামোগতভাবে। পুরাতন সব মুখ। অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয় ওরা সাবালক হয়েছেন, ধরে নেয়া যায়। এখন দেখা যাক, ওরা কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলায় এগোয়। কেউ যেন ভুলে না যায়, বঙ্গবন্ধুর আত্মা ওদের সহজে রেহাই দেবে না।

১১ মার্চ '৭৮

যাদবপুর। সেন্ট্রাল রোড। বিনয় ঘোষের বাড়ী। বিঘোষিত গবেষক, প্রবন্ধকার, সমাজচিন্তাবিদ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কাল সংবাদ পেয়ে আজ সকালে হাজির হয়েছিলাম। ফাঁড়া কেটে গেছে। নার্সিং হোমে এক মাস থেকে

www.pathagar.com

মৃত্যুমুখ থেকে ফেরৎ এসেছেন। ঘোষমশাই হাসতে হাসতে বললেন। কার্ডিয়াক রক্তচাপের ব্যাপার চেহ্‌রায় এতদিনে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ স্পষ্ট। '৭৬ সনে মার্চ মাসে দেখা হয়েছিল। তখন ওকে পঞ্চাশের বাঁয়ে বসিয়ে দিলে কেউ প্রতিবাদ করত না। দু'বছরে এত ফারাক। দু'জনেই সংলাপে ঢুকলাম। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তিন কালের খোঁট। আমি নিম্ন রক্তচাপের রোগী। আমার জন্যে বিনয় বাবু হরলিক্সের ব্যবস্থা করলেন। গলা চড়িয়েই কথা বলেন ঘোষ মশাই। রোগ বাইরে। ভেতরের মানুষটি এখনও ঝাঁঝে ভরপুর। দমাদ্দম কথা বলে গেলেন আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। গবেষণার কাজে ওঁর মত ফলপ্রসূ মেহনৎ আর কে করেছেন, এখানে, আমার জানা নেই। জের এখনও বহন করছেন। ব্যাধিতে কাবু হওয়ার বান্দা বিনয় ঘোষ নন। গবেষকের কারখানা দেখলাম। এখনও জমিদারী সেরেস্তার কায়দা। বসে বসে লেখেন। সামনে ছোট দেরাজী বাক্স। এভাবে আমি লিখতে অক্ষম। আমার চেয়ার-টেবিল ছাড়া লেখাই আসবে না। অন্ততঃ চেয়ার চাই। হাঁটু, কোল, টেবিল। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বুকে বালিশ গুঁজে সটান লম্বা না হলে ভাবাবেগ পেত না। এমির জোলার টেবিলে আধপচা আপেল থাকত। অমন গন্ধে নাকি তিনি ভাব-গদগদ হতেন। এহ বাহ্য। গবেষকের সদনে এসে বই-বই, অগাধ বইয়ের জন্য কয়েক দণ্ড বড় শান্তি পাওয়া গেল।... বিকেলে হাঁটা শেষ করে মাসুদের নিকট। বিশ্বভারতীর প্রেমিক প্রাক্তন জাষ্টিশ তখন "নৌকাডুবি"র Film Script পরীক্ষা করছিল। বিশ্বভারতী বোর্ড ফিল্ম করার পূর্বে এসব খুঁটিয়ে দেখে নেয়। ভার পড়ে মাসুদের উপর। কারণ, ভারবাহী এমন ঘোড়া দেখে কে না খোঁড়া হবে? আপাততঃ ওর কাজে বাধা পড়ল। দু'জনের মজলিস শুরু হোলো। অল্প হেঁটেছি। তবু আধ ঘণ্টায় এমন ক্লান্তি! গত বছরও কতবার, কলেজ স্ট্রীট, শিয়ালদ কি মৌলালী থেকে হঠাৎ এমন ফেরে পড়ার কথা নয়। তবু রূঢ় বাস্তব, প্রৌঢ়তা লেগেছে। রাত্রে আর কাজ করব না। মাসুদ সিকিমে যাবে "ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মের" উপর ভাষণ দিতে। ওখানে আবার মহাযানীই সব। সেসব দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। দু'জনে কথায় কথায় রাত ন'টা বাসা ফিরে এক ঘণ্টার মত "জুলিয়াস সীজার" পড়া গেল।

১২ মার্চ '৭৮

ব্যক্তিগত সুখদুঃখে ঊর্ধ্বে যাওয়ার পথ কোথায়? দৈনন্দিনতা এমন টেনে রাখে। টলষ্টয় শেষ বয়সে কেন সন্ন্যাসের পথে পা বাড়িয়েছিলেন? তা কী পলায়ন? ব্যক্তিগত সুখদুঃখের বিচরণের পথ? আমার সকল অস্তিত্ব ঠেকানোর কাজেই দু'ঘণ্টা চলে যায়। রণেশ দাশগুপ্ত এখন রুটি বেলায় পাকা হাত। চুড়িহীন আচ্ছা বেলোয়াড়ী ভূষণ। জ্যোতি দাশগুপ্ত, শিশির দাস ত পাকা খানসামা। এসব

www.pathagar.com

তীর্থযাত্রীরা আগে থেকে নবীশী করেছেন। আমার সবে শুরু। তাই দিগ্‌দারী ঠেকে। এই কৃচ্ছ্রতা ছাড়াও প্রিয় জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে, ব্যক্তিগত মানসিক ফোঁড় বিঁধতে থাকে অথচ এসব দূরে ঠেলতে হবে। পারছি না কেন?... ন'টার দিকে মাসুদের কাছে। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আমার সংক্ষিপ্ত নোট থেকে ওকে কিছু পড়ে শোনালাম। ওর চিন্তার কাজে লাগতে পারে। পরে রণেশদার নিকট। বাঙলাদেশের "বিশেষ" খবর পাওয়া গেল। ওদের পার্টি সম্মেলন হবে। তাই জ্যোতি দাশগুপ্ত দশটার মধ্যেই রান্না/আহার সেরে রাস্তায়। একসঙ্গে একটা সিগারেট খাওয়ার আনন্দটুকু দিয়ে গেলেন শুধু।

"জুলিয়াস সীজার" পড়ার সময় ষড়যন্ত্রী মেটেল্লাসের উক্তি পেলাম। সিসারোকে দলে টানার কথা প্রসঙ্গে সে বলছে, "O let us have him, for his silver hairs/will purchase us good opinion/And buy men's voices to Command our deeds/It shall be said his judgement ruled his hands..." অধ্যাপক আবুল ফজল এখন ছাত্রলীগের এক সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ রাসেলের গুনগান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর দুটো চিঠি—ওকে লেখা—ছাপিয়েছেন। আবহ-কুক্কুট বোধ হয় কোন দিকে বাতাস বইবে বুঝতে পেরেছেন আঠার মাস বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের মন্ত্রী তা যেন মূর্খটা ভুলে না যান। সেই সঙ্গে যেন স্মরণ করেন মেটেল্লাসের উক্তি। কেন ওটাকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়েছিল, বুঝতে পারবেন। বঙ্গবন্ধুর পদাঘাতে বহু সিপাই পদোন্নীত, অর্ধশিক্ষিত অধ্যাপক ভাইস চ্যান্সেলর হয়। আবুল ফজল অন্যতম। মূর্খ হলে অনেক সুবিধা। Fools rush in where angels fear to tread. সন্ধ্যায়ঃ প্রসূন/বীণা মজুমদারদের সঙ্গে, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায় সহ কিছু সময়। ১৯৪৫ গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চাটগাঁ গিয়েছিলাম ছাত্রদের কনফারেন্সে (আমি তখন অধ্যাপক) আজ স্মৃতির ঢাকনা খোলা গেল। মুনীর চৌধুরী ঢাকা থেকে সেই সময় আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছিলেন। ১৯৪৫...তেত্রিশ বছর!!

১৩ মার্চ '৭৮

তিনটে নাগাদ হীরক রায়ের সঙ্গে "অনন্য প্রকাশন"এ। পরে সঞ্জীবের গুহায়। অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন-কর্মী ধীরেন ভৌমিক ও দিব্য বসু পূর্বেই আসরে ছিলেন। প্রবেশের পর শোনা গেল, সঞ্জীব তখন বাঙালী মানস-পটে গত দেড়শ' বছরে কী ভাবধারা আলোড়ন রেখে গেছে। তার উপর নিজস্ব মতামত রেখে সফররত। "কড়ি-কোমলের" হিসেবে অনুশীলন সমিতির পাশে রবীন্দ্রনাথের সৌমশান্ত মধুর রস নিতান্ত বেমানান। বিদ্যাসাগর গত শতকে কালাপাহাড় এবং একমাত্র বহুমুখী বিপ্লবের উৎস। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ প্রান্তে যেমন ডিগবাজি দেন

www.pathagar.com

"কেষ্ট-চরিত্র" এর ঢিবির উপর, অরবিন্দ তেমনই যৌবনের উল্টোধারায় "শ্রীমা"র রথে চড়ে বসেন। পেশল ভাবধারা এই ভাবে জীর্ণ হতে থাকে। মার্কসবাদ আসে পরে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পর।" এমনতর ধারায় সঞ্জীবের ভাষণ বেশ উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিল। কিন্তু বিকেলে এমন অগ্নিমার্গে কেন? দিব্য বসু, ধীরেন ভৌমিক কেটে পড়লেন। আমরা কফি হাউসে। সঞ্জীব ত সিসারো সম্পর্কে ব্রুটাসের উক্তির (জুলিয়াস সীজার নাটক) সঙ্গে হুবহু মিলে যায়ঃ ... He will never follow anything/that other men begin. দত্তজের নবতম অভিযান। গ্রীক এপিক থেকে গ্রীক নাটকের জন্ম। ধরা যাক, এপিক নেই। নাটকই আদি স্তর। এখন তা কেন্দ্র করে যদি কবিতার জন্ম হয়, তা কী রকম রূপ নিত? সঞ্জীব বিপ্লবের উপর কবিতা লিখবে, সেই, উদ্‌ভাবিত কাঠামোর সাহায্যে। বিপ্লব কি বিন্দুর না কোণের (Point or angle) পরিবর্তন? তা-ও ধর্তব্য। পৃথিবীর কোন ঘটনা পরে ওই পথে এগোনো যায়? চীনাদের Long march সঞ্জীবের মতে আসলে Retreat. প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে ওরা সরে গিয়েছিল। পরে ফিরে এলো। তা অতীতের উপর পলেস্তারা লাগানো, বিপ্লব নয়। দত্তজের মাথায় এবম্বিধ চিন্তার ছড়াছড়ি চলছে বর্তমানে। দেখা যাক, জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? অস্তিত্বের কণ্টকশয্যায় বসে নির্বাসিত জনেরা খুব বেশী কাজ করতে পারে না। আসর ভাঙার কিছু পূর্বে শেক্সপীয়ার এসে জুটেছিলেন। এই মহাকবি আমার নিত্যসঙ্গী। সঞ্জীবও শেক্সপীয়ার প্রেমিক, তবে কিছু রিজার্ভ দাগসহ। ওর ভাষা এমন হৃদয়গ্রাহী কেন? সঞ্জীবের মতে, পালিশের বহু সুযোগ ছিল এবং তা বহুবার ঘটেছে। নাট্যকার রিহার্সেলের সময় ঠিক নৃত্যের মত বাদ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজেছিলেন। অথবা বলা যায়, বাদ্যের মত নৃত্যের সঙ্গী হয়েছিল কংক্রিট আকার নিতে। Sound বা শব্দ যখন Action-এর অঙ্গীভূত তার মাত্রা বা ডাইমেনসান আর তিন থাকে না-আরো এসে জুটে। আমি উপমা যুগিয়ে দিলাম। "And in this harsh world draw they breath in pain" (হ্যামলেট ঃ মৃত্যুপূর্ব উক্তি)। এখানে Harsh শব্দ শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস বেদনার ত্রয়ী সমাহার হয়ে উঠেছে পরবর্তী Action এর সঙ্গে মিলন পথে। শব্দের কারিগর হিসেবে এই নাট্যকারের সমগোত্র পৃথিবীতে কেউ-ই নেই।

যথারীতি সঞ্জীব ট্রাম ষ্ট্যান্ডে। আমাকে তুলে দিতে তার সৌজন্যও অভ্যেস একে হয়ে গেছে।

১৪ মার্চ '৭৮

নার্ভে গণ্ডগোল। গত রাত্রে প্রচুর ঘামলাম। গোটা দেহ শিথিল হয়ে যায়। আহারও গতকাল ভাল হয়নি। দুধ খাইনি। খাওয়ার সময় পাইনি। দু'জনে ১ কাপ করে কফি ঢকঢক গিলেছি। সিগারেটের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। সকালে ন'টার

www.pathagar.com

দিকে ডক্টর আলী ইমামের চেম্বারে। রক্তচাপ ১১৫-৭৫, অর্থাৎ কমে গেছে। ফ্যাসাদ আর কী। গতকাল হোস্‌না-রশীদকে পত্রে লিখেছি, এমন রোগ যেখানে পকেট প্লেবিয়ান এবং পাকস্থলী পেট্রিসিয়ান হওয়া অন্যায়, বিপজ্জনক দুই-ই। একটা কিছু সুরাহা আশু-সম্পাদন কর্তব্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

পুনায় "আগা খান প্রাসাদে" ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে বৃটিশ সরকারের কয়েদী মহাদেব দেশাই ও গান্ধীজীর স্ত্রী কস্তরবাই গান্ধী মারা যান। ১৯৭৫ সনে ওদের সমাধি দেখে এসেছিলাম। ওদের লাশ বাইরে আনলে পাছে জন-প্রতিক্রিয়া দাবানল না সৃষ্টি করে, সেই সতর্কতায় ইংরেজ সরকার প্রাসাদের মধ্যেই ওদের দাহ-ব্যবস্থা করে। মহাদেব দেশাইয়ের ছেলে নারায়ণ দেশাই বর্তমানে বেনারসে গান্ধী পীস ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্ণধার। কয়েক মাস পূর্বে বেনারসে হিন্দুমুসলমান দাংগার রিপোর্ট শোনা গেল ডাঃ নীপেন সেনের মুখে। তিনি নারায়ণ দেশাইয়ের মুখে শুনে এসেছেন, সদ্যকটক-প্রত্যাগত। বিকেলে হাঁটার পথে বালিগঞ্জ প্লেসে গিয়ে এই বিশেষ উপকারটুকু পাওয়া গেল। "মহাদেব দেশাই" উচ্চারণ-মাত্র পূর্বোক্ত ছবিগুলো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। দাংগা অবিশ্যি ছুতোনাতা ধরেই আসে, যেহেতু ধর্মান্ধতাজাত আবহ আগেই তৈরী। ভিজে কাঠে আগুন লাগানো কঠিন। দুর্গার ভাসান বিবাদী পথে কোনদিন যায়নি। কারণ, সে পথ গঙ্গামুখী নয় আদৌ। আর গলিটা এমন সংকীর্ণ, প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রার প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু চার জন লোক পাশাপাশি ওই গলি-পথে হাঁটতে অক্ষম। তবু জিদ। কিন্তু মুসলমানেরা কেন বাধা দিতে গেল? ইসলাম ধর্মের হয়ত ক্ষতি হোতো, কিন্তু মুসলমান-হিন্দু বহু প্রাণ, সম্পত্তি ও অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদিতে ধ্বংস হোতো না। নারায়ণ দেশাই ও স্বেচ্ছাসেবক সেবিকার দাংগা রুখতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিজে আহত হন, সেবিকাদের অঙ্গও অক্ষত ছিল না, বস্ত্রের কথা বাদই দেওয়া যায়। দেশাই বলেছেন, ভিড়ের ব্যাপার। সেখানে বিদেশীদের এজেন্ট হিন্দু হয়েও মুসলমানদের উত্তেজিত করেছে, নচেৎ এমন কাণ্ড ঘটত না। মার্কিনরা এদেশের দেব-দেবীর (কৃষ্ণ-কন্‌সাস্‌নেস) প্রতি আর খামখা ভক্তিতে গদগদ নয়। কিন্তু ওদের কী দোষ? আমরা যদি নির্বোধ হই ওরা সুযোগ নেবেই। অবিশ্যি এ ব্যাপারে দেশী শোষকেরা ত বিদেশীদের মদৎ দেয় নিজেদের ধোয়া তুলসী পাতার মত রাখতে যেন ধর্মান্ধতা আরো বদ্ধমূল থাকে।

১৫ মার্চ '৭৮

"মুজিবের লাশ" সুদীর্ঘ কবিতা রচনার পরিকল্পনা গত দু'বছর থেকে মনের ভেতর ধোঁয়াচ্ছে। বাঙালী মুসলমানের জাতীয়তাবাদী জীবনের ট্র্যাজেডি কবিতা মারফৎ শব্দিত করে তোলার প্রচেষ্টা থাকবে কাঠামোর মধ্যে। বহু দিন হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এমনই পাঁকে পড়লাম যে কোন কাজই আর এগোল না। উক্ত রচনায় শেক্সপীয়ারের "জুলিয়াস সীজার" নাটকের বহু লাইন, অংশ ব্যবহার করা যাবে। যথা- (১) The abuse of greatness is when it disjoins/Remorse From power. (অঙ্ক ২ দৃশ্য ১) শেক্সপীরিয়ান ভাষাঃ Remorse=pity দয়া। [মহত্ত্বের abuse মাঝে মাঝে দরকার হয় জাতীয় স্বার্থে। বঙ্গবন্ধু দালালদের ক্ষমা করেছিলেন] (2) It is the bright day that bring forth adder [উজ্জ্বল ঘট্‌ঘটে সূর্যালোকিত দিনেই সাপ বেরোয়। দালাল-সাপদের কথা তিনি লক্ষ্য করেননি নিজের জনপ্রিয়তার আলোয়] (3) Our purpose necessary and not envious/which so appearing to the common eyes we shall be called purger, not murderers (ঐ অঙ্ক ঃ ২য় দৃশ্য) বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের পরবর্তী ঘোষণা স্মরণীয়) (4) Alas, my lord,/your wisdom is consumed in confidence. (ঐ অঙ্কঃ দৃশ্যে কালপুর্নিয়ার উক্তি সীজারের প্রতি) যেন বেগম মুজিবের উক্তি বঙ্গবন্ধুর প্রতি। (And that we are contented Caeser shall/Have all these rites and lawful ceremonies./It shall advantage more than do us wrong. (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) [টুংগি পাড়ায় বঙ্গবন্ধুর দাফনের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে] (6) Here is a mourning Rome, a dangerous Rome (ঐ অঙ্ক, ঐ দৃশ্য) [হত্যাকারীর দল মায় শাসকেরা জানে না উত্তর-কালের পরিণাম। (7) You all did love him once, not without cause:/ What cause witholds you then to mourn for him? (এ্যান্টনীর উক্তি ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য)। (8) But he's tried and valiant soldier. এ্যাক্টভিয়াসের জবাবে এ্যান্টনি- So is my horse. (৪র্থ অঙ্ক ২য় দৃশ্য) [শাসক, সম্পর্কে ব্যবহৃতব্য] (9)... great men great losses should endure (৪র্থ অথচ ৩য় দৃশ্য) মহাকবির প্রতিধ্বনি অনুবাদ অথবা আস্ত রেখে কাব্যের কাঠামো তৈরীর সংকল্প-ভাবছি, শরীরের জন্য পরিকল্পনাই থেকে যাবে না ত?

১৬ মার্চ '৭৮

সারাদিন কাজের পর কফি হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট। সঞ্জীবের এক সহকারী কমল ভট্টাচার্য্য ছিলেন সঙ্গে। ধীরেন ভৌমিকের দীর্ঘ জীবন কাহিনী শোনা গেল। অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন সদস্য। বর্তমানে প্রৌঢ় ৬৬। তবে একদা এই শরীর লোহার থাম-গোছের ছিল এখনও জানান দেয়। পার্টি ফান্ডের জন্য কন্ট্রাক্টরী পর্য্যন্ত করেছেন। এক সঙ্গে হঠাৎ বহু টাকা হলে অনেক কাজ করা যাবে, এই লালসায় এক রাত্রে সত্তর হাজার টাকা জুয়ায় চলে গেল/দাগাবাজদের পাল্লায় পড়ে সব ফতুর। জীবনে এই পয়লা দিন শেষ দিন জুয়ার আড্ডায়। চরম দারিদ্র্যে শুধু ছাতু

www.pathagar.com

দু—বেলা খেয়ে বারো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। একবার সকালে ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-বিকেলের চা—সব ওই এক পট ছাতু। আবার রাত্রে ডিনার সাপার ওই পরিমাণ ছাতু জলে গুলে গলায় ঢোকানো। প্রাচীন বিপ্লবীদের মানসলোক সমীক্ষার জন্যে ধীরেন বাবুর চরিত্র আকর্ষণীয়। অনুশীলন-যুগান্তর পার্টির ভাল ইতিহাসই বেরুল না। অথচ ওই দুই পার্টির রাজনৈতিক অবদানের মূল্য অশেষ।

সঞ্জীব প্রচণ্ড চিন্তা ছড়িয়ে চুপ করে যেতে ভালবাসে। আজ বৃদ্ধের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মূল্যবোধ... আরো কথা উঠেছিল আসরে। আমি খেই রাখতে পারিনি। শরীরের জন্য নয়, ভেতরের নানা বিষাদের আর্তনাদে।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির জবাব পাঠালাম। ঢাকায়ও বেনামা এক পত্রে। পুঁটির আসা দরকার। ও সকালে কিছু কাজের ভার নিলে লেখাপড়া শুরু করা যায়। নচেৎ শরীর নিয়ে মানসিক আলস্য বড় জেঁকে বসছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের আক্রমণ আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই খেল্। বৃটিশ সরকার: যেমন ১৯৩৬ সনে ইরাককে "Bombed them to independence" (জওহর লাল নেহেরুর মন্তব্য থেকে) সেই শক্ত চাল আজও অব্যাহত। মিশরকে দলে ভিড়িয়ে মার্কিনরা ইসরাইলের সাহসও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্যালেষ্টাইনের শরণার্থীদের উপর অরাজনৈতিক মারণাস্ত্রের এই প্রচণ্ড হামলা, সভ্যতায় বিশ্বাসী জগৎ কী চোখে নেয়, দেখা যাক।

১৭ মার্চ '৭৮

আজ তোমার জন্মদিন, বঙ্গবন্ধু। অজ্ঞতা পাপ। তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়ে এসেছি ঘর ছেড়ে। তোমার সাহচর্য্য ছাড়া বাঙলাদেশ আর নিজকে ফিরে পাবে না। তারই আয়োজন শুরু হয়েছে নীরবতা থেকে ক্রমশঃ সরবতায় তোমাকে ফিরে পেতে। তোমার ঘাতকেরা জানে না, Here is a mourning Rome. a dangerours Rome. তোমার হত্যার বদ্‌লা নেবে বৈকি দেশবাসী। সেই পথেই তুমি আবার ফিরে আসবে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের সড়ক ছাড়া বাঙলাদেশের মুক্তি নেই। এই প্রাথমিক দীক্ষা অপরিহার্য। বাঙলাদেশের মুসলমানদের মোহগর্ত ভরাট করার দায়িত্বে তুমি পথপ্রদর্শক বললে কোন অত্যুক্তি হয় না। জাতির জন্মদিনের সঙ্গে তোমার জন্মদিন চিরকাল মিশে থাকবে। জয় বাংলা!

১৮ মার্চ '৭৮

লীয়ারের আর্তনাদ.... I will beat the demon/till it cry sleep to death. শিল্পীর Motto এবং স্লোগান হওয়া উচিত। জীবনের স্বপক্ষে না গেলে শিশু ধর্মচ্যুত

www.pathagar.com

হয়। মহানাট্যকারকে ধন্যবাদ বহুশাখার নদীর মত তিনি এত স্রোতসম্ভার আমাদের দিয়ে গেছেন যে, মানসিক জমিনে, সেচ ব্যবস্থার কোন অসুবিধা থাকে না।

ছাত্র সাগর সেনের কাছে কিছু সংবাদ পেতে। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ সম্মেলনের যেসব খবর এসেছে, তা বড় আশাপ্রদ। সরকার অবিশ্যি মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। তবু মাইক ব্যবহৃত। সিপাই সরকারের Coffin-এ প্রথম পেরেক পোঁতা হোলো, জল্লাদেরা বোধ হয় টের পায়নি। সন্ধ্যায় বাড়ীর ছাদে ঘড়ি ধরে চল্লিশ মিনিট হাঁটলাম। স্বর্গীয় কাজী আব্দুল ওদুদের কাছে আত্মিক ঋণ ছিল। তাঁর উদারতাবাদ মুসলমান কিছু লোককে অন্ততঃ ধর্মান্ধ হতে দেয়নি। মুসলমান সমাজে মুসলীম লীগের দাপটে তাঁর স্বীকৃতি ছিল না তখন। ইতিহাস আবার প্রাণ-প্রবাহের তাগিদে অতীতের বালুচড়া খুঁড়ে সরসতা তুলে আনে। ওদুদ সাহেবের উপর আমি কিছু লিখিনি। লেখা উচিত। বর্তমান দুর্দিনে তাঁর আশ্রয়েই আছি বললে, তার বংশধরগণ কেউই প্রতিবাদ তুলবেন না।

১৯ মার্চ '৭৮

জুলফিকার আল ভুট্টো আইয়ুব খানের মার্শাল (১৯৫৮) ল'র আমলে ভেসে এসেছিল। "ইগো"-সর্বস্ব ফেরেববাজ দুর্জন অতিথির মত গৃহস্বামীর পাত্র ছিদ্রি করে বসল। আইয়ুব খান পট থেকে খারিজ। বাঙলাদেশের হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রধান ষড়যন্ত্রী পরে এহিয়া খানকে পথে বসালে। নিজে গদীর উপর বা বাঘের উপর। এবার বাঘের পেটে যেতে বসেছে। অসম্ভব সুবিধাবাদী-বাক্‌বোম্‌বাজ Demagogue ধলা নরাকার এই জানোয়ারের পতন কিন্তু হঠাৎ প্রগতিমুখী হওয়ার ফলে। ওর কলঙ্কিত রাজনৈতিক জীবনে বোধ হয় এটুকুই ধলা দাগ। ব্যাংক, চালকল, বড় আমদানী ফার্ম কিছুর জাতীয়করণ, জমির সিলিং বেঁধে দেওয়া প্রভৃতি জনহিতকর কাজে হাত দেওয়ার ফলেই পাকিস্তানের শোষকশ্রেণী ভুট্টোবিরোধী হয়ে পড়ে। সেই পর্য্যায়ে বর্তমান হত্যাপরাধে ফাঁসির হুকুম হয়েছে। সবই রাজনৈতিক খাতের জল। "হাজার বছর ঘাস খেয়ে থাকতে হলেও ভারতের সঙ্গে লড়ব।" সেই মহৎ বীণার উৎস পচা মুখটার কী দশা হয়, জানার কৌতূহল থাকবে বৈকি। আর পাঁচদিন পরে ২৫ মার্চ তারিখ আসন্ন। সেই রাত্রে ঢাকার ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে ভুট্টো পূর্বপাকিস্তানীদের উপর নারকীয় তাণ্ডব লক্ষ্য করেছিল বৈকি। তা কী করে বাঙালী হিসেবে আমি ভুলে যাব?

সকালের এইসব ধাক্কা মনের ভেতর ছিল। তাই বোধ হয়, হঠাৎ বই পড়তে পড়তে চিন্তা খেলে গেলঃ পাকিস্তানের পটভূমি ছাড়া বাঙলাদেশের উপর কোন উপন্যাস ঠিকমত সুষ্ঠু রচিত হতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির ঘাঁটি। তাদের পরিচয় দিতেই হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশে

www.pathagar.com

তাদের শোষণ একটি বিশেষ উপাদান। হিন্দু-মুসলমান বর্ণবিদ্বেষ ধীরে ধীরে পাঞ্জাবী-বাঙালী বর্ণবিদ্বেষে রূপ নিল। এই চিত্র ছাড়া বাঙলাদেশের উপর মানসিক পটপরিবর্তনের কাহিনী বাস্তবও হবে না। এতদিন অথচ বাঙলাদেশের প্রাক্তন অঙ্গের কথা চিন্তায় আসেনি কেন? সেখানেও বর্ণ বিদ্বেষ সিন্ধী-পাঞ্জাবী-বেলুচ পাঠানদের অন্তর্বিরোধের রূপ পরিগ্রহণ করে। পূর্ণাঙ্গ বাঙালী মুসলমানের জীবনচিত্রে এসব বাদ দেওয়াই চলে না। আধুনিক কালের এসব ঘটনা অথচ আমি আগে তেমন ভাবিনি। অন্ধতার এই এক দৃষ্টান্তে, আমি নিজেই লজ্জা পেলাম। গোটা উপমহাদেশে "দ্বিজাতিতত্ত্ব" রাজনৈতিক সক্রিয়তা এনেছিল নঞর্থক দিকে। হয়ত বিকৃত ব্যাপার। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ত এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সামাজিক প্রবণতার গতি ও মুখ আঁকতে গেলে চোখে ভারত বাঙলাদেশ বর্তমান ও অতীত পাকিস্তানের মানচিত্র চোখের সামনে রেখেই এগোতে হবে। একদা পাকিস্তানের জীবনধারার সঙ্গে (বেশ কয়েক বছর ভ্রমণের ফলে) আমার আগেকার পরিচয় কাজে লাগবে। তাছাড়া কিছু পড়াশোনাও দরকার। উপন্যাসের অভিপ্রায় অনুযায়ী সেই প্রস্তুতি। সেন্ট্রাল এশিয়ায় (বোধ হয়, উজবেক অথবা দাগেস্তানী মনে প্রবাদ নেই) কথা আছে; "আমার বিষয়বস্তু- (Theme) দরকার নেই, আমাকে চোখ দাও।" কথাটার যথার্থতা আজ উপলব্ধি করলাম। এতদিন পরে।

২০ মার্চ '৭৮

বিকেল। কফি হাউসে সন্ধ্যার দুই প্রহর। সঞ্জীব এখন আমার ছায়া এবং আমি সঞ্জীবের ছায়া। এখানকার অবসরভোগীদের নাদ-তাণ্ডবের ভেতর আমরা বিদেশীই, ওপার বাঙলার বাসিন্দা। সঞ্জীবের সঙ্গে কাল ক্ষয় হয় না। বরং দু'দণ্ড স্থিতি মেলে। যদিও আলাপ কোন নিয়ম মানে না। তবু একটা গ্রাম থাকে যা আদৌ নামে না। কী উপাদানে "Sacrifice" গঠিত? যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। পাঁঠা দেবতার জন্যে হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া হয়। প্রথমটা Sacrifice দ্বিতীয়টা নয় কেন? সঞ্জীব প্রশ্ন তুলে নিজেই বললে, "প্রথম, দেহ থাকতে হবে। দ্বিতীয়, দেহপাত। তৃতীয়, একটা Direction, meaning". Direction না Meaning? দত্তজা সন্দিগ্ধ। আপাতদৃষ্টে মনে হয় জবাব সহজ। কিন্তু দেখা গেল, এই Direction ও Meaning গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করে। গান্ধীজীর বলি যীশুখ্রীষ্টের মর্য্যাদা পেল না কেন? Meaning এর অভাবে, Direction এর অভাবে? পটভূমি কতটা সহায়ক ব্যক্তিকে তেমন মর্যাদায় পৌঁছে দিতে? যদি যান্ত্রিক সম্পর্ক হয় ব্যাপারটা Sacrifice-এর প্রশ্ন কীভাবে আসে? সব মৃত্যু শহীদের মর্য্যাদা লাভ করে না। তুমুল ধাঁধার মধ্যে বিচরণ। বটুক চট্টোপাধ্যায় মাঝখানে এসে আবহাওয়া থমকে দিলেন। আমার শরীর ঝিমঝিম করছিল, নার্ভে বা রক্তপ্রবাহে কোথাও গণ্ডগোল। বিকেল থেকে চালু

www.pathagar.com

আছে। তবু উদ্দীপনার মধ্যে ঢুকেছিলাম চিন্তার সৌন্দর্য্যের জন্যে। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ধন্যবাদ। পরে তিন জনে বেরিয়ে এলাম। যথারীতি ট্রামষ্ট্যান্ডে। শরীরে টানাটানি রইল পকেটের দশায়। সন্ধ্যায় চিঠি পেলাম একত্রে কন্যা ও গৃহিণীর। কন্যা লিখেছে কুয়েৎ থেকে। গৃহিণী বাঙলাদেশ, কাল সকালের ফ্লাইটে আসবে সে।

২১ মার্চ '৭৮

দমদম এয়ারপোর্ট। সঙ্গে শেক্সপীয়ার ছিল। অতএব, কালবিভ্রাটে দু'ঘণ্টা তেমন ভার বোধ হোলো না। পুঁটির কাষ্টম ইত্যাদির বেড়া পার হতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। দু'জনে ট্যাক্সিযোগে পার্ক সার্কাস। ত্র্যহস্পর্শ লাগে, আমার গৃহস্পর্শ লাগল আবার। জটীল জীবনের গ্রন্থী, যদি এক সঙ্গে নানা আকর্ষণ থাকে নানা দিকে। নিছক আত্মকেন্দ্রিক গেরস্থরা শেষে নিজেরাই গ্রন্থী হয়ে পড়ে, জীবনের আস্বাদ পায় না। তাই পুরুত, বাবা ঠাকুর, হুজুর কেবলার আশ্রয়-নির্ভর হয়ে পড়ে শেষ জীবনে। ওরা অস্তিত্বের প্রশ্নে দ্বন্দ্বচ্যুত, তাই নিজের কাছেও থই-হীন। নতজানু হলে আর মাথা উঁচু করা যায় না (স্বাভাবিক দেহের অনুপাত অনুযায়ী), তা ওদের বোধের বাইরে থেকে যায়। পুরাতন চিন্তার মোহ রবীন্দ্রনাথও ত্যাগ করতে গিয়ে আবার অন্য পথে জড়িয়ে পড়েন। সৌন্দর্য্যের পূজায় কল্যাণ বিস্তৃত হয়েছিলেন। গৃহীদের উল্লেখ ত তুচ্ছ।

২২ মার্চ '৭৮

বহুকাল পরে আবার গৃহবন্দী যেন। শরীর হঠাৎ জোয়ার-ভাটার খেলারী। কোনদিন—সেই আশঙ্কায় অস্থির থাকি। সামাজিক শত্রুশিবিরের দিকে চোখ রেখে সবল দাঁড়াতেই হবে। দেখা যাক, সিগারেটের মত বদভ্যাস ত্যাগ করা যায় কিনা। Will-এর তাগদের পরিচয় এবার মিলবে।

গৃহিণীর হাতে পত্র দিয়েছে বুলবন। এদের কথা অন্যপথে স্মৃতি। তাই মন ধরে টানাটানি করে। আবু জাফর শামসুদ্দীনের পত্রও পেলাম। বড় হতাশা-মুখর। ৬৬ বছর বয়সে ব্যাধির শিকার। পারিবারিক দিক থেকে সন্তানেরাও সহৃদয় নয়। ফলে, কতো যন্ত্রণার না মুখোমুখি। এসবে মধ্যেও সে "পদ্মা, মেঘনা, যমুনা"র মত তের শ' পাতার একটি উপন্যাস লিখেছে এবং এখনও সক্রিয় যোদ্ধা Obscurantism-এর বিরুদ্ধে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে। নমস্য সেদিক থেকে। আমি চলে আসার ফলে বেচারা আরো নিঃসঙ্গ। কোন Confidant নেই। এইসব নিকট জনের স্পর্শলোভী মন। কী দিয়ে স্থির থাকবে?

ক্যানাডা থেকে পত্র পেলাম-সঞ্জীব দুহিতা (Aroma Dutta)—বুয়া মাসীর। বহুদূরে এই সব উদ্বিগ্ন হৃদয়রাজি। আমাদের নির্বাসন জীবন ওদের আরো ব্যাকুল করে রাখে। ওকে লিখব, এইসব উদ্বেগ হয়ত আমার তবুও বর্তমান কর্তব্য যেন

www.pathagar.com

সদা তাগিদ হয়ে থাকে তার কাছে। সমষ্টির আলোয় দেখলে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ অত পীড়ন করতে পারে না।

২৩ মার্চ '৭৮

যুগান্তর পত্রিকার সংবাদদাতা দণ্ডকারণ্য ফেরৎ উদ্বাস্তুদের করুণ রিপোর্ট পাঠিয়েছেন হাসনাবাদ থেকে। প্রতিবেদক নলিনী পাল লিখেছেন, "দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসা প্রায় তিরিশ হাজার উদ্বাস্তুর কান্নায় জমাট হয়ে আছে রেল ষ্টেশন এলাকা।" "রোজই মারা যাচ্ছে দু'তিনজন। না আছে ওষুধ, না আছে খাবার।" প্রতিবেদক চার সন্তানের জননী উদ্বাস্তু দুলুরানী হালদার-এর কথা লিখেছেন, "স্বামী সুরেন হালদার দু'বছর নিখোঁজ। তাদের পুনর্বাসন হয় পারেলকোর্ট এলাকায়। চারটি সন্তান নিয়ে নিঃসহায়। বেঁচে থাকার সব চেষ্টা নিষ্ফল হতেই তিনি আবার ফিরে এসেছেন বাংলায়। পারেলকোর্ট ষ্টেশন থেকে হাওড়া। তারপর হাসনাবাদে। আর এক নরককুণ্ডে।" স্বাধীনতার একত্রিশ বছরেও এসব রিপোর্ট পড়তে হয়! Defeatism ছেয়ে আসে চারিদিক থেকে।

দেশবিভাগজাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও শেষ হোলো না। আজকের কাগজে দেখা গেল, লাহোরে দশবছর বয়স্ক এক বালক হত্যার অপরাধে তিন জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে জনসমক্ষে। স্বৈরাচারী শাসকদের নৈতিকতার এই প্রদর্শনী মধ্যযুগীয়। ইসলামী রাষ্ট্রে এ-টা স্বাভাবিক। আজও ভুট্টোও তার কৌসুলীকে লিখেছে, "আমি একজন মুসলমান এবং মুসলমানের বিশ্বাস আল্লার উপর। আমি সাচ্চা বিবেক নিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই। তাঁকে বলতে চাই, ভস্মস্তূপ থেকে আমি তাঁর ইস্ল্যামিক রাষ্ট্রকে (বড় হরফ আমার), একটি মর্য্যাদাপূর্ণ জাতিতে পরিণত করেছি।" ১৯৭১ সনেও মিলিটারীদের যোগসাজশে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী নিধনের অন্যতম রাজনৈতিক হোতা, বলা বাহুল্য, জুলফিকার আলী ভুট্টো "সাচ্চা মুসলমান" ছিলেন।

২৪ মার্চ '৭৮

গৃহমুখে আবার সকাল শুরু। পুঁটি নাস্তা ইত্যাদি তৈরীর সহকারী। সুতরাং পুনরায় নবাব। অর্থ থাকলে ওকে কিছুদিন রেখে লেখার কাজটা এগিয়ে নেওয়া যেত। তা হওয়ার যো নেই। এই বিলাসে বেশী না গা ভাসানোই ভাল। আবার ফকীর হতে হবে।

বিকেলে পুঁটিসহ গড়িয়াহাট। ওর জর্দা কেনা দরকার। পরে বালিগঞ্জ প্লেস। ডক্টর নীপেন সেন সমীপে। ওর সঙ্গে সন্ধ্যা বেশ কাটল। রাত্রে এসে ম্যাকবেথ পড়লাম। কাল বাঙলাদেশের প্রহসনময় স্বাধীনতা দিবস... দোল উৎসব।

www.pathagar.com

২৫ মার্চ '৭৮

অতএব ঘরে জগন্নাথ। সন্ধ্যায় শুধু নাস্তার সরঞ্জাম কিনতে বাইরে যাওয়া। নচেৎ ঘরেই সর্বক্ষণ। ডষ্টয়ভস্কির Possesed উপন্যাসখানা আজ শেষ করা গেল। নিহিলিষ্ট আন্দোলনের পটভূমি পাওয়া যায়। নচেৎ এই উপন্যাস ডষ্টয়ভস্কির অতি নিকৃষ্ট রচনা। গোটা বই জুড়ে স্রেফ নাটকীয়তার ছড়াছড়ি। জীবনের স্বাভাবিক স্পর্শ দু'এক জায়গা ছাড়া কোথাও মেলে না। '৭১ সনের পঁচিশে মার্চ ত বাতাসের স্বনন। আর স্মরণ করব? না-না-।

২৬ মার্চ '৭৮

কালই খবর পেয়েছিলাম অধ্যাপক এম, আই চৌধুরীর মেয়ে ও স্নেহভাজন মাসী শেলীর মুখে। তাই সকালে "লিটন হোটেল" এ। আড়াই বছর পরে দেখা মির্জা সামাদ (মিসেস সামাদ), লতিফুর রহমান, রকিব ভায়ের সঙ্গে। সকলেই আব্দুর রব ভায়ের সহোদর। সত্যি পুনর্মিলন। রব ভায়ের সহসা মৃত্যুর পর আর কোনদিন এক সঙ্গে এমন ভাবে বসতে পাইনি। সকলেই নিকট আত্মীয় সমান। অতএব, প্রাণের দুয়ার খোলা রইল সর্বক্ষণ। এদের সঙ্গে ভ্রমণযাত্রী গোরা ভাই, মিসেস রহমান ও বিধবা বড় ভাবীও আছেন। বারোটা পাঁচ মিনিট, দুপুর পর্য্যন্ত এদের সঙ্গে কাটিয়ে বেক-বাগান অভিমুখে।

"আমরা বাংলার মানুষ বাংলাতেই মরতে চাই," দণ্ডকারণ্য ফেরৎ উদ্বাস্তুদের একজন মুখ্যপাত্রের জবাব হেডলাইন করেছে যুগান্তর পত্রিকা। একত্রিশ বছর পরেও আর্তনাদ শেষ হোলো না। দুই বাঙলার অধিবাসী দেশবিভাগের ঐরাবত-যুদ্ধে উলুখাগড়াই হয়ে রইল। এই যন্ত্রণার কবে ইতি ঘটবে? সমস্যা-নাজেহাল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী করে দেখা যাক। প্রগতিশীল এ সরকার ব্যাপারটা দায়সারা সারবে, মনে হয় না।

২৭ মার্চ '৭৮

সকালে লিটন হোটেল। গোরা, সামাদ, রকীব, লতিফুর সন্নিধানে। পারিবারিক পরিবেশ। সহপাঠী উল্লাহ সহ এগারটার দিকে সঞ্জীবের ডেরায়। সম্প্রতি "সঞ্চয়িতা" পড়ছে সঞ্জীব। তাই রবীন্দ্রনাথ আলোচনার বস্তু। সঞ্জীবের ধারণা রবীন্দ্রনাথের কাব্যকীর্তি "বলাকা"র পূর্বেই সমাপ্ত। পরে Metaphysical হতে গিয়ে তিনি Statement করেছেন কাব্য আর এগোয়নি। রবীন্দ্রনাথের পরাবিদ্যা (Metaphysics) (i) Part is whole (ii) Subject is object. এই ধারার কাব্যে সত্য "আচ্ছাদিত বা ধোঁয়াচ্ছন্ন" না রাখলে কাব্য জমে না অর্থাৎ কাব্য স্বরূপে প্রকাশ পায় না। রবীন্দ্রনাথ তা করতে সক্ষম হননি। উদাহরণ স্বরূপ সঞ্জীব বললে, ডিক্টেটিভ

www.pathagar.com

উপন্যাসে সত্য আচ্ছাদিত থাকে মাঝখানে। বইয়ের প্রথম ও সমাপ্তি খণ্ডের মধ্যে। খুন নিয়ে নানা ধোঁয়া ছড়িয়ে রাখাই ওই উপন্যাসের টেকনিক। Metaphysical কাব্যে তাই করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের এই আঙ্গিক পরিচয় ছিল না। তাই তার এ জাতীয় কাব্য খুবই ম্লান। রবীন্দ্রনাথ তাই ঠাকুরের মত কুলুঙ্গিতে উঠেছেন। আজকাল তাঁর ওসব কাব্য কেউ পড়ে না। গানেই তাঁর রাজত্ব বহাল আছে।

বিকেল পুঁটিসহ পার্বতী দাশগুপ্তদের দেবশরণ বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছেন, সাক্ষাৎ ঘটল না। পার্বতী জননী মিসেস দাস বার্ধক্যের জালে জড়িত। জীবনের এই প্রান্ত আদৌ সুখকর নয়। স্নেহশীলা এই বৃদ্ধাকে দেখলে কষ্ট লাগে। ষাট পার হলে, বোধ হয়, এসব চিন্তা স্বতঃই এসে পড়ে। মাটীর কুহক কী সহজে কাটে?

২৮ মার্চ '৭৮

শেক্সপীয়ার পড়ে গত দু'দিন বেঁচে আছি। এমন সহচর জীবনে দুর্লভ। পঞ্চভূতের মত নিঃশ্বাস এই মহান শিল্পীর।... পুঁটিকে নিয়ে নীলরতন মুখোপাধ্যায় সদনে। প্রতিমা ত আছেই, আসরের চা দিয়ে উত্তাপ বজায় রাখতে। সুধাংশু ঘোষ যোগ দিলেন। সময় কাটল আকাশবাণীর ঘোষণার জের হিসেবে "পুরাতন গান" শুনে। ক্ষিরোদপ্রসাদের "ছিছি এত্তা জঞ্জাল" এবং আরো পুরাতন গান শোনা গেল কিশোর কালের। আমরা সকলেই শ্রোতা হয়ে রইলাম, বয়স পুরাতন কালের।

২৯ মার্চ '৭৮

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের পেছনে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিও কার্যকর। হঠাৎ হাজার হাজার মানুষ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পরে আবার যাযাবরের মত আশ্রয় সন্ধানে বেরুবে দল বেঁধে–সহজে অনুমান করা চলে না। এই ভারতবর্ষ যেন সদা শিথিল রাষ্ট্র হয়ে থাকে, নড়বড়ে সবকিছুর ভেতর সেই মতলব নিশ্চয় সাম্রাজ্যবাদীদের আছে। বাঙলাদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠের "স্বতন্ত্র বাসভূমি"র আন্দোলনও এখানে গত বছর দেখা গিয়েছিল। এই সব বিভেদ উস্কানিদাতা শক্তিগুলোর পেছনে বৈদেশিক হাত নেই, কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে নাজেহাল করার ফন্দী নিশ্চয় পাতা হচ্ছে প্রতিদিন। দেশীবিদেশী প্রতিক্রিয়া হয়ত এক যোগেই দড়ি টানছে। অবিশ্যি চার/পাঁচ পুরুষ না গেলে "Naturalisation" হয় না। সমাজতাত্ত্বিকদের সেই অভিজ্ঞানও অন্যতম উপাদান বৈকি। শরণার্থী নিয়ে প্রগতিশীল অন্যতম দল হিসেবে বর্তমান CPM সরকারের অনেকে পুর্বে দণ্ডকারণ্যে শরণার্থীকে পাঠানোর বিরোধী ছিলেন। এখন পুরাতন কথা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। গদীহীন এবং গদীনশীনে তফাৎ আছে বৈকি। ভাগ্যহতদের দুঃখের ইতি খুব সহজে ঘটবে না।

www.pathagar.com

৩০ মার্চ '৭৮

নান্দীকার তথা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের আমন্ত্রণে (আমার জন্যে সদা দরজা খোলা) ব্রেখতের "ককেশীয়ান চক সার্কেল" দেখতে গেলাম এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। এটা "পাবলিক শো" নয়। শুধু শুভাকাঙ্ক্ষীদের দেখানো। মাত্র এক মাসের রিহার্সেলে এই বই নামানো। প্রায় অসাধ্য সাধন। রুত্রপ্রসাদের মঞ্চলীলা ভাল জানা আছে। তাই মোটামুটি এই "এপিক" এত তাড়াতাড়ি সাজিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। অবিশ্যি খুঁৎ বহু। কোরাসের গান এখানে Action এর অঙ্গ। কিন্তু গানের কথা সব সময় বোঝার অসুবিধে ছিল। বিচারদৃশ্যে কিছু একঘেয়েমি এসে যায়। ব্রেখতের Alenatin তত্ত্ব শেষে সব কুশীলবদের মঞ্চোপরি নৃত্যভূমিকায় নামিয়ে রুদ্রপ্রসাদ নাট্যকারের নির্দেশ একদিকে পালন করেছে। কিন্তু এদেশে অমন রীতির সঙ্গে কেউ পরিচিত নয়। সেদিকে খেয়াল রেখে কিছু করা উচিত। হঠাৎ এমন ঝাঁকানি দর্শকরা সইতে পারবে কি না, 'পাবলিক শো' থেকে বুঝা যাবে। রুদ্রপ্রসাদের কয়েকটি দৃশ্য পরিকল্পনা (সাঁকো উত্তরণ, যুদ্ধফেরৎ সৈনিক ও তার প্রিয়তমার কথোপকথনের পরিবেশ) খুবই সুন্দর। খড়িমাটীর গণ্ডীর ভূমিকা যা আসল নাটকে আছে–আজ বাদ পড়ছে। তাছাড়া নাটক ন্যাড়া। রুদ্রপ্রসাদ একটা কিছু করবে আরো প্রস্তুতি নিয়ে। সন্ধ্যা বড় ভাল কাটল।

৩১ মার্চ '৭৮

সঞ্জীব দিল্লী যাবে। দেখা করা দরকার। কিন্তু বাড়ী তালাবদ্ধ। ফিরে এলাম। এখন আবার একা। গৃহিণী বোন-বোনঝিদের কাছে আটক। কিছু লেখাপড়া করা গেল। লেখা নয় অবিশ্যি পড়া। দেরী হয়ে যাচ্ছে না ত ? ষাট বছরের প্রস্তুতি এবার কাজে লাগানো দরকার। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে পারছি না। দৈনন্দিনতা অনেক সময় মেজাজের উপর অলসতার সীল মেরে বসে থাকে।

১ এপ্রিল ৭৮

সারাদিন গৃহবন্দী।... আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হতে চলেছে–এই মর্মে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে। সিপাই বাদশা নতুন চাল চেলেছেঃ সব পার্টি নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করবে। Power এর লোভে সব রাজনৈতিক দলেই হালুয়াসন্ধানীরা জিভে জল ফেলবে, তা স্বাভাবিক। আওয়ামী লীগের গাঠনিক কাঠামো আদৌ মজবুত নয়, এই সুযোগ সিপাইরা গ্রহণ করবে বৈকি। অথবা, রাজনৈতিক কড়াকড়ি কিছু শিথিল করে, দেশে কিছু দাংগাহাংগামা বাধিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখার ছুতো খুঁজতে পারে আততায়ীরা। পশ্চিমে-অর্থাৎ পাকিস্তানে তার নজীর রয়েছে।

www.pathagar.com

২ এপ্রিল '৭৮

"Amnesty International" এর দু'জন কর্মকর্তা গত ডিসেম্বরে ঢাকা গিয়েছিল। এত দিনে তার রিপোর্ট বেরিয়েছে। "অমৃতবাজার" পত্রিকায় আজ প্রকাশিত। এতে দেখা যায়, গত অক্টোবরের অভ্যুত্থানের পর ৬০০ সৈন্যকে জিয়া সরকার ফাঁসি বা ফায়ারিং স্কোয়াডে বলি দিয়েছে। রিপোর্টের অংশ বিশেষ মুদ্রিত। কী সুর পেছনে জানার উপায় নেই। তবু ওদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, জিয়া সরকারের মানবাধিকার দলন অব্যাহত আছে। বলির সংখ্যা জানা আছে, শুধু ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ১০৪৬ এক হাজার ছেচল্লিশ জন। বগুড়ায় ছ'শর বেশী। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্যাতনের কথাও রিপোর্টে আছে। সবই জানা খবর। বিদেশে সংবাদগুলো প্রচারিত হচ্ছে। এটাই এখানে বড় কথা।

কফি হাউসে দুপুর। শেক্সপীয়ারের কারিগরী সম্পর্কে সঞ্জীব তার তত্ত্ব আজ বিশদ করলে। নাট্যকারকে নৈর্ব্যক্তিক হতেই হয়। Primordial Man থেকে বর্তমান পর্য্যন্ত শেক্সপীয়ার এক যোগসূত্র যোজনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভাষার বাহনে। এই জন্যে এমন অকৃত্রিম ভাষাও তার কৃত্রিম মনে হয় না।

৩ এপ্রিল '৭৮

নতুন করে শেক্সপীয়ার পাঠ শুরু। "করিওলেনাস" কালই শেষ করেছিলাম। আজ সারা দিনে Tempest। শেক্সপীয়ার তার রচনা elements এ সোপরদ্দ করেছিল, বন্ধু সঞ্জীবের এই উক্তির সমর্থন মেলে নাট্যকারের এক চরিত্রের উক্তিতে এবং স্পষ্ট বুঝা যায়–রচয়িতা কী আশ্চর্য সচেতন ছিলেনঃ ক্লিয়োপেট্রার উক্তি Antony and Cleopetra নাটকেঃ Nature wants stuff to vie strange forms with fancy, yet to imagine/An Antony were natures piece against fancy/Condemning shadows quite. শেষ তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রচুর বৈচিত্র্যময়।

৪ঠা এপ্রিল '৭৮

দণ্ডকারণ্যের শরণার্থীরা দলে দলে ইচ্ছামত নদী পার হয়ে সুন্দরবন চলে যাচ্ছে। কিছুই ওদের রুখতে অক্ষম। এই মরীয়া মনোবৃত্তির পেছনে কী মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার কশাঘাত—(যা তিরিশ বছর ধরে বেড়ে উঠেছে মনের গহনে) আজ সব জানার উপায় নেই। স্থানীয় কোন লেখক এই সব ঘটনার সরেজমিন অনুধাবনে বেরিয়েছে নিশ্চয়। শরীরের পিছটানে বসে আছি শহরে। তাছাড়া আমরা রাজনৈতিক উদ্বাস্তু! সরকার কী চোখে নেয় আমাদের উপস্থিতি তা ভাবতে হয় বৈকি।

www.pathagar.com

৫ এপ্রিল '৭৮

সঞ্জীবের দিল্লী যাওয়ার কথা ছিল, যাওয়া হোলো না। বন্ধু খতীব দিল্লীতে হতাশ হবেন। বেচারা সেখানে নিঃসঙ্গ। সঞ্জীবকে পেলে প্রাণ পেত। ওই এক বিমলাত্মা সুহৃদ, কাছে থাকলে এই নির্বাসিত জীবন অনেক প্রফুল্ল হয়ে উঠত। বিকেল সঞ্জীবের সঙ্গে।

৬ এপ্রিল '৭৮

বুলবুল-তনয় শহীদ (ইউরোপে, Rocky shahin) ও বধূ এ্যাঞ্জেলিকার খোঁজে। ওরা ফিরে এসেছে। অন্ধ্রে সাইক্লোনের সময় ওদের জন্যে এখানে সকলেই উদ্বিগ্ন ছিল। সন্ধ্যায় রুদ্রপ্রসাদের ফুটবল নাটক জাঁনেসার ও পুঁটিকে নিয়ে দেখলাম।

৭ এপ্রিল '৭৮

শেক্সপীয়ার পাঠই নেশা। ক্রেসিডা ও ট্রয়লাস শেষ করলাম।

৮ এপ্রিল '৭৮

আজ থেকে ঐতিহাসিক নাটকগুলো "রিচার্ড দি সেকেন্ড" রাত্রে শেষ হয়ে গেল।

৯ এপ্রিল '৭৮

হেনরি ফোর্থ পার্ট ওয়ান সারাদিন ধরে পড়লাম। খতম।

১০ এপ্রিল '৭৮

ভাবছি কাব্য এবং জীবন রোধের নিদর্শন এই সব নাটকের খণ্ড মণিমানিক্য একটা নোট বইয়ে তুলে রাখা দরকার। উপন্যাসে কাজে লাগবে। জিয়া রাজনীতির আসরে নেমেছে। ইলেকশান দেবে ঘোষণা করেছে। জাপান যাওয়ার পূর্বে তার এই ঘোষণা এবং ইলেকশানের পূর্বে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্বীকারোক্তি নানা ধন্দের সূত্রপাত এখন। প্রেসিডেন্ট কার্টারের নীতিঃ সব জায়গায় কোন গণতান্ত্রিক মুখোশধারী রাজনীতিবিদদের উপর দেশশাসনের ভার ছেড়ে দাও। নিকসন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও কিসিংগারের Power balance নীতি কোন কাজে লাগেনি। মিলিটারী শাসন শেষ পর্য্যন্ত Irritant এবং বামপন্থীদের হাতেই দেশ চলে যায়। সেই পর্য্যায়ে জিয়ার উপর হয়ত চাপ আছে, তাই নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি। আওয়ামী লীগের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তৃণভোজী বলদ বিশেষ এবং জিয়ার খয়ের খাঁ। পার্লামেন্টে জিয়া ওদের সমর্থন পাবে. আশা করা যায়। প্রায়দ্বিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগের অন্য শাখা জোরদার হলেও জিয়ার

www.pathagar.com

কিছু আসে যায় না। কারণ, আরো পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে (পাউয়ারে থাকলে নানা টোপ দেওয়া যায়।) ওদের ক্ষতি করার শক্তি খর্ব করে ফেলবে। বোধ হয়, সেই সব হিসাব সামনে রেখেই এই সম্রাট লম্বা লম্বা ঘোষণা ঝাড়ছে। কিন্তু পূর্বে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দিতে চায় কেন? সেখানে জয়ের সম্ভাবনা অল্প। বাঙলাদেশের জনসাধারণ কী এমনই গরু নাকি জিয়া যা ঠাউরেছে। আমার মনে হয় দুর্বল প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক পার্টিগুলো। Veto Power শেষ পর্য্যন্ত সিপায়ের হাতে। তাই বোধ হয় অত বাগাড়ম্বর।

১১ এপ্রিল '৭৮

এ্যাঞ্জেলিকা, বুলবুল-তনয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে জাঁনেসারকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আর এক পুরুষপ্রবাহ চলছে। ওদের যোগাযোগ থাক। নানা জিনিস কিনেছে অধিকাংশ Curio-সে প্যাক করতে ব্যস্ত ওরা। সেই ফাঁকে ঘন্টা খানেক কেটে গেল। প্রতিমা মেজবান-সৎকারক।

সন্ধ্যায় সঞ্জীবসহ। শেক্সপীয়ার "Truth এবং Action এর" স্বরূপ সন্ধানী। এই পর্য্যায়ে Hamlet বিশেষভাবে ফর্মের দিকে ভারাক্রান্ত। কিন্তু ম্যাকবেথ নয়। Othello নাটকে Iago একদম মূর্তিমান rumour., হ্যামলেটে ম্যাকবেথে প্রেত এবং প্রেত ভগিনী। Action-শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলে আর ফেরার পথ থাকে না– এই blind force মানুষের মনোজগতে কী সব দাবদাহ সৃষ্টি করে, তার বৈচিত্র্যময় শিল্পকার হিসেবে আজো মহানাট্যকার অদ্বিতীয়। সঞ্জীবের সঙ্গে গোটা সন্ধ্যা প্রায় এই আলোচনা, কফি উত্তপ্ত রেখেছিল। সঞ্জীবের আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। জননী সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তোলে না। শেক্সপীয়ারই প্রথম এই জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপনকারী। হ্যামলেটের বাণী চিরন্তন। সেদিক থেকে নতুন কিছু নয়। কিন্তু দেওয়াল না থাকলে যেমন Squash খেলা চলে না, রাণী গ্যাট্রুড্ ছাড়া Hamlet নাটক কল্পনাই করা অসম্ভব।

১২ এপ্রিল '৭৮

ঝাউতলা রোডের উপর এক দাড়ীগোঁফধারী আলখেল্লা পরিহিত প্রৌঢ় ব্যক্তি, পাশে জড়ো দশ বারোজন লোককে বলছে, "মেরা লড়কা মাশরেকী পাকিস্তান (পূর্ব পাকিস্তান) মে থা।" তারপর নিরুদ্দেশ গত সাত বছর। বহুবার হাইকমিশনে ধর্ণা দিয়েছে কেউ একটা জবাব পর্য্যন্ত দেয় না। পাকিস্তানে বহুবার লিখেছে, কোন জবাব মেলেনি। কারণ, সেখানেও যেতে পাবে। এইসব বয়ান করছিলেন পুত্রবিচ্ছেদ কাতর মানুষটি। আমি বেশীক্ষণ দাঁড়ালাম না। বর্ণবিদ্বেষ শেষ পর্য্যন্ত কোথায় নিয়ে গেছে, মুসলিম লীগ নেতাদের যদি সে দূরদৃষ্টি থাকত।

www.pathagar.com

১৩ এপ্রিল '৭৮

শেক্সপীয়ারের বিশ্বালোচনা দৃষ্টি সত্যি বিস্ময় বৈকি। কিং জন নাটক ৩য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্য জনৈক চরিত্রের উক্ত... ....Commodity, the bais of the world-the world-the world, who of itself is praised well, made to run even upon the ground, till this advantage, the vile drawing bias, this sway of motion, this commodity, makes it take head from all indifferency. From all direction, purpose, cause, intent-This bawd. this broker, this all-changing world...." ক্যাপিটাল গ্রন্থ Commodity দিয়ে শুরু। মার্কস গোটা পরিবার মিলে শেক্সপীয়ার পড়তেন। পূর্বোক্ত কাব্যনিনাদ পুঁজিগ্রন্থেরই প্রতিধ্বনি। অবিশ্যি উত্তরকালীন।

১৪ এপ্রিল '৭৮

প্রৌঢ়কালীন পক্কা শরীর। বন্ধুবর কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের কাছে গিয়েছিলাম। ব্লাড প্রেসার আবার কিছু নেমে গেছে। নিজেই অনুভব করছিলাম সহজ ক্লান্তি। পূর্বাশঙ্কা অমূলক নয়। যদিও পুঁটির তত্ত্বাবধানে আছি, শরীর আগের জায়গায় ফিরে যেতে নারাজ।

১৫ এপ্রিল '৭৮

১ বৈশাখ ১৩৮৬। ক্ষয়-ক্ষতির পশরাই বেশী। তবু আগামী দিনের স্বপ্ন হাতছানি দিয়ে গেল। স্বাগতম!

১৬ এপ্রিল '৭৮

দত্ত সঞ্জীবের সঙ্গে সকাল-দুপুর। এদেশে মুসলমান-সম্প্রদায়ের সমাজ বিবর্তনে দেখা যায়, সামাজিকভাবে যারা প্রগতিশীল ছিল, তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে উপমহাদেশ তছনছ করে ছাড়লে। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ কেউ ইসলামের অনুসারক নয়। শরীয়ৎ মতের কোন বোঝা নেই তাদের মাথার উপর। আধুনিক বেলেল্লাপনার সকলেই অধিকারী। জিন্নী লিয়াকৎ আলি Etc কেউ নামাজ পড়ত না, রোজা রাখত না, মদ খেত—সবই গয়ের ইসলামী, বেশরিয়তী ব্যাপার। রাজনীতির ক্ষেত্রে এরা ইসলামের আবাকাবা আলখেল্লা গায়ে দিয়ে আসর মাতিয়ে তুলত। সামাজিক প্রগতিশীল, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী। এই স্ববিরোধ কেন আমার কাছে এই ধাঁধা সহজে নিরসন হয়নি। সঞ্জীবের সঙ্গে আলাপে বড় উপকৃত হলাম। দত্তকুলোদ্ভব বললে, "মুসলমানের বৃত্তে ওরা Advanced. কিন্তু যেই বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পড়ল, তখন আবার মুসলমান। যেহেতু তার ভাবধারায় সকল মানুষের অবস্থানের কথা নেই।

www.pathagar.com

কাজেই ছোট পরিধিতে ওরা নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির যে-স্বপ্ন দেখত বড় পরিধিতে তা অচল দেখেই আবার পিছুটান দিতে বাধ্য। তাই Advancement এবং Retreat এর গৌরবকলঙ্ক ওরা গায়ে মেখে নিলে। এদেশে "জাতীয়তাবাদী মুসলমানের" ট্র্যাজেডির দিকে সঞ্জীব চোখ ফেরালে। তারা ট্র্যাজেডির শিকার। দেশবিভাগ রোধ করতে পারলে না। কারণ, তারা স্ব-বৃত্তের পরিধি অন্য বৃহত্তর বৃত্তের সঙ্গে মেলানো কাজের শপথ নিয়েছিলেন।"

সামাজিক উপন্যাস লিখলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ভূমিকার কথা কোন লেখক যেন বিস্মৃত না হয়। আমার চোখের উপর দিয়ে ইতিহাসের ঝড় বয়ে গেল। এ রকম উপন্যাস লেখা উচিত ছিল। পারলাম না। করতে পারলে, শিল্পের না হোক সামাজিক এক বিরাট দায়িত্ব পালন হোতো। ভবিষ্যতে কোন দেশপ্রেমিক লেখক যেন এই ব্রত সমাধা করেন।

১৭ এপ্রিল '৭৮

গৃহিণী ঢাকা থেকে এসেছিল রোগীর সেবায়, এখন নিজেই রোগী। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বয়সে গায়ে হাম দেখা দিয়েছে। ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হয়। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের আপিসে বেলা দশটা। এই পাড়ায় তিনচার বছর ছিলাম। কোণায় "M. Badruddin and Sons" এর ইলেকট্রোপ্লেটিঙের দোকান। কৈশোরের সংগ্রামকালীন কতো মুহূর্ত। প্রচণ্ড স্মৃতির ধাক্কা। মামা বদরুদ্দিনের দুই ছেলের আত্মকলহে দোকান-ব্যবসা তিরিশ বছর আগে উঠে গেছে। এখন সে সব ব্যবসা নেই। অন্য ব্যবসার দোকান। পাশের দোকানগুলো প্রাচীন ব্যবসাসহ টিকে আছে। এক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম পাওয়া গেল। যা সরকারী ব্যবস্থা এখানে, মনে হবে, গরু ছাগলের লাইনের উপযোগী। জানালার ধারে সংকীর্ণ প্লাটফর্ম। না এদিকে ওদিকে হলে চার ফুট নীচে। সাবধানে দাঁড়াতে হয়। দেশবিভাগের কতো রকম ক্ষত। এখানেও তার বিস্তার। অফিসারগুলো নবাবের বাচ্চাস্য নবাব। সাড়ে এগারোটায় কাউন্টার খোলে। পৌনে বারোটার আগে কোন নবাব বসেন না। রোদে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের। নিজেদের মধ্যে মশ্‌করা শেষ হলে মর্জিমাফিক ডিউটি'র দিকে মন। বাইরে লাইনে ঘেমে অস্থির। পৌনে একটার সময় ফর্ম পেলাম। শিয়ালদ কোর্ট অভিমুখী সেখান থেকে দু'টাকা দামের দুটো ষ্ট্যাম্প কাগজ নিতে হবে। সিলি কোর্ট না Evil কোর্ট এ কাগজ নেই। ঘামছি। এক টাইপিষ্ট আমার অবস্থা দেখে বললে, "আপনাকে কেউ দেবে না—দাম বেশী পায় কিনা। আমাকে টাকা দিন।" সহৃদয় তরুণ (এখনও প্রাণের সহজ ধর্ম হারিয়ে ফেলেনি) পাঁচ মিনিটে ষ্ট্যাম্প-পেপার এনে দিলে। কতো সময় যে গেল খামখা। পেটে ব্যথা ধরেছে হঠাৎ। খালি পেটে বায়ু হয়। ট্যাক্সি করে ডেরায়। অনর্থক গচ্চাও গেল।

www.pathagar.com

বিকেলে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। অসুস্থ পুঁটির ওষুধ আনা গেল না, যা দুপুরে আনার কথা ছিল।

১৮ এপ্রিল '৭৮

তৎপূর্বে গাল্পিক মিহির আচার্য্য দম্পতি সঙ্গে। শিয়ালদ কোর্ট। নানা অনাচার দেখলাম। আইনের ভাষ্যকারগণ বিবিধ চেহরার। এত লেখাপড়া শেখার পর Dignity-বোধ (আত্মসম্মান) এমন পর্য্যায়ে গেছে যে, এক টাকার জন্যে—এক টাকার জন্যে মক্কেলের সঙ্গে দরাদরি করতে পর্য্যন্ত দেখলাম। প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী সমাজের Vulgar নোংরা প্রতিমূর্তি দেখার জন্যে একবার এইসব আদালতই যথেষ্ট। আর কোথাও যাওয়া লাগবে না। গতকালকার তরুণ টাইপিষ্টকে সব ভার দিয়ে চলে এলাম, সে কাগজ পত্র বাসায় পৌঁছে দেবে।

১৯ এপ্রিল '৭৮

মনুষ্যত্বে বিশ্বাস কী করে হারাব? জীবনসংগ্রামে নির্দিষ্ট, কৃশকায় তরুণ টাইপিষ্ট সব কাগজপত্র বাসায় দিয়ে গেল। তার ফী এবং রিকসাভাড়ার বেশী কিছু নিলে না, যদিও আমি দিতে গেলাম খামখা বহুৎ মেহনৎ থেকে রেহাই পেয়েছি বলে।

আবার দশটার সময় ভিসা আপিস, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। আবার গরু ছাগলের কাতার। দেড় ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে পাশপোর্ট জমা দিয়ে নিস্তার। গত রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। জঠরে বাতাস-ব্যথা। বিকেলে একচোট ঘুমিয়ে শরীর হাল্কা বোধ করলাম। ফাঁকে ফাঁকে শেক্সপীয়ার আশ্রয়। ঐতিহাসিক নাটকের Edward VII বাকী আছে। নচেৎ সব খতম।

২০ এপ্রিল

"Measure for Measure" পড়েছি, শেক্সপীয়ারের সব ঐতিহাসিক নাটক শেষ করে। পুঁটির হাম হয়েছে। প্রৌঢ়কালে ভীতির ব্যাপার। পড়া ছাড়া রচনার দিকে মন ধায় না। শেক্সপীয়ার ত পঞ্চভূতের বাণী। হঠাৎ এক চরিত্র ককিয়ে উঠল যেন বাঙলাদেশ বুক থেকে Pardon is still the nurse of second owe (উক্ত নাটকে ESCAL এর উক্তিঃ ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য)। বঙ্গবন্ধুর রাজাকার আলবদরদের ক্ষমার পটভূমি হঠাৎ দ্রুত ভেসে এলো, পরবর্তী পরিণামসহ।

২১ এপ্রিল '৭৮

পাশপোর্ট আপিসে সাড়ে তিনটের সময়। প্রচণ্ড গরম বাইরে। সময়, অমূল্য সময় কতো ভাবে যে 'জায়ে' (ফারসী শব্দঃ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে আজও

www.pathagar.com

চালু আছে—অর্থঃ অপচয়), হোলো সুদীর্ঘ একষট্টি বছর জীবনে। অনুন্নত দেশে পরিকল্পিত জীবন যেন সম্ভব নয়। সংগতিহীন অবস্থায় সংগতিময় চরিত্র গঠন রীতিমত বিড়ম্বনা। শেষে কোন দিক আর রক্ষা হয় না। ডায়োজিনিষ বহুৎ দুঃখে সম্ভবতঃ উচ্চারণ করেছিলেন "Consistency is Virtue of the mediocres." রক্ষা আধ ঘণ্টার মধ্যে পাশপোর্ট এবং ভিসার মেয়াদ বুদ্ধিসহ বাড়ী ফেরা গেল।

২২ এপ্রিল '৭৮

সঞ্জীব সন্ধানে। গৃহবন্ধ। সংবাদপত্রে দেখলাম জিয়া জুনে প্রেসিডেন্ট ইলেকশানের তারিখ ঘোষণা করেছে। অবিশ্যি নানাবিধ নিষেধ সঙ্গে। দেখা যায়, জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় কেউ দাঁড়াতেই পারবে না। তবু নির্ধারিত তারিখ ঘোষণা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জীব দত্ত পলাতক। তাই বাঙলাদেশের খোঁজখবর নিতে সহৃদয় সাংবাদিক পরেশ সাহার ছকু খানসামা লেনের বাড়ী অভিমুখী। স্বাধীনতাসংগ্রামের কাল থেকে সাহা-মশাই বাঙলাদেশের সুখ-দুঃখের শরীক। অকুস্থলে আরো নির্বাসিত বাঙলাদেশের নাগরিক পূর্ব থেকেই জড়ো। জওয়াদ করিম, আমির হোসেন, গৌর সাহা, ছাত্রনেতা সিদ্দিক ও আরো অনেকে। আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ ফাটলই সিপাইদের অমন সাহসী করে তুলেছে গদীনশীন থাকার এই পাঁয়তারায়। আখের কী হয়, সকলেই তাই উদ্বিগ্ন। প্রেসিডেন্সিয়াল ধাঁচের সরকারে আইনসভা ত রবারষ্ট্যাম্প । সিপাইরা সেই মতলবেই এখন অগ্রসর। অবিশ্যি একটা ব্যাপার পরিষ্কার। আর কোন ভানভণ্ডামি নেই যা ঝোপরূপে ব্যবহৃত হবে। সর্বেসর্বা সিপাই। শেক্সপীয়ার লিখেছেন..... Beggars mounted run their horse to death. এবার ঘোড়া নয়, সওয়ার কুপোকাৎ হবে।

২৩ এপ্রিল '৭৮

রোববার। সঞ্জীবের গুহায়। উদ্দীপনা-উৎস অতিথীমান ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ সর্বদাই এক অভিজ্ঞতা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা শেষে আমাদের যথারীতি সাহিত্যের জগতে প্রবেশ ঘটে। আজও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। আধুনিক কাব্যের মূল চ্যালেঞ্জ কোথায়? বস্তুজগতের অন্ধিসন্ধি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তথ্য-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় মানুষের হাতের মুঠোয়। কিন্তু অন্তর্জগত আয়ত্তের বাইরে। কাব্য এতদিন ছিল স্তোত্র, অলঙ্কার, কল্পনার খেলা, শব্দসম্ভারে ফর্মেই সৌন্দর্য্য সন্ধান। আধুনিক কাব্য নিজেই Genre (জাঁর বা জেনর) হতে চায় সেই সব পথ ছেড়ে। সব অধ্যবসায় সেই পথে। [ধর্মের পীড়ন আত্মিক পথে যে-যন্ত্রণা সৃষ্টি করে (কারণ, Freedom ব্যাহত) বুদ্‌লেয়ারের চেতনায় তার আর্তনাদ—আধুনিকতার যেন উন্মেষ। কিন্তু তার নিতান্ত খ্রীষ্টানী ব্যাপার। শ্রদ্ধেয়

www.pathagar.com

বুদ্ধদেব বসু বুদলেয়ার আদৌ বুঝেননি, যদিও অনুবাদ করে বসে আছেন। দার্শনিক চিন্তাধারার বালাই ছিল না অগ্রজ-পথিকৃতের। ফলে, ভেবেছিলেন বুদলেয়ার বুঝি পাপ তাপের ফেরীওয়ালা। পুরাতন পথ ছেড়ে নতুন পথযাত্রা সহজ হয়নি। এলিয়ট পাউন্ড প্রভৃতির চেষ্টা সত্ত্বেও। সঞ্জীবের ধারণা, শেক্সপীয়ার আধুনিক কাব্যের সূত্রপাত করে গেছেন তার নাটকে, যদিও কবি হিসেবে তার 'ভেনাস এন্ড এ্যাডোনিস', 'রেপ অপ লুক্রেস' প্রভৃতি তুচ্ছ সৃষ্টি। নাটকেই তিনি আসল কবি। তাঁর পথনাসুরণের সময় যেন আবার আগত—নাটকে নয় কবিতার ক্ষেত্রে। অন্তর্জগতে Depthcharge সেই পথেই আসবে।

দত্ত-সন্তান প্রোটীনের আহবান পেয়েছেন অর্থাৎ নেমন্তন্ন। তাই তাড়াতাড়ি সভাসঙ্গ। যাদবপুর গন্তব্যস্থল। দু'জনে ২৬নং ট্রামে। সমাপতন বটে। খোকন, বুলবুল চৌধুরীর ছেলের সঙ্গে ট্রামে দেখা। সে গড়িয়াহাটা যাবে। আমি পার্ক সার্কাসে নামব। সঞ্জীব ও সে সহযাত্রী। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্‌লাম "স্কচপ্রবাদঃ One Companion half the road ওদের শকট এগোতে লাগল।

২৪ এপ্রিল '৭৮

শেক্সপীয়ারের কল্পনাসমুদ্রে। সব নাটক পড়ে শেষ করব। অন্য রচনার কাজ পরে। ওর একটা Mechanism বেশ চোখে পড়ে। Abstract-কে Concrete করার প্রবণতা, এবং বিপরীত। আরো দেখা যায়, একটা কাজের পরিণাম যদ্দুর যায়, ছোঁয়ার চেষ্টা। You will laugh yourself to stiches.... হাসির চোটে নাড়িভুঁড়ি ছেঁড়ার উপক্রম, আমরা বলি, পরবর্তী পর্য্যায় এগোই নে। শেক্সপীয়ার আরো দূরস্পর্শী। উপমার ঝোঁক আসে প্রথমোক্ত Mechanism থেকে। যথা- Glory is a circle in the water which never ceaseth to enlarge itself till by broad spreading it disperse to Not. এখানে নির্বস্তুক circle বৃত্ত থেকে পরে জলে ঝাঁপ এবং সেই পথে আবার Abstract not-এ প্রত্যাবর্তন। প্রকৃতির মধ্যে Thesis antithesis এর যে খেল্ আছে শেক্সপীয়ার ভাবের ক্ষেত্রে তারই প্রক্রিয়ার অনুসারক। আবার শব্দ সম্পর্কে তিনি কম হুশিয়ার ননঃ "..Words are very rascal since bonds disgraced them....পরে.... "I can yeild you none without words and words are grown so false I am loath to prove reason with them." [দ্বাদশ রজনী ৩য় অঙ্ক] শেক্সপীয়ারের সার্বজনীনতা বিস্ময়কর। সম্রাট বাবুর ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন–

গার ফিরদৌস বর-রুয়ে জমিন অভস্ত
হামিনাস্ত ওয়া হামিনাস্ত ওয়া হামিনাস্ত
পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে

www.pathagar.com

তা এইখানে-এইখানে-এইখানে।

Twelfth Night নাটকের শেষ অঙ্কে ডিউক ওর্সিনো প্রিয়তমা অলিভিয়াকে আসতে দেখে বলেন..... Now heaven walks on earth.

২৫ এপ্রিল '৭৮

সকালে-পরেশ সাহা সদনে। এই সহৃদয় সাংবাদিক নিজের অন্তরের তাগিদেই বহু খবর সংগ্রহ করেন। আরো বাঙলাদেশবাসী পূর্বে জমায়েৎ। কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে বহুদিন পরে এই সুপ্রভাতে দেখা হোলো। বীর নওজওয়ান আন্ত র্জাতিক রাজনীতির জাঁতাকল থেকে বহু সবকই পেয়েছে, বুঝলাম। জানা গেল, আওয়ামী লীগ দেশময় চারজন শহীদ নেতার ছবিসহ মিছিলের ডাক দিয়েছে। এই পথে রাজনীতি আবার মাঠে ঘাটে প্রবাহ আনতে পারে। সমস্যা অন্য দিকে। বর্তমান নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কট্টর জামাতে ইসলামীরা। পূর্বে তারা মার খেয়েছে। দ্বিতীয় অভ্যুত্থানে তাদের বহু লোক মারা যায় বগুড়ায়। জিয়া আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতায় এলে ওদের আর কিছু থাকবে না। সুতরাং ওরা জিয়ার বিপক্ষে আবার একটা অভ্যুত্থান বা ঐ জাতীয় কিছু ঘটাতে পারেন। সৌদী আরব, লিবিয়া প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল দূতাবাস এই ক্ষেত্রে শাহা কি জাল পেতেছে মার্কিন মদতে কে জানে?

কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ত দাঁড়াতে পারবে না, জিয়া যে-শর্ত দিয়েছে। ওদের কী লাভ? এই শর্ত পরে সংসদ নির্বাচনে উঠে যাবে, সে গ্যারান্টি ত সিপাই-প্রেসিডেন্ট দেয়নি। মিজান মান্নান প্রভৃতি দালালেরা কী মুখে এই নির্বাচন মেনে নেবে? মনে হয়, জিয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে। আতোয়ার রহমানের মত বুড়ো পর্য্যন্ত সঙ্গে নেই। আওয়ামী লীগ থাকবে না। জামাতে ইসলামী কী নিজের গলায় ছুরি দেবে? এত বিরোধিতা সামনে। এবার জল্লাদটাই হয়ত ফাঁসিতে ঝুলবে। তার পূর্বে—নিজের অন্তিম কালে গৃহযুদ্ধে না দেশকে ঠেলে দেয় সিপাই। নানা দুর্ভাবনা সামনে। কয়েকদিন না গেলে পষ্ট ছবি ধরা যাবে না।

দুপুরে, সঞ্জীবসহ আহার। অমল গাঙ্গুলি মাংস সরবরাহ করলেন। সঞ্জীবও মনে মনে খুবই দুর্ভাবনাগ্রস্ত। বাঙলাদেশ কোন দিকে মোড় নেবে—বিশেষ চিন্তা। দেশে কবে ফেরা হবে? নির্বাসিতদের সামনে এই প্রশ্ন সদাই খাড়া থাকে।

২৬ এপ্রিল '৭৮

বাঙলাদেশের জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলকে মিলিটারী ডিক্টেটর পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কর্নেল তাহেরের নৃশংস হত্যার পটভূমিকায় ঘটনাটা অতিবিস্ময়কর, আওয়ামী লীগের বিরোধিতায় জাসদের জন্ম। রাজনৈতিক কোন প্রজ্ঞা অন্ততঃ এদের কখনও দেখিনি। বিরোধিতার নামে বিরোধিতা সম্বল। এদের origin কী আমার জানা নেই। Peter Coster পিটার কষ্টার নামে এক বিদেশী

www.pathagar.com

এদের দলে ছিল। পরে ধরা পড়ে। মোস্তাকী আমলে তাকে জেল থেকে স্বদেশে যেতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক নাশকতার পর্য্যায়ে পড়ে, সাম্রাজ্যবাদীরা Disruption-এর কীলক এইভাবে দেশে দেশে গুঁজে দেয়। তাই Left Party রাতারাতি গজায়। দরকার হলে Rights ও তাই করা হয়। বাসদ আওয়ামী লীগ বিরোধী—এই হিসাবে থেকেই বোধ হয় সিপাই নিজের গদী রাখার উদ্দেশ্যে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে। শাসনতন্ত্রে বঙ্গবন্ধু বহু Check an Balance এর পথ রেখেছিলেন। সেই শাসনতন্ত্র বর্তমানে বানরদের হাতে পড়ে-এ দাঁড়িয়েছেঃ The president is the king. নিজের অস্তিত্ব টেকাতে জিয়ার নতুন চাল কোথায় ঠেকে দেখা যাক।... আওয়ামী লীগের সম্প্রতি সম্মেলনে নির্বাচনের সময় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার বেশী কিছু জানা যায় না। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ভণ্ডুল না হলে বাঙলাদেশের অমাবস্যা আরো ঘনীভূত হবে।

২৭ এপ্রিল '৭৮

সংবাদপত্রে দেখলাম, এখানকার জনপ্রিয় সপ্ততিবর্ষী মহিলা লেখিকা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "রাজনীতি আমার ভীতি।" এই উক্তি শুনে শেক্সপীয়ারের কথা মনে পড়ে যায়ঃ "....Where an unclean mind carries virtuous qualities, there commendations go with pity they are virtues and traitors too....." ভারতবর্ষের সবচেয়ে অর্থভারী (১ লক্ষ টাকা) জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন এবছর আশাপূর্ণা দেবী। রচিত পুস্তকঃ প্রথম প্রতিশ্রুতি। সমস্ত উপন্যাসের একটি মাত্র গুণ—উনবিংশ শতাব্দীর মহিলাদের কিছু জীবন চিত্র মেলে। নচেৎ কিছুই নেই। সর্বদা নাটকীয়তার উপর উপন্যাসটি গড়ে তোলা। কেবল নাটকীয় ঘটনার পর ঘটনা। প্রতি পরিচ্ছেদে একই জোয়ার। ফলে, সাধারণ পাঠককে টেনে নিয়ে যায়, যা ডিটেকটিভ উপন্যাসের জনপ্রিয়তার বিশেষ হেতু। একটা বিদ্রোহী পিতার বিদ্রোহী কন্যার চরিত্র গ্রহণ করতে গিয়ে লেখিকা এমন কি তার মানসগঠনও ঠিকমত প্রস্তুত করেন না। (হঠাৎ বাড়ীতে সাহেব ডাক্তারের আগমন পর্বের মত আরো পর্ব আছে)। অতি সাধারণ গল্পনির্ভর এমন এক উপন্যাস এদেশে সাহিত্যকীর্তি রূপে গোটা দেশের স্বীকৃতি পায় দেখে, মনে হয়, সমালোচনা বা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বিচারকদের আদৌ পরিচয় নেই। অথবা এদেশে Standard এখন এমনই পতাকা। ব্যক্তির ইচ্ছাই সব নয়, পরিবেশের দাক্ষিণ্য লাগে, এবং চেতনা—এই দুয়ের সংঘাতেই অস্তিত্ব লাভ করে, ভদ্রমহিলার জগচ্চিত্র তেমন ভাবনার রঙ থাকলে তিনি হাঁকফুকার গোটা দেশের সামনে চিৎকার দিতে পারতেন না "রাজনীতি আমার ভীতি।" শ্রদ্ধেয় লেখিকার জ্ঞান-গোচর নয়, তার ভীতিও এক রকমের রাজনীতি। বাতাসকে অস্বীকারের পন্থা আজও অনাবিষ্কৃত। প্রত্যেক রচনাই

www.pathagar.com

মানুষের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে। জীবনরোধের অথবা মৃত্যুবোধের অহিফেন।.... সম্প্রতি আর একটা বই দেখলাম শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রাধাকৃষ্ণ। মামুলী কাহিনীর বয়ান। মার্কিন দেশে কৃষ্ণভক্তি এত বেড়েছে যে krishna-Consciousess বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব। অনুন্নত দেশে সব রকম Obscuranitism জীবন্ত রাখার নীতি সাম্রাজ্যবাদীরা জানে। গাঙ্গুলি মশাই লেখেন (শেক্সপীয়ারের উক্তি স্মরণীয়) কী লেখেন জানেন না। এই অজ্ঞতাই বহুজনের জন্যে আরাম-আয়েসের উৎস। "ব্রহ্মস্বাদসহোদর" রূপে অভিনব গুপ্ত সৌন্দর্য্যের ঠিকুজী টেনেছিলেন। রূপের ফেরে তিনিই ত শ্রীকৃষ্ণ। গাঙ্গুলি মশাই সনাতন ঐতিহ্যের ধারা বজায় রেখেছেন। তিনি শুধু জানেন না, Carter Consciousness এবং Krishna-Consuioness- এ এক প্রচণ্ড মিল বর্তমান।

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রবিপ্লব কী সূচনা করে কে জানে?

২৮ এপ্রিল '৭৮

"Our cage we make a choir as do the prisoned bird and sing bondage freely" [সিম্বেলিন নাটক।]

২৯ এপ্রিল '৭৮

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের শোচনীয় অবস্থা পঙ্গপালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হঠাৎ যাযাবর হয়ে বসে পতঙ্গের দল সামনে কোন নিশানা থাকে না। এখানে রাজনীতির কুচক্র মানুষকে পতঙ্গই মনে করে, এই সিদ্ধান্ত আর অসমীচীন কিছু নয়।

৩০ এপ্রিল '৭৮

দু'দিন বড় অস্বোয়াস্তি। আওয়ামী লীগ নাকি প্রেসিডেন্ট ইলেকশান বর্জন করবে। এমন নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গী আত্মহত্যার নামান্তর। প্রেসিডেন্ট ত এখন রাজা হয়ে বসবে। পরবর্তী পরিষদ-নির্বাচন অর্থহীন, যেহেতু প্রেসিডেন্টের বুটের তলায় সব স্থান।

১ মে '৭৮

মে ডে। বিশ্বের সংকট কেন মানবতার তরানোর আর ত কোন শ্রেণী নেই পৃথিবীতে। তাই এই মহান দিবসের আহবান সকালে বহু আশা উদ্দীপনা বয়ে নিয়ে এলো।

২ মে '৭৮

আফগানিস্তানের বাহিনী বিপ্লবের চরিত্র প্রথমে বুঝতে পারিনি। এখন সবই

www.pathagar.com

স্পষ্ট। মে মাসে বিশ্বের বিবেকের নিকট পশ্চাৎপদ আফগানিস্তানের এই উপহার সত্যিই অমূল্য। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র বদলানোর ভূমিকা বোধ হয় উত্তর পশ্চিম এক কোণ থেকেই শুরু হয়েছে। এই কোণ থেকেই প্রাকৃতিক ঝড়ও উঠতে থাকে।

৩ মে '৭৮

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাক। আওয়ামী লীগ নয় শুধু আরো পাঁচটি পার্টিসহ ঐক্যজোট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী-চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

৪ মে '৭৮

গণতান্ত্রিক দলের নেতারা বাঙলাদেশে এবার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। অনুন্নত দেশে Army-র একটা Veto Power থেকে যায়। জিয়া শেষ পর্য্যন্ত নির্বাচন বানচাল করে দেওয়ার জন্যে অরাজকতা লাগিয়ে দিতে পারে। এমনকী ইলেকশানে হেরে গেলেও সেই পথে ধাওয়া সিপাইয়ের পক্ষে অসম্ভব নয়। জেনারেল ওসমানীকে সেক্ষেত্রে দাঁড় করানো খুবই দূরদৃষ্টির পরিচয়।

৫ মে '৭৮

ইলেকশান শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন খাতেই বইবে। মুসলিম লীগ বনাম আওয়ামী লীগ। জাতীয়তাবাদী চেতনার জের কী বানচাল হয়ে গেছে বুলেটের মুখে? তারও শেষ পরীক্ষা হবে এবার।

৬ মে '৭৮

বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি নির্বাচনে আবার বিপুল স্রোতাকারে ফিরে আসবে, চোখ বুজে বলা যায়। শেক্সপীয়ারের জগৎব্যাপী চেতনার বহর দেখে অবাক হতে হয়। সকালে সঞ্জীব দত্তের সঙ্গে তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা করা গেল। নিরুদ্দেশ, সৎ রাজা সম্পর্কে সভাসদের উক্তি.... "It the prince live we'll let us salute him. Or know what ground's made happy by his breath/If in the world he lives, we'll seek him out. If in his grave he rest, we'll find him there and be resolved he lives to govern us or dead. Gives cause to mourn his funeral and leave us to our free election." বাঙলাদেশের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে চার শ' বছর আগে মহাকবি লিখে গেছেন। শেষ পংক্তিটি পর্য্যন্ত বর্তমান নির্বাচনের সঙ্গে মিলে যায়। বঙ্গবন্ধুর কোন শোকসভা হয়নি আজও। হবে বৈকি। ইতিহাসের শ্লেষ মুছতে কিছু বিলম্ব ঘটে ।

www.pathagar.com

৭ মে '৭৮

আফগানিস্তান এখন যেন সঞ্জীবনী কয়েকটি শব্দ সমষ্টি। সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ। তাই ভয় হয়। রাজনৈতিক মুনাফা হঠাৎ লোকসানের পথে টেনে নিয়ে যাবে না ত? নুর মোহাম্মদ তরাক্কীর পেছনে সহযাত্রী আছে এবং হিতাকাঙ্ক্ষী সোভিয়েট ইউনিয়ন আছে। আশা করা যায়, সঠিক পদক্ষেপেই তিনি অগ্রসর হবেন। প্রায় দুই দশক পূর্বে (১৯৬০/৬১?) আঁদ্রে মালরো লিখেছিলেন আফগানিস্তান সম্পর্কেঃ An ossified Islam which is the sole backbone that has kept this sleep walking community erect amidst the bareness of its mountain and solemn palpitation of the blue sky. (উদ্ধৃতি স্মৃতি থেকে কিছু এদিকওদিক হওয়া সম্ভব) সেই আফগানিস্তান হঠাৎ ঘুম ভেঙে এমন লাফ দিতে পারে ভাবাই যায় না সহজে।

৮ মে '৭৮

Faith বা বিশ্বাসের প্রশ্ন সমাজে অপরিহার্য। সংহতির অন্য পথ থাকে না। যৌথ-জীবন নচেৎ গড়া কঠিন হয়ে পড়ে। ইউরোপে নীৎসে প্রথমে পুরাতন ধর্ম মৃত (God is dead) ঘোষণা করেন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শেষ পর্য্যন্ত সমাজজীবন সংগতিময় করতে পারেনি। ঘুরে ঘুরে ধর্মের কথা ফিরে আসে। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের সেইল্‌সম্যান টয়েন্‌বী পর্য্যন্ত বলতে বাধ্য হয়, Christinity is not at the end of its rope! অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত Secularism গড়ে তোলো, ধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর—ঐতিহাসিক তাই উপদেশ দেয়। Islamic socialism তেমনই প্রতিধ্বনি এবং শোষক কণ্ঠ-নিঃসৃত। ফ্রয়েড তাঁর সাবেক মত ছেড়ে "Aggressiveness" এর উপর সব দোষ চাপিয়ে দেন। অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের Original sin আবার নবরূপে ফিরে আসে। সাম্যবাদী দেশে পশ্চিমী গণতন্ত্রের আর্তনাদ নেই। কিন্তু সেখানেও কী পরে Faith এর প্রশ্ন উঠবে না? এসব সমস্যার দিকে প্রত্যেক সৎ মানুষ ও সমাজসংস্কারকের চোখ রাখা উচিত। Vigilance সতর্কদৃষ্টি পদে পদে না থাকলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সেবকগণ পরে ঘাতক হয়ে বসে। জীবন প্রবাহে বিস্মৃতির অভিশাপ সেই পথেই আসে।

৯ মে '৭৮

আজকের আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখলাম মুজিব সমাধিভূমি তীর্থে পরিণত। শত শত যাত্রী দৈনিক আসা শুরু করেছে। এই সবে প্রারম্ভ। জাতীয়তাবাদের যুপকাঠে তাঁর আত্মদান বিফলে যাবে নাকি? বাঙলাদেশের মুসলমানরা স্বাজাত্য পরিচয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, এবার পথ পাবে। বাঙালী বলে পরিচয় দিতে তাদের কোন আত্মগ্লানি থাকবে

www.pathagar.com

না। বর্তমান মিলিটারী সরকারের উচ্ছেদ প্রেরণা সেই পথেই আসবে।

১০ মে '৭৮

থার্মোডাইনামিক্সের (Thermodynamics) দ্বিতীয় সূত্র বলে, কালক্রমে একটি System যে এনার্জি Energy ব্যয় করে, তা আবার ফেরৎ প্রবাহিত হয় না। উৎস ক্রমে ঠান্ডা হয়ে আসে। আদর্শ সম্পর্কেও কী সত্য নয়? পুরাতন বিশ্বাস ঠাণ্ডা হয়ে আসে বৈকি, কিন্তু খোলস বজায় থাকে। জীর্ণ পুরাতনের ভেতর থেকে নতুনের অভ্যুদয় তাই শেষ পর্য্যন্ত বিনা যন্ত্রণায় ঘটে না।

১১ মে '৭৮

সঞ্জীব দত্তের (Datza দত্তজ-যেহেতু হিন্দু নয়) "Eyeless in the urn" কাব্যের বিস্তারিত সমালোচনা শেষে আমাকেই লিখতে হোলো। এই শহরের কাব্যোমোদীদের বই রিভ্যুএর জন্যে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সাড়া মেলেনি। কাব্যউন্মাদ এই শহরে এমন ঘটবে ভাবা চলে না। ছ'মাস পূর্বে চতুরঙ্গ সমালোচনা দিয়ে এসেছিলাম। আতোয়ার মরে গেল। এতিম চতুরঙ্গ। মিসেস নীরা রহমান শেষ পর্য্যন্ত হাল ধরেছেন সম্পাদক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এবং সহকারী শ্রী মাণিক মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। আতোয়ার বিয়োগের পর নতুন সংখ্যা "চতুরঙ্গে" সঞ্জীবের বইয়ের সমালোচনা নিয়ে চারণ সন্নিধানে। বাঙলাদেশে জিয়ার ভাঁওতার কথা উঠল। কয়েক দিন পরে আরো বুঝা যাবে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে জনসাধারণের কোন দাবী ছিল না। তবু সে নির্বাচন দিয়ে বসল কেন? আত্মহত্যার এই পথ খামখা সেধে সে বেছে নেয়নি। ওর ২১ এপ্রিলের বক্তৃতায় স্পষ্ট, পরিষদ নির্বাচন সে ডিসেম্বরে দেবে। কিন্তু তা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরবর্তী কার্যকলাপ। সে এমন ঘোষণা করল কেন? আজও ঠিক ধরতে পারা কঠিন। "মার্শাল ল" প্রশাসকের পদ বলবৎ এমন জাহির বাকবোম্বাজি? সঞ্জীব ও আমার সন্দেহ বহু আলোচনার সেঁধোল। দেখা যাক কী ঘটে! মোনায়েম সরকার, আজিজ বাগমার উপস্থিত হয় বিকেলের দিকে। অধ্যাপক পরিমল সেনগুপ্ত Army composition নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ওদিক অন্ধকার, তাই তিনিও সন্দেহ পোষণ করলেন শেষ পর্য্যন্ত। অমল গাঙ্গুলি রায় পূর্বেই দিয়েছেন, ইলেকশান হবে না। দোলাচল মন বড় অস্থির। টেন্‌শান সঙ্গী হয়ে রইল বহু রাত পর্য্যন্ত। সহজে ঘুমোতে দিলে না।

১২ মে, '৭৮

বিকেলে বসুধা চক্রবর্তী সমীপে, গতকাল ওর পত্র পেয়েছিলাম। ভালই আছেন, এ বয়সে ভালর যা সীমানা। চিরতরুণ অগ্রজ ফণী চক্রবর্তীর সঙ্গেও

www.pathagar.com

আলাদা এক ঘণ্টা কাটল, Aesthetically inclined schooer-গণই এ যুগে সাধু। অন্য সাধুরা ভণ্ড। ঊনআশি বছর বয়সের এই বিরোধিতা সাহচর্য্যে আমার কাছে সাধুসঙ্গ মনে হয়। এখনও কী সংবেদনশীল মন! যুক্তিবাদ থেকে পা এদিকওদিক হয় না। সন্ধ্যা ভাল কাটল। পথে বৃষ্টি ভিজিয়ে ছাড়লে।

১৩ মে '৭৮

ঢাকা থেকে যে-সব খবর আসছে তা থেকে মনে হয়, সিপাইয়ের জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ায়ের যে-শিবির তৈরী হয়েছে, ঠিক যেন ১৯৭১ সন। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা, যথা মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, মাওবাদী তোহা, চীনপন্থী কৃষকঘাতক যাদু মিয়া অগয়রা—সবাই সিপাইদের জোট। এহিয়া খানের জায়গায় এখানে জিয়া। আর তফাৎঃ Army বিদেশী নয় দেশী। অন্য পক্ষে, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ মুজাফফর, বেআইনীঘোষিত বাঙলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি মুখ্যতঃ একজোট। দেখা যাক, এই যুদ্ধের পানি কোথায় গড়ায়।

১৪ মে '৭৮

জাঁনেসার পুনা গেল আজ। বিকেলে স্বামী-স্ত্রী মিলে ওকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে বড় ক্লান্তি লাগল। গৃহসুখের জরিমানা এইভাবে দিতে হয়।

১৫ মে '৭৮

সঞ্জীবের সঙ্গে দুপুরের আহার। কতো যে অশ্বশক্তি Horse Power নষ্ট হয়। ভেড়ার কাজ ঘোড়া করে। পাচক সঞ্জীব নিলে। ফাঁকে ফাঁকে উদ্দীপক আলোচনা। অমল গাঙ্গুলি, মণি সেন, আরো পরে পরিমল সেনগুপ্ত আসরে। আহারের সময় উপলব্ধি করা গেল, রন্ধনেও সঞ্জীব শিল্পী। অথচ খুব সাধারণ আয়োজন। মাছ, মাংস নেই। ডিম-আলু, আলুবেগুন, চচ্চড়ি এবং ডাল। দুরবস্থা দেখে অমল গাঙ্গুলি হোটেল থেকে মাংস আনলেন। সঞ্জীবের হাত তা-তে ম্লান হোলো না আদৌ। বিকেলে-বাঙলাদেশী আরো জমায়েৎ। বকুল সরকার, আজিজ বাগ্‌মার এবং মাহফুজুল বারি—আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী। বাঙলাদেশের রাজনীতির আবহ আমাদের ঘিরে রইল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

১৬ মে '৭৮

বাঙলাদেশ থেকে 'সমকাল' পত্রিকা হাতে এসে পৌঁছল। বিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৫। কুড়ি বছর চলে গেছে। সিকান্দার আবু জাফর উদ্যোগী। প্রথম চার, পাঁচ সংখ্যার বিজ্ঞাপনের টাকা, আমি তখন চাটগাঁয়, চাটগাঁ থেকে

www.pathagar.com

পাঠাতাম, মানসিক অন্ধকারে কোন রকমে সলিতা জ্বালতে। কুড়ি বছর কীভাবে গেল? অবাক লাগে। এই সংখ্যার প্রচ্ছদে হলুদ সমতলে লেখা (সমকাল পুরস্কার ১৩৮৫ পেলেন অধ্যাপক আবুল ফজল) দেখে মেজাজ স্থির থাকে না। Flaccid মেরুদণ্ডের নমুনা ঐ নাদান অধ্যাপক। ১৯৪২ সনে এক সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণে বলেছিল অধ্যাপক, যার সাদা-মাঠা বক্তব্য—মুসলমানেরা সুযোগ পেলেই বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়ে উঠবে। উদাহরণতঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এবং দীনেশ সেনের উল্লেখ আছে ভাষণে। তখন অধ্যাপক হয়নি কিংবা সদ্য স্কুলমাস্টারি থেকে পদোন্নীত—আহম্মক ঘোষণা করলে, সুযোগ পেয়ে দীনেশ চন্দ্র শুধু দীনেশ চন্দ্র নয় ধনেশ চন্দ্রও হলেন। মুসলীম লীগের ভাবধারার প্রতিধ্বনি এই তথাকথিত সাহিতিক্যের কণ্ঠে। পরে—'কায়েদ-এ-আজম" নাটক লিখেছেন আবুল ফজল। Hero জিন্না সাহেব। দেশবিভাগের পর হারুনর রশীদ, কল্পতরু সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রগতিশীল সমাজকর্মীদের সংস্পর্শে অধ্যাপকের কিছু চোখ ফুটে। সেই জের আইয়ুব খানের আমলেও দেখা যায়। মাঝেমাঝে অকুতোভয়তা। কিন্তু মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় মানুষ গ্রাম্য মসজিদের ইমামের সন্তান আবার যথাস্থানে ফিরে গেছেন এবং তাই জিয়ার অধীনে চাপরাশিগিরি বেছে নেয়। অথচ এই লোকই আবার "বঙ্গবন্ধু মুজিব" এর প্রশস্তি গায়ক। যেমন ইলেম, তেমনই নড়বড়ে মেরুদণ্ডের আখ্যায়িকা আবুল ফজল। ভবিষ্যতে কোন ঔপন্যাসিক মুসলমান পেটিবুর্জোয়া সমাজের ছবি আঁকলে ওকে মডেল হিসেবে নিতে পারবে।... ওকে জিজ্ঞেস করতে হয়, ডিক্টেটর জিয়ার Footstool হিসেবে তুমি ত ধনেশচন্দ্র হয়েছে, দীনেশ চন্দ্র হতে পারবে? দীনেশ বাবু জাতীয়তার "স্পিরিটে" ভাসমান আত্মা। তুমি জাতীয়তাবাদের ঘাতক। তাই জিয়ার সঙ্গে বসতে তোমার লজ্জা হয় না, ফকা চৌধুরীর তুমি Obituary-প্রয়াতলিপি লিখতে পারো। সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে মূর্খ অ-সাম্প্রদায়িকতাবাদীও পারে, তুমি তার একটা প্রমাণ হয়ে রইলে। আত্মার এই ছদ্মবেশ পরিষ্কার করা অত সহজ নয়, হে আকাট লেখক (?)।

১৭ মে '৭৮

ষ্টেটস্‌ম্যান আপিসে। বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে কিছুক্ষণ, যদিও Target ছিল মানস ঘোষ প্রথমে। ব্রজেন ভট্টাচার্য "লাঞ্চ" খাওয়ালে। পরে মানসের সঙ্গে। কাল আবার দুপুরে আসতে হবে, ও বেরিয়ে যাচ্ছে, তাড়ার তাগিদে। বাইরে প্রচণ্ড রোদ্দুর ঠেলে ডেরায়। সময় কতো অপচয় না করলাম সারাজীবন।

১৮ মে '৭৮

মানস ঘোষের অতিথি দুপুরে। অকুস্থল ষ্টেটসম্যান আপিস। স্নেহভাজন

www.pathagar.com

সাংবাদিক এখনও বড় শুভচিত্ত। সুস্থতার ফলে সামাজিক ঘটনাগুলো সহজে বুঝতে সক্ষম হয়। ও বাঙলাদেশ যেতে পারে, জানা গেল। ওর মুখে শুনলাম, বারি নামক এক ফার্ষ্টসেক্রেটারীর মিলিটারী শাসনের পঞ্চমুখ কীর্তন। চাকুরে গেলাম তার বেশী আর কি করতে পারে?

১৯ মে '৭৮

বড় মানসিক ক্লান্তি। মাঝে মাঝে হতাশায় বুক ভরে থাকে, সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারি নে।

২০ মে '৭৮

পুঁটি এখানে থাকার ফলে আহার উত্তম। দৈহিক সবলতা কিন্তু মনে জারিয়ে উঠছে না কেন? নির্বাচনের শঙ্কা সব প্রশান্তি হরণ করে বসে, যদিও সংবাদে দেখা যায়, জনসাধারণ আওয়ামী লীগের ডাকে সাড়া দিতে তৎপর।

২১ মে '৭৮

সঞ্জীবের সঙ্গে সারাদিন। মাহফুজুল বারিও সঙ্গে ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা আসল কেন্দ্র হয়ে রইল।

২২ মে '৭৮

আফগানিস্তানের নতুন সরকার যে-সব ব্যবস্থা নিচ্ছে তা অতি আশাপ্রদ। তবু বড় আশঙ্কিত মন। তেমন জোরদার Social base নেই। এখনও জীর্গা'র প্রতিপত্তি বহুৎ। কিছু দরদী মধ্যবিত্ত অফিসার উপর দিকে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তারা রাখতে পারবে ত? বিকেলে নীপেন দাকে দেখতে গেলাম অসুস্থতার কথা শুনে। অকুস্থলে-হতভম্ব। গোপনে জানা গেলঃ ক্যান্সার।

২৩ মে '৭৮

জীবন সম্পর্কে বহু ধারণা আজ আর প্রাণে সায় দেয় না। নতুন সাহিত্য রচনা নতুনভাবেই শুরু করব। এখন এমন পরিস্থিতি কোন কাজে মন বসে না। বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্য্যন্ত এই পর্যায়ই চলবে।

২৪ মে '৭৮

সন্ধ্যায় হঠাৎ শূন্যতায় মন ছেয়ে গেল। শুধু অতীতের স্মৃতি... দুঃখিনী জননী, বড় চাচাজী ইরশাদ আলি.... এমন সব মুখই দেখতে লাগলাম।

www.pathagar.com

২৫ মে '৭৮

এ্যাকাডেমিতে ব্রেখতের "খড়িমাটীর গণ্ডী" অভিনয় করবে নান্দীকার গোষ্ঠি। সংগৃহীত অর্থ বাংলাদেশের দুঃস্থ রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের দেওয়া হবে। দুপুরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের নেমন্তন্ন সেরে আমরা স্বামী-স্ত্রী ফিরেছি। বাড়ী থেকে বেরুব। বীথি (মুনিরা খান) মস্কো থেকে এসে উপস্থিত। হাতে সময় নেই, ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। গেটে মোনায়েম সরকার একটা টিকেট যোগাড় করে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলে।

২৬/২৭ মে '৭৮

দু'দিন বীথির কাজকর্মে। বাড়ীতেই রান্নার আয়োজন। প্রচণ্ড গরমে সবাই অস্থির। সন্ধ্যায় সামান্য বৃষ্টির ফলে রক্ষা। সন্ধ্যা থেকে আমারও শরীর খারাপ। আবার পেটে গ্যাস। নাজেহাল।

২৮ মে '৭৮

বীথি সকালে ঢাকা চলে গেল। আমার স্ত্রী ওর সঙ্গে এয়ারপোর্ট পর্য্যন্ত ধাওয়া করলে। অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি অস্থির।

২৯ মে '৭৮

দু'দিন নামমাত্র আহার। আজ সকালে নাস্তা সেরে নীপেনদার খোঁজ নিতে গেলাম। অকুস্থলে হতভম্ব। শ্রীবিজয় বাস্তবের কাছেই শোনা গেল, দাদা কাল ৬-৪৫ মিনিটে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এত জল্‌দি? লাংসে ক্যান্সার। তিন/চার মাস ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু অপরের সেবাব্রতী আজীবন, দুহপ্তার বেশী কারো কোন সেবা নিতে যেন রাজী ছিলেন না। ৭৩ বছরের বৃদ্ধ। নির্মল-আত্মা মানুষটিকে আমি ভালবেসেছিলাম।

৩০ মে '৭৮

নীপেনদার কণ্ঠস্বর, প্রতিমূর্তি নানা স্মৃতি (যদিও বাঙলাদেশের সংগ্রামকালে '৭১-এ আমার সঙ্গে পরিচয়) বড় নাজেহাল করে রাখলে সারা সকাল। বালিগঞ্জ প্লেসের অমন শ্যামলিমা আর আমার চোখের কাছে কোন দিন ছোঁয়া যাবে না।

৩১ মে '৭৮

বর্তমান চীন সরকারের হদিস পাওয়া যায়। সাম্যবাদের নামে ওরা কোন পথে ধাইছে? ভিয়েৎনামে ৭২ হাজার চীনা অধিবাসী আছে। পুরুষানুক্রমে তারা

www.pathagar.com

ওদেশে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর হামলার-প্রতিরোধ এই চীনা নাগরিকরাও সক্রিয় ছিল। Ethnic origin যাই হোক ওরা ভিয়েৎনামের নাগরিক। চীন-সরকার ধুয়া ধরেছে, বর্তমান ভিয়েৎনামী প্রশাসন ওদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। অতএব ওদের প্রাক্তন স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা দরকার। জাহাজও ঠিক হয়ে গেছে। ৭২০০০ প্রাণ। হঠাৎ যুগযুগান্তের বাসভূমি ছেড়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দেবে। পাশাপাশি দুই সাম্যবাদী রাষ্ট্র। পঞ্চশীলার অন্যতম প্রবর্তক চীন সরকার ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্রের প্রতি অভিযোগ করতে এতটুকু দ্বিধা দেখালে না যে পৃথিবীতে সাম্যবাদ-আদর্শের উপর কী প্রতিক্রিয়া হবে। অর্থাৎ বর্ণবিদ্বেষের শিকার সমাজতন্ত্রী দেশেও সম্ভব। বর্তমান চীন-নেতারা তা তারস্বরে জাহির করলে।

অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশের সমাজতন্ত্র চীন। মধ্যযুগীয় "লালা" ওদের মার্কস্‌বাদী জিভ থেকে এখনও মুছে যায়নি। তাই ভণ্ড জাতীয়তাবাদের শিকার। সেই সুড়ং ধরেই বর্ণবিদ্বেষও এসে জুটছে। চীনদেশে বর্তমান নেতাদের অপসারণ না ঘটলে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সম্ভাবনা আরো অন্ধগলিপথে ঢুকবে। মাওবাদের মোয়ায় শেষ পর্য্যন্ত বিষ মিশেছে।

সঞ্জীবের খোঁজে। দেখা হোলো না। পরেশ সাহার বাড়ী গেলাম। নির্বাচনের সঠিক খবর কেউ দিতে পারল না। এখানকার দক্ষিণপন্থী কাগজগুলো যথা ষ্টেটসম্যান, আনন্দবাজার এখনই পোঁ ধরেছে, "জিয়া জিতে গেছে।"

১ জুন '৭৮

পাকা দু'শ বছর। ভলটেয়ারের মৃত্যু হয়। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি লিখেছিলেন, "Who first invented the art of divination? The first rogue who met the first fool" বাঙলাদেশের নির্বাচন-প্রচারে মুসলিম লীগের ওঁচা নেতৃবৃন্দ আবার বহুদিন পরে মুখ খুলেছে। পুঁজি সেই বর্ণবিদ্বেষ এবং ইসলামের জিগির। "আওয়ামী লীগের আমলে তোমরা নামাজ পড়তে পাওনি ঠিকমত...." ইত্যাদি। নিরীহ সরল ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করার এইসব হচ্ছে সহজ পন্থা। ভলটেয়ারকে নতুন করে আমার সালাম জানালাম।

২ জুন '৭৮

স্ত্রী রান্না করে। প্রতিদিন বাজারে যেতে হয়। এক সঙ্গে অনেক শাকসব্জী ও নানা মালামাল দেখা যায়। প্রাণ ভরে ওঠে। "অল্পে সুখ নেই," উপনিষদকার বহু পূর্বে উচ্চারণ করে গেছেন, পার্থিব সংসারে আধ্যাত্মিকতার সেতু রচনার একটি দিকে আঙুল বাড়িয়ে। কিন্তু বাজারে ভিড় দেখে প্রাণ মিইয়ে যায়। গ্রাহকের তুলনায় কতো অপ্রতুল এই সব সম্ভার।

www.pathagar.com

ভাষা সম্পর্কে আর একটা জ্ঞানবৃদ্ধি হলো বাজারে এসে। পণীর কিনতে গিয়ে জানা গেল দোকানদার পণীর চেনে না। 'Chesse' চিজ চান? তার প্রশ্নে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ইংরেজ চলে গেছে। শাসন জের অত সহজে হয় না। অবিশ্যি বস্তু তথা ব্যবসা পৃথিবীকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র করে তোলে লেনদেন মারফৎ। বর্তমান জাতীয়তাবাদ ডামাডোলে পণীরের বিবর্তন তাই খুব আনন্দ দিয়ে গেল, যদিও আমি নিপট বাঙালী।

বন্ধু সঞ্জীবের সঙ্গে দুই ঘণ্টা। নির্বাচন ও তৎফল সম্বলিত প্রশ্নই আমাদের ঘিরে রাখলে অনেকক্ষণ। অধ্যাপক পরিমল সেনগুপ্ত আসর জমকালো করে রেখেছিলেন। অমল গঙ্গোপাধ্যায় খবর নিয়ে এলেন–বাঙলাদেশের নির্বাচনী 'জোন' এর হিসেবসহঃ জিয়া শতকরা ৩০ ভাগ বেশী পাবে না, যদি কারচুপি না হয়। কাল ৩ জুন। বাঙলাদেশে বর্ষা আসন্ন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঝড় সেখানে দৈনন্দিন ব্যাপার। উদ্বিগ্ন মন নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

৩ জুন '৭৮

বাঙলাদেশ নির্বাচন এক সঙ্কটত্রাণ যা ঘনীভূত হওয়ার উপাদান বিশেষ। সারাদিন লেখাপড়ায় আদৌ মন বসল না। অস্থিরতায় সন্ধ্যায় বহু দূর হেঁটে এলাম। রাত্রেও অনেকক্ষণ বিনিদ্র।

৪ জুন '৭৮

সংবাদপত্র সকালে খুলে দেখি জিয়া কুড়ি লাখ ভোটে এগিয়ে আছে। বিশ্বাস করা কঠিন। বাঙালী মুসলমান কী জাতীয়তাবাদী হতে অক্ষম? মুসলিম লীগ এখনও কী তাদের গলা থেকে নামেনি?

৫ জুন '৭৮

কাঁদো দেশবাসী কাঁদো। ঘাতককে সেবক বানিয়েছ। তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যার অন্যতম সায়দাতা এখন জন-নির্বাচিত? বাস্তব ঘটনা। ইতিহাসের পরিহাস এমন ভাবেও দেখা যায়?

৬ জুন '৭৮

স্বোয়াস্তি নেই মনে। সকালে সঞ্জীব সন্নিধানে। ভবিষ্যতের নানা রূপকথা নিয়ে চিন্তায় অভ্যস্ত—এই সুহৃদ পোড়া ঘায়ে মলমের মতই শান্তিপ্রদ। দুপুরে বন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ও মাধুরী ঘোষের আতিথেয়তা। তিনটের দিকে সঞ্জীব ও মাহফুজুল বারিসহ পার্ক সার্কাস। নারায়ণগঞ্জ আগত শামসুদ্দোহা সাহেবের

www.pathagar.com

(অবিশ্যি আওয়ামী লীগ) সঙ্গে সাক্ষাৎ। ওঁর কাছেই খবর পাওয়া গেল, মিলিটারী জরবদস্তি কাহিনী, যার ফলে নির্বাচন প্রহসন মাত্র। শাসানি, উৎকোচ, প্রাণনাশের হুমকি—সব রকম অস্ত্রই সিপাই ব্যবহার করেছে। ফলে, শতকরা ৭৮ ভোট পেয়েছে। রেফারেন্ডামে পেয়েছিল ৯৮। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রচণ্ড! অর্থের অভাবে সাধারণ মানুষের কাছে একটা হ্যান্ডবিলও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

৭ জুন '৭৮

আজ আনন্দবাজার পত্রিকায় জিয়া-প্রশস্তি দেখে মনে হোলোঃ ওদের সম্পাদক লিখিয়েদের মধ্যে স্তাবকের অভাব নেই। প্রভুর হুকুম তামিল করে। গৌরকিশোর ঘোষ সতীপনা বর্তমানে বন্ধ রেখেছেন কী? প্রভুদের নিমক খেতে খেতে গোলামও ভাবে সে প্রভু বনে গেছে। এইসব শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা জানে না– Slave চিরকাল-ই থাকে। যদিও বৈষ্ণব সাজে ভদ্রলোক হিসেবে পরিগণিত হতে। ওদের Defence Mechanism গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে।

৮ জুন '৭৮

কাল নীপেনদার শ্রাদ্ধের দিন ছিল। সত্যিই তিনি ইহলোকে নেই বিশ্বাস হয় না। আধ ঘণ্টা ছিলাম। মৃত্যুর আবহ আদৌ স্থির হতে দিলো না।

৯ জুন '৭৮

আসফাক মুজু বাবার Ceramic এর কয়েকটা জিনিস দরকার। পুরাতন চীনা বাজারে ঘুরে মরলাম। গিয়ে আহম্মক। আবার পত্র লিখে জানতে হবে, কী Process এ সে Ceramic printing করে। কারুশিল্পের এই এক বাগড়া। ওখানে মিস্ত্রীর কাজ অঙ্গাঙ্গী। ফলে, আহাম্মকই থেকে গেছি। অযথা বহু সময় নষ্ট হোলো।

১০ জুন '৭৮

বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ বর্তমানে স্পষ্ট। সাম্রাজ্যবাদের শিকড় পাকাপোক্ত। শিল্পের ক্ষেত্রে আর কোন উন্নতি সম্ভব নয়। World Bank, IMF-প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক সংস্থা Industry—হয়ত Cottage industry—পর্য্যন্ত কিছু গড়তে মদৎ দিতে পারে। স্থায়ী কোন মূল-শিল্প বা basic industry মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই দেবে না। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের সাহায্যে ওরা এগিয়ে আসবে। বাঙলাদেশের জন্যে তা প্রয়োজন আছে। গ্রাম-এলাকায় রাজনৈতিক ভিত্তি ঐ ভিক্ষার সাহায্যে জাতীয় গণতন্ত্রী দল গড়ে তুলবে। গ্রামরক্ষীবাহিনী বিরোধী দলের

www.pathagar.com

মাথা ভাঙবে। এসব বজায়ে রাখার জন্যে Obscurantism ছাড়া পথ নেই। চিন্তার ক্ষেত্রে বিরাট ধাক্কা আসবে। স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার আবার জয়গান উঠবে। ১৯৭১ সনের "কোলাবোরেটার" ইসলামিক একাডেমী, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান জা.গ. দলের ধ্যানধারণার Watch-dog হিসেবে তৎপর থাকবে। এসব নকশা এখনই আঁকা যায়।

১১ জুন '৭৮

শ্রী জ্যোতি দাশগুপ্ত ও বিভা দাশগুপ্তের আমন্ত্রণ রক্ষা। আরো অতিথি ছিল কবি সিদ্ধেশ্বর সেন ও কবিপত্নী। বঙ্গেশ্বর রায়, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ। শিশির দাশ ত মেজবান Host এ গণ্য।

১২ জুলাই '৭৮

বাঙলাদেশ থেকে এখন প্রগতির দেশপ্রেমের বাণী শোনা যাচ্ছে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েৎনাম যখন রক্তে ভাসছিল তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মিলিটারী শাসক-যথাক্রমে জনসন ও কাউকী ত হনলুলু-বসে এক ঘোষণা করে– Honolulu Declaration নামে খ্যাত। সেখানে সুন্দর মুসাবিদায় মানবতা ও গণতন্ত্রের জন্যে প্রচুর অশ্রুপাত করা হয়েছিল। মুখ এবং মুখোশের ফারাক বুঝতে জনসাধারণের বিলম্ব হয়। দুঃখ সেইখানে।

১৩ জুন '৭৮

আঠার তারিখে পুঁটি ঢাকা যাবে। বাঙলাদেশ বিমানের আপিসে ওর রিটার্ন টিকেটের যাত্রা তারিখ ঠিক করতে গোলাম। পরে আলী আকসাদের সঙ্গে। বৌমার চা ছিল উত্তম। কিন্তু হতাশার পরিবেশ। উভয়ে অনেকক্ষণ বাঙলাদেশের ঘূর্ণীস্রোতে ভাসতে লাগলাম। দুপুরে শোয়ার সময় হতাশা আরো জেঁকে এলো। কী দিয়ে Defeatism বিদায় করব?

১৪ জুন '৭৮

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন লক্ষ্য করলাম। রাজনীতি এবার বহু দূরে গড়িয়েছে। মধ্যবিত্ত তার শ্রেণীচরিত্র থেকে অনেকখানি সরে এসেছে–এইটুকুই আশার কথা। নচেৎ CPM এমন বিপুল সংখ্যায় জিততে পারত না। আসল সমস্যা Consolidation এর সময়। এই বিজয় Victory র রূপ কী দাঁড়ায় লক্ষ্য করা যাক। মধ্যবিত্তের পার্টি, যদিও কৃষকমজুরের শ্লোগান। তাই নানা সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

১৫ জুন '৭৮

বড় অস্থির মন। সীরিয়াস লেখা বা পড়ার দিকে মন এগোতে অক্ষম। মগজের ছাপ ঝাপসা। তাই জিম কর্বেটের শিকার-বাহিনী পড়ছিল কাল থেকে। অত্যন্ত দরদী, সৎ মানুষ। রচনায় তার প্রকাশ। সহজ ভাষা মনে হয় অন্তরের প্রতিধ্বনি। বন্দুক এবং কলম দুয়েরই ওস্তাদ জিম কর্বেট। মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে ওর নিবিড় প্রেম পদে পদে অনুভব করা যায়।

১৬ জুন '৭৮

সঞ্জীব সমীপে। আরো অতিথি গৃহে। তাই বেশীক্ষণ আলাপ জমল না। প্রগতিশীল Progressive এমন মানুষ নিয়েই এখন বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ। সাধারণ মানবিকতার জয়গানই ওখানে চরম চিন্তাবিপ্লব। আবার ১৯৪৭ সনে ফিরে গেছি। আপন স্বভাবসিদ্ধ জোর দিয়েই সঞ্জীব তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার কথা বললে। বামপন্থীদের নানা ভাগ থাকে থাক। ওদের সবাইকে দরকার Shade work-এর জন্যে। দুঃখ, আবার কেঁচো গণ্ডুষ করতে হবে।

১৭ জুন '৭৮

একদম গৃহীজন। ঢাকার প্রিয়জনদের জন্য টুকিটাকি উপহার কেনা। গৃহিণী ভাল মশুর ডাল পর্য্যন্ত সুটকেস বন্দী করতে ইচ্ছুক। এইসব প্রাত্যহিকতায় দিন কেটে গেল। দুপুরে এক আত্মীয় বাড়ীতে আমন্ত্রণ রক্ষা শুধু ঈষৎ ব্যতিক্রম।

১৮ জুন '৭৮

গৃহিণীকে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে গেলাম। ফেরার কালে এক শুভাকাঙ্ক্ষী (বাঙলাদেশী) ব্যবসায়ীজনের সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা। তিনিই পৌঁছে দিয়ে গেলেন গন্তব্যস্থলে। দুপুরে কিড ষ্ট্রীট। আলী আকসাদ সপরিবার MLA হষ্টেলে আছেন। দাওয়াত সম্পন্ন করতেই আজ এখানে। মোনায়েম সরকার পরে এসে জুটলেন। তিন জনে গোটা দুপুর একটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। বাড়ী ফিরলাম। আবার সন্ন্যাসীদের পালা শুরু। তিন মাস স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত হয়নি। দুর্বলতা অলক্ষিতে পেয়ে বসে, তখন লড়ায়ের মনোবৃত্তি আর থাকে না। প্রৌঢ় কালে বনে যাওয়ার শাস্ত্রীয় উপদেশের মূলে কী এসব দৃষ্টি ছিল?

১৯ জুন '৭৮

ইতিহাসে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সমান্তরাল সাদৃশ্য দেখা যায়, যেন একই প্রাসাদের স্তম্ভ-প্রতিসাম্য।

www.pathagar.com

আজ দিল্লীর মসনদে বসে আছে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ তথা জনসংঘ আর ঢাকার সিংহাসনে আসীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ঘাতকশ্রেণী। ভারতীয় শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিলে খাপে খাপে মিলে যেত।

এক সূত্রে জানা গেল, বাঙলাদেশ সরকারের বৈদেশিক বিভাগ নাকি ৯৬৭ ন শ' সাতষট্টি নাম পাঠিয়েছে। অনুরোধ, ওদের এখানে থাকতে না দেওয়া। অর্থাৎ বাঙলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ। গত বছর মে মাসে এই কাণ্ডই ঘটেছিল। হয়ত খবরটা ভিত্তিহীন। তবু উড়িয়ে দেওয়া চলে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গর্বিত ভারত সরকার, গত বছর সীমান্তের তরুণদের অমনভাবে বাঙলাদেশের নেকড়েদের মধ্যে ঠেলে দিলে। সেকথা আজও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ ব্যাপারটা রুঢ় সত্য। গত বছর কর্নেল আকবর ও রাশেদ খান মেনন এসেছিল আমাদের উচ্ছেদের সুপারিশসহ। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা।

২০ জুন '৭৮

সকাল থেকে সারাদিন সঞ্জীবের সঙ্গে। রান্নাও শিখে নিয়েছে সঞ্জীব এবং উত্তম পাচক হিসেবেই গণ্য করা যায়। প্রতিভাবান ব্যক্তি যা স্পর্শ করে সোনা হয়ে ওঠে। রাজনীতির আলোচনাই প্রধান হয়ে উঠল অন্যান্য দিনের মত। বাঙলাদেশে মিলিটারী প্রেসিডেন্টের আসন বেশ কিছুদিন পোক্ত হয়ে থাকবে জনসমর্থনের লেবেল ছাড়াও। গোপনে সব রাজনৈতিক পার্টির এক শ্রেণীর নেতাদের সমর্থন আছে প্রেসিডেন্টের পেছনে। কোন আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠবে অদূর ভবিষ্যত আশা করা বাতুলতা। অতএব বেসামরিক স্বৈরাচার এখন নিরাপদ। ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয়তার লাভা আবার বইতে থাকবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার গোরস্থান হয়ে উঠবে বাঙলাদেশ। এমন আবহাওয়ায় সংস্কৃতির বিকাশ স্বভাবতই আটকা থাকবে। তদস্থলে অপসংস্কৃতির আগাছা দুদ্দাড় বাড়বে। দেশে ফিরে গিয়েই বা কী লাভ? আমাদের উভয়ের সামনে সেই প্রশ্ন।

স্নেহাস্পদ মোনায়েম আসরে এসে জুটল শেষ দিকে। নির্বাসনে এসে বাপকে হারিয়েছে সে, মা এখনও জীবিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়েছে। আদর্শের পরীক্ষায় বীরের মতই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোনায়েম। এই নমস্য তরুণ-প্রাণ কাছে এলে বড় ভাল লাগে। বাঙলাদেশের বুক চিরে আরো বহু দেশ প্রেমিকের আবির্ভাব ছাড়া ওই অনড় জগদ্দল নড়বে না।

২১ জুন '৭৮

চীন সরকার ভিয়েৎনামের সব Consulate বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম

www.pathagar.com

চালিয়েছে। বেচারা ভিয়েৎনাম। গত তিরিশ বছর ধরে লড়ছে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ গেল, এলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। শেষ যুদ্ধে ওদের ত্যাগ, ক্ষতি, বীরত্ব বিসর্জনের পরীক্ষা দুনিয়ায় নেই। মার্কিন অত্যাচারের মুখে শেক্সপীয়ারের প্রতিধ্বনি তুলে বলা যায় Barbarism itself will pity them-এমনই সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার মডেল। যাক, সেসব চুকল। এখন আবার সাম্যবাদী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ। কাম্পুচিয়ার লড়াই ত, পেছন থেকে চীনের লড়াই। ১৯৬৬ সনে ১৩ মার্চ ফিডেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, চীনের নেতারা ভীমরতি (dotage) (স্পেনীয় ভাষায় (CHOCHERIA) রোগে ভুগছে। কথাটা নির্মম সত্য। দুনিয়ার তাবৎ প্রতিক্রিয়াশীলরা এখন ওদের স্যাঙাৎ।

২২ জুন '৭৮

ফণী চক্রবর্তী সদনে। অসুস্থ, তাই দেখতে গিয়েছিলাম। ভগিনী ইন্দুর আতিথেয়তা ত বন্ধ থাকতে পারে না। কিন্তু বসুধা চক্রবর্তী ছিলেন না। ওকে রবীন্দ্র সরোবরের ধারে চেয়ারাসীন খুঁজে বের করলাম। ধ্যানীর ধ্যান ভাঙল। বর্ষার ঝারি সিঞ্চনে (বারি সিঞ্চনও বটে) চারিদিক সবুজ শ্যামল। প্রায় এক ঘণ্টা হৃদয়বাস্প নির্গত করা গেল।

.... দুপুরের ঘুম ভাঙল যথাসময়ে। হঠাৎ পরিবার পরিজনের আবেষ্টনীর জন্যে উন্মুখ হৃদয় এত দুর্বল লাগতে লাগল। মনে হোলো, কী হবে এত যন্ত্রণা বয়ে? ফিরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু কোথায় ফিরে যাব? চারপাশে গোরস্থান থাকলে কী নিজের পরিবার পরিজন আমাকে শান্তি দিতে পারবে? জীবনের শেষ প্রান্তে কোথায় এসে পড়লাম?

২৩ জুন '৭৮

সকালে আমিনার খোঁজে খিদিরপুর। পেয়ারা চাচা শাহাবউদ্দীন, আলাউদ্দীন সকলে ছিল। ওদের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে রবি গুহ, নিশা গুহ সমীপে। দুপুর আতিথেয়তা-ভোগ। অধ্যাপক কলেজে গেলেন। আমি ডেরায় এবং ঘুমে। বর্ষা নেমেছে। The Indian Muslims বইখানা পড়ছি। গ্রন্থকার এম, মুজিব। বাঙালী মুসলমানের Ethos বুঝতে কিছু সাহায্য হতে পারে—এই আশা। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। আজও ঘুম ভাঙার পর বুকে নানা হাহাকার। সবই স্মৃতিজড়িত নিঃসঙ্গতার পাহাড় চাপা। জননীমুখ, বেকার অসহায় দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে রুদ্ধশ্বাস ছোট ভাই, শৈশবের দুঃখময় টুকরো ছবি একে একে পাঁজরের উপর দিয়ে দৌড়ে গেল। মাসুদের সঙ্গে আজও কিছুই হরণ করতে পারল না। দুপুরের আঁচে রাত্রে বিছানায় শুয়ে সেদ্ধ হতে লাগলাম।

www.pathagar.com

২৪ জুন '৭৮

আজও দুপুরে ঘুম ভাঙার পর মানসিক অস্বোয়াস্তি বেশ কষ্ট দিতে লাগল। শেষে Chronic ব্যাধি হয়ে দাঁড়াবে না ত? এই বুক নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করা অসম্ভব। সহজে এই mood ঝেঁটিয়ে বিদায় দিতে পারলাম না। তাই বেরিয়ে পড়লাম, বৃষ্টি ঠেলে সঞ্জীব সমীপে। প্রচুর অতীত-বিদ্যা প্রৌঢ় বয়সের এই সুহৃদের সঙ্গে আলোচনায় বসলে ব্যক্তিগত দুর্বলতা ধারে কাছে আসে না। কতো অনুপ্রাণিত হওয়া যায়। আজও প্রায় রাত্রি ন'টার দিকে কলেজ ষ্ট্রীট থেকে বাড়ী ফিরলাম সুস্থ, সতেজ মন। গতরও প্রকৃষ্ট সহায়।

২৫ জুন '৭৮

বিধান সভার অতিথিভবনে অতিথি আলী আকসাদ। আমি আবার তার অতিথি। সকালে ৯টার সময় পৌঁছেছিলাম, খবরের কাগজে ডুব দিতে। বর্ষার কামাই নেই। একা ঘরে ভাল লাগছিল না। সারাদিন ওদের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়ার বাসনা স্বাভাবিক। বৌমা বানু, শান্তা খালা, সুমিত ও সুবর্ণ—হৈ চৈ করে কাটানো যায় এদের সঙ্গে। আলি আকসাদের রাজনৈতিক জীবন কিশোর কাল থেকে। এক "শান্তি আন্দোলন" নিয়ে বহু দেশ ঘোরা। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বহু। পূর্বপাকিস্তানে সাম্যবাদ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ১৯৮০ সন থেকে। ঢাকা-চাটগাঁ কেন্দ্রভূমি। বেআইনী পার্টি। জিয়া সরকারের আমলে নতুন করে বেআইনী-ব্যান পার্টি। ওর জবানিতে অতীতের বহু ঘটনা জানা গেল। দুপুরে আহার শেষে যথারীতি কিছু ঘুম। সন্ধ্যার দিকে মোনায়েম সরকার এলো, আমি যখন উঠলাম। আজ স্বাভাবিক দিন। হঠাৎ দুর্বলতার চাপ দেখা দেয়নি। দঙ্গলে থাকা অথবা সীরিয়াস কাজে ডুব না দিতে পারলে মন শক্ত হবে না। কিন্তু ৬২ বছর বয়সে শরীর নিয়ে কী করব? ওটা যেখানে খুশী থাক, দুর্বল মনই বেশী ভীতি-উৎপাদক। সারাজীবন এইসব আজেবাজে লড়ায়েই দম ফুরিয়ে গেল? মহৎ সংগ্রামের মুখোমুখি হতে পারলাম না। আফসোস!

২৬ জুন '৭৮

প্রবাসী লীড্‌সে ওসমান জামালকে আজ পত্র লিখলাম। সুকুমার সংবেদনশীল, মার্জিতরুচি এই দেশপ্রেমী অনুজ এখানে থাকলে নিজেকে এত একা মনে করতাম না। ওর চিঠি থেকেই খবর পেলাম স্কটল্যান্ডে প্রবাসী ডাঃ মোজাম্মেল হকের সঙ্গে জামালের যোগাযোগ আছে। জামাল জানে না, আমি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়সূত্রে বাঁধা। পোষ্টাপিসে চিঠি ফেলে এলাম, একটু বৃষ্টি থামতে।

ডক্টর মুজিবের বইটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই, যদিও কিছু তথ্যসংগ্রহ ছাড়া আর কোন উপকার হবে না। সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই লেখকের।

www.pathagar.com

উদারতাবাদ ইতিহাস লেখার সহায় হয় না। ইচ্ছাঠাকরুন পেয়ে বসে অথবা নিজেকে সন্তুষ্ট করার মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যগ্রতা জেঁকে ধরে। মুসলমান সমাজে অবিশ্যি ডাঃ মুজিবের মত বিদ্যোৎসাহী কম। প্রচণ্ড মেহনৎ করেছেন তিনি এই রচনায়।

২৭ জুন '৭৮

"The Indian Muslims" মুজিব সাহেবের এই পেল্লায় বই ৫৬০ পৃষ্ঠা বড় ডিমাই-এবং নাম দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। অনেকখানি পড়ার পর হতাশ। মুসলমানরা এদেশে Identity (স্বাজাত্য)র প্রশ্নে আজও নাজেহাল। বিবরণ ধর্মী ইতিহাস। সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানের গতিপ্রকৃতির উদঘাটন, তাদের প্যাটার্ন বা নকসা-সন্ধান, ডক্টর মুজিবের বইয়ের তেমন প্রচেষ্টা নেই। নানা গালগল্প জুড়েছেন। সুফী দরবেশদের কেরামতির কাহিনী, আমির-উমরা বাদশাদের রসিকতা, সরস চুটকি—এমনতর বোঝায় বইটা পেল্লায় হয়েছে ভারে এবং আকারে। অথছ ভূমিকা থেকে উৎসাহিত হয়েছিলাম, এদেশী মুসলমানদের স্বরূপ উদঘাটনে ডক্টর সাহেব সহায়ক হতে পারেন।

সারাদিন তাই ভাল কাটল না। মেহনৎ বৃথা গেল যেন। সন্ধ্যায় জ্যোতি দাশগুপ্তর সঙ্গে ভারতবর্ষে Reaction কীভাবে এমন জায়গা করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে এমন কী পার্লামেন্ট তারাই Single majority হিসেবে প্রধান (জনসংঘের সদস্য সংখ্যা ৯০-নব্বুই, আর কোন পার্টির এত সদস্য নেই)–ভেবে সারা যায় না। বিশেষতঃ যে-দেশে জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য এত উজ্জ্বল। প্রবীণ রাজনীতিবিদ বললেন, "সাম্রাজ্যবাদের জোরের সঙ্গে তার বল বাঁধা। উৎসে শক্তি বেড়েছে তার পর শাখায়–অন্য প্রত্যঙ্গে।" যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। সম্পাদক আরো বললেন, "টাকা, টাকার জোর ডলারের জোর Neocolonialism চালু রাখতে ঢের বেশী কার্যকর। এদেশে তার খেলা চলছে।" আলোচনামুখর সন্ধ্যা অনেক কুয়াশা দূর করে দিল।

২৮ জুন '৭৮

কাল ডাঃ মুজিব শেষ করা যাবে। আর বই পড়ব না। জুলাই মাস থেকে প্রতিজ্ঞা করে লিখতে বসতে হবে। বহুদিন কিছু রচনা করিনি, যদিও মগজে দপাদপি কম নয়।

২৯ জুন '৭৮

"এলিটে" কিং লীয়ার দেখলাম সন্ধ্যার শোতে। রুশ ছবি। পরিচালক কোজিনৎসেভ। আগে এঁর হ্যামলেট দেখেছিলাম। শুধু চোখের লালসা নয়

www.pathagar.com

আবেগের চাঞ্চল্য মেটানোর মত এই পর্দার ছবি। এক দিকে হৃদয়বিদারক দারিদ্র্যের দৃশ্য। অন্যদিকে শাসনগোষ্ঠীর পারিবারিক দ্বন্দ্ব। সব ট্র্যাজেডির আবহ ধরে রয়েছে হাবাগোবা Fool। জীবন-ধারার মূলসূত্র যেন সে। তাই রুশ পরিচালক শেক্সপীয়ারের মত তাকে ফাঁসিতে ঝোলাননি। মর্মস্পর্শী বাঁশি বাজিয়ে চলে সে, যখন কার্ডোলিয়া এবং লীয়ারের শবযাত্রা এগোতে থাকে। সুস্তাকোভিচের সংযোজিত সুর নবতর যাত্রার মত কাজ করে বিভিন্ন দৃশ্যে। "ডাব-করা" কাব্যাংশ ইংরেজীতে—অমর রচনার প্রতিধ্বনি। কিন্তু পেছনে রুশ শব্দ। বড় খটকা লাগছিল। এই অস্বোয়াস্তি ছাড়া বড় বুঁদ সন্ধ্যা কেটে গেল। টের পেলুম না। পথে মনে হোলো, বাড়ীতে সুস্তাকোভিচ, প্রকোভিয়েভের রেকর্ড বহুদিন পড়ে আছে—কেউই হয়ত বাজায়নি রুশ দেশেই কিনেছিলুম ১৯৬৭।

৩০ জুন '৭৮

বাঙলাদেশে নতুন মন্ত্রীসভা। ঊনত্রিশ জন সদস্য। স্বাধীনতা-বিরোধী প্রতিটি জন। সাবেক আমলা, জনশত্রু শিক্ষাবিদ, সুবিধাবাদী কয়েক জন রাজনীতিবিদ এবং মধ্যমণি সামরিক শক্তির প্রতিনিধি নিয়ে গড়া মন্ত্রীসভা। বেসামরিক খোলস বা মুখোশ খসে পড়তে এবার বিলম্ব ঘটবে। ততদিন জগদ্দলের তলায় পেষাই, থেঁৎলানো অব্যাহত থাকবে বৈকি। হায়, দেশবাসী, তোমাদের শত্রু মিত্র চিনতে এত দেরী হয় কেন?

১ জুলাই '৭৮

অনেক হতাশা অনেক হাহাশ্বাস
তবু জানি, এই জীবন প্রবাহ
এই জীবন আকাশ
অনেক নক্ষত্রের সমারোহ
অন্ধকার শুধু পটভূমি
প্রদীপ্তির, বিশাল চিন্তার, নির্জনতার,
অনন্তের ইঙ্গিতময় যবনিকা-
এইভাবে জ্বলে ইতিহাস
জ্বলে তার রক্ত দীপ-শিখা।

২ জুলাই '৭৮

হিসাব নিলে দেখা যায়, বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক ফায়দা খুব বেশী হয়নি। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী পার্টির উপর নির্ভরশীল ওর

www.pathagar.com

পার্টি। কিন্তু মুসলিম লীগের বড় ভাগ (যে-টা পায়ুকামী সবুর খানের) জিয়া পায়নি। আর বামপন্থী সমর্থন যেটুকু পেয়েছে তাদের Caucus বলা বিধেয়। CPB বাঙলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি ত ব্যান। অন্যদিকে, সিপাই ব্যারাক থেকে সরে এসেছে। সেটা তার পক্ষে ক্ষতি। আর চরম বাম এবং ডান একত্রে নিয়ে এগোনোর ঝুঁকি কম নয়। অর্থাৎ গদী নড়বড়ে জমিনের উপরই রইল। মুসলিম লীগের সেনাবাহিনীতে লোক আছে। প্রশাসনে নিশ্চয় আরো শেয়ার চেয়ে বসবে। সেনাবাহিনীকেও খুশী রাখা ছাড়া উপায় নেই। হঠাৎ রাতারাতি সাধু বনে যাবে আমলাবৃন্দ—যদিও মন্ত্রী অধিকাংশ—এমনও আশা করা যায় না। প্রাক্তন আমলা থেকে মন্ত্রীপদে প্রমোশন প্রাপ্ত জীবকুল হঠাৎ Political Force এ পরিণত হবে, স্বপ্নে মাত্র দেখা যেতে পারে। আঠার-উনিশ জন Ex-bureaucrat এখন মন্ত্রী। একুনে দেখা যায়, সিপাই বাঘের উপর চড়েছে, দ্রুত ধাবমান বাঘ।

সঞ্জীবের সঙ্গে দুপুর এবং বিকেল-রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত। আহার, নিদ্রা, বাকবিতণ্ডা সবই ছিল।

৩ জুলাই '৭৮

আর দো-মনা নয়। Panoramic উপন্যাসই লিখব। ১৯২৮ থেকে আরম্ভ। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণা রাজনীতির সড়ক ধরে অগ্রসর। ১৯৪৭-স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এক খণ্ড। স্বাধীনতা উত্তর কাল ২য় খণ্ডে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৭১ বাঙলাদেশ পর্য্যন্ত। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক প্রসার। ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে মুসলিম লীগের উৎখাত—আওয়ামী মুসলিম লীগ সৃষ্টি—পরে বিবর্তনের পথ ধরে আওয়ামী লীগ। ৩য় খণ্ডে কেবল স্বাধীনতা সংগ্রাম-উদ্বাস্তু মুসলমান বিহার বা অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী তাদের ভূমিকা—বাঙলাদেশের জন্ম। চতুর্থ খণ্ডে...স্বাধীনতা উত্তর পরবর্তী কাল—অবাঙালী উদ্বাস্তু মুসলমানদের দশা—সামাজিক হালচাল—আন্তর্জাতিক পটভূমি—এই কালের দুর্বলতার ফাঁক—মুজিবের হত্যাকাণ্ড ষড়যন্ত্র শেষ আঘাত। এইখানে সমাপ্তি টানা। রাজনৈতিক সেতুর উপর দিয়ে সামাজিক অন্যান্য পরিবেশন অবলোকই হোক কাহিনীর ভিত্তি।

কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত নয়। বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। মুঠোর ভেতর কলিজা নিয়েই শুরু করা। অনাবিল, অখণ্ড প্রশান্তির অপেক্ষা করলে এ কাজ আর শেষই হবে না।

৪ জুলাই '৭৮

বোন হোসনার চিঠি পেলাম লন্ডন থেকে। বিকেলে ওর জবাব লিখে

www.pathagar.com

পোষ্টাপিস। বিদেশ থেকে শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্মরণ আরো বিষাদ ছেয়ে আনে। নিঃসঙ্গতার জাল যেন আরো ছড়িয়ে-জড়িয়ে যায়। সন্ধ্যাভ্রমণ। জ্যোতি দাশগুপ্ত দিল্লী যাবেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই বাসা থেকে উধাও। পথে রাজ্জাক চৌধুরী ও বনানী-দম্পতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পার্ক সার্কাস মাঠে তিন জনে ঘণ্টা খানেক বসে যে-যার গন্তব্যমুখী।

জনতা পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেছে বেশ জোরেশোরে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা এই শাসকশ্রেণীর হালচাল রোজই লক্ষ্য করতে হয়। গত বছর আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, সীমান্তে বহু তরুণ ত বলি হয়ে গেল এদের বৈদেশিক নীতির ব-দৌলত।

৫ জুলাই '৭৮

রবি সরকার ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের (মুজফফর) একজন প্রবীণ কর্মী। সামাজিক কল্যাণের ব্রত সারা জীবনের স্বপ্ন। ৬৩ বয়স। আর দেশে টিকতে পারেননি। আলবদর, রাজাকারদের প্রকোপে উত্ত্যক্ত (বাড়ী ঘিরে গুলি-গোলা পর্য্যন্ত চলেছে) শেষে দেশ ছেড়েছেন, নদীয়ার এক মুসলমানের সঙ্গে বাড়ী সম্পত্তি বিনিময় মারফৎ। খবর পেয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেশের হাল-হকিকত শোনা গেল। বেলোঘাটায় পুত্ররা থাকে, সেখানে উঠেছেন। বাসে আধ-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ক্লান্ত। ফেরার পথে অবশ্যি এই ধকল আর সামলাতে হয়নি। বড় সুন্দর পরিবার। বাড়ীর বধূ পর্য্যন্ত সমাজ-সচেতন। রবি বাবু চৌবেড়ের কাছে সাত-সিমুলিয়া গ্রামে থাকেন। বিনিময়ে জমি পেয়েছেন। খুব সুন্দর গ্রাম। অজ্ঞাতবাস রচনার জন্যে ভাল জায়গা। আমার দাওয়াত রইল। প্রধান সমাজব্রতী খুব খুশী হবেন, তাও জানালেন।

৬ জুলাই '৭৮

সকালে প্রণবদের বাড়ী। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গেও সাক্ষাতের বাসনা Muslim Politics সম্পর্কে ওঁর মতামত জানার জন্যে। ঝুমুর মেয়ে হয়েছে। দু'হপ্তা আগে। সীজারিয়ান শিশু। নানা ঝামেলা গেছে ওর শরীরের উপর দিয়ে। ওর মা বিনোদ-বৌদির সঙ্গে বহু বছর (১৮/১৯ বছর) পরে দেখা। মেয়ের সেবায় পাঁচ মাস এখানে আটক, চাটগাঁ ফিরে যেতে পারেননি। চাটগাঁ প্রবাসের স্মৃতির ধাক্কায় দুজনেই হাবুডুবু খেলাম। পরে ডক্টর রায়ের সঙ্গে। বহুকালের সুবাদ। আড়াই ঘণ্টা নানা আলাপ। Muslim Ethos সম্পর্কে কথা উঠলে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে খানিকটা পড়ে শোনালেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে "ইজতেহাদের" সুযোগ থাকলেও সবই কোরান, সুন্না এবং শরীয়তের সঙ্গে

www.pathagar.com

সামঞ্জস্য রেখে করতে হয়। ব্যাপারটা দুরূহ। ফলে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। মন্তব্যটি সুচিন্তিত। মুসলমান সমাজে Reformation তাই ঘটে না।

শাট্‌ল কর্ক। দণ্ডকারণ্য-ত্যাগী রিফিউজীরা আবার ফিরে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ব্যাডমিনটনের এই খেল্ তিরিশ বছরেও খতম হোলো না। উদ্বাস্তুদের মধ্যে এক বৃদ্ধ দম্পতির কলহের ফলঃ বুড়ো কর্তা স্ত্রীর সামনেই ট্রেনের মুখে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মর্মন্তুদ এমন বহু ঘটনাই অগোচরে ঘটছে। সব ত খবরের কাগজের খাতায় উঠে না বা জনসমক্ষে আসে না। ইতিহাসের এই পর্যায় কবে শেষ হবে? কবে শেষ হবে দেশবিভাগ জনিত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

বিকেলে আওয়ামী লীগের এক প্রবীণ কর্মীর সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘটল। বহু ঘটনা হতাশায় ছেয়ে ফেলতে যথেষ্ট। ঘটনার জের চলছে। এখানেও নির্বাসিত কয়েক জনের মধ্যে রেষারেষি বড় দুঃখজনক। গর্তে পড়েও ওরা আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলতে পারেন না।

৭ জুলাই '৭৮

সহৃদয় প্রকাশকের সঙ্গে কিছুক্ষণ। বাঙলাদেশের অধিবাসী এবং সংস্কৃত নাম। সুতরাং তজ্জনিত সকল রগ্‌ড়ানির সম্মুখীন। '৭১ সনের প্রায়শ্চিত্তের পরও বাঙালী মুসলমানদের চৈতন্য হয়নি। আবার প্রায়শ্চিত্ত অবধারিত। কোন পথে কী ভাবে আসবে তাই বিবেচ্য।

৮ জুলাই '৭৮

রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচারের জন্যে পটভূমি থেকে শুরু করা উচিত। কী ছিল ইস্যু? কে সমাধানের অন্তরায়, কার পক্ষে? অথবা সমাধানের পর সংগঠনের মধ্যে আবার কী ফাটল দেখা দিল, কেন? ব্যক্তিত্বের সংঘাতের উৎস কোথায়? ব্যক্তিগত না সাংগঠনিক, না অন্য কিছু। এইসব ক্ষেত্রে সামাজিক রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামোর রূপও ধর্তব্য। হঠাৎ কোন অতি-সরলীত সিদ্ধান্তে আসাও অনুচিত। বর্তমানে জনতা পার্টির কোন্দল চরমে উঠেছে। সংবাদপত্রে নানা কেচ্ছা বেরুচ্ছে। কিন্তু সঠিক কোন ছবি মেলে না। সিপিএমের সাপ্তাহিক ইং কাগজ খানা Kulak এবং Industrial Bowgedone-র কোন্দল বলেই খালাস। Cliche ক্লিসোর কারবারীগণ আর কী লিখবে? তাই ত বাম রাজনীতির এই দশা। CPM আবার CPI-কে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট রূপে আখ্যা দেয়। ওরা কংগ্রেসের লেজুড়। কিন্তু বর্তমানে নিজেরা BLD, RSS তথা জনসংঘের লেজুড়। অথচ Illusion নিয়ে আছে। শিয়া-সুন্নীর কোন্দল। মুনাফাঃ কাদা ছোড়াছোড়ি। জনসাধারণের মধ্যে Frustration কী পরিমাণ বাড়বে, এসবের ফলে, তা কেউ ভাবে না। বিভিন্ন

www.pathagar.com

শ্রমিকসংস্থানে মারামারি পরিণতি। উপরে নেতাদের খোঁচাখুঁচি, তলায় কর্মীদের আস্তহাড়-কুঁচি।

সারাদিন সঞ্জীবের সঙ্গে। ফুড-পয়জন হয়েছিল ওর দু'দিন আগে। এখন সুস্থ। অবিশ্যি আসরে কণ্ঠসংযোগে ওর কোন দুর্বলতা ছিল না।

৯ জুলাই '৭৮

বাঙলাদেশের "বিবেক" (বিশেষরূপে Baked না হলে তা হওয়া যায় না মূর্খ অধ্যাপকের একথা বোধগম্যতার বাইরে) আবুল ফজলের খুনী-পরিষদে প্রবেশ এবং প্রস্থানের মজাদার কাহিনী শোনা গেল। কথক কোন অত্যুক্তি করেননি। কারণ, তিনি আবুল ফজলের মুখ থেকে শুনেছেন খাবার টেবিলে, তারই বাড়ীতে অধ্যাপক যখন মেহমান। প্রথম প্রবেশ অনুরোধের চাপে। সেখানে নতুন কিছু নেই। কিন্তু প্রস্থান পর্ব নাটকীয় এবং Uncermonious- অর্থাৎ প্রায় অর্ধচন্দ্র খচিত। মধ্যলীলায়, কিছু রঙ্গরস আছে। জিয়া কমনওয়েলথ কনফারেন্স যাবে। এমন ক্ষেত্রে সব উপদেষ্টা (মন্ত্রী) দের বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকা প্রায় Protocol. তাছাড়া নৌকরী পোক্ত রাখতে মনিবের মন যুগিয়ে চলা ত আবহমান কালের রীতি। যেদিন লন্ডন কনফারেন্স যাবে, তার আগের দিন আবুল ফজল গেছেন প্রেসিডেন্টের কাছে। বরিশালে তার পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম আছে সুতরাং এয়ারপোর্টে হাজির থাকতে পারবেন না। অধ্যাপকের আর্জি শুনে প্রেসিডেন্ট বললে, "তা হয় না। এম্নি নানা কথা উঠছে আমাদের পরিষদ নিয়ে। আপনি থাকবেন এয়ারপোর্ট। না থাকলে, জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।"

"কিন্তু বরিশালে কথা দেওয়া আছে। আমাকে খুব ভোরেই যেতে হয়।"

"সে আমি দেখছি।"

বরিশালের D.C. কে ফোনে ধরা হোলো। প্রেসিডেন্ট বললে "কাল আবুল ফজল সাহেবের যে প্রোগ্রাম আছে, তার তারিখ পেছিয়ে দেওয়া যায় না?"

"নিশ্চয় যায়, স্যার।" জেলা প্রশাসক আর কী বলবে? কর্তার মনোভাব ত রাতেই স্পষ্ট। চাপ্‌রাশির এয়ারপোর্টে হাজিরি এইভাবে ঠিক হোলো। কেঁচোর মেরুদণ্ড প্রয়োজন হয় না।

অন্ত-লীলা আরো করুণ।

আবহাওয়া বরদাস্ত হয় না। এক বছর শেষ হলে উপদেষ্টা চাটগাঁয় ফিরে যেতে চায়। প্রেসিডেন্ট রাজী হয় না। কমনওয়েলথ কনফারেন্সে যাওয়ার সময় সে বললে, "জুন মাসের তিরিশ তারিখ পর্য্যন্ত থাকুন। আমি রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন থেকে ফিরে আসি।" তথাস্তু।

কিন্তু জুন মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই ২১ কি ২২ জুন সকালে উপদেষ্টা

www.pathagar.com

টেলিফোন পেলে ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তারের কাছে থেকে, "ফজল সাহেব, সকাল ন'টা নাগাদ একবার বঙ্গভবনে আসেন। অসুবিধা হবে কী?"। টেলিফোন নির্গত স্বরে যেন কেমন রুক্ষতা ছিল। উপদেষ্টা নিজেই পরে বলেছেন, "আমার গলা শুনে ভাল লাগল না। আমি একটা ইস্তফা পত্র লিখে সই করে বঙ্গভবনে গেলাম। পৌঁছানো মাত্র সাত্তার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে সই করতে বললেন এবং জানালেন রেজিগনেশান লেটার। আমি সই করা পত্র পকেট থেকে বের করে দিলাম। ভাইস প্রেসিডেন্ট বললে, না, এটাই সই করুন। পরে দুটোই রেখে দিলে।"

চাপরাশি বিদায়ের এই কাহিনী ভবিষ্যতে সবক হয়ে থাকবে অনেকের জন্যে। বিকেলে আর এক চাপরাশি বরখাস্তটার জায়গায় নাজেল হলোঃ সৈয়দ আলি আহসান।

প্রেসিডেন্টের নতুন মন্ত্রীসভা থেকে বহাল চাপরাশি বাদ পড়েছে। যবনিকার পশ্চাদ্দেশে কী লেখা হয়েছিল, হয়ত এক দিন শোনা যাবে—খোদ চাপরাশির মুখ থেকেই।

সন্ধ্যার সময় কিছু বায়ুসেবন।

১০ জুলাই '৭৮

"If a God had made this world, I should not like to be that God; the misery of the world would break my heart." শোপেন-হাওয়ারের এই নৈরাশ্যবাদী উক্তি কিন্তু মহৎ হৃদয় ও যুক্তিবাদী মনের পক্ষে বিরাট সান্ত্বনা এবং কর্মপ্রেরণা। নজরুল তাই উচ্চারণ করতে পারেন "আমি খেয়ালী বিধির খেয়াল করিব ছিন্ন।" এই বোধ, সব সাময়িক দুর্বলতা থেকে মুক্তিদাতা, বেদনা-হরণকারী প্রায় একশ' বছর আগে লেখা উপন্যাস Against the grain by J-k. Huysmans পড়লাম অনেকখানি। বইটার খ্যাতি আছে। ঝড়তি বনেদী ফরাসী পরিবারের শেষ বংশধরের কাহিনী। নিউরটিক ভদ্রলোক Recluse। রচনা পরিপাটী। আমাকে বইটা আদৌ টানছিল না। তবু পড়লাম। কাল শেষ করে ফেলব। ফরাসীদের মনের তাল পাওয়া দায়।

১১ জুলাই '৭৮

যেন ভূত দেখছি। সিকান্দার জাফরের স্ত্রী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। নার্গিস জাফর কলকাতা এসেছেন। ঠিকানা যোগাড় করে সাক্ষাতের এই ব্যবস্থা। দেশবিভাগের পর নানা সুখেদুঃখে সিকান্দর সহযাত্রী ৫ আগষ্ট, '৭১ জাফর মরে গেল। ক'দিন পরেই বঙ্গবন্ধুর নিধন কেয়ামৎ। বলতাম, সিকান্দারের জন্যে মঙ্গলই হয়েছে। আজ ওর স্ত্রীকে খুঁজে পেতে সাক্ষাতে আসার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। পেছনে

www.pathagar.com

তাকিয়ে মনে হোলো, সব ধূসর শূন্য আমার চেনা শোনা কেউ ছিল না। নার্গিস চলে গেলেও এই জের আমাকে ঘিরে রইল। নমস্য মহিলা। "সমকাল" ত বটেই, স্বামীর অন্যান্য দেনা পর্য্যন্ত মিটিয়েছেন নিজের উপার্জন ও সিকেন্দারের Asset থেকে।

সন্ধ্যায় রণেশ দাশগুপ্ত সন্নিধানে। তৎপূর্বে সালেক সুলতানাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। একটা Reference প্রয়োজন ছিল মোগল আমলে ইতিহাস থেকে। জ্যোতি দাশগুপ্ত দিল্লী থেকে আজই ফিরেছেন ঘণ্টা দুই আগে। ফলে, আসরে দিল্লীর বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের অনেক খবর পাওয়া গেল।

১২ জুলাই '৭৮

হুইশম্যানের উপন্যাস পড়ে শেষ করলাম। নিউরটিক গায়ক কাব্য, পেন্টিং সংগীত—সব কিছু সমঝদার। কিন্তু মানসিক ভারসাম্যহীন। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের উপর নায়কের মতামত প্রায় একশ' পাতা জুড়ে বেশ উপাদেয়। হুইশম্যানের রচনা মনোগ্রাহী। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে আমাকে বড় ক্লান্ত করছিল। তবু পড়লাম। অবক্ষয়ের চিত্র দেখার জন্যে। শেষে অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি এক দীর্ঘ স্বগতোক্তি দিয়ে সমাপ্ত। প্রায় পয়গম্বরদের মত, অপূর্ব ভাষায়, জ্বালাময়ী অভিশাপ উচ্চারিত। প্রাচীন আভিজাত্যগণ নিজেদের পাপে লুপ্ত। তাদের পাপের উপরই বুর্জোয়াদের আবির্ভাব, মনুষ্যত্ব খর্বী আরো পাপের শিকলে আবদ্ধ। অর্থলালসার পঙ্কে নিমজ্জিত এই শ্রেণী। (হুইশম্যানের ভাষায়)" It was the vast foul Bagnio (কারাগার, বেশ্যালয়।) of America transported to our Continent, it was in a word, the limitless, unfathomable in commensurable firmament of blakguardism in of the financier and the self-made man, beaming down. like a despicable sun, on the idolatrous city that grovelled on its belly hymning vilc songs of praise before the impious tabernacle of commerce: আমেরিকা সম্পর্কে লেখকের দূরদৃষ্টি সত্যিই বিস্ময়! ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৩ জুলাই '৭৮

নার্গিস জাফরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ওর ভায়ের বাসায়। নিউ আলিপুর। নিকটে আরো শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, একই কলোনীর ভেতর। সুধী প্রধান। এগার বছর বয়স থেকে 'যুগান্তর' পার্টির সদস্য। টেগার্ট (তৎকালীন পুলিশ কমিশনার) হত্যা-চেষ্টার আসামী। বিবর্তনের পথে সাম্যবাদী। বর্তমান ৬৭ সাতষট্টি বয়স। চতুর্থ দশকে শিল্পীদের ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনকালে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। বিরাট কর্মবহুল জীবন। পুষ্পার (নার্গিসের পুরাতন ডাকনাম—সেন পরিবারের মেয়ে,

www.pathagar.com

পরে সিকান্দার নাম দিয়েছিল নার্গিস-ফুলেরই নাম) কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুধীদা সমীপে। প্রখর স্মৃতিশক্তি। কলকাতার রক্তক্ষয়ী ছেচল্লিশ সনের দাংগার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে সংগঠনের উদ্দেশ্যে শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনী দাসের কাছে আমরা গিয়েছিলাম। (আমার মনে ছিল না) আজ মনে করিয়ে দিলেন। মানুষ এবং ঘটনা প্রবাহের অনুধ্যানে সুধী প্রধানের স্মৃতিচারণা লিখে রাখার মত। আজ অতীতের বহু ঘটনা বললেন। টেগার্ট হত্যাপ্রচেষ্টা মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে যায় ওঁদের দলের এক সদস্য। পঁয়তাল্লিশ বছর পরে (১৯৭৫) সেই রাজসাক্ষী (সীতাংশু সরকার) ওঁর বাড়ী এসে হাজির এবং তার মুখে প্রথম প্রশ্ন, "তোমরা আমাকে Murder করলে না কেন?" সুদূর মাদ্রাজ সরকারী ডাক্তার রূপে কোন এক অখ্যাত অঞ্চলে এত দিন কাটিয়ে ভদ্রলোক দেশে ফিরেছেন। কোর্টে কী বলেছিলেন, সেই এজহারের নথি যোগাড়ে সুধী ব্যস্ত। কারণ, একদা-রাজসাক্ষী ভয়ানক ভাবে ওঁকে ধরেছে, তিনি কী বলেছিলেন আদালতে তা জানতে চান-এখন মনে নেই। বহু নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী সুধী প্রধান। বেশ বুঁদ হয়ে শোনা যায়। মাডাম প্রধানও বড় অতিথিবৎসল। এখানে সারাদিন কেটে গেল। আহার, বলা বাহুল্য। এক ফাঁকে পরিচয়-সম্পাদক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডেরায় আমরা ঢুঁ দিয়ে এলাম। সন্ধ্যায় বাসস্ট্যান্ড পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন সুধী প্রধান উচ্ছলিত অগ্রজ-স্নেহে।

১৪ জুলাই '৭৮

পড়া বন্ধ করব। খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছু পড়ব না। লেখা, লেখা দরকার। সামনের হপ্তা থেকে এই রুটিন। হঠাৎ ভবানী সেনের লেখা Critique of shri Aurobindo's philosophy পুস্তিকা হাতে এলো। না পড়ে পারলাম না। Metaphysics হটযোগীদের বাগাড়ম্বর। Logical Positivist না হয়েও, একপাশে সরিয়ে রাখা যায়। তবু কৌতূহল থামাতে পারলাম না। প্রাচীন চিন্তা আবার ঝালাই করা গেল। সারাদিন আর কোন কাজ করা গেল না। পড়ায় কিছুদিনের জন্যে ইস্তফা না দিলে ঠুঁটো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। আগামী সোমবার থেকে "জন্ম জন্মান্তর" উপন্যাস শুরু করব। আর পেছনে ঠেলে রাখতে দেব না। দেরী হয়ে যাচ্ছে। এখন শরীর বেশ ভাল। দু'দিন ছুটি ভোগ করে নিই। ১৯২৮/৭১... উপন্যাসের সড়কে এবার হেঁটে বেড়াব। আর কোন কাজ নয়।

১৫ জুলাই '৭৮

পাশপোর্টের মেয়াদ শেষ। স্বদেশে ফেরা আর সহজ নয়। বাড়ী ফিরে যাব? "Where is my home? I inquire about it, I seek it, I have sought it, I have not found it. O eternal everywhere! O eternal nowhere! O eternal in

www.pathagar.com

Vain! নীৎসের আর্তনাদ আজ আমার মত বহুজনের।

সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে। ধর্ম এযুগে কাউকে অর্জন করতে হয় না, সবাই জন্মসূত্রে পায়। এই জন্যে তা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে রাজনীতির ক্ষেত্রে। আর "গ্রুপে" যখন সে ঢুকে পড়ে, তখন তার ব্যক্তিগত ধর্মাচার-পালন গৌণ হয়ে যায়। মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা—সব ক্ষেত্রেই তা চোখে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে হয়ত তাদের বিশ্বাসই থাকে না ধর্মে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানে তারা বেমালুম গৃহীত হয়। উপন্যাস লিখতে গিয়ে এসবের দিকে চোখ রাখা বিশেষ দরকার। সঞ্জীবের সঙ্গে আলোচনায় সব সময়ই উপকৃত হওয়া যায়।

১৬ জুলাই '৭৮

উপন্যাসের ভাষা আমি কীর্তনের আবহ থেকে নিতে চাই। বিচ্ছেদ বেদনা উপমহাদেশের আর কোন Voice-এ বা ফোটানো যায়? কীর্তনের পেলবতাটুকু শুধু আমি বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী। দেখা যাক কী দাঁড়ায়। আশ্চর্য এক সুযোগ পাওয়া গেল। "চতুরঙ্গ" সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটে দেখা। আতোয়ার এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী নীহার চক্রবর্তীর মার আদ্যশ্রাদ্ধে তিনি সামিল হচ্ছেন। দুজনে অকুস্থলে। এক মহিলা কীর্তন গাইছেন নিজের দলবল সহ। অতি উত্তম কীর্তন। প্রায় দু'ঘণ্টা শোনা গেল, ভয়ানক উপকৃত হলাম। কাল থেকে লেখা শুরু করব। দুপুরে লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ীতে আহার ও ঘুম।

১৭ জুলাই '৭৮

১ শ্রাবণ ১৩৮৫ সন। বহু কাল পরে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব জড়তা ভীতি কাটিয়ে "জন্মভূমি জন্মান্তর" উপন্যাস লেখা শুরু করলাম। প্রথম পরিচ্ছেদ পাঁচ ছ' পৃষ্ঠার মত হবে। এক বসায় উৎরে গেল। লাগল প্রায় চার ঘণ্টা। প্রতিদিন চার পাঁচ ঘণ্টা কাজ করতে পারলে, আশা ছ' মাসে এক খণ্ড শেষ হবে। অনিশ্চিত আয়, বয়সের আধিক্য ভয় পাইয়ে দেয়। তাড়াতাড়ি প্রথম খসড়া করে ফেলা উচিত।

খুচরো লেখায় আর উদ্যম নষ্ট করব না। খুব সকালে আজ জ্যোতি দাশগুপ্তের চা-পান, অনেকক্ষণ কর্মোদ্যমের প্রেরণা যুগিয়েছিল, বোধ হয়। রণেশ দাশগুপ্ত মখদুম মহীউদ্দীনের কবিতার আলোচনা এবং অনুবাদে ব্যাপৃত দেখলাম।

রাত্রে বঙ্গবন্ধুকে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। বাঙলাদেশের দিকে তাকিয়ে আজ মনে হয়—The cat was killed so that the rats might play.

১৮ জুলাই '৭৮

বাঙলাদেশের বাজেট প্রায় ২৭০০ কোটী টাকার মত। বঙ্গবন্ধুর আমলে

www.pathagar.com

কেঁদে ককিয়ে ১২০০ কোটি পৌঁছাত। মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে সিপাইরা দেশটাকে বেচে দিয়েছে। বাঙলাদেশ বিদেশীদের ব্যবসার, তেমন ক্ষেত্র নেই। কত টাকাই বা মুনাফা পাবে? রাজনৈতিক দিকে চোখ রেখেই তারা টাকা ঢালছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সিপাইরা ওদের সেন্ট মার্টিন কি চর অঞ্চলে ঘাঁটি দেয়নি ত? পূর্বেও আমেরিকার এই টোপ ছিল। মুজিবকে তারা তখন বলেছিল, "তোমরা স্বাধীন হয়ে যাও, কোন ক্ষতি হবে না আমাদের শুধু চর অঞ্চলে ঘাঁটি দাও।" বঙ্গবন্ধু রাজী হননি। প্রাইভেটে পরে মন্তব্য করেছিলেন, "শেয়াল তাড়িয়ে দেশে বাঘ ঢোকাতে পারব না।" মনে হয়, এতদিনে বাঘই ঢুকেছে। নচেৎ বেনিয়ারা ওদের পেছনে এত দেদার টাকা ঢালবে কেন?

মেহের ও কবির চৌধুরী কলকাতায়। খবর এবং ঠিকানা পাওয়া গেল। সেই মোতাবেক পার্ক হোটেলে। মেরী বোন টুকিটাকি কিনতে বেরুলেন। আমিও কবির হৃদয় উজাড় করলাম তিন ঘণ্টা ধরে।

১৯ জুলাই '৭৮

ঠিক ছিল ৬ কি সাড়ে ছ'টা নাগাদ সন্ধ্যায় আবার পার্ক হোটেলে সাক্ষাৎ। পৌঁছেই শুনলাম, বাঙলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার প্রায় গায়ে পড়ে দেখা করার সময় ঠিক করেছে সন্ধ্যা সাতটা। কবির চৌধুরী চেষ্টা করেও এড়াতে পারেনি। খুব সাধারণ সাংবাদিক স্পোর্টস কলাম লিখত ঢাকার ইং-সংবাদপত্রে Morning News এ। গুণের মধ্যে মহৎ গুণ ছিল কৈশোর কাল থেকে মুসলীম লীগার এবং পাকিস্তানী শাসকদের বুটচাটা গোলাম। সেই সুবাদেই বর্তমান পদ। বৈদেশিক সচিব তবারক হোসেন একই জিহবা-মাহাত্ম্যে বর্তমানে নিজ গদীর উপর আসীন। রতনেরা রতন চিনেছে একে একে। সন্ধ্যার আলাপ আর কী খেয়ে এগোবে? মিনিট পনর পরেই উঠতে হোলো। বিরক্তি/হতাশা এক সঙ্গে। হেঁটে হেঁটে আলী আক্সাদের ডেরায়। নিকটেই কীড্ স্ট্রীট। এই রাস্তার উপরেই এক বাড়ীতে ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ ঔপন্যাসিক (ডব্যু, এম) থ্যাকারে জন্মেছিলেন। তবু কিছু স্বস্তি। কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠল। তারপর তুমুল বৃষ্টি ও বজ্রপাত। রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত ফলে আটক। তারপর দুজনে বেরুলাম। কলকাতার রাস্তায় রিকশাওয়ালা যখন সাঁতার কাটে অন্য বাহন পাওয়া দায়। শেষে রিকশা নিয়ে মল্লিক বাজারের মোড়। আলী আকসাদ লোয়ার সার্কুলার রোড (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র) ধরলে, আমি পার্ক সার্কাস অভিমুখী।

২০ জুলাই '৭৮

শ্রাবণ-সন্ধ্যা। হঠাৎ রোমান্টিকদের ব্যাধি পেয়ে বসল ঃ "নষ্টালজিয়া" এবং প্রিয় পরিজনের সুখস্মৃতি। বিষাদ আচ্ছন্ন মন। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে একটা

www.pathagar.com

অভিনন্দন লিপি (সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন) শেষ করে হাঁটতে বেরুলাম বৃষ্টির মধ্যে। তৃপ্তি মিত্রদের বাড়ী গেলাম। Spondilitis-এ ভুগছেন অভিনেত্রী। এই মাত্র Ray নিয়ে ফিরেছেন। মাসুদ গেছে শান্তিনিকেতন। সকালের রসদ যোগাড় করে বাড়ী ফিরলাম। উপন্যাসের চারপৃষ্ঠা ছাপার মত আজ লেখা হয়েছে। দেখা যাক কোথায় গিয়ে থামে? উপন্যাস এবং আমার কর্তব্যের কাল-পরিধি এবার বহুৎ লম্বা। খুচরো কাজ না করলে আবার আহার্য্য জুটবে না। সেই সমস্যাও মাথার উপর খাঁড়া বা খাড়া।

২১ জুলাই '৭৮

একজন খবর দিয়েছিল Muslim Politics in Bengal 1937-47 নামে একটি বই এখানে কয়েক বছর পূর্বে বেরিয়েছে। লেখিকা Seila Ghosh. প্রকাশক Farma K.L. Mukherjee. ওদের আপিস চিত্তরঞ্জন এভিন্যুয়ে। বৌবাজারের মোড়ে নেমে হাঁটলাম। বৃষ্টি জলে বৌবাজার স্ট্রীট ছয়লাব। তবু কোন রকমে পশ্চিম মুখে এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু পার হওয়া দুঃসাধ্য। অগত্যা আবার বৌবাজারের মোড়। চড়া দিয়ে রিকশা নিলাম। এক হাঁটু জল কলেজ স্কোয়ারের চতুর্দিকে। মহাত্মা গান্ধী রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে জল আরো বেশী। বেচারা রিকশাওয়ালা কোন রকমে "রেডিক্যাল বুক ক্লাবে" পৌছে দিলে। বিমল মিত্রের চা পান করা গেল। এসে পৌছলেন অবন্তী সান্যাল, দ্বিজেন গুপ্ত। এদের সঙ্গ ছেড়ে সঞ্জীবের নিকট। মুসলমান সমাজে দেখা যায়, নিজেদের সমস্যা থেকে অভিজাত শ্রেণী কোন ধ্যানধারণার আশ্রয়ে নিলে তা সোজা চুঁইয়ে অতি নিম্নমধ্যবিত্ত পর্য্যন্ত সরাসরি পৌছায়। পরে উপনদী সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ওদের কাছ থেকে গ্রামাঞ্চলে কৃষক, মজুরদের কাছে পৌছায়। অথচ নিম্নমধ্যবিত্ত ঐ ধ্যানধারণা জাত আন্দোলন থেকে তেমন ফায়দা পায় না। ব্যাপারখানা স্ববিরোধী ঠেকে। সঞ্জীবের সঙ্গে আলোচনায় অনেকখানি ধোঁয়া কাটল। ইসলাম ত এদেশের মাটী থেকে ওঠেনি। এদেশে ইসলাম ইমপোর্টেড বা আমদানীর মাল। ফলে সুপার-ষ্ট্রাকচারে তেমন রদবদল হয় না, যা এদেশে উৎপত্তি হলে হতে পারত। সুতরাং সমাজের উপর থেকে চট্ করে তা নিম্নমধ্যবিত্ত পর্য্যন্ত পৌছায়। সাধারণ মানুষের কাছে যায় এদেরই বদৌলত। এই উপমহাদেশে ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে তাই সহজে ব্যবহার করা গেল রাজনীতির ক্ষেত্রে। অবিশ্যি Mutation কিছু হয়েছে। তা, নিতান্ত দেশের ঐতিহ্যগত ব্যাপার। তার অভিঘাত এসেছে Ethos থেকে, ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে, বর্ণগত (Ethnical) বৈশিষ্ট্য থেকে, গাংগেয় সভ্যতার অবসরজাত (যেহেতু অল্প পরিশ্রমে ফসল ফলে এবং উদ্বৃত্ত অবসর থাকে) মানস-কাঠামো থেকে। তাই দেখা যায়, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

একদিকে শিখ-হিন্দু, অন্যদিকে মুসলমান। কিন্তু বাঙালী তা করতে পারেনি। তাদের দুর্বলতা, মাহাত্ম্য, মহত্ত্ব—যাই বলা হোক না কেন—এইখানে নিহিত। ঐতিহ্য বাধা দিয়েছে। সঞ্জীব সত্যি সঞ্জীবনী। ওর সঙ্গে আলাপে ষোল আনাই উপকার। উপন্যাস লিখতে বসে নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। অনেক সময় থই পাওয়া যায়, ওর সঙ্গে সমস্যার আলোচনায়।

২২ জুলাই '৭৮

হঠাৎ জাঁনেসার এসে হাজির পুনা থেকে। ছুটি পেয়েছে। কাল ঢাকা যাবে। সব গোলমাল হয়ে গেল মানসিক স্থৈর্য। গৃহাগত ক্লান্ত প্রাণ। উপন্যাসের পরিচ্ছেদ এগোল না। কোন রকমে এক পৃষ্ঠা লিখলাম। সন্ন্যাসব্রত সত্যিই কঠিন। পেছনের কতো বন্ধন, সব পেছনে টেনে রাখে।

২৩ জুলাই '৭৮

জাঁনেসার সকালে এয়ারপোর্ট গেল। আমি শিয়ালদয় নেমে পড়লাম। কালকের জের। আজ লেখাপড়ায় মন নেই। হেঁটে মহাত্মা গান্ধী রোড ৮০/১ সি নম্বর, অর্থাৎ সঞ্জীব সকাশে। আমি কাজে এগিয়ে যাচ্ছি, জেনে সঞ্জীব অত্যন্ত খুশী। কিন্তু নিজে অনন্ত Contemplation-এ আসীন, Action-এ নেই। প্রতিভাধর বন্ধুটি কবে যে ধ্যান ছেড়ে কর্মযোগী হবে আমিও তার অপেক্ষায় আছি। আমাদের বন্ধু ইতিহাসবিদ ডাঃ হবীবুল্লাহ একবার বলেছিলেন প্রাচ্যদেশীয় ধর্মশাস্ত্রীগণের প্রগতির ধারণা এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে নয়—বরং শাঙ্খবাকার বা spiral তা নিয়ে দুজনে বচসা করা গেল। তাড়াতাড়ি উঠতে হোলো, বাড়ী ফিরে দুপুরের আহার ও নিদ্রার পর "জন্মজন্মান্তর" উপন্যাসের পরিচ্ছেদ লিখতে হবে। এই দৈনন্দিন কর্তব্য দু-লাইনে হলেও সম্পন্ন করবই। প্রতিজ্ঞা ঠেলে রাখতে পারব না। তথৈবচ কাজ। সন্ধ্যায় অসুস্থ নেপাল নাগকে দেখতে গেলাম। মনের জোরে বেঁচে আছেন। সেখানে তেজ যেন অফুরন্ত। বৃষ্টির মধ্যে আটক। বৃষ্টি ছাড়লে জ্যোতি দাশগুপ্ত সমীপে। তিনি সভায় মগ্ন দলবল সহ। অতএব পিঠটান। সোজা বাড়ী।

২৪ জুলাই '৭৮

৫ শ্রাবণ-সন্ধ্যা, ১৩৮৫। সকালে প্রাত্যহিকতা সারতে বেশ সময় গেল। গেঞ্জি ইত্যাদি অনেকগুলো কাপড় ধোওয়া। নাস্তা সেরে উপন্যাসের পেছনে। দুপুর পর্য্যন্ত হাজার দেড়েক শব্দ রচনা। দুপুরে আড়াইটার দিকে ঘুমোতে গেলাম এবং উঠে দেখি সাড়ে পাঁচটা। এত ঘুম কেন? কিন্তু ক্লান্তির চোটে তিন ঘণ্টা!! মেঘলা আকাশ। শ্রাবণের অতর্কিত ঝিরিঝিরি বিষ্টি। স্মৃতির প্রহারে জর্জর। অতীত

www.pathagar.com

বর্তমান একাকার। সবলসিংহপুর গ্রাম, কলকাতা, ঢাকা—নানা জায়গায় স্মৃতিচর বিষণ্ন আত্মা। সন্ধ্যার পর লিখতে বসলাম। কর্তব্যমগ্নতা এই সব ক্ষেত্রে মহৌষধি। উদ্বাস্তু শিবিরে পুলিশের গুলি। বেশ কিছু মৃত, আহত। দেশবিভাগের প্রায়শ্চিত্ত চলছে তিরিশ বছর ধরে। আর কত কাল চলবে? এই পশ্চিমবঙ্গ মার্কসবাদী পার্টির শাসনে। কিন্তু পুলিশের গুলি হত্যাই করে।

২৫ জুলাই '৭৮

'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক শ্রী মানিক মুখোপাধ্যায়ের তল্লাসে। অর্থের দরকার। দেখা হোলো না। সকাল-দুপুর মাটী। ফিরে ঢাকা থেকে সৈয়দ নুরুদ্দীনের মেয়ের বিয়ের চিঠি পেলাম। মার্কিন দেশের চাকরি থেকে তা হলে চাঁদ ফিরে এসেছে। ধন্যবাদ সৈয়দজাদাকে, নির্বাসিত দুষ্কৃতিকারীকে তার আনন্দ উৎসবের স্মরণের জন্যে। মেয়ের নাম লিখেছে রিফ্‌ফাৎ। সে কী নীপু না রুপু? ধন্দ লেগে রইল।

২৬ জুলাই '৭৮

সকালবেলা শোতে আমি ও সঞ্জীব একটি হিন্দী ছবি দেখলাম। শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত "মন্থন।" সাবলীল ছবি। গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপনের সমস্যা নিয়ে। অন্তরায়ে গ্রামের বিত্তবান 'সরপঞ্চ' (পাঁচ জনের মাথা) বা প্রধান ও ক্ষমতালোভী শোষককুল। তার বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সঙ্কোচ-দ্বিধা বিজড়িত মানসলোক, সংগ্রামের ছবি এই বই। আধুনিক ডাক্তার গায়ক তথা শোষিতের পক্ষে। প্রচুর বাধা আসে সম্মুখে। এমন কি ডাক্তারের কিছু মানবিক দুর্বলতাও দেখা যায়, এক রমণীর প্রতি কিঞ্চিৎ লালসা। ছবির বাজার দর রাখার জন্যে—এই সস্তা প্রক্ষেপ পরিচালক না পেশ করলে পারতেন। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামসাধারণের জয় হয়। কিন্তু 'সরপঞ্চ' হরিজন বস্তীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পরে তাদের ত্রাণকর্তা সাজে। তার কপট বক্তৃতার সময় শিশুর কান্না পাঞ্চ, পরিচালকের দক্ষতা ও শিল্পী মনের পরিচায়ক এবং শেষে ডাক্তার বদলী হয়ে যায় উপরতলার অর্ডারে। শেষ দৃশ্যে অন্যতম সংগ্রামী গোয়ালা ভোলার আগ্রহ-আবেগ পূর্ণ দৌড়টি যেন আগামী কালের প্রতিভাস-প্রতীক। যৌথ জীবনের জন্যে মানুষের আকুলতা শুরু হয়েছে। হলে Audience response আশাতীত। হয়ত প্রদেশটা পশ্চিমবঙ্গ বলেই। মানুষ রাজনৈতিকভাবে বামে ঝুঁকে পড়া।... দুজনে আহার সেরে কলেজ স্ট্রীটের ডেরায়। পরে মোনায়েম সরকার, রণেশ দাশগুপ্ত, ছাত্রনেতা রেজা-নজিবর এলেন। তিন বছরের কৃচ্ছ্রতার ধকল। রেজা নজিবর দেশে ফিরে যেতে চায়। এখন ফিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা ভেবে দেখতে হয়। অতি অমূল্য দুই তরুণ প্রাণ। এদের হঠাৎ

www.pathagar.com

বাঘের মর্জির উপর জঙ্গলে ঠেলে দেওয়া অন্যায়। পরে ওদের কলকাতা-ত্যাগ বিবেচ্য। সন্ধ্যায় ওদের আবহ বড় বিষণ্ন করে রাখল। আর্থিক সংগতি এমন নয় যে ওদের কোন অনুকূল সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলা যায়। বহু তরুণ এমন অকূলে পড়ে আছে। ওদের চিনি, তাই উদ্বেগের মাত্রা এমন।

২৭ জুলাই '৭৮

মাসুদের সঙ্গে প্রায় এক মাস পরে দেখা। প্রায় বাইরে থাকে। আবার বাইরে যাচ্ছে, বিশ্ব শান্তি কনফারেন্স কোষ্টারিকা ১ আগষ্ট। বিলাতে মানসিক রোগী এক বোন আছে হাসপাতালে। লন্ডনে, ওকেও দেখে আসবে পথে নেমে। বেশ কিছুক্ষণ কাটল। প্রায় দেড় ঘণ্টা। দুপুরে উপন্যাস নিয়ে যন্ত্রণা, তিন শ' শব্দের বেশী এগোতে পারলাম না।

সন্ধ্যায় সালেক সুলতানার কাছে এক লোমহর্ষক নারী নির্যাতনের কাহিনী শোনা গেল। শিকার সুলতানার মার ফুফু—সম্পর্কে ওর নানী। ফুরফুরার পরলোকগত পীর আব্দুল হাই শাদী করেন পিয়ারডাঙার পীর সাহেবের বড় মেয়েকে। প্রথম সন্তান হওয়ার সময়, ভদ্রমহিলার জরায়ু স্থানচ্যুত হয়ে যায়। আর কোন ডাক্তার ডাকা হয়নি। মেয়ে ডাক্তার তখন ছিল না। পাড়াগাঁয়ে ওসব কে ভাবে? ওই অবস্থায় ভদ্রমহিলার আরো দুই সন্তান হয়। কল্পনা করতেও কষ্ট লাগে, জরায়ুচ্যুত এক মহিলার উপর এমন বর্বর সহবাস কেউ চালাতে পারে। শেষে প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম পীরের স্ত্রী। একদিন চুপিচুপি শেষে তিনি বাপের বাড়ী পালিয়ে এলেন। পিতার স্নেহাশ্রয়ে পেলেন তিনি। কিন্তু ডাক্তারের ইলেম তার কাছে পৌছল না। ভদ্রমহিলা এখন ৭৪/৭৫ (স্বামী মৃত পূর্বে উল্লেখিত) এবং এতদিনে চিকিৎসা হচ্ছে। ডাক্তারদের বিস্ময়, অমন বিকৃত অর্গ্যান নিয়ে তিনি ষাট বছর কী করে বেঁচে রইলেন। আমাদের বিস্ময়, পবিত্র ইসলামের দোহাই মেরে কী বীভৎস অমানুষিক বর্বরলীলা না অনুষ্ঠিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ভারতবিভাগ ধর্মের নামেই করা। বলা বাহুল্য, হুজুর পীর সাহেব স্ত্রী চলে যাওয়ার পর আরো শাদী করেছিলেন।

রক্তাক্ত অক্ষরে লিখে রাখার মত ঘটনা। প্রথম নলীজাতক টেষ্ট-ট্যুব বেবি'র জন্ম। প্রকৃতির রহস্যভেদের পথেই মানুষের মুক্তি, অন্য মার্গ প্রতারণার পন্থা মাত্র। পুরুৎ পীরের বুজরুকি আচ্ছন্ন এখনও পৃথিবী। সেই অন্ধতার আবর্জনা সাফ করে ফেলার পদক্ষেপ নলজাতকের জন্মকাহিনী। ডক্টর ম্যাট্রিস এবং এডওয়ার্ডের সাধনা মানবেতিহাসের এক মাইলষ্টোন হয়ে রইল।

২৮ জুলাই '৭৮

বাঙলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রায় নেতৃত্বহীন। কোন Action-এ

www.pathagar.com

যাওয়ার সদিচ্ছা কোন লীডারের নেই। ফলে কর্মীমহলে ব্যাপক ফ্রাসটেশান। কিন্তু যার ফ্রাস্‌টেশান স্বীকারে প্রস্তুত নয়, তারা নিজেরাই কোন না কোন Action-এ যাচ্ছে। অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্রেই করতে হয়। তা অবধারিত সত্য। কিন্তু তার জন্যে ক্ষেত্র এবং সময় আছে। ঐসব তরুণেরা তেমন রুটীনে যেতে অভ্যস্ত না। এই বয়স-সীমায় ধৈর্য্য থাকে কম। ফলে, জান্‌-কবুল এমন সব সুন্দর প্রাণের বহু অপচয় হবে। স্নেহাস্পদ নজিবের মুখে অনেক বেপরোয়া তরুণের বর্তমান কর্মপন্থার খবর পেলাম। রেজার জ্বর হয়েছে। সে আজ আসতে পারেনি। তিন বছর পরে ওরা চলে যেতে চায়। এখানে রাজনৈতিক কোন কাজের সুযোগ নেই। তাই ওরা আবার বাঙলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। বিপদ আছে, ঝুঁকি আছে তাই ওদের বিদায় দিতে বড় লাগে। অপূর্ব আত্মার অধিকারী এই দুই তরুণের সঙ্গে এতদিন কাটল। আজ ছেদ-পর্বে মন উদ্বেগে স্থির থাকছিল না। জননী বাঙলাদেশ, তোর এই সব সন্তানেরাই তোর দুর্দশা ঘুচাবে। প্রৌঢ়ত্বের শিকল দেহে জড়ানো। সেই দুঃখ প্রতিদিন আত্মকরুণার নাকী কান্নায় মন ছেয়ে দেয়।

সঞ্জীব ছিল সঙ্গে। নজিবর চলে গেল। আমি আরো অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সন্ধ্যায় গোড়ার দিকে শিপ্রা আদিত্য এসেছিল। ওর কাছে দেবুর শারীরিক খোঁজ পাওয়া গেল, শিল্পী এখন ভাল আছে।

২৯ জুলাই '৭৮

জাঁনেসার ঢাকা থেকে ফিরে এসেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে কারো সঙ্গে দেখা হয়নি তেমন। পুঁটি ইলিশ-ভাজা পাঠিয়েছে। এই সব স্মারক আমার শান্তি সংহারক। গতকাল নজিবর রেজা পর্বের পর এমন পরিস্থিতি কোন কাজ করতে দিলে না। উপন্যাস লেখা যথাস্থানে রইল। অস্থির মন। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে। বিশ্ব শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোষ্টারিকায়। পয়লা মাসুদও চলে যাবে দু'মাসের জন্য। কলকাতার একটা চলমান ওয়েশীস যেন আর কোথাও সরে গেল। নির্বান্ধব কলকাতায় বাস করা যেত না।

৩০ জুলাই '৭৮

ভোরের দিকে খুব মধুর-মধুর স্বপ্ন দেখলাম। সকাল পর্য্যন্ত। ঘুম থেকে উঠে প্রতিক্রিয়া বিপরীত। সব ঝেড়ে ফেলার জন্যে গেরস্থালির কাজে মন দিলাম। বেশ কয়েকটা কাপড় ধোওয়া গেল, গড়িমসির জন্যে পড়ে ছিল।

৩১ জুলাই '৭৮

জাঁনেসার পুনা যাবে। ষ্টেশন পর্য্যন্ত গেলাম না, ওর সঙ্গে তার একজন

www.pathagar.com

সহপাঠী আছে। সীট খুঁজে হয়রান হতে হয়। গতবারে লিষ্টে নামই ছিল না। আমি প্লাটফর্ম থেকে ষ্টেশনের আপিসে এসে তল্লাস করি তারপর সুরাহা হয়। আর একজন সঙ্গী আছে। তাই আমি ছুটি নিলাম। বিকেলে সঞ্জীব সন্ধানে। দরজায় তালা ঝুলছে। হতাশ ফিরে এলাম। ট্রামে বাসে খুব ভিড়। বেশ দেরী হয়ে গেল। আজ কিছুই লেখা হোলো না। উপন্যাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯২০-৩০ সনের বাঙালী রাজনৈতিক আবহাওয়ার হদিস জানা দরকার। চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যে-ফর্মুলা পেশ করেছিলেন তার পুরো কপি খোঁজ করতে হবে।

যুগান্তর আপিসে কিছুক্ষণ। অমিতাভ চৌধুরী, অতীন বন্দ্যো ও বরেন গঙ্গোর সঙ্গে চা-পান।

১ আগষ্ট '৭৮

মাসুদ আপাততঃ দিল্লী যাচ্ছে। পাঁচ তারিখে কোষ্টারিকা অভিমুখে। ওকে ষ্টেশনে বিদায় দিতে গেলাম। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হোলো। বাঙলাদেশের তিন চারজন আজমীর যাচ্ছে তীর্থপুণ্য সঞ্চয়ে। একজন ব্যবসাদার ও অধ্যাপিকা আছেন। অন্যান্যদের পেশা জানি নে। বিত্তবানের দল ছোটখাট। পুণ্যের পথেই তারা একঘেয়েমী কাটাতে অভ্যস্ত। ট্রেন যথা সময়েই ছাড়ল। সকাল ৯-৫৫। মাসুদ চলে গেল।

নেপাল নাগ গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তারের মতে আজ রাত পেরোতে নাও পারে। অকুস্থলে পৌঁছে দেখা গেল, রোগী মানসিকভাবে বেশ দড়। জনসমাগম কম নয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এলেন। সকলের সঙ্গে সমান তালে পা নয়, রোগী ঠোঁট ফেলছেন। ১৯৪০-৪২ মুসলীম লীগের দাপটের মধ্যে মুসলমান নাম (রহমান) নিয়ে মুসলমান চাষী-মজুরের মধ্যে পূর্ববঙ্গে সাম্যবাদ প্রচার অসীম অকুতোভয়তার পরিচয়। নামাজ পড়তেন নেপালদা। মেয়ে মুন্নী "বাবা" ডাকত না, ডাকত আব্বা। একদম যেন নেপালদা Spirit এর জোরে বেঁচেছেন, আজও তার ঘাটতি নেই। দেহ সহযেগিতা করছে না শুধু। আব্দুল্লা রসুল নানা, কল্পতরু সেনগুপ্ত, শান্তি ঘোষ প্রমুখর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল... দণ্ডকারণ্যের "শাটল কর্ক" অর্থাৎ রিফিউজীগণ আবার ফিরে যাচ্ছে, (বর্ধমান) কাশীপুর গ্রামে মার্কসবাদী সরকারের গুলি ভক্ষণ এবং কিছু বলিদানের পর।

২ আগষ্ট '৭৮

নেপালদাকে দেখতে গেলাম, আমার ধারণা ঠিক। Still going strong. দেহ বনাম আত্মার লড়াই, কোথা শেষ হবে জানি নে। তবে ডাক্তারদের ইলেম আসার প্রমাণ করতে শ্রদ্ধেয় অগ্রজ এখনও যেন তৈরী। কম্পিত হৃদয়ে এই বাড়ীতে ঢুকতে হয় আজকাল। হঠাৎ যদি অঘটন ঘটে! বহু লড়াই লড়েছেন। ঘায়েল সৈনিক এখন

www.pathagar.com

শয্যাশায়ী।

৩ আগষ্ট '৭৮

সারাদিন উপন্যাস রচনার কাজে ব্যস্ত। দেড় হাজার শব্দ মেহনতের ফল। কিছু Material এর জন্যে Statesman আপিসে ধর্ণা দিতে হবে। ১৯২০-২৫ এর কাগজগুলো দেখা দরকার।

বাঙলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন চলছে, যুগান্তর পত্রিকায় রিপোর্ট বেরিয়েছে। মূর্খ শাসককুল আন্তর্জাতিক রাজনীতির খর্পরে পড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিলে শাসনতন্ত্র থেকে। অন্যদিকে সৌদি আরব, ও অন্যান্য আমির-শাসিত মধ্যপ্রাচ্য এলাকার প্ররোচনায় (ডলারের থলি যেজন্য ওদের খোলা) বাঙলাদেশে তথাকথিত ধর্মীয় বিস্তার প্রচেষ্টা চলছে। তার ফল, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ। সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি অত্যাচারের গোড়ার কথা সেইখানে। প্রায়শ্চিত্ত একাত্তরের মতই আবার বাঙালী মুসলমানকে করতে হবে। এপারের মুসলমানেরাও বাদ যাবে না।

৪ আগষ্ট '৭৮

অনেক কাজ করা গেল। ছাপা ছ' পৃষ্ঠার মত রচনা। হাজার দুই শব্দ একদিনে। আর কাজ করা উচিত হবে না। তাই তিনটের দিকে বেরুলাম। এশিয়া পাবলিশিং হাউসে একটা জুভেলাইন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি "জুজু গগা" পড়ে আছে চার মাস। উদ্ধার করা গেল। পরে "নয়া প্রকাশ', শ্রীমানী মার্কেটের দোতলায়। কল্লোলযুগ-এর প্রথম পাতায় খ্যাত সুবোধ দাশগুপ্ত ও রঞ্জিৎ ঘোষের সঙ্গে, মিষ্টি ও চা শেষে সঞ্জীবের সঙ্গে রাত্রি নটা পর্য্যন্ত। সঞ্জীব কোন কাজ করছে না। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে মাঠে নামিয়েছে। উপন্যাসে চরিত্রের জাল যেভাবে ছড়াচ্ছি, পরে কী করে গুটাব সেই ভয়ে আমার ঘুম নেই। সঞ্জীব নিশ্চিন্তে আছে। বন্ধুজন, অথচ হেন আচরণ।

৫ আগষ্ট '৭৮

ঘর এবং Air Conditioned ঘর ছেড়ে কেন এই বয়সে 'Rot' করতে এলুম? এক হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রশ্নে বলতে পারলুম না, "Rot-না পচলে যে Compost তৈরী হয় না।" পচলে অবিশ্যি দুর্গন্ধ বেরোয় তাও সত্যি।

৬ আগষ্ট '৭৮

সকালে সঞ্জীব সকাশে। দুঃসংবাদ, রেজার জ্বর ১০২। কুঁচকি উঠেছে। হাঁটতে পারবে না। নজিবর খরব দিতে এসেছিল। পুনর্বিদায় দিতে হলো দেশপ্রেমী স্নেহভাজন তরুণকে। ছাতার তলায় যায়নি, ঝড়ে মাথা পেতে দিয়েছে ওরা। বেশ

www.pathagar.com

অস্বোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলাম।

সঞ্জীবের সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হওয়া গেল। অন্ধ Social Force উপন্যাস চিত্রণের ব্যাপারে পন্থা নেওয়া যায়ঃ Agent-দল যে Proposal দেয়, তা থেকে সরে আসে এবং নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব নিয়ে মত্ত হয়। তখন Proposal আর সামনে থাকে না। অন্ধতার মধ্যে নিজেরা সাঁতার কাটে, এবং পরিস্থিতি আর আয়ত্তে আনতে পারে না। ফিরেও অন্যত্র যেতে অক্ষম। কারণ, গ্রুপে ঢুকলে দলত্যাগ প্রাণত্যাগ দিয়ে ঠেকাতে পারে। ১৯৪৬ সনের দাংগার পর জিন্নার অবস্থাটা কী হয়েছিল ভাবা দরকার। ম্যাট্রিকুলেট ব্যারিষ্টারটার হদিস আরো ভাল করে দেখতে হয়। ঢাকার কুট্টিভায়েরা বলে জিন্না তার বোনের বিয়ে দেয়নি। কারণ, হালা কী খালি পাকিস্তান নিয়া থাকব? ইতিহাসের শেষ সাধারণ মানুষদের কাছেই যেন বহপূর্বে প্রতিভাত।

৭ আগষ্ট '৭৮

সালেক সুলতানাদের আবাসে প্রথম রাত্রি প্রহর। ঢাকাগত অধ্যাপক সালাউদ্দীন ও সহধর্মিণীর সঙ্গে আহার। সারাদিন বহুৎ মেহনতের পর ভাল সন্ধ্যা কাটলো সজ্জন-সমাবেশে।

৮ আগষ্ট '৭৮

রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস। ২২ শ্রাবণ। বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ত্রাণের প্রতীক। এখানে বিপরীত। প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তিনি ঠাকুরে পরিণত। ফলে, কুলুঙ্গির শোভা। অথচ সীরিয়াস রবীন্দ্রচর্চা নেই কোথাও। সাধু-সন্তদের আধিদৈবিক যে আবহাওয়া তৈরী, তাই তাদের ধ্বংস করে। নাস্তিক বুদ্ধদেকে ধ্বংসের জন্য তাঁকে "ভগবান বুদ্ধে" প্রমোশন দিতে হয়েছে।

অনেক দিন দেবশরণের সঙ্গে দেখা নেই। সারাদিন (প্রায় ১৫০০ শব্দ রচনা) কাজের পর গেলাম। ওর শাশুড়ী খুবই অসুস্থ। আসর ভেঙে দিতে হোলো। ১৯৪০-এর রাজনীতির অনেক ঘটনা ওর কাছে প্রত্যক্ষ, কারণ শরীক। আজ কিছু শোনার ইচ্ছে ছিল। তা আর হোলো না। হতাশ বাড়ী ফিরলাম।

৯ আগষ্ট '৭৮

প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়-কে আজ পত্র লিখলাম। সহৃদয় জন বাঙলাদেশের ভাগ্যহত অধিবাসীদের জন্যে। ওঁর বয়স ৭৩ বছর। খোঁজ নিতে পারিনি। বহুদিন। তাই অপরাধ...। গত বছর হলেও আমার মতে বিবেকানন্দ বাবু আজও পশ্চিমবঙ্গে সর্বোক্তম কলামিষ্ট। আমার ভাষায় স্তাম্ভিক। (শব্দটা চালু হতে

www.pathagar.com

পারে) পুরাণের এক কাহিনী বিবেকানন্দ বাবুকে উল্লেখ করলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈত্য হিরণ্যকশিপু বধ করেছিলেন নৃসিংহ অবতার রূপে। তিনি স্তম্ভ থেকে নির্গত হন। সত্যিকার সমাজদরদী স্তাম্ভিক সমাজবিরোধী শক্তির সংহারক বৈকি। অবিশ্যি এখানে এক "ঘোষও" কলাম লেখে। ভদ্দরলোক জানেনেই না তিনি কী লেখেন। মনিবের নেমক শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্ব জারিয়ে তোলে– যদি ওর জানা থাকত! বৃদ্ধ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাই নমস্য।

১০ আগস্ট '৭৮

পুঁটোর গ্যান্ট্রিসিন ট্যাবলেট-এখানেও দুষ্প্রাপ্য দাওয়াই। ঘণ্টা তিনেক ন্যুমার্কেট, চাঁদনী চষে পাওয়া গেল। সময়ের অপচয় এইভাবেও হয়। আজ তিন শ' শব্দও লিখতে পারলাম না। লোডশেডিং সন্ধ্যায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই সালেক/সুলতানাদের নিকট আড্ডা দিতে। সালাহউদ্দীন এবং সহধর্মিণী হামিদা উভয়ে এলেন বেশ পরে। আহার ওখানেই। ভৃত্যহীন এরা। সালেকভাই ভাল চা করেন তার প্রমাণ মাঝ পহরে পাওয়া গিয়েছিল। সুলতানা Soup-সম্রাজ্ঞী। পাউরুটী আর অপূর্ব সুপে নৈশ আহার হোলো বটে! রাত্রি সাড়ে দশটার দিকে অধ্যাপক দম্পতির ট্যাক্সি যোগে বিদায়। ওরা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গন্তব্যপানে ধাইলেন। পুঁটির ওষুধ ওরাই বয়ে নিয়ে যাবেন।

১১ আগষ্ট '৭৮

সন্ধ্যায় হঠাৎ অতর্কিত জোর বাতাস আর বৃষ্টি। গোধুলি থেকে লোডশেডিং। অন্ধকারে একা বসা। লেখার ইচ্ছে ছিল উপায় নেই। মনে পড়ল অচমকা চোদ্দ বছর পূর্বে তুরহান বিদায় নিয়েছিল। এখন বয়স হোতো একত্রিশ। কেমন দেখতে হোতো সে? হাবলু (সেজ ছেলে ইয়াফেস) জাঁনেসার এবং খেলন (ওর ডাক নাম) তিন জনে এক আড়ঙের চেহরা। এখন জাঁনেসার রীতিমত তাগ্‌ড়া জওয়ান। ফর্সা চেহরা। সেও ফর্সা ছিল। তার উপর ফুটবল খেলত ভাল। বোধ হয়, অমনই তাগ্‌ড়া মূর্তি হোতো তার। রাত্রি সাড়ে আটটার বাতি আসতে লিখতে বসলাম হারানো সম্পদকে বিদায় দিয়ে। আজই দুপুরে "প্রস্তর ফলক" গল্পের বইখানাও হাতে পড়েছিল। চৌদ্দ বছর পূর্বে প্রকাশিত। তার উৎসর্গ পত্র লেখা আছেঃ লোকান্তরিত পুত্র তুরহানের উদ্দেশে–

তোমায় বাবা বলে আর ডাকিব না
আমায় দিতেছ কতো যন্ত্রণা।

www.pathagar.com

১২ আগষ্ট '৭৮

ক'দিন আগে পোপ মারা গেছে। কোথা গেল স্বর্গে না নরকে, তা জানা যায়নি। তবে আজ তার উইল বেরিয়েছে সংবাদপত্রে। ৮৩ বছরে মারা গেছে ভদ্দরলোক। কিন্তু তার সম্পত্তি ছোট ভাইকে দান করে গেছে। গৃহী লোক হলে কথা আলাদা। পোপেরও Property থাকে। আসলে Pope প্রায় dope এর আগে যেটা ছিল সেটা ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনীকে প্রচুর সাহায্য করেছিল।

সন্ধ্যায় সঞ্জীবের সঙ্গে। ভায়োলেন্স নিয়ে আলোচনা। একটা অন্ধ শক্তির বিরুদ্ধে কোন লোক সংগ্রাম করে এবং শহীদ হয়। সঞ্জীবের মতে এই Stand negative ভায়োলেন্স Goodও হতে পারে। তেমন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার কালে কোন ব্যক্তির আত্মত্যাগই প্রকৃষ্ট শহীদের সংজ্ঞা হওয়া উচিত। নচেৎ অন্ধ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ শহীদের মর্য্যাদার পক্ষে শ্লাঘণীয় নয়।

১৩ আগষ্ট '৭৮

কেন জানি নে, আজ সারাদিন মন এগোতে চাইল না। লেখা নিয়ে বসলাম। চার ঘণ্টায় পাঁচ শ' শব্দ লিখতে পারলাম। ক্রমশঃ জালের বিস্তার ঘটছে। আমি ভয়ে অস্থির। এই ভয়ও অনেক সময় কল্পনাকে এগোতে দেয় না। এ পর্য্যন্ত সতর-আঠারটি চরিত্র আমদানী হয়ে গেছে। সবগুলোকে জাল বুনে বুনে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। অস্বোয়াস্তির চোটে আজ কাজের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। বিকেলে দু'ঘণ্টা বসে রইলাম লেখার টেবিলে। চিন্তা করা গেল। একটা শব্দও আঁচড় কাটতে পারলুম না।

১৪ আগষ্ট '৭৮

প্রজ্ঞানন্দ ষ্টুডেন্টস্ হলে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক বইয়ের প্রদর্শনী দেখতে গেলাম সারাদিন কাজের পর। হাজার খানেক শব্দ আজকের ফসল। লেনিন সরণী ও আচার্য প্রফুল্ল রায় রোডের ক্রসিং-এর মাথায় এই হোলো নতুন হয়েছে। তিরিশ সনে এখান দিয়ে ধাপা মেলের লাইন ছিল। (তখন রাস্তার নাম যথাক্রমে ধর্মতলা ষ্ট্রীট—লোয়ার সার্কুলার রোড)। হলের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাই। ধর্মতলা ষ্ট্রীট ধরে একশ' গজ যেতে হবে না উত্তর ফুটপাথ ধরে ১১৯ একশ' উনিশ নম্বর পড়বে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮... কতো স্মৃতি। বড় চাচা সিরাজ... এলাহি বখ্স মিস্ত্রী...বাসেদ....কতো জন। ফুটপাথ....গরমের দিনে শয্যারূপিণী ফুটপাথ।.... প্রদর্শনী তেমন চিত্তাকর্ষক নয়। পুরাতন সংবাদপত্রের কিছু ফটোষ্ট্যাট কপি দেখা গেল। হঠাৎ লোডশেডিং। অন্ধকার। আর একদিন আসতে হবে খুঁটিয়ে দেখতে। .... সালেক-সুলতানাদের সঙ্গে রাত্র সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত।

www.pathagar.com

১৫ আগষ্ট '৭৮

তিন বছর! তিন বছর তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি। জখম-আজো এত টাট্‌কা কেন তবে? হিসাবে ভুল করেছিলাম। তোমার কদর পুরো বুঝতে পারিনি। তারই প্রায়শ্চিত্ত চলছে। তোমার ঘাতকরা আজ দেশের সেবক। এমনই নির্মম পরিহাস নসীবের।

তোমাকে স্মরণ করি, বন্ধ, এই রক্তাক্ত সকালে। পুনরুজ্জীবন হবে বৈকি তোমার আবার বাঙলাদেশে। সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছি। ফিরে এসো, একটু তাড়াতাড়ি এসো, বন্ধু। জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা!

১৬ আগষ্ট '৭৮

সন্ধ্যায় সালেক-সুলতানাদের বাড়ী। এদিকে লোডশেডিং। অন্ধকারে বাড়ী ফিরে লাভ নেই। ওদের A/c Current কাজেই চলছে। T.V. দেখলাম। ফেরার পথে প্রফেসার সালাউদ্দীনের খোঁজে। ওর কল্যাণে এক নিউরোসার্জনের সঙ্গে আলাপ হোলো। এমন প্রচণ্ডভাবে জীবন্ত নাগরিক কলকাতায় কম আছে। মুক্ত মানব। তাবৎ মানবিক বিষয়ে আগ্রহ। প্রবন্ধ, নিজের বিষয়ের বাইরেও লেখেন। শ্রী অশোক বাগচী স্নায়ু-শল্যবিদ। সন্ধ্যাটা বহু দিন মনে থাকবে। চিকিৎসাবিদ্যা ও ভাষাতত্ত্বের সম্পর্কের উদাহরণ বেশ কয়েকটা শোনা গেল।

১৭ আগষ্ট '৭৮

সঞ্জীবের সঙ্গে সন্ধ্যা। জীবন সম্পর্কে ভয়ানক অনুসন্ধিৎসু এই বন্ধুর ব্রেনওয়েভ অনেক ক্ষেত্রে বড় চমকপ্রদ। এখন তার অন্যান্য রচনার মধ্যে একটি লিষ্টের প্রথমে এসে বসেছে, আর সবকে ঠেলে সরিয়ে। সে "Confession of god" লিখবে। পশ্চিমপূর্ব দুই দেশের Metaphysics-এ সঞ্জীবের যথেষ্ট জ্ঞান। ওকে দিয়ে এই কাজ সম্ভব। তবে বিপদ ধর্মের পাণ্ডারা না তেড়ে আসে। সঞ্জীব বললে, হিন্দুসমাজে Toleration অনেক এগিয়েছে। তার শিরচ্ছেদ করার কোন আশঙ্কা নেই। সঞ্জীবের টিকে থাকার সমস্যা নানা। আর্থিক সংকটে ওর কাজ কতটা এগোবে বা আদৌ এগোবে কি না সন্দেহ। তবে Idea বটে Fiction-লেখকদের জন্যে!

১৮ আগষ্ট '৭৮

হাজার বারো শ' শব্দ লেখা গেল সারাদিনে। সন্ধ্যায় বেরুব। বিষ্টি, তার উপর লোডশেডিং। অন্ধকারে স্মৃতির যন্ত্রণা। বহু প্রিয়জনের মুখ। মৃত-জীবিত উভয় লোকের জুলুম। দু'ঘণ্টা অন্ধকারে বসে (ঘরে মোমবাতি ছিল না) বিরক্ত,

www.pathagar.com

শেষে বেরিয়ে পড়লাম বৃষ্টি কমে আসতে। সকালের নাস্তার যোগাড়ে রোজই সন্ধ্যায় বেরুতে হয়। ঠান্ডা বাতাসে অনেকখানি সজীবতা ফিরে পেলাম। একা একা বসবাস, কখনই মানুষকে শান্তি দেয় না। কোন কাজে ব্রতবদ্ধ থাকলেও সঙ্গীরা অনেক প্রেরণা।

১৯ আগষ্ট '৭৮

আজ স্কটল্যান্ড থেকে ডাঃ মোজাম্মেল হকের পত্র পেলাম। এই মাসের শেষে বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে কলকাতার পথে আবার ফিরে যাবে। প্রীতিভাজন অথচ অকালে ঝরে গেল বন্ধু ফজলুল হক। তার প্রতিনিধিদের স্পর্শে অনেক দূর অতীতে সাঁতরে বেড়ালাম। মোজাম্মেল এলে কী যে খুশী হব! পেশা তাকে সদা মানুষের কাছাকাছি রেখেছে।

২০ আগষ্ট '৭৮

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মতে- Social বা Political force প্রাকৃতিক শক্তির মতই। তা blind নয়। Force-এর এজেন্টরা সেই শক্তি কীভাবে ব্যবহার করে, তার উপর তা শুভ না কি অশুভ নিরূপিত হয়। এই মতে সায় দেওয়া চলে না। কারণ, শক্তির বাহন শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তি। কোন Proposal ত ব্যক্তির কাছ থেকেই আসে। সেই প্রস্তাবের পেছনে যুক্তি কতখানি বা Rationalism কতোখানি, তা দেখা উচিত, স্রেফ সামাজিক তাগিদ বা urge এর দিক থেকে। প্রস্তাব পূর্ণ হলে যে-সামগ্রী পাওয়া যাবে, তা কেনার জন্যে দাম অর্থাৎ রূপায়ণের Cost-ও সঙ্গে সঙ্গে তুলনা করে দেখা উচিত। খাজনার চেয়ে বাজনা দাম বেশী হলে নিশ্চয় বাজ্না বন্ধ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ঐতিহাসিক সকল হিসাবে যুক্তি সরে গেলে Social force, আমার মতে, "Blind" বলা যায়। অবিশ্যি সেই সাইক্লোনে ব্যক্তির অসহায়তা, এমন কি নেতাদের অসহায়তা স্বাভাবিক। বনে আগুন লাগানোর পর তা আর ফুঁ দিয়ে নেভানো অসম্ভব। অবিশ্যি Blind Political বা Social Force কীভাবে উদ্ভূত হয়, তা অনুসন্ধান বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। সব তালিকাভুক্ত সম্ভব নয়। External behaviour এবং জড়জগতে মানবিক প্রক্ষেপ (সাংস্কৃতিক সব প্রকাশ) নড়াচড়া করে যা পাওয়া যায়, তার বেশী এগোনো কঠিন। তিরিশের মুসলিম রাজনীতি বিষয়ক কিছু বইয়ের জন্যে নীহার বাবুর কাছে সকলেই ধর্ণা দিয়েছিলাম। তিন ঘণ্টা কেটে গেল কথায় কথায়। ওর ছেলে প্রণবের কাছে কয়েকটা বই ছিল, সানন্দে হাতছাড়া করলে। আসরে এসেছিলেন জ্যোৎস্না সিংহ। আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হোলো। তেল-চুকচুকে ফর্সা চেহরা। আমাদের মত বয়স হবে। মাথার চুল সব উঠে গেছে। ঘনঘন দামী সিগারেট "৫৫৫" "পাঁচ শ' পঞ্চাশ" টানছেন। শুনলাম ইনি মানবেন্দ্র রায়

www.pathagar.com

M.N. Roy এর সচিব ছিলেন। বর্তমানে আমেরিকান কনস্যুলেটে চাকরিতে আছেন। অনেকক্ষণ নানা কথা বলেছি, ভদ্রলোক শ্রোতা। একটু অস্বোয়াস্তি লাগল। প্রাচীন Royist বেশীর ভাগ Cultural Freedom ওয়ালা এবং মার্কিন এজেন্ট হয়েছিল সাম্যবাদ-বিরোধিতার নামে। Negative হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়ালে যা দাঁড়ায়, ওদেরও তাই হয়েছে। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে Cultural subversion-এর এরা ভাল দালাল হতে পারে। Pseudo-intellectnal-দের সব গুণ এদের কাছে। কিছু ধরতাই বুলি, আর পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছু 'স্নবারি' (ইংরেজী জানার ফল) এবং স্বদেশের প্রতি কৃত্রিম প্রেম (ঘৃণার আড়ালে) বিদেশীদের সহজ এজেন্ট এরা। দৈহিক সুখ কিছু এদের হন্যে করে তোলে–বিদেশী বেশভূষা আহারের অনুকরণের ফলে। সিংহ মশাইকে দেখে এসব মনে পড়ল। ভদ্রলোক শুধু চাকরি করেন, না আরো কিছু করেন, ঈশ্বরের জানা ভাল।

২১ আগষ্ট '৭৮

ভ্রাতা সালেক এবং সুপ-সম্রাজ্ঞী সুলতানার দাওয়াত। আরো অতিথি ছিলেন। অধ্যাপক সালাউদ্দীন এবং তার ধর্মপত্নী। অধ্যাপক শান্তিময় রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অমলেন্দু দে। সিপিআইয়ের বেণু ধর কেবল টিকি দেখিয়ে গেলেন। রাজনীতির আহ্বান (অর্থাৎ সভা) তিনি আহার পর্য্যন্ত রইলেন না। আলোচনার খাতে জোয়ার লেগে রইল। অধ্যাপক অমলেন্দু দের স্ত্রী মুসলমান এবং এ কে ফজলুল হকের নাৎনি। মুসলিম জীবন নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। বই লিখেছেন অনেকগুলো কেঁদো-কেঁদো কেতাব। বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তার হতাশা বহুৎ, যেহেতু প্রত্যাশা বহুৎ। তর্কে বিশেষ গেলাম না। পরিবেশ-ছাড়া প্রত্যাশা এমনই আঘাত হানতে পারে। শান্তিময় রায় চুপচাপ থাকেননি। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ শ্রোতার দলে, মেজবান সালেকের মত—অথচ উভয়ে বাক্‌পিয়াসী কম নন। একদম ষোল-আনা অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গীর উপর না গেলে বাঙলাদেশের রাজনীতির অন্ধকারেই হাতড়ে মরবে। কিছু বামপন্থী, অবিশ্যি বাঙলাদেশের, বর্তমানে মুসলিম লীগের চরম দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসে আছে। অধ্যাপক সালাউদ্দীনের দুঃখ হতাশাও তাই অনেক। মধুর সন্ধ্যা। বাঙলাদেশ পুরো মধুর হতে দিলে না। অমলেন্দু বাবু খবর দিলেন "পীস কোর" (CIA-র শাখা বিশেষ, সেখানে Ex-armymen দিয়ে অনুন্নত দেশের সমাজ-সেবা চালানো হয়, নাশকতার ভবিষ্যৎ প্ল্যান নিয়ে) এর কুড়ি হাজার সদস্য এখন বাঙলাদেশে কাজ করছে। ভারতবর্ষ থেকে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হোলো, বাঙলাদেশে তারা মেহ্‌মান। নেপথ্য বিষাদময়। সুলতানা বোনের সুপ এবং মাংস শুধু আনমনা রেখেছিল। আহারের পরও জটল্লা কম হয়নি। সালাউদ্দীন পূর্বে বিদায়

www.pathagar.com

নিয়েছিলেন। বাসষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত হেঁটে এলাম। অমলেন্দু বাবু '৪১' এবং শান্তি বাবু '৪৫' পঁয়তাল্লিশ ধরলেন। আমি স্থানীয়—পদাতিক। পুরাতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও অব্যাহত—হাঁটতে হাঁটতে মনে হোলো। মরিচাঝাঁপির দণ্ডকারণ্য-আগত উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করতে মার্কসবাদী সরকারও শক্তিপ্রয়োগ করবে, সংবাদ বেরিয়েছে। সত্যি করবে কী? হতভাগ্যের দল শরণার্থীর। কার পাপ কে প্রায়শ্চিত্ত করে? গভর্নমেন্ট বনাম মানবতার লড়াইয়ে কী হয়, দেখা যাক।

২২ আগষ্ট '৭৮

অল্প কাজ করতে পারলাম। ৬/৭ শ' শব্দ মাত্র। চিন্তাগুলো বাগে আনা দায়। ঠান্ডা লেগে চোখের কোণা ফুলেছে। বোরিক কমপ্রেস করতে কিছু সময় গেল। ছোটখাটো অসুখ আমার ভালই লাগে, বিকেলে গড়িয়াহাটা বাজার। সকালের রসদ খতম। বিস্কিট, আমুল দুধ ইত্যাদি কেনা গেল। এখানে এলে গ্রামের শশা, কলা পাওয়া যায়। একদম টাটকা। সেজন্যেই এদিকে ধাওয়া।

২৩ আগষ্ট '৭৮

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কাফ্রি-স্বাধীনতার অন্যতম পুরোধা মাউমাউ আন্দোলনের বীর নায়ক জোমো কেনিয়াটা কাল মারা গেছেন। মহান আত্মার বিদায় ঘটল আফ্রিকা থেকে। বয়স হয়েছিল ৮৪। কালের থাবা বহুদিন এড়িয়েছেন, বলা যায়। তোমার অমর আত্মার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা জানাই, বন্ধু।

বামফ্রন্ট সরকার শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। মরিচাঝাঁপি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে লড়ায়ে নামেনি। তারাও প্রস্তুত ছিল তীর-ধনুক নিয়ে। সরকারী পুলিশ ও কয়েক ডজন লঞ্চ ফিরে এসেছে। উদ্বাস্তুরাও ভারতীয় নাগরিক, যেকোন জায়গায় এদেশে বসবাসের অধিকার ওদের আছে। যদি অনাধিকার প্রবেশ করে থাকে কোন এলাকায়, তার জন্যে মামলা আছে, আদালত আছে। গোলাবারুদ ব্যবহার কেন?

যুগান্তরে খবর বেরিয়েছে, মন্দিরের সম্পদ লুণ্ঠনের ফলে বাঙলাদেশের সংখ্যালঘুদের দলে দলে বর্ডারের দিকে চলে আসছে। ওদের "Push back" করে দিচ্ছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বাহিনী।

ডান-চোখে অঞ্জুনি। নীচে ফুলেছে। গেলাম চক্ষুবিশেষজ্ঞ স্নেহাস্পদ ডাঃ দিলীপ গুহের নিকট। শুধু দেখে দিলে না, ওষুধও দিয়ে দিলে যেন আমার পকেটে টান না পড়ে। এই বয়সে ঋণের ঝুলি ক্রমশঃ ভারী হচ্ছে। আন্তরিকতার এই সব ঋণ পরিশোধের কোন সুযোগ থাকবে না।

www.pathagar.com

২৪ আগষ্ট '৭৮

বিকেলে সঞ্জীব সন্নিধানে। কিছু সমস্যা আলোচনা দরকার। পথে গা চুলকাতে লাগল। পৌঁছে দেখি হাতে পায়ে গায়ে আমবাত। ডাক্তারের ঔষধের প্রতিক্রিয়া। আলাপ আর এগোল না। আবার ফিরে দিলীপের কাছে। Sulpha drug আমি যেন ভবিষ্যতে আর ব্যবহার না করি—চিকিৎসক বলেছে। সমস্ত সন্ধ্যেটা মাটী হয়ে গেল, মাটীর দেহের জন্যে।

২৫ আগষ্ট '৭৮

লেখা এগোল না। সমস্ত উপন্যাসের কাহিনী ঝাপসা ঠেকে। তিন শ' শব্দও আজ ভাঁড়ারে উঠল না চার পাঁচ ঘণ্টা বসে। এমন আর কখনও হয়নি। কালকের শারীরিক জের। সন্ধ্যায় সালেক/সুলতানাদের বাড়ী। অধ্যাপক সালাউদ্দীন এবং তদীয় ল্যাংবোটসহ পরে ডাঃ অশোক বাগচীর কাছে কিছুক্ষণ। বাড়ী ফিরে আবু জাফর শামসুদ্দীনের পত্র পেলাম। ওর দুঃখ আমি বুঝি। কোন Confidant নেই। পাড়ায় সব বয়সী আছে, কিন্তু কথা বলার দিক থেকে জনহীন। সবই নিতান্ত গৃহী মানুষ। সামাজিক ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ফলে, শামসুদ্দীন নিঃসঙ্গ। যাদের বয়স অল্প তাদের সঙ্গে কথা বলা যায়, জুৎসই হয় না। বেচারার আমার সঙ্গে বহুক্ষণ কাটত জীবনের এই প্রান্তে। ও বঞ্চিত, আমিও বঞ্চিত। ওর শরীর বেশ খারাপ। সেটাই চিন্তার বিষয়। ওর পত্রে খবর পেলাম গত ৩ আগষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক ওয়ালীউল্লাহ সাহেব মারা গেছেন। মুসলিম লীগার ছিলেন। দেশবিভাগের পর মুসলিম লীগের নাম শুনলে ঘেন্নায় থুথু ফেলতেন। রাজনৈতিক সততা ছিল রোগা পাৎলা মানুষটির। সারা জীবন Scissor "কাঁচি" সিগারেট খেয়েছেন, অন্য সিগারেট ছোঁননি। তাও একটা রেকর্ড। নচেৎ বিড়ি খেতেন।

২৬ আগষ্ট '৭৮

কতো কাল পূর্বে ফরাসী বিপ্লবী Mirabeau (মীরাবো) বলে গিয়েছিলেন Little morality is enemy of the grand (La petit moralite est le enmitc de la gransd) ছোট নৈতিকতা মহান নৈতিকতার শত্রু। অনেক কাল পরে বৃদ্ধ বয়সে তা উপলব্ধি করলাম।

২৭ আগষ্ট '৭৮

যেন মাটী ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন মিসেস রহমান—আমার গৃহিণীর প্রিয় বান্ধবী। হোটেলে উঠেছেন। বড় ছেলে, ছেলের বৌ, দুই সন্তান এবং তার শাশুড়ী সহ। রাজারবাগ আমার কাছেও ছুটে এলো। বাড়ীর সবাই ভাল আছে। আরো

www.pathagar.com

খবর পেলাম অন্যান্য প্রতিবেশীদের। হোটেলে গেলাম মিসেস রহমানসহ বাকী অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে। ওরা রোববার, দোকানপাট বন্ধ দেখে, এয়ারকন্ডিশান্ড্ মার্কেটে গেছে। সেখানে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। কাল ওরা দিল্লী চলে যাবে সকাল বেলা। দুপুরে ফিরে উপন্যাস রচনায় মন দিতে পারলাম। আকাশচারীর নীড় থাকা উচিত নয়।... ঘণ্টা আড়াই কাজ করলাম। হাজার বারো শ' শব্দ মেহনতের ফল। শেষে শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। গোধূলির পূর্বে যখন কাজ ছাড়লাম। সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরোলাম। ঝিমঝিমানি কাটে না। হয়ত রক্তচাপে কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। আধ ঘণ্টা হেঁটে এলাম। অবসাদ গেল না। ফনুর চিন্তা আরো আমাকে অবসন্ন করে তুলল। মার প্রদত্ত এই জমানতের রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করে আসিনি। হঠাৎ আমি মরে গেলে, ওর কী হবে? সমস্ত বইয়ের কপিরাইট ওকে দিয়ে দিয়েছি। আর আছে বাঙলাদেশের মানুষ। তারা যেন ওকে দেখে।

২৮ আগস্ট '৭৮

সঞ্জীবের সঙ্গে সন্ধ্যা। কিছুদিন পূর্বে সঞ্জীব একটা প্রশ্ন তুলেছিল। সমাজতন্ত্রে যা ঘটে—ধীরে ধীরে রাষ্ট্র সব Social Service নিজের করায়ত্তে নিয়ে নেয়, তখন ব্যক্তি মানুষের Altruistic (পরহিতকাঙ্ক্ষী) Instinct কী দিয়ে Developed হবে? বর্তমান পুঁজিবাদের রাষ্ট্রে বসবাস করে তা মনে হতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যৌথ উৎপাদনের ধারা এমন যে Altruism তার বনিয়াদ। মানুষের বিবেচনা সমাজ-পটভূমি ছাড়া এগোবে না। অংশ এবং সমষ্টির বৈরিতা স্বতঃই গায়েব।... আরো একটি কথা সঞ্জীবেরঃ দ্বিজাতিতত্ত্ব এমনই জায়গায় মুসলমানদের টেনে এনেছিল তখন আর তারা Community নেই Nation হয়ে গিয়েছিল। তখন একমাত্র Socialist চিন্তাই দেশবিভাগ রুখতে পারত। কংগ্রেস-লীগের নেতাদের কাছে তা প্রত্যাশা করা চলে না, যদিও ব্যক্তিগতভাবে অনেকে যেমন সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। Multinational Platform ছাড়া আজও রেহাই নেই ভারতবর্ষের। নচেৎ প্রাদেশিকতা শিকার হয়ে বসবে ধীরে ধীরে। এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এদেশের প্রগতি ধ্বংস করে দিচ্ছে।

২৯ আগষ্ট '৭৮

সবলসিংহপুরের নিকটেই ত আছি, যদিও আড়াই শ' মাইল দূরে চলে গিয়েছিলাম। সকালে খিদিরপুর গিয়ে স্নেহভাজন জালালউদ্দীনের কাছে খবর পেলাম, আমার বাল্যসঙ্গী আব্দুস্ সত্তার গত হপ্তায় মারা গেছে, এই কলকাতায়। দারিদ্র্যের জন্যে লেখাপড়ায় আর এগোতে পারেনি গাঁয়ের মকতব শেষ করার পর।

www.pathagar.com

ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর পলিশের কাজ শিখেছিল। এই ক'মাস ওর ফ্রীস্কুল স্ট্রীটের কর্মস্থলে আর যেতে পারিনি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে দেখা করে এসেছিলাম। আর দেখা হোলো না। ওর লাশ গাঁয়ে নিয়ে গিয়েছিল সবাই। মারা যায় পিজি হাসপাতালে। করোনারি থ্রমবোসিস। ব্যাপারী পাড়ার আর কোন বাল্যসঙ্গী বেঁচে রইল না। রিজু, কলিম, নোভান, নুরু আগেই বিগত।

দুপুরে চতুরঙ্গ আপিসে। স্নেহাস্পদ মানিক মুখোপাধ্যায় বর্তমানে চতুরঙ্গের অভিভাবক (আতোয়ার-প্রয়াণের পর) আমারও অভিভাবক। মাঝে মাঝে চতুরঙ্গের পারিশ্রমিক অনেক দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে দেয়। বিনয়ী সাহিত্য-প্রেমিক এই দ্বিজ-সন্তানের আচরণে যে-কেউ আকৃষ্ট হবে। সম্পাদক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে অন্য এক চাকরি করতে হয়। ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ কম। ওরা দুজনে ভাল জুটি। "চতুরঙ্গ" মনে হয় 'মাৎ' হয়ে যাবে না আরো বহুদিন।

৩০ আগষ্ট '৭৮

"জন্মজন্মান্তর" ক্রমশঃ গঠন নিচ্ছে। কিন্তু আমার ভীতি কমে না। ছ-সাত শ' শব্দ গাঁথা গেল একত্রে। বিকেলে রণেশদার নিকট। সকলকেই পাওয়া একত্রে সৌভাগ্য। জ্যোতি দাশগুপ্ত মালদহ থেকে তখনই ফিরলেন। দর্শনের প্রেমিক সুনীল মিত্র ছিলেন। সন্ধ্যা আলাপ-আলোচনায় সব ক্লান্তি দূর করে দিল। পার্কে বেড়িয়ে এলাম রণেশ দাশগুপ্তসহ। বাড়ী ফিরে আবার লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে। একা একা বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। স্মৃতির পীড়ন এমন ধেয়ে এলো, স্বস্তি পেলাম না এতটুকু। চিন্তার পথে এসব কাঁটা। কোন রকমে খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

৩১ আগষ্ট '৭৮

বাদ্‌লা দিন। ভাদ্রমাস জানান দিচ্ছে। সারাদিন ঘরে। হাজার বারো শ' শব্দ ধরা গেল। এটুকুই লাভ। সন্ধ্যায় কোথাও বেরুতে পারলাম না। হাঁটার অভাবে শারীরিক অস্বোয়াস্তি। সন্ধ্যা কাটল-রফিকদের সঙ্গে। বেলা সাড়ে চারটে থেকে পারিবারিক স্রোতে গা-ভাসানো। রফিকের কিশোর সন্তান রুবা সরোদ শেখে। ছোটদের আসরে সন্ধ্যায় সে সরোদ বাজাল। তা কেন্দ্র করে কিছু সময় কাটল। আজও Exercise বন্ধ। শরীর রাখা দায় হবে। অন্ধকারে বোবা হয়ে বসে রইলাম।

১ সেপ্টেম্বর '৭৮

ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। কোথাও বেরুতে পারলুম না। দুপুর পর্য্যন্ত ৭/৮ শ' শব্দ লিখেছিলাম। পরে আজ চিন্তা এগোল না। আবহাওয়া উত্তাল আরো সন্ধ্যার পর। স্মৃতির পাথারে ডুবে রইলাম। নির্জনতা

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গতার ধাক্কায় অস্থির। তার হাত থেকে রক্ষা পেতে খতীবকে চিঠি লিখতে বসলাম। মারাঠী এই সুহৃদের মত কলকাতায় দু'এক জন সঙ্গে থাকলে বহু যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। মাসুদ সমাজকর্মী নানা ঝামেলার মানুষ। ওকে পাওয়াই দায়। সঞ্জীব দূরে থাকে। ছোট ভাইটা কাছে থাকলে অনেক কিছু সহ্য করা যেত। তাকে অসহায় ফেলে বিবেকের কাছে এই অপরাধের সম্মুখে আমাকে প্রতিদিন জবাবদিহি করতে হয়।

২ সেপ্টেম্বর '৭৮

দুপুরে বঙ্গবন্ধুকে এক সভায় দেখলাম। স্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল।... তাঁর অন্যতম ঘাতক আজ নিজের রাজনৈতিক বাজারে চালু করার ঢ্যাঁড়া দিয়েছে। অস্ত্রধারীরা রাজনীতিতে নেমেছে। এবার ওদের কবর খোঁড়া শুরু হোলো। অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো।..... লেখার টেবিলে চার-পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল সকাল দশটা থেকে। এক লাইন লিখতে পারলুম না। সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেল। "আঠার অধ্যায়" শুরুই হোলো না। কাল চেষ্টা করতেই হবে।

সন্ধ্যায় অশোক বাগ্‌চীর সঙ্গে। নজরুলের জনপ্রিয় গানের রেকর্ড বিষাদ মুছে নিয়ে গেল, ডাক্তারের সৌজন্যেঃ ওর রেকর্ডের ভাণ্ডার অঢেল। রুচি সর্বগ্রাসী Everything human. পরে/রণেশদার খোঁজে। মোনায়েম সরকার, এম, কে ধর, শিশির দাশ, জ্যোতি দাশগুপ্ত জোটে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত। লোডশেডিং-এর অন্ধকার বিকেল থেকে, কোন কাজ করার উপায় ছিল না।

৩ সেপ্টেম্বর '৭৮

সকাল লেক ট্যারেস। অধ্যাপক সালাউদ্দীনের সঙ্গে। ফেরার সময় ত্রিকোণ পার্কের মুখে প্রণবের সঙ্গে দেখা। ওর বাবা ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তিন মাসের জন্যে Visiting Prof. হিসেবে তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয় (মাদ্রাজ) যোগদান করতে চলে গেছেন। কাছে মনোজ বসুর বাড়ী। অনেক দিন সাক্ষাৎ নেই। পৌঁছে দেখলাম তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমার জন্য পনর বিশ মিনিট দেরী করলেন। ময়ুখের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটল, আরো বিশ মিনিট চা ও মিষ্টির সদ্ব্যবহারে। বাড়ী ফিরে উপন্যাসে হাত দিলাম। আজ পাঁচ শ' শব্দ লিখতে কোন ব্যাঘাত ঘটল না। অথচ কাল সারাদিন শূন্য। দুপুরের আহার। ঘুম।

সন্ধ্যা। আমি আলি এভিন্যু ধরে হাঁটতে বেরিয়েছি। "কোথায় চলেছেন?" হঠাৎ পিছু ডাক। ফিরে দেখিঃ সমরেশ বসু। সেও বায়ুসেবী। দুজনে হাঁটলাম, রাণী বিড়লা স্কুলের প্রান্ত-গুরুদাশ রোড পর্য্যন্ত। পুজোর লেখা সমরেশ শেষ করতে পারেনি। আনন্দবাজার এর উপন্যাস বাকী। কিছুক্ষণ দুজনে পথ-চারণার মধ্যে

www.pathagar.com

'গসিপ' Gossip করা গেল। অপ্রত্যাশিত সঙ্গী এবং সাক্ষাৎ কলকাতায়ই বোধ হয় মেলে। রাত্রে আরো তিন চার শ' শব্দ গাঁথতে পারলাম। গতকালের শূন্যতা পুষিয়ে যাওয়ার জন্যে নিশ্চিন্তে ঘুম ধরল।

"পতঙ্গপিঞ্জর" উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি 'চতুরঙ্গ' থেকে কেটে এক সমালোচকের কাছে বাঙলাদেশে পাঠালাম আজই।

৪ সেপ্টেম্বর '৭৮

ডাঃ সালাউদ্দীন ইতিহাসে ডকটারেট করেন। এখন দেখা যায়, স্ত্রীর কল্যাণে তিনি চিকিৎসক, অন্ততঃ ব্লাডপ্রেসার দেখতে পারেন। আমার রক্তচাপ দেখলেন ৭৫-১৬০। আর একটু বাড়া উচিত। ৭৫ থেকে ৮০। তিন ঘণ্টা মুক্ত মানবের সঙ্গ বড় ভাল লাগল সকালে।

বিশিষ্ট অফিসারের মুখ-জবানিতে জানা গেছে শেখ সাহেবের (বঙ্গবন্ধু) বাড়ীর Inventory (জিনিষপত্রের তালিকা) নেওয়া হয়। তখন বাড়ীর মধ্যে কোরান শরীফ, তসবিহ ইত্যাদি ধর্মীয় ক্রিয়াচারের সামগ্রী পাওয়া যায়। মীর জাফর মোস্তাক সেগুলো তালিকা থেকে বাদ দিতে বলে। অফিসার আর কী করবে? ধর্মের পাঁঠা মোস্তাক বাঙলাদেশের অধিবাসীদের কাছে প্রমাণ করতে লেগেছিল, বঙ্গবন্ধু মুসলমান কি না। ইতিহাসের আলোয় একদিন সব পরিষ্কার হবে। বিশ্বাসঘাতকদের বিচার দেশবাসী করবে বৈকি। মানবতার দুশ্‌মনগুলো ইসলাম আঁকড়ে বেঁচে যায়। হায়, হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ)।

সন্ধ্যা সালেক/সুলতানার সঙ্গে। পরে জ্যোতি-বিভা দাশগুপ্তদের আসরে অল্পক্ষণ।

৫ সেপ্টেম্বর '৭৮

ঈদের দিন। সংকীর্ণ স্বাজাত্যের (Indentity) গুহা থেকে বৃহত্তর স্বাজাত্যের পরিব্রাজক, হে বিক্ষুব্ধ হৃদয়, এগিয়ে যাও। "মানবতার আমি সদস্য" তাছাড়া আমার জন্যে আর অন্য কোন পরিচয় যেন প্রয়োজন না হয়।... অধ্যাপক সালাউদ্দীনের কাছে একদম প্রাতঃকালে। গড়িয়াহাটার মোড়ে ট্রাম বদলের সময় ইন্দু দিদির সঙ্গে দেখা ট্রামেই। তার মুখে শুনলাম ফণীদা (চক্রবর্তী) বাথরুমে পড়ে গিয়ে পায়ে ফ্রাকচার এখন শয্যাশায়ী। ৮০ বছরের এই... তরুণের সংবাদ শুনে খারাপ লাগল। অকুস্থলে পৌঁছে দেখা গেল, সালাউদ্দীন বেরিয়ে গেছেন। আরো হতাশ। দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণ ফুটে 'সুতৃপ্তি' রেস্তোরাঁয় ভাবলাম চা খাব, সিগারেটের নেশা মেটাব। ঢুকতে গিয়ে দেখলাম অধ্যাপক বেরিয়ে আসছেন। অপ্রত্যাশিত স্রোত বিপরীত। দুজনে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত ট্যাক্সিযোগে। পথে

www.pathagar.com

কথাবার্তা। পরে আমি ট্রাম ধরে ভায়া ওয়েলিংটন কলেজ স্ট্রীট। কফি হাউসের দিকে এগোতে দেখি, অধ্যাপক শান্তিময় রায়। ঈদের দিনের আলিঙ্গনের সামগ্রী পাওয়া গেছে বটে। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলাম। শোনা গেল, উনি দিল্লী হায়দ্রাবাদ বারানসী প্রভৃতি ঘুরে এখনই ফিরেছেন। সুটকেস "জাতীয় সংহতি"র আপিসে রেখে কফি বা চা খেতে বেরিয়েছেন। কী সমাপতন! অবিশ্যি আমি আর অবাক হই না। দুজনে কফি হাউসের দিকে। আজ বন্ধ। ফলে, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ভেতর বসন্ত কেবিনে। শ্রীশান্তিময় রায়ের সঙ্গে আধ ঘণ্টা। পরে দুজনের পথ দু'দিকে। আমি সঞ্জীবের নিকট। আত্মার এই আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ত এক উৎসব বিশেষ। আজ নতুন কোন দিন নয়। দু'ঘণ্টা কেটে গেল বাক্যে বাক্যে। সালেক-সুলতানার ডাকে তালবাগান লেনে। অধ্যাপক শান্তি রায় আছেন কিছুক্ষণ আগে থেকে। আছেন শ্রী বেণু ধর। আহারে-উৎসবে দুপুর বহুকাল পরে অতীত ঈদের দিন ফিরিয়ে দিলে। সন্ধ্যা দেবশরণ/পার্বতী দাশগুপ্তদের সদনে। অতীতের ঘটনায় অবগাহন। রাজনীতির কথা উঠল। Tactics শব্দটা এখন "চালাকির" প্রতিশব্দ। সুবিধাবাদীদের পক্ষে যুক্তির সমর্থন এখন সহজে আসে। Tactics ভীরু কাপুরুষকেও বাঁচিয়ে দেয়। দাশগুপ্ত একটি Tragi-Comic ঘটনা বলেছেন, লিখে রাখার মত। ১৯৪৬ সনে আগষ্ট মাসে দাংগার সময় গার্ডেন রীচে কেশোরাম কটন মিলে প্রায় সাত শ' ৭০০ উড়িষ্যাসী শ্রমিক মারা যায়। তাদের বাবুরা উপদেশ দিয়েছিল গেট বন্ধ করে বসে থাকো, নিরাপদ। কিছু হবে না। কুলীদের ঘরে আগুন লেগে গেল। দাংগাবাজরা পন্থা বদলেছিল। তখন কুলীদের না বেরিয়ে উপায় নেই। হতভম্ব এদিক-ওদিক যে যেদিকে পারে পালানোর চেষ্টা। পাঁচ সাত কোন রকমে দৌড়ে-দাঁড়িয়ে বেঁচে গিয়েছিল। পরে ওদের তিন চার জনকে জিজ্ঞেস করা হয় তোরা সাত শ' জন একত্রে লাঠি-সোটা ছাড়াই যদি বেরোতিস, তার সামনে ক'জন দাঁড়ানোর সাহস করত? সাত শ' লোকের জমাট স্রোত। তার শক্তি কত? জীবিত কুলী জবাবে বলেছিল, "আমাদের দোষ নেই। বাবুরা কৌশল করিথিলা।" অর্থাৎ বাবুরা কৌশল করেছিল।

৬ সেপ্টেম্বর '৭৮

দু'দিন থেকে বন্যার মর্মন্তুদ সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। আরামবাগ, খানাকুল অঞ্চলেও দুর্দশার অন্ত নেই। আমার নিজগ্রাম সবলসিংহপুর বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল একদা। গত আট বছরে বন্যায় চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। গ্রামে গেলে, দুঃখের বহর দেখে আর মন টেকে না। অথচ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা হয়েছিল এলাকাগুলো উন্নয়নে। সরকারী ঔদাসীন্য বছরের পর বছর কীভাবে অব্যাহত আছে?

ঈদের দিনের সকালের ঘটনা আবার হঠাৎ মনে পড়ল। ডাঃ সালাউদ্দীনকে

www.pathagar.com

ছেড়ে দিয়ে ট্রাম ধরলাম। রফি আহমদ কিদোয়াই রোড থেকে আবার ট্রাম ধরে কলেজ স্ট্রীটের উদ্দেশঃ সাংগুভ্যালি রেস্তোরাঁয় চা-পান। পরলোকগত বন্ধু শান্তি রঞ্জনের সঙ্গে কতো দিন গুলতানি করেছি। ঈদের দিনে আবার স্বর্গীয় পরমাত্মীয়কে মনে পড়বে। হঠাৎ এলিয়ট রোডে ম্যাক্‌লিয়ড স্ট্রীটের কাছে ট্রাম থেমে গেল। সামনে কী যেন পড়েছে। সাত আট মিনিট দেরী হবে। খবরের কাগজও নেই। অতএব চুপচাপ বসে থাকা। ডাইনে চোখ ফেরাই। ফুটপাথের উপর এক ভিখিরী রুগ্ন বালক উবু বসে আছে। গায়ে একটি হাফ-শার্ট। কী বিষণ্ন ওর মুখ। সামনে একটা ছেঁড়া কাঁথা। ঈদের উৎসব। মুসলমানেরা যে-যার ভাল লেবাস আজকের জন্যে বের করেছে। পরিষ্কার, রঙীন। রঙের কত খোলতাই গতরে। এমন কি মধুসূদনের লোয়ার সার্কুলার রোডের খ্রীষ্টান গোরস্থানের দেওয়াল সংলগ্ন ভিক্ষুক-উপনিবেশের অধিবাসীরা পর্য্যন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। এত আনন্দ কোলাহলের মধ্যে রুগ্ন বালক। একা। নিকটে কেউ নেই। অসহায়তার শিকার। এক নিষ্পাপ, অবোধ বালক। নিমেষে এত বিষণ্ন হয়ে পড়লাম। সারাদিন ওই দৃশ্যের বিভীষিকা আর আমাকে ছাড়বে না। পকেটে যা খুঁচরো পয়সা ছিল সব ফুটপাথে ছুঁড়ে দিলাম। পয়সার দিকে বালক হাত বাড়ালে না প্রথমে। আমার দিকে চেয়ে একটা হাসি ঝলকে দিলে। অপরিষ্কার দাঁতের সারিও মুখাবয়বে তার প্রলেপ। বুকের ভার নেমে গেল। ওই অবোধ হাসি কাল আমাকে সারাদিন চাংগা রেখেছিল।

সারাদিন ১২০০ শব্দ ভাঁড়ারে উঠল। বড় ক্লান্ত। গোটা সন্ধ্যা বনানী চৌধুরী/রাজ্জাক চৌধুরীর সঙ্গে। মাডাম চৌধুরীর জ্বর। ১০৪ উঠেছিল কাল। আজ ১০০ তে নেমেছে। তবু অতিথি সেবার খেলাপ করলেন না।

৭ সেপ্টেম্বর '৭৮

মাসুদ ফিরে এসেছে আজ কাঁহা-কাঁহা না চরে। ধড়ে আমিও আরো তাগদ পেলাম। খুব ক্লান্ত। তাই সন্ধ্যা অন্য সন্ধ্যার জন্যে মুলতবী রাখলাম। দিনে প্রায় দেড় হাজার শব্দ লিখেছি। দিনটা বড় ভাল গেলঃ বলময় এবং ফলময়। এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতে হয় হোস্‌না এবং বীণা—দুই অনুজাকে। ওরা শীতকালে চলার মত আড়াই টীন এরিনমুর তামাক (বঙ্গবন্ধুর প্রিয় তামাক) ও পাইপ পাঠিয়েছে। আর পাঠিয়েছে চার-চারটে পার্কার পেন্সিলের রিফিল। এক বছর লেখার সরঞ্জামের জন্যে চিন্তা নেই। দেহ আর মগজ ঠিক থাকলেই হয়।.... মাসুদকে অশেষ ধন্যবাদ। কারণ, সে-ই ত Bearer বা পার্শেল পিয়ন।

৮ সেপ্টেম্বর '৭৮

অর্থ প্রায় নীচের কোঠায় তা আর একটু থাকা উচিত। নচেৎ লেখার ব্যাঘাত

www.pathagar.com

ঘটবে। তাই বেরুতে হোলো। ফিরতে ফিরতে বেলা বারোটা। সকালটা বাজে গেল। উপন্যাসে হাত দিয়ে সময়ের অপচয়ের জন্যে আরো অনুতাপ বাড়ে।

বন্যার তাণ্ডব কিছু কমেছে। গাঁয়ের কোন খবর পাইনি। আমিনার ঘর, একটা দোতলা মাটীর ঘর। বানে কী করে গেছে, কে জানে? নিশ্চিন্তি আমার জন্যে যেন সারাজীবন ধরেই নিষিদ্ধ Banned.

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। ডক্টর বরুণ দে এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরফান হবীব এলেন। হবীব সাহেব বিখ্যাত প্রফেসার মহাম্মদ হবীবের পুত্র। ইতিহাসের লোক। ফর্সা-সুন্দর নরম চেহারা। শীর্ণ। কিন্তু তীক্ষ্ণধার চোখের দিকে তাকালে জানান দেয়। ডক্টর বরুণ দেকে কৃষ্ণ-পাঠান বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। শালপ্রাংশু নরদানব। দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর বরুণ বাবুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলাম। অধ্যাপক হবীব কোন মন্তব্য করলেন না। পরে জানা গেল, তখনও গায়ে জ্বর রয়েছে। তাই ক্লান্তির চোটে কোন কাজে এগোতে অক্ষম। ফলে, শুধু সাক্ষাতেই শেষ হয়ে গেল সন্ধ্যা। উত্থাপিত অগ্নি পর-মুহূর্তেই যেন নির্বাপিত। বড় ভাল লাগল দুই তরুণ অধ্যাপককে। কিছুদিন আগে দ্বিজাতিতত্ত্বের হিন্দু-প্রবক্তা রমেশ মজুমদারকে এক প্রবন্ধে পেল্লায় ঠোকা ঠুকেছেন বরুণ দে। নব্বুই বছর বয়স বলে বর্ষীয়ানের খাতির করেননি। দুই অধ্যাপকই মুক্ত মানব, ধর্মনিরপেক্ষতার বড় যোদ্ধা।

৮ সেপ্টেম্বর '৭৮

একটা ষ্ট্যাপ্‌লার দরকার ছোটখাট। কাগজ পত্র সামলে রাখা দায়। চিঠিপত্র গেঁথে দিতেও সুবিধে। কে আর এনে দেবে? চাঁদনী যেতে হোলো। ট্রামে বাসে নাকাল। ছোট মেশিন দু'টাকা বেরিয়ে গেল। গ্র্যানটিসিন ট্যাবলেট কিনলাম। পুঁটি লিখে পাঠিয়েছে। হেঁটে 'চতুরঙ্গ' আপিস গণেশ এভিন্যু। "পতঙ্গপিঞ্জর" উপন্যাসের শেষ কিস্তি বেরিয়েছে। ওদের ভৃত্য শুকুর চা খাওয়ালে। পরে মানিক মুখোপাধ্যায় এলেন। সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ঘুরে-ফিরে মানিকের এমন রুচি গড়ে উঠেছে যে আর কোথাও জীবিকার সন্ধান ওর পক্ষে সম্ভব নয়। চতুরঙ্গ বেরুবে-যতদিন মানিক মুখোপাধ্যায় সুস্থ আছেন। এই এক বিরাট সান্ত্বনা। কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কাটিয়ে। (চতুরঙ্গ ছাঁদা বেঁধে) ডেরায় ফিরে এলাম। দুপুর-বিকেল প্রায় এম্নি গেল। চার শ' শব্দ কুল্লে ধরতে পারলাম। সন্ধ্যায় জ্যোতি দাশগুপ্তের সঙ্গে। ব্লাডসুগার পরীক্ষার আয়োজন করা গেল।

১০ সেপ্টেম্বর '৭৮

সারাদিন বাইরে। উপন্যাসের কাজ বন্ধ। মাসুদের সঙ্গে ইতিহাস পরিষদের

www.pathagar.com

এক সেমিনারে শিশির রঙ্গমঞ্চে। 'ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিষয়বস্তু ছিল। তাই গিয়েছিলাম। কিন্তু এত অগণন বক্তার ভাষণ-পুনরুক্তি এবং অযথা বকবকানি ভরা—(তিন-চার জন বুদ্ধিমান পণ্ডিত ছাড়া যথা ইরফান হবীব, অসীম দাশ, বরুণ দে) যে বেলা দুটো পর্য্যন্ত খামখা নষ্ট। সেমিনারের পেছনে উদ্যোক্তারা Concious direction এর কোন বালাই রাখেনি। ফলে, বিতণ্ডা দিয়ে শেষ। অধ্যাপক মাহমুদ সভাপতি। তিনি নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-রচনা হয়, বিশ্বাস করেন না। বাঙালী আড্ডার কায়দায় সেমিনার। মাঝে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাসুদের মটোর সাঁতরে এলো। খেতে খেতে তিনটে। ঘুম হোলো না, শুয়ে রইলাম। সাড়ে চারটেয় রবীন্দ্রভারতী অভিমুখে। উত্তর কলকাতার শ্রীহীন চেহরা আরো দেখা গেল। রবীন্দ্র মঞ্চে, চেক-ছবি 'সাইলেন্ট ব্যারিকেড" দেখলাম। যুদ্ধের পটভূমি। অশেষ ব্যয় ও ধৈর্যে তৈরী ছবিটি। আমি বাঙলাদেশকে দেখছিলাম, নানা অতীত ঘটনাসহ। চোখের দিক থেকে ছবিটি মনে রাখার মত। তার বেশী কিছু গভীরে দাগ কাটে না। হঠাৎ ছবি শেষে দেখা হোলো স্বর্গীয় নৃপেন সেনের বোনের সঙ্গে। জামাই-মেয়ে সহ তিনিও এসেছেন। কাল আমার তোয়ালে লন্ড্রীতে দিয়ে এসেছি। আজই সকাল থেকে একটা বড় গামছা ব্যবহার করছি, নীপেনদা কটক থেকে এনে দিয়েছিলেন। ওদের ট্যাক্সিতে ইসপ্লানেড পর্য্যন্ত এলাম। কলকাতায় কোন সমাপতন আমাকে আর বিস্মিত করে না। কতো আত্মীয় চারিদিকে রয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বর '৭৮

সারাদিন রচনায়। বারো শ' শব্দ গাঁথা শেষ। রাত্রে কাজ করার ইচ্ছে ছিল, সাড়ে পাঁচটায় লোডশেডিং। তাই বেরুলাম। সালেক/সুলতানাদের সঙ্গে। অনেক পত্রিকা আহার করা গেল এবং নৈশ ভোজসহ। কাছেই জ্যোতি দাশগুপ্তর সঙ্গে একটা সিগারেট উপভোগ করে রাস্তায়। "After meal walk a while" শাস্ত্রবাক্য পালিত হোলো স্বচ্ছন্দে।

১২ সেপ্টেম্বর '৭৮

৭/৮ শ' শব্দ মাত্র দুপুর পর্য্যন্ত হাতে এলো। বিকেলে "যুগান্তর" আপিসে অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে। Time পড়লাম। ইরানের শাহ বর্বরতার চরমে গিয়েও মানুষকে দমিয়ে রাখতে অক্ষম। প্রতিবেশীদের লেখা থেকে ধরা যায়। ক্যাম্প ডেভিডে গাড়ীওয়ালা (Carter) বেগিন/সাদাৎ দালালীর শেয়ার নিয়ে ব্যস্ত দেখা গেল। পরে, অরূপ রুদ্রের বাড়ী। মাডাম দীপালি রুদ্র চা খাওয়ালেন। অধ্যাপকের পুস্তকমণ্ডিত নিরাভরণ গৃহে এসে বেশ একটা সাংস্কৃতিক আবহাওয়া পাওয়া যায়। পরে অল্পক্ষণের জন্যে সঞ্জীবের নিকট। মারাঠী বন্ধু খতীবকে ধন্যবাদ। ওর কুশল

www.pathagar.com

পাওয়া গেল। লম্বা চিঠি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়া গেল না। শিপ্রা আদিত্য, চন্দ্রমাধব বসু, নির্মল দত্ত সঞ্জীবের আসরে ছিল। বাকপিয়সী সঞ্জীবনী সঞ্জীব। তাই ওর হট্টমন্দিরে তীর্থযাত্রীর অভাব হয় না।

১৩ সেপ্টেম্বর '৭৮

টুকিটাকি কেনার জন্যে গড়িয়াহাটা বেলা বারোটার সময়। তার আগে শত পাঁচেক শব্দ থলির মধ্যে। জোর ছশ' হবে। দুপুর। আহার। ঘুম। বিকেলে মন বসল না। সঞ্জীবের খোঁজে। শিয়ালদ থেকে হেঁটে কলেজ স্ট্রীট অভিমুখে। বৃষ্টি নামল মাঝারি ধরনের। অগত্যা আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের কোণায় (মহাত্মা গান্ধী রোডের ক্রশিং) এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে চা খাওয়া গেল। অনেকক্ষণ প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বৃষ্টি থামল না, কমল। তখন রাস্তায়। সঞ্জীব এবং তার সহপাঠী চন্দ্রমাধব বসু ডেরায় হাজির। পরে এলো U.N.I. এর সাংবাদিক মহেন্দ্র বেদ। ঢাকায় ছিল এই সুদর্শন তরুণ '৭৩-৭৬ সন পর্য্যন্ত। আমারও পরিচিত। বাঙলাদেশের উপর বই লিখছে। তাই সঞ্জীবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। সঞ্জীবের Mathematical Training তাকে ঘটনা বিশ্লেষণে খুবই সাহায্য করে। তা ওর আলোচনায় ধরা পড়ে। নানা দিক থেকে সে যে কোন ঘটনার সত্যতা যাচাই করে। কথা উঠল ১৯৭০ সনে আওয়ামী লীগ সব Seat জেতা অর্থ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে Clash. তখন নেতৃত্ব বিপদ এড়ানো বা মুখোমুখি মোকাবিলার জন্যে কী করছিল? দিল্লী এবং ওয়াশিংটন শুধু তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। শেখ কী ওদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন? নেতৃত্বের স্বরূপ-যাচাইয়ে তা জেনে নেওয়া দরকার। মহেন্দ্রকে সঞ্জীব উপদেশ দিলে। আড়াই ঘণ্টা বেশ তপ্ত আলোচনার মধ্যে কাটল। নোট নিচ্ছিল মহেন্দ্র। জেনারেটর অবিশ্যি সঞ্জীব।

১৪ সেপ্টেম্বর '৭৮

কাজ এগোল না। দুপুর পর্য্যন্ত মাত্র ৪/৫ শ' শব্দ। বিকেলে মন বিকল। চিঠি লিখলাম, স্কটল্যান্ড-প্রবাসী, স্নেহাস্পদ মোজাম্মেল হককে। আরো চিঠি লেখা দরকার ছিল। কিন্তু তাগদে কুলোল না। সন্ধ্যায় সালেক/সুলতানার বাড়ীতে। এক কাপ চা খেয়ে গেলাম জ্যোতি দাশগুপ্তর খোঁজ নিতে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সত্যাগ্রহে নেমেছে গত হপ্তা থেকে। গিয়ে শুনলাম, বহু এ্যারেষ্ট। জ্যোতি দাশগুপ্ত অবিশ্যি। লাঠি-চার্জ হয়েছে। ইলা মিত্র ও অনেকে আহত। মার্কসবাদী সরকার পশ্চিমবঙ্গে। তার গাঁটছড়া বাঁধা প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের সঙ্গে। ভাসুরের সঙ্গে ভদ্রবধূর গুপ্ত পীরিত। ঘোমটা ঠিক আছে, তলদেশে বিবস্ত্র। Fraternal Party-র উপর হামলা বিচিত্র নয় কিছু।

www.pathagar.com

১৫ সেপ্টেম্বর '৭৮

গোটা দিন বৃথা গেল। চোখের ডাক্তারের পরামর্শে Blood-Sugar পরীক্ষা দরকার। জ্যোতি দাশগুপ্ত ব্যবস্থা করেছিলেন রক্ত নিতে আসবে তার ডেরায়। খাওয়ার দু'ঘণ্টা পরে আবার এই বিসর্জন। তাই বেলা ১১টায় আহার শেষে জ্যোতি-সমীপে। কাল সত্যাগ্রহে এ্যারেষ্ট—পরে মুক্ত—দাশগুপ্ত ছিলেন। রণেশদাকেও পাওয়া গেল। জ্ঞাণীগুণী সমাবেশে। এটুকুই লাভ। রক্তদানের পর ওখানে ঘুমালাম। সন্ধ্যায় বনানী চৌধুরীর সঙ্গে। লোডশেডিং। অন্ধকারে বাড়ী ফিরে কী হবে? মাসুদের সঙ্গে কাটালাম।

১৬ সেপ্টেম্বর '৭৮

দ্বিজাতিতত্ত্বের জাঁতার পেষাই ত শেষ হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার জিগীর এখন বাঙলাদেশের শাসকশ্রেণীর গদীরক্ষা কবচ। দু-ভাবে তা ব্যবহৃত। কোথাও সাম্প্রদায়িকতার শাসানি প্রকাশ্যে। কোথাও গোপনে। অন্য পথ—ইসলাম ধর্মের নামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার প্রসারে। যার ফলে, মানুষকে নিজের সংকীর্ণতার গণ্ডী যেন আর না পেরোতে পারে। এমন দিনে স্নেহাস্পদ নাজির আহমদ মাত্র একদিনের জন্যে হৃদরোগের শিকার বাল্যবন্ধু সেনকে দেখতে এসেছেন। পেছনে খরচের তোয়াক্কা করেননি। রীতিমত ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার, এমন সফর। ভবিষ্যৎ মানবতাদীপ্ত উপমহাদেশের এইসব Molecule-ই বর্তমানে সান্ত্বনা। আগামী দিনের পূর্ণ ছবি হয়ত দেখে যেতে পারব না। সেই ক্যানভাসের সামান্য আঁচড়ই আজ আমার কাছে বিশেষ আত্মিক অবলম্বন—নিজের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যে।

১৭ সেপ্টেম্বর '৭৮

বোঝা পথচলার প্রতিবন্ধক। বাড়ী থেকে এক করে একগাদা গরম কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছিল তিন বছরে। এ-গুলোর হেফাজত দায় বিশেষ। গোটা সকাল দুপুর চলে গেল সব রোদে দিয়ে তুলতে। লেখা বন্ধ। বিকেলে নাজির আহমদের বন্ধু-ভবনে। ওরা আবার আমার জন্যে থিয়েটারের টিকেট কিনে রেখেছেন।

সুতরাং আটক পড়ে গেলাম। বাদল সরকারের "যদি আর একবার" নাটক। প্রযোজনা অভিনয় খুবই ভাল। কিন্তু এই জাতীয় নাটক আমাকে স্পর্শ করে না। জীবনের অর্থহীনতার দিকে টেনে নিয়ে যায়, ট্র্যাজেডি ফুটিয়ে না তুলে, এবং তার জন্যে প্রাগৈতিহাসিকতার প্রলেপ নেপথ্যে রাখা—আমার কাছে প্রায় Senseless মনে হয়। মাঝে মাঝে হাসির খোরাক যথেষ্ট। সঙ্গে বন্ধুবান্ধব। সওয়া দু' ঘণ্টা সহজে কেটে গেল। শাঁওলী মিত্র প্রায় মায়ের প্রতিচ্ছবি বিশেষতঃ বাচনভঙ্গীতে। নাজিরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হোলো। কাল সকালে তার শহর ত্যাগের দিন।

www.pathagar.com

১৮ সেপ্টেম্বর '৭৮

Blood sugar এর রিপোর্ট পাওয়া গেল। High Normal বহুমূত্র নেই। তবে চিনি বা মিষ্টি কম করে দেওয়াই ভাল। রণেশদার সঙ্গে সকাল। দুপুরে ঘুম। বিকেলে কাজে বসলাম। এক লাইন লিখতে পারলাম না। সন্ধ্যায় লোডশেডিং। মাসুদের সঙ্গে অন্ধকারে Chatting নিয়ে সময়-হত্যা।

১৯ সেপ্টেম্বর '৭৮

বিশ্বরঞ্জন সেন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট। কিন্তু সেখানেই তিনি আবদ্ধ নন। সমাজ সচেতন এবং Well-informed ব্যক্তি। সকাল এগারোটায় ওঁর কাছে যেতে হয়েছিল। নাজির তুর্গেনিভের Dead Souls ক্রয়কারী চরিত্রের বিপরীত। সে যেন Living souls এর খরিদ্দার। ওর চিঠি পেয়ে তা আরো টের পেলাম। হৃদয়ে Samaritan সে। কিন্তু আমাদের ত ক্রীতদাস হওয়ার উপক্রম।... মাডাম সেন আমাকে পার্ক সার্কাস পৌঁছে দিলেন। সন্ধ্যায় সঞ্জীবের সঙ্গে। লোডশেডিং। অন্ধকারে তিন ঘণ্টা। রণধীর দাশগুপ্ত তৃতীয় সঙ্গী। ভ্যাপসা গরমে কোন কথা জমল না। সঞ্জীব মনোভঙ্গীতে খ্রীষ্টান। 'Pity' না থাকলে কোন লেখা তাকে বিচলিত করে না। আর তার প্রীতি—শুধু Action-এর সাহায্যে যদি Psychological আবহাওয়া তৈরী থাকে—এমন রচনার প্রতি। হোমার এইক্ষেত্রে প্রায়-চরম নিদর্শন। এমনতর কথা কম হয়নি। কিন্তু গরম এবং চেয়ারে ছারপোকা আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। কোন দিন এমন হাল্লাক হইনি এখান থেকে যেতে। বাসা ফিরে নোট পেলাম স্নেহাস্পদ ডাঃ মোজাম্মল হকের। সে স্কটল্যান্ড ফিরে যায়নি। হোটেলের ঠিকানা দিয়ে গেছে।

২০ সেপ্টেম্বর '৭৮

সকাল সাড়ে সাতটা হোটেল অভিমুখে। উনিশ বছর পরে মোজাম্মেলের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লাম। সঙ্গে মেয়ে তুহিন এসেছে। বড় ছেলে Pablo এখন পুরো civil engineer. সে লন্ডনে থাকে। তুহিন Bio-chemestry তে ডিগ্রী করেছে। ওসমান জামাল এবং তার আলসেমির খবর পাওয়া গেল। কথায় কথায় দুজনে আত্মমগ্ন। দু'দশক পরে। (আর এক বছর বাকী) সাক্ষাৎ। কথার কোন অপরাধ নেই।

২১ সেপ্টেম্বর '৭৮

মোজাম্মেলের হোটেলে। সকালে টিপটপ বৃষ্টি ঠেলে দশটার পর তুহিনকে মার্বেল প্যালেস দেখানোর জন্যে যাত্রা। ঊনবিংশ শতাব্দীর জমিদারদের এই কীর্তি রুচির ক্ষেত্রে নমস্য। বিদেশী চিত্রশিল্পের প্রতি তাদের অনুরাগ বিস্ময়কর।

www.pathagar.com

শোষণের ভিত্তি এখানে বড় কথা নয়। বহু জমিদার ত শুধু শোষণই করে গেছে, রুচির শিকড় রেখে যায়নি, সেদিন থেকে চোরবাগানের মল্লিকদের অবদান মনে রাখার মত। কিন্তু যাত্রা নাস্তি, বিষ্যুৎবারে প্রদর্শনী বন্ধ থাকে। হতাশ। তিনজন ফেরার সময় বিশ্বভারতী ম্যুজিয়ামে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কক্ষে ঢুকে অস্বোয়াস্তি অনুভব করলাম। স্মৃতির হুল্লোড়। রোগ শয্যায় যখন কলকাতা আলোড়িত, মৃত্যুসংবাদ বয়ে এনেছিল আমার কাছে কবিবন্ধু আবুল হোসেন। সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে দুজনে রাস্তার ঘুরে ঘুরে শেষে প্রেসিডেন্ট কলেজ গেটের রেলিঙ ধরে কবির শেষ মহাযাত্রা দেখলাম। অতীতের ধাক্কায় আনমনা। আগে দেখেছি আবার ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এক কামরার ছাদ ছুঁয়ে পানি পড়ছে। প্রদর্শিত সামগ্রী নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। দু' কামরার এই অবস্থা। অবহেলা হেতু কী? রীতিমত তেতো মেজাজ নিয়ে বেরোলাম। পরে তিন জনে কফি হাউস—চিত্তরঞ্জন এভিন্যুয়ের আস্তানায়। মোজাম্মেলের সফরী-চেক ভাঙানোর দরকার ছিল। গ্রীন্ডলে ব্যাঙ্কের কার্যদক্ষতা এমন জানা ছিল না। নীচের অফিসারেরা ফিরিয়ে দিলে, বিভাগ বন্ধ। ম্যানেজারের কাছে, নাছোড় মোজাম্মেল। ক্ষাত্র-তেজ দেখাতে ভদ্রলোক ব্যবস্থা করে দিলেন। কেউ কাজ করে খাওয়ার পক্ষপাতী নয়। গোটা উপমহাদেশে একই চিত্র। মোটা বেতনের অফিসারদের নৈতিকতার বহর এমনই পর্য্যায়ে নেমেছে। নীচের দিকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু উপর দিকে? পরে মোজাম্মেল দুহিতাকে ম্যুজিয়াম দেখাতে নিয়ে গেল। আমি ডেরা পানে। স্নেহাস্পদ কলকাতা এসেছে শুধু আমার সঙ্গে সাক্ষাতে। ওর প্রাণের আকর্ষণ অভিভূত করে রাখবে, অস্বাভাবিক কী? দু'দিন উপন্যাস-রচনা বন্ধ।

২২ সেপ্টেম্বর '৭৮

সকাল মোজাম্মেলের হোটেল। মরহুম বন্ধু ফজলুল হকের সহপাঠী বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রধান শ্রীপ্রীতীশ দত্ত এলেন। বহুৎ অতীত কাহিনী সঙ্গমে তিন জনে। পরে আমরা দুজনে বিদায় নিলাম। ট্রামে প্রীতীশ বাবু ও আমি বালিগঞ্জ ষ্টেশন পর্য্যন্ত একত্রে নানা কথার সঙ্গী। বিকেলে পাঁচটায় এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে তুহিন ও মোজাম্মেলের সঙ্গে। শান্তিগোপালের যাত্রা অপেরা থিয়েটার মিশ্রিত "ক্রীতদাস" দেখার বাসনা। হাউয়ার্ড ফাষ্টের Spartacus বই অবলম্বনে পালা রচিত। বড় Melodramatic এবং অকারণে দীর্ঘ (সওয়া তিন ঘণ্টা লাগে) Form অতি loose—যাত্রা মনে কোন দাগ কাটল না। যদিও নাটকীয় মুহূর্তে অভিনয় গুণে বেশ দোলা দিচ্ছিল। বর্ণে অষ্টিক বাঙালী। ভাবপ্রবণতা যেন তার রক্তে। নচেৎ এই জাতীয় হ-র-ল-ব-য-য় উন্মত্ত কেন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ?..... যাত্রা শেষ হোলো রাত দশটায়। মোজাম্মেল ও তুহিনের কাছ থেকে বিদায় নিতে

www.pathagar.com

হোলো। কাল সকালে সাতটায় ওরা ঢাকা চলে যাবে।

২৩ সেপ্টেম্বর '৭৮

দশ বছর পরে বন্ধুবর তারাপদ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাতে বেলগেছিয়া। চাটগাঁ থেকে কলকাতা এসেছেন, খবর পেয়েছিলাম। শ্রীতারাপদ ঘোষ একমাত্র হিন্দু যিনি পাকিস্তানী সৈন্যদের শাসানির মুখে তর্ক করে '৭১ সনে লড়ায়ের সময় আর দেশ ছাড়েননি। নিজের জায়গায় ছিলেন অনড়। বুকে রাইফেল ঠেকালে তিনি বলেছিলেন, "এই আমার দেশ এবং তা পাকিস্তান। আমি হিন্দু হতে পারি, কিন্তু দেশ আমি ছাড়ব না।" '৭১ সনে তিনবার সৈন্যদের নির্যাতনের মুখ্যে নতি স্বীকার করেননি। অসীম নৈতিক সাহসের অধিকারী এমন বিরল আত্মার সঙ্গে দশ বছর দেখা হয়নি। খবর পেয়েই ছুটলাম। ওর দাদা ও আরো আত্মীয় এখানে আছেন। বর্তমানে দাদার বাসায় উঠেছেন। গোটা পরিবারের সঙ্গে আলাপ হোলো ৩/১ বাইচরণ সাধু খাঁ রোডের বাড়ীতে। শ্রীঘোষের সুবাদে নাতি-বৌ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। বহুৎ রসিকতা করা গেল সবিতা নাতবৌর সঙ্গে। চা খেয়ে ঘোষকে নিয়ে অচ্যুতদার (সাহা) এ্যান্টনী বাগানে এসে পৌঁছলাম। শুধু স্মৃতির জট-উন্মোচন। আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল। শ্রী তারাপদ বাঙলাদেশের একজন অকৃত্রিম নাগরিক যেহেতু দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক। শীর্ণ কলেবর। কিন্তু ঈমান বড় শক্ত এবং পেশল। সাহা-ঘোষ সংলাপে রত রইলেন। আমাকে দুপুরে বিদায় নিতে হোলো। অন্য কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।... সন্ধ্যায় সুবীর দাশগুপ্তের সঙ্গে আলাপ হাসি দাশগুপ্তার চায়ের আপ্যায়নে। দম্পতির নিকট ঋণ বড় বেড়ে যাচ্ছে। দুজনেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রইলেন—নির্বাসিত জনের ব্যাপারে।

২৪ সেপ্টেম্বর '৭৮

ডিপ্লোম্যাট বিদেশ চলে যাবে। ওদের কল্যাণে সাক্ষাৎ ঘটল। আবার কবে দেখা হয় কে জানে। সন্ধ্যায় জ্যোতি দাশগুপ্তের সঙ্গে। এখন বাড়ীঘরদোরের উপর Investment বাড়ছে। দাশগুপ্ত মশাই মার্কসের দূরদৃষ্টির কথা উল্লেখ করলেন। দার্শনিক লিখেছেন যে শিল্পপতিরা যখন দেখে যে Industrial expension আর সম্ভব নয়, তারা Trade ও Commerce এর দিকে ধায়। যখন সে পথও সীমিত হয়ে যায়, তখন ছোটে জমির দিকে। মার্কসের নিরীক্ষা এখন ভারতে ষোল আনা ঘটে।

২৫ সেপ্টেম্বর '৭৮

সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে। আমার সদ্য-প্রকাশিত গল্প "পঞ্চস্বর" গল্পের তুমুল সমালোচনা করলে বন্ধুবর। অমন মণ্ডন-আকীর্ণ ভাষার জালে সব ঢাকা পড়ে

www.pathagar.com

গেছে। সঞ্জীব বললে, "যখন আত্মা অতি সন্নিকট, তখন দুজনেই নির্বাসন হতে পারে। এত অলঙ্কার আর প্রয়োজন হয় না। যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের নানা ছল-চাতুরী দরকার হয়। আপনি তা করবেন কেন? একদম সরল ভাষায় নামুন। গল্পটা Dream-stuff. সেখানে Object দিয়ে আবহ গড়ে তোলার কথা। আপনি ভাষার আবরণ, অন্তরালে কেন আশ্রয় নিলেন?" এই জাতীয় ধারায় সঞ্জীবের সংলাপ চলল। আমি প্রতিবাদ করলাম না। ওঁর উক্তি সবই সরল প্রাণের প্রতিধ্বনি এবং বহু বিদ্যাচর্চার ফল। ভাষার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী কিছু বদলানো দরকার। তাই প্রতিবাদের কোন সুযোগ ছিল না। শিপ্রা আদিত্য ও চন্দ্রমাধব ঘোষ আমাদের বহস পাশে বসে উপভোগ করছিল। পরে ওরা চলে গেল। আমরা দুজনে কফি হাউসে ঢুকে আরো বাকি ব্যয় করলাম। সঞ্জীব সদ্য সঞ্জীবনী। আমার এই পুরাতন মন্তব্য পুরাতন হবে না কখনও।

২৬ সেপ্টেম্বর '৭৮

সকালে জওয়াদ করিমের নিকট। বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পরে সাগর সেনের হোটেলে। বাঙলাদেশের এই রিফিউজীর কিছু বিত্ত ছিল, তাই হোটেলেই কাটিয়ে দিচ্ছে। অনেক খবর পেলাম, আওয়ামী লীগ দু-ভাগ হওয়ার পর কী রূপ নিয়েছে। লাম্পট্যের জন্যে বঙ্গবন্ধুর আমলে চাকরি গিয়েছিল মন্ত্রীটার। এখন নেতা। মিলিটারীদের গোপন দোসর। তবে আখেরে টিকবে না। লোকটার কাছে তা অজ্ঞাত। মূর্খদের হাল এমনই হয়। দুপুরে ফিরে এলাম। গত দশ দিন উপন্যাস লেখা বন্ধ আছে। কিছুই আর ভাল লাগছে না। সন্ধ্যায় মাসুদের কাছে গেলাম। সে বেরুচ্ছে। অতএব হতাশ... লেখাপড়া আজ নাম মাত্র। এইভাবে দিন চলে যাচ্ছে।

২৭ সেপ্টেম্বর '৭৮

সকালে বন্ধু তারাপদ ঘোষের নিকট যাওয়ার কথা। কারণ তার নাতি-বৌ সবিতার ব্রেকফাষ্ট আহারের কথা। কিন্তু ভোর থেকে বৃষ্টি....বৃষ্টি। রাস্তা ঘাট ডুবে একাকার। গৃহবন্দী। একটা পুরাতন লেখা গল্প পালিশ করলাম সারাদিন ধরে। আর কোন কাজ হোলো না। বৃষ্টির চোটে এক দিকের বিছানা ভিজে গেছে। জানালার ছিটকিনি বন্ধ করা যায় না। বইপত্র সরিয়ে মোটামুটি ঘুমোনো গেল। তার আগে বিজলী গেল। ফিউজ হয়েছে কোথাও। দেশলাই কাছে নিয়ে শুলাম। রাতে উঠতে মোমবাতি জ্বালাতে হবে। বৃষ্টি আর দমকা বাতাস সমান বেড়ে চলতে লাগল। ঠান্ডায় সাত ঘণ্টা ঘুম। এমন বহুদিন হয়নি। অবাক লাগল। পাঁচ ঘণ্টা আমার Quota কোটা।

www.pathagar.com

২৮ ডিসেম্বর '৭৮

বৃষ্টি-ঝড়ের কামাই নেই। তারক দত্ত রোড কখনও ডুবতে দেখিনি। সেখানে এক হাঁটু জল। আমির আলি এভিন্যুয়ে এক কোমর। এইভাবে গোটা কলকাতা বিপর্য্যস্ত। বেতারে শুনলাম, খিদিরপুর এলাকায় বিশ হাজার বস্তীবাসীদের অন্যত্র সরানো হয়েছে। দুঃখের পেয়ালা ঠোঁটে কোটী কোটী মানুষ এদেশে জন্মায়। কোন দুঃখই আর আমাদের তেমন দুঃখ দিতে পারে না। অমানুষিকতার পর্য্যায় এইভাবে এগোয়। ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে বসে রইলাম চুপচাপ। বাঙলাদেশে কী হচ্ছে জানতে পারলাম না। ছোট ট্র্যানজিষ্টার খানা নষ্ট হয়ে আছে।.... সিগারেট নেই। বাতি পাব না কাল পর্য্যন্ত। তাই লুঙ্গি পরে বেরুলাম। ছাতা মাথায়। কারণ বৃষ্টির কামাই নেই। তারক দত্ত রোডে জল ঢুকেছে। তবে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত। সে পথে ষ্টোর থেকে মোমবাতি-সিগারেট কিনে "হাউজিং এষ্টেটে" ঢুকে পড়লাম। প্রভাদের বাড়ী। জামাই বিজয় শ্রীবাস্তব উত্তর প্রদেশের ছেলে। কিন্তু "মুক্ত মানব।" অন্ধতা নেই চিন্তার ক্ষেত্রে। বিজয়ের বাড়ীতে চা খাওয়া গেল। খবরের কাগজ কেনা গেল। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ওরা রাখে। তার সঙ্গে 'দেশ' পত্রিকাও পেলাম। দেড় ঘণ্টা ওদের সঙ্গে। ওদের কচি দু'বছরের রুরু (আমারই দেওয়া ডাক-নাম) ভাল নাম প্রবাহন শ্রীবাস্তব তাও আমার রাখা)কে নিয়ে রসিকতা ত আছেই। কাগজে দেখলাম, খানাকুল থানায় আবার বন্যা এসেছে দামোদর ভ্যালি থেকে পানি ছাড়ার ফলে। সবলসিংহপুর কেন ওই এলাকার গরীব মানুষগুলোর দুর্দশার সীমা থাকবে না। ফসল ত শেষ। আশ্বিন মাসে বন্যা। থোড়-যুক্ত ধান গাছ ধ্বংস না হয়ে পারে না। ভাগ্যহত দেশে জন্মেছিলাম প্রকৃতির মার, মানুষের মার—দুই জুলুমই সওয়া অভ্যেসে পরিণত। তাই ওই চিন্তা থেকে পালিয়ে বাঁচলাম এক প্রবন্ধ-পাঠের মাধ্যমে। এসব লেখার জন্যে খামখা পৃথিবীতে আসা। প্রৌঢ় কালে হতাশা ছাড়া আর কিছু সম্বল রইল না। বিজলী নেই। মোমবাতি সম্বল। পুরাতন গল্প পালিশ করলাম। তারপর অন্ধকারে বসে থাকা। এক চিন্তা বিছানা ভিজে গেছে। জানালা-পথে বিষ্টির ছটা। কোন রকমে শোয়া। ঘুম হোলো কিন্তু জোর। আজও Quota ছাপিয়ে। উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা মাঝে মাঝে এমন সাহায্য করে বৈকি।

২৯ সেপ্টেম্বর '৭৮

জল পেরিয়ে টেলিফোন করতে গেলাম। দেবশরণ দাশগুপ্তকে পাওয়া গেল ওদের নীচের তলা ডুবে গেছে। ফার্ন রোডে স্কুলের এই অবস্থা। এক বুক জল পেরিয়ে বাজার থেকে এই মাত্র ফিরেছে। লেক এলাকার শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেন দ্বীপে বন্দী, ফোনে জানালেন। গোটা কলকাতার বাসিন্দা নাজেহাল। বস্তী এলাকার দুর্দশা সংবাদপত্রে যা আছে, কল্পনা করতে চাই না। আমার লাইন এখানে

www.pathagar.com

'ফিউজড'। মিস্ত্রী ডাকার উপায় নেই। কারণ, পাড়ায় এখনও বিজলী আসেনি। টেলিফোন লাইন অনেকের চুপ। তাই আরো কিছু জনের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রইল। খিদিরপুরে টেলিফোন করে জানলাম, গ্রামের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। তিন হপ্তায় দু'বার আঘাত। গ্রাম এবার মুখ থুবড়ে পড়বে।

৩০ সেপ্টেম্বর '৭৮

রোড তারক দত্তের এক দিকে জল নেই। ট্রাম চলছে শুধু '২০' নম্বর। তারাপদ ঘোষের খোঁজ নিতে হয়। একটা বাস (৪১) পেলাম। ভুল বাস। পার্ক সার্কাস ময়দানে শেষ। নেমে পড়লাম। তখন শামসুল হুদা রোডের মাঝামাঝি। অনেক হাঁটতে হয়। আবার "৪১" বাস ধরে পার্ক সার্কাস ময়দান আসব, পথে গণ্ডগোল। বাস এগোতে দিচ্ছে না। নেমে হেঁটে জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে। তিনদিন স্নান নেই। আপিস-আবাসে এক হাঁটু জল। কোন রকমে সব প্রেস কর্মচারীদের প্রায়-অভুক্ত অবস্থার সহযোগিতায় আজ "কালান্তর" বেরিয়েছে। জল ছিঁচে কোন রকমে মেশিন বাঁচানো হয়। আসার সময় যানবাহনের অসুবিধায় পড়ব। তাই আর বেলগেছিয়া যাওয়া হোলো না। মোনায়েমের খোঁজে এস. কে ধরের বাড়ী। সে ও সঞ্জীব একত্রে আটক ছিল কলেজ স্ট্রীটে খোঁজ পাওয়া গেল। ধর-মশায়ের বৌদি বড় যত্নের সঙ্গে চা ও মুড়ি খাওয়ালেন। ওদের বাড়ীতে জলের অভাব। জলমগ্ন আবাস। আরো অতিথি ছিল সকাল পর্য্যন্ত। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে দূরদর্শনে একটা ফিল্ম "নগর-দর্পণে" দেখলাম। ফিল্ম নিমিত্ত মাত্র। মুখ্য আমাদের নিজেদের আলাপ-সংলাপ অথবা প্রলাপ।

ঘরে আলো নেই। মোমবাতি সহায়। বিছানা ভিজে গিয়েছিল। এক রকমের দুর্গন্ধ। রাত্রে ঘুমোতে বেশ কষ্ট হোলো। শেষে নাকে নারিকেল তেল দিয়ে তবে রক্ষা পাই।

১ অক্টোবর '৭৮

সকালে বেলগেছিয়া। তারাপদ বাবু কাল চলে গেছেন। কর্তব্যের গোলাম। মিটিং আছে। তাই আর থাকতে পারেননি। ওর অগ্রজ বিষ্ণুপদ বাবু অবসরপ্রাপ্ত। তেত্রিশ বছর এক ফুসফুস নিয়ে বেঁচে আছেন। রব ভাই বেঁচে ছিলেন ২২ বাইশ বছর। নাতি-বৌ সাবিত্রী ঘোষের ভাইঝি রত্না ফ্রেঞ্চ টোষ্ট ও সন্দেশ দিয়ে অতিথি সৎকার করলেন। পথে কাজল-কল্যাণের বাড়ী ঢুঁ মারলাম। নাটক পাগলী কাজল ভয়ানক-ভাবে মেতেছে একটা বই মঞ্চস্থ করতে। ওদের বাড়ী থেকে সঞ্জীব সমীপে। ওদের দুরবস্থার কথা শুনলাম। তবে সঞ্জীব সদাতোষ ব্যক্তি। জীবনের সঙ্গে আশ্চর্য্য সখ্য পাতিয়েছে। শারীরিক কৃচ্ছ্রতা ওকে আদৌ খর্ব করতে পারে না,

www.pathagar.com

কি শরীর কি মনের দিক থেকে। বিকেলে বিজলীর বন্দোবস্তে মিস্ত্রীর খোঁজে হন্যে। কতো রকম ভাবে না এই বয়সে সময়গুলো গেল। শেক্সপীয়ারের ভাষায় ঃ I wasted time now time wastes me.

২ অক্টোবর '৭৮

গড়িয়াহাটা। দুপুর। গৃহিণীর জর্দা দরকার। আর এক দৌহিত্র এসেছে পৃথিবীতে। ডাক নাম রাখলাম রূপেন, (Rupen)। ওর জন্যে Baby suit উপহার কিনব। মাসুদ, জলীরা কাল ঢাকা যাবে। পকেটে-প্রাণে লড়াই একই ভাবে বহাল রইল সেই কিশোর কাল থেকে। আজ আরও টের পাওয়া গেল।

বন্যার যা মর্মন্তুদ সংবাদ এসেছে এবার আমাদের খানাকুল এলাকার দুর্দশা সব কালের রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। দুঃখ দেখার ভয়ে সবলসিংহপুর যাইনি দু'বছর। এবারও পেছিয়ে দিতে হবে। কী দেখতে যাব? ছেলেবেলার বর্ধিষ্ণু এসব গ্রামগুলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এবারকার বন্যা মানুষের নির্বুদ্ধিতাজাত। DVC-র Planner-রা কী ভবিষ্যৎ কিছু ভাবেননি? ...রাত বারোটার সময় নীচে কড়া নাড়ার শব্দ এবং কথাবার্তা। কী হোলো? তাই তিনতলা থেকে নীচে নামলাম। সন্ধ্যা কেটে ছিল মাসুদের সঙ্গে মায় আহার পর্য্যন্ত। রাত্রি এগারোটা তক্। ক্লান্তি প্রচুর। তবু নেমে এলাম। ওদের এক আত্মীয় যুবক এসেছে গাঁ থেকে। সে একদিন পূর্বে দুঃসাহসের উপর নির্ভর করে গ্রামে গিয়েছিল। বন্যার এমন অত্যাচার শত বছরেও হয়নি। মাটীর ঘর একটাও নেই। পাকা বাড়ী আছে–এখন আশ্রিত লোকজনে বোঝাই। দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী শুনে কী হবে? অপমৃত্যু এবং অস্তিত্ব-জীয়োনোর সংবাদে বোঝাই গোটা এলাকা। অনেক রাত্রে ঘুমোতে গেলাম। একটানা পাঁচ ঘণ্টা। ক্লান্তির চোট (রাতে একবার ওঠার অভ্যেস) সব ভণ্ডুল করে দিয়েছিল।

৩ অক্টোবর '৭৮

মাসুদকে বিদায় দিতে সকাল আটটায় ওর বাড়ীতে। নানা দুর্বিপাক। তার মত শুভাকাঙ্ক্ষী তিন হপ্তা থাকবে না। অস্থির মন শান্ত হওয়ার বিরোধী। ওদের ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে তাই জ্যোতি দাশগুপ্তের নিকট। যৌথ জীবনের তপস্বীদের সংস্পর্শ এমন দিনে ঢের বেশী লোভনীয়। রণেশদা দক্ষিণেশ্বরে আটক পড়েছিলেন, ফিরেছেন। সকালে ওদের সংসর্গ সত্যি অনেক আনমনা করে দিল। দুঃখ ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে ক্রমশ ভারী হয়। বৃহত্তর পটভূমি তাকে হাল্কা করে তোলে। সংবাদপত্রে এত হৃৎবিদারক ঘটনা। বন্যা-কবলিত অসহায় জনেরা ত আছেই। বসিরহাটে বাস-দুর্ঘটনায় ৮৯ উননব্বুই জন প্রাণ হারিয়েছেন। সুকান্তর মৃত্যু-খবর লেখা স্বদেশ সম্পর্কে উক্তির প্রতিধ্বনি আবার শুনতে পেলাম। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ

www.pathagar.com

সরকার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে যে-সব পন্থা নিয়েছে, তা আদৌ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধির পরিচায়ক মনে হয় না। রাজনীতি ছেড়ে একদম মানবিক পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে না পারলে এই বিপদ তরানোর সম্ভাবনা কম। মধ্যবিত্ত Supporter-দের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে শাসক সরকারের তেমন জ্ঞান আছে, আমার মনে হয় না, নচেৎ সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনে এরা এত বিলম্ব করছেন কেন?.... সন্ধ্যায় বিষাদে আচ্ছন্ন মন। এই দেশে এসে আশ্রয় নিলাম। এখানে দুঃখের পেয়ালা উপছে উঠেছে। চতুর্দিকে বন্যায় শ্মশান হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। অপমৃত্যু অনুন্নত দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সেখানেও মাত্রা আর সীমার মধ্যে থাকবে না। একা ভাল লাগছিল না। বিজয় শ্রীবাস্তবরা নিকটেই থাকে। ওদের বাড়ী গেলাম। আর এক অতিথি আগেই এসেছে। অতনু চট্টোপাধ্যায়। জীবন-সম্পর্কে কৌতূহলী, স্নিগ্ধরুচির সন্ধানী এই সুদর্শন তরুণের সঙ্গে পূর্বেই পরিচয় ঘটে। পেশায় ভূতাত্ত্বিক। কিন্তু অতনু জীবনের বহু দিকেই চোখ রেখে চলে। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতেরও অনুরাগী। এদের সাহচর্য্যে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত। বহুক্ষণ আনমনা থাকা গেল। ইতিমধ্যে বৃষ্টি নেমেছে। দু'দিন পূর্বে ঝলকের মত সূর্যের মুখ দেখেছিলাম। আবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বৃষ্টি। মনের ভার কমল না।

৪ অক্টোবর '৭৮

হঠাৎ জানালায় বাতাসের ধাক্কা। ঘুম ভেঙে গেল। আবহবিদরা ঝড়ের পূর্বাভাষ আগে দিয়েছিলেন। এতক্ষণে শুরু হলো। দমক, খুব হাল্কা নয়। অনেকক্ষণ আর ঘুমোতে পারলাম না। লাখ লাখ নিরাশ্রয় মানুষ আশ্রয় নিয়েছে রেলের বাঁধের উপর। খোলা আকাশের নীচে সবাই। তার উপর প্রকৃতির এই জুলুম। স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে বিচ্যুত, প্রায়ই নিরন্ন। মহামারীর কী প্রকোপ যে অপেক্ষায় আছে, ভাবলে–অবসন্ন মন আরো বিগড়ে পড়ে। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনে। উঠে দেখি সকাল সাড়ে সাতটা। দমকা ঝড় অব্যাহত। বৃষ্টিরও কামাই নেই। সারাদিন "গিসেল হালিমি"র লেখা বই পড়লাম। ১৯৬১ সনে জমিলা বুপাচার উপর ধর্ষণ ও অত্যাচারের কাহিনী পৃথিবীময় আন্দোলন শুরু হয়। আলজিরিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। (F.L.N.) এই তরুণীকে ফরাসী সেনা পুলিশ গ্রেপ্তারের পর অকথ্য অত্যাচার চালায়। সেই কাহিনী শেষ পর্য্যন্ত চাপা থাকেনি। প্যারিসে ফরাসী লেখক বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলন শুরু করে ওই বর্বরতার বিরুদ্ধে। সাইমোঁ দ্য ব্যুভেয়ার, জাঁ পল সার্ত্রে ছাড়াও বহু জনপ্রিয় লেখক লেখিকা রুখে দাঁড়ায়। গিসেইল হালিমি–পেশায় ব্যারিষ্টার–মামলা পরিচালনা করেন। পরে মামলার আদি-অন্ত নিয়ে এই বই লেখেন। আগে হাতে পড়েনি। আজ পড়ে শেষ করলাম। অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়ায়–এটুকু

www.pathagar.com

সব সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। পুস্তক বিভিন্ন মনীষীদের প্রতিক্রিয়া-প্রসূত লেখাগুলোও দেওয়া আছে। সেগুলো কম মূল্যবান নয়।

সন্ধ্যা জ্যোতি দাশগুপ্ত ও রণেশদার সঙ্গে। র‍্যালফ ফক্সের উপর লেখা একটা সংকলন রণেশদা যোগাড় করেছেন। আমি ছিনিয়ে নিয়ে এলাম। রাত দশটা পর্য্যন্ত ওই বইয়ের সঙ্গে। উপন্যাস রচনা দু-হপ্তা বন্ধ আছে। হেতু বহু।

৫ অক্টোবর '৭৮

সবলসিংহপুর নয় শুধু গোটা খানাকুল এলাকায় শতকরা ৯৯টি মাটীর বাড়ী ধসে গেছে। পাকা বাড়ীগুলো বন্যার কবলে পড়েনি। দুঃখের অকূল পাথার লক্ষ লক্ষ প্রাণের সম্মুখে। আমাদের গ্রামের স্নেহভাজন আত্মীয় নুরুল আলম দুঃসাহসিক অভিযান মাথায় সবলসিংহপুর ও অন্যান্য এলাকা ঘুরে এসেছে। বিস্তারিত খবর শোনার প্রয়োজন নেই। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি—নরকের বিভীষিকা সম্মুখে। মার্কসবাদী সরকার কীভাবে এই পরীক্ষার মোকাবিলা করবে, ভেবে পাইনে।...বোনেদের মধ্যে আমিনা শুধু জীবিত। আমার বড়বোন সুফিয়া খাতুন মারা গেল বসন্ত রোগে। দজ্জাল শাশুড়ি তাকে নিয়ে গেল, তাদের ঘরে যখন বসন্ত রোগী। পরিচর্যার লোকের কমতি ছিল না। তবু নিয়ে গেল সেই জানোয়ার বুড়ি মহিলা। পনর দিনের মধ্যে রোগ ধরল। তিন হপ্তার মধ্যে দিদি শেষ। দ্বিতীয় মাহেলা মারা গেল পুড়ে। আনোয়ারা তৃতীয় জন। সেও বসন্ত রোগে পৃথিবী ছেড়ে যায়। হালিমা পুষ্টিহীনতার অভাবে। আমিনা শুধু বেঁচে আছে। হাজার দুঃখের শিকার। এবার গৃহহারা। সাহায্য কদ্দুর করতে পারব—নিজেই যখন দুর্বিপাকে, বিকল মন। সঞ্জীবের কাছে সকালে চলে গেলাম। রাত ন'টা পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে। যন্ত্রণায় অস্থির। নির্বাসনে এসে এই এক পরীক্ষা শুরু হয়েছে সহিষ্ণুতার।

৬ অক্টোবর '৭৮

বন্যার ঘটনা চোখের জল চোখে বন্দী থাকতে দিতে নারাজ। খবরের কাগজ পড়া দায়। আজ এগার দিন পরেও জল কমছে না। স্রেফ অনাহারে তিলে তিলে মানুষগুলো শেষ হয়ে যাবে। খানাকুল আজও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেনাবাহিনী নেমেছে ত্রাণকার্যে। তবু এই বিচ্ছিন্নতা কেন? বুঝে ওঠা দায়। আধুনিক Army সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলাতে হয়। লোকে হেঁটে নানা রকমে খানাকুল গিয়ে ফিরে আসছে। অথচ Army সেখানে পৌছাতে পারে না কেন?... সন্ধ্যায় জ্যোতি দাশগুপ্তর সঙ্গে। সেখানেই শুনলাম, নেপাল দা (নাগ) রাত দুটোর সময় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পূর্ববঙ্গের পরে পূর্বপাকিস্তানে শ্রমিকশ্রেণীর প্রিয় নেতা (কিংবদন্তীর নায়ক) এতদিনে মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেন। শেষ জীবনে

www.pathagar.com

দেহই তাঁর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বহুদিনের অনিয়ম কৃচ্ছতা শেষ পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের আইন লঙ্ঘনকারীর উপর আঘাত হানলে। বর্তমান বাঙলাদেশে বহু "মুক্ত-মানব" "নেপালদার" সৃষ্টি বলা চলে। ভবিষ্যৎ কালের বনিয়াদের, হে স্থপতি, আমার শেষ প্রণতি গ্রহণ করো।

৭ অক্টোবর '৭৮

খিদিরপুর গিয়েছিলাম সকালে। বাশারতের ছোট ছেলে নাসির এসেছে কাল গাঁ থেকে। সব ক্ষয়ক্ষতির পুরো ছবি পেলাম। পাকা বাড়ীগুলো ছাড়া আর ঘর বলতে কারো কিছু নেই। ডাক্তার পাড়ায় গাছগুলো শুধু অক্ষত আছে। মমকপুরের চাচি (মজিদ চাচি) মারা যান। এই বন্যার তুমুল প্রকোপের দিনে। তাঁকে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। স্মৃতির চৌকিদারদের শত হাঁক শুনতে পেলাম। চাচির বয়স এখন ৭৪/৭৫ হবে। একদম তরুণী-বধূ রূপে দেখেছি ওকে। ফর্সা সুন্দর চেহ্‌রা। আরো সুন্দর হাসিটি। অনেক কাল পরে আবার দেখতে পেলাম। দু'বছর আগে দেখা করে এসেছিলাম। বেশ বুড়িয়ে গেছেন। মমকপুরের খাঁ-পাড়ায় বালককালে আমার কতো দিনরাত কেটেছে। ফুপু নবীজান থেকে আরম্ভ করে অনেকেই আর নেই। ওদের বংশলতিকা বিরাট উপন্যাসের কাহিনী।

পরে নিশা গুহ ও রবি গুহ সমীপে। শ্রীমতী গুহ অসুস্থ। শহরের দুর্বিপাক জলে ওদেরও ঘরদোর তছনছ হয়ে আছে। রবি বাবু খিদিরপুরের মোড় পর্য্যন্ত সঙ্গে এলেন। উনি বাজারে ঢুকলেন, আমি ট্রাম ধরলাম। সন্ধ্যায় সালেক/সুলতানাদের বাড়ীতে। উর্দু লোগাত-(অভিধান) থেকে পৌত্র রূপেনের ভাল নাম খুঁজে বের করলামঃ বাবার নাম আস্‌ফাক। ছেলের নামঃ আস্‌মার (Asmer) রাখলাম। অর্থঃ "রাত্রির কাহিনীকার।"

৮ অক্টোবর '৭৮

বিকেলে সঞ্জীবের সঙ্গে। বন্ধুবর এবার যেন নৈরাজ্যবাদী। ভাষায় কোন অলঙ্কার রাখার বিরোধী। অলঙ্কারহীনতাও যে এক রকমের অলঙ্কার, তা ওকে বোঝানো গেল না। কালা পাহাড়ী মুডে ছিল বন্ধুজন। শেষে কফি তৈরী করে অতিথি সৎকার পর্ব শেষে নিজেও উত্তপ্ত হয়ে শীতলতায় ডুব দিলেন। অবিশ্যি সাহিত্যের সড়কে আর কেউ এগোলাম না। ফেরার সময় দেখা গেল, পুজোর উৎসব-আক্রান্ত কলকাতা। প্রদেশের দুর্বিপাকে কেউ বিচলিত মনে হয় না। Obscurantism শেষ পর্য্যন্ত সত্যি আফিম। বিকল্প না আসা পর্য্যন্ত এই আদিমতা সহ্য করে যেতেই হবে।

www.pathagar.com

৯ অক্টোবর '৭৮

জাঁনেসার ঢাকা থেকে এসেছে। আজ পুনা যাবে। রাত্রি ন'টার ট্রেন। ওর জন্যে আর কোথাও বেরুলাম না। পুজাসংখ্যা "বারমাস" "কালান্তর" প্রভৃতি উল্টেপাল্টে দেখা। বিছানা-পত্র রোদে দিতে হয়, দশদিনে কিছু কিছু স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। কাজী সাহেবের পালঙ্কে তোষক, জাজিম ছাড়া আরো লেপ-কাঁথা বিছানা। সব টানতে বেশ ধকল গেল। সন্ধ্যায় জাঁনেসারকে ট্যাক্সিয় তুলে দিয়ে ক্রিষ্টোফার রোডের দিকে যাত্রা করলাম। বহুদিন নীলরতন ও প্রতিমার সঙ্গে দেখা নেই। ওরা প্রতিমা দেখতে বেরুবে। তাই বেশী দেরী করতে হয়নি। আলোয় আচ্ছন্ন মহানগরী। হেঁটে পার্ক সার্কাস ময়দান। কোণায় "মনীষা" প্রকাশলয় একটা ষ্টল দিয়েছে। সেখানে রমেন্দ্র মিত্র (বাড়ীতে ইলা মিত্র ছিলেন, ওকে পাইনি) জ্যোতি দাশগুপ্ত, বেণু ধর প্রমুখ জটল্লা পাকিয়েছেন ষ্টলের সামনে চেয়ারে বসে। আমিও জুটে গেলাম। বাড়ী ফিরে পত্র লিখলাম সৈয়দ আব্দুল হুদার কাছে। তিরিশ বছর দেখা নেই। "কালান্তর' ওর বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে প্রকাশকের ঠিকানায় শরণাপন্ন। উঃ, কত বছর। হুদা সেই মাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে ফিরেছে। সৈনিক বেশ, তখনই সাক্ষাৎ।...ট্যানারী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রিয় নেতা ছিলেন বেনারসী দাস। নিজে হরিজন। শ্রমিক-শ্রেণী উদ্ভূত অতি জনপ্রিয় নেতা তিনি। বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ। কল মালিকদের গুন্ডারা তাঁকে খুন করেছে। সভা ছিল। লোকজন আসার পূর্বে তিনি উপস্থিত হন। একলা পেয়ে গুন্ডারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। এই জাতীয় খুন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সব চেয়ে অস্বাভাবিক মনে হয়, মার্কসবাদী এই সরকারের নিষ্ক্রিয়তা। শিয়া-সুন্নীর মত সাম্যবাদী ভারতীয় দল ভাগ হওয়ার পর থেকে তার সূত্রপাত। এই ইউনিয়ন ছিল C.P.I. এর প্রভাবান্বিত। সুতরাং CPM নিষ্ক্রিয় খুনের ব্যাপারে। এইভাবে পরে Fatricide ভ্রাতৃহত্যা শুরু হতে পারে তা বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের শাসকশ্রেণী আজও বুঝতে অক্ষম। যদিও তারা মার্কস্‌বাদী। পেটি বুর্জোয়া কুক্ষিগত মার্কস্‌বাদের রূপ এমনই হয়। শ্রীদাস মেহনতী মানুষের নেতা, মেহনতী মানুষ-উদ্ভূত। তাই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাবুর মত হিন্দুস্তান পার্কের অধিবাসকারী মধ্যবিত্ত সাংবাদিকদের নিরাবেগ কণ্ঠে বলতে পারেন, আমি ত কিছু শুনিনি। তিনি তেমন কর্ণহীন।

১০ অক্টোবর '৭৮

ক'দিনে পুজো সংখ্যা উপন্যাস ক'খানা পড়লাম। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এমনকি দেবেশ রায়ের স্বামী-স্ত্রী ও Entertainment-প্রবণতাযুক্ত বড় অগোছাল রচনা।

সঞ্জীবের সঙ্গে কিছুক্ষণ। তবু কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল এক আলোচনা

www.pathagar.com

উপলক্ষে। বর্তমান যুগে ঘটনাকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিগত কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত তথ্য নিয়ে কেন আর কবিতা লেখা হয় না? সঞ্জীবের মতে Individual সম্পর্কিত কোন কিছু আর শ্রদ্ধার শিরোপা পায় না, বরং ঘেন্নার বস্তু হয়ে গেছে। Collective-এর চাপ Ethos বদলে দিয়েছে। এমনকি যারা প্রাচীন রোমান্টিক কেতায় কবিতা লেখেন, তারাও ভণ্ডামির আশ্রয় নেয়—যেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক না দেখায় Surrealism এই ঝোপ ভালমত রচনা করতে পারে। তাই দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক, বরং সাম্প্রতিক, সব কবি ঐ পরাবাস্তবতার গর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে—যদিও য়ুরোপে পরিত্যক্ত। নেরুদার বিবর্তন তার প্রধান সাক্ষী। অধিকাংশ সাম্প্রতিক বাঙালী কবি Split personality এই জন্যে যে তারা অতীতে থাকতে পারছে না, বর্তমানকে গ্রহণেও অক্ষম। সঞ্জীবের কথায়, এখন হাম-মুক্তি (উর্দু হাম-আমি I-বাংলা-হাম Measles) পর্ব চলছে এই দেশে। ফলে, নানা রকম experiment. কেউ স্থির ধর্ণি হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম। বচসা হোলো Split personality-র ভাষ্য নিয়ে।... সন্ধ্যায়ঃ পার্ক সার্কাস ময়দানের সামনে "মনীষা" প্রকাশনীর ষ্টলের সামনে। মোনায়েম, S.K. Dhar ও অন্যান্য জনের সঙ্গে। রমেন মিত্র মধ্যমণি।

১১ অক্টোবর '৭৮

পঠনে দুপুর। বিকেল। সন্ধ্যায় জ্যোতি-রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে। চা খেয়ে "মনীষা" ষ্টলের সামনে পাতা চেয়ারে। আবার চা পাওয়া গেল ওদের আতিথেয়তা মাহাত্ম্যে। রমেনদা আসবেন কথা দিয়েছিলেন, হাজির হননি। পরে বনানী চৌধুরীর বাড়ীতে ঢুঁ। রাস্তার এপার-ওপার—কোন মেহনতে লাগে না পৌঁছতে। ওদের সঙ্গে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়ী।

১২ অক্টোবর '৭৮

পূর্বাশঙ্কা ঠিক। কাল রণেশদা গরহাজির ছিলেন, শরীরের জন্যে। কবি সিদ্ধেশ্বর ও ঝর্ণা সেনদের চা খেয়ে মিত্রালয়ে ঢুঁ দিই। শ্রী মিত্রের কিঞ্চিৎ শরীর বেঁকে বসেছিল। অনেক স্মৃতিচারণা করা গেল। নাচোলের Hero পুরাতন দিনের ঘটনা বললেন। স্বর্গীয় নেপাল নাগের (তখন মুসলমান-রহমান ভাই) সঙ্গে Underground-জীবন যাপনের টুকরো ইতিহাস শোনা গেল। আজ নেপালদার স্মৃতি-তর্পণ হবে এক জমায়েতে। দেড় ঘণ্টা কেটে গেল সাবেক কালের রণন কানে।

বিকেলে পাঁচটা দর্গা রোড। নেপালদার স্মৃতিসভায়। অগ্নিপুরুষ। দেউলী জেল, সন্ত্রাসবাদ, জেলে রেবতী বর্মণের নিকট সাম্যবাদে দীক্ষা, মুংগেরে পার্টি গঠনে মদৎগার, দেশবিভাগ, মুসলমান নামে পূর্বপাকিস্তানে, আন্ডার-গ্রাউন্ড জীবনের কাহিনী, নানা ঝুঁকি ও আত্মত্যাগের কাহিনী.... কয়েকজন বক্তার মুখে

www.pathagar.com

শোনা গেল। ভারতীয় সাম্যবাদ দ্বিখণ্ডিত। দুই দলের নেতারা মৃত্যু উপলক্ষে জামাতে আজ আসীন। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট আজও সুদূর পরাহত। মরে না শেষে এদের এক হতে হয়। শ্রমিক শ্রেণী থেকে নেতৃত্ব না এলে এই পর্ব শেষ হবে না।.... স্মৃতিতর্পণ শেষে জ্যোতি দাশগুপ্তর সঙ্গে। পরে সুনীল মিত্র যোগ দিলেন। এইভাবে এক পহর রাত চলে গেল।

১৩ অক্টোবর '৭৮

কাজী আব্দুল ওদুদের বড় ছেলে তওফিক হাসান বম্বে থেকে এসেছেন পনর দিনের ছুটিতে। '৭৫ সনে বোম্বায়ে ওর অতিথি ছিলাম। '৭৬ সন থেকে ওদের বাড়ীতে আশ্রিত। ওদুদ সাহেবের Liberalism এর সড়ক ধরে যেখানে এসে পৌঁছলাম, সেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যেন হাত বাড়িয়ে দিলে আতিথেয়তা দিতে। বাড়ীর ঐতিহ্য-সম্মান রক্ষা করে যাব বৈকি। ওদুদ সাহেব পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন না। ফরিদপুর বাড়ী। তবু পূর্বপাকিস্তানে গেলেন না।

সুখেন্দু ধর ও মোনায়েমের সঙ্গে কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা লোডশেডিং। বাইনান ও পার্শ্ববর্তী বাগনান অঞ্চলের বন্যা-পীড়িত মানুষের দুর্দশার বয়ান শুনলাম স্নেহাস্পদ আব্দুল মোমেনের কাছে থেকে। মাসুদের গাঁয়ের বাড়ীর ছাদে সওয়া শ' প্রাণী তিনদিন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। নীচে তলায় আটফুট পানি। স্রোতে ভেসে গেছে বহু লোক। বাড়ীচাপা ও ভেসে মরে গেছে বহু লোক বাঙালপুরে। কারণ, সেখানে রাত্রে দামোদরের বাঁধ ভেঙে যায়। কেউ কিছু জানতে পারেনি।

১৪ অক্টোবর '৭৮

দু'হাজার বছর পূর্বে ডেমস্থিনিস বলেছিলেন, I believe that good citizen should prefer words which save to words which please" আমার কাছে এতদিন পরে এলো কেন? আলজেরীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী জমিলা বুপাচার উপর পাশবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট সোচ্চার হন। তাদেরই এক জন পূর্বোক্ত বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাই আমার কাছে এলো। এতদিন বাদ?

ঢাকা জেলে দু'শ রাজনৈতিক বন্দী। হাংগার-স্ট্রাইক শুরু করেছেন।

১৫ অক্টোবর '৭৮

রোববার। একদম ছুটি। তওফিক হাসানের সঙ্গে সন্ধ্যায় আড্ডা দিয়েই কেটে গেল। পঁচাত্তর সনে বোম্বাইয়ে পনর দিন ওর অতিথি ছিলাম। এখনও অতিথি। তাছাড়া আর কী বলা যায়। অতীত কালের কথাও আজ উদ্ধার করা গেল

www.pathagar.com

কাজী আব্দুল ওদুদ সম্পর্কে।

১৬ অক্টোবর '৭৮

ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, বাড়ী ফিরে গেছি। ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসছে দুই হাত বাড়িয়ে। হঠাৎ পট-পরিবর্তনের পুরাতন কোলাবোরেটার-বর্তমানে মন্ত্রীদের মুখোমুখি। ঘুম ভেঙে গেল। জন্তুগুলোর মুখচ্ছবি তখনও আমার সামনে। গণতান্ত্রিক কিছু পরিবেশ ফিরে না এলে ফেরার কথাই ওঠে না। আমার নার্ভ প্রতিদিন জন্তুদের নিপীড়ন সইতে অক্ষম।

চাটগাঁর এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া গেল। মার্কিনরা আগে দূতাবাসের কর্মচারী সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলেছিল। এখন প্রচুর বাড়াচ্ছে। শের-এ বাংলা নগরে একটা Satellite বসিয়েছে I.D.A-র তত্ত্বাবধানে প্রথম সংবাদ থেকে রাজনৈতিক কবল কত দৃঢ় হচ্ছে জানা যায়। দ্বিতীয় সংবাদ—গোয়েন্দাগিরির মেশিন পাকাপোক্ত হয়েছে। বাঙলাদেশের বুকে মার্কিনী থাবা ক্রমশ গভীর অনুপ্রবিষ্ট। তাছাড়া আছে ওদের Rural Project সবই এক খাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেশ-কে।

১৭ অক্টোবর '৭৮

ঢাকা জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের হাংগার স্ট্রাইক আজও চলছে। সংক্ষিপ্ত খবর থেকে আর কিছু জানার উপায় নেই। বাঙলাদেশের খবর এক 'যুগান্তর' ছাড়া কোন পত্রিকাই তেমন দেয় না। অথচ পাশাপাশি রাষ্ট্র।

সন্ধ্যায় সালেক/সুলতানার সঙ্গে। সুলতানা অসুস্থ। বাড়ীর পরিচারিকা গরহাজির। ফলে, বেশ বিভ্রাট চলছে। ওদের ওখানে বেশী ভার বাড়ানো গেল না। রাত্রে জ্যোতি দাশগুপ্ত নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেখানে লোডশেডিং, ফলে অন্ধকারে আসর জমল না। অন্ধকারেই আহার। বিভা দাশগুপ্ত কর্তার কাছ থেকে রান্নার দীক্ষা নিতে পারেন। কালান্তর-সম্পাদক এত ভাল মাংস রান্না করেন। কিন্তু লোডশেডিং আনন্দ অনেক খানি কেড়ে নিল।

১৮ অক্টোবর '৭৮

সকালে সঞ্জীব সকাশে, ভাষা এক রকমের নিয়ম-বদ্ধ খেলা। খেলার Rule থাকবেই। কিন্তু Communication-এর ব্যাপার আছে। মাঠে ফুটবল খেলোয়াড়েরা নিয়ম মেনে চলছে। কিন্তু দর্শক ত নিয়মের আওতায় নয় বা সে মানে না। তবু Communication হচ্ছে। দর্শক হৃষ্ট বা উত্তেজিত হয় কেন? নচেৎ "গোল-গোল" রবে তারা চেঁচিয়ে উঠত না। এই উদাহরণ পটভূমি মেনে নিলে উইন্ট্‌জেনের ভাষা

www.pathagar.com

সম্পর্কে তত্ত্ব নাকচ হয়ে যায়। সঞ্জীবের মন্তব্য নেপথ্যে তুলে রাখলাম। ভেবে দেখতে হয় Logical Positivist দের তত্ত্ব ধোপে কতখানি টেকে।

কফি হাউসে কিছুক্ষণ। এক্ষণ-সম্পাদক শ্রী নির্মাল্য আচার্য্য নিকটে ছিল না বিধায় সুবর্ণ রেখা প্রকাশনী থেকে দু কপি শারদীয় ও এক কপি সাধারণ সংখ্যা এনে দিলেন তক্‌লীফপূর্বক। সম্পাদককে অশেষ ধন্যবাদ। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব থাকে বলে ছোটখাট আন্তরিকতাও বড় ধাক্কা দেয়।

সন্ধ্যাঃ তওফিক হাসানের সঙ্গে।

১৯ অক্টোবর '৭৮

সকালে নীলরতনের বাড়ী। অবাক করে দিলে এখলাস উদ্দীনের উপস্থিতি। ও হঠাৎ এসেছে এবং আজই সাতক্ষীরা ফিরে যাবে। তাই আবার ডেরায়। মুজুর ক'টা জিনিষ পাঠাবো। আবার নীলরতনের কাছে। প্রতিমার আতিথেয়তা এড়ানো যায় না। নাড়ু পর্য্যন্ত খাওয়া গেল। নীলরতনকে এখলাস জোর করে টেনে নিয়ে যাবে সাতক্ষীরা পর্য্যন্ত। ওরা দুজনে ইটিভাঘাট দিয়ে বর্ডার পার হবে। বারোটার সময় ওরা বেরুলো। ততক্ষণ ওদের সঙ্গে।

দুপুরে সুব্রত-র উপহার এলো পার্শেলে শীলা সেনের "Muslim Politics in Bengal 1937-47." অশেষ ধন্যবাদ ব্রাহ্মণকে। এই বইটার জন্যে হাপিত্যেশ করছিলাম। উপন্যাসের অনেক মুসাবিদা বাকী রেখেছি বইটার অভাবে।

২০ অক্টোবর '৭৮

ফিলিপিনে বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা এত দিনে ফল বেরুলো। কারপোভ চ্যাম্পিয়ান। কর্চনয় হেরে গেছে। দুজনেই সোভিয়েত নাগরিক। শেষোক্ত জন পলাতক। অমৃতবাজার পত্রিকায় শেষ খেলার ফিরিস্তি পুরো বেরিয়েছে। কাটিং রেখে দিলাম। একদিন বিজয় শ্রীবাস্তবের বাড়ী গিয়ে ওদের দাবার ছকে মিলিয়ে দেখে নেব। দুই ষাঁড়ে কীভাবে লড়েছিল....সঞ্জীবের সদা-উদ্ভাবনী মুখর মস্তিষ্কে এক সমস্যা। গ্রীক দেবদেবীগুলো লোপাট হয়ে গেল। অথচ ভারতে পৌত্তলিকতা আজও জগদ্দলসম অটুট। হেতু কী? কী পরিবেশে এসব জঞ্জাল দূর হতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। সঞ্জীব একটা বই লিখবে (আহা, যদি কাজ করত সে) "Confession of god" নামে। তাই তার নানা ধর্মীয় পুস্তকের দরকার। রাস্তায় সেন্ট অগাষ্টিনের "The city of god" চমৎকার সংস্করণ কিনেছিলাম মাত্র বারো টাকায়, যদিও আসল দাম পঞ্চাশ। সকালে ওকে বইটা দিতে গেলাম। সেখানেই তার চিন্তার ফুলঝুরি, হাউইয়ের তামাসা দেখা গেল দিনেই। অস্তিত্বের সমস্যা। ওকে হয়ত নাগাল্যান্ডে এক চাকরি নিয়ে যেতে হবে। দত্ত-নন্দনের পক্ষে আবার

www.pathagar.com

নির্বাসনে আর যার যাই হোক। আমি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হব। ভলটেয়ার যে সুহৃদদের আত্মার সান্ত্বনাদাতা বলে বর্ণনা করেছেন, সঞ্জীব তেমনই প্রতিমূর্তি।

২১ অক্টোবর '৭৮

Muslim Politics in Bengal (শীলা সেন রচিত) পড়তে গিয়ে অনেক পুরাতন কথা আমার ঘাই তুলে আসছে। জাষ্টিশ আমির আলী মুসলমান সমাজে একজন পুরোধা। তার নামে কলকাতায় আমির আলী এভিন্যু। এই ভদ্রলোক কতখানি মুসলমান প্রেমিক তা অনেকে জানে না। তার "Spirit of Islam" গ্রন্থের দোহাই বহু জায়গায় মারা হয়। অথচ তিনি কোন মুসলমানদের প্রেমিক, তা অনেকের নিকট অজ্ঞাত। পূর্বে কলকাতার মাদ্রাসার মুসলমান ছেলেদের ভর্তি হতে "শরাফত নামা" দাখিল করতে হোতো। অর্থাৎ ছাত্রদের প্রমাণ করতে হবে যে সে শরীফ বা ভদ্রভংশোদ্ভূত। আমির আলী এই সুপারিশনামার সমর্থক। কারণ, প্রকৃতি যে-যেখানে আছে, তাদের সমাজের জন্য সেইভাবে তৈরী করেছে। তিনি লিখেছেন, ".....The children of those classes who have taken to husbandry or the low profession" তাদের ছেলেদের মাদ্রাসায় ভর্তি করা উচিত নয়। তা হবে প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধে। সমাজ শ্রেণীবিভক্ত মুসলমানদের তা বুঝতে আরো কত শতাব্দী লাগবে? জিন্নার মত অর্ধশিক্ষিত নেতার হাতে এত ঘোল খেয়ে ওদের কোন চৈতন্য হয়েছে মনে হয় না।

২২ অক্টোবর '৭৮

রোববার নিউমার্কেটের লাগোয়া সোসাইটি সিনেমায় বন্যাত্রাণ বাবদ আয়োজিত শো দেখতে গিয়েছিলাম। বইঃ ঋত্বিক ঘটকের "তিতাস একটি নদীর" নাম। গ্রন্থকার অদ্বৈতমল্ল বর্মণ পরলোকে। "আজাদ" পত্রিকার আপিসে বর্তমানে "লোক সেবক" পত্রিকার আপিসে তিনি মাসিক মোহাম্মদীর তত্ত্বাবধায়ক। খুবই পাৎলা একহারা চেহরা, শান্ত দুই চোখ, অতি-শান্ত কণ্ঠস্বর–বড় নীচু গ্রামে কথা বলতেন। মোহাম্মদী পত্রিকায় যখন ধারাবাহিক এই উপন্যাস বের হয় তখনই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অদ্বৈতমল্ল বর্মণের টেবিলে বসে আমরা আড্ডা দিতাম। তিনি যোগ দিলেও—সংযোগ রক্ষার বেশী কিছু নয়। দেশবিভাগের ফলে আর যোগাযোগ রইল না। বহুকাল পরে প্রচার-বিমুখী শান্ত মানুষটি আবার ফিরে এসেছেন। এই ছায়াছবি আমি আগেও দু'বার দেখেছি ঢাকায়। ঋত্বিক বাবু বাঙলাদেশেই ছবিটি করেন। আজ আবার ছুটে গেলাম নানা অনুষঙ্গের তাগিদে। বইটা editing দরকার ছিল। ঋত্বিক ঘটক তা আর করে যেতে পারেননি। কিন্তু এই বই দেখে মনে হোলো কিছুটা edited. পূর্ববঙ্গে তিরিশ বছর আছি। ঋত্বিক

www.pathagar.com

ঘটক দেশের প্রাণবিন্দু দৃশ্যগতভাবে কাছে তুলে ধরেন। এপিক-ধর্মী এই ছবি আমার মনে হয় তার শ্রেষ্ঠকীর্তি। 'সুবর্ণরেখা' দেখার সুযোগ আমার আজও হয়নি আর অদ্বৈতমল্ল বর্মণ নিজের নতুন নামকরণ করে গেছেন গোত্রহীন পিতৃমাতৃহীন তারই সৃষ্ট বালক চরিত্রের মধ্যে—যার নাম অনন্ত।

২৩ অক্টোবর '৭৮

মাসুদ ঢাকা প্রত্যাগত। সকালে ওর সঙ্গে। নাম-উচ্চারণে ঘেন্না লাগে, এক মন্ত্রীর পদত্যাগ কাহিনী শোনা গেল। লোকটা শুদ্ধভাবে ছোকরাটা আসলে বশংবদ–যেহেতু ওদের বংশ বদ। ওর পদত্যাগ হঠাৎ অবাক হওয়ার ব্যাপার। মার্কিন পাকস্থলী ও চৈনিক মুখ-বিশিষ্ট জিয়ার প্রশস্তিসহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গার করেছে। এমন ভূমিকায় অনেকে বিভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ঝানু রাষ্ট্র-পরিচালক। ওরা একই সঙ্গে সাপ ও ব্যাঙের গালে চুমু খায়। যে সাপগুলো পোষে তাদের দংশন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে নানা হিকমৎ প্রয়োগ করে। একই সঙ্গে দুই ঘোড়ার উপর Bait করাও ওদের রীতি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কিছু লোক আছে বাঙলাদেশে। ওর চালে তারা মাৎ হবেই। অন্যদিকে, জিয়া-রাজ্যের ভিৎ এমন কিছু শক্ত নয়। একদিন না একদিন উল্টে যাবে। তখন ওই দু-মুখো সাপগুলো কাজ দেবে। সাম্রাজ্যবাদীরা সেই খেলায় মেতেছে বাঙলাদেশে। একদা এই ভারতবর্ষে পুলিশ নির্যাতিত কংগ্রেসীকে অন্যান্য কর্মীর সঙ্গে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হোতো গোয়েন্দাগিরির জন্যে। বাইরে থেকে বুঝার উপায় থাকত না, অমন নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী হেন অপকর্মে নামতে পারে। জেলখাটার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ওই কংগ্রেস-কর্মীর মর্য্যাদাও বেড়ে যেত। পদত্যাগী জানোয়ারটা তার ইস্তফার বয়ানে উল্লেখ করেছে সে জেলে ছিল (হাতেনাতে বিদেশীদের গোয়েন্দাগিরির জন্যে ধরা পড়ে। দু'মাস পরে শেখ ক্ষমা করে দেন এটাকে) তা জনসাধারণকে জানায়নি। সব হালচাল দেখে মনে হয়, রাজনৈতিক (কটাহে) কড়ায় নতুন কিছু রান্না হচ্ছে। সন্ধ্যা তওফিক হাসানের সঙ্গে।

২৪ অক্টোবর '৭৮

বাঙলাদেশের সঙ্গে ভারতের কিছু সীমান্ত নিয়ে বিরোধ ছিল উত্তরবঙ্গে। এই জনতা সরকার সব মিটিয়ে নিচ্ছে। স্বৈরাচারী মিলিটারীদের তোয়াজ করতে এরা আদৌ পিছুপা নয়। অবিশ্যি ব্যাপারটা স্বাভাবিক। কারণ, বর্তমানে মোরারজী দেশায়ের পিতৃ-নাম কার্টার এবং বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও ঐ কার্টারের ঔরসজাত। সুতরাং দুই সরকার সহোদর। ভায়ে ভায়ে বিরোধ থাকা উচিত নয়। তাই সব মিটে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

২৫ অক্টোবর '৭৮

গত সন্ধ্যা সঞ্জীব ও মণি সেন প্রমুখের সঙ্গে কেটেছিল। আজ সকালে সঞ্জীবের রাজনৈতিক Forecast সম্পর্কে ভেবে দেখলাম। একদম Military দের কাছ থেকেই কোন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। অন্য দিকে মাছির কামড়ের উৎপাত আর কিছু নয়। মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদরা গর্ত থেকে আর বেরুতে অক্ষম।

দুপুরে এক গাদা চিঠি লিখলাম। সুব্রতর চিঠির জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল। লন্ডনেও অনেকের কাছে অপরাধী হয়ে আছি। হাজার চেষ্টা করেও ছ'সাত খানার বেশী পত্র লিখতে পারলাম না।

বন্যাবিধ্বস্ত সবলসিংহপুরের যে-ছবি পেলাম, আর গাঁয়ে যাব না। আমিনার ঘর পড়ে গেছে। গিয়ে অন্য জায়গায় উঠতে হবে। তা কোন সমস্যা নয়। জন্মভূমি প্রিয় গ্রামখানা এক কালে বর্ধিষ্ণু বলে কী খ্যাতি ছিল। এবার শ্মশান হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব। নার্ভে কুলোবে না। এখানে বামফ্রন্ট সরকার তেমন বিচলিত বলে ধারণা করা শক্ত। প্রমোদ দাশগুপ্তকে আমার কাছে একটী গ্রাম্যজন মনে হয়। গোটা পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ কোন পর্য্যায়ে গেছে তা উপলব্ধি করলে ভদ্রলোক মাঝেমাঝে অমন কাঠখোট্টা বিবৃতি ঝাড়তে পারতেন না। দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া বর্তমানে মসিবতের মোকাবিলা অসম্ভব। মার্কসবাদী হয়েও বর্তমান সরকার তা বোঝেনি। তাই গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের দিকে ওদের এত ঔদাসীন্য। মার্কসবাদী মোল্লার প্রতিভূ এরা কেতাব থেকে বেরুতে অক্ষম।

২৬ অক্টোবর

বৃটিশ সরকারের দূতাবাসের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী কীম ফীল্‌বী Kim Philbey কয়েক বছর পূর্বে রাশিয়া পালিয়ে যায়। চব্বিশ বছর ধরে রুশীয়দের সঙ্গে তার যোগাযোগ। ওর জীবনী পড়ছিলাম। ওর বাবা ST. John Philbey র জীবন-কাহিনীও নানা এ্যাডভেঞ্চার ও নীতিগত প্রশ্নে কঠিন ব্রতপালনকারীর কাহিনী। ভূতত্ত্ববিদ, ডিপ্লোম্যাট, প্রাণীতত্ত্ববিদ, সৌদি আরবে দীক্ষিত মুসলমান, ব্যবসাদার-কতো কী না তিনি ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের পিউরিটান রুক্ষ মরুজীবনের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিক। পশ্চিম সভ্যতার প্রতি ঘৃণা অঢেল। সৌদি আরবে পরবর্তী কালে তেল আবিষ্কারের ফলে দুর্নীতি এবং বিলাস পেয়ে বসে। নতুন generation এর প্রতি সেন্ট জন ফিল্‌বীর বীতরাগ এই ভাবে তার "Forty years in wilderness গ্রন্থে প্রকাশ পায়, belonged to the generation of his father [ইবনে সৌদ ১ম] and he to a generation that learned its manner from the old Wahabi dispensation. Alas that his sons and their Contemporaties

www.pathagar.com

should have had their lesson in the gutter of the west."

২৭ অক্টোবর '৭৮

কাজী তওফিক হাসান আজ বম্বে চলে গেলেন। পনর দিন ও আতিথেয়তায় ছিলাম। নিজেই বাজার করতেন। দু'হপ্তায় কতো রকমের বিলাসী-ধরনের মাছ না খাওয়ালেন। গুর্জে আলি—মাছের নাম, আমি আগে জানতাম না। ইলিশও বাদ যায়নি। কলকাতায় এসব মাছই মধ্যবিত্তের জন্যে প্রায় স্বপ্ন। আমার হীটার অকেজো হয়ে পড়ে হঠাৎ। তাও মেরামৎ করে দিয়ে গেলেন। ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে ত তা কঠিন কিছু নয়। তিলে তিলে বহু ঋণ জমা হচ্ছে। মরহুম কাজী আব্দুল ওদুদ যে কামরায় থাকতেন, আমি এখানে সেই কামরায় থাকি। পুত্র আমার জন্যে কামরা ত ছেড়ে দিয়েছেনই, তার উপর পনর দিন ধরে নানা ঋণে বেঁধে গেলেন।

বেলা পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা লোডশেডিং। একটা মোমবাতির আলোয় ঘণ্টাখানেক লেখাপড়া করলাম। চোখে ঈষৎ ব্যথা। রাত্রে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

ডক্টর হবীবুল্লা, প্রীতীশ দত্ত, জাঁনেসারকে বিকেলে চিঠি লিখতে হোলো। তখন লেখাপড়া সেরে নেওয়া উচিত ছিল।

২৮ অক্টোবর '৭৮

Kim Philby-র জীবনী পড়তে গিয়ে ক্রমশঃ উপলব্ধি করছি, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘোলাটে জলে স্বদেশের তরণী (বিশেষতঃ বাঙলাদেশের মত সমস্যাজর্জরিত স্বদেশ) বেয়ে নিয়ে যাওয়া কী দুরূহ ব্যাপার। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যার পেছনে কী ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছিল, Motive এর উৎস কোথায় মোটামুটি আন্দাজে জানা যায় মাত্র। সঠিক তথ্য হয়ত বহু বছর পরে লোক গোচর হবে।

২৯ অক্টোবর '৭৮

রোববার। কফি হাউসে কিছুক্ষণ। 'এক্ষণ' সম্পাদকে একটা গল্প দিলাম ছাপার জন্যে। কল্যাণ চৌধুরী সঙ্গে ছিল। সঞ্জীবের সঙ্গে আজ কথাবার্তা তখন বলা গেল না। ঘরভর্তি মেহমান। মণি সেন প্রমুখ জনেরা। সন্ধ্যা, কল্যাণী ধরের বাড়ীতে। পরে সকাল সকাল বাড়ী ফিরে পড়াশুনা। পরশু কালীপূজা। উৎসবের ঘটা আলোক-সজ্জা থেকে অনুমান করা যায়।

৩০ অক্টোবর '৭৮

সারাদিন ঘরে। শুধু Philby-র জীবন পাঠ। সন্ধ্যায় প্রতিমাদের বাড়ী। সদ্য ঢাকা-প্রত্যাগত নীলরতনের কাছ থেকে গৃহসংবাদ পেলাম। আসার সময় রমেনদাকে

www.pathagar.com

দেখে যাব। মিত্র-সদনে পৌঁছে কড়া নাড়তে ইলা মিত্র বেরিয়ে এলেন। ওর মুখে শুনলাম, ওদের সহকর্মী, পার্টির বিশিষ্ট সদস্য বিমল দাস মারা গেছেন। সেই শোকে সবাই মুহ্যমান। ওরা কিছুক্ষণ পূর্বে সংবাদ পেয়েছেন। আর দাঁড়ালাম না। আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ এখানে অশোভন। কালীপুজোর হল্লা, ভিড় আর Obscurantism এর ধাক্কা ঠেলে বাড়ী ফিরে এলাম নীচের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে "যুগান্তর" পত্রিকা চেয়ে নিয়ে। মৈত্রেয়ী দেবী আবার চীনে গেছেন—যুগান্তরের প্রবন্ধ জানান দিলে। কলকাতা এসে শুনেছিলাম, ভদ্রমহিলা মার্কিন lobby''র রমণী। প্রায়-বৃদ্ধা, সুতরাং ওর G.G. (Government Girl) হওয়ায় বয়স চলে গেছে। সত্যমিথ্যে যাচাই করিনি। এতদিনে বুঝলাম, জনরব সত্যি। কয়েক মাস পূর্বে তিনি চীন গিয়েছিলেন। 'দেশে' ধারাবাহিক স্রাব বেরোয়। ওর একটা তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ উপন্যাস Academy Award পায়। আনন্দবাজারের সন্তোষ ঘোষ তার প্রশস্তি লেখেন। আরো কয়েক জন। আবার তিনি চীনে গেছেন বৈদেশিক মন্ত্রী বাজপেয়ীর চীন সফরের পূর্বে। সব আবহাওয়া থেকে বুঝা যায়, ভদ্রমহিলা Feeler হিসেবে প্রেরিত। যুগান্তরে ওর প্রবন্ধের শেষে আছে, চীন আকুল প্রতীক্ষায় দিবস-রজনী গোঁয়াচ্ছে ভারতীয় অতিথির জন্যে। চীন-মার্কিন-ভারত Axis রচনার চেষ্টা চলছে বহুদিন থেকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অত চক্র মগজ যদি ভদ্রমহিলার থাকত-তাহলে আর এই দালালীর কাজে এগোতেন না। Pimp শুধু বেশ্যাবৃত্তিতে লাগে না, রাজনীতিতেও লাগে তা মূর্খ রমণীর জ্ঞাতব্যের বাইরে। ওই মগজ নিয়েই উনি লেখেন।

৩১ অক্টোবর '৭৮

সকালে কিছু লেখাপড়া সেরে সাড়ে দশটার দিকে দেবশরণ-পার্বতী সন্নিধানে। সদাশিবের বড় দুর্দশা। চিৎ, পায়ের তলায় পড়ে আছে। আমাদের শিব (দেবশরণ) Vertical হয়ে স্বাগত জানাতে পারতেন, কিন্তু দরজা খুললেন পার্বতী দেবী। এক রাউন্ড কফির পর, বারোটার দিকে লুচি-আলুর দম সামনে। শেষে লাঞ্চই করব স্থির হোলো। আলুর দম সেদিকে ঠেলে দিলে। আজ জানা গেল দাশগুপ্ত গৃহিণীর Recipe-দমে সহযোগ দই এবং আমচুর থাকে—যার ফলে অত আস্বাদ। আহার শেষে বাড়ী। বিকেল থেকে বাজি ফুটছে কালীপুজোর। তার মধ্যে Philby (by Bruce page ও আরো দুজনের যৌথ রচনা) শেষ করে ফেললাম। ঘণ্টা চারেক শব্দ আমার মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। কয়েক গজ হাঁটলাম রাত্রি সাড়ে আটটায়।

আতাউর রহমান খান ৭৪ বছর বয়সে "Fast unto death" শুরু করেছেন, গণতন্ত্রের দাবীতে। ষ্টেটস্‌ম্যানের খবর। নিস্তেজ, ব্যর্থতা-জর্জরিত দেশে কিছু প্রাণসঞ্চার হবে, আশা করা যাক।

www.pathagar.com

১ নভেম্বর '৭৮

সকাল। ন'টা পর্য্যন্ত লেখাপড়া। দশটায় সঞ্জীবের সঙ্গে। আলোচনা প্রসঙ্গে কথা উঠলঃ ফর্মের সীমাবদ্ধতা এবং প্রকাশভঙ্গীর দুরূহতা—যদি মানুষ আয়ত্তে এনে ফেলে, তখন কী আর্ট থাকবে? সঞ্জীবের জবাব, থাকতে পারে না। কারণ, ওই দুয়ের সমন্বয় শিল্পের অপরিহার্য শর্ত। যদিও কিন্তু তার জন্যে মানুষের সামনে থাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। সে-চেষ্টা গায়েব হলে, শিল্পও গায়েব। পরিপূর্ণতা সেদিকে নেই বলেই Convention চালু আছে। পূর্বোক্ত পর্য্যায়ে গেলে, শিল্প ও জীবনে কোন ফারাক থাকবে না। কিন্তু জীবন সবসময় শিল্পের চেয়ে আয়তনে বৃহৎ। প্রশ্ন উঠলে সঞ্জীবের ধী-শক্তি যেন লাফ দিয়ে চেতে ওঠে। ওর আরো একটা মন্তব্য মনে রাখার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ Humanized God এর কথা বার বার বলেছেন। সে ত কল্পনার পুতুল অথবা নিজের রক্ষিতার সঙ্গে কেলি। Socialized God যে ব্যক্তির গলা চেপে ধরে, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোন মাথাব্যথা ছিল না। অথচ আসল সমস্যা সেইখানে। ব্যক্তি-মানুষের উপর জোর দিয়েছেন তিনি, সমষ্টির কথা ভাবেননি। গালিব ঈশ্বরকে নিয়ে যেসব রসিকতা করেছেন, তা ভারতীয় পরিবেশে। আরব দেশে ওই কাণ্ড করতে পারতেন? সেখানে তাঁর টুঁটি টিপে ধরা হোতো।

দুপুরের ঘুম শেষে কোন কাজে মন বসল না। দেড় ঘণ্টা ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট ভাষ্য শুনলাম। খেলাটা বেশ নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে চলছিল। তাই আকর্ষণ।

সন্ধ্যা, মাসুদের সঙ্গে। আকাশ থেকে পড়লাম, চার দিন Nursing Home এ অবস্থানের পর সে আজ বাড়ী ফিরেছে। হঠাৎ ও Vertigo—মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এই এক অকৃত্রিম সুহৃদ প্রৌঢ় জীবনের ছায়ায় এসে দেখা দিয়েছে। নির্বাসন কালের তিন বছর তেমন দুঃসহ ঠেকেনি, বক্ষভার উজাড় করার জায়গা আছে বলে। ওর উপর দিয়ে এমন ঝড় গেছে, অথচ জানাতে পারিনি। ক'দিন অনুপস্থিত ছিলাম তা নয়। ওর ভৃতু হাফিজ এমন নির্বোধ, দু'দিন আগে নীচে থেকে জিজ্ঞেস করলাম যথারীতি, "সাহেব আছে?" সে জবাব দিলে, "বাড়ী নেই।" আমি চলে এলাম। মাসুদ নার্সিং হোমে আছে—এটুকু বলার আক্কেল ওর তখন গজায়নি।

২ নভেম্বর '৭৮

দেড় মাস উপন্যাস লেখা বন্ধ। মনের অপরাধ নয়। পরিবেশ নানা বাধা সৃষ্টি করলে। তাই কেঁচো গণ্ডুষ। আবার সব পাণ্ডুলিপি পড়া দরকার। নিজের আবহাওয়ায় ফিরে যেতে। তিন চার দিন থেকে তা-ই ছিল প্রধান কর্ম। আজ সব পাণ্ডুলিপি পড়া শেষ হোলো। দু'তিন দিনের মধ্যে আবার উইয়ের ঢিবির তলায় চলে যাব। বাল্মিকীর প্রতি উপহাস করে কথাটা বললাম। কিন্তু এমনই অবস্থা যে

www.pathagar.com

বাল্মিকী হওয়া এ-জন্মে আর সম্ভব নয়। নানা ঝামেলার ভেতর দিয়েই এগোতে হবে। সন্ধ্যা মিহির আচার্য ও আচার্যিনীর সঙ্গে। ফেরার পথে মাসুদকে দেখে এলাম। ও বেশ ভাল আছে।

৩ নভেম্বর '৭৮

স্মৃতিগুহা কলকাতা। হঠাৎ আমার স্কুলের শিক্ষক মরহুম খলিলুর রহমানের কথা মনে পড়ল। ১৯৩০-৩৩, কলকাতা মাদ্রাসা। বেশ স্বাস্থ্যবান পুরুষ তিনি, ঈষৎ লম্বা চুল, প্রচুর পান খেতেন এবং সেই জন্যে বাম হাতের কড়ে আঙুলে লম্বা নখ ছিল। দাঁত খারাপ। নখই তার tooth pick রসিক মানুষ। আবার শাসনেও কম যেতেন না। দুষ্ট ছেলেদের বলতেন "চাররা"। উর্দু ছিল ওঁর মাতৃভাষা। আজও ঐ শব্দের সত্যি কী অর্থ, আমি জানিনে। আমরা মনে করতামঃ দুষ্ট। উর্দু ওর মাতৃভাষা এবং কলকাতার অধিবাসী তিনি। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কী করে তিনি জেনেছিলেন, আমি সংগ্রামের ভেতর আছি অস্তিত্ব নিয়ে, আমার কাছে অজ্ঞাত। স্বতঃপ্রবৃত্ত তিনি নিজে initiative নিয়ে আমাকে স্কুলে বেতন-দান থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। নাইন-টেন দুই ক্লাসে আমি 'ফ্রি' পড়তে পেরেছিলাম। দেশবিভাগের ফলে বিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের আর কোন খোঁজ রাখতে পারিনি। এতদিন কী বেঁচে আছেন? একবার খোঁজ করে দেখব। বন্ধ্যা স্ত্রী, নিঃসন্তান তিনি। দশ বারোটা বিড়াল পুষতেন স্বামী-স্ত্রী মিলে গভীর অপত্য-স্নেহে।.... ৩ নভেম্বর। তিন বছর পূর্বে এমন দিনেই বাঙলাদেশের চার নেতা জেলে নিহত হন। মরহুম মনসুর আলির ছেলে নাসিম বাগুইহাটীর বাসায় মিলাদের দাওয়াৎ দিয়েছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা তিন জন সঞ্জীব, মোনায়েম ও আমি সেখানেই পৌছাই। বাঙলাদেশের আরো রাজনেতিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সঞ্জীব ও আমি শুভাকাঙ্ক্ষী মণি সেনের বাংগুর কলোনীর বাসায় ঢুঁ দিলাম। মিসেস সেনের আতিথেয়তা আবার ফিরিয়ে দিলাম না। চা-সন্দেশ এক রাউন্ড খাওয়া গেল। সঞ্জীব রয়ে গেল। আমি ৪৫ নম্বর বাস ধরে বেক বাগান পৌছুলাম। রাত্রি সাড়ে দশটা।

৪ নভেম্বর '৭৮

জ্যোতি দাশগুপ্ত মামলায় ফেঁসেছেন। সম্পাদকের এমন ঝামেলা সইতেই হয়। ফলে, সাড়ে ন'টার দিকে ঘর ছেড়েছেন আদালতে হাজিরা দিতে। রণেশদা ছিলেন। পরে খুশু দত্তরায় (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলা খ্যাত) ও বঙ্গেশ্বর রায় এলেন মজলিশে। মিসেস বিভা দাশগুপ্ত অবিশ্যি চা খাওয়ালেন, অতি উত্তম চা। মিস্ত্রীপাড়ায় এক আত্মীয়ের খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম ওখান থেকে। পরে বাড়ী। সকালে দু'ঘণ্টা পড়াই হোলো, লেখা আর এগোচ্ছে না। বেশ দায়ে পড়েছি।

www.pathagar.com

উপন্যাস ১৯-অধ্যায় পর্য্যন্ত এগিয়ে Halt করে আছে। সন্ধ্যা রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী ও কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর সঙ্গে। সাহিত্যের আলোচনাই সর্বপ্রসঙ্গ হয়ে রইল। রণেশদা কেউ একটা ভাল কবিতা লিখলেই তাকে Great মহৎ কবি মনে করেন। তা নিয়ে বেশ বচসা করলাম। Greatness এর সঙ্গে Genre-এর সম্পর্ক, তা রণেশদার মাপকাঠিতে নেই। তাই ওঁর মডেল আয়তনে বড় ছোট।

৫ নভেম্বর '৭৮

উপন্যাস লিখতে গিয়ে অতীত-পর্য্যালোচনার মুখোমুখি। দেখা যায়, পাশ্চাত্য কায়দায় শিক্ষিত কিছু ফিউডাল-অভিজাত (স্যার সৈয়দে যার পত্তন.... পরে লিয়াকত আলি, চৌধুরী খালিকুজ্জামান (U.P.) নাজিম উদ্দীন জাতীয় ঢাকাই মালে শেষ) মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত নিজেদের Extension এর urge (আর্জ) থেকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। সাধারণ কৃষক মজুরের কাছে তাদের ideology হোলো ইসলাম ধর্মের জিগীর। আর্থিক সম্প্রসারণের দোহাই সেখানে বড় কথা নয়। সাধারণ মানুষের এমন দোহায়ে ছুটে আসার কথা। তা যদি হোতো তাহলে আন্ডার গ্রাউন্ড কম্যুনিষ্ট পার্টি কিংবা কংগ্রেসে (বৃটিশ শোষণের দোহাই) সাধারণ মুসলমান দলে দলে যোগ দিতে পারত। কার্য্যতঃ তা হয়নি। বরং দেখা যায়, ইসলামের দোহাই তাদের কাছে উদ্দীপকের কাজ করেছে। সাধারণ কৃষক মজুরের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ সেই জন্যে অপরিহার্য। নচেৎ উপন্যাসে সত্যের খেলাপ করা হবে। কীভাবে তা করব? বেশ ধন্দে পড়ে গেলাম।

সকালে কিছু পশ্চিমবঙ্গীয় আধুনিক কবিতা পড়লাম। দেখা যায়, Communication এর চেষ্টা কারো নেই। যেন নিজেদের Affirmation-ই তাদের কাছে বড় কথা। লেখার পর ছাপা পর্য্যন্ত তাদের মাথাব্যথা। আর কিছু না। আর য়ুরোপীয় পরাবাস্তবতা বা সুররিয়েলিজমের আবহাওয়ায় নিজেদের সোপরদ্দ করা। বাঙলা কবিতার ঐতিহ্য থেকে এরা ছিটকে পড়েছে স্রেফ সৃষ্টির তাড়নায় যার মূল ভিত্তিভূমি সে বা তারা স্বয়ং। পূর্বে পূর্বপুরুষেরা উত্তর-পুরুষের জন্যে সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার রেখে যেত। আধুনিক কালে ছেলেপুলেরা পৃথক হয়ে চলে যায়। সুতরাং Inheritance বা উত্তরাধিকার রাখায় দায়িত্ব তেমন নেই। এদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। সৃষ্টি করে কবিরা পরিতৃপ্ত। ব্যস, আর কিছু প্রয়োজন নেই। সুকান্ত ভট্টাচার্য্য বোধ হয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের শেষ সাধক।

কফি হাউসে আড্ডা দেওয়ার জন্যে বেলা দশটা নাগাদ সঞ্জীবের নিকট। সে দু'দিনের মধ্যে বম্বে যাবে টিকেটের জন্যে হন্যে। সুতরাং কফি হাউসে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাই ওর সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে পার্ক-সার্কাস ফিরে এলাম। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

৬ নভেম্বর '৭৮

গতকাল সন্ধ্যায় প্রজ্ঞানন্দ হলে প্রয়াত শ্রী নেপাল নাগের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত। তাঁর কর্মভূমি ছিল পূর্ববঙ্গ, যদিও মুঙ্গের পর্য্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে ছিটকে পড়েন। কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ '৭৬ সনে এখানে মারা যান। দেওয়ান মাহবুব আলির কবর আছে দিল্লীতে। ১৯৭১ সনে সেখানে ইন্তেকাল করেন। এরা সকলেই পূর্ববঙ্গ বা পূর্বে পাকিস্তানে রাজনৈতিক ঘূর্ণীস্রোতের সাঁতারু। অন্যতম বক্তা রণেশ দাশগুপ্ত সেকথা উল্লেখ করলেন। মরহুম দেওয়ান মাহবুব আলির মেয়ে ইরার একটি শাল আজ দেড়মাস কেনা পড়ে রয়েছে। বিশ্বস্ত লোক পাইনি পাঠাই। আজ খোঁজ পেয়ে গেলাম। কিন্তু ওদের দেওয়া গেল না। তারা নিজেদের জিনিস নিয়েই সন্তুষ্ট। সকালটা বৃথায় গেল।... সন্ধ্যে পর্য্যন্ত লেখাপড়া সেরে সালেক/সুলতানাদের সঙ্গে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত। চিকমাগালুর কর্ণাটকে এক অখ্যাত এলাকা। শ্রীমতী গান্ধী সেখানে নির্বাচন প্রার্থী। জনতা বনাম ইন্দিরার এই ডুয়েল এখন সব জায়গায় আলোচিত। ভারতীয় রাজনীতির গতিবিধি পর্য্যালোচনার জন্যে নির্বাচনটা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ।

৭ নভেম্বর '৭৮

জেমস্ জয়েস তাঁর এক পত্রে লিখছেন, "I believe that in composing my chapter of moral history in exactly the way I have composed it I have taken the first step towards the spiritual liberation of my country men. মহৎ শিল্পীর এই ব্রত থাকে বৈকি। জেমস জয়েস খামখা ইবসেনের প্রশংসা করতেন না। অথচ "Ulysses" পড়ে অনেকের মনে হবে, নৈতিক ব্যাপারে জয়েস বুঝি উদাসী ছিলেন।

ইরান এবার মার্শাল ল'র খপ্পরে। ব্যাধি বেশ ব্যাপক, তা আর বুঝতে দেরী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এবার মনে হয় শাহ পালিয়ে বাঁচবে অথবা Scape goat হিসেবে মরবে। সামরিক প্রভুদের নয় শুধু ওর আন্তর্জাতিক স্যাঙাৎ কোচওয়ান-অর্থাৎ Carter পর্য্যন্ত হয়ত তাই যুক্তিযুক্ত মনে করবে। বৃটিশ লেবার পার্টির চেহরাও দেখা গেল। ওদের Foreign Secretary পর্য্যন্ত শাহের সমর্থক। রসো, শয়তানগণ! ডাক্তার মোসাদ্দেকের প্রেতাত্মা ইরান পরিত্যাগ করেনি, ইরানের জনগণও মরে যায়নি। তোমাদের গলাটিপে নিঃশ্বাস রোধের দিন ঘনিয়ে আসছে। ইরানে গণতন্ত্র ফিরে এলে এই উপমহাদেশের রাজনীতির গায়েও বেশ ধাক্কা লাগবে। নক্শা পাল্টাতে দেরী হবে না। তাই নুর মুহাম্মদ তরাক্কীর তরক্কী একটা বড় Factor হয়ে দাঁড়াবে (তরক্কী মানে শ্রীবৃদ্ধি) তরক্কী করে খাও, তারাক্কী ভাই। বহুজন অনুন্নত দেশ থেকে তোমাদের দিকে চেয়ে আছে।

www.pathagar.com

৮ নভেম্বর '৭৮

'যুগান্তরে' এক মুসলমান ভদ্রলোক বড় আক্ষেপ করে লিখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার দুর্বিপাকে জনসেবার জন্যে এগিয়ে এলো কতো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- যেমন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান আলেম-ওলী পীর ইত্যাদিরা কেউ এগিয়ে এলো না কেন? কী লজ্জার ব্যাপার ইসলামের প্রতিনিধিদের জন্যে! ওরা কী করে এগিয়ে আসবে? তা জানলে ভদ্রলোক ওই আক্ষেপের চিঠি লিখতেন না। চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে যে প্রদীপ জ্বলেছিল তার মধ্যে মাঝে মাঝে তেল দেওয়া দরকার। কিন্তু মোল্লা-মৌলবীরা তেল দিতে দেবে না, বরং প্রদীপটাকে তেলহীন নিষ্প্রভ করে তুলবে সে ও ভি আচ্ছা। যারা তেল দিয়ে যায়, তাদের—ত ওরা কাফের ইত্যাদি বলে, প্রাণ-ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেয়। তারই পরিণতি ইসলামে লেফাফা দুরস্ত হৃদয়হীন, মানুষের দুঃখে নির্বিকার পরহেজগার বান্দা এবং সম্প্রদায়ের দংগল।

৯ নভেম্বর '৭৮

মিসেস গান্ধীর চিকমাগালুর নির্বাচন কেন্দ্রে জয় ভারতীয় রাজনীতির উপর কোন প্রক্ষেপ বিস্তার করবে কিনা, দেখা যাক। সেই '৭১ সন থেকে তিনি আমাদের উপর সহৃদয়তা দেখিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরও সেদিকে ভাটা পড়েনি। এস্তে গুপায়ী পুরাতন জাতীয়তাবাদী নেতা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই মারফৎ এঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। কালের থাবা এগুলোকে এমনই বদলে দিয়েছে। দু'চার জন ছাড়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকে চিরকালের মত মানুষের কাছ থেকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বাকী প্রায় জানোয়ারে পরিণত। মধ্যযুগীয় কিছু সংস্কার থেকে মিসেস গান্ধী অন্ততঃ মুক্ত। ওঁর জয়ের পরবর্তী প্রবাহ দেখার জন্যে আমার কৌতূহল খুবই থাকবে বৈকি।... খিদিরপুর গিয়ে পেয়ারা ও শাহাবুদ্দীন চাচা-দিগরের মুখে গ্রামের দুর্দশার কথা শুনলাম। মাঝে মাঝে যেতে পারতাম, দোতলা ঘরটাও পড়ে গেছে। এতদিনে পুরাতন ঘরবাড়ীর আর কিছু রইল না। পরে 'চতুরঙ্গ' আপিস। সম্পাদক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করব ও ওর ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটের উপর খাড়া আপিসে Food corporatoin of India. পথে পুরাতন বইয়ের দোকান পড়ল। এক কালে জীবন-সংগ্রামের দু'তিন বছর পর এখানেই কেটেছে। স্মৃতির দরজা বন্ধ রেখে বই দেখলাম। মানিক মুখোপাধ্যায় (চতুরঙ্গ-পরিচালক) একশ' টাকা দিয়েছিলেন, তার বারো টাকা বেরিয়ে গেল। বিশ্বনাথ বাবু খুবই ব্যস্ত। সাক্ষাৎ সেরে পার্ক সার্কাস। সন্ধ্যায় সঞ্জীব সদনে। ও কাল বম্বে চলে যাবে। দংগল জুটল একে একে। শ্রীবটুক চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা আদিত্য, মণি সেন প্রমুখ। শেষ প্রান্তে বুড়ি ছুঁতে এলেন স্নেহভাজন সমীর ভট্টাচার্য। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার আসর জনহীন হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

১০ নভেম্বর '৭৮

সঞ্জীবের কলকাতার বন্ধুবর্গ ওর বাড়ীতে পিকনিকের বন্দোবস্ত করেছে। কিছু আহার উদ্দেশ্য। আমিও নিমন্ত্রিত। Major Domo ছিলেন চন্দ্রমাধব বসু। ঠাকুর হিসেবে সত্যি ভাল তিনি। তার ইলিশ সরিষা রান্না প্রমাণ। অমল গাঙ্গুলি বাড়ী থেকে রান্না চিংড়ি মাছ এনেছিলেন। শিপ্রা জগা-খিচুড়ি একটা পদ রান্না করেছিল। তাও বড় সুপাদেয় হয়। আর ছিল জলপায়ের টক। দুপুরের আহার বেশ জমে উঠেছিল। কল্যাণ-কাজলও মামা বাড়ীতে অতিথি। বটুক চট্টোপাধ্যায় ও আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত ধাওয়া করলাম। বম্বে মেল ছেড়ে দিতে বাড়ী-অভিমুখী। সারাদিন হট্টচট্ট কেটে গেল। রাত্রে বেশী লেখাপড়া করা গেল না। সঞ্জীব কলকাতায় না থাকলে আড্ডা স্রেফ আড্ডা হয়ে যায়। সেই শুধু আমার জন্যে আড্ডা শিক্ষণীয় করে তুলতে পারে। ওর অনুপস্থিতি বেশ জানান দিয়ে যাবে ক'দিন।

১১ নভেম্বর '৭৮

সন্ধ্যা ন্যুরোশল্যবিদ অশোক বাগচীর সঙ্গে। অশেষ প্রতিভাধর এই চিকিৎসক। জার্মান, স্পেনীশ, সংস্কৃতি-একদম মাতৃভাষার মত জানেন। ফ্রয়েড পড়েন জার্মান ভাষায়। Group এবং Individual এর সম্পর্ক আর একবার দেখে নিতে চাই। উপন্যাস লেখার ব্যাপারে দরকার। ডাক্তারের কাছে বই থাকতে পারে, এই ভরসায় ঢুঁ দিলাম। উনি ফ্রয়েডের বই University-কে দিয়ে দিয়েছেন। তাও জার্মান ভাষায় ছিল। সুতরাং আমার কাজে লাগত না। ন্যুরোসার্জনের সঙ্গে আলাপই বহুৎ আনন্দ। মধ্যযুগীতার সব জঞ্জাল-মুক্ত ডক্টর বাগচী স্কেচও করেন সুন্দর। মনুষ্য-শরীর আঁকাআঁকির ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। ওঁর নতুন বইয়ের (যন্ত্রস্থ) পড়লাম। শেষে লিখেছেন, "এই পুস্তক যদি একটি মাত্র মানুষের প্রাণরক্ষার সহায়ক হয়, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক। একটি মাত্র লাইনই ওঁকে বোঝার জন্যে যথেষ্ট। অজয় চন্দ আর এক নামী সার্জন-খুবই তরুণ। ডক্টর বাগচী আলাপ করিয়ে দিলেন। নানা বিষয়ে কৌতূহলী, ডাক্তারের কাছ থেকে বই পেলামঃ Muhammad গ্রন্থকার MAXIME RODINSON. কতো দিন থেকে বইটা খুঁজছি, পাইনি। ডাক্তারকে ধন্যবাদ না দিয়ে উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। শেষ করে তবে নিস্তার।

১২ নভেম্বর '৭৮

খুব ভোরে উঠলাম। ৪-১০ মিনিট। প্রথমেই মনে পড়ল, আজ বকর-ঈদের উৎসব। তার পর মনে পড়ল, মার কথা। ছ'বছর পূর্বে ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমার ধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আরো সাত বৎসর পূর্বে। শেষ দৃশ্য মনে পড়ল। মা স্কুটারে উঠছেন। দুঃখিনী, দুঃখই বুকে পাহাড় হয়ে রইল

www.pathagar.com

তোমার। আমার চোখ পড়ে সেদিকে। আমি স্থির থাকতে পারি না। নির্বাসন-যন্ত্রণা তুমিই যেন সইবার মন্ত্র দিয়ে গেছ, মা।

তাপিত বক্ষ। রণেশদা, জ্যোতি দাশগুপ্তের নিকট ছুটে গেলাম। রাজনীতি আমারও খাদ্য আজকাল। সব কিছু ভুলতে আর বেশী দেরী হোলো না। সমষ্টির বেদনার পটভূমি চোখের সামনে থাকলে ব্যষ্টির দুঃখ দংশন হারিয়ে ফেলে। তবু, মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়ি কেন?

দুপুরে খিদিরপুর। ওদের হঠাৎ বাড়ী যেতে হয়েছে। ফলে, শুধু বৌমা দুজন ও কচি বাচ্চারা ঘরে। আহার। পলায়ন। বিকেলে প্রচণ্ড ঘুম। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট। অসুস্থ শরীর নিয়ে গ্রামে গিয়েছিল মরণাপন্ন বৃদ্ধা চাচিকে দেখতে। এই মাত্র ফিরেছে। আর আধ ঘণ্টা বনানী চৌধুরীদের সঙ্গে। বাড়ী ফিরে Rodinson এর ভেতর। এক শ' পাতা কাল সন্ধ্যা থেকে শেষ। সওয়া তিন শ' পাতার বই। বহুৎ নোট দরকার। একটা বই কিনেই নিতে হবে। এতদিনে জানলাম 'কোরেশ' মানে আর্বী ভাষায়ঃ হাঙর shark.

১৩ নভেম্বর '৭৮

ম্যাকিয়াভেলী লিখেছিলেন, Di qui nacque che tutt' i profeti armati vinsons, e li dsarmati ruinono' অর্থাৎ All well-armed prophet. have conqured and the unarmd failed. বাঙলাদেশের দিকে চেয়ে এই প্রশাসন-নীতির যথার্থ উপলব্ধি করা যায়। বঙ্গবন্ধুর সেনাবাহিনীর দিকে চোখ ছিল। কোন ঐতিহ্য-সূত্রে তা পাওয়া নয়। নতুন প্রারম্ভ। তাই অকালে চলে গেলেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত 'কোলাবোরেটার' আর তার পদাঘাতে-পদোন্নীত সিপাইগুলো এখন দেশহিতৈষণার মুরুব্বী।

সারাদিন পড়ার ভেতর, সন্ধ্যার মাসুদের কাছে। গ্রামে গিয়েছিল বৃদ্ধা মরণাপন্ন চাচিকে দেখতে, অথচ নিজে অসুস্থ। এমন Strain নেওয়া উচিত নয়। ক'দিন পূর্বে "হার্ট" কিছু এদিক-ওদিক করছিল। মাসুদ ধকল সইতে পারেনি। আবার শরীর খারাপ। তদুপরি, পেটের গণ্ডগোল। শুয়ে পড়তে হোলো ওকে কিছুক্ষণ বসার পর। শিখার অনুরোধে রাত্রে ওদের সঙ্গেই খেলাম। মাসুদের আসন খালি। ভাল মাংস রান্না হয়েছিল। কিন্তু আজ আনন্দে খুঁৎ রয়ে গেল। মাসুদ দেখলাম বেশ ঘুমোচ্ছে। নির্বাসন-জীবনে এই একটি আত্মার সান্নিধ্য বড় দুঃখহর। আজই চিঠি এসেছে World peace council এর Presidium-এ ওকে সদস্য করা হয়েছে। ঠিক মানুষই বেছে নিয়েছে ওরা। Costa Rica-য় কাউন্সিলের মিটিঙে মাসুদের ভূমিকা নিশ্চয় আকর্ষণীয় কিছু হয়েছিল। তাই এত শিগগীর ওদের গোষ্ঠির অভ্যন্তরে।

www.pathagar.com

১৪ নভেম্বর '৭৮

আলী আকসাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। কলকাতা-ছাড়া। শুনলাম ফিরেছে। সকালে ওর কাছে গিয়ে প্রায় খান পঁচিশেক "সংবাদ" পড়া গেল। বাঙলাদেশের পত্রিকা এখন কিছু আসতে দিচ্ছে। তাই এই সুযোগ। অনেক সংবাদ জানা গেল। রাজনৈতিক ফ্রন্টে পূর্বের মতই অবস্থা। শুধু দু'টি প্রাক্তন মন্ত্রী অথবা "দুটি ইঁদুর জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

মন্তব্য স্থানীয় রাজনীতিবিদদের। ভিয়েৎনাম কম্যুনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির এক সদস্যের সঙ্গে দিল্লীতে আকসাদের দেখা হয়। চীন উস্কানিদাতা-কাম্বোডিয়া সীমান্তে ঢুকে লুট, নরনারী হত্যা, পাশবিক অত্যাচার, অগ্নিদাহ—সব রকম অত্যাচারই চালিয়েছে। সাম্যবাদের আদর্শবাদী দেশের আচরণ! বিশ্বাস করাই দায়। চৈনিক সরকার প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন দোসর। হোয়াং-টেং-চ্যাং-ব্যাঙদের লাফ ঝাঁপে কী মনুষ্যোচিত কিছু থাকতে পারে?

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। ওর শরীর কিছু ভাল। রাত্রি আটটায় বাড়ী ফিরে দেড় ঘণ্টা লেখাপড়া করলাম। চোখে ব্যথা ধরেছে। দিলীপ গুহের কাছে গিয়ে চোখ দেখিয়ে আসা দরকার।

১৫ নভেম্বর '৭৮

Rodinson এর "মোহাম্মদ" আজ শেষ করলাম। সহৃদয়, নিরাসক্ত লেখক। তিনি ভক্ত নন। তবু জীবনের চারপাশ সহ তিনি হজরতের যে-প্রতিকৃতি উন্মোচন করেছেন তা বহু অন্ধ-ভক্তের দৃষ্টি উন্মোচন করতে সক্ষম হবে। মহাপুরুষেরা সর্বোপরি মানুষ। তা অনেকে ভুলে যায়। ফলে, একদা যা Liberating Force থাকে তাই হয়ে দাঁড়ায় অচলায়তন, যার পাপে ভক্ত মানুষ আর মানুষ থাকে না, ধার্মিক হওয়া ত দূরের কথা।

সন্ধ্যায় লাইট হাউসে সত্যজিৎ রায়-পরিচালিত "শতরঞ্জ কি খিলাউড়ী" দেখলাম। চক্ষুলোভা এ্যালবাম। একের পর এক ছবি ভেসে উঠে। কিন্তু কেন জানি না, মনে কোন দাগ কাটল না। ইতিহাসের পটভূমিকায় ব্যক্তিজীবনের স্পন্দন ধ্বনি কিছু শোনা গেল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি ও ইতিহাস দূরেই থাকল, আর কাছে এলো না। সঙ্গীতের ব্যাকরণ-নিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের গান যেন। সবই ভুলত্রুটির বাইরে। কিন্তু হৃদয় ক্ষুধার্ত রয়ে গেল। অযোধ্যা সিপাহী বিদ্রোহে বিশেষভাবে মন্থিত হয়েছিল। তার ইঙ্গিত, পরিচয় পরিচালক নেপথ্যে রেখে দিলেন। গ্রাম্যবালক কাল্লুর মন্তব্য বেশ অর্থবহ। কিন্তু ছবি পেলাম না। সিনেমা ত চোখের সড়ক। সেই সড়ক নির্জন রেখে দিলেন পরিচালক এই বিশেষ এক দিকে। ইংরেজের মহানুভবতা বা উদারতার উপর শ্রীরায় এত ঝোঁক দিলেন। অথচ

www.pathagar.com

অযোধ্যার, সুপ্ত অগ্নিগিরির কোন ছবি আঁকলেন না। এই অসংগতি মনে হয়, ছবির সব চেয়ে দুর্বল দিক। শুধু ভেড়া-মোরগ লড়ায়ের বাইরেও লড়াই চলছিল দেশের মানুষের নার্ভে। নচেৎ সিপাই-বিদ্রোহ কী করে ঘটে? এবং এক বছর পরেই?

১৬ নভেম্বর '৭৮

ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে ধাক্কা খেলাম। ফনুর জীবন আমিই বরবাদ করেছি। স্বাভাবিক জীবনধারা পেলে ওর ছবি আঁকার সহজাত ক্ষমতারও বিকাশ ঘটত। এখন অসহায়, কপর্দহীন অবস্থায় ওকে ফেলে এলাম কেন? বিক্ষুব্ধ মন সহজে স্বস্তি দিলে না। শুয়ে শুয়ে ট্র্যান্‌জিষ্টার খুললাম সেখানে সুবার্টের (Schubert) String quatrcts বাজছে। সে সুরও করুণ। ঘুমোতে বেশী দেরী হয়ে গেল।

১৭ নভেম্বর '৭৮

মিসেস গান্ধীকে ধন্যবাদ, তিনি লন্ডনে বৃটিশ প্রেসের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, যে পশ্চিমের গণতন্ত্র নিয়ে কী তেমন কোন মাথাব্যথা আছে? শেখ মুজিব ও তার পরিবার বর্গের নিধন-হত্যার উপর য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের তেমন উদ্বেগ দেখা দেয়নি। মিসেস গান্ধী হালফিল খবর চেপে গেছেন। লেবার পার্টির শাসন চলছে। অথচ এই শ্রমিক লর্ডসের প্রতিনিধি বৃটিশ সরকারের (Foreign Secretary) David owen ডেভিড আউয়েন জালেম ইরানের শাহকে সমর্থন দিচ্ছে ন্যাংটা হয়ে। সেখানে আবার তেলের ব্যাপার আছে। তাই হয়ত বা ঐ জাতীয় রাজনৈতিক কারণে, তিনি চুপ করে গেছেন। ওঁর পিতৃদেব পণ্ডিত নেহরু একদা বলেছিলেন, "International politics is a nuisance" সত্যি Nuisance. সৌদি আরবের মত বিত্তবান মধ্যযুগীয় আদিবাসীদের সম্পর্কে অনেক সময় তেলের জন্যেই বাঙলাদেশের রাজনীতিবীদকে যতই প্রগতিশীল হোক হয়ত চুপ করে যেতে হবে... এক ঘণ্টা বিশ্বরঞ্জন সেন ও অনীতা সেনের আতিথেয়তায় কাটল। সন্ধ্যা জ্যোতি ও রণেশ দাশগুপ্ত সমভিব্যহারে।

১৮ নভেম্বর '৭৮

লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ীতে "এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা" আছে। এই এক বড় সুবিধা। কোন গরু হারালেই গিয়ে খোঁজ পাওয়া যায়। সেন্ট অগাষ্টিন সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য ছিল। তাই ওদের বাড়ী। দুপুরের আহারও সেখানে। বিকেলে ফিরে এসে আবার সন্ধ্যায় বেরুতে হোলো। অচ্যুত গোস্বামী, সৌমেন হোড়, রণেশদার এক জায়গায় মেলার কথা। আরো এক নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হোলো। শ্রীগোপাল ঘোষ। বন্যার পটভূমিকায় লেখা সৌমেন একটা গল্প পড়লেন। রাত্রি

www.pathagar.com

আটটা পর্য্যন্ত দংগলে। বাড়ী ফিরে "O Jeresalem"–(ল্যারী কলিন ডেমিনিকে ল্যাপিয়ের কৃত) বইখানা দশ বারো পাতা মাত্র পড়লাম। বাঙলাদেশের মতই বিক্ষুব্ধ, বিভাগ-জনিত ঘূর্ণীস্রোতে পড়া দেশ ইসরাইল। তাই পড়ে দেখার কৌতূহল।

১৯ নভেম্বর '৭৮

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত "O Jerusalem" পড়লাম। ইসরাইল রাষ্ট্রের পত্তনে দেখা যায়, জাতিসংঘে রাশিয়া পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইন-বিভাগে ভোট দেয়। তখন খোদ ষ্ট্যালিন জীবিত। অর্থাৎ তিনিও অপরাধে অপরাধী। সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে ষ্ট্যালিনও টের পাননি। বর্তমানে তার পরবর্তী কর্ণধারগণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে, কী মারাত্মক ভুল না তখন হয়েছিল।

সন্ধ্যা নেপাল নাগের মৃত্যুর পর ওর স্ত্রী নিবেদিতা নাগের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আজ শোকের আবহ-বহননারী নিবেদিতা দেবীর সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়ী ফিরলাম। পূর্ববঙ্গে প্রগতিশীল ভাবধারার বাহক হিসেবে ওঁদের কাছে বাঙলাদেশবাসীর ঋণ বহুৎ।

২০ নভেম্বর '৭৮

দু' মাস পরে আবার উপন্যাসের বিংশ পরিচ্ছেদ লেখা শুরু করেছি। আবার পুরাতন ছবি, পরিকল্পনা বাগে আনা বেশ অস্বোয়াস্তি ভোগ করলাম। বেশী দূর এগোল না। কয়েক ঘণ্টায় মাত্র চার শ শব্দ। অথবা পূর্বে কী দ্রুত এগোচ্ছিলাম। একবার ছেদ পড়লে বুঝি এই ঘটে। ইংরেজের আহারের মত এক দফায় এক Course। আমার মনে শিল্পের সব কাজেই তা করা উচিত। তা না হলে এমনই দুর্বিপাক ঘটে। এখন বেশ টের পেলাম।

২১ নভেম্বর '৭৮

দিল্লী থেকে হঠাৎ সুব্রত এসেছে। বাসায় বিস্তর খবর পেলাম। কার্ড রেখে গেছে। সকালে রামকৃষ্ণ মিশনের হষ্টেলে। আর এক সাংবাদিক জ্যোতির্ময় গুপ্ত এসে জুটলেন। এদেশী রাজনীতির বহুৎ হালচাল জানা গেল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খর্পর কোনদিকে এদের ঠেলে নিয়ে যাবে—তারই সম্ভাব্য বয়ান শোনা গেল দুই সাংবাদিকের মুখে।

২২ নভেম্বর '৭৮

আদৌ স্বস্তি নেই মনে। উপন্যাস লিখতে বসে সব গোলতাল পাকিয়ে যায়। বহু চরিত্রের আমদানী। পূর্বে যে পরিকল্পনা ছিল, পঞ্চাশ হাজার শব্দ রচনার পর

www.pathagar.com

অনেক অদলবদল শুরু হয়েছে চিন্তায়। ফলে, বিভ্রাট। পঞ্চাশ বছরের কাল পটভূমি। ১৯২৮-৭৮। সন তিরিশ বত্রিশ পার হইনি। শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, তা এখনও অনিশ্চিত। কত দিন লাগবে? তাও এক সমস্যা। অস্থির মন। রোজ পাঁচ-ছ শ' শব্দর বেশী এগোয় না। তাই অস্থিরতা। সন্ধ্যায় প্রায় লোডশেডিং থাকে। কাজ করা দায়। সকালে প্রাত্যহিকতায় আড়াই ঘণ্টা বেরিয়ে যায়। দেহে বেশ ক্লান্তি ধরে। ফলে, নাস্তার পর খুব সতেজ মনে এগোনো হয় না। কাপড়চোপড় ধোয়া, নাস্তা তৈরী এসব নিজেকেই করতে হবে। অন্য উপায়ও নেই। সূত্রপাতে যেভাবে এগোচ্ছিলাম এই break দেওয়া উচিত হয়নি।

২৩ নভেম্বর '৭৮

এগারোটার দিকে মরহুম ভাই আব্দুল করিমের বড় ছেলে খায়রুল আনাম দেখা করতে এসেছিল। বন্যায়, পাকা বাড়ী বিধায় ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কিন্তু ওর চাকরি গেছে, কোম্পানী উঠে যাওয়ার ফলে। আর্থিকভাবে আবার সবাই নিরাপত্তাহীন। দেশবিভাগের ফলে আত্মীয়রা বর্তমানে বাঙলাদেশে। মুরুব্বী তেমন কেউ নেই চাকরির ব্যাপারে সাহায্য করে। আমার আত্মীয় স্বজনদের অধিকাংশ একই দুর্দশা। এদিকে এসেছিলাম, মানসিক নিরাপত্তা পেতে। সে পথ বন্ধ, বিধবা বোনের ভবিষ্যৎ কী হবে, ভাবতে পারিনি। যন্ত্রণার ইতি নেই। তার মধ্যে শিল্পচর্চা অনেক সময় বড় ফালতু কাজ মনে হয়।

ঝামটে হরিশ্চক প্রভৃতি গ্রাম-জড়িত সহস্র স্মৃতির স্রোত-মুখে ভাসতে লাগলাম খায়রুল চলে যাওয়ার পর।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। তাহেরা মাসুদ আজই ছ'মাস পরে বড় ছেলে জুবিলীসহ জার্মানি থেকে ফিরেছে।

২৪ নভেম্বর '৭৮

আজ প্রায় ১২-১৩ শ' শব্দ লিখতে পারলাম। মনে স্বস্তি ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। উপন্যাস রচনা আর বন্ধ করব না।... বিকেলে পড়লাম কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা সালেক-সুলতানাদের সঙ্গে। News Week-এ শাহের উপর ডিস্‌প্যাচ থেকে জানা যায়, তার মার্কিন স্যাঙাৎরা খুবই চিন্তিত। জাপান, সাউথ আফ্রিকা, ইসরাইল, আমেরিকা প্রত্যেকেই ইরানী তেলের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ওদের উদ্বেগ স্বাভাবিক। ইরানের ভবিষ্যতের উপর গোটা মধ্যপ্রাচ্য নয়– আফগানিস্তান থেকে বাঙলাদেশ পর্য্যন্ত মোজেকে বহুৎ পরিবর্তন ঘটবে। তাই প্রতিদিন ইরানের খবর সংবাদপত্রে আমি আগে পড়ি, পরে অন্য দিকে চোখ ফেরাই।

www.pathagar.com

২৫ নভেম্বর '৭৮

গায়ানার জংগলে এক Cult এর শিকার ৮০০ আট শ' জন মার্কিন নাগরিক। গুরু Reverned Jim Jones এর আদেশে তারা Mass suicide করেছে। তিন দিন পূর্বে এই লোমহর্ষক সংবাদ বেরোয়। ভাবতে অবাক লাগে, উন্নত দেশে Obscurantism কীভাবে গজায়। শাসকশ্রেণী মিথ্যে বনিয়াদের উপর পৃথিবী শোষণ অব্যাহত রাখতে পারে। মিথ্যে থেকে Myth গজায়। জীবনবোধ তখন লুপ্ত হয়। Mass suicide তখন বিচিত্র কিছু নয়। দুঃখ লাগে চৈনিক শাসকগোষ্ঠী সেই মার্কিনদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেনি। ওদের ত আত্মহত্যাপ্রবণ সেনাবাহিনী সৃষ্টি দরকার। নচেৎ রাশিয়া ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে কে লড়তে যাবে?

২৬ নভেম্বর '৭৮

লন্ডন থেকে এক প্রীতিভাজন কিছু দৈনিকের কাটিং পাঠিয়েছে। Financial Times এর এক সংবাদদাতা "Tinder Box all in a row in central Asia" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই শুকনো খড়কুটোর (আসলে বারুদের) বাকস হচ্ছে ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান। সংবাদদাতা ডেভিড হুসেগো মন্তব্য করেছেন যে শেষ পর্য্যন্ত ইরান এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন nationalityর চাপে দেশ দুটো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। খুজিস্তানের লোকেরা বলে আরবী। আজারবাইজানে তুর্কী এবং বেলুচিস্তানে পশতুভাষী মুসলমানেরা উক্ত আন্দোলনের হোতা রূপে এগিয়ে আসবে। সেই ফাটল সৌদি আরব ও অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের আমির শাসিত দেশগুলোয়ও দেখা দেবে। হুসেগো সাহেব শেষে মন্তব্য করছেন, রাজনীতিতে Rational solution আর হয় কোথায়? রাস্তার মারদাঙ্গাই নিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে। শেষে সবকিছু এবার ঘটছে ইরানে। গত বছর ঘটেছিল পাকিস্তানে।

২৭ নভেম্বর '৭৮

সারাদিন নানা কাজ। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতার দূরীকরণ সমিতি যে বাংলা বিশ্বকোষ বের করছে, তার মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লার উপর ১৫০-৭৫ শব্দের মধ্যে আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ করেছে। পরলোকে বন্ধু সুখেই আছে। আমার নির্বাসনে ও বেঁচে থাকলে স্থির হয়ে দিনযাপন করতে পারত না। ওর অভাব আবার নতুন করে বাড়ি মেরে গেল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লেখা শেষ করে বিকেলে গেলাম নির্বাহী সম্পাদক অশোক ঘোষের হাতে দিতে ওদের আপিসে। পটুয়াটোলা থেকে গণেশ এভিন্যু। আজ আতোয়ার রহমানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী চতুরঙ্গ আপিসে। পশ্চিমবঙ্গের বহু বুদ্ধিজীবী লেখক কবির সমাগম। অন্নদাশঙ্কর রায় সভাপতি।

www.pathagar.com

অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে নীহার চক্রবর্তী কফিপানের, তাও ফিসফ্রাই কাবাব, সন্দেশ সহ বন্দোবস্ত করেছিলেন। বাড়ীটা স্মৃতিময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানেই আমার প্রথম আলাপ। সুখদুঃখের পুরাতন রেশ ধেয়ে এলো। বাড়ী ফিরতে ফিরতে পৌনে দশটা। আজ উপন্যাস লেখায় বসতে পারলাম না।

২৮ নভেম্বর '৭৮

উপন্যাসের নতুন পরিচ্ছেদ শুরু করার আগে India Act 1935 কবে পাশ হয় জানা দরকার। টেলিফোন করতে বিজয় শ্রীবাস্তবের বাড়ী গেলাম। ওদের বাড়ীতেই হদিস পাওয়া গেল ইতিহাসের বই থেকেঃ ৮ August 1935। বাইবেলের Exodus পর্ব পড়া অপরিহার্য। বিজয়ের কাছে বাইবেল ছিল নিয়ে এলাম। একটা বিস্ময়কর সমাপতনের মুখোমুখি। বাইবেল পড়তে গিয়ে Book of Exodus পর্বে আছে "And they said unto Moses, because there were no grave in Egypts, hast than taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us. to carry us forth out of Egypt." আমার "পতঙ্গপিঞ্জর" উপন্যাসে মৃত্যুপথযাত্রী সেই বালক তার পিতাকে বলছে, "বাবা গাঁয়ে কী কবর দেওয়ার জায়গা ছিল না? তুমি কী আমাদের কবর দিতে এনেছিলে?" সেই কলেজ জীবনে পড়া বাইবেল। তারপর প্রায় উল্টেপাল্টে এখান ওখান থেকে খামচি দিয়ে বাইবেলের সঙ্গে যোগাযোগ। অথচ প্রতিধ্বনি অজানিতে রচনায় বেরিয়ে গেছে।

২৯ নভেম্বর '৭৮

সঞ্জীব Nagaland times এর এডিটর হয়ে নাগাল্যান্ডে চলে যাচ্ছে ৪ ডিসেম্বর। জঠরের তাগিদ। তিন বছর কৃচ্ছ্রতাসাধন করে চলে গেল। আর চলছে না। সুতরাং মজবুর। সঞ্জীবও চলে যাবে। নির্বাসনের যন্ত্রণার মধ্যে আর এক কীলক প্রবেশ করল। সাহচর্য্য ছাড়াও আলাপ আলোচনায় আলোকপাত করার জন্যে এমন ধীশক্তি সম্পন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার চোখে পড়েনি। বিকেলে ওর কাছে। আরো বহু লোকের সমাগম। সঞ্জীবের সহপাঠী ও বন্ধুবর্গ। ওদের সঙ্গে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত।

৩০ নভেম্বর '৭৮

বিকেল থেকে সঞ্জীবের সঙ্গে। আর মাত্র তিন দিনের অতিথি সে। সময় ত কত অপচয় হয়। তাই সকাল-দুপুরে কিছু পড়াশোনা তাড়াতাড়িই সেরে রাখলাম। ক'দিন পরে সঞ্জীবের অভাব পলে পলে অনুভব করতে হবে।

www.pathagar.com

১ ডিসেম্বর '৭৮

ল্যারী কলিন্সের বৃহৎকায় পুস্তক O Jerujalem বইখানা আজ শেষ করলাম। আর এক দেশবিভাগের মর্মন্তুদ কাহিনী। মানুষে মানুষে বিভেদের বড় বিস্তারিত ছবির পেছনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পটভূমি এই পুস্তকের dimension আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। লেখক ব্যক্তি মানুষের দুঃখ-কাহিনীও আদৌ ছোট করে দেখেননি। সাংবাদিক রিপোর্টারের একটি অমূল্য নিদর্শন বইখানা।

সন্ধ্যা সঞ্জীব সদনে। বিস্মৃতি অন্যায়। ২৭-১১ তারিখে তিন দিন পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রসূন বসু তাঁর পুরাতন রত্নভাণ্ডার থেকে দু'টি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার সিরিজের ৩য় ও চতুর্থ খণ্ড। প্রথম/দ্বিতীয় নিঃশোষিত। ছাপা হলে তাও উপহার দিতে তৈরী আছেন জানালেন। ওর আন্তরিকতা তাছাড়াও অপরিসীম। ফর্সা শান্ত আদলখানি ওর ভেতরের প্রতিফলন। চা-পর্বে বরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এসে নরক গুলজার করলেন। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় সমাপতনের ধাক্কাঃ ট্রাম থেকে নামতেই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোলাকাত।

২ ডিসেম্বর '৭৮

হঠাৎ বিকেলে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হলো। সন্ধ্যার দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ছাতা হাতে রণেশদার নিকট। ওর কাছে ঢাকা "প্রতিরোধ" (পত্রিকা) গ্রুপের অচ্যুত গোস্বামী, সৌমেন হোড় এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর আসার কথা। গোস্বামী ছাড়া আর কেউ এলেন না। জ্যোতি দাশগুপ্ত চায়ের এন্তজাম করলেন। সন্ধ্যার আসর জমজমাট রইল রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত।

৩ ডিসেম্বর '৭৮

সকালে লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ীর বই ফেরৎ দিতে গেলাম। পথে কবিরাজ প্রধীর দাশগুপ্ত ও প্রফুল্ল সেন সঙ্গীতজ্ঞের আসরে কিঞ্চিৎ ঢুঁ মেরে গড়িয়াহাটা বাজারে। ডুপ্লিকেট খাতা ভুলে ট্রিপলিকেট কিনেছিলাম বদলানোর জন্যে। কিছু রসদ কিনে বাড়ী। বিকেল সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে। সমাগম আরো বহু জনের। বটুক চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন ভৌমিক, সমীর ভট্টাচার্য, কল্যাণ চৌধুরী দিগর।

৪ ডিসেম্বর '৭৮

সঞ্জীবের সঙ্গে দুপুরের আহার। আরো অতিথি ছিলেন। চন্দ্রমাধব বসু, মণি সেন প্রমুখ। ৪টায় কামরূপ এক্সপ্রেস। সঞ্জীব সত্যিই ডিমাপুর চলে যাচ্ছে Nagaland Times এর সম্পাদক রূপে। বললে, "Beaten-যেতে হচ্ছে।" এত দিনে আমার নির্বাসন সত্যি শুরু হবে। উন্মুক্ত চোখ, বুক এবং মনের এমন ব্যক্তিত্ব বিরল। যদি একটু স্থিতাবস্থা ও নিজের সাধনায় মগ্ন থাকতে পারত, বহু অতুলনীয়

www.pathagar.com

অবদান বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল। পূর্বে ইতিহাস, এবার জঠর কোন স্রোতে নিয়ে নাও কে ফেলে দেয়। ট্রেন ছেড়ে দিলে ধীরেন ভৌমিক, কল্যাণ চৌধুরী, তেজনারায়ণ বাবু মিলে আমরা চা খেলাম ষ্টেশনে। তারপর বিষণ্ন প্রত্যাবর্তন।

মার্শাল ল' রেখে বাঙলাদেশে ইলেকশান হবে। হাত-পা বাঁধা সাঁতার। দেখা যাক কী হয়।

৫ ডিসেম্বর '৭৮

আমিনার খোঁজ নিতে খিদিরপুর গিয়েছিলাম। বাশারৎ, তার স্ত্রীও গাঁ থেকে এসেছে। গোটা পরিবারের সঙ্গে দেখা হোলো। ময়না-চাচা কাল সবলসিংহপুর যাবে। ওর হাতে চিঠিও দিতে পারলাম। শৈশবের কৈশোরের প্রাঙ্গণে দুই প্রৌঢ়জন আবার পথচারী। গ্রামে ঈদের জামাতে কে ইমামতি করবে তা নিয়েও দাংগা হওয়ার উপক্রম। দাংগা হিন্দু মুসলমান নয়। দুই দিকে সব পরহেজগার মুসলমান। অমন বন্যা-গজবের পরে মানুষের দুঃখকষ্টের সীমা নেই। সেদিকে উদ্যম নিয়োগের কোন চেষ্টা নেই এইসব ধার্মিক ব্যক্তিদের। আল্লার প্রেমিক ওরা। মানুষের কী হয়, তাতে ওদের কিছু আসে যায় না।

ফেরার পথে বেলা এগারোটার দিকে গ্রান্ড হোটেলের নীচে একটা বই কেনা গেল। সালেক সুলতানার ফরমাস। হঠাৎ শিল্পী পরিতোষ সেনের সঙ্গে দেখা। পুরাতন রত্নোদ্ধারে বেরিয়েছিলেন। পাঁচ হাজার টাকার একটা জীবনবীমা পেকেছিল আপিসে গিয়ে দেখেন, Paid up হয়ে পড়ে আছে। অথচ সেন-মশাই মাস মাস টাকা পাঠিয়েছেন ব্যাঙ্কের চেক-মারফত। তার কিনারা করে ফিরছেন। আমাকে দেখে শিল্পীর চায়ের তেষ্টাও ঘোচাতে আরম্ভ করেছিল, বোধ হয়। ওর প্রস্তাব মত পেছনের ন্যুমার্কেটের দিকে এক রেস্তোরায় দু'জন একত্রে তপ্ত জল ও আড্ডা পান করা গেল- সাড়ে বারোটা অব্দি। প্রকাশকের সঙ্গে শিল্পীর খটমট ঠুকুর-ঠাকুরের কাহিনী শুনলাম, যদিও চিরাচরিত কাহিনী।

৬ ডিসেম্বর '৭৮

সারাদিন ঘরে। বহুৎ কাপড়-চোপড় ধুতে সময় গেল। পরে পড়া। লেখা আবার বন্ধ সন্ধ্যায়। বিজয় শ্রীবাস্তবের নিকট ঃ Totem and Taboo-ফ্রয়েডের বইখানার জন্যে। ফিরে এসে পড়ায় রাত্রি দশটা। কতো বার না মার বিষণ্ন, অশ্রুপীড়িত মুখখানা ঝলক দিয়ে গেল।

৭ ডিসেম্বর '৭৮

সঞ্জীবের ডেরায় চন্দ্রমাধব বসু বর্তমান অবস্থানকারী। কোন খবর আছে কিনা

www.pathagar.com

জানার জন্যে কলেজ স্ট্রীট সন্ধ্যা। অবিশ্যি সারাদিন ঘরে ছিলাম "Marx's Theory of Alienation" by Istavan ME'SZAROK নিয়ে। গ্রন্থকার George Lucas এর সেক্রেটারী ছিলেন পাঁচ বছর। কলকাতায় বার্টোল্ড ব্রেখতের (ব্রেসৎ?) নাটক নিয়ে খুব মাতামাতি চলছে। Alicnation নাট্যকারের চিন্তায় অনেকখানি জুড়ে ছিল, বিশেষত অভিনয় পদ্ধতিতেও। তাই আমারও কৌতূহল। পরে প্রবন্ধে লেখার ইচ্ছা রইল।

৮ ডিসেম্বর '৭৮

সন্ধ্যা বসুধা চক্রবর্তীর সঙ্গে। ওঁর শরীর ভাল নয় তেমন। ফণী বাবুও শয্যাশায়ী। কারো সাহায্যে বাথরুমে যান। বয়সই ব্যাধি। ষাট পার। আমার এই নির্বাসন পর্ব শরীরের জন্যে, ভয় পাওয়ার কথা। বিষণ্ন বাড়ী ফিরলাম। বহুদিন বাঁচার খেসারৎ আছে। ফণী বাবু একাশি ৮১, চোখ খারাপ আর পড়তে পারেন না। পড়া বন্ধ হলে বাঁচার আর কী থাকবে? আজ সেই ভয়ও পেলাম।

৯ ডিসেম্বর '৭৮

মিলিটারী বাদশার ঘোষিত নির্বাচন বারোটি রাজনৈতিক পার্টি বয়কট করবে জানিয়েছে। পার্টিগুলোর নাম জানা গেল না।

ব্যাঙের ছাতা একগাদা আছে। তাই আন্দাজ করা দায়, কারা বয়কটকারী।

১৯৪৯ ঊনত্রিশ বছর পূর্বে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ৯ ডিসেম্বর শিবেন রায় দৈহিক অত্যাচারের শিকার পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সেদিন মুসলিম লীগ গদীতে। মিলিটারী মার্কা নয়, কিন্তু স্বৈরাচারে মিলিটারীর স্যাঙাৎ। রাজবন্দীদের অধিকার দাবীতে শিবেন রায় অনশন আরম্ভ করেন। জেল পুলিশ জোর করে তাঁর নাকে নল ঢোকানোর সময় তা ফুসফুসে লেগে যায়। সেই রাত্রে শিবেন রায় মারা যান। যদ্দূর মনে পড়ে, বাঙলাদেশে রাজনৈতিক শহীদ তিনিই প্রথম। বহুদিন ধরে তোমাকে মনে পড়ল, হে দুঃখীজনের দোসর বন্ধু। আন্তরিক সালাম গ্রহণ করো। বাঙলাদেশ তোমাকে কোনদিন একদম ভুলে যাবে না।

১০ ডিসেম্বর '৭৮

বড় একা।

কোন ভোরে উঠেছি। নটা পর্য্যন্ত টেবিলে। কোন কাজে মন বসল না। সঞ্জীবের খোঁজে কলেজ স্ট্রীটে। কোন খবর পেলাম না। কফি হাউসে ঢুকলাম। নির্মাল্য আচার্য্যকে পাওয়া গেল। 'এক্ষণ' পত্রিকা প্রায় One-man show এক ইয়া বড় পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসেছেন সংশোধনে। তবু সময় দিলেন। অধ্যাপক অরূপ রুদ্র এলেন আসর ভাঙার সময়। সন্ধ্যাও বড় বিষণ্ন গেল। গৃহহীনের গৃহ-স্মৃতি রেহাই

www.pathagar.com

দিল না।

১১ ডিসেম্বর '৭৮

ডক্টর হবীবুল্লা দিল্লী থেকে এসেছেন। 'সমাজবিজ্ঞানী' বরুণ দের আশ্রমে আশ্রিত। লেক ট্যারেস অভিমুখী। পথে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। কর্নেল বিশ্বাস রোডে উঠে এসেছেন। আবু রুশদের বাড়ীর (অবিভক্ত দেশে) ঠিক উল্টো দিকে। সাড়ে তিন বছর পরে বন্ধু হবীবুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ। বক্ষভার বহু নিকেশ করা গেল দুপুর অবধি। আজ জ্যোতি দাশগুপ্তর নেমন্তন্ন ছিল, তাই ডক্টরকে পরিত্যাগ করতে হোলো। বরিশাল থেকে এসেছেন এক কালের অগ্নিপুরুষ মুকুল সেন। আন্দামান ফেরৎ পুরাতন বিপ্লবীর বহু কাহিনী শুনেছি। আজ প্রথম দেখলাম। একাত্তর বয়স। শারীরিক তেমন ছাপ নেই কোথাও। এক সঙ্গে জ্যোতির্ময় আমন্ত্রণ রক্ষা। বড় ভাল লাগল বর্ষীয়ান ঐতিহ্যপ্রতিম পুরাতন বিপ্লবীকে। মাসীমা মনোরমা দেবীর আশ্রমেই বরিশালে থাকেন। অগ্রজ দেশপ্রেমিকদের দেখে মনে হয়, কতো মানসিক দৈহিক যন্ত্রণার শিকার। তবু নুয়ে পড়েননি। এমন পৌরুষ সবায়ের নসীবে জোটে না।

১২ ডিসেম্বর '৭৮

দুই প্রৌঢ়জন এক সঙ্গে সারাদিন। দুপুরের আহার পর্য্যন্ত বাদ। শেষে কলেজ ষ্ট্রটের Y.M.C.A র রেস্তোরায় স্যান্ডউইচ ও চা পান তিনটে নাগাদ। ডক্টর হবীবুল্লার প্রকাশক ও বইয়ের দোকানের সঙ্গে ঝামেলা মেটাতে সময় যত না গেল, তার চেয়ে সময় গেল ট্যাক্সির খোঁজে। এক ঘণ্টা দেশপ্রিয় পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে হয়রান। প্রত্যেক জায়গায় একই অবস্থা। যদিও গন্তব্য বৌবাজার কলেজ ষ্ট্রীট। ফেরার সময় একই সমস্যা।.... সন্ধ্যা কাটল ডাঃ বরুণ দের বারান্দায় আর এক ডক্টর শ্রী অনিরুদ্ধ সহ। রাত্রি নটায় নীড়ে প্রত্যাবর্তন।

১৩ ডিসেম্বর '৭৮

পশ্চিমবঙ্গ অকলঙ্কিত রইল না আলীগড়, লাক্ষ্ণৌ... কত জায়গায় না সাম্প্রদায়িক দাংগার কথা শোনা যায়। এই রাজ্য তেমন বিষমুক্ত। কিন্তু এবার মহরম উপলক্ষে মালদার আলীনগরে পুলিশকে দাংগা ঠেকাতে গুলি চালাতে হয়। দুজন মৃত। দুজনই মুসলমান। সাধারণ মানুষ কী নিয়ে থাকবে? পার্থিব কিছু ত পায় না। শাসকশ্রেণীও ধর্মের ভূসি ঠেকিয়ে রাখে ওদের কাছে পরম খাদ্য রূপে। ফলে, উত্তেজনার শিকার হয় খুব সহজে এই গরীব মুসলমানেরা। মুসলিম লীগ সেই ফাঁদের পথ আরো মসৃণ করে দিয়েছে বহু বছর ধরে। দুঃখ, আজও অন্ধ

www.pathagar.com

দৃষ্টির ছানি কাটল না। প্রায় পঞ্চাশ বছর ত কেটে যায়।

সাঁইত্রিশ বছর পরে আবার কলকাতা য়ুনিভার্সিটির টিচার্স রুমে, ডাঃ হবীবুল্লার সঙ্গী। ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক সুনীল মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ অনিরুদ্ধ রায়ের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা। পরে ডাক্তার রায় আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দিলেন নিজের শকট মারফৎ। স্বর্গীয় বিভাগীয় অধ্যাপকদের ছবি টাঙানো রয়েছে দেখলাম টিচার্স রুমে। শশী দাশগুপ্ত খুব সহজে চোখে ধরা দিলেন। পাশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আর কাউকে চিনতে পারলাম না। সন্ধ্যাঃ হবীবুল্লা সাহেবের বন্ধু অরবিন্দ সিংহ সমীপে।

১৪ ডিসেম্বর '৭৮

বেলা এগারোটা ডাঃ বরুণদের রাজ্যে। সমাজবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের এই বাড়ী পরলোকগত যদুনাথ সরকারের। এখানে হিতেশরঞ্জন সান্যালের সঙ্গে আলাপে বড় উপকৃত হলাম পুরাতন মাসিক "সওগাত' এবং 'মোহাম্মদী' সব কপি আছে এমন এক ভাণ্ডারীর খোঁজ দিলেন তিনি। এখান থেকে ইস্‌প্ল্যানেড। ডাক্তারের কিছু সওদা আছে। নাতিদের জন্যে লেবু এবং টুকিটাকি। গেরস্থকর্মে ডক্টর বড় নিপুণ এবং দড় ব্যক্তি—পাঁচ কিলোগ্রাম লেবুর ঝুড়ি বহন থেকে আন্দাজ করা যায় এবং সাতষট্টি বছর বয়সে। রাত্রি আটটায় আমাদের আসর ভাঙল।

১৫ ডিসেম্বর '৭৮

ভোরে ডক্টর হবীবুল্লাহর ডেরা গেষ্ট হাউসে। তবু যেতে দিতে হয়। আটটায় সময় তিনি এয়ারপোর্টমুখী। সেই শকটে আমি পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত এলাম। চার দিন কেটে গেল বড় হাল্কা মনে। বক্ষভার লাঘবের এমন দোসর পেলে বড় নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। সঞ্জীবও পলাতক। খতীব দিল্লীতে। ডক্টরের সান্নিধ্য আজ শেষ হয়ে গেল। যদিও আত্মার প্রতিবেশী তিনি চিরকালের।

১৬ ডিসেম্বর '৭৮

মার্কসের Critical marginal Notes on the article By a Prussian সারাদিন ধরে পড়লাম। বহু মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব-সম্বলিত প্রবন্ধখানি আজও মনে হয় যেন এইমাত্র উচ্চারিত। "Further : the orthodox Catholic is more hostile to the orthodox Protestant than to the atheist, just as the legitimist is more hostile to the liberals than to the Communist. This is not because the atheist and communists are more a kin to the Catholic on legitimist, but because they are more foreign to him than are the Protestant and liberal, being outside his Circle." এই উপমহাদেশের

www.pathagar.com

বামপন্থীদের খেয়োখেয়ির পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলো আবার স্মরণীয়। আজ কোহিমা থেকে সঞ্জীবের পত্র পেলাম। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

১৭ ডিসেম্বর '৭৮

সারাদিন ঘরে। সন্ধ্যায় মোনায়েম সরকারের খোঁজে। কল্যাণী ধরের আতিথেয়তার সম্মান-রক্ষার্থে চা খেলাম। রাত্রে ক্ষিধে রইল না। আর সামাজিকতার ফাঁদে পড়া নয়। খাওয়া নিজের উপর রাখাই ভাল। "আমার হাগা কী আপনি হাগবেন?" এই গ্রাম্য প্রজ্ঞা সর্বতোভাবে পালনীয়।

১৮ ডিসেম্বর '৭৮

ঘরখানা হোয়াইট-ওয়াশ করা হবে। বইপত্র সরানো। সারাদিন এই ঝামেলায় কেটে গেল। সন্ধ্যায় সব গুছিয়ে সারা গেল না। দিল্লী থেকে প্রীতিভাজন মোহাইমেন এসে হাজির। ঈষৎ অসুস্থ। ওর সঙ্গে কিছু বাক্য ব্যয়। রাত্রে কাঠগুঁড়ির মত ঘুমালাম একটানা ছ-ঘণ্টা।

১৯ ডিসেম্বর '৭৮

মোহাইমেনের সঙ্গে "গ্রামোদ্যোগ উন্নয়ন" এর অফিসে চিত্তরঞ্জন এভিন্যু। বাঙলাদেশে কুটীর শিল্পীদের এক প্রতিষ্ঠানের চরকা আমদানী উপলক্ষে। পরে গৃহে। হোয়াইট ও ওয়াশের জের চলছে। সব গুছিয়ে উঠতে পারিনি। সন্ধ্যায় মোনায়েম সরকারের খোঁজে সুখেন্দু ধরের বাড়ী। ওকে পাওয়া গেল। আর পেলাম 'সংবাদ' পত্রিকা ১১ ডিসেম্বরের। "Warming up" এত দিনে রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পর্কে বলা যায়। আওয়ামী লীগের সভার পুরো রিপোর্ট পড়ে কিছু হতাশা কাটল। কল্যাণী ধরের চা পান শেষে জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে আমি মোনায়েম। শেষ পর্বে রণেশদা এলেন। তিন দিন গায়েব ছিলেন কলকাতার বাইরে।

২০ ডিসেম্বর '৭৮

ওর ব্যবসাক্রান্ত আলাপ আলোচনার জন্যে হোটেল "রাত-দিন" এ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। অন্য পাটি এলেন কিছু পরেঃ শ্রীকৈলাশ অরোরা। পুরো সততায় উপর কোন ব্যবসা টেকে না। তবে ডিগ্রীর তফাৎ। সৎ ব্যবসাদারের কম লাভ করে। তবে পাপ করতেই হয়। ওই জগতের এক ছবি পাওয়া গেল। প্রোপ্রাইটার পার্শি ভদ্রলোক আমাদের মনোরম আপ্যায়ন করলেন।

২১ ডিসেম্বর '৭৮

লেখাপড়ায় মন বসে না। শত তরঙ্গ মগজে। কখনও গৃহাতুর, কখন স্মৃতির

www.pathagar.com

সুড়ঙ্গে ধাবন। মাথা যেন শূন্যে, বিশ্লেষণ-বিমুখ। পড়া প্রতিদিন চলে। লেখা দু'হপ্ত বন্ধ। সন্ধ্যায় মাসুদের বাড়ী। ওর বড় ছেলে মাসুম জুবিলী বাবার অসুখের কথা শুনে জার্মানি থেকে এসেছিল আজ ফিরে যাবে। ওকে বিদায় দিতেই আসা। পরে, হাঁটতে বেরুলাম। শরীর ঝিমঝিম করছিল তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কিছু চাঞ্চল্য জেগেছে। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর শাস্তি জেল এবং পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কার নিয়ে উত্তাল ভারতের বিভিন্ন এলাকা। পুলিশের গুলিতে কিছু লোক নিহত। Ruling class টিকে থাকতে নানা "গিমিক" করে বা দেখায়। এখানকার মার্কসবাদী পার্টি CPM আজও এই তামাসার হদিস করে উঠতে পারেনি। ওরা লেজুড়ের মত ঝুলছে এবং দুলছে দোল্‌নার আরাম পেতে শিশুবালকদের যা পরম কাম্য।

২২ ডিসেম্বর '৭৮

মিসেস গান্ধীর গ্রেপ্তারের জের দক্ষিণ ভারতে আরো বেশী। সেখানে প্রাণাহুতি কম নয়। তের জন মারা গেছে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যাই হোক, তবে এখন স্পষ্ট যে মিসেস গান্ধীর Calibre ও Level- এর কোন নেতা এখন ভারতবর্ষে নেই, যদিও তার Camp স্বতন্ত্র।

২৩ ডিসেম্বর '৭৮

এগারোটার দিকে গড়িয়াহাটা। মুজুর দ্বিতীয় সন্তান রুপেনকে (ডাকনাম যদিও আমার পাঠানো) আজও চোখে দেখিনি। ওর জন্যে জমা কিনতে গেলাম। মোহাইমেন কাল ঢাকা যাবেন, তার হাতে দেওয়ার ইচ্ছে। ফিরে শুনলাম, তিনি আজই ঢাকা-যাত্রী। কিনে এনে ভালই করলাম। অথচ সন্ধ্যায় গড়িয়াহাটা যাওয়ার কথা। আড়াইটা নাগাদ মোহাইমেন চলে গেলেন। বিকেলে কালান্তর আপিসে। সরোজ রায়চৌধুরী আমার "ক্ষুদে সোসালিষ্ট" বইখানা ফিল্ম করতে চান, তা নিয়ে রতন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ। সন্ধ্যার সময় "কালান্তর" থেকে নিমন্ত্রণ। মন অত্যন্ত অস্থির। মোনায়েম সরকারের খোঁজে গেলাম পায়ে হেঁটে। আমি জীবনের শেষ প্রান্তে। অথচ মোনায়েম প্রথম প্রান্তেই দেশপ্রেমের দীক্ষায় সব ত্যাগ করে এসেছে। বড় মায়া হয় ওকে দেখলে। সৌভাগ্য দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। সুখেন্দু ধর উপস্থিত ছিলেন। পরে বাড়ী ফিরলাম। মনের যে কী হয়েছে? বই হাতে বসে রইলাম রাত পৌনে দশটা পর্য্যন্ত, অথচ কিছুই পড়তে পারলাম না।

২৪ ডিসেম্বর '৭৮

খিদিরপুর। বাল্য কৈশোরের সঙ্গী বাশারতের সঙ্গে দুপুর ও বিকেল। গ্রামাঞ্চলের খবর পাওয়া গেল। শ্রেণীসংগ্রাম এক রূপ নিয়েছে। গ্রামের কায়েমী

www.pathagar.com

স্বার্থ CPM শাসক পার্টির সমর্থক রূপে সব সুযোগ সুবিধার ভাগীদার। বিপ্লব নয় Collaboration মারফত Power এলে এসব ঘটনা ঘটবেই। পুরাতন দিনে সারাক্ষণ বিচরণ। এখন মনে হয়, এদের ছেড়ে কেন অন্যত্র গিয়েছিলাম?

সন্ধ্যাঃ শ্রীগোপাল হালদারের সঙ্গে। ঊনআশি বছরের এই তরুণকে দেখে মনে হয়, অনেকদিন বাঁচা অনর্থক হয় না। দেহে ও মনে এই সতেজতা টিকিয়ে রাখা যদিও সহজ নয়। অনেক উপকৃত হলাম ওর সঙ্গে আলোচনায়। উনিও মনে করেন দেশবিভাগের ট্র্যাজেডি দুই অন্ধ শক্তির Clash এর ফল। তৃতীয় বিন্দু শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল। তাই এই তমসার সূত্রপাত।

২৫ ডিসেম্বর '৭৮

দেবশরণ, পার্বতী দাশগুপ্তদের সঙ্গে গোটা সন্ধ্যা। সারাদিন লেখাপড়ার পর আর এক গৃহপরিবেশে মনের ভার অনেক দূর হয়ে গেল। দাশগুপ্ত সাংবাদিক ছিলেন এক কালে। স্মরণশক্তি প্রখর। অতীত স্মৃতি বয়ানে বড় প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারেন। ফলে সময়ও হাল্কা তরতর উড়ে যায়।

২৬ ডিসেম্বর '৭৮

পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ডক্টর আশরাফের পুত্র জাবেদ আশরাফ কলকাতায় গোপালদার সঙ্গেই আছে। মূলতঃ Botany তার মূলপাঠ। তবে অধ্যাপক-নন্দনের গতিবিধি বিভিন্ন বিষয়ে। বাবার মত ঢ্যাঙা নন, ঈষৎ নাতিদীর্ঘ, গৌর তনু, চোখে মুখে অশেষ দীপ্তি প্রবাহ আটচল্লিশ বছরের অধ্যাপক বর্তমানে জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সকাল বড় মুখর ও আনন্দময় করে রাখলেন। গোপাল হালদারের মাঝে মাঝে মন্তব্য ফুলঝুরি অন্য এক শোভা। বড় দিনের কেক ও কফি তিনজনে বেশ উপভোগ করলাম। কাল অধ্যাপক চলে যাবেন। পথে রমেন মিত্র, ইলা মিত্রের বাড়ী পড়ে। ঢুঁ না দিয়ে পারা যায় না। ইলা মিত্র শান্তি নিকেতনের পৌষমেলা সেরে ট্রেন বিভ্রাটে সারারাত্র জেগে এই মাত্র ফিরেছেন। রমেনদা বেশ ভাল আছেন। তার চেহরা দেখে মনে হয়, বৃদ্ধকালেই মানুষ সুন্দরের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু চিকিৎসকরা ওঁর শরীরের তেমন উন্নতি হয়নি, রায় দিয়েছে। দমে গেলাম। রমেনদার ক্লান্তি বাড়বে বেশীক্ষণ আড্ডায়। তাই তাড়াতাড়ি আসর ভেঙে দিলাম।

২৭ ডিসেম্বর '৭৮

নববর্ষের স্মরণিকা শুভেচ্ছা কার্ড পাঠালাম কয়েকজনকে। শিখ-লেখক বন্ধু ডুগগাল, পাঞ্জাব-নন্দিনী অমৃত্য প্রীতম এবং মারাঠী সন্ত তুকারাম আবু লায়েস খতীবকে। সন্ধ্যা কল্যাণী ধর ও সুখেন্দু ধরের সঙ্গে। ঈষৎ হাঁটার পর রণেশদার

www.pathagar.com

আখড়ায়। তিনি ছিলেন না। অনেক পত্রিকা পড়া গেল। বিভা দাশগুপ্ত রানাঘাট থেকে এসেছেন। তিনি ও কর্তা জ্যোতি দাশগুপ্ত পরে যোগ দিলেন। রাত্রে লেখাপড়ায় আদৌ মনে গেল না। সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। কারণ কাল প্রচুর Washing এর কাজ আছে।

২৮ ডিসেম্বর '৭৮

সকালে সংবাদপত্র দেখে স্তম্ভিত। বুমেদীন মারা গেছেন। মাত্র তিপান্ন বছর বয়স হয়েছিল, অনুন্নত দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ বীর বুমেদীন। পরে দেশগঠনের কাজেও সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। এত অল্প বয়েসে মৃত্যু। বিশ্বাস হতে চায় না। পৃথিবীর সর্বহারা মানুষ তাদের এক নিকট আত্মীয়কে হারিয়ে ফেলল। দুর্ভাগ্য বৈকি। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ঘনঘটায় তোমাকে বড় প্রয়োজন ছিল, বন্ধু। কারো দিকে তাকালে না একবার? নিজের পুরাতন অভ্যেস কীভাবে পরিত্যাগ করলে?

শুধু আলজেরিয়া নয়, তৃতীয় বিশ্ব নিঃস্ব হয়ে গেল।

সন্ধ্যাঃ রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে। তিনিই ডাক দিয়েছিলেন। ছেলেদের জন্যে লেখা উপন্যাস "ক্ষুধে স্যোসালিষ্ট" মস্কো শহরে কী করে এক কপি পৌঁছেছিল সাংবাদিক মারফৎ, তা কলকাতায় এসেছে। পড়েছে সরোজ রায়চৌধুরীর হাতে। তিনি 'কালান্তর' এর সাবএডিটর রতন চক্রবর্তী ও রণেশদার সহযোগিতায় আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। ওর উদ্দেশ্য ফিল্ম করবেন কিশোরদের জন্যে। সেই বাবদ সন্ধ্যার জমায়েত। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ওদের সঙ্গে কেটে গেল। বাঙলাদেশের বাঙলা বই মস্কো ঘুরে কলকাতায়। গ্রাম্য প্রবাদ, "বর্ধমান দিয়ে ঢেঁকিশাল যাওয়া।"

২৯ ডিসেম্বর '৭৮

সকাল বেলা দশটা থেকে বারোটা ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে। চারিদিকে সামাজিক রাজনৈতিক আবহাওয়া এমন যে তিনি কোন কাজ করতে পারছেন না বড় সক্ষেদে বললেন। কিছুটা হতাশার স্বর গলায়। বাঙলাদেশ ওঁরও জন্মভূমি। তার দুঃখের পশরা সহজে খালি হবে না, তিনিও জানেন। আন্তর্জাতিক Reaction মার না খেলে, ওদিকে অগ্রগতির পথ বন্ধই থেকে যাবে, ডাঃ রায়ের এই মত বর্তমানে। অনেকক্ষণ হতাশার মধ্যে কাটল। কারণ, প্রায় আলোচনা বাঙলাদেশের রাজনৈতিক অতীত ও তার বর্তমান দুরবস্থার উপর নিবদ্ধ ছিল। রাস্তায় নেমেও সহজে মনের ভার কাটল না।

সন্ধ্যা কলেজ ষ্ট্রীট। "প্রকাশ ভবনের" শচীন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদঃ Maxime Rodinson এর Islam and Capitalism বইখানা তিনি রূপা'র

www.pathagar.com

দোকান থেকে আনিয়ে নিলেন। প্রকাশকরা কমিশন পান তাই কুড়ি টাকার বই পনের টাকায় পাওয়া গেল এবং চা বিস্কুটসহ।

৩০ ডিসেম্বর '৭৮

ম্যাকিসম রোদাঁস কড়া মদের মত (তাঁর পুস্তক) সারাদিন আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। কাল বই শেষ করে তবে নিস্তার।

৩১ ডিসেম্বর '৭৮

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। মনসুর দিল্লী থেকে এসেছে। বাড়ীতে বড় ভিড়। ওর সঙ্গে কোন কথা বলা গেল না। ফিরে এসে Radionson নিয়ে অনেকক্ষণ। পরে ঘুম।

১ জানুয়ারী '৭৯

স্বাগতম নববর্ষ। প্রাত্যহিক কতো কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ মন, তবু পরাজয় মানব না। মনুষ্যত্বের ধর্মই জীইয়ে দিয়ে যায় প্রতিদিন। পুনরুত্থানের স্বাদ সেখানেই নিহিত। তাই নববর্ষ, তোমার দিকে তাকিয়ে আবার বুক বাঁধি। স্বাগতম।

কতো প্রিয়জনের মুখ ভেসে আসে এই সকালে। তাদের কতো জন না পরপারে। তুরহান, জননী... বঙ্গবন্ধু মুজিব... আরো মুখ ভিড় করে চলে যায়। ভারাক্রান্ত হৃদয়। তাই আত্মীয়দের কাছে যাই। মাসুদ, রণেশ দাশগুপ্ত, শিশির গুপ্তদের সাক্ষাৎ। জ্যোতি দাশগুপ্ত সকালেই বারাসত চলে গেছেন মিটিংঙে। বিভা দাশগুপ্ত ছিলেন। সন্ধ্যা বিশ্বরঞ্জন সেন, অনীতা সেন সদনে। পরে বিশ্বরঞ্জন সেনের সঙ্গে অন্ধকারে লেকের ধারে হাঁটলাম। শুভাকাঙ্ক্ষী হৃদরোগী, বড় খারাপ লাগে। প্রিয়ানুজ নাজির আহমদ লন্ডন থেকে দিল্লী এসেছিল পেশার ধারায়। সেখান থেকে টেলিফোন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সুদূর বিদেশে থেকে ওরা ভুলে যায়নি। এই সব হৃদয়ের Balustrade বালুস্ট্রেড এর ভর বাঁচার এক অদম্য প্রেরণা সকলের। সফল হোক ওরা কুশলে থাকুক।

২ জানুয়ারী '৭৯

জ্যোতি দাশগুপ্তকে আজ পাওয়া গেল। পাইপ-সেবী। তাই ওঁকে একটা পাইপ কমপেনিয়ান উপহার দিয়ে এলাম। Seriocomic এক উপহার পত্রসহ। সন্ধ্যায় দেবশরণ পার্বতী দাশগুপ্ত চা খেতে দাওয়াৎ দিয়েছিলেন। কী করে জেনেছেন, আজ আমার জন্মদিন। শুধু ভোজন নয় দক্ষিণা পর্য্যন্ত উপহার-কোয়ার্টার ডজন সুন্দর রুমাল (সাদা জিনিস খালি দিতে নেই, তাই সঙ্গে একটা রূপার টাকা) মোড়কে। অনেক হৃদ্যতার ঋণ এদের কাছে। বেড়েই চলেছে।

www.pathagar.com

দেউলিয়ার ঋণ, ঋণ-ভয় থাকে না। সংখ্যা তাৎক্ষণিক গুণগত উত্তরণে ঠেলে দেয়। আমারও সেই দশা। রাত্রি নটা পর্য্যন্ত কাটল হালকা মনে। আসার সময় পার্বতী দেবী তার স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রীকান্ত দাসের ভাগবৎ (প্রথম খণ্ড) দিলেন। এত অবসর আর জীবনে মিলবে না। পড়ে নেওয়া উচিত গ্রন্থখানা। পূর্বে পার্বতী দেবীকে বলা ছিল।

৩ জানুয়ারী '৭৯

ঐতিহাসিক রমেন মজুমদারের বয়স নব্বুই পার। মুসলমান সম্পর্কে ওঁর এলার্জি ভয়ানক। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের ধ্যান-ধারণার দীক্ষাগুরু ভদ্র লোক। অথচ তিনি ইতিহাসের পণ্ডিত। ওর পরিবারকে ভালভাবে চেনে এমন একজন ওর ব্যক্তিগত জীবনের নানাদিক খুলে ধরলেন। ঢাকায় যখন ভাইস-চ্যান্সেলার তখন মজুমদার মশাই নবাবদের খয়ের খাঁ ছিলেন। ফলে ছাত্রদের হাতে নাজেহাল হন। টাকা পয়সা এবং নিজের উন্নতি কীভাবে হয়, সে-বিষয়ে পোক্ত মানুষ এই ঐতিহাসিক। নিজের একমাত্র পুত্র যেহেতু বংশবিস্তারে অক্ষম। (বেচারা নিঃসন্তান নিজ অপরাধে নয়, স্ত্রী বন্ধ্যা) সেই জন্যে উইলে পুস্তকেও বঞ্চিত করেছেন সম্পত্তি থেকে এবং সম্পূর্ণভাবে। কুসংস্কারের ডিপো এমন তথাকথিত ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক বিষদুষ্ট ছাড়া আর কী হবেন? সব সময় Status quo-র গোলামরা তা-ই হয়। দেশবিভাগে এই সব ব্যক্তিদের ইন্ধন সহজে ক্ষমা করা চলে না। ভারতের সৌভাগ্য, নতুন যুগে কিছু ঐতিহাসিক বেরিয়েছেন যাদের কাছে ইতিহাস প্রায় বিজ্ঞান।

৪ জানুয়ারী '৭৯

অনেক কটি উপহার পাওয়া গেল। বাঙলাদেশ থেকে ইকবাল আহমদ (বাটীকের হাত বড় সুন্দর) পাঠিয়েছে সুন্দর মানিব্যাগ। দিল্লী থেকে হাসিনা পাঠিয়েছে (বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে) বিলেতী সিগারেট আর খতীবের কিছু জাপানী চা। স্মরণের জন্যে সবাইকে মুখোমুখি ধন্যবাদ কবে যে দিতে পারব?

৫ জানুয়ারী '৭৯

Rodinson-এর Islam and Capitalism বইখানা মূল্যবান নিরীক্ষার ভাণ্ডার। "আইডলজির সাহায্যে মানুষের আর্থিক উন্নয়নের তত্ত্ব এযুগে পৃথিবীতে নতুন।" এমন নানা মন্তব্য পদে পদে ছড়ানো। এদেশী সমাজ সংস্কারক দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদের কাছে এই বইয়ের এক কপি থাকা উচিত। কাল আমার কপি ছেলেদের জন্যে পাঠিয়ে দেব। সুলতানার কপি আমি এখানে আবার পড়ব। এবার নোট রাখার ইচ্ছে রইল। বিস্তৃত নোট।

www.pathagar.com

৬ জানুয়ারী '৭৯

পার্থিব স্বার্থ নিয়ে লড়াই। কিন্তু তা চলে আদর্শের পতাকার নীচে অথবা আড়ালে। এমন সংগ্রাম কোন কালেই থামবে না। কিন্তু ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে তা বড় Violent হয়ে ওঠে, রক্তের বন্যায় হাবুডুবু খেতে হয় সেখানেই বড় করুণ ঠেকে। শেষে মৃত্যুর ভেতর দিয়ে জীবনকে জাগাতে হয়। এই process—মানব অস্তিত্বের দায়ভাগ যেন। কখনও কোন পরিত্রাণ মিলবে কী?

৭ জানুয়ারী '৭৯

জাঁনেসার ছুটিতে পুনা থেকে এসেছে। দুপুরের দিকে খিদিরপুর বাল্য কৈশোরের সঙ্গী বাশারতের সঙ্গে। পেয়ারা চাচা ব্যবসা উপলক্ষে বম্বে গেছে। শাহাবউদ্দীন ছিল। বাশারতের সঙ্গে কতো পাড়ি না দিলাম। অতীত থেকে বর্তমানে। বর্তমান থেকে অতীতে। তিরিশ বছরে কতো চেনা-জানা মানুষ পৃথিবী ছেড়েছে। আজই অনেকের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। মনের আগল ছেড়ে দিয়েছিলাম। যেন পৃথিবীতে কোন সমস্যা নেই, দুঃখ নেই। একটা অদ্ভুত বুঁদ অবস্থা। ছ'দশক আগে জন্মেছিলাম। Kith and kin-এর সঙ্গে জড়িয়ে-থাকার আস্বাদ আজও স্মৃতির পরতে পরতে আত্মগোপন করে আছে। নির্বাসিত জীবনের চাপে মন সেই অতীতের জন্যে হন্যে হয়ে ফেরে। বাশারৎ ধর্মভীরু মানুষ। নিজের মণ্ডলে নৈতিকতার যে আদর্শ পেয়েছে তা পুরোপুরি রক্ষা করে চলে। সেদিক থেকে বড় নিকটজন মনে হয়, অতীতের সম্পর্ক ছাড়াও। সন্ধ্যার পর ডেরামুখী। ডেন্টমিশন রোডের রুগ্ন পরিবেশে পা দিতেই সব সমস্যারা ছেঁকে ধরল। বাঙলাদেশে ইলেকশানের টোপ প্রগতিশীল দুই পার্টি CPB এবং ন্যাপ কী করে গিলে ফেলল? আওয়ামী লীগের মত বৃহত্তর পার্টি যখন এখনও বাইরে রয়েছে? কোন খবর পাইনি গত এক হপ্তা। ট্রামে বসে আবার ভারাক্রান্ত মন।

৮ জানুয়ারী '৭৯

Maxime Rodinson এর Muhammad এক কপি কিনে ঢাকা পাঠাতে চাই। তাই কলেজ ষ্ট্রীট। সঞ্জীব নেই। তাই ওদিকে আর যাওয়া হয় না। কফি হাউসে শিপ্রা আদিত্য হঠাৎ চমকে দিলে একা একা কফি-সেবনের মধ্যে। ময়ুখ বসুর সাহায্যে বা অন্য কোন প্রকাশক মারফৎ বই কেনার বাসনা ছিল। পঁচিশ% কমিশন পাওয়া যায়। ময়ুখ নিকটে ছিল। তাই ওকে বলামাত্র রূপা কোম্পানীর মধ্যে ঢোকা গেল। বই কিনে ফিরে দেখি, শিপ্রা আদিত্য আমার বিল দিয়ে সরে পড়েছে। শ্রী বটুক চ্যাটার্জি তদস্থলে রিপোর্ট দিলেন। শিপ্রা নিমিত্ত। সে আবার ফিরে এসেছিল। আড্ডার লালসা এবং শিরঃপাড়া দোটানায় পীড়া প্রশমিত। পরে

www.pathagar.com

সঞ্জীবের পুরাতন আখড়ায়। চন্দ্র মাধব বসু, ধীরেন ভৌমিক ছিলেন। নির্মল দত্ত (সঞ্জীবের মাসতুতো ভাই) একটু পরে এলেন। সঞ্জীবের অভাব মেটানোর মত কেউ এলেন না। তবে স্থির হলো, আগামী বারো তারিখে আবার সমাগম হবে দুপুরে সঞ্জীবের শূন্য আখড়া জীইয়ে রাখতে।

৯ জানুয়ারী '৭৯

নমপেনের পতন হয়েছে। চৈনিক শাসকদের গালে রীতিমত থাপ্পড়। কিন্তু মার্কিন-ভজা নেতৃত্ব সহজে হয়ত ওদের রেহাই দেবে না। কার্টার-হুয়ার পীরিতের পটভূমিকায় এমন কাণ্ড ঘটল। কম্পুচিয়ার জনগণের ঈমানের তারিফ না করে পারা যায় না। আহা কলকাতার কিছু মার্কস্‌বাদী 'ক্‌কাস' Caucus খুশী নয়। মানুষের প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস হারালে এই ঘটে।

১০ জানুয়ারী '৭৯

জাঁনেসার আজ ঢাকা গেল। পাঁচ দিন পরে ফিরবে। মায়ের ন্যাওটা। ছুটিতে বাড়ী না গিয়ে পারে না। আমার দুটো দিনের লেখাপড়া নষ্ট করে গেল। সংসারে নেই। জের অত সহজে কাটে না।

মোনায়েম সরকার আবার স্বদেশে ফিরে যাবে। ওর সঙ্গে দেখা করে এলাম। এখনও যাওয়ার দিন ঠিক হয়নি।

কতো না লড়াই লড়লেন, সত্তর বছরের বয়সেও তার শেষ নেই। খোকা রায়ের (সুধীন্দ্রর রায়) সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললাম। এখন ভাল আছেন। নমস্য গুরুজন। বাঙলাদেশের বুকে ওর আসন অক্ষয়। নেইবা জিৎলেন লড়ায়ে। আদর্শ একটা রেখে চলেছেন বটে!

সন্ধ্যায় মল্লিক বাজার গিয়েছিলাম বহু দিনের Due লুঙ্গি কিনতে। প্রথম যখন গ্রাম থেকে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলাম সাত বছর বয়সে এই বাজারে হারিয়ে যাই। মমকপুরের আব্দুর রউফ চাচা বাজার করতে আসেন বিকেলে উড ষ্ট্রীট থেকে। তখন সেখানে শ্রদ্ধেয় বড় চাচা লন্ড্রি খুলেছিলেন। সেখানে অনেকে থাকতেন। আমিও রউফ চাচার সঙ্গে। ভিড়ে চাচা গায়েব। কান্না শুরু করে দিই। পুলিশ এসে আমাকে নিয়ে গেল বাজারের দক্ষিণে পার্কষ্ট্রীটের উপরই এক দোকানের বারান্দায়। সে মিষ্টি কিনে আনলে। আমি ছুঁতে পারলাম না। ফুঁপিয়ে কান্না সম্বল। ঠিকানা জানি নে। কী সৌভাগ্য, সেখানে আমাদের চেনা এক বিহারী মুটে এসে হাজির তখন। সে আমাকে চিনত। সে পুলিশ কে বললে, "ইয়ে বড় মিয়া কা ভাতিজা।" তারপর দৌড়, দৌড়। পনর বিশ মিনিট পরে বড় চাচা (মরহুম ইরশাদ আলী) এসে পৌঁছলেন। আমি প্রাণ ফিরে পেলাম। আবার কলকাতায়। আবার খোয়ার। আমিও

www.pathagar.com

খুঁজছি সেই অন্বিষ্ট বাণী যা প্রাণ ফিরে দেবে মানুষকে। মল্লিক বাজারের পূর্বদিকে খ্রীষ্টান কবরস্থানের দেওয়াল ঘেঁষে (Slumlife) দুঃসহনীয় বস্তীজীবন গড়ে উঠেছে, আদিম গুহার মত ঝুপড়ির সারি। চাষের জমি থেকে বন্ধন-ছিন্ন হতভাগা-হতভাগিনীর দল। বর্তমান নীরক্ত এ্যানিমিক দল্‌বাজ মার্কস্‌বাদী সরকারের দৃষ্টি এদিকে দেওয়ার সময় কোথায়? এগুলো মার্কস্‌বাদের টাইপরাইটার মাথায় গুঁজে (key) চাবি টেপেঃ কিছু ঘষা 'ক্লিশে', ধরতাই বুলি বেরোয়। এরা সমাজশিল্পী নয়। মল্লিক বাজারে কিছুক্ষণ হাঁটলাম। বড় আনমনা। নানা চিন্তা-বুদ্বুদে আচ্ছন্ন। পথে কল্যাণী, সুখেন্দু ধরদের বাড়ীতে কয়েক মিনিট। রাস্তায় ফুটপাথে পুরাতন বই কিনলাম। তুলু লোকেত্রের জীবনী, গানার মার্দালের Challenge of world poverty ক্র্যাঙ্ক শ'র The new cold war, Moscow vs Peking তিনখানা বই ন'টাকা দাম। সওদা বটে! আরো বই ছিল। কিন্তু পকেটে কয়েক আনা পয়সা মাত্র।

১১ জানুয়ারী '৭৯

সারাদিন দিন পীয়ের ল্য মুর রচিত শিল্পী তুলু লোকেত্রের জীবন-চরিত পাঠ। আফগানিস্তানে ইসলামের ধ্বজাবাহী সাম্রাজ্যবাদের স্যাঙাৎরা গ্রামাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে সরকারের বিরুদ্ধে। ইরানে একদা Social-Democrat নতুন প্রধানমন্ত্রী, (মোসাদ্দেকের সঙ্গী) পঁচিশ বছর আগে যা ছিল আজও তাই আছে। এখন Social Democracy অনুন্নত দেশে অচল তাও জানে না। তাই সহজেই শাহের তল্পী ধরতে পেছপা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন স্যাঙাৎ জুটিয়েছে। ভবিষ্যৎ কী উন্মোচন করে তাই দেখার কৌতূহল। পোষা হাতী দিয়ে সব সময় বুনো হাতী ধরা যায় না—তা কার্টার সাহেব জানে না।

সন্ধ্যা, সালেক/সুলতানাদের সঙ্গে। পৌনে এক ঘণ্টার মত। আবার ডেরায়।

১২ জানুয়ারী '৭৯

সঞ্জীব নেই। তার আখড়া আছে। সেখানে দুপুরে সমাগম। আহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন চন্দ্রমাধব বসু। প্রথম শ্রেণীর Chef. সমাগমে হাজির ছিলেন নির্মল দত্ত, ধীরেন ভৌমিক, মণি সেন, তেজনারায়ণ ঘোষ, গণেশ দত্ত প্রমুখ। সমাগমের উদ্যোক্তা বটুক চট্টোপাধ্যায়ের জ্বর এলো এই দিনে। বেচারা অসুস্থ আহারে যোগই দিতে পারলেন না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এদের সঙ্গে। রণধীর দাশগুপ্ত আসর-ভাঙার কিছু পূর্বে এসে পৌছলেন। একা, এত লোকের আহার ব্যবস্থা দুই হাতে সম্পন্ন করেছেন চন্দ্রমাধব বসু। ওঁকে অনেক ধন্যবাদ দিতে হয়। সঞ্জীব মারফৎ এই সব জনের নিকটে এসে পড়েছি।

www.pathagar.com

১৩ জানুয়ারী '৭৯

সারাদিন পীয়ের লা ম্যুরের উপন্যাস পাঠ। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী অন্যতম সঙ্গী।

১৪ জানুয়ারী '৭৯

আহা দিনটা এইভাবে শেষ হোলো? বাসে উঠছি "বেকবাগান" থেকে। বালিগঞ্জ যাব। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত উঠেছেন। চোখে চোখ পড়ামাত্র বললেন, "রেডিও শুনলাম। দুপুরের খবর, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় সকালে হাসপাতালে মারা গেছেন" স্তব্ধ। কী বলব? প্রগতিশীল ভাবধারা গড়ার এক নিষ্ঠাবান কারিগর অকালে চলে গেলেন। ওঁর অভাব বহুজনের বুকে বহু দিন ধরে বাজবে। 'পরিচয়' পত্রিকা ত শুধু ওঁর পরিচয় ছিল না। নিঃশব্দে বাস থেকে নেমে গেলাম। ক'মাস আগেই ওঁর নিউ আলিপুরের বাসায় গিয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি এমন দুর্বিপাক ঘটবে কোনদিন ভাবিনি।

১৫ জানুয়ারী '৭৯

বাঙলাদেশে রাজনৈতিক হালচাল আদৌ ভাল ঠেকছে না। সব পার্টি ধীরে ধীরে প্রেসিডেন্টের চালবাজিতে কাৎ। যে-সব দাবী নিয়ে ইলেকশান বয়কটের কথা উঠেছিল ও চলছিল (অন্ততঃ মার্শাল ল' তোলার আগে নয়) সেই পথেই দেশের মানুষের কাছে আবেদনের সড়ক ছিল- সত্যিকার Politicize করার পথ। মার্শাল ল' থাকতে নির্বাচন অর্থহীন এবং সময় এত অল্প। অথচ কম্যুনিষ্ট পার্টিও আওয়ামী লীগ পর্য্যন্ত ফাঁদে পা দিয়ে বসল। পঞ্চাশটা পার্টি। দেশে ধাঁধাঁ বাড়বে মাত্র। জনসাধারণ বিভ্রান্ত হবে। নিয়মতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারী এবং পেছনে দুনিয়ার লুটেরা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা তার মদৎগার। স্রেফ টাকার লোভ দেখিয়েই শাসনতান্ত্রিক ঠাট বজায় রাখবে প্রেসিডেন্ট। সাম্রাজ্যবাদীদের বাসনাও তাই। গণতন্ত্রের মুখোশ ঠিক রেখে, হে মিলিটারী ভ্রাতঃ দেশে যা খুশী করে যাও, আমাদের Aid-র ঘাটতি পড়বে না। এই সামান্য পাঁয়তারা আওয়ামী লীগের সাধারণ জ্ঞান ধুলোয় মিশিয়ে দিল কীভাবে?

১৬ জানুয়ারী '৭৯

জাঁনেসার ঢাকা থেকে ফিরেছে। গৃহ-সংবাদ সব কুশল। মন এত হাল্কা হয়ে যায়, অনেক বিদ্যাচর্চা করা গেল খুব সহজে। গৃহীজনের সব লক্ষণই পরিস্ফুট রয়েছে। সেদিকে থেকে লজ্জা লাগার কথা ছিল।

সন্ধ্যায় মোনায়েম সরকারের খোঁজে। একই সঙ্গে দেশ ছেড়েছিলাম। ন্যাশনাল

www.pathagar.com

আওয়ামী পার্টির ডাকে সে ফিরে যাবে কয়েক দিনের মধ্যে। সহৃদয়, দেশাত্মবোধে টুইটুম্বর তরুণ এই অধ্যাপক অনেকের হৃদয়-জয়কারী। ওর বিদায় বেশ একটু বিচলিত করবে। সুখেন্দ্র ধরের বাড়ীতে আরো দুই তরুণ-মুকুল চৌধুরী ও মাণিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হোলো। রাত্রে মাত্র ঘণ্টা খানেক পড়াশোনা করতে পারলাম।

ভাই সাদেকুল্লার হাজার টাকা উপহার। বোধ হয়, মকবুলুর রহমান ও এস.আর. খান সঙ্গে আছে।

১৭ জানুয়ারী '৭৯

মোনায়েম সরকার আবার বাঙলাদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পার্টির আদেশ। ওর সঙ্গে সন্ধ্যা নয়, রাত্রি নটা পর্য্যন্ত কাটল সুখেন্দ্র ধরের বাড়ীতে। ও অধ্যাপক ছিল। কিন্তু দেশাত্মবোধের সঙ্গে জীবন এষণা এমনভাবেই মিলেছে যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর আর দেশে থাকতে পারেনি। এখানে সে যেন সব রাজনৈতিক রিফিউজীদের অভিভাবক হয়ে বসেছিল। অভাবগ্রস্তদের জন্যে টাকা পয়সা যোগাড় করা থেকে—রাজনৈতিক প্রবাহ বজায় রাখার জন্যে কতভাবে না নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল। মোনায়েমের বিদায় তাই শুধু বিদায় নয়। ব্যক্তিগত বেদনার ব্যাপার। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরলাম। এসে দেখি ঢাকার ব্যবহারজীবী জগবন্ধু (মৎপ্রদত্ত নাম) মাহবুব আলম তার হোটেলের কার্ড রেখে গেছেন।

১৮ জানুয়ারী '৭৯

ইরানের শাহ শেষ পর্য্যন্ত দেশ থেকে ভেগে গেল। ইরানের জনগণের প্রতি সকালেই সালাম জানাতে হয়। রক্তপায়ী দস্যু ইসলাম ধর্মের খোলস-পরিহিত জানোয়ার আর ইরানী মানুষের সমাজে থাকার অযোগ্য, তাই ভেগে যেতে বাধ্য হোলো। পেছনে রেখে গেল হাজার হাজার মায়ের কান্না, ভাঙা বুক, ভগ্ন ঘর। যদিও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, ইরানের সিংহ জনগণ—এবার জেগেছে। সব আশা এখানেই। ক্ষুদে পশু আমলা-জমিদার-তেলের ইজারাদারেরা শাহের রাস্তা ধরবে বৈকি একদিন।

সারাদিন জগবন্ধুর সঙ্গে। আহার, এমন কি দুপুরের ঘুম পর্য্যন্ত। দশটা বেজে গেল বাড়ী ফিরতে ফিরতে। আত্মার আলোয় দীপ্ত এই বন্ধু মানুষের কাতারে ডাক দিলেই এসে দাঁড়াবে।

১৯ জানুয়ারী '৭৯

মোনায়েম সকাল আটটায় ধরদের বাড়ী থেকে এয়ারপোর্ট যাবে। সাতটায় ওই বাড়ীর ভেতর পৌঁছলাম। ওর ব্যবহারে কত মানুষ না আপন হয়ে গেছে। বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী শ্রীমতী কল্যাণী ধর বিদায় পূর্বে নাটক করে বসলেন। চোখের জল

www.pathagar.com

মুছতে মুছতে দোতলা থেকে রাস্তায় অপেক্ষমাণ ট্যাক্সি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন তাঁর অনুজপ্রতিম বাঙলাদেশের এক নাগরিককে। ওঁর স্বামী ভূপেন ধরও বিদায় লগ্নে ব্যথিত। ১৯০৫ সন থেকে এই ধর-পদবী-অলকৃত গৃহ মানুষের কাছাকাছি আসার ঐতিহ্য বহন করছে। আজও তার ব্যত্যয় ঘটল না। কল্যাণী ধরের আচরণ নতুন কিছু নয়। প্রৌঢ়া মহিলাকে বললাম, "বুকে এত মমতার শত্রু পুষেছেন, আপনার জন্যে আরো বহুকান্না বাকী আছে এই ভাগ্যহত দেশে।" ছানা ধর কিছু ফটো তুললেন। মানুষ হিসেবে বড় মাপের, কিন্তু এখনও ছানা। আজ জগবন্ধুও চলে যাবেন বিকেলের বিমানে। ন'টার সময় ৭৬ নং তালতলা লেনে। মরহুম বন্ধু আশরাফ আলী চৌধুরীর স্ত্রী সায়েরা বেগম ওই বাড়ীতে উঠেছেন। দুজনে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। আমি ঢাকায় নেই। শামীমের বিয়ে হয়েছে। নতুন বৌর সঙ্গে দেখা হোলো। জগবন্ধুকে মিনিবাসে তুলে দিলাম। আর এক বিদায়ের লগ্ন। মাহবুব আলমকে ছেড়ে বালিগঞ্জে লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ী। নেমন্তন্ন ছিল। ওই বাড়ীতে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা আছে। লেখাপড়ার এই পরম সঙ্গী। সময় নষ্ট হওয়ার কিছু নেই। ঘুমোলাম এখানে প্রায় সন্ধ্যে পর্য্যন্ত। ছ'টার দিকে শিল্পীবন্ধু দিব্য বসুর সঙ্গে। বসুজায়ার রাত্রের আহারও বন্দোবস্ত করলেন। দুজনকে আজ বিদায় দিয়ে এঁদের স্পর্শে অনেকখানি সতেজ হয়ে উঠলাম। সারাদিন কী দিন!

২০ জানুয়ারী '৭৯

বহুদিন পর আবার বিজয় শ্রীবাস্তবের কাছ থেকে Totem and taboo (ফ্রয়েডের) নিয়ে এলাম। গ্রুপ চেতনার সমীক্ষণ আবার নতুন করে দেখে নিতে হয়। উপন্যাস রচনা প্রায় দেড় মাস বন্ধ। মুসলমান-সম্প্রদায় মুসলিম লীগের আওতায় কীভাবে আটকা পড়েছিল। তার অন্ধিসন্ধি সব ঠিক করে উঠতে পারছি নে। চরিত্রগুলো কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব গ্রুপ-চেতনার সঙ্গে সুষ্ঠু পরিচয় ছাড়া? বেশ সমস্যায় পড়ে আছি। তার উপর সময়ের অপচয় নানাদিক থেকে। বিকেল-সন্ধ্যা চিন্তা করতে গিয়ে বেজায় আত্ম-করুণায় হাবুডুবু খেতে হোলো। সামান্য হেঁটে এলাম। বেজায় ক্লান্তি জেঁকে এলো। অথচ এগারটা পর্য্যন্ত ঘুম ধরল না।

২১ জানুয়ারী '৭৯

শ্রদ্ধেয় খোকা রায়ের সঙ্গে দেখা করার কথা রমেনদার বাড়ীতে সকাল দশটা। তাই ওপাড়ার দিকে গেলাম শ্রী নীলরতন মুখার্জির বাড়ী। সেখান থেকে গোপাল হালদারের নিকট। ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আজ ভাল আছেন। মিসেস অরুণা হালদার পাটনা থেকে এসেছেন। এশিয়াটিক সোস্যাইটির লাইব্রেরিয়ান শিবপদ চৌধুরী আগে থেকে আসরে ছিলেন। সুতরাং আড্ডা

www.pathagar.com

জমজমাট হয়ে উঠল। গোপালদার বাক্যসুধা শরীরের তোয়াক্কা রাখে না, বর্ষণ যদি প্রয়োজন। হালদার-গৃহিণী কফি পরিবেশন করলেন। তারও অভিযোগ, শরীর সম্পর্কে পতি দেবতা ওঁর কোন কথা কানে নেন না। পরিহাসের বাণ আমার তুনে আজ বহুৎ মজুদ ছিল। অনেক নির্মল হাসি হাসা গেল ওঁদের সঙ্গে। ওদিকে রমেনদা শয্যাশায়ী। ডাক্তারের কড়া আদেশ ওঠা নিষেধ। বেশ দমে গেলাম। এখানে ওর অনুজপ্রতিম ন্যুরোসার্জন রামনাথ রায়ের সঙ্গে আলাপ। তরুণ শল্যবিদ। দেশাত্মবোধ আছে প্রচুর। সেই টানেই এখানে এসেছেন অগ্রজ দেশকর্মীর নিকট। এখানেও অভিযোগ, রোগী অবাধ্য। অভিযোগকারিণী শ্রীযুক্তা ইলা মিত্র। জীবনবোধের উদ্‌গাতারা বোধ হয় বেশী বয়সে ভারসাম্য রাখতে পারেন না। প্রকৃতির এই চাল বেচাল করার জন্যে সকলের প্রস্তুত থাকা উচিত।

সন্ধ্যা ঘরে। সঙ্গে ফ্রয়েড।

২২ জানুয়ারী '৭৯

বাঙলাদেশে জনসাধারণ্যের শত্রুমিত্র চিনতে এত দেরী হয় কেন? ১৯৭১ এর চাক্ষুষ সংগ্রামের পরও এই দশা কেন? ইলেকশানে এই ইস্যু তুলে ধরা উচিত। '৭১ সনে যারা এহিয়া খান ও তার খুনী ঘাতকদের সঙ্গে ছিল তারা কী জনসাধারণের মিত্র? মুসলিম লীগের সবুর খান কী বাঙলাদেশের সন্তান? সে ৬ ডিসেম্বর ('৭১) সনে রেডিও-টেলিভিশনে বলেছিল, "ইন্দিরার গর্ভে রাশিয়ার ঔরসে এক জারজের জন্ম হয়েছে তার নাম বাঙলাদেশ।" সবুর খান ত তাহলে এক জারজের সন্তান যদি সে বাঙলা দেশকে স্বীকার করে নেয়। এই সব প্রশ্ন সোজাসুজি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা উচিত ইলেকশানের প্রচার পর্বে। জানি নে কী আছে। এখানে পড়ে থাকা বোধ হয় অন্যায় হোলো। সব সতীর্থরা চলে যাচ্ছে, আমার এখানে থাকা আর শোভন হবে না। সকাল থেকেই মনে বড় অস্থিরতা। সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরিয়ে কিছুক্ষণ লোকান্তরিত আতোয়ারের বাড়ীতে ওর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটিয়ে এলাম। আতোয়ার Time পত্রিকা নিয়মিত রাখত। ফলে, ওদের সঙ্গে যোগসূত্র আরো আছে। পৃথিবীর হালচালের রিপোর্ট প্রচুর দেয়, Time এর সিদ্ধান্ত বা উদ্দেশ্য যা-ই হোক।

২৩ জানুয়ারী '৭৯

চলতি Time-এ কুখ্যাত হেনরী কিসিঞ্জারের এক সাক্ষাৎকারে আছে। পরিষ্কার বলেছে প্রাক্তন বৈদেশিক সচিব যে Soviet Expansion পরোক্ষ বা অপরোক্ষ রুখতে হবে। এবং তা রুশ নেতাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে-ভাবে তারা বোঝে। "Dentete should not be the tranquiliser" সোজা বক্তব্য কিসিঞ্জারের।

www.pathagar.com

কিন্তু জানোয়ারটা জানে না, আদর্শের অদৃশ্য হাত-পা আছে। নৈতিকতাহীন রাষ্ট্রের হাজার প্রচারণায় তার চলা থামে না। নচেৎ ইরানে এমন সামাজিক ভূমিকম্প হয়ে গেল কেন? বুদ্ধিমান অধীতবিদ্যা কিসিঞ্জারের মত জানোয়ারের সঙ্গে দেখা হলে একবার সবক দিয়ে দিতাম, বলতাম, "তুমি যেন পক্ষীকূলে বায়স। সব চেয়ে চতুর কিন্তু তোমার আহার্য বিষ্ঠা।" ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে চলে যাবে এই সব ভিলেনের দল। ইরান ওকে কিছু শিক্ষা দেয়নি। একটা obsolate system এর ধারক-বাহকদের এই দশা ঘটে হাজার জালিয়াতি-বিদ্যাবিশারদ হলেও।

২৪ জানুয়ারী '৭৯

রোমান্টিকদের কাছে মানুষ ছিল ল্যান্ডস্কেপের অংশ। একদিকে বিরাট স্বস্তি। মানুষের গতিবিধি, তার আবেষ্টনীর বন্ধন নিয়ে কোন মাথাব্যথা থাকত না ওদের। দূর থেকে ধাবমান ট্রেনে বসে গাছপালা আর মানুষ দেখা একই কথা। এ যুগের শিল্পীদের সেই স্বস্তি নেই। সামাজিক বাস্তবতার প্রতি চোখ না থাকলে কী শিল্পই বা গড়ে উঠবে? অবিশ্যি নেহাৎ অভ্যেসের বশে কিছু সৃষ্টি হয়ত চালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তার চৌহিদ্দি কতটুকু বা এগোয়?

ইরানের শাহ মার্কিন তাঁবেদার ছিল গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে। এখন সে আমেরিকায় আশ্রয় পাক, তা ওদের মনঃপূত নয়। সায়গনে ডিয়েম যখন মরাপিটুনী সহ্য করছিল, এক শ' গজ দূরে মার্কিন সৈন্যরা মদ খেয়ে তখন হল্লারত—একটা আঙুল তুলল না তাদের বন্ধুকে বাঁচাতে। তুর্কী প্রেসিডেন্ট মেন্ডারিস ফাঁসিতে ঝুলল। পাহ্‌লভী নামধারী এই Swine তা জানত। তবু কিছু শিখল না। জন-দাবানল প্রশমিত করতে ওদের এইভাবে বলি দেওয়া হয়। আর শাহ নিজে কী করেছে। SAVAK-এর প্রধান রক্তপায়ী নিয়ামতুল্লা নাসিরী ছিল শাহের সহপাঠী বন্ধু। গোলামের মত আনুগত্যশীলতায় একক। কত হত্যা রোলার না সে চালিয়ে গেছে গত দু'দশক দেশপ্রেমিকদের উপর। গত মাসে শাহ তাকে গ্রেপ্তার করল দুর্নীতির দায়ে। একই প্রক্রিয়া। জনদাবাগ্নি প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দাবাগ্নি থামেনি। শাহ্‌পুর বখতিয়ারকে দিয়ে মার্কিন স্যাঙাৎরা জল ঘোলাটে করবে তা অবধারিত। সেনাবাহিনীর এক অংশ জনবিরোধী। জাতীয়তা ফ্রন্টের ভেতরে ফাটল আছে। মার্কিনরা সেই সব দুর্বলতার সুযোগ নিতে কসুর করবেনা।

সন্ধ্যা কল্যাণী ধরের বাড়ীতে সুখেন্দু প্রমুখের সঙ্গে কিছুক্ষণ। জ্যোতি দাশগুপ্তর ভাঙ্গা পাইপ মেরামত করতে এনেছিলুম। দিতে গিয়ে বিনিময়ে পাওয়া গেল আগামী শুক্রবার একত্রে আহারের নেমন্তন্ন। বাবু নয়, পাচকের আমন্ত্রণ। অবিশ্যি এই আশ্রমে সকলেই বাবু এবং সকলেই পাচক। ভবিষ্যৎ কালের সমাপতন ওরা এখনই বহাল করে ফেলেছেন।

www.pathagar.com

২৫ জানুয়ারী '৭৯

নজরুলের ভাষায় 'অসুর পুরে শোর উঠেছে' শোর অর্থ শুয়োর নয়—চিৎকার, গোলমাল। ইরানের সঙ্গে সব বুঝি গেল, সাম্রাজ্যবাদীদের এমনই আর্তনাদ। তবে অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। টাইম পত্রিকা (১৫.১.৭৯) খেলাখুলি পরামর্শ দিয়েছে ইসলাম যখন কম্যুনিজম-বিরোধী, তখন ভয়ের কিছু নেই। ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। রাশিয়ার ভেতর সীমান্তে বহু মুসলমানের বসবাস। ওরা ক্রেমলিনের মাথাব্যাথা হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের টেকনলজি-প্রকৌশলী, মিশরের ম্যান-পাওয়ার-শ্রমশক্তি এবং সৌদি আরবের অর্থ-বল—এই তিন যোগে (মাল্‌টি ন্যাশনালের সম্পদ অবিশ্যি) মিশরকে মধ্যপ্রাচ্যে পুলিশম্যান (Use it as a ploiceman of the Arab world) হিসেবে খাড়া করো। মুশকিল আসান হয়ে যাবে। আনোয়ার সাদাৎ অবিশ্যি সাম্রাজ্যবাদের চৌকিদারী আগে থেকেই নিয়েছে। ক্যাম্প ডেভিডে মার্কিন দূতিয়ালী থেকে তা বুঝা যায়।

২৬ জানুয়ারী '৭৯

সকালে খিদিরপুর। এখানে "স্বাধীনতা দিবস" পালনের সমারোহ-ঘটা ময়দানে প্যারেড। ফলে, বহু ঘুরে পেয়ারা চাচাদের বাড়ী। আমিনার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে আসা। আজই আমার এক আত্মীয়ের আড়াই বছরের ছেলে মারা গেছে। ব্রেন-ক্যান্‌সার। গাঁ থেকে এসেছিল চিকিৎসার জন্যে। বাঁচল না। পেয়ারা শাহাব উদ্দীন ও আরো এক চাচার সঙ্গে সার্কুলার পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে আমি নামলাম। ওরা চলে গেল। হেঁটে জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে। তিনি দুপুরে খেতে বলেছিলেন। রণেশদা, শিশির দাস আর বাইরের লোক ছিল না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের বীরনায়ক অনন্ত সিংহ আজ পরলোক চলে গেছেন। বর্ণাঢ্য জীবন। Activist ছিলেন জাতীয়তাবাদের যুগে। পরে আর নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। ফলে, জীবনধারা অন্য খাতে চলে গেল। পরিতাপের বিষয়। কিন্তু ব্যক্তির চরিত্রবিচার অত সহজে হয়নু- আশপাশের মানুষদের কাছে যাই প্রতিভাত হোক, মৃত্যুর পটভূমি। তবু একত্রে সমাবেশের ফলে আমরা আরো আলোচনায় আহার ভরিয়ে তুললাম। বিকেলে-সন্ধ্যায় ঘরে। লেখা ত বন্ধ। পড়াও Systemetic হচ্ছে না। আত্মকরুণায়-করুণায় আর কতো দিন?

সঞ্জীব এখন Nagaland Times-এর সম্পাদক। ওর চিঠি ও পত্রিকা এবং কাল ওর বোন সান্ত্বনার বম্বে থেকে লেখা চিঠি পেয়েছিলাম। জবাব দেব। কয়েক লাইন লিখে—থেমে গেলাম। মানসিক আলসেমি কেন যে পেয়ে বসে, দিশা পাই নে। অস্বাভাবিক জীবন-যাপনের মধ্যে পুরোপুরি শৃঙ্খলা গঠন আর কবে হবে?

www.pathagar.com

২৭ জানুয়ারী '৭৯

সারাদিন লেখাপড়ার পর সালেক/সুলতানাদের ওখানে ঢুঁ। মার অসুখের সংবাদ এসেছিল হপ্তা দুই আগে। সালেক ভাই পাশপোর্ট-ভিসা, সংসার-চাকরির তোড়ে পূর্বে যেতে পারেননি। পাবনা জেলা ত আর এক দেশ। উনি পঁচিশে গেছেন যশোরের পথে। পরে পাবনা পাড়ি। ওইদিন বিকেলে চুয়াডাঙ্গার কাছে ট্রেন-দুর্ঘটনা। খবরের কাগজ ছিল না ২৬ 'জানুয়ারী স্বাধীনতা' দিবসের জন্যে। তাই কিছু জানতে পারিনি। ওদের বাড়ী পৌঁছে উদ্বেগের মধ্যে পড়লাম। ওরা রেডিয়োয় সংবাদ শুনেছে। সুলতানা স্বভাবতঃই বিচলিত! বাঙলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে উদগ্রীব। টেলিগ্রাম করেছেন। সন্ধ্যা এইভাবে বানচাল। হাঁটলাম কিছুক্ষণ। পথে কল্যাণী ধরের বাড়ী। তিনি মহিলা সমিতির ডিউটী পালনে ব্যস্ত। শাড়ীর উপর নকশা আঁকছেন। কল্যাণ-চেতনার অধিকারী হলে বোধ হয় সৌন্দর্য-জ্ঞান স্বতঃই এসে জোটে। ডিজাইনের উপর রঙ চড়াতে উনি ব্যস্ত। তাই বেশীক্ষণ বসলাম না। কাজের ব্যাঘাত হবে।

২৮ জানুয়ারী '৭৯

সালেক ভাই আসলে সন্ন্যাসী। ট্রেড য়ুনিয়ান ফ্রন্টের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে সংসারী হন। কিন্তু আদর্শের প্রতি আকর্ষণ এতটুকু হারাননি। এদেশে এমন দোটানা জীবন খুবই স্বাভাবিক। পরিবার ও গোষ্ঠির শিকড় ত য়ুরোপের মত নয়। ওর জন্যে উদ্বেগের খোঁচা সহজে সরাতে পারলাম না। সকালে খোঁজ নিতে গেলাম। কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যাকাটল পার্বতী দেবশরণের সঙ্গে। ওদের আপ্যায়নের কথা না উল্লেখ করলেও চলে। হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে ব্রজেন ভট্টাচার্যের কথা উঠল। হাওড়ায় থাকতে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'অভিবাদন' বের করত, তখন থেকে আলাপ। বর্তমানে নানা জায়গা পেশাচক্রে ঘুরে ষ্টেটস্‌ম্যানের সিনিয়র সাব-এডিটর। দাশগুপ্তর মুখে জানা গেল, ব্রজেনের বড় ছেলে অঞ্জন ও (গত বছর ফেব্রুয়ারীতে বিয়ে হয়, আমি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাইনি উপহারের উপসর্গে) তার স্ত্রী দুর্গাপুরে সহ-আত্মহত্যা করেছে। দুই জনে এক সঙ্গে। বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। চৌদ্দ বছর প্রায় শেষ হয়, আমার তুরহানের কচি মুখ আবার দেখতে পেলাম। কয়েকটা বাড়ী পরেই—এই ফার্ন রোডে—ব্রজেন থাকে। দেখা হোলো। কী বলব? ব্রজেন শোকাহত। একাই কথা বলে গেল, অথচ ও আদৌ প্রগলভ ব্যক্তি নয়। এই বয়সে এমন আঘাত। ওর জন্যে শঙ্কিত হওয়ার কথা। নিয়তি ঈশ্বর এসবের দোহাই পর্য্যন্ত মেরে গেল ব্রজেন। ওর ভেতরে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোড়ন গেছে। স্তব্ধ শুনে গেলাম। সকাল থেকে রাত্রি একই পর্যায়ে কাটল। নাম মাত্র বই ছোঁওয়া।

www.pathagar.com

২৯ জানুয়ারী '৭৯

সকালে খোঁজ নিলাম। সালেকের খবর এখনও কেউ নেয়নি। ডক্টর সালাউদ্দীনকে ফোনে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি পাল্টা সংবাদ দেবেন বলেছেন। উদ্বিগ্ন, জ্যোতি দাশগুপ্ত রণেশদার সঙ্গে এক কাপ চা খেয়ে বাসায়। দুপুর-বিকেল লেখাপড়া সেরে অসুস্থ গোপাল হালদারকে দেখতে গেলাম। অরুণা হালদার তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর গবেষণা করেছেন। জৈনদের শ্বেতাম্বর-দিগম্বর বিভাগের কিছু ইতিহাস আমার জানা দরকার। গল্প লেখার জন্যে। তার অনেকখানি অভাব শ্রীমতীর সঙ্গে আলোচনায় মিটল। ওদিকে বৃষ্টি নেমে গেছে, ফলে আটক পড়লাম। রাত্রি ৮টার দিকে বৃষ্টি ছাড়ল। হেঁটে আর এক অসুস্থ জন রমেন মিত্রকে দেখে এলাম। ডাক্তারের আদেশে শয্যাশায়ী Activist মানুষ। কী শাস্তি না ভোগ করছেন।

৩০ জানুয়ারী '৭৯

দেশবিভাগ-Original Sin-এর জের। পঞ্চাশ সনে পূর্ববঙ্গ আগত রিফিউজীরা দণ্ডকারণ্যে জায়গা পেয়েছিল। তিরিশ বছর পরে আবার অনেকে স্বদেশে। টানা হেঁচড়ায় একদল ফিরে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকার তাদের প্রশ্রয় দেয়নি। বাকী তিরিশ হাজার সুন্দরবনে মরিচাঝাপি এলাকায় বনবাদাড় কেটে জীবন-সংগ্রামে তৎপর ছিল। আবার সরকারী ফরমানঃ ভাগো। বর্তমানে ওরা এলাকার বাইরে যেতে পারে না। সরকারী পুলিশ ঘিরে রেখেছে। দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে চাইলে, সব সরকারী ব্যবস্থা মজুদ। সে যুগে কম্যুনিষ্ট পার্টি রিফিউজীদের আন্দামান বা আর কোথাও পাঠানোর বিরোধিতা করেছিল, জ্যোতি বসু সেই দলভুক্ত ছিলেন বৈকি। বর্তমানে তিনিই হাঁকফুকার বলেছেন, "ওদের ফিরে যেতেই হবে।" তখন গদীর কাছেও ছিলেন না। বর্তমানে তিনি গদীর উপর। সুতরাং রোয়াব বদলে গেছে। উৎখাত—মূল বাঙালী। কেন্দ্রের উপর চাপ দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে ওদের একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু Class Collaboration মারফৎ এরা গদীতে চড়েছেন। কেন্দ্রের সঙ্গে পীরিতি আঠাকাঠি। তাদের চটাতে নারাজ। পাতিবুর্জোয়ার পার্টি। অথব নামাবলী মার্কসের। এরাই আবার CPI-কে "দক্ষিণপন্থী" আখ্যা দেয়। মরিচাঝাঁপির ভাগ্যহতরা কী করে দেখা যাক। মার্কসবাদের কীর্তন আউড়ানো শাসক-বাবুদের প্রকৃত স্বরূপও এবার দেখা যাবে।

সন্ধ্যা-সুলতানাদের সঙ্গে। সালেকের আজও কোন খোঁজ আসেনি বাঙলাদেশ থেকে।

১ ফেব্রুয়ারী '৭৯

সন্ধ্যার কিছু আগে হঠাৎ পারভেজ চাচা আবু জাফর শামসুদ্দীনের সেজ ছেলে

www.pathagar.com

এসে উপস্থিত। বাপের শুভেচ্ছা সংবাদ দিলে। বসুধা চক্রবর্তী ও ইন্দু চক্রবর্তীর জন্যে খদ্দরের চাদরও পাঠিয়েছে সে। পুনা, বম্বে আরো নানা জায়গা ঘুরে পারভেজ কলকাতায়। কালই ঢাকা ফিরে যাবে। ওর হাতে "Role of military in the Underdeveloped country" বইখানা (Edited by Johnson) এতদিনে পাচারের জন্যে সোপরদ্দ করে দিলাম। কুড়ি টাকায় কেনা এক পুরাতন বইয়ের দোকানে। দুজনে কফি খেলাম গোধূলি বেলায়। একটু পরে পারভেজ চলে গেল। আবার নীড়ে ফেরার প্রচণ্ড তাগিদ। আকাশ দু'দিন থেকে মেঘাচ্ছন্ন, যে কোন সময় বৃষ্টি হতে পারে। তবু অস্থির মন ঘরে বসতে দিলে না। হেঁটে তালবাগান লেন সুলতানাদের বাড়ী। সালেকের আজও কোন খবর নেই। বাড়ীর আবহাওয়া নিষ্প্রভ। সালেকের বোনও এসেছিল। ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

২ ফেব্রুয়ারী '৭৯

ইরান ন্যাশনাল ফ্রন্টের বর্ষীয়ান নেতা আয়াতুল্লা খোমেনী আজ ইরানে ফিরে এসেছেন। সুনিপুণ রাজনীতিবিদের মত ওর হালচাল, যদিও তিনি ধর্মীয় নেতা। সৈন্যদের নিকট তিনি আবেদন করেছেন দেশ-গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে। একদা স্যোশাল ডেমোক্র্যাট শাহপুর বখতিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে একজোট দেশকে না গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। তবে সংবাদপত্রে দেখলাম, জনসাধারণের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ফ্রন্ট সঠিক নীতিই নিয়েছে। জনসাধারণের হাতে অস্ত্র থাকলে হয়ত Armyও ভেবে দেখবে, রক্তপাতের পথ সমীচীন কি না। "All armed prophets have conquered, and all unarmed one have been destroyed." ম্যাকিয়াভ্যালির এই কথা নিশ্চয় ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতারা ভুলে যাবেন না, সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার গোষ্ঠি যখন পরোক্ষ-অপরোক্ষভাবে ইরানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সামনে সকালে খবরের জন্যে হাপিত্যেশ করে থাকতে হবে। খবরের কাগজ আটটার আগে হকার দিয়ে যায় না।

৩ ফেব্রুয়ারী '৭৯

চৈনিক নেতা তেং-শিয়াও পিং এখন মার্কিন অতিথি। সাম্রাজ্যবাদের বোড়ে হিসেবে চাল রক্ষার্থে তার ভূমিকা এখন সম্পূর্ণ। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার জন্যে এখন দুনিয়ার তামাম প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি ওঁর আবেদনে মনে হয়, চন্ড জাতীয়তাবাদ ওদের ক্রমশঃ দক্ষিণপন্থী করে তুলছে। অন্য দিকে সেনাবাহিনীর চাপ আছে। আধুনিক সমর-সরঞ্জামের যে উন্নতি হয়েছে, তা আর কোন বাহিনীকেই প্রাচীন অস্ত্র নিয়ে থাকতে দেবে না। অনুন্নত দেশের এই সমস্যা মিটতে পারে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর নির্ভর করে। নচেৎ অনুন্নত দেশের

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক কাঠামো কোথাও বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। শেষ পর্য্যন্ত তা State-Capitalism এ পরিণত হবে, নচেৎ সমরাস্ত্রের আধুনিকীকরণের পুঁজি কোথা থেকে আসবে? মাওবাদ ছিল চরম বাম-বিচ্যুতি। তারই খেসারৎ দিতে বর্তমান চীনা নেতারা চরম-ডাইনে ঝুঁকেছে। ওদের কাছে আর মার্কসবাদ নেই। সামাজিক শক্তির কাছে অন্ধ আত্মসমর্পণই এখন অন্ধ চৈনিক নেতাদের বাঁচার পথ। কিন্তু এরা বাঁচবে কী?

৪ ফেব্রুয়ারী '৭৯

জ্যোতি-বিভা দাশগুপ্ত দম্পতির দাওয়াৎ ছিল দুপুরে। বিভা দেবী কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন। জ্যোতি বাবু সাইকেলের ধাক্কায় পা অকেজো করে বসে আছেন। অবিশ্যি সম্পাদকের কাজের কামাই নেই। পা ব্যান্ডেজ বাঁধা, কিন্তু হাত ত সুস্থ। পৌঁছে দেখলাম লেখায় ব্যস্ত। বহুদিন পরে বিভা দেবীর কল্যাণে নিছক বাঙালী আহার জুটল দুপুরে। সন্ধ্যায় বসুধা চক্রবর্তী সদনে। আবু জাফর শামসুদ্দীন ওদের ভাই-বোন (ইন্দু চক্রবর্তী)কে দুখানা ঢাকাই খদ্দরের চাদর পাঠিয়েছে। তা পৌঁছে দিতেই গন্তব্যে। অগ্রজ ফণী বাবু আবার Spondilitis এ পঙ্গু। বসে থাকেন। শোয়াও আর এক্তিয়ারে নেই। চোখের জন্যে লেখাপড়া নামমাত্র। সারা জীবনের অভ্যেস আশি বছর বয়সে বদ্‌লাতে না পাবার মাশুল (অর্থাৎ যন্ত্রণা)-দান নয়, ভোগ করছেন। অথচ কী তেজালো এখনও মগজের কলকব্জা। পেন্টিং-ও আর দেখতে পারেন না। জীবনের সব প্রিয় রুচি থেকে বঞ্চিত। এই দুঃখ প্রকাশের ফাঁকে আধুনিক পেন্টিং সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রায় দিয়ে ফেললেন। স্বচ্ছন্দে বললেন, "Abstract painting আমাকে তেমন টানে না, যদিও ওদের কলাকৌশল তারিফের যোগ্য।" আমার দুঃখ এমন বিশ্ববিহারী সচল মনকে কলকাতা কোন কাজে লাগাল না। ফণী চক্রবর্তী অন্যান্য ভাই-বোনের মত (চিরকুমার) অকৃতদার। জানি না, হয়ত আবেগের রাজ্যে কোন কাঁটা ওঁর পূর্ণবিকাশ থেকে সমাজকে বঞ্চিত রাখল।

৫ ফেব্রুয়ারী '৭৯

সন্ধ্যা সালেকদের সঙ্গে। বাড়ী ফিরে এসেছেন। সৌভাগ্য, উনি দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেন ধরেননি। তার আগে বাস ধরে মাগুরা গিয়েছিলেন। আবার দীপ্ত গৃহ। অধ্যাপক অমলেন্দু দে এসেছিলেন। ওর মতে বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা সব উন্নতি-কাতর পরগাছা, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অক্ষম। শেষ পর্য্যন্ত বচসায় নামতে হোলো। সামাজিক ইতিহাসের লোক, অধ্যাপক তিনি। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ওদেশের আর কোন আশা নেই। বুদ্ধিজীবীদের এখানকার অবস্থান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাঙলাদেশ ফেল্‌না নয়। আর সেখানে বিরুদ্ধ-পরিবেশ (মিলিটারী স্বৈরাচার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, অতি

www.pathagar.com

কৃষি প্রধান এলাকা ইত্যাদি) কিছুই তিনি হিসাবে ধরেন না। শেষে বলতে হয়, যদি বুদ্ধিজীবীদের কোন ভূমিকা নাই থাকে, '৭১ সনে ওদের বেছে-বেছে হত্যা করা হোলো কেন? অমলেন্দু বাবু ধর্মীয় Obscurantism এর বিরুদ্ধে যে Methodology নিয়েছেন, তা অপরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়াকেই সাহায্য করবে। সাংস্কৃতিক নাশকতার বৈদেশিক এজেন্ট শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গেও অমলেন্দু বাবুর ঘনিষ্ঠতা আছে। সাম্প্রদায়িকতার শত্রু হয়েও দেশের হওয়া যায়—ওই ব্যক্তি তার নজীর। জানি নে, অমলেন্দু বাবুর Conviction শুধু ওই Anti-communalism এ সীমাবদ্ধ কিনা। জীবন আরো ব্যাপক। সব দিক চোখ রেখেই তবে Obscurantism এর বিরুদ্ধে লড়তে হয়। নচেৎ আত্মতৃপ্তি এবং বাগাড়ম্বরই শেষ পর্য্যন্ত মূলধন হয়ে ফিরে আসে। কথায় কথায় ওর মুখে শোনা গেল কলকাতায় অবসরপ্রাপ্ত এক আইসিএস আছে, শৈবাল গুপ্ত নামে, সে নাকি CIA Agent.। সাম্রাজ্যবাদ Destabilization এর শত নাগপাশ এই উপমহাদেশে ছড়িয়ে রেখেছে।

৬ ফেব্রুয়ারী '৭৯

বহুদিন পর আবার Dante পড়ছি। মহাকবির সরল, সোজাসুজি প্রকাশভঙ্গী Vulgar বা খাদে নামে না, সোজা অনুভূতিকে কোথায় যে নিয়ে যায়। অমন কলাকৌশলই রপ্ত করা উচিত। ভাষার স্যাকরা হতে গিয়ে ভুল করেছি। সারাদিন মহাকবির সঙ্গে। গোধূলিলগ্নে আবার স্মৃতির দহন।

মা-কে মনে পড়ল। জন্মলগ্ন থেকে হতভাগিনী। দু'বছর বয়সে মাতৃহারা। ফুপু মানুষ করেছিল। নিজের সাত সন্তানের চার জনের মৃত্যু নিজেই দেখেছেন। সব চেয়ে বড় মেয়ে, বিয়ে দেওয়ার পর বসন্তে মারা গেছে। বোন সুফিয়া খাতুন। দেশবিভাগ। ঢাকায় ছোট ছেলেকে নিয়ে বারো বছর কাটিয়ে দিলেন। একা, প্রায় নির্বাসিত। সুখ পেলেন না সারা জীবনে। আবার ফেব্রুয়ারী মাস এসেছে। দেখতে দেখতে সাত বছর কেটে গেল। টাকার অভাবে স্থায়ী কবরও তাকে দিতে পারিনি তখন।

হতভাগিনী... যেন বাঙলাদেশ, যেন গোটা উপমহাদেশ। সব জায়গায় এখন আমার জননী আসন ছড়িয়ে আছেন।!

৭ ফেব্রুয়ারী '৭৯

জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসির আদেশ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছে। কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল এহিয়া খান ভুট্টো সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেনঃ "Absolute swine"। Absolute Swine তা বাঙলাদেশের নাগরিকরা জানে। ১৯৭১ সনে তার রাজনৈতিক আচরণের

www.pathagar.com

গতিপ্রকৃতি কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। পরবর্তীকালে লাঞ্ছিত জেনারেলদের কাছ থেকে ভুট্টো দেশের শাসনভার পায়। তা পূর্বতন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পুরস্কার বলা যেতে পারে। ধীরে ধীরে কিছু গণতান্ত্রিকতা চালানোর চেষ্টা পায় ভুট্টো। কিন্তু পরিবেশ যা ওদেশে—শেষে গণতান্ত্রিক মুখোশধারী ফ্যাসিষ্ট হয়ে ওঠে, ভুট্টো বেলুচিস্তানে সত্তর হাজার সৈন্য নিয়োগ করে তাদের শায়েস্তার জন্যে। দেশের প্রশাসনে ডিক্টেটারী সব আলামত দেখা দেয়। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ভুট্টো। সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে স্বৈরাচারী মিলিটারী শাসন অপেক্ষা ওর গণতান্ত্রিক (?) শাসন হয়ত শ্লাঘণীয়। সেই Appearence দেখেই ভারতেও ভুট্টোর প্রাণরক্ষার জন্যে সাড়া দেখা যাচ্ছে। এখন স্পষ্ট বলা যায়ঃ Proposal এর উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত জীবনে যাই হোক, শুধু Proposal এর সম্মানে মানুষ তাকে আর অন্য এক চোখে দেখে। ব্যক্তিগত জীবনে লম্পট, মদ্যপ, মিথ্যেবাদী, ষড়যন্ত্রী এক কথায় দুরাচার Absolute Swine ভুট্টো। কিন্তু যেহেতু গণতন্ত্রের মহিমার কীর্তনওয়ালা সেই জন্যে অন্য ধুয়া ধরেছে দেশবিদেশের দোহাররা। এই সুবাদে CPI এর ভূপেশ গুপ্ত বিচলিত রাজেশ্বর রাও ব্যথিত। ওরা এতটা দরদ না দেখালেও পারতেন। রাজনৈতিক Perspective সামনে রেখে কাজ করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তার ধরন অমানুষকে সমর্থন নয়। বিবৃতিতে সেটুকু উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। পাকিস্তানে ভুট্টোর বিরোধী পার্টির নেতা কাসুরী সাহেব ওর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু থাকতে পারেননি। ভুট্টোর পরবর্তী সমাজবিরোধী পদক্ষেপের জন্য। হত্যার ষড়যন্ত্র সেই জন্যে। সৌভাগ্যক্রমে কাসুরী সাহেব বেঁচে যান। তাঁর বাবা খেসারৎ দেন। এসব পটভূমি মনে না রেখেই CPI-এর নেতারা কী করে মুক্তকচ্ছ হয়ে পড়লেন, কল্পনা করা দায়?

৮ ফেব্রুয়ারী '৭৯

যুগান্তরে দেখলাম, মরিচাঝাঁপির উদ্বাস্তুদের দুঃখে বিগলিত কয়েকজন "অরাজনৈতিক" লেখক বুদ্ধিজীবী পথসভা করছেন। বামপন্থী সরকারের উদ্বাস্তু নীতি যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু এই ছুতোয় ওদের নাজেহাল, গদীচ্যুত করার জন্যে দেশীবিদেশী এজেন্টরা তৎপর। মরিচাঝাঁপির মানুষের দুর্দশা স্রেফ কুম্ভীরাশ্রু মোচনের সুযোগ মাত্র। পথসভায় বক্তা ছিলেন শৈবাল গুপ্ত, (অমলেন্দু বাবুর আঁচ সত্যি মনে হয়) লেখক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শিব নারায়ণ রায় প্রমুখ। রিপোর্টে দেখলাম, এরা নিজেদের "অ-রাজনৈতিক" বলে ঘোষণা করেছেন। বর্তমান যুগে অমন ত্রিশঙ্কু থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র মূর্খ, উন্মাদ এবং ঐ জাতীয় মনুষ্যজীবরা শুধু খারিজ থাকতে পারে। বিদ্যা-বুদ্ধি-মানবতাসেবী এই দঙ্গলবৃন্দ কী তা জানেন, জিজ্ঞেস করে দেখার বড় ইচ্ছে হয়? "অ-রাজনৈতিক" বলে দাবী করেন, অথচ কার্টার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার

www.pathagar.com

প্রশস্তি, লিখেছিলেন—নীরেন চক্রবর্তীসহ। শিব নারায়ণ রায় একদা Cultural Freedom-ওয়ালা সেই সড়ক ধরে Carree গড়ে তুললেন। সাংস্কৃতিক-Subversion বা নাশকতার বৈদেশিক চক্রান্তের শিকার এইসব Native বুদ্ধিজীবী-বাচ্য বাবু-সম্প্রদায় আসলে জীবনের প্রয়োজন, ভণ্ডামি ধামাচাপা দিতে। বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের সমীক্ষাহীন চেতনা Cretin-এর চেতনা। সাহিত্যিক বা কবির নয়। রবীন্দ্রনাথে গদগদ এই বাবুরা রবীন্দ্রনাথের দু'টি পংক্তি মনে রাখলে নিজ শিল্প ও সমাজের অনেক উপকার করবেন—

"আমি পৃথিবীর কবি যেথা তার ওঠে যত ধ্বনি
আমার বাঁশির স্বরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।"

সারাদিনে লেখাপড়ার পর সন্ধ্যা সালেক, সুলতানাদের সঙ্গে।

৯ ফেব্রুয়ারী '৭৯

"বনফুল" মারা গেছেন। এক যুগের অতি জনপ্রিয় সাহিত্যিক বহুকাল তুঙ্গে আপন স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত। আশি বছর বয়সে। কালের পরিমাপ কম নয়। '৭১ সনে নভেম্বর মাসে ওঁর সল্ট্ লোকের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বিরাটকায় বাঙালী তিনি আতিথেয়তায় এক মালসা রসগোল্লা ও সন্দেশ আমার সামনে রেখেছিলেন। "According to girth and bulk" আমি এই পরিহাস নেপথ্যে রেখে বোধ হয়, সামান্য কিছু খেয়েছিলাম। তিনি বিশেষ হতাশ হন। তাঁর আহারের পরিমাণ এখনও উপকথার মত চালু আছে। এবার নির্বাসনে এসে একদিন যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। তা চিরকালের মধ্যে মুলতবী রইল। আরো এক জন পরলোক গমন করেছেন একই দিনে কমল মজুমদার। অতি-সীরিয়াস লেখক। সস্তা জনপ্রিয়তা ওকে টানেনি। অবিশ্যি ভাষা সম্পর্কে ওর দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় এক পর্য্যায়ের পর Mannerism এর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে, "অন্তর্জলী যাত্রা'র মত উপন্যাসের পর আর তেমন আকর্ষণযোগ্য রচনা আমার চোখে পড়েনি। মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সে শ্রীমজুমদার ইহলোক ত্যাগ করলেন। সৎ শিল্পী। ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আর ঘটল না। এই এক বিশেষ অনুতাপ রয়ে গেল। ওঁর সব রচনা এবার পড়ে দেখব।

১০ ফেব্রুয়ারী '৭৯

স্নেহাস্পদ নাজির লন্ডন থেকে লোকমারফৎ আট শ' টাকা পাঠিয়েছেন। পেশায় ব্যাঙ্কার অথচ সমাজবিহারী এই এক হৃদয়ের নিকট ঋণ বেড়েই চলল। আর্থিক মরুভূমিতে যখন যে-কোন পরিমাণের বারিবিন্দু ফোঁটা অভিনন্দন যোগ্য, তখন আট শ' টাকা। কল্যাণ হোক ওর, তার বেশী কী বা বলব? এসব খবরও আমার জানা ছিল না। আজ সন্ধ্যায় বিশ্বরঞ্জন সেনের বাড়ীতে গেলে তিনি এক

www.pathagar.com

মোড়ক আমার হাতে দিলেন প্রেরকের নির্দেশ-নামাসহ। আমি গিয়েছিলাম সৌজন্য সাক্ষাতে। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত দক্ষিণা। বিশ্বরঞ্জন সেনও চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশায়। কিন্তু সামাজিক গতিপ্রবাহের উৎসাহী সংবাদ-সংগ্রাহক, কল্যাণ-ইচ্ছাসহ। নাজিরই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওরা স্কুল-সহপাঠী বন্ধু।

১১ ফেব্রুয়ারী '৭৯

তরুণ সান্যালের সঙ্গে গোটা দুপুর। বৌমা কেয়ার কল্যাণে উত্তম আহার। আসর দুজনের ছিল না। তরুণ কবি-যুগল যুগান্তর চক্রবর্তী (সুবাদে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাই) এবং শিলং-আগত কবি বীরেন রক্ষিতসহ শরীক। দুপুরের আহার তিন জনে। শ্বশুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত যুগান্তর চক্রবর্তী এক সময় আসরে ভঙ্গ দেন। শীতের জন্যে কাপড় বদলাতে একবার বাসায় ফিরেছিলাম। সন্ধ্যায় ময়দানে, বাঙলা মুদ্রণ-শিল্পের দুই শ' বছর পূর্তি স্মারক প্রদর্শনী মেলায় খোলা আকাশের নীচে হাঁটাহাঁটি অনেকক্ষণ। ঠান্ডার ভয়ে এবার আমি আসরে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হলাম। তার কিছু পূর্বে কবি বীরেন রক্ষিত বাস ধরলেনঃ শিয়ালদ থেকে ট্রেনে নিজ ভদ্রাসন কল্যাণীতে ফিরবেন। আমরা বাসষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত সহগামী। তুমুল আলাপ। আড্ডা-আলোচনার ভেতর দিয়ে অযান্ত্রিকভাবে কালক্ষেপ ঘটল বহুদিন পরে।

১২ ফেব্রুয়ারী '৭৯

মারমুখো, নবজন্মের প্রেরণায় উল্লসিত জনতার সাথে আজ তেহরানের পথে পথে শরীক হতে পারতাম। ঠিক ন'বছর পূর্বে ১৯৭০ সনে ইষ্ট পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরূপে ইরানের বহুগ্রাম ও শহর (ইস্পেহান, সিরাজ ইত্যাদি) দেখার সুযোগ ঘটেছিল। রাজধানীর ঝলমল বুকের উপর দেখেছি, মোটা তন্দুরী রুটি আর শুধু লবণ ছিটিয়ে মেহনতী মানুষ রাস্তার ধারে আহারে ব্যস্ত। গাছপালাহীন গ্রাম (মরুভূমির ও মাটীর জুলুম) চরম দারিদ্র্যের থাবার নীচে। পুরাতন হিসাব-নিকাশের দিন বহু বছর পরে আগত। বেঈমান শাহপুর বখ্‌তিয়ার একদিন প্রগতিশীল শিবিরের লোক ছিলেন। ডাঃ মোসাদ্দেকের সহকর্মী। সাম্যবাদ বিরোধিতার নামাবলী গায়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সমরাস্ত্রের নির্ভরতার উপর নিজেকে বলীয়ান মনে করে, ক'দিন কী দম্ভ না দেখালে এই দালাল। আজ সৈন্যরাও জনতার পাশে। পায়ের মাটী সরে গেছে, তাই শাহপুরের মাথা এখন মাটীর উপর। বাঙলাদেশের মানুষ আমি। রাজনৈতিক বিষয়কে সব কিছু মনে করতে আজ আমি অক্ষম। সাম্রাজ্যবাদ কোথা কী পাঁয়তারা করছে, কে জানে আশা করি, ইরানের জঙ্গী জনতা ভুল করবে না, মানুষের মুক্তি আন্দোলনকে তারা এগিয়ে দেবে। আধুনিক বিশ্বে আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন নই। ইরানের জনগণের বিজয়ে বাঙলাদেশের সৎ নাগরিক মাত্রেই উল্লসিত হবে বৈকি। একই

www.pathagar.com

শৃঙ্খলের একাংশে মোচন ঘটেছে। বাঙলাদেশের শোষক ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বুঝাপড়ার ক্ষেত্রে তার অনুরণন শুধু বধিরের কানে পৌঁছাবে না।... বাঙলাদেশে জিয়া সরকারের কাহিনী চাক্‌মা আদিবাসীদের উপর হামলা চালিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শপন্থী বিদ্রোহীদের তল্লাসে। পঁচিশ হাজার চাক্‌মা আদিবাসী ভারতের সীমান্তে আশ্রয় নিয়েছে। সামনে নির্বাচন-পর্ব। বহু চাক্‌মা ভাই-বোন আর ভোট দিতে পারবে না। বঙ্গবন্ধুর কৃপায় পদোন্নীত জিয়া সাহেব হয়ত সেই রাজনৈতিক মুনাফার লোভেই এমনভাবে শান্তিপ্রিয় নিরীহ আদিবাসীদের পেছনে কুত্তা লেলিয়ে দিয়েছেন।

কোন কাজে মন বসল না। ইরানে কে আজ ঘরে বসে আছে? পথে হাঁটলাম আনমনা বেশ কিছুক্ষণ। সুপ্ত আনন্দে বুক পূর্ণ। ক্লান্ত হয়ে জ্যোতি দাশগুপ্ত সমীপে। ভাঙা পা নিয়ে Plaster বন্দী সম্পাদক। রণেশদা, শিশির গুপ্ত ছিলেন, Full House! ওদের কাছে সব ক'টা সংবাদপত্র শেষ করে দুপুরে বাড়ী ফিরলাম। রাত্রে হঠাৎ সুলতানার চিঠি। নৈশ আহারের দাওয়াৎ। বেরাদর সালেকসহ রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত।

১৩ ফেব্রুয়ারী '৭৯

বাঙলাদেশে নির্বাচনে কেন যে জননেতারা নামলেন! প্রতিপক্ষের গতিবিধি ওঁদের কাছে সমীক্ষার বস্তু নয়। সেপাই প্রেসিডেন্ট এখন Civil base খুঁজে হন্যে। মার্শাল ল' তোলার বিরুদ্ধে যে দাবী দিয়ে জননেতারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা শেষে রণে ভঙ্গ দিলেন। পাতিবুর্জোয়া সুলভ এই দোলাচল-মনোবৃত্তির খেসারৎ ওদের দিতে হবে। সিপায়ের অর্থের অভাব নেই তার বিদেশী মুরুব্বীদের কল্যাণে। প্রচার ও প্রচারণায় জোর দেখাবেই সরকারী দল। মার্শাল ল' রয়েছে তদুপরি। সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা কম। আর এমন নির্বাচনের মূল্যই বা কী জন-কল্যাণের প্রেক্ষিতে? ন্যাপ, কম্যুনিষ্ট পার্টি আগেই টোপ গিলে বসেছিল। শেষে আওয়ামী লীগও খোঁয়াড়ে। স্নেহাস্পদ মানস ঘোষ ঢাকা থেকে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় যে ডিস্‌প্যাচ পাঠিয়েছে তার শেষ পংক্তি একদম নিকষ সত্য। "আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে টেনে আনা জিয়ার জন্যে '....A Political Victory'" সাংবাদিকের কাছে (এবং বিদেশী সাংবাদিক) যা ধরা দিয়েছে, তাও ওরা ধরতে পারেনি। অনেকের রৌদ্রে চুল পাকে, অভিজ্ঞতায় নয়।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

১৪ ফেব্রুয়ারী '৭৯

অঞ্জলি সাহা ঢাকার মেয়ে। তরুণী বয়সে নাচে নাম করেছিল শহরে। মরহুম আশরাফ আলি চৌধুরীর প্রতিবেশী। সেই সূত্রে পরিচয়। গড়িয়াহাটার মোড়ে দেখা হঠাৎ। বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিল। অঞ্জলি এখন গৃহিণী, দুই সন্তানের জননী। নাচ বন্ধ

www.pathagar.com

হয়ে গেছে সংসারের স্রোতে। বড় প্রীত হলাম কর্তা দেবব্রত ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপে। এখনকার সরকারের তাঁতশিল্পের অন্যতম পরিচালক। আম্‌লা নন কিন্তু। সামাজিক চেতনায় ভরপুর এবং বেশ সীরিয়াস মনোভাবই পোষণ করেন রাজনীতির ব্যাপারে। সাধারণতঃ আমলারা আত্মকেন্দ্রিক, জ্ঞানচর্চার ধার ধারে না। দেবব্রত বাবু ব্যতিক্রম। নানা আলোচনার খেই থেকে আমার ধারণা হোলো, যে-কোন সমাজবিপ্লব সফল করতে এমন বুরোক্র্যাটের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রযন্ত্র নচেৎ মসৃণ চালানো দায়। ঝড় মধুর সন্ধ্যা কাটল এই ভবনে।... ইরান জনবিপ্লবের খুঁটি আয়াতুল্লা খোমেনী তেহরানে ফিরে শহীদদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। তিনি তখন বলেন, "... এই কি মানুষের অধিকার (Human Rights)? যখন আমরা দাবী জানালাম যে আমরা সরকার গঠন করব, তখন আমরা পেলাম এই কবরস্থান যা লাশে বোঝাই...।" মার্কিন জল্লাদ কার্টারের অভিধানে Human Rights-এর একটি মাত্র অর্থই লেখা আছে।

১৫ ফেব্রুয়ারী '৭৯

মাসুদ আলীগড় ইউনিভার্সিটির "গভর্নিং বডি"র সদস্য। আজ সকালে আলীগড় যাবে। সকালে ওকে বিদায় দিতে গেলাম। মন খারাপ হয়ে গেল। বাইশ ঘণ্টার সফর। আজকাল ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না। "হৃদয়ে" গণ্ডগোল। একা একা এই লম্বা সফর। প্রস্তাবে আদৌও আমার মন সায় দিচ্ছিল না। আরো দুঃসংবাদ পেলাম, আমাদের বহুকালের বন্ধু ব্যাঙ্কার (Rashid) রশীদ করাচী শহরের মেয়ে বাড়ীতে Severe heart attack-এ শয্যাশায়ী। খবর দিলে মাসুদ নিজে। বিষণ্ন সকালের এমনই সূচনা। বাড়ী ফিরে এক গাদা চিঠির জবাব দিতে বসলাম। বর্তমানে জেনেভা-প্রবাসী, পূর্বে উত্তর প্রদেশের অধিবাসী, পরে পাকিস্তানী-স্নেহভাজন আফতাব হোসেন জেনেভা থেকে গোরক্ষপুরে পুরাতন বাস্তুভিটা ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতে এসে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। তার জবাব প্রথমে লেখা দরকার। স্কটল্যান্ড থেকে মোজাম্মেল ও তুহিন বাবা-বেটী চিঠি ও শুভেচ্ছা কার্ড পাঠিয়েছিল একমাস পূর্বে। সব জবাবের আস্তাবল একে একে পরিষ্কার করলাম। দুপুর কেটে গেল। বিকেলে হেঁটে এসে সন্ধ্যা কেটে গেল Time ও অন্যান্য পত্রিকা নিয়ে। আজকের দিন এইভাবে গেল। সীরিয়াস কোন কাজই হোলো না।

১৬ ফেব্রুয়ারী '৭৯

বিকেলঃ গোপাল হালদারের সঙ্গে। ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বড় উপকৃত হলাম। উপন্যাসে দুই সামাজিক শক্তি Blind দৃষ্টিহীন-কীভাবে চিত্রিত করা যায়? আমার নিজস্ব কিছু মত আছে। গোপালদা তা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এবং বললেন, "সামাজিক শক্তির প্রতিনিধিরা যেন ব্যক্তি হয়ে ওঠে—সেদিকে দৃষ্টিও

www.pathagar.com

প্রয়োজন। কারণ, ব্যক্তিমানুষই ত ঐতিহাসিক শক্তির স্রোতরূপে দেখা যায়।" অরুণা হালদারও শারীরিক গণ্ডগোলে ভুগছেন, যদিও শয্যাশায়ী নন। আচারবিশারদ তিনি। নানা জিনিসের আচার তৈরী করেন। আমাকে দু' শিশি উপহার দিলেন। বড় লঙ্কার আচার শিশিতে দেখেই লোভ লাগছিল। নিকটে রমেন মিত্র সদন। হৃদ-ব্যাধির শিকার। গৃহবন্দী। আজ জিজ্ঞেস করে বসলাম, "রমেনদার Heart ত অনেক কাল আগে থেকেই আর কোথাও Mortgaged-নিকটে নেই। তবু অসুস্থ ধরল কেন?" শ্রীমতী ইলা মিত্র সলজ্জ হাসি ছিটিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। জবাব কারো কাছ থেকে পাওয়া গেল না। রাত্রি পৌনে ন'টা পর্য্যন্ত ওঁদের সঙ্গে।

১৭ ফেব্রুয়ারী '৭৯

ইরানের চারজন জেনারেলের মৃত্যুদণ্ড বিপ্লবী সরকার কর্তৃক বহাল ও সম্পন্ন। শাহ ও ওদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাঙলাদেশ স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার পর এসব কিছু করেনি। তাই রাজনৈতিক আসরে সবুর খান, চল্লিশের তেভাগা আন্দোলনে কৃষক-হত্যাকারী যাদুমিয়া, কোলাবোরেটর শাহ আজিজ ইত্যাদিরা আবার বাঙলাদেশের বাতাস কলুষিত করার সুযোগ পায়। ইরানের বর্তমান কর্ণধারগণ Revolutionary ethics-এর অমর্য্যাদা করেনি। এই এক পরম সান্ত্বনা। বাঙালী মুসলমান প্রথম দেশ-পরিচালনার ভার পেয়েছিল। অভিজ্ঞতাহীন। বঙ্গবন্ধু মুজিবের কোন অপরাধ নেই। ঐতিহ্য সব ক্ষেত্রেই দরকার হয়।

ইরানের "খুনী" নামে খ্যাত "সাভাক"- SAVAK-এর প্রধান জেনারেল নেয়ামতুল্লা নাসিরীকেও কাল ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এই জালেম হাজার হাজার জননীর বুক খালি করে দিয়েছে বছরের পর বছর। এতদিন "কাফ্ফারা" (প্রায়শ্চিত্ত) দিয়ে গেল নরাধম।

বিকেলে বিষণ্ন মন। সাত বছর চলে গেছে। সন্ধ্যার পর মা মরে যাবেন। হতভাগিনী! লেখাপড়ায় মন গেল না। দেবশরণ পার্বতীদের বাড়ী ছুটলাম। এই এক আনমনা হওয়ার আশ্রয় আছে। ওদের সঙ্গে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। ট্রামে ফেরার পথে মা আবার ফিরে এলেন। পুনর্জন্মের বিশ্বাস এমন পরিস্থিতি থেকেই অদ্ভূত হয়েছিল। একদা। বাসনা-কামনার কী শেষ আছে?

১৮ ফেব্রুয়ারী '৭৯

বর্তমান চীন নেতারা তাদের সাম্যবাদী মুখোশ খুলে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদের অনুচর হিসেবেই চীন ভিয়েৎনাম আক্রমণ শুরু করেছে আট শ' মাইল সীমান্ত জুড়ে। সাম্যবাদী দুই রাষ্ট্রে এই চরম পন্থা। ভাবতে কষ্ট লাগে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ শিবিরে ঢলে পড়তে বাধ্য হয়, আর না ফিরে যেতে পারে—পরবর্তী এই পর্য্যায় মনে রেখেই হয়ত মার্কিন প্রভুরা চীন নেতাদের উস্কানি দিয়েছে। আমার বদ্ধ বিশ্বাস। বিশ্বে আর কোথাও চীন-অনুরাগী মার্কস্‌বাদী থাকবে কী? নৈতিক বলের তোয়াক্কা রাখে না হোয়াং টেং প্রভৃতি মার্কিন-আশ্বাস-মদ-মত্ত চৈনিক শাসকবৃন্দ। এদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাওয়া দায়। সর্বহারাদের বিকল্প জগতের নামাবলীধারী জন্তুর দল, ধ্বংস হও, ধ্বংস হও।

অস্থির মন। অসুস্থ কবি বিষ্ণু দে-কে দেখতে গেলাম। তিনিও বিশেষ বিচলিত। কবির অসুখ ঘাড়ের নার্ভে গণ্ডগোল থেকে। আজ কবিজায়া প্রণতি দেবীর কাছে থেকে বিশদ বিবরণ শুনলাম। ১৯৪৬-এর দাংগার সময় শ্বেতনিশান নিয়ে অগ্রসর এক মুসলমান পল্লীর মানুষকে ছোরা মারার পর যখন তুলে পাশে নিয়ে যান কয়েকজন মিলে, তখন স্বসম্প্রদায়ের লোকের লাঠির বাড়ি কবির কাঁধে পড়ে। সেই থেকে বয়সের সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গের সূত্রপাত। ডান পা কবি সহজে ফেলতে পারেন না। একটু টলে-টলে পায়চারী করেন। Flesh আর Spirit এর লড়াই চলছে। অনেক কথা বললেন এবং শুনলেন। কবি-জায়ার কাছে বৈজ্ঞানিক শ্রদ্ধেয় সত্যেন বসুর একটি গল্প শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথের উপর পিতার প্রভাব তাঁর অমিত প্রতিভার ক্ষতিসাধন করেছে, এই প্রসঙ্গ উঠলে প্রণতি দেবী স্বর্গীয় বসুর ভাষ্য শোনানঃ "দেবেন ঠাকুর ও আর এক মাড়োয়ারী উঁচু ক্লাসে ট্রেনে সফর করেছিলেন। সহযাত্রী নাম জিজ্ঞেস করতে জবাব এলো "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।" তখন মাড়োয়ারীর অন্য প্রশ্ন, "আমার দোঠো আছে। আপ্‌কা ভৈঁস্ (মহিষ) কা রঙ কৈসা?"

ভিয়েৎনাম লড়ছে এক প্রবল দাম্ভিক বিশালকায় দাম্ভিক শত্রুর সঙ্গে। মন খুলে কোথাও প্রাণদ হাসি পর্য্যন্ত হাসতে পারলাম না। নেপথ্য বার বার হানা দিতে লাগল। চীনের ক্রিমিনাল আচরণ।

১৯ ফেব্রুয়ারী '৭৯

যুদ্ধ অর্থ কী? তা কী চৈনিক নেতারা জানে না? "লং মার্চ" থেকে আরম্ভ করে বহু রক্ত-অশ্রুর দরিয়ায় ওরা সাঁতার দিয়েছে পৃথিবীকে কলঙ্কশূন্য করার শপথ নিয়ে। পঞ্চশীলার অন্যতম প্রবর্তক ওরা। তাদের এই আচরণ? মৃত্যুর তাণ্ডব সীমান্তে সীমান্তে। চীনের বর্তমান শাসকরা সাম্যবাদের মুখে কালিমা-লেপনের আর কিছু বাকী রাখলে না। বাঙলাদেশে গণহত্যার সমর্থক, জাতিপুঞ্জে বাঙলাদেশের প্রবেশাধিকার বাধাদানকারী চীনের শাসকরা এখন বিবেকহীনভাবে উলঙ্গ। অনেক সকালে উঠে প্রাতকৃতঃ সারলাম পড়তে বসব। পারলাম না। অস্থিরতার চাপে রাস্তায়। হেঁটে জ্যোতি দাশগুপ্ত সমীপে। রণেশদাশহ বেলা

www.pathagar.com

এগারোটা পর্য্যন্ত। ইরানের বিপর্য্যয়ের ঘা সাম্রাজ্যবাদীরা আর এক দিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে সারিয়ে নিতে চায়। চীন তাদের দোসর। মার্কস্‌বাদী জগৎ থেকে, আর যাই হোক, চীনের বর্তমান শাসকরা খারিজ হয়ে গেল।

ডান্টে (Paradiso-XVII) লিখেছেন, "Thou shalt leave everything beloved most dearly: this is the first shaft which the bow of exile lets fly. Thou shalt prove how salt is the taste of other men's bread and how hard a path in is to go up and down upon anothers stairs." নিজে নির্বাসনে ছিলেন। তাঁর তেতো স্মৃতির কোন অভাব ছিল না।

২০ ফেব্রুয়ারী '৭৯

বাঙলাদেশ নির্বাচন-প্রহসন সমাপ্ত! ফলাফল আগেই আঁচ করা ছিল। হাত-পা-বাঁধা দৌড়। সেখানে বাজি এমনই হয়। মার্শাল ল' তোলার পূর্বে এই নির্বাচনে যাওয়া উচিত ছিল না। বয়কট-এর ধুয়া তুলেও শেষে আওয়ামী লীগার প্রমুখ সকলেই ফাঁদে পা দিয়ে বসলেন। স্বৈরাচারের শিকড় আরো প্রসারিত হোলো। লোকের কাছে যা "হারাম" ছিল (যেহেতু জনসমর্থিত নয়) এবার তা "হালাল" মনে হবে। দস্যুদের চরিত্র বদলানোর লক্ষণ নেই। তবু তারাই সাধুর মত দেখতে। জনসাধারণের ভ্রান্তি সহজে ঘুচবে না। দানবের মুখ ওরা দেখেনি। অস্বোয়াস্তি বুকে বিঁধতে লাগল। তাই বেরিয়ে পড়লাম। বিষ্ণু দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। বিদেশী তামাক স্নেহভাজন পাঠিয়েছিল। এক টীন "এরিনমুর" নিয়ে গেলাম। পরে কালিঘাট থেকে খিদিরপুর। পেয়ারা চাচা শুধু ছিল। আমিনার খোঁজ নিতেই এই পানে আসা। ঢাকা থেকে আমার স্বগ্রামবাসী ফজলুল হক এসেছেন। ফনুর খোঁজ নিতে চাঁদনী এলাম। ঠিকানা বের করতে পারলাম না। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা :মহনৎ সার। রাত্রে একটানা পাঁচ ঘণ্টা ঘুম হোলো। মেহনতের ফল। সকালে মনে :হালোঃ দস্যুদের হাতে দেশ

দুঃখ অশেষ।

২১ ফেব্রুয়ারী '৭৯

একুশে ফেব্রুয়ারী। সেই রক্তাক্ত দিনের পর্য্যায় আজও শেষ হোলো না। সেদিন ভাষা নিয়ে লড়াই ছিল। আজ গোটা সংস্কৃতি নিয়ে লড়াই। সেদিন যারা হত্যার পথ নিয়েছিল, তারাই আবার ফিরে এসেছে লেবাস বদলে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীলরা তখন জোট ছিল। আজ আর পাকিস্তান নেই। কিন্তু তাদের বাঙালী দোসরেরা নিশ্চিহ্ন হয়নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। বিশ্বের তাবৎ প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ জোট বাঁধছে। সুতরাং বাঙলাদেশের বর্তমান

www.pathagar.com

খুনী শাসকেরা পাকিস্তানীদের হারিয়ে দুর্বল হয়নি। সৌদি আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের অন্ধকারের পূজকেরা বাঙলাদেশে মদৎগার-রূপে দেখা দিয়েছে। লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ কমেনি। রক্তের সড়ক ধরেই আবার এগোতে হবে। ভাগ্যহত বাঙালী মুসলমান তোমার Identity-র সমস্যা আজও মিটল না, আত্মপরিচয় তুমি খুঁজে পেলে না। প্রায়শ্চিত্ত বাকীই রয়ে গেল।

বিকেল, মহাবোধি হোলো, কলেজ স্ট্রীটে একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে সভা। মামুলি বক্তৃতা। ছোট হলে গর্জন, মাইকের উপস্থিতি বক্তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, যেমন তাদের চোখে ছিল না শ্রোতাদের শ্রেণীরূপে। সুতরাং যন্ত্রণা ভোগ করতে হোলো। অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল, এ-টুকুই লাভ। রণেশদা তাঁর ভগ্নিপতিদ্বয় মিহির দাশগুপ্ত, সত্যেন সরকার (শেষোক্ত জন-রাজশাহী জেলে গুলি চালনার শিকার শরীরে ছররা এখনও আছে) গোপাল বিশ্বাস (স্নেহভাজন শ্রীরামপুর থেকে এসেছে) কবি মণীন্দ্র রায় প্রমুখ। সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অধ্যাপক শান্তিময় রায়। মনসুর হাবিব (বর্তমান বিধানসভার শিকার) প্রধান অতিথি। রণেশদা এক তরুণ দম্পতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেনঃ সুব্রত সেনগুপ্ত ও তার মুসলমান স্ত্রী। ওরা দেশ ছেড়েছে অর্থাৎ বাঙলাদেশে–সামাজিক অত্যাচারের ভয়ে। বঙ্গবন্ধু মুজিব এবং অ-মুজিব আমলে এই তফাৎ। ধর্মের দোহাই মেরে মনুষ্যত্ব-উৎপাদনের পন্থা নতুন শাসকরা নিতে বাধ্য। নচেৎ ওরা টিকবে কী দিয়ে?

২২ ফেব্রুয়ারী '৭৯

Escapism-পলায়নবাদিতার শিকার। মানসিক চাঞ্চল্য থামে না। বেলা দশটার দিকে খিদিরপুর যাব। তার আগে, চাঁদনী চকে ফজলুল হকের (স্বগ্রামবাসী) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। উনি বর্তমানে ঢাকাপ্রবাসী। ফনুর সমস্যা-সমাধানের কোন কিছু করা যায় কি-না তা নিয়ে আলোচনা। অতি সজ্জন, সরল গৃহী মানুষ ফজলুল হক। বড় উপকারে এলেন। পরে বাল্যবন্ধু বাশারতের সঙ্গে এক সঙ্গে দুপুর-বিকেল আহার-ঘুম সমেত। অতীতই সব ভুলিয়ে রাখলে। "নষ্টালজিয়া' মাঝে মাঝে অশান্ত চিত্তের দাওয়াই। বাল্য-কৈশোর দুজনে ঘুরে বেড়ালাম। সন্ধ্যার সময়, হাজরা রোডের মুখে এসে ৪২-এ বাস ধরলাম। পার্ক সার্কাস গন্তব্য। সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়লাম।

২৩ ফেব্রুয়ারী '৭৯

শরীর খারাপ। জ্বর-জ্বর ভাব। পেটে বায়ু। সারাদিন ঘরে। কেবল পত্রিকার সঙ্গে। সন্ধ্যা সালেক/সুলতানার সঙ্গে। শরীর আদৌ অনুকূল নয়। জ্বরজ্বর ভাবে ক্লান্ত। মানসিক অবসাদ প্রচুর। ঘুমের অবিশ্যি ব্যাঘাত হয়নি।

www.pathagar.com

২৪ ফেব্রুয়ারী '৭৯

তুরহান প্রয়াণ-দিবস। সেই কৈশোর কচি মুখ আমাকে স্বস্তি দিলে না। ঘরে থাকতে মন নারাজ। রণেশদার কাছে গেলাম। জ্যোতি দাশগুপ্ত ভাঙা পায়ে গৃহবন্দী। ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। কিছু শান্তি পেলাম না। সারাদিন ঘরে কাটিয়ে সন্ধ্যা গোপাল হালদার সমীপে। বাঙালী-জীবনে বাইরের ভাবধারা সবই অবক্ষয়ের সঙ্গে মিশে কী রূপ নিয়েছে, তার এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিলেন। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তোরণে নৌকা। (ক্ষণকাল সজ্জনের সঙ্গ ভবার্নবপারের নৌকা।' মনের ভার অনেক হাল্কা হয়ে গেল। অরুণা হালদার পাটনা গেছেন পেন্সনের বন্দোবস্তে। আমার জন্যে দু'শিশি আচার রেখে গেছেন উপহার। আচার নির্মাণেও তিনি ডক্টরেট।

২৫ ফেব্রুয়ারী '৭৯

দুপুর/বিকেল রণেশদার সঙ্গে। উপায় ছিল না। ওঁর বোন বেলার স্বামী মিহির দাশগুপ্ত, উচ্ছল প্রাণ-তরঙ্গ বলা চলে, নেমন্তন্ন করে বসেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। সমাজ-সচেতন। তাই অস্বীকার করতে পারিনি। আহার, ঘুম, বৈকালিক আসর শেষে তিনজনে হাতীবাগানের মোড়। স্যান্ডেল কেনা দরকার ছিল। মিহির বাবুর চেনা দোকান আছে। তাই গ্রে স্ট্রীটেই বৈকালিক/সন্ধ্যা ভ্রমণও শেষ করা গেল। পরে মিহির বাবুকে বিদায় দিয়ে আমরা ডেরামুখী।

২৬ ফেব্রুয়ারী '৭৯

মানবতাবাদী মহান লেখক লু সুন-চৈনিক বৈকি, লিখেছিলেন, "Throughout the ages, the Chinese have had only two ways of looking at the foreigners: up to them as superior being or down on them as animals. They had have never able to trust them as friends, to consider them as people like themselves." বর্তমান তথাকথিত মার্কস্‌বাদী নেতাদের বর্বর চন্ড জাতীয়তাবাদ লু সুনের বাণীর সত্যতা আরো প্রমাণ করে। আশা করা যায়, ভিয়েৎনামের কাছেই ওরা এবার সবক পাবে।

UNICEF-এর বাঙলাদেশের প্রতিনিধি ডক্টর Die DE jong সংবাদসংস্থার কাছে বলেছেন যে, বাঙলাদেশে প্রতি বছর সতর হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায় পুষ্টির অভাবে। ভিটামিন "ই"-র ঘাটতি সর্বত্র। তার সঙ্গে পেটের অসুখ আর এক প্রাণঘাতী সহায়ক। এই অপমৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই ত নেই। আছে, বর্তমান শাসকদের অযোগ্যতা, হৃদয়হীনতা ঢাকা দেওয়ার হাজার রকম ফন্দী। "মৃত্যু ত আল্লার হাতে।" ওদের কী করার আছে? তাই ত মৃত্যু খুনের সওদাগররা প্রতিদিন

www.pathagar.com

ইসলামের ঢেকুর তোলে জনগণের চোখে ধুলো দিতে।

....সন্ধ্যা, কালান্তর আপিসে কাশী চাটুয্যে সমীপে। লাইব্রেরী থেকে ক'টা পত্রিকা দরকার। আজ জানা গেছে, ওঁর স্ত্রী গায়ত্রী দেবী লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক। এখানে আলাপ হোলো উৎপল ভাদুড়ীর, পবিত্র সরকার (হেসে বললাম-অর্থাৎ ঃ পাকিস্তান) প্রমুখ সাংবাদিকের সঙ্গে। রাত্রে দুটোয় ঘুম ভেঙে গেল আর চোখ বিশ্রাম নিতে নারাজ। নানা চিন্তার জট পাকায়। শেষে উঠে, মুখ ধুয়ে সিগারেট টেনে নিদ্রাদেবীর মন পেলাম। প্রায় সাতটা বাজে মুখ ভাঙল। চায়ের ফল। পাঁচ দিন পরে সন্ধ্যায় কাশী চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধ দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যাত না করতে পারার ফল। আর চা স্পর্শ করব না।

২৭ ফেব্রুয়ারী '৭৯

সারাদিন লেখাপড়া আর কিছু ওয়াশিং। সন্ধ্যা কালান্তর আপিস। লাইব্রেরীতে পত্রিকা ফেরৎ দিতে যাই। কিছুক্ষণ পরে জ্যোতি দাশগুপ্ত সন্নিধানে। গৃহবন্দী পঙ্গু। এখন ফলে ধ্রুব তারা। নড়ার উপায় নেই। সাক্ষাতে হতাশার প্রশ্ন গায়েব। জোর দৌড় বাথরুম। পরে শিশির গুপ্ত, রণেশদাও যথাসময়ে এলেন।

....বুর্জোয়া মানবতাবাদের সঙ্গে মার্কসীয় মানবতাবাদের ফারাক শুধু কী দৃষ্টিভঙ্গীর? গোটা সৈন্যবাহিনীর দিকে চোখ না রেখে জখম সিপাইদের সেবাশুশ্রূষাই বুর্জোয়া মানবতাবাদের আদর্শ। এই ফারাকই কি নানা প্রশ্ন টেনে আনে না?

২৮ ফেব্রুয়ারী '৭৯

উঃ, আর এমন অপরাধ করব না। প্রায় তিন মাস উপন্যাস লেখা বন্ধ ছিল। আজ সারা দিনে আট/ন'শ (৮/৯) শব্দ লিখেছি। এবার প্রতিদিন নিয়মিত এই কর্তব্য থেকে আর বিচ্যুত হব না। নচেৎ নির্বাসনে এলাম কেন?

১ মার্চ '৭৯

পরলোকগত ফরাসী লেখক আঁদ্রে মালরোকে পত্র দিয়েছিলাম তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে। স্বভাবতঃই তাঁর হাতে পৌঁছাল না। ঝড়ো জীবন সঙ্গী ছিল মনীষীর। খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন বহুদিন। ১৯৭৬ সনে রিচার্ড নিক্সনের আমলে মার্কিন-চীন পীরিত শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন তখন চীন যান। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি আঁদ্রে মালরোকে আমন্ত্রণ জানান। তখন প্রেসিডেন্ট ফরাসী লেখককে জিজ্ঞেস করেন যে এমন অভাবনীয়তার কথা তিনি কোনদিন ভেবেছেন কি না? মার্কিন প্রেসিডেন্ট যাচ্ছে চীনের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যখন আমেরিকা ভিয়েৎনাম লড়ছে

www.pathagar.com

আর চীন ভিয়েৎনামের পক্ষে। আঁদ্রে মালরোর জবাব যেন ভবিষ্যদ্বাণী। না, লেখকের অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি। অবিশ্যি চীন সম্পর্কে মালরোর জ্ঞান এবং সাক্ষাৎ পরিচয় কম নয়। মাও এবং চাউ এন-লাইয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জানাশোনা ছিল। ফরাসী লেখক জবাব দেন ঃ "Chinese action over Vietnam is an imposture. There was a period when the friendship between China and Russia was cloudless, when they allowed Russian arms to pass over their territory on its way to Vietnam, But China has never helped any one. Not Pakistan. Not Vietnam. China's foreign policy is a brilliant lie! The Chinese themselves do not believe in it; they believe only in China. Only China."

গত বছর প্রকাশিত নির্বাসনের "স্মৃতিপঞ্জী" তে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থে মালরোর আরো একটি অশুভ লক্ষণযুক্ত মন্তব্য স্মরণীয়।

নিক্সনের চীন-সফর সম্পর্কে তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেন, "I Think of the Sixteenth Century Exploiters who set out for a special objective but often arrived at an entirely different discovery. What are you goining to do, Mr. President, might well have totally different outcome from whatever is anticipated. স্বর্গীয় লেখককে নমস্কার! চীনের বর্তমান ঘৃণ্য নেতারা নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন। ওরা ভিয়েৎনামকে 'শিক্ষা' দিতে নেমেছিল। এখন নিজেরাই শিক্ষা পেয়ে যাবে। আজকের সংবাদঃ ভিয়েৎনামে এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য চীনের ভেতরে পঁচিশ কিলোমিটার ঢুকেছিল, তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আড়াই লাখ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ। তারপরও এমন ঘটনা ঘটে। আমার মনে হয় শিক্ষা শুরু হয়েছে। এ-ই প্রাথমিক ভূমিকা।

২ মার্চ '৭৯

এস, সুখদেব কাল ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মূলতঃ সাংবাদিক, পরে ফিল্মে আসেন। ডকুমেন্টারী-চিত্রেই তাঁর ভাল হাত ছিল। ১৯৭১ সনের সংগ্রামের সময় তিনি পাক-সৈন্যদের অত্যাচারের উপর একটি ডকুমেন্টারী করেন। তা পরে ফুল-লেংথ রূপ পায় ঃ Nine Months to Freedom. পুনা ফিল্ম ইনষ্টিট্যুটে এই ছবি দেখার সুযোগ ঘটে ১৯৭৫ সনের অক্টোবর মাসে। ইতিহাসের নায়ক বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন প্রমুখ সবাই সেলুলয়েডে ধরা পড়েছিলেন। চোখে পানি এসে যায়। দীনজনের পক্ষে দাবীদার, মানবপ্রেমিক সুখদেব। বাঙলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তুমিও জড়িত, বন্ধু। অনেক অশ্রুর সঙ্গে তোমার বিয়োগ-ব্যথার হাহাকারও আজ একত্রিত—চোখে বুকে জড়িয়ে রাখলাম।

www.pathagar.com

৩ মার্চ '৭৯

একটানা দু'ঘণ্টা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা গেল। রবীন্দ্রসদনে। মাসুদের সঙ্গে। গায়িকা সুচিত্রা মিত্র। চল্লিশের দিকে ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের আপিস ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে সুচিত্রাকে প্রথম গান গাইতে দেখি। তখন সবে তরুণী। আজ পলিতকেশী। কিন্তু ওঁর গলার যেন বয়স নেই। 'আমার গান ভেসে যায়'—প্রথম গান। ভেসে যাওয়ারই দশা। কিন্তু একটানা পূজা সঙ্গীত-এক ঘণ্টা ধরে শোনা রীতিমত বিরক্তি ধরিয়ে দেয়। ভগবৎভক্তিসিক্ত মানুষের কথা আলাদা। তবে বিশ্রামের পর ঋতুসঙ্গীত তা থেকে মুক্তি দিলে।

কাজী সব্যসাচী নজরুলের 'সানি' আজ মারা গেছেন। মাত্র ৫২ বছর বয়েস হয়েছিল।

"কিছু ত হোলো না।" সুচিত্রার শেষ গান–অদ্ভুত এক পরিবেশ রচনা করল। কোন যন্ত্র নেই এক তানপুরা ছাড়া। ৩৫-৩৬ বছর ধরে গলা এমন "অনন্তযৌবনা" হয়ে থাকে কী করে? দিল্লীতে সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে দেখা ১৯৭৫ অক্টোবর। বাড়ীর ঠিকানাও দেন। আমার আর যাওয়া হয়নি। একদিন যেতে হবে রহস্য জানতে। বড় তরতাজা বাড়ী ফিরলাম। মাসুদ সারথী।

৪ মার্চ '৭৯

সকালে নাগের বাজার বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঠিক হয়েছিল। বর্ষীয়ান সাংবাদিক পারিবারিক বিভ্রাটে খুব বিচলিত। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ওরা দিল্লীতে থাকে। কিন্তু বিয়েটা সুখের হয়নি। স্নেহের দুহিতা। পিতাও অসুখী। স্ত্রী তাই দিল্লী গেছেন। আমাকে খোলাখুলি সবই বললেন। বেশীক্ষণ বসলাম না। আজ আলাপে ছেদ পড়ছিল। হেতু স্বাভাবিক।

দুপুরে যথারীতি ঘুমিয়ে। কাবুলে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রদূত সিয়েম মুরশেদ কলকাতায়। আমার সাক্ষাৎ প্রার্থী। লোক পাঠিয়েছে। এল্‌গিন রোডে আছে এবং এখনই আধ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকার প্লেন ধরবে। বাঙলাদেশ হাইকমিশনের থার্ড সেক্রেটারী গাড়ী নিয়ে এসেছেন। ঘুম ভাঙিয়েছিল আমার আত্মীয় আজাদ। কাঁচা ঘুমে উঠে, সিদ্ধান্ত নিলাম। ওদের গাড়ীতে চেপে বসলাম। কোথা নিয়ে যাচ্ছে এরা? দেখা হোলো পাঁচ মিনিটের তরে। মেয়ের বিয়ে আগামী ন' তারিখে, তাই সাক্ষাতের ব্যাকুলতা। কাঁচা ঘুম সব মাটী করে দিলে। বিকেলে উপন্যাস লেখার কথা ছিল। মেজাজে কুলোল না।

৫ মার্চ '৭৯

কালের হাওয়ায় যদি যৌবন (বসন্ত) থাকে, তখন ব্যক্তির জরাও তত

www.pathagar.com

দুর্বিসহ হয় না। মৃত্যু সুখের হয়। বৃদ্ধজনকে ছেলেবেলায় সুখে মরতে দেখেছি ছেলেপুলেনাতি পরিবেষ্টিত। কালের হাওয়ায় যদি জরা ঢোকে, তখন যৌবনে মানুষ মড়া হয়ে যায়। মৃত্যু হয় দুঃখের। সুখে কেউ মরতে পারে না। বর্তমান নড়বড়ে ভিৎ বাঙলাদেশে কোন বৃদ্ধজন সুখে মরতে পারবে?

এই চিন্তাটা কাব্যে বা গল্পে কেমন দাঁড়াবে অথবা ছোট উপন্যাসই যথাযথ ক্যানভাস হতে পারে? পরে বিবেচ্য।

Time পত্রিকায় দেখলাম, টেং শিয়াও পিং মার্কিন দেশে বলেছে, ইরানের শাহ যথারীতি শক্ত হতে পারেনি। সমাজতান্ত্রিক নেতার উক্তি বটে। অর্থাৎ আরো হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়নি কেন শাহ? ৭৪ বছরের এই জানোয়ারটার মনোবৃত্তির পরিচয় পেলে ওর ভিয়েৎনাম আক্রমণ আর অস্বাভাবিক কিছু ঠেকে না। তবে বাঁদরটার শিক্ষা শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক 'মুডের' দিকে তাকিয়ে চীন ভিয়েৎনাম থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে লেগেছে এবং ভেতরেও কম গুঁতো খাচ্ছে না অন্যান্য নেতাদের কাছ থেকে। ওর নেতৃত্ব খতম। কিছু দিনের অপেক্ষা।

৬ মার্চ '৭৯

যোধপুর পার্ক। অর্চনা/কুমুদ চৌধুরীর বাড়ী থেকে ফিরে মাসুদের সঙ্গে সন্ধ্যাযাপনের বাসনা।

মাসুদ নেই। টেলিভিশনে "কাজী সব্যসাচী স্মরণে" প্রোগ্রামের কথা শুনে বসে গেলাম। পিতৃদেবের চেহরার কিছু ছাপ—বড় বড় চোখ, প্রশস্ত কপাল—আর কণ্ঠই ছিল সব্যসাচীর নিজস্ব। বীরেন্দ্র ভদ্র পরিচয় দাতা। সব্যসাচীর ভাষণ শোনা গেল নজরুলের মৃত্যুর পর। টেলিভিশনে পুরাতন টেপ ছিল। বাঙলাদেশ সরকারের আচরণে ওর মনে ক্ষোভ বন্ধ হয়নি। আজ শোনা গেল।

....মাসুদের বাড়ী থেকে ফেরার পর হঠাৎ মনে হোলো কাবুলে বাঙলাদেশী রাষ্ট্রদূত চার্জ-দ্য-এ্যাফেয়ার ছিল রুমানিয়ায়। সেখান থেকে পদোন্নতি। Politics এর লোক নয়। Business executive। আফগানিস্তানের মত বর্তমান Troubled spot-এ বদলী করা হয়েছিল কেন? নতুন আনকোরা লোক। আমার মনে হয়, মার্কিনদের 'বুদ্ধিবিভাগে'র কাজ ওকে দিয়ে ভাল সম্পন্ন হবে–এমনই বলবৎ ধারণা আছে মার্কিনদের। তারা ওর জন্যে 'লবী' করেছে। বর্তমান বাঙলাদেশের বৈদেশিক সচিব পাকিস্তানী বুটলেহী ছিল চিরকাল। সব জায়গায় দালাল-নিয়োগ তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিছু একটা Fishy ব্যাপার আছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। বাঙলাদেশকে বিক্রী করে দিতে ওদের কোন কিছু বাধে না। হতভাগ্য দরিদ্র দেশবাসী, কাঁদো-কাঁদো, যতদিন না তোমাদের নেতা ফিরে আসে।

www.pathagar.com

৭ মার্চ '৭৯

ইরানে ডাঃ মোসাদ্দেকের জন্মদিবস পালিত হয়েছে। আমার মনে আছে, ইরানে ১৯৫৩ সনে সামরিক অভ্যুত্থানের পর আদালতে শাহের পুলিশ ডক্টর মোসাদ্দেককে লাথি মেরেছিল। সংবাদপত্রে এই রিপোর্ট বেরোয়। দেশপ্রেমিকরা ফিরে আসে। মুজিব ফিরে আসবে বৈকি।

মাও-সে তুং লিখেছিলেন, "Weapons are important factor in war but not the decisive, it is People not things that are decisive" চীনের বর্তমান নেতারা কী ওসব মনে রাখতে পারে? কারণ, গুরুদেবই আবার বলেছেন যে বন্দুকের নল থেকে শক্তি নিকালতা হ্যায়। স্ববিরোধ আছে। সুতরাং মনে রাখা দায়। এদেশে মাওবাদীদের একই দশা। হঠাৎ পাইপগান, হাতে তুলে নিলে। তার ফল দাঁড়াল, নিজেদেরই শেষে পাইপে ঢুকতে হলো। আদর্শ এগোল না। চীনের বর্তমান নেতারা এবার উল্টে শিক্ষা পাবে। এই হপ্তায় 'টাইম পত্রিকায়' সংবাদদাতা লিখেছে যে লড়াকু ভিয়েৎনাম জুড়ে কতো যুদ্ধ আর শহীদী আত্মত্যাগের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। "In meeting out "Lesson" the chinese like the Vrench and Americans before them could find vietnam to be an unruly classroom" (Time 5.3.70)। ত্যাঁদোড় ছাত্রগুলো এবার কী করে তা দেখার বড় কৌতূহল রইল।

চট্টগ্রামের এ্যাডভোকেট চিত্ত বিশ্বাসের মুখে দুঃসংবাদ পেলাম। ডক্টর অজিত চৌধুরী ক্যান্সার রোগে মারা গেছে। অনুজ বন্ধু, মানব-দরদী, সুচিকিৎসক (চাটগাঁয় লালদীঘির 'পপুলার ফার্মেসী' ছিল ওদের) বহু স্মৃতিজড়িত নামঃ অজিত। প্রগতিশীল চিন্তা-প্রসারে ওঁর কতো সাহায্য না পেয়েছি এককালে। মাত্র তিপান্ন বছর বয়স হয়েছিল। স্ত্রী ছিল মানসিক ব্যাধির শিকার। পারিবারিক জীবনের নানা বিভ্রাটের মধ্যে ওর সমাজ-সচেতন অবদান আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। কালো সুঠাম চেহরা। Indian Tropical institute-এ চিকিৎসার জন্যে এসেছিল '৭৭ সনে। শরীর ভেঙে গিয়েছিল। কে জানত ওর ক্যান্সার হয়েছে। সেই শেষ সাক্ষাৎ।

৮ মার্চ '৭৯

ফনুর জন্যে রঙ কিনেছি কিছু। ওয়াটার কালারের টিউব। ফজু ভাইয়ের হাতে দেব। সকালে ৮টার মধ্যে গিয়ে দেখি বেরিয়ে গেছেন। এদিকে কিছু খরিদ আছে। পাঞ্জাবীর কাপড় আর নাতির এ্যালবামের জন্যে ষ্ট্যাম্প। দোকান ন'টার আগে খুলবে না। অগত্যা এক ঘণ্টা পুরাতন কার্জন পার্কে (সরেন ব্যানার্জি পার্ক বর্তমান) গাছের জায়গা নয়—লোকমাতা রাসমণির স্মৃতির আড়ালে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা পড়ে। পরে সওদা সেরে বাড়ী বিকেল ওয়ারিদের এ্যালবামে ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে কাটিয়ে দিলাম। রাত্রি সাড়ে আটটায় আবার

www.pathagar.com

চাঁদনী চক। ফনুর রং ফজুভায়ের কাছে সোপরদ্দ করে নিশ্চিন্ত। ট্রাম ধরার পূর্বে এক লহমা কল্যাণী, সুখেন্দু ধর সদনে ধর্ণা। সারাদিন পত্রিকা ছাড়া আর কিছু পড়া হোলো না। জুলিয়াস নাইরের প্রদত্ত এক ভাষণ চলন্ত ট্রামে বসে পড়ব ভাবলাম। চোখ বাধা দিলে।

৯ মার্চ '৭৯

ফজুভায়ের বোন খুব অসুস্থ ছিলেন। ব্লাডপ্রেসারের রোগী। সকালে ওকে দেখতে গেলাম। চিরেটি বাজার। বাড়ী পৌঁছে শুনলাম, তিনি পরলোকে। ভোর পাঁচটায় সব ইহকালীন দেনা চুকিয়ে দিয়েছেন, মৃত্যুর আবহ। তবু মনে হোলো, Art of living জানা না থাকলে লাখ লাখ টাকা খামখা বোঝা বিশেষ। যাদের থাকে, তারাও সুখ পায় না। আর ওদের সঞ্চয়ের সড়ক-পথে হাহাকার ঘিরে থাকে অন্য বিত্তহীনদের। ফলে, তাদেরও সুখ উবে যায়। সমাজসংস্কারে তাই জীবন-শিল্পের পাঠ থাকা উচিত। তাহলে কেউ অযথা সম্পদ আঁকড়ে ধরার জন্যে হন্যে হবে না। অন্যদিকে পৃথিবীতে সুখের পরিমাণও অনেক বাড়বে। মজকুর মরহুমা নিঃসন্তান ছিলেন। তাছাড়া, সম্পত্তি নিয়ে শরীকদের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল না। ফলে, পারিবারিক অশান্তি। শরীরে ব্যাধি প্রবেশের এও এক হেতু।

সন্ধ্যা কিছুক্ষণ সালেক/সুলতানার সঙ্গে।

১০ মার্চ '৭৯

Epicurian দার্শনিকদের উপর মার্কস্ মন্তব্য করেছেন, ..."When the universal sun has gone down, the moth seeks the lamplignt of the private ডান্টের প্রতিধ্বনি এমন সুন্দরভাবে উপমায় গৃহীত। আত্মমোহের গর্তে আমরা সহজে ঢুকে যাই, বেরুতে পারি নে। নির্বাসন-জীবনে ব্যক্তিগত দুঃখে এত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, পরে লজ্জা পাই। কিন্তু ঘুরে ঘুরে সেই সব বাসনা-জাত বিষাদ ফিরে আসে। এ থেকে যেন রেহাই নেই। প্রচণ্ড জীবন-বোধের প্রতীক মার্কস নিজে। তাঁর পক্ষেই এমনই মন্তব্য স্বতঃস্ফূর্ত উপছে ওঠা স্বাভাবিক।

বইয়ের মেলায় বিকেল। শনিবার। প্রচণ্ড ভিড় এবং গড়ের মাঠের ধুলো। ফলে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট। তবু মিনিট পঁয়তাল্লিশ কাটল। এত ভিড়ে তরুণ সান্যাল, শিপ্রা আদিত্য ও অধ্যাপক বন্ধু রবি গুহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। ধুলোর চাপে বই দেখার নেশা কেটে গেল। পকেট ও গড়ের মাঠে ওদিকে বিশেষ বন্ধুত্ব পাতা আছে। তাই বেরিয়ে এলাম। অস্বোয়াস্তি বাড়ত, বই কেনা হোতো না।

অবসর কিছু লোকের জন্যে অভিশাপ। এক বর্ষীয়ান বিত্তবান মহিলাকে দেখে আমার বড় দুঃখ হলো। লেখাপড়া নেই, সময় কাটানোর উপায় জানা নেই।

www.pathagar.com

এখন পারিবারিক অশান্তির মধ্যেই তার অবসর-বিনোদন। ষাটের কাছাকাছি এসেও অভিজ্ঞতা হয়নি, সংসারের কী করে থাকা যায় এবং শান্তি নিয়ে।

১১ মার্চ '৭৯

বরানগর। চাটগাঁর বন্ধু অতুল চৌধুরীর বাড়ী সারাদিন বেলা এগারোটা থেকে। "সংস্কৃতির বৈঠক" নামে দেশবিভাগের পর আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বর্তমান বাঙলাদেশের বহু প্রগতিশীল কর্মী ওই প্রতিষ্ঠানে দীক্ষা পায় এখন নিশ্চিন্তে বলা যায়। তখন অতুল চৌধুরী, অজিত চৌধুরী প্রমুখদের সঙ্গে আলাপ। ওদের নানা সহায়তা আমাদের কাজ এগিয়ে দিয়েছিল। পুরাতন সুবাদে সাক্ষাৎকার। আড়াই বছর পরে। ওর স্ত্রী জোছনা সত্যিই ভগিনী-বর্গীয়। আন্তরিকতা ও আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না কিছুই। নানা সংবাদও পাওয়া গেল চাটগাঁর। অতুল অবিশ্যি ৯২ ধারা প্রবর্তকের শিকার পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪। সেই থেকে দেশছাড়া। এখন ভারতীয় নাগরিক। ফেরার পথে কাজল চৌধুরীকে দেখতে ওর বাপের বাড়ী মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীটে গেলাম। নাটক-পাগল, বিদূষী আমার এই দুহিতা। আজ কাজলের মা দাদা বৌদি পরিবারবর্গের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। ওর মার সঙ্গে ফয়সালা হোলো 'ককেশীয়ান চক সার্কেলের" সমস্যা উত্থাপনের পর। মেয়েটা কার? ফয়সালার ধারা অবিশ্যি স্বতন্ত্র বলা বাহুল্য। মাতুল কল্যাণ চৌধুরী ওখানে ছিল। ওদের কল্যাণে এক সুদর্শন তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হোলোঃ দিব্যেন্দু বসু। বাড়ীটা বনেদী এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া প্রচুর। কাজলের দাদা রঞ্জিৎ ঘোষ CPM-এর ষ্ট্যালিন বার্ষিকী পালনে বেরিয়ে গেলেন। অতি মেজাজে বাতাস ফিরিয়ে রাখছিলাম। জের অপারেশন হবে কাজলের। ওর কাছে সব হেসে উড়িয়ে রাখছিলাম বাক্যান্তরে পরিহাসের হোলি-পূর্ব মারফৎ। ফেরার সময় বড় উদ্বেগ জেঁকে বসল। বিষ্যুৎবারে অপারেশান হবে। খোঁজ নেব। বাড়ীর টেলিফোন নম্বর না নিয়ে এসে বড় ভুল করলাম। বড় ক্লান্ত নিজ ডেরায়। খোঁজ নিতে নার্সিং হোমে ছুটে আসব। বাড়ীর টেলিফোন নম্বর নিতে ভুলে গেলাম। সব সময় খোঁজ নেওয়া সহজ হোতো।

১২ মার্চ '৭৯

ফরাসী (সেকেন্ড এমপায়ার) রাজনীতির উপর লিখতে গিয়ে মার্কস মন্তব্য করেন, "It is no excuse to say that a nation is taken by surprise...Neither a nation nor a woman is forgiven for the unguarded moment in which she allows a chance comer to siege the opportunity of overpowering her. Such turn of speech do not solve the riddle; they merely thrust the problem a stage further back." স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর সাড়ে তিন

www.pathagar.com

বছর কোন কার্যকর ভূমিকা নিইনি। মূর্খের মত অনুভব সম্বল ছিল। আর কিছু রচনা। বঙ্গবন্ধুর সদিচ্ছার অভাব ছিল না। ক্রমশঃ বামঘেঁষা রাজনীতির জন্যে তিনি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার, নিজেকে সপরিবার উৎসর্গ করে গেলেন। তাঁর সদিচ্ছার কোন সুযোগ আমরা নিতে পারলাম না। মূর্খের মত অবোধ হাহাশ্বাস পুঁজি করে বাঁচার খেসারৎ দিতে হচ্ছে। চড়ুয়ের মত চেতনার বহর। তা-নিয়ে সাহিত্যে করার প্রায়শ্চিত্ত এইভাবে বুঝি করতে হয়।

১৩ মার্চ '৭৯

ক'দিন থেকে উপলব্ধি করছি, জীবনবোধ যেন ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। বহু জিনিষে প্রাণ আর সাড়া পায় না। উপন্যাস লেখা বন্ধ হয়ে আছে। ছোটখাট বাধা এলেই চিন্তার দৌড় থেমে যায়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা হয়ত আরো বহুদিন সইতে হবে। এমন স্থায়ী চুলকানি কিছু থাকবেই। হঠাৎ নিঃসাড় হলে, শত্রুদের অপরোক্ষ জয় ঘটবে। তা হতে দেব না। শত্রুদের মোকাবিলার জন্যেই সব দুর্বলতা ঝেঁটিয়ে ফেলা একান্ত দরকার।

১৪ মার্চ '৭৯

সন্ধ্যায় এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর আমন্ত্রণে "মুদ্রারাক্ষস" অভিনয় দেখতে পেলাম। শম্ভু মিত্র চাণক্যের ভূমিকায়। রুদ্রপ্রসাদ নতুন ভাষ্যে নাটক উপস্থাপিত করেছে। প্রযোজনার গুণে আড়াই ঘণ্টা বুঁদ থাকা যায়। শম্ভু মিত্র চৌষট্টি বছর বয়সে যেন নট-তরুণ। চাণক্যের চরিত্র এখানে নতুন করে ঢেলে সাজা। দ্বৈত মনের প্রতীক তিনি। শম্ভু মিত্র সাধারণ অভিনয়ে সেই চিত্রণ যথাযথ রেখেছেন। রুদ্রপ্রসাদের যৌথ-চেতনার প্রতি আকর্ষণ সহজাত। শেষ দৃশ্যে কোরাস আবৃত্তি কিন্তু কিছু অসংলগ্ন ঠেকল, যদিও মঞ্চে দৃশ্য হিসেবে চারুময়। পরে আরো একবার দেখার ইচ্ছে রইল। সামগ্রিক বিচারের জন্যে। অভিনয় শেষে ওদের গ্রীণরুমে ঢুকলাম। শম্ভু মিত্র তখন মেক-আপ তুলতে সহকারীর হাতে। পরে একই বাহনে দুজনে পার্ক সার্কাস এলাম। রুদ্রপ্রসাদ বর্তমানে নান্দীকারের খুপরির মধ্যেই বসবাস করে। নিজেই বললে, নাট্যোন্মাদ স্বাস্থ্যের কথা ভাবে না। এমন পাগলরাই দুনিয়াতে অস্তিত্বকে মোহনীয় করে তোলে। এমন সন্ধ্যা কাটানোর আমন্ত্রণ-জানানোর জন্যে ওকে অনেক ধন্যবাদ।

১৫ মার্চ '৭৯

ইতিহাসের Irony বৈকি। '৭১ সনের Collaborator এবং মূলতঃ Political pimp (কখনও আইয়ুব খানের, কখনও ভুট্টোর) মৃত্যুর পর Patriot বনে গেল।

www.pathagar.com

বাঙলাদেশের একটা মন্ত্রী মরেছিল দু'দিন আগে। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হোলো State funeral, নানা জাঁকজমক ও উপাচারসহ যথা ২১ বার তোপধ্বনি। জাতে জোতদার। '৪৬ সনে উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের সময় নিজের হাতে বন্দুক চালিয়ে চাষী হত্যাকারী এই "মহৎ" ব্যক্তি পরে চীনপন্থী মৌলানা ভাসানীর চেলা তথা নেতা বনে যায়। কিন্তু Pimp-এর রাজনীতি ত Career গড়ে তোলা। পরে ব্যক্তিটি পাকিস্তানী হত্যাকারীদের দোসর '৭১ সনে। এখনও হত্যাকারীদের দোসর। তবে তারা বাঙলাদেশী। সম্মান যথাযোগ্যই পেয়েছে। সম্মানদাতাদের হাতও ত বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত। Irony-র নজীর বটে। এমন ঘটনাও ঘটে পৃথিবীতে। মৃতের দুটো বউ বিধবা হোলো।

১৬ মার্চ '৭৯

সকালে আগে থেকে ঠিক ছিল–প্রফেসর শান্তিময় রায় সদনে। National Integration কমিটির অন্যতম সদস্য বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচন উপমহাদেশে কী কী অভিঘাত দিতে পারে—তা নিয়ে আলোচনা করব দুজনে। বাড়ীতে সহকারী নেই। সাবিত্রী দেবী প্রায় অসুস্থ থাকেন। অধ্যাপক অতিথি নিয়ে কিছু অস্বোয়াস্তি ভোগ করলেন নিশ্চয়। অবিশ্যি আপ্যায়ন সবই বহাল ছিল। ঘণ্টা দুই পরে দুজনে বেরুলাম অধ্যাপকের হাতে কেরোসিনের টীন। ও বস্তু ঘরে নেই আজ। উত্তর-ষাট বয়সে সমাজদরদী জ্ঞানপিপাসু মানুষটির উপর এমন সব দুর্ভোগ আছে, জানতাম না।

বিকেলে সুকিয়া ষ্ট্রীটের কাছে Capital Nursing Home এ কাজলকে দেখে এলাম প্যাথিড্রিন দিয়ে ঘুমোনোর ব্যবস্থা করেছেন সার্জন। সার্জন অবিশ্যি ওর নিজের দাদা এম, কে ঘোষ। পরে কর্নেল (কল্যাণ চৌধুরী) সহ ওদের বাড়ী গেলাম। যানবাহনের ফের। ফিরতে বেশ ধকল গেল।

১৭ মার্চ '৭৯

এক গাদা চিঠি লিখলাম। কাল হোস্‌নার রশীদের পত্র এসেছিল লন্ডন থেকে। হৃৎপীড়ায় স্বামী বাহাদুর দু'মাস হাসপাতালে ছিল। ইসলামাবাদ থেকে ওরা ফেব্রুয়ারীর শেষে লন্ডন ফিরেছে। এতদিনে জানালাম। জাঁনেসারের চিঠির জবাব দেওয়া গেল। খুঁটিয়ে সব লেখা হোলো না। আরো চিঠি লেখার সময় কম যায়নি। মন ভোরবেলা থেকে অস্থির ছিল। কারণ, নেপথ্যে আবহ।

১৭ মার্চ। আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। বাঙালী মুসলমানেরা স্বদেশ-ফেরার আয়োজক নিরুদ্দিষ্ট। মহাদেব সাহার কবিতার পংক্তি ক'টা বার বার মনে পড়ছিল ঃ

আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়
কোন শঙ্খচিল নয়, মুজিবের বেশে,

www.pathagar.com

হেমন্ত কুয়াশা আর এই প্রিয়
মানুষের দেশে।

মুজিবের কোন State-funeral হয়নি। মুজিবের পরিবার-বর্গের গণকবর হয়েছে। ইসলামের প্রবক্তারা লাশ-দাফনের এমনই ব্যবস্থা করে। নাম মুখে আনতে ঘেন্না হয়, তখনকার প্রেসিডেন্ট মাথায় টুপি পরার নির্দেশ দিয়েছিল দেশবাসীকে ইসলামী কায়দায় জাতিকে গড়ে তুলতে। অথচ একাত্তর সনের দেশদ্রোহী Political pimp দেশপ্রেমিকের সম্মান পেয়ে গেল রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপাচারে ভূষিত। এসব ফারাক থেকে দেশের মানুষ কী তাদের শত্রুমিত্র চিনতে পারবে না কোনদিন? মনুষ্যত্ব কি চিরতরে মৃত?

১৮ মার্চ '৭৯

রণেশ দাশগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে উদগ্রীব বহুদিন থেকে কুমুদ চৌধুরী। ওরা বহুদিনের পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত। আমার উপর ভার ছিল সাক্ষাৎ আয়োজনের। দু'বছর পারিনি। আজ দুজনে যোধপুর পার্কে হাজির হয়েছিলাম বেলা এগারোটা নাগাদ। বোন অর্চনা চৌধুরী এবং তার মেয়ে দোলা প্রচুর Delicacy তৈরী করেছিল। জিভের স্বাদ নতুন করে পাওয়া গেল। সমাজদরদী এই পরিবারের মধ্যে বিকেল পর্য্যন্ত। হঠাৎ ঝড় এলো, তাই আরো অপেক্ষা। কুমুদ বাবু বাস্‌ষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত আমাদের দুজনকে এগিয়ে দিলেন। আবার জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণেশদার ডেরায়। হঠাৎ ক্লান্তির চোটে বাসা ফিরতে মন অনিচ্ছুক। আলাপ-আলোচনায় উদ্দীপিত হওয়া যায়। কিন্তু আজ ক্লান্তি গেল না। বন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের মেয়ে সোমা মাসী রবীন্দ্রনাথের গান খানা লিখে দিয়েছিল। সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠ বারবার কানে ঘা দিতে লাগল ঃ

কিছুই ত হোলো না
সেই সব সেই সব—সেই হাহাকার রব
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়-বেদনা।

সামান্য লেখাপড়া। বড় বিষণ্ন। দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৯ মার্চ '৭৯

রাত্রে এত স্বপ্ন দেখলাম। সব নষ্টালজিয়া। চাচাজান ইরশাদ আলি, পিতৃদেব, মা। শেষে বৃদ্ধ বয়সে দুই ভাই একই কামরায় থাকতেন। ছেলেমেয়ে স্ত্রী সব হারিয়ে চাচাজান আমাদের বুকে ধরে বেঁচে ছিলেন। শান্ত সরল দেবচরিত্র-বাহী মানুষ। মুখে সাদা দাড়ী। বাবার চেয়ে আমরা সবাই ওঁকে বেশী ভালবাসতাম। তার কণ্ঠস্বর, ছোটদের কাছে টানার স্বাভাবিক শক্তি, সবই তাঁর এক আসন বানিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছিল আমাদের মনে। এখন দুঃখ হয়, কিছু উপার্জন বাড়িয়ে ওকে কেন অনেক বেশী আরামে রাখলাম না। সিরাজের মুখ নতুন করে দেখতে লাগলাম। আমার চেয়ে মাস ছয়েকের ছোট, চাচার একমাত্র ছেলে। দুজনে কৈশোরের সঙ্গী। গাঁতি জাল নিয়ে দুজনে শরীক কতো দিন খালেবিলে মাছ ধরতে গেছি। স্মৃতির সমুদ্রে সাঁতার এই ধারায় কতোক্ষণ। জানি নে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সব ছবি মনেও করতে পারলাম না।

সন্ধ্যা সালেকের সঙ্গে। সুলতানা মেদিনীপুর গেছে। বাড়ী ত নয় এদের। আমার রিডিং রুম। Time, Sunday, সপ্তাহ, Statesman.....পড়তে পড়তে রাত ন'টা বেজে গেল। পড়া কমানো দরকার। লেখা দু'হপ্তা বন্ধ। কাল থেকে জোয়াল কাঁধে নেব। আর মুলতবী রাখব না। বাসা ফিরে সঞ্জীব ও নাজিরের পত্র পেলাম।

২০ মার্চ '৭৯

বাস্তবের মুখোমুখি এসে আদর্শ যখন মতভেদের শিকার হয়, তখন ছোটখাট গণ্ডীর মধ্যে একটা এস্‌পার-ওসপার করা যায়। কিন্তু গণ্ডী বেড়ে গেলে আর তা ঘটে না। দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন, রাশিয়া এখন যে-পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার মূল প্রথম বিভেদের সূত্র আর কোথাও মিলবে না। কারণ সমাজের Laboratory-তে Experiment অচল। ফলে, মতভেদের ফয়সালা যখন উত্থিত-তখনই সমাধান সম্ভব নয়। মানুষের কাছে এই এক অমোঘ সমস্যা রয়ে গেছে। তা চোখ এড়ানো অন্যায়। চীন বর্তমানে আর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধার ধারে না। কিন্তু খোলস ত সমাজতন্ত্রের। নেতৃত্বের বাঁদরামি হয়ত চীনের মানুষ ঝেঁটিয়ে শায়েস্তা করবে। কিন্তু অনিষ্ট ত বহুৎ কিছু হয়ে গেল সমাজতান্ত্রিক শিবিরে।

সন্ধ্যা পার্বতী দেবশরণ দাশগুপ্তের সঙ্গে। পার্বতীর স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রীকান্ত দাশগুপ্তর কল্যাণে আমার অনূদিত ভাগবৎখানা পড়া হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক যেন এক মুসলমানের জন্যে খণ্ডখণ্ড বাঁধিয়ে রেখে গেছেন। কন্যা-জামাই ত নিজেরা দেবদেবী। সুতরাং ভাগবৎ আলমারীতে রাখেন, কুলুঙ্গিতে জায়গা হয় না বিধায়।

২১ মার্চ '৭৯

সারাদিন ঘরে। উপন্যাস রচনা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর। প্রতিদিনের quota আর বন্ধ করব না। বিশাল পটভূমি। বহুদিন ওর মধ্যে ধরে রাখতে চাই। কিন্তু এমনই সব দুর্বিপাক আসে লেখা বন্ধ করতে হয়। প্রতিজ্ঞা রাখা যায় না। এবার অটল থাকব। রোজ পাঁচ ছ'শ' শব্দ হলেও লিখব। নচেৎ হয়ত অসমাপ্ত থেকে যাবে। এখন অন্য লেখার হাতছানিও গ্রহণ অনুচিত।

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় বহুদিনের সাম্যবাদী। আজ শুনলাম, জনতা

www.pathagar.com

সরকারের এক কমিটিতে আছেন। বেশ মোটা পারিশ্রমিক। বিশ্বাস করতে হোলো অগত্যা। অথচ CPI জনতা সরকার বিরুদ্ধে প্রতিদিন জেহাদী। নেতৃত্বের এই আদলের ফলে পঞ্চাশ বছরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হেন দশা। ভদ্রলোকের বাচ্চারা নিজেদের ভদ্রতা আরাম-আয়েসে আঁচ লাগাতে দিতে নারাজ। পৈতৃক বাড়ী ছিল ইলেম-বেচার। তাতে কুলোয়নি। তালতলা এভিন্যুয়ে আবার নতুন বাড়ী। এই সবের দাম দিতে হয় বৈকি। Strength of purpose কমে যায়। তার আঘাত আন্দোলনের চরিত্র বদলে দেয়। পুরাতন লোক। ভদ্রলোক একটা 'আত্মজীবনী' লিখেছেন। 'তরী থেকে তীরে।' গত বছর তিরিশ পাতা পড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কোন মার্কস্‌বাদীর লেখা মনে হয়নি। ভদ্রলোক কেবল ঘুরে ঘুরে নিজের বমির কাছে ফিরে গেছেন। আজ পরিষ্কার হয়ে গেল, এই জাতীয় লোকেরা আসলে Technocrat। ইলেম-বেচা উপার্জনের প্রবৃত্তি এদের বেশী দূর নিয়ে যায় না। আদর্শের আন্দোলন তেমনই মার খায়। সবই half-hearted ব্যাপার।

২২ মার্চ '৭৯

মাঝে মাঝে নার্ভগুলো ঠিক থাকে না। তা বোঝা যায়, লেখা আরম্ভের সময় হঠাৎ এক দু'বার আঙুলগুলো কেঁপে ওঠে। বাগে থাকে না। আহারে ব্যাঘাত হয়ত মূল কারণ। তবু ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে নেওয়াই ভাল। গতর যখন পুঁজি।

সারাদিন ঘরে। উপন্যাস-রচনা এবং চিঠিপত্র লিখে কেটে গেল। সন্ধ্যা রণেশদা, জ্যোতি দাশগুপ্তর সঙ্গে।

২৩ মার্চ '৭৯

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। পরে অসুস্থ বনানী চৌধুরীকে দেখতে গেলাম। ফেরার সময় বৃষ্টি নামল গুঁড়িগুঁড়ি। চৌধুরীদম্পতি দেশবিভাগের শিকার। বৃদ্ধকাল। ভৃত্যহীন। ছেলেরা বাঙলাদেশে। রীতিমত বিপর্য্যয় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে। Original Sin—দেশবিভাগের তার কত না প্রকাশরীতি।

২৪ মার্চ '৭৯

সকালে প্রতিবেশিনী কাজি আসিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। সাঁইত্রিশ বছর পরে। ফর্সা, সুঠাম তনু একদম বিপরীত কালো হয়ে গেছে। বিয়ের বছর পাঁচেকের মধ্যে বিধবা দুই সন্তান নিয়ে। সুতরাং জীবন-সংগ্রাম প্রচণ্ড ছিল। ওর স্বর্গীয় স্বামী লাল ভাই (ভাল নাম ছিল আসফিদ) এত স্নেহ করতেন। তাঁর হাত নেড়ে "আজিভাই" ডাক আজও কানে লেগে রয়েছে। স্মৃতির ঝড় বয়ে গেল সকালে। পুরাতন আদলের পাশাপাশি রেখে বোন আসিয়াকে মেলাতে লাগলাম। বহু দিন পরে সাক্ষাৎ। বড়

www.pathagar.com

ভাল লাগল। ওদের বাড়ী থেকে পরে নিউ মার্কেট। আমিও নানুর জন্যে কিছু পুরাতন স্টাম্প কিনলাম। আর নেশার মত সারা দুপুর সেগুলো এ্যালবামে বসাতে দু' ঘণ্টা কেটে গেল। সন্ধ্যায় অসুস্থ কাজলকে দেখতে যাই। নার্সিং হোম থেকে ফিরেছে। ওদের বংশলতিকা বেশ সংস্কৃতি-দীপ্ত। ঠাকুর দাদা শেক্সপীয়ার অনুবাদ করেছেন। তাঁর লাইব্রেরীতে বিভিন্ন সংস্করণের এক শ' শেক্সপীয়ার ছিল। লীয়ার-এর পাণ্ডুলিপি কাজলের কাছে আছে। আমাকে পরে দেখতে দেবে। বেশ কৌতূহলী হয়ে রইলাম। কাজলের দাদা প্রভাত, বৌদি মীরা ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে আলাপ হোলো। কাজলের নাট্য-উন্মাদনার একটা হদিস পাওয়া গেল। তিয়াত্তর বর্ষীয়া ওর মাও সনাতন জননী হওয়া সত্ত্বেও উদার ভাবধারায় স্নানার্থিনী।

২৫ মার্চ '৭৯

পুনায় জাঁনেসারের Heavy Weight উত্তোলনের ব্যায়াম কালে Spinal cord স্থানচ্যুত। অপারেশন ছাড়া গতি নেই। সারাদিন কীভাবে যে কাটল, জানিনে। প্রেতায়িত আচ্ছন্নতা। জীবনে আর কতো পরীক্ষা দেব? পুনা গিয়ে ওকে না দেখা পর্য্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। প্রফেসার সতীশ বাহাদুর ও জাঁনেসারকে চিঠি দিতে M.S Service এর জন্যে বিবাদীবাগ দৌড়ালাম। ফেরার সময় ঝড়-বৃষ্টি। ভিজে গেলাম। প্রকৃতিও আজ নির্দয় যেন ২৫ মার্চ ১৯৭১।

২৬ মার্চ '৭৯

ডাঃ অশোক বাগচী পুনার ন্যুরোসার্জেন ডক্টর ভারীয়াভাকে পত্র দেবেন বলেছিলেন কাল। তাই সকাল আটটার সময় ওর সদনে উপস্থিত। এমন সজ্জন চিকিৎসক ক'জন আছে জানিনে। শুধু চিঠি লিখে দিলেন না, Q.M.S-এ তাড়াতাড়ি যাবে এবং যেহেতু দশটার পূর্বে পোষ্টাপিস খোলে না—তিনি ডাকটিকেটও লাগিয়ে দিলেন। ওর ৮৫ বছরের পিতাকেও দেখলাম। শালপ্রাংশু দেহ। নরম হয়ে গেছে শরীর। কিন্তু সতেজ মস্তিষ্ক। সার্কাস এভিন্যু পোষ্টাপিসে চিঠি ফেলে জ্যোতি দাশগুপ্ত সমীপে। বম্বের টিকেট সংগ্রহ। স্নেহভাজন দিলীপ চট্টোপাধ্যায় (ডাক-নাম ডাক্তার) নিজে আমাকে ইসপ্ল্যানেডের রেল-আপিসে নিয়ে গেলেন। সুরেশ সাহা ২৮ তারিখে টিকেটের ব্যবস্থা করলেন। অচেনা এবং এই প্রথম চেনা জনদের আন্ত রিকতা আপ্লুত না হয়ে কী করে থাকা যায়? কিন্তু ঋণ ক্রমশঃ বাড়ছে এবং তা মুদ্রা নয়—তাই অপরিশোধ্য। টিকেট পেয়ে কিছু স্বস্তি। কিন্তু শরীর যা ২৫ তারিখের সকাল পর্য্যন্ত (Fit as Fidel (Castro) ছিল, সব ধসে গেছে। ক্ষিধে নেই। শরীরে অসহ্য ক্লান্তি। সন্তানও মাঝে মাঝে শত্রু হতে পারে। Heavy weight পেশাদারদের জন্যে, জেন্টু কেন যে ওসব স্পর্শ করেছিল। আমাকে এই যন্ত্রণা

www.pathagar.com

দিতে ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য থাকবে? উপন্যাস রচনা বেশ এগোচ্ছিল। সব ওলট পালট হয়ে গেল। চিন্তা কল্পনা, রচনা সবই Derailed ডিরেল্‌ড্‌।

২৭ মার্চ '৭৯

ক্লান্ত, আমি ক্লান্ত। অর্থ সংগ্রহ। কল্যাণী ধর, জ্যোতি দাশগুপ্তদের সঙ্গে অল্পক্ষণ। ভূপেন দা ঈষৎ অসুস্থ। গেলাম বিশ্রাম, মানসিক বিশ্রাম নিতে, সেখানেও অস্বোয়াস্তি। তাহেরা ও মাসুদের সঙ্গে রাত্রি আহার। প্রায় বিনিদ্র রাত্রি। শেষে বেলা পর্য্যন্ত ঘুম।

২৮ মার্চ '৭৯

সকালে সুলতানা সালেকের আত্মীয় আনসার উদ্দীনের নিকট থেকে চিঠি সংগ্রহ। ওর ভাই পুনা National Defence Academy তে Economics এর অধ্যাপক। সেখান থেকে জ্যোতি, রণেশ দাশগুপ্ত, শিশির গুপ্ত প্রমুখদের কাছ থেকে বিদায় শুভেচ্ছা গ্রহণ। কিছু আহার। ২টা নাগাদ পৌত্র মুন্সী আজাদকে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশন। বোম্বে "গীতাঞ্জলি" ধরলাম। লম্বা পাড়ি।

২৯ মার্চ '৭৯

মধ্য প্রদেশে সকাল। মানুষ, ল্যান্ডস্কেপ, গাছপালা সব বদলে গেছে। পনর ঘণ্টা ট্রেনে। রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রতি কামরায় এবং "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির" নৈবদ্য-কবিতার হিন্দী তর্জমা পাশে। বার বার পড়লাম। যেন মাভৈঃ বাণী। বোম্বে। ভিক্টোরিয়া টার্মিনালের প্ল্যাটফর্মে কাজি হাসান তওফিক অপেক্ষার্থী। আসব জানতেন। নিজেই গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে এসেছেন। এত সুজন হওয়া উচিত নয়। আগেও বারণ করেছি। সেদিকে বধির মরহুমকাজি আব্দুল ওদুদের এই সন্তান। ম্লান। আহার। একটানা পাঁচ ঘণ্টা, আজ ক'দিন যা দুর্লভ ছিল।

৩০ মার্চ '৭৯

সান্ত্বনা মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া দরকার। সঞ্জীবের এই বোনের সঙ্গে আত্মিক এবং পাত্রিক যোগাযোগ বহু দিনের। প্রতিভাবান মহিলা, মটোর-দুর্ঘটনার শিকার, চৌদ্দ বছর হুইল-চেয়ারে আশ্রিতা। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল থেকে পরদিনের জন্যে Deccan express এর টিকেট ও রিজার্ভেশান সেরে মজুমদারদের উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি ধরলাম। সকালেও ক্লান্তি গেল না। তাই আজ পুনা যাত্রা স্থগিত। বেচারা সান্ত্বনা। হুইল চেয়ারে আসীন তার ক্লান্ত-দীপ্ত-হাসি যোগে অভ্যর্থনা জানালে। ভেতরের লড়াই বাইরে ঢাকা দিতে পারে না। পঙ্গুজনের দুর্দশা সত্যি

www.pathagar.com

সত্যি যে-কাউকে অস্থির করতে সক্ষম। বড় মায়া লাগছিল ওর জন্যে। ফর্সা চেহারা এবং সঞ্জীবের মতই পুরুষ্ট শরীরের অধিকারী হয়েও সান্ত্বনা এখনও অসহায়। দুজনে বাক্‌বিনিময় বেশীক্ষণ করার যো নেই। দু'একটা সওদা বাকী আছে ও অন্যান্য সাক্ষাৎ। গৃহকর্তা পরেশ মজুমদার আমার মতই অবসর-প্রাপ্তদের দলে। বাড়ী ছিলেন না। পরে এলেন। আর আমার সওদার উদ্দেশ্যের কথা শুনে স্বতঃপ্রবৃত্ত 'গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক' এলাকা পর্য্যন্ত এলেন। বড় সজ্জন ষড়যন্ত্রকারী। পরে বুঝলাম, কেন আমার সঙ্গদানে এত উদগ্রীব ছিলেন। গেঞ্জি প্রভৃতি সব কিনলেন এবং আমাকে মানিব্যাগ খুলতে দিলেন না। বাসে উঠলাম মজুমদারের সহায়তায়। মাজগাঁও ষ্ট্যান্ডে নামার ভুলে বেশ কুড়ি মিনিট রোদে হাঁটতে হলো, ক্লান্ত। আর কোথাও বেরুতে পারলাম না। সন্ধ্যায় কাজী সাহেবের সহকর্মীরা তাস খেলতে এলেন। ওদের আসরে কালক্ষেপ। খুব সকালে পুনা যাত্রার তোড়জোড়। কাজি তওফিক রাত্রি একটায় শুতে গেলেন। কিন্তু আতিথেয়তার জ্ঞান টনটনে এমনই, ঠিক পাঁচটায় উঠে আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বাড়ুক ঋণ। দেউলিয়া হওয়ার আইন আছে আজ কাজির আচরণের কোন বিচার নিরর্থক।

৩১ মার্চ '৭৯

ট্রেনে এক গাদা স্কুলের মেয়ে উঠেছিল। পিকনিকে যাচ্ছে। হৈ চৈ হল্লা কোরাস গান। একটু নির্জনতা পাওয়া গেল না, সবই অভিজাত ইংলিশ স্কুলের ছাত্রী, অভিজাত শ্রেণীর দুহিতা। দেহেও প্রাণপ্রাচুর্য, অঙ্কুর যৌবনের। দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চল ক্রমশঃ মালভূমি পাহাড়। ঈষৎ ঠান্ডা। কুয়াশা পড়েছে সকালে। খবরের কাগজে প্রবেশ দায় হল্লাগানের চোটে। মন স্মৃতির অনুষঙ্গে কোথা কোথা না ভেসে গেল।

পুনা ষ্টেশনের আগে শিবাজী নগর ষ্টেশন। নামার উদযোগ করছি পরের ষ্টেশনের জন্য। জানালার কাছে জাঁনেসার দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বাস করা দায়। তাড়াতাড়ি নামুন। তার কণ্ঠনিঃসৃত এত্তেলা। হট্টচট্ট নেমে পড়লাম। সুটকেশ জানালা গ'লে পার্শি নওজওয়ানের সৌজন্যে। জাঁনেসারকে হাসপাতাল ছেড়ে দিয়েছে। নিমেষে আমাকে সব উদ্বেগ ছেড়ে গেল। সন্তানকে বুকে চেপে এত এবং এমন অনির্বচনীয় আনন্দ মেলে আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল।

...নিরুদ্বিগ্ন ঘুম দুপুরে। পরে এক গাদা চিঠি লিখলাম। সন্ধ্যা, সতীশ বাহাদুরের সঙ্গে। বেগম আখ্‌তারীর গজল প্লেয়ারে আবহ। ফিল্ম ইনষ্টিট্যুটের এই অধ্যাপক-বন্ধু জাঁনেসারের অভিভাবক যেন এখানে। তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাড়াতাড়ি আহার সেরে অধ্যাপক গুলশন কাপুর, চৌহান প্রমুখের সঙ্গে চেক ছবি "Anna's sister Janna" দেখলাম। বাছুরে প্রেমের তরল ছবি। টেকনিক্যালি ভাল।

www.pathagar.com

আর কিছু ভাল নেই ছবির মধ্যে। দু'ঘণ্টা সময় বড় বাজে গেল। জাঁনেসারের সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপ। রাত্রি বারোটা। শশী আনন্দের অপূর্ব কাহিনী দেশ-ভাগের আর এক কাহিনী বটে। শশীর বাপ-মা পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসী। দেশ ছাড়তে হোলো। কোথা যাবেন? কলকাতা এসেছিলেন। কিন্তু বিত্ত ছিল। তাই লম্বা পাড়ি সম্ভব হয়। তিরিশ বছর আগেকার কথা। শশীর বাপ-মা পাঞ্জাবী। কিন্তু শশী বাঙালী হয়ে গেছে। আহার রুচি সাহিত্যপ্রীতি, সৌন্দর্য্যের অন্বেষা, ছেলেবেলা থেকে স্থানীয় সাহচর্য্য তাকে একদম বাঙালী বানিয়ে তুলল। ওর উচ্চারণ পর্য্যন্ত নিখুঁত। বলা বাহুল্য, বাঙলা বই পড়েই ও মানুষ। ব্যক্তির জীবন অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ গড়ে আটক পড়ে না। সুদর্শন শশীর সঙ্গে অনেক ক্ষণ বসতে পারলে অনেক কিছু জানা যেত। সময় কম। থাকব আর দু-এক দিন। অস্বোয়াস্তি রয়ে গেল।

১ এপ্রিল '৭৯

কী গ্রামে কী শহরে এই উপমহাদেশময় জীবন-সংগ্রামের ছবি একই। বাঁচাই যাদের কাছে প্রধান সমস্যা তারা একই ভাবে লড়ে দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে। সব উদ্যম চলে যায় শুধু নিজের বা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থায়। ডেকান জিমখানা এলাকায় হাঁটতে হাঁটতে মারাঠী জীবন-ধারা লক্ষ্য করছিলাম। চচ্চড় রোদ্দুর উঠছিল দুপুরে। তাই বেশীক্ষণ হাঁটতে পারলাম না।

সন্ধ্যা অধ্যাপক সতীশ বাহাদুরের আমন্ত্রণে। গৃহিণী মনু বাহাদুর এবং দুহিতা নন্দিনী রান্নাঘরে ব্যস্ত। আমরা দুজনে প্রথমে মরহুম আমির খানের অমৃতস্বর পান করতে লাগলাম। পরে শুধু বেগম আখতারীর গজল-সুধায় নিমগ্ন। উর্দু কাব্যের এই অপূর্ব ঐতিহ্যধারা আমার কাছে আজও বিস্ময়। ইরান-আগত এই ফর্ম গত সাত/আট শ' বছর অন্য মাটীতে বেঁচে আছে কীভাবে? অথচ উর্দুভাষার বয়স মাত্র চার শ' বছর। সতীশ বাহাদুরের আর এক অতিথি এলেন কেরলার অধিবাসী বিশ্বনাথ- Film institute এর Dean. সম্প্রতি বদলী হয়ে এসেছেন ভারত সরকারের Film Division থেকে। বাড়ী পাননি। সমস্যায় জেরবার। আলাপের সীমানা বেশীদূর এগোল না। মারাঠী আহারের সঙ্গে কেবল বাড়তি ডিশ মুর্গী ছিল। বেগম আখতারের আবহ সবই বড় উপাদেয় করে তুলল। বড় শান্ত মধুর রাত্রি সতীশ বাহাদুর সত্যজিৎ রায়ের উপর বিশেষজ্ঞ। বাঙালীপ্রেমিক মারাঠীবন্ধু খতীবের মত। অবিশ্যি সতীশ বাহাদুর উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। মেয়ের নাম রেখেছেন নন্দিনী। ছেলের ডাক-নাম ঃ অপু। ওঁর সম্পর্কে এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। অনেক ফুলের গন্ধ পেলাম রাত্রে স্কুটারে ফেরার সময়। পুনা শহরের এই দিকে গাছপালা পাখী প্রচুর। সন্ধ্যা এবং ভোরের কাকলী রীতিমত কলরব হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

২ এপ্রিল '৭৯

দুপুরে একত্রে আহার শেষে শশী আনন্দ আমার কামরায় এসেছিল। ওর বাবার হদিস পেলাম। ভগৎ সিংহের সহকর্মী ছিলেন। পরে ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট। লড়ুয়ে মানুষ। কলকাতায় ওঁর সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করি। শশীর অনুরোধ রক্ষা করব বৈকি। বহু তথ্যের খনি নিশ্চয় শশী আনন্দের পিতা সূরজ প্রকাশ আনন্দ।

বিকেল পত্র লিখে কাটল। সন্ধ্যা পুনার রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে। এখানে এক বইয়ের দোকানে এক কপি "A Slave laughs" পাওয়া গেল। আরো গোটা দুই কপি পেলে আমার উপহার-দানের পালা মিটে যেত। কিন্তু বৃথা দু'তিন দোকান ঘুরলাম।

নৈশ আহার শেষে আমার কামরায় বসে শশী আনন্দ এবং ক্যামেরাম্যান (ছাত্র) আব্দুল বারির সঙ্গে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত আড্ডা দেওয়া গেল।

৩ এপ্রিল '৭৯

বিকেলে ইটালীয় পরিচালক ফ্রেডেরিকো ফেলিনীর ছবি ঃ সাড়ে আট দেখলাম। ঐ দেশী অভিজাতদের ভান-ভণ্ডামি পটভূমি। বহু চরিত্র, ঘটনা এবং নয়ন-শোভন ইমেজ, নৃত্যগীত সমন্বিত ছবি। পরিচালকের উদ্দেশ্যও শেষে পরিষ্কার—যখন নায়ক Sermon খোৎবা দিতে থাকে, "Life is a holiday and should be lived together. শেষে সকল চরিত্র নিয়ে এক যৌথ নৃত্য-সমাবেশও আছে। পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই নিগেটিভ যে কিছুই তেমন মন স্পর্শ করে না। পুরাতন ক্লিশের Rehash শেষ দৃশ্যে চির শ্রদ্ধেয় সুকুমার রায়ের ছড়া মনে পড়ে যায়। এ দুনিয়ায় সকল ভাল/আসল ভাল/নকল ভাল/সস্তা ভাল দামীও ভাল/ তুমিও ভাল আমিও ভাল....". এসব ক্লিশে সুকুমার রায় "কিন্তু সবার চাইতে ভাল পাউরুটি আর ঝোলা গুড়" এর ব্যঙ্গ ছেনে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। ফেলিনী সাহেবের ঐ ছড়া জানা থাকলে, এই ফিল্ম করতেন না অথবা দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতেন।

৪ এপ্রিল '৭৯

খুব ভোরে গন্ধে বুক ভরে উঠল। উৎস সন্ধানে বেরিয়ে দেখলাম, বারান্দার কাছে নিম গাছটা ফুলে ভরে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, প্রাঙ্গণ জুড়ে আরো অনেক নিম গাছ। এক কালে ইনষ্টিট্যুটের জায়গাটা ছিল ফিল্মের বিশিষ্ট পরিচালক বিজয় (V) শান্তরামের প্রভাত ষ্টুডিও। তা থেকেই পুনার বর্তমান প্রভাত রোড। চারিদিকে টিলা বা ক্ষুদ্র পাহাড়। মাঝখানে উপত্যকা। তাও উঁচু-নীচু জমিনের সমাহার। গাছপালা, জঙ্গল ছিল আরো ঘন। শান্তারাম চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছিলেন শুটিংয়ের জন্যে। ভারত সরকার পরে তা কিনে নেয়। অবিশ্যি কুড়ি বছর ইনষ্টিট্যুটের অনেক ইমারত সংখ্যায় বেড়েছে। আরো বিস্তার পথে। গ্রীষ্মে গাছপালা

www.pathagar.com

ন্যাড়া হয়ে গেছে। নিমই এখন সবুজ হয়ে উঠছে। আজও ঈষৎ কুয়াশা দূরের পাহাড়ের উপর। মিষ্টি ঠান্ডা। কোকিল ডাকছিল। কলকাতায় আর কোকিল ডাকে না। আমি অন্ততঃ শুনিনি। আজ প্রকৃতির অবদান আমাকে সবলসিংহপুর গ্রামে টেনে নিয়ে গেল স্মৃতির সড়ক-পথে। হেঁটে এসে বোন আমিনাকে একটা চিঠি লিখলাম। গ্রামজীবন কবে ছেড়ে এসেছি। কিন্তু তার স্পর্শ কোনদিন গাছ-ছাড়া করতে পারব না। বেদনাময় প্রসন্নতার পথ ওই খানে আজীবন পাতা থাকবে।

সন্ধ্যায় পোলানস্কির ছবি "Knife in the water" দেখলাম। দু'টি পুরুষ একটি রমণী ও একটি বোট পরিচালকের প্রধান বাহন। তারি মধ্যে তিনটি প্রাণীর মানসিক জগৎ উন্মোচনের ছবি। এত Subjective ব্যাপারটা যে শেষ পর্য্যন্ত অপূর্ব ইমেজের সমন্বয়ে গড়ে তোলা এই কাহিনী আমার কাছে বড় বাসি ঠেকল। তাছাড়া Western Sensibilty-র সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকলেও এমন কাহিনী আমার কাছে ফিকে মনে হয়। বড় চর্বিত চর্বণ ঃ Sex jealousy বিষয়বস্তু হিসেবে। পরিচালকের দক্ষতা অনস্বীকার্য্য। পৌনে দু'ঘণ্টা ছোট্ট পরিসরে দর্শকদের বুঁদ করে রাখার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু কিসের জন্য? রাত্রে আর একটা ছবি দেখলাম, কেনেডি হত্যার পর 'ওয়ারেন কমিশন' এর রিপোর্টের বিশ্লেষণ নিয়ে। পাশে গুলশান কাপুর—অভিনয়-বিভাগের পরিচালক। ভদ্রলোক নিজেও দেখতে সুন্দর। ফর্সা, দশাসই দেহ। মাথায় গোছাগোছা চুল। '৭৫ সনে যখন এখানে এসেছিলাম, তখনই আলাপ। সুবাদ এখনও ভুলেননি। তপ্ত হৃদয়ের মানুষ। ছবির উপর দুজনে মন্তব্য করতে পারছিলাম। কিন্তু আমার বড় ঘুম ধরছিল। তাই মাঝপথে এমন সঙ্গ ছেড়েই রণে ভঙ্গ দিলাম। এই বয়সে পর পর দুটো ছবি দেখার মত চোখের তাগদ নেই। ঘুমোতে ঘুমোতে বারোটা দশ হয়ে গেল।

৫ এপ্রিল '৭৯

চৌকিদার বাবুলালের সঙ্গে আলাপ। খুব সকালে। সে উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। বৌ মারাঠী। আঠার বছর পূর্বে এসেছিল এখানে। তিন ছেলে বাবুলালের। সে মারাঠী জানে না। বৌ হিন্দী জানে। সুতরাং ভাবের আদানপ্রদানে কোনো অসুবিধা নেই। বাবুলাল আরো গর্বের সঙ্গে বললে, তার ত টিপসইয়ের কারবার। কিন্তু বৌ রীতিমত লেখাপড়া জানে। হিন্দী মারাঠী খবরের কাগজ পড়ে। শুধালাম, তুমি লেখাপড়া শিখে নাওনি কেন? কপালে টোকা মেরে সে জবাব দিলে, "ওখানে ঢোকে না।" প্রেমের বন্ধনে ধরা পড়ে গেছে বাবুলাল। উত্তর প্রদেশ এখন তার কাছে ছায়া মাত্র। পয়সায় কুলায় না। নচেৎ একবার জন্মভূমি দর্শনের সাধ সে মিটিয়ে আসত। শান্ত, সরল মানুষটা টপটপ নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। বড় ভাল লাগল ওকে। সকালে কাগজ দেখে হতভম্ব। ভুট্টোর ফাঁসি হয়ে গেছে

www.pathagar.com

কালও কাগজে ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের কথায়, কিন্তু স্তোক, ফাঁসি হবে, তবে তারিখ ঠিক নেই। হঠাৎ? কারণ, এসবের সঙ্গে রাজনীতির সমস্যা জড়িত। স্রেফ নরহত্যার অপরাধে ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড নয় ত। দেখা যাক, প্রতিক্রিয়া কোথা গড়ায়? বাঙালী হিসেবে ভুট্টো আমার কাছে খুনী। এই খুন নয়। '৭১ সনের খুনের অন্যতম প্রধান ষড়যন্ত্রকারী সে। কিন্তু আট বছরে পটভূমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে ভুট্টোর ভূমিকা প্রশংসনীয়। বিশ্বরাজনীতির মানচিত্রে বর্তমান ভুট্টোর সঙ্গে করমর্দন করা যায়। এবং সানন্দে। কায়েমী স্বার্থের গায়ে সে হাত দিয়েছিল ব্যাঙ্কজাতীয়করণ, জমির শিলিং-বন্ধন, বড় বড় কমার্শিয়াল হাউসের আর্থিক-গৃধনুতার উপর হস্তক্ষেপ, জাতীয়করণ প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে। এতদিনে কায়েমী স্বার্থ পূর্ণ প্রতিশোধ নিলে। অসাধুতা এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভাব তাকে শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করল। পাউয়ার-পলিটিক্স এমনই ঘটে। অবিশ্যি তার মৃত্যুর পেছনে আন্তর্জাতিক Reaction এর সমর্থন আছে বৈকি। নচেৎ জিয়াউল হক এমন কাজে এগোতে সাহস পেত না। মানবতা-অধিকার নিয়ে বার বার বমনকারী কার্টার, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঠিকাদার সৌদি আরব প্রভৃতি পুঁজিবাদের বরকন্দাজরা মুখে যা-ই বলুক, ভেতরে ভেতরে জিয়াকে নিশ্চয় সাহস যুগিয়েছিল। তা অনুমান নয়। কঠিন সত্য। ভুট্টোর যত ত্রুটি থাক, তার প্রগতিশীলতা ত ওদের চোখে বালি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বাঙলাদেশ ও পাকিস্তানে স্বৈরতন্ত্র টিকে আছে যাদের মদৎ এ, তারাই ভুট্টোর আসল হত্যাকারী। ভুট্টোর মৃত্যুতে আমি দুঃখিত সেই জন্যে। '৭১ সনে শাসনতন্ত্র পরিষদ না-যোগদানের বাহানা যখন ভুট্টো ধরেছিল, তখন আমি ওকে এক "খোলা চিঠি" লিখি। ঢাকার "মর্নিং নিউজ" পত্রিকায় প্রকাশিত। তখন তার ভূমিকা জঘন্য ছিল। সেনাবাহিনীর সঙ্গে তখন ভুট্টো গাঁটছড়া বেঁধেছিল। আজ সেই অসাধুতার প্রায়শ্চিত্ত তাকে এমনভাবে করতে হবে, ভুট্টো যদি জানত! আশা করা যায়, পাকিস্তানে গণতন্ত্রীমনা দেশ প্রেমিকেরা এই হত্যা বৃথা যেতে দেবে না।

দুপুরে সুজিৎ পটবর্ধন দেখা করতে এসেছিল। সে স্থানীয় প্রকাশক। ওর নিজের প্রেসও আছে। '৭৫ সনে যখন জাঁনেসারের দুর্ঘটনা ঘটে, তখন এসেছিলাম। ওদের সঙ্গে আলাপ। ওর বন্ধু মোহন আগাশে পেশায় ডাক্তার। নেশায় অভিনেতা। মঞ্চে এবং পর্দায়। "নিশান্ত" ছবিতে মোহন আগাশের ভূমিকা আছে। জাঁনেসারের চিকিৎসা মোহনই করে। সেই সূত্রে আলাপ। সুজিৎ এক সন্ধ্যা নেমন্তন্ন করেছিল আরো কয়েক জনসহ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ওর সঙ্গে নানা আলোচনায় কেটে গেল।

ভুট্টোর ফাঁসি ঘটনাটা সহজে মুছে ফেলতে অক্ষম। ষ্টেশনে গেলাম রোববারের টিকেট ও সীট রিজার্ভ করতে। তারপর পুনা Main Street এ বইয়ের দোকানে। পরে সতীশ বাহাদুর-ভবনে। ওঁর বৃদ্ধা মার সঙ্গে আলাপ। সঙ্গে কিছু

www.pathagar.com

রেকর্ড শোনা গেল। কুড়ি মিনিট হেঁটে ইনষ্টিট্যুট ফিরে এলাম। পুনার সন্ধ্যা মনোরম। অনেক ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। আচ্ছন্নতা সহজে কাটল না। রাজনৈতিক হত্যার আবহ নানা প্রশ্নে আমাকে ঘিরে রাখল।

৬ এপ্রিল '৭৯

সকালে নাস্তার পর ভাবলাম, ইনষ্টিট্যুটের পশ্চিম দিকে দু'তিন শ' ফুট উঁচু টিলায় চড়ে আশপাশ দেখা যাক। বেশ হিমেল সকাল। আটটার সময়ও রেশ যায়নি। হাঁটতে বড় ভাল লাগছিল। এই ক্যাম্পাসের কম্পাউন্ডে উত্তর-পশ্চিম কোণায় অনেক গাছপালা। কাঠবিড়ালীর দৌড় মজুদ রয়েছে। দোয়েল পাখী দেখলাম কয়েকটা। ছাতার পাখীর দল কিচিরমিচির রত। এই পাখী আমাকে সহজে সবলসিংহপুর টেনে নিয়ে যায়। গরমের দিনে খেজুর পাকে। তখন ছাতার পাখী কাঁদির উপর বসে ঠোকর মারে। পাকা খেজুর নীচে ঠক্‌ঠক পড়ত। দহলিজের উত্তরে একটা খেজুর গাছ ছিল। খুব উঁচু। ছেলেবেলায় আমাদের গাছে চড়ার প্রশ্ন ওঠে না। ছাতার পাখী কখনও-কখনও কাকের দৌলতে নীচে আমরা পাকা খেজুর খেতাম। এখন গ্রামেও আর ছাতার পাখী দেখা যায় না। সেই সব পাখী নেই। আমার বহু চেনা মুখের সঙ্গে তারাও উধাও হয়ে গেছে। টিলায় উঠতে লাগলাম। পায়ে-চলা রাস্তা আছে কয়েকটা। পথিক আছে দু'চার জন। গাঁয়ের মেয়েরা হাঁটছে যে-যার গন্তব্য পানে। এখানেও মেয়েরা টিলার আড়ালে এবড়োথেবড়ো কোন গুহার ধারে পেসাব-পায়খানা করে কিছুটা বেশরম। গরীবদের দশা ভারতবর্ষ পাকিস্তান বাঙলাদেশ জুড়ে একই। সেই জীর্ণশীর্ণ চেহরা এবং দীন দশা। টিলার উপর চড়ে দেখতে লাগলাম চারিদিক। ভ্যালির মধ্যে পুনা শহর। চারিদিকে টিলা এবং আরো দূরে দূরে পাহাড়। শহরের বিস্তার, নতুন নতুন ইমারত নীচে বেশ দেখা যায়। বস্তী দেখলাম পশ্চিম দিকে। ক্লান্তি লাগছিল। আবার নীচে নামলে, ওঠার প্রশ্ন আছে। কারণ এই পথেই ইনষ্টিট্যুটে ফিরতে হবে। তাই আর সাহসে কুলোল না। ফেরার পথে দেখলাম, নীচে এক গোয়ালা তার মোষের জাব্‌না তৈরী করছে। মহারাষ্ট্রে স্বাস্থ্যবান গরীব চোখেই পড়ে না। জানি নে, গ্রামে কী হয়। শোষণের দড়ি এখানে আষ্টেপুষ্টে কী রকম কষে বাঁধা, আমার জানা নেই। শোষণের দাগ সাধারণ মানুষের চোখেমুখে, গোটা শরীরে ছড়িয়ে রয়েছে। একটা নিমগাছ খুব ঝাঁকড়া এবং ডালপালা নীচে ঝুলে পড়েছে। একটা সরু ডাল ভাঙলাম। দাঁতন করব। আজ পাউডারে দাঁত সাফ করলাম না। নিমের দাঁতন। গ্রাম ছাড়ার পর এই বস্তুর সঙ্গে পরিচয়ই ঘটেনি।

বিকেলে সিনেমা দেখলাম ঃ Honey Monn. চেক ছবি। পটভূমি স্পেন। স্পেনীয় ল্যান্ডস্কেপ, মুর-সভ্যতার নিদর্শন, নাচ গানে বোঝাই ফিল্ম। দৃশ্যের জন্যে

www.pathagar.com

দু'ঘণ্টা বসে থাকা যায়। নচেৎ মামুলী ছবি। রাত্রে দেখলাম আর এক ছবি "Decision" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা পটভূমি। চেকোশ্লোভাকিয়া কীভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির শাসনে এলো সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি। গটওয়াল্ড, প্রেসিডেন্ট বেন্‌স, চার্চিল প্রমুখ ঐতিহাসিক পুরুষদের আবার দেখা গেল। ডকুমেন্টারী ছবি। মাত্র কয়েকজন দর্শক আমরা। ছাত্ররা কিছুক্ষণ বসে সরে পড়েছিল। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা। ওদের ত কোন আকর্ষণ নেই।

৭ এপ্রিল '৭৯

লতিফ খান ইনষ্টিট্যুটের আরদালী। মারাঠী মুসলমান। খাড়া-পেটা শরীর। মুসলিম লীগের খর্পরে পড়ে দেশ ছাড়েনি। অনেক কথা জানা গেল। বেচারা রাজনীতির মারপ্যাঁচ বোঝে না। কিন্তু এটুকু জানে, ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি বাস করতে অসুবিধা কোথায়? কোন ধর্মে খুন-জখম অশান্তির কথা আছে? মারাঠী মাতৃভাষা। উর্দুও ভাল জানে লতিফ খান। আমাকে তার সহজ ভাষায় ইলেম দিয়ে গেল। জিন্নার নাম উচ্চারণ করতে, সে তিনবার থুথু ফেললে।

দুপুর থেকে বিদায়ের পালা। এক হপ্তা বেশ ছিলাম নানা জনের মধ্যে। কলকাতার গরম নেই। ভোরের কম্বল গায়ে স্বপ্ন দেখা যায়। দশটার পর ঈষৎ গরম হয় সূর্য্য। প্রথমে গেলাম গুল্‌শান কাপুরের নিকট। অভিনয়-বিভাগের পরিচালক। সতীশ বাহাদুর, ভানমূর্তি প্রমুখদের কাছে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা। বিকেলে সতীশ বাহাদুরের বাড়ীতে ওর বৃদ্ধা জননীর কাছে। বিনোদিনী বাহাদুর ও অপু বাড়ী ছিল না। নন্দিনী পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত। ফিরে এসে সতীশ বাহাদুরকে পেলাম এখানেই। এক সঙ্গে চা পানের প্রস্তাব দিলেন। ক্যান্টিনে কিছুক্ষণ দুজনে। পরে হাংগারীয়ান ফিল্ম "Love Affair" দেখতে হলে ঢুকলাম। পুরাতন ছবি। অনর্থক কিছু প্রচারণা Punched. বিশ্বাস হয় না, য়ুরোপে এত খারাপ ছবি তৈরী হয়। তাও হাংগেরী সরকারের টাকায়। যে পুরুষ মন্ত্র জানে না, সে ঘণ্টা নাড়ে বেশী। পরিচালক রতিজ দৃশ্যের দিকে বার বার তাই চোখ ফিরিয়েছেন।

৮ এপ্রিল '৭৯

বম্বে যাত্রার জন্যে প্রস্তুতি। ওখানকার ছাত্র মোহন হরি কিছু রঙীন ছবি নেবে। এত ঝামেলা জানতাম না। Reflector, Color corrector লাগে। আরো দুজন সহকারী। আব্দুল বারি (নিজেও ক্যামেরাম্যান) দেবকুমার (আর্কাইভে কাজ করে জাঁনেসারের সহচর) এবং আরো অনেকে সাহায্যে এগিয়ে গেল। কম্পাউন্ডের নানা জায়গায় ওরা ছবি নিলে। বিদায় নিতে বড় অস্বোয়াস্তি লাগল। সবাই বড় আপন হয়ে গিয়েছিল ক'দিনে।

www.pathagar.com

পুনা ষ্টেশন। সঙ্গে জাঁনেসার। নাটকীয় দৃশ্যে ট্রেন ছাড়ার কিছু আগে বাঙালী-পাঞ্জাবী শশী আনন্দ এসে পৌছল। ওর রিজার্ভেশন নেই। আমরা কামরায় জায়গা করে নিলাম। ফিল্মের সীরিয়াস ছাত্র। ফিলজফীর বই সঙ্গে। আমিও বললাম জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পরিচালকের দর্শনের সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত। ইটালীর পরিচালক মাইকেল এ্যান্টোনিয়োনির Two Statements "দুই বিবৃতি" পড়লে বুঝা যায় ভদ্রলোকের মনন-চর্চা কতো ব্যাপক। সেই উদাহরণ দিলাম। বেশ ভ্যাপসা গরম কিন্তু ট্রেনে। ক'দিন ঠান্ডা আবহাওয়ায় বসবাসের ফলে এই তারতম্য প্রকট। হয়ত গরম এত নয়। শশী আনন্দ বম্বে দিদির বাড়ী যাবে। দাদার ষ্টেশনে নেমে গেল। ওর বোনের নাম কবিতা। বাঙালী হাওয়ায় গোটা পরিবার স্নিগ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী যেন।

আবার কাজী তওফিকের আতিথ্যমণ্ডিত দিন। বম্বেও বেশ গরম। ট্রেনে ক্লান্তি লাগল খুব। পৌনে তিনটের সময় আহার। একটানা দু'ঘণ্টা ঘুম। সন্ধ্যায় আল্‌কাজী ক্লাবে কিছুক্ষণ তাস খেললাম। আবহ থেকে মুক্তি পাওয়ার আর এক উপায়।

৯ এপ্রিল '৭৯

খতীবের চিঠি পেলাম। এই এক মারাঠী সুহৃজ্জন আমাদের সুখে-দুঃখে সুখী এবং দুঃখী। বাঙলাদেশের উপর লেখা তার বই "Vikas" প্রকাশক গ্রহণ করেছে জেনে বড় আনন্দিত হলাম। রাস্তায় বেরুলাম দশটার সময়। শহরের জীবনধারা মূলতঃ গোটা ভারতবর্ষে এক। মেহনতের চাকা-ঠেলে চলেছে অধিকাংশজন। সেখানে শ্রী নেই, স্বাস্থ্য নেই। তারি মধ্যে খাটিয়ালদের দ্বীপ। চাকচিক্য এবং আরামের নানা সরঞ্জাম। তেমন পাড়ার দোকানের সারিও ঝলমলে এবং বাহ্যিক মালিন্যমুক্ত। ভাল লাগে না হাঁটতে। বিকেলে সমুদ্র-সৈকতে এক ঘণ্টার মত। চৌপাটি এলাকায় যেতে বাস-বদল করে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যায়। কিছু হাঁটতেও হয়। ভাটার সময়। ধূসর সমুদ্র। ঢেউও তেমন নেই। বালুচড়ায় বসে কিছুক্ষণ গর্জন শুনলাম হুল্লোড় স্মৃতিমন্থিত অন্তরে। অস্বোয়াস্তি কমল না। নানা ফল, তরমুজ-শশা-আনারস মোসাম্মী প্রভৃতি কুঁচোনো এবং একত্রে মেলানো-বিক্রী করছে এক বাঙালী যুবক। জিজ্ঞাসায় জানলাম, ভাগ্য অন্বেষণে এসে এখানে ঠেকে গেছে নানা ঘাটের জলাস্বাদ চেখে। তবে এখন ভালই আছে। তার ব্যবসায় মুনাফা মন্দ নয়। এক প্লেট ফল খেয়ে কাজী ডেরায় ফিরে এলাম। ভ্রমণের আনন্দ আর এ জীবনে ফিরে আসবে না। অস্থির চিত্তের গতি বড় দুঃসহ।

১০ এপ্রিল '৭৯

সলিল চৌধুরীকে ফোনে পাওয়া গেল। কাল এক সময় সাক্ষাতের আয়োজন

www.pathagar.com

স্থির। সর্দার আলি জাফরী দুষ্প্রাপ্য রইলেন। হাসান তওফিকের সঙ্গে বাজারে বেরুনো গেল। ক্রফোর্ড মার্কেটে মাছ কিনবেন তার ক্লাবের জন্য বিশেষভাবে। এমন মাছের বাজার আর কোথাও নেই আমার ধারণা। বিভিন্ন ষ্টলে নানা রঙের শাড়ীর বাহার। সব বিক্রেতাই মেছোনী। কিন্তু সাজ-সজ্জায় দীনতা নেই। সবই স্বাস্থ্যবতী। যুবতী প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা—সব বয়সের মেছোনী আছে। কাজী সাহেবই বললেন, এরা কেউ দরিদ্র নয়। হাজার হাজার টাকার মালিক। মারাঠী এই মাছ-বিপণীর রমণীদের জীবন-ধারার আর ত কিছু জানার উপায় নেই আপাততঃ। কোনো জার্নালিস্টের কেন চোখে পড়েনি এতদিন? বাঙালীর কাছে মেছোনী বললে যে ছবি ভেসে ওঠে, এখানে সবই তার বিপরীত। সামুদ্রিক নানা মাছও দেখলাম। বাঙলাদেশের যাকে 'গুর্জে আলী' (আলির গদা) বলে এখানে তার নাম "রহুস"। রুই মাছের মতই দেখতে তবে আরো লম্বা এবং পাশে পুরু। খেতে খুব সুস্বাদু। কাজী সাহেব ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার রহুস কিনলেন। পাঁচ কিলোগ্রাম হবে। এখানে কোন মাছই ওজনে বিক্রী হয় না। কলকাতায় এই মাছ ওঠে। তবে দাম বারোটা টাকা কিলোর নীচে নয়। এক গলির মুখে গাড়ী থামিয়ে কাজী সাব দু'গ্লাস আখের রস কিনলেন। মাত্র চল্লিশ পয়সা গ্লাস পিছু। এত সস্তা! আমি থ'। আর খুব হাইজিনিক পরিবেশে চোখের সামনে ইক্ষু-মোক্ষণ হচ্ছে দেখলাম। কাজী সাহেব ষোল বছর বম্বে আছেন। বহু অন্ধিসন্ধি জানা। অন্য জায়গায় ষাট পয়সা গ্লাস। বোম্বাই শহরে পুষ্টির উপাদান এবং মাঙ্গা নয়।

Times of India"র সম্পাদকীয় থেকে জানা গেল, বাঙলাদেশে মার্শাল ল' উঠে গেছে। কিন্তু তৎপূর্বে কিছু শাসনতন্ত্রের সংশোধনী করে নিয়েছে মিলিটারী সৃষ্ট BNP-র দল।

প্রতিবাদে সব বিরোধী দল পরিষদ ত্যাগ করে। খাঁচায় না পুরে বাঘকে, কেইবা স্বাধীনতা দিতে চাইবে? আত্ম-দুর্দশায় ক'দিন দেশের সংবাদের দিকে তেমন দৃষ্টি ছিল না। এখানে কাগজে অল্পই কিছু থাকে। তবে আজকের সংবাদ-সম্পাদকীয় অনেক কিছু জানান দিয়ে গেল। ভুলের মাশুল। তারই জের। দীর্ঘ লড়ায়ের প্রস্তুতি ছাড়া বর্তমান জঞ্জাল দেশের প্রাঙ্গণ থেকে দূর হবে না।

কাজী সাহেবরা ক্লাবে প্রায় একটা বাজিয়ে দিলেন। ওদের এক বৃদ্ধ বন্ধুকে তার বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে। আমিও সহযাত্রী। সঙ্গী টুলু সেকোয়ারা Sequira এ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মানুষ। বন্ধু-বৎসল নিরীহ মানুষ। বাহাত্তর বছর বয়সেও বেশ ডাঁটো আছেন। ওর কল্যাণে বোম্বায়ের নৈশ চেহারা দেখা গেল। তখনও রাস্তা জনহীন নয়। ফুটপাথে কলকাতার মত বহু লোক শুয়ে আছে। একটি রুটে সারারাত বাস চলে। তারই উপর ভরসা করে এক ভদ্রলোক বাসষ্ট্যান্ডের দিকে ছুটলেন। পরিবহনের এমন ব্যবস্থায় মনে হয়, বোম্বাই শহরের আধুনিক কালের সব

www.pathagar.com

প্রয়োজনের দিকে প্রখর-দৃষ্টি না হোক–দৃষ্টি আছে। নৈশ বোম্বাই বাতাসের জন্যে বড় ভাল লাগছিল। ঘুমোতে গিয়ে দেখলাম, দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকী আছে।

১১ এপ্রিল '৭৯

মাঝে মাঝে মুহূর্ত আসে যখন সমস্ত পৃথিবীর সুখ-দুঃখ যেন অলীক কোন স্বপ্ন মনে হয়। Escapistদের এই এক মানসিক প্রবণতা! আমাকেও পেয়ে বসে। বিশেষতঃ বেশ ঝড় গেল পারিবারিক কেন্দ্রে। তাই মনও প্রশান্তির জন্যে ছট্‌ফট করে। তারই ফলে, এমন সব Sensibilityর স্পর্শ। প্রতিক্রিয়াশীলরা জগতে Mysticism এর নানা জাল পেতে রাখে প্রতিদিন। জীবন-সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত সাধারণ মানুষ সহজে তার শিকার হয়ে পড়ে। বহুদিন জীবিকামুক্ত, অবসর-পুষ্ট শ্রেণীভুক্ত এখন আমি। সুতরাং ঐ শ্রেণীর মানসিকতা যদি শিকড় পাতে, তা বিচিত্র কিছু নয়। আমার আরো সচেতন হওয়া দরকার। উপন্যাস-রচনার মেহনতও এখন নেই। তার জন্যেও মনের উপর যুক্তিবাদের ভিৎ বোধ হয় নড়ে গেছে। সুস্থভাবে বাঁচা বড় কঠিন। একটু অসাবধান হলে বহুদিনের সাধনা ধ্বংস হয়ে যায়।

কাজী সাহেবের পরিচালিকা প্রৌঢ়া মহিলা বিধবা। কিছু ছিটগ্রস্তা। গম্ভীর নাদিনী। বিশাল বপু'র সঙ্গে তা সামঞ্জস্যহীন নয়। জীবনের পয়জার খেতে খেতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন। দুই ভাই আছে তারাও আধা-বেকার, রোজগার-পাতি তেমন নেই। এক জনের বৌ পালিয়ে গেছে দুই বাচ্চাসহ। কাজী সাহেবের ক্লাবের বদান্যতায় সন্ধ্যায় পার্টটাইম ফায়ফরমাস খেটে ওদের কিছু আহারের ব্যবস্থা হয়। রূঢ়, কঠিন বাস্তব মনের সূক্ষ্ম পরতগুলো গুঁড়িয়ে দেয়। পরিচারিকা বাঈকে দেখে বড় করুণা হয়। জীবনে দুর্ভোগ থাকতে পারে। তার মোকাবিলার মন না থাকলে, দুর্ভোগ আর কোন মানুষকেই আস্ত রাখে না। Human dignity-বিস্মৃত জীবনের শত শত ছবিই ত চারপাশে। কবে প্লাবন আসবে? Water-hammer-একটা Term আছে হাইড্রোলিক্সে। সেই জলের হাতুড় কবে ঝলকে উঠবে? জলের হাতুড়ির মুখে ইরানের জবরদস্ত সেনাবাহিনী ভেসে গেল।

১২ এপ্রিল '৭৯

সর্দার জাফরীর সঙ্গে সাক্ষাতে সীতা-মহল ম্যানসনে। সাতষট্টি বছরের কবি বেশ শক্ত আছেন, যদিও তিন বছর পূর্বে একবার হার্ট-আক্রান্ত হন। এখনও কী সজীব! পেছনের বাবরী ঝুলো চুল বয়সের জানান দেওয়া গালের রেখা ঢাকার জন্যেই শত শত কুঞ্চিত রেখায় প্রলম্বিত। কবি এখনও চেনওয়ালা ঘড়ি ব্যবহার করেন, যেন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধায়। কাকতো বলেছিলেন The Spirit of creation is the spirit of contradiction." দুই-ই মেলাতে হয়, কবি তা জানেন। দু'ঘণ্টায় অনেক

www.pathagar.com

ভাববিনিময়ঃ বাঙলাদেশ, ইরানে উৎস-অথচ ভিন মাটীতে উর্দু জবানের আশ্রয়ে গজল 'ফর্ম' হিসেবে কী করে এগারো শ' বছর ধরে টিকে আছে-তা নিয়ে মতভেদ, ব্যক্তিগত জীবনের কমা, ফুটনোট-ইত্যাদি। আজও সামাজিক নানা কর্মে জড়িত আলী সর্দার জাফরী। তাই উঠতে হোলো। বিনয়ী কবির Apology-র অন্ত নেই। আমি বই পড়তে লাগলাম, তিনি তৈরী হতে লাগলেন। পরে দুজনে কেম্‌প্‌স কর্নার পর্য্যন্ত Kemp corner হেঁটে এলাম রোদ্দুর মাথায়। কী ভুলই না করেছি স্বাধীনতার পর সমাজ জীবনে ওৎপ্রোত জড়ালাম না। আজ এই খেসারৎ। সিংহ জঙ্গলে না থাকলে কী কখনও সিংহ থাকে? সর্দার জাফরীর গতিবিধি এই বয়সে নমস্য। বললেন, "হার্ট এ্যাটাক হুয়া ত কিয়া? ওসব লে কে হাম বদার নেই করতে।"

১৩ এপ্রিল '৭৯

গুড ফ্রাইডে। ছুটির দিন। খবরের কাগজ নেই। সংসারের কোন খোঁজ রাখিনে। বিশ্রামার্থী মন। সকালে নাস্তার পর ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে পুরাতন দিনের হামলা। প্রতিবেশী জনাব আলি দাদু, মা এবং আরো অনেককে দেখলাম। ফনুর সঙ্গে নদী পার হচ্ছি। ঘুম ভেঙে গেল। ফনু ঢাকায় কীভাবে আহার সংগ্রহ করছে জানি নে। মনসুর আছে, এই এক ভরসা।

দুপুরে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল থেকে ঘুরে এলাম। বইয়ের দোকান কোথা জানি নে। এতদিন আবিষ্কার করলাম। আর একদিন ঢুঁ মারার ইচ্ছে রইল।

বিকেলে উর্দু গজলের বিরাট সংকলন সর্দার জাফরী উপহার দিয়েছিলেন, তা নিয়েই কেটে গেল। বাহাদুর শাহ জাফরের অমর খেদোক্তি আবার এখানে পেলামঃ "দীর্ঘ জীবন চেয়ে পেয়েছিনু চার দিন, হায়। কেটে গেল দুই দিন নিবেদনে, দুই দিন প্রতীক্ষায়।"

সন্ধ্যা, নিছক আড্ডা।

১৪ এপ্রিল '৭৯

কাজী তওফিক সারথী, নামিয়ে দিলেন বইয়ের দোকানের এলাকায়। চৌরঙ্গী—কলকাতার চৌরঙ্গির আবহাওয়া। সুসজ্জিত বিপণী। ফুটপাথে ছোটখাট ষ্টলে আধুনিক মনিহারী ঘড়ির চেন, বেল্ট, ফটোষ্ট্যান্ড ইত্যাদিতে বোঝাই। জুতো-পালিশের এন্তেজাম, অন্যান্য নানা টুকিটাকির ফেরীওয়ালা। কিছু হাঁটলাম। তারাপুর ওয়ালা কিতাব মহল... বইয়ের দোকানে বেশীক্ষণ থাকা গেল না। কেনার ইচ্ছে হয়। পকেটে টাকাও আছে। কিন্তু এই বাতিক মেটানো গেল, ফুটপাথে পুরাতন বইয়ের স্তূপ থেকে। হিচ্‌কক-সম্পাদিত একটা Crime fiction কিনলাম। ভদ্দরলোকদের অবসর-বিনোদনের উপাদান আমাকেও যেন পেয়ে বসেছে।

www.pathagar.com

দু'টাকায় তার বেশী আর কী হবে? লেখকদের ভাষা, ঘটনাবিন্যাসের ধারা ত দেখা যাবে। আর কিছু কালক্ষেপের নিমিত্ত অবিশ্যি পাওয়া গেল।

কৃত্রিম ঝর্ণা বানিয়ে ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে এই পার্কে। ফাউন্টেন নামে পরিচিত বম্বে শহরে। সারি সারি ট্যাপ এবং গ্লাস। আমি অবিশ্যি আঁজলা ব্যবহার করলাম। তেষ্টা লেগেছিল খুব। তখন এই উপাদেয় অতি সুপাদেয় হয়ে উঠল। সিগারেট খেলাম পাথরের একক বেঞ্চিতে বসে। আবার জলপান আমরা যা অভ্যেস। তিন দিন খবরের কাগজ পাইনি, রেডিও শুনিনি—ব্যবস্থা নেই। এমন অবসর-মুখর দিন গত চল্লিশ বছরে আর আসেনি। কিন্তু হাঁপিয়ে উঠছিলাম ভেতরে ভেতরে। কারো সঙ্গে কথা বলার সময় আমার মনে হচ্ছিল, যদি ওর গালে এক থাপ্পড় মেরে বসি, তখন কী ফলাফল হবে? অস্বাভাবিক যত সব কল্পনা। কতো কাজ, কতো দায়িত্ব মাথার উপর। আমি এখন বিলাসী পলাতক। জাঁনেসার বম্বে আসবে ১৭ তারিখে। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আরো তিন দিন। বাঙলাদেশ যেন স্বপ্নে কোথাও দেখেছিলাম। নোঙরহীন নৌকার মত আর কতো দিন ভেসে বেড়াব? উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে না এনে যা ভুল করলাম। পুত্রেরা জাঁনেসারের উপর ভার দিয়েছে সে যেন আমাকে ধরে নিয়ে ঢাকা যায়। তেমন শিশু হওয়ার উপায় যদি থাকত!

প্রবাসী বাঙালীজন ডক্টর ঘোষ, বাগচী, আনন্দ কুন্ডু প্রমুখের সঙ্গে স্রেফ ফুর্তির কথায় সন্ধ্যা, প্রহর রাত্রি কাটিয়ে দেওয়া গেল।

১৫ এপ্রিল '৭৯

খবরের কাগজ নেই। Times of India-র কর্মচারীদের ধর্মঘট চলছে। অর্থাৎ কাগজ আসবে না। বোম্বাইয়ের আর এক কাগজ বেরোয় Indian Express-রোববারে Sunday Standard. বেরোয়। বেজায় অস্বোয়াস্তি। তাই বেরুলাম। '৭৫ সনে বোম্বাইয়ে একটা দাঁত ফেলতে হয়েছিল। পোর্টের অফিসার কঙ্কনী মুসলমান মোহাম্মদ আলী খোট্ এক পার্শি তরুণী ডেন্টিষ্টের কছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে খাতির। পাশেই থাকেন। রোববার। ডকের সঙ্গে তার পেশা জড়িত। সুতরাং ছুটি কম। আজও বাড়ী নেই মোহাম্মদ আলী। ওর কন্যা ছিল। তারই কল্যাণে Sunday Standard পাওয়া গেল। আবহে ছিল বোম্বাই দূরদর্শনে ক্লাসিকাল গান। গায়কের নাম জানি নে। রাগ-আশাবরী। এই কোমল রাগ আমার কাছে এক সান্ত্বনা। সংবাদপত্র সব কেড়ে নিলে এই মুহূর্তে। রাম-নবমী উৎসব উপলক্ষ করে জামসেদপুর টাটার রাজত্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ১১ (এগারই) এপ্রিল। এ-সংবাদ আগে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার ভয়াবহতা আজ পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। রিপোর্টার লিখেছেন ১৯৬৪ সনে পূর্বপাকিস্তানের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায়

www.pathagar.com

জামসেদপুরে যে-দাঙ্গা হয়, তার চেয়েও ভীষণ। ইতিহাসের শ্লেষ বটে। ১৯৬৪ সনে দৈর্ঘে-প্রস্থে সমান-টানা বসতবাটীর জন্যে দাঙ্গা লাগিয়েছিল দুর্বৃত্ত সবুর খান। চিরকুমার পায়ুকামী সেই লোক আবার ফিরে এসেছে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। হয়ত দাঙ্গা লাগত আবার খুলনায়—১৯৬৪ সনে যেখানে আরম্ভ কিন্তু এখন বাঙলাদেশ; পূর্বপাকিস্তান এবং বর্তমান বাঙলাদেশী শাসকেরা তাদের পূর্বতন-প্রভু পাকিস্তানীদের মত শক্তিশালী নয়। যদিও দুই দল এখনও একে অপরের স্যাঙাৎ। শুধু ওদের এলাকা ভাগ হয়ে গেছে। আমার "চৌরসন্ধি" উপন্যাসের কাহিনীর নতুন চরিত্র ওরা। প্রতিবেদক Sunday Standard এ লিখেছেন বিহারী মিলিটারীর সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালাতে কসুর করেনি, যদিও তারাই রক্ষাকর্তা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরো কতো দিন চলবে কে জানে?

কাল মোরারজি দেশাই বাঙলাদেশ সফরে যাবেন। রিপোর্টার লিখেছেন বাঙলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবদানের পটভূমিকায় এই সফর খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের এই আর এক শ্লেষ। তা ভাষ্য ছাড়া এখন বুঝা দায়।

কাম্পালার পতন ঘটেছে। দানব ইদি আমিন পলাতক। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ লুলী। এই সংবাদ পাওয়া গেল, ইদি আমিনের নির্যাতন শিবিরের বর্ণনা থেকে। নাকাসেরো পাহাড়ে ছিল আমিনের প্রাসাদ। তারই নিকটে তিন তলা এক বাড়ীর ভেতর বন্দীদের পচা লাশ পরিত্যক্ত। দু'চার জন যারা বেঁচে ছিল, নেহাৎ দৈবক্রমে, তাদের নরমাংস আহার ছাড়া উপায় ছিল না। কামরার ভেতর ড্রেন করা আছে। গুলি করার পর যেন বন্দীর রক্ত সেই নালা বেয়ে গড়িয়ে যায়। ইদি আমিন দশ বছরে নব্বই হাজার থেকে তিন লক্ষ লোক হত্যা করে। State Research Bureau SRB ইরানের SAVAK বন্দীর পরিবার থেকে তার খোঁজ নিতে গেছে। এই অপরাধে গোটা পরিবারকে গুলি করে হত্যার কাহিনী নাকি ভূরিভূরি। কতো জন নিখোঁজ। বন্দী শিবিরের হাজার হাজার Identity card ('৭১ সনে বাঙলাদেশে পাঞ্জাবী সেনাদের সংক্ষিপ্ত—ডেন্টি হ্যায়—জিজ্ঞাসা স্মরণীয়) এর উপর লোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আপন-জনদের তত্ত্ব-তালাসে উন্মথিত যন্ত্রণার তাগিদে। নাৎসী Sadism যান্ত্রিক যুগে নিপীড়নের পন্থা বের করেছিল। তার আরো উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু মানুষের আত্মা শেষ পর্য্যন্ত ধ্বংস হয় না। আদর্শের বাতাস সঞ্জীবনীর স্পর্শ জীইয়ে রাখে। তাই যন্ত্রণা-নিপীড়ন সইবার মত তাগদও জন্মলাভ করে। যুগে যুগে ইদি আমিন-আসে কিন্তু তারা ইতিহাস থেকে কোন সবক নেয় না, কলঙ্ক অক্ষয় রাখতে SAVAK তৈরী করে।

১৬ এপ্রিল '৭৯

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সূর্য ডোবে। বাঙলাদেশ থেকে দুই ভদ্রলোক

www.pathagar.com

কাজি তওফিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সকালে। একজন আমাকে চেনে। অন্যজন গুজরাটী–দেশবিভাগের পর চট্টগ্রামকে নিজের দেশ বানিয়ে নিয়েছেন। ছোটখাট মেশিন তৈরী করেন। তেমন কারখানা আছে। আত্মগোপন করা গেল না। তবে এরা তেমন হদিস জানে না আদৌ। পঁয়ত্রিশ-বয়স, যুবক, গৌর রঙ এবং বেশ পুরু শরীর। মুক্তিবাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিল। পাঁচ ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সে শুধু জীবিত। পেশায় শিক্ষক পিতা; মা এখনও বেঁচে আছেন। উনি কাজি সাহেবের সম্পর্কিত চাচা। হোটেল থেকে এখানে এসে উঠল। গুজরাটী ভদ্রলোক গেলেন তার দেশী বান্ধবজনের নিকট। বাঙলাদেশের মানুষ এত নিকটে। অথচ অস্বোয়াস্তি। বিকেলে সান্ত্বনা/পরেশ মজুমদারের সদনে। আজই কলকাতা থেকে সঞ্জীবের লেখা চিঠি এসেছে। সে ৪-১৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত কলকাতা ছিল। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো না-তাও উল্লেখ দেখলাম। অবসরপ্রাপ্ত মজুমদার সাহেব সময় নিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছেন। বাড়ীর নয় গাড়ীর ব্যামো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, পরে আসরে এলেন। এখানে একদা-শ্রীহট্ট-নিবাসী এবং বর্তমানে বোম্বাই-প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হোলোঃ অনিল মজুমদার। ১৯৪৪ সনে বোম্বাই এসেছিলেন আর ফিরে যেতে পারেননি। ইতিমধ্যে স্বদেশ ত পাকিস্তান। ফিরবেন কোথায়? এখানেই বাড়ী বানিয়ে আছেন। ছেলেমেয়ের বিয়ে অবিশ্যি পশ্চিমবঙ্গে এবং বোম্বাই-প্রবাসী আরো বাঙালী পরিবারের মধ্যে দিয়েছেন। বৃত্তের ভেতরে বৃত্ত। এইসব বাঙালীদের সঙ্গে মেশার সুযোগ থাকলে পরিবর্তন কী ধাঁচের বুঝা যেত। পরেশ মজুমদারের মন কলকাতায় পড়ে আছে, বিশেষতঃ এই প্রৌঢ় বয়সে। কিন্তু দুই মেয়ে বোম্বায়ে মানুষ। তারা কেউ কলকাতামুখী নয়। একই পরিবারের মধ্যে এসব কম্পনের কী চিত্র জানার বড় কৌতূহল। রাত্রি পৌনে দশটায় ডেরায় ফিরে কিছুক্ষণ তাস খেললাম। মনকে মাঝে মাঝে ভাসিয়ে না দিলে বাঁচা দায় হয়।

১৭ এপ্রিল '৭৯

যুবক অতিথি কেঁদে ফেলল। '৭১ মুক্তিযুদ্ধে চার ভাইকে সে কোরবানী দিয়েছে। আমি আর বেগানা রইলাম না ওর কাছে। সবই খুলে বললাম। একদা মুক্তিবাহিনীর বীর যুবক এখন শিল্প গড়ে তোলার কাজে আছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ ওর ভেতরে শুকিয়ে যাবে, তা হয় না। জুলফিকার ভুট্টো ১৯৭১ সনে জাতিপুঞ্জে ভারতবর্ষকে Dirty Dog বলে গাল দিয়েছিল। তখন তার সঙ্গী ছিল শাহ আজিজুর রহমান। পাক্‌বাহিনীর হত্যার সেই মদৎগার আজ বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। মুক্তিবাহিনীর কোন প্রাক্তন সদস্য তা মেনে নেবে? জিয়া মেনে নিতে পারে। কারণ, মাটীর উপর পা আর নেই। সে-ত বাঘের পিঠে সওয়ার। যুবক অতিথির পিতা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তার আত্মউন্মোচনে আমাকে আরো উৎসাহ যুগিয়েছিল

www.pathagar.com

এই সকালে। ওর উপস্থিতি আর অচেনা লোকের সঙ্গে থাকা নয়।

১৮ এপ্রিল '৭৯

সান্ত্বনার বাড়ী থেকে Alice in wonderland চেয়ে এনেছিলাম। ক্যারলের শান্ত কল্পনার জগতে কিছু আনন্দ আহরণ করা যাক। মন প্রায় বিষিয়ে থাকে। তাই একটু সরে থাকতে চাই। সারাদিন এ্যালিসের সঙ্গে। "It was much pleasenter at home" Thought Alice, when one was not growing larger and smaller and being ordered by mice and rabbits." কিন্তু আমাদের Home আজ কী? সেখানে ছুঁচোর অর্ডারে কেউ বড় কেউ ছোট হচ্ছে। ক্যারল সব বয়সের সঙ্গী। তার রচনার এই নৈপুণ্য বিস্ময়কর। সত্যিই।

১৯ এপ্রিল '৭৯

পরেশ মজুমদারের অতিথি। দুপুরে আহারের পর বোম্বাই দেখানোর ভার নিয়েছিলেন। বিকেল থেকে চার ঘণ্টা রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত অনেক ঘুরপাক খাওয়া গেল। যাদুঘরের Natural Section ও দেখলাম মাত্র বিশ মিনিটে। তারাপুরওয়ালা এ্যাকুরিয়াম সত্যিই দর্শনীয় ব্যাপারে মধ্যে পড়ে। হাঙর সমুদ্রের চিংড়ি এবং নানা ধরনের মাছ মহাশোল পর্য্যন্ত এখানে আছে। এবং জীবন্ত ও জলকেলিরত। ন্যারিমান পয়েন্টে সমুদ্রসৈকতে সূর্যাস্ত দেখার সাধ ছিল। সন্ধ্যা এলো। কিন্তু আকাশের মেঘে সব দৃশ্য হরণ করে নিয়েছিল। সমুদ্রেও ভাটা। জলোচ্ছ্বাসে আবেগ ছিল না। শূন্যোদ্যানও আবার দেখলাম সন্ধ্যার পর। রাত্রে বোম্বায়ের এই সৈকত এলাকা শুধু আলোর বাহারে বড় নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে। পারশী Tower of silence গাছপালা ঢাকা নিঝুম পাথুরে উঁচু পাঁচিলের ভেতর। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক লহমা দেখে নিলাম। মৃত্যুর পর দেহের সদ্‌গতির জন্যে নানা উপাচার ত জীবনেরই সম্প্রসারিত প্রতিক্রিয়া–অনেকে জানে না। পরেশ মজুমদার মহাশয় পেশায় ধাতুবিদ ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। স্বতঃপ্রবৃত্ত এই সব ঘোরাঘুরির ঝামেলা নিয়েছিলেন আমার জন্যে। সঙ্গে অতিথি নিয়েছিলাম। বোম্বাই ও আগে দেখেনি।

২০ এপ্রিল '৭৯

অনেক সংবাদ পাওয়া গেল এবং তার বিশেষত্ব কম গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিনরা বাঙলাদেশ আণবিক কেন্দ্রের (Atomic energy Centure) আরো ভার নিয়েছে। এক শ' কোটী খরচ হবে। সাভারে তার জন্যে একটা Town গড়ে উঠেছে। ঢাকায় রমনা মাঠের পশ্চিম কোণায় একটি কেন্দ্র পাকিস্তান আমল থেকে ছিল। তারই কলেবর-বৃদ্ধির আয়োজন। অনুন্নত দেশে Priority-র প্রশ্ন তোলে না

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদীরা, হোক আপাততঃ অপ্রয়োজন, তবু ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান-নির্মাণে তারা উৎসাহ যোগায়। কারণ, দেশী কিছু Technocrat মোটা বেতনে এমন জায়গায় নিয়োজিত হয়। তারা দেশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় স্রেফ উন্নত Standard of living বা জীবনযাপনের ধাক্কায়। বিদেশীদের সঙ্গে তাদের গাঁটছাড়া বাঁধা থাকে। কারণ, তাদের খয়রাৎ না পেলে ত কেন্দ্রে লালবাতি জ্বলবে। রাজনৈতিক প্রশ্নে এই দেশী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সমর্থন বিদেশীদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় খুব স্বাভাবিকভাবেই। বিদেশী বিশেষজ্ঞ দলে দলে এই কেন্দ্রের মুরুব্বী স্বরূপ থাকে। তারা গোয়েন্দাগিরি কাজটা ভুলে যায় না। আধুনিক ইলেকট্রনিকসের যুগে ওই কেন্দ্র মার্কিন গোয়েন্দাবিভাগের এলাকা হয়ে পড়বে অজ্ঞাতসারে। তাছাড়া, একশ' কোটী টাকার পরিকল্পনা বহুৎ পয়সা ছড়ানোর সুযোগে আরো দেশী দালাল-কন্টাক্টর, টন্নি প্রভৃতি সৃষ্টির সুযোগ থাকবে আণবিক কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা এনেছিলেন এখন পরাধীনতার অদৃশ্য শিকলে গোটাদেশ মর্টগেজ হয়ে যাচ্ছে।

২১ এপ্রিল '৭৯

জানা গেল অতিথির এক ভাই ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র ছিল। মুক্তিযুদ্ধে সে শহীদ। নিজেও পাকিস্তান বাহিনীতে ছিল। '৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের পর চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নামে। '৭১ সনে মুক্তিযোদ্ধা। ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর আবার শিল্প Industry গড়ার কাজে নামে। দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির কারিগরগণ নিশ্চয় প্রশংসার পাত্র। কিন্তু বিদেশী সাহায্যে যা ঘটে, তারই প্রতিনিধি অতিথি। সাত বছরে তার Asset হয়েছে বহু লক্ষ টাকা। দুটো বাড়ী, বাড়ীতে তিনটে গাড়ী, সাভারে তিরিশ বিঘে জমি–বাগানবাড়ী সরকারী সাহায্যে ডেয়ারি ফার্ম আরো নানা উদ্যোগের সঙ্গে সে জড়িত। বিদেশেও 'শিবাশৃগাল' Sivas Regal অত্যন্ত দামী মদের (ভারতে ভারতীয় টাকায় ৫০০ টাকা বোতল) গল্প ফলাও বলে এবং একজন বিশেষজ্ঞ সমঝদার তাও জানিয়ে দেয়। দরিদ্র স্কুলশিক্ষকের পুত্র এবং দরিদ্রতম দেশের নাগরিক তা যেন আর মনেই পড়ে না। বঙ্গবন্ধুর হত্যায় লিপ্ত বর্তমান কর্তাকে সেও Bastard মনে করে। কিন্তু এসব ত সহসা ভেতরে উদ্‌গার অথবা আমাকে সন্তুষ্ট করার ফন্দী। এইসব মাল দিয়ে দেশ বোঝাই। জিয়ার কোন দুশ্চিন্তা নেই কিছু দিন। বড় আঘাত পেলাম। শিক্ষকের পুত ত এখন অর্থ-ষ্টেটাসের শিকারী। State-patronage পেতে নিশ্চয় বহু আপোষ করেছে, নচেৎ চল্লিশ বছরের তরুণের রক্তচাপে গণ্ডগোল দেখা দিবে কেন? ভবিষ্যতে বাঙলাদেশের কোন লেখক যেন এদের নিয়ে উপন্যাস লেখে–আমার সময় হবে না, এমনই কাজে হাত ডুবিয়ে বসে আছি। নোয়াখালী জেলায় হঠাৎ বড়

www.pathagar.com

লোকদের বলা হয় চরুয়া (অর্থাৎ চরজাত)। গোটা বাঙলাদেশ আজ চর। আবার হঠাৎ কোনদিন ছয়লাব হয়ে যাবে রক্তের বন্যায়। দুঃখী নিরীহ বাঙলাদেশের জনসাধারণ এই চরুয়া (চোর থেকে চরুয়া হোলো না কেন নোয়াখালী জেলায়?) দেরই সাহেব বলে সম্বোধন করে।

২২ এপ্রিল '৭৯

মৌখিক সৌজন্য-রক্ষা, যুবক অতিথি ভোরে ঢাকার প্লেন ধরবে, বিদায় দিতে হোলো। ও কয়েক হাজার টাকার বাজার করল। মার্কিন মদৎপুষ্ট World Bank দেশে দেশে ভিক্ষে ত খামখা দেয় না। Advanced সভ্যতার সংস্পর্শে দেশী শিল্পপতিদের পেট হাঁ-হাঁ করে নানা গ্যাজেটের ক্ষিধেয়। প্লেনের ভাড়া কলকাতা পর্য্যন্ত এগার শ' টাকা। স্রেফ ওর প্রমোদভ্রমণে বেরিয়ে গেল। ক্ষুধার্ত মানুষ কেন ক্ষুধার্ত—তা তারা জানে না। আল্লার উপর সব নির্ভর। লেনিনের "Liberty is precious. So it must be rationed" বাণীর যথার্থ আজ নতুন ভাবে উপলব্ধি করলাম এই সকালে একদা-মুক্তিযোদ্ধার বোম্বাই ত্যাগের অব্যবহতি পর-মুহূর্তে।

গোমাতার সন্তান বিনোভা ভাবে আজ থেকে তার মাতৃহত্যা-বন্ধের উদ্দেশ্যে আমৃত্যু অনশন করবেন। ঈশ্বরের এই সব জীব ঈশ্বরকে দেখেন, মানুষ দেখেন না, সমাজ দেখেন না—সমাজ দেখলেও তা সামগ্রিকভাবে দেখেন না। ফলে, মানুষ অবান্তর হয়ে যায়। গোহত্যা-নিবারণের ধুয়ো যে শেষ পর্য্যন্ত রাজনীতি তা তিনি বোঝেন না। গরু বাঁচাতে গিয়ে তিনি বহু মানুষ-হত্যার নিমিত্ত হবেন। ক'দিন পূর্বে জামসেদপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার নারকীয়তা ধার্মিক বিনোভাজীর বুকে এতটুকু আঘাত সৃষ্টি করল না। গ্রীষ্মকাল। ক্ষুধায় মেহনতে এম্নি মানুষ তেতে থাকে। বিনোভাজী দাঙ্গার বিস্তারের ইন্ধন হবেন, চোখ বুজে যায়। কেরলা এবং পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী শাসন। তাদের বিব্রত দুরবস্থায় নিক্ষেপই আসলে ধর্মীয় চালের উৎস। তাই সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর মত হালফিল কেতায় শিক্ষিত (CIA agent নামে খ্যাত) ব্যক্তি বিনোভা ভাবের খোঁচার খোঁট পাকড়ে ধরেছে। ভাবেজী এসব ভাবেন না। কারণ, তিনি পবিত্র গোমাতার সন্তান। তিনি গরু বাঁচানোর পক্ষপাতী, মানুষ না। জামসেদপুরে দাঙ্গা হোলো রামনবমী পূজা কেন্দ্র করে। রামনবমী শ্রীহনুমানের পুজো। একশ' বছর ও আরো এক দশক পূর্বে মার্কস লিখেছিলেন তিন হাজার বছরে ভারতের সমাজ এমন Stratified হয়ে গেছে যে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ হনুমান পূজা করে। হনুমানের সঙ্গে এখন গোমাতা যোগ হয়েছে। বিনোভা ভাবেজীর মত এমন উপযুক্ত সন্তান গোমাতার। ভারতবাসী আনন্দে নৃত্য না হত্যা করে তা-ই এখন শঙ্কার ব্যাপার হয়ে রইল।

www.pathagar.com

২৪ এপ্রিল '৭৯

জাঁনেসার গাইড। গন্তব্যস্থল, জুহু এলাকায়, চতুর্থ দশকে 'আওয়ারা' ফিল্মখ্যাত ক্যামেরামান রাধু কর্মকারের 'কৃষ্ণকুটীর' সদন। বম্বের এই সব লোকাল ট্রেনে ভিড় কলকাতার মতই। বেশ কসরৎ করে উঠতে হয়। শিল্প এলাকা গোটা শহরতলী জুড়ে। কর্মচাঞ্চল্যের গতি তীব্র ও প্রখর। ভিটি ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে মন অতীতের মুখোমুখি। পনর বছর পূর্বে আমার তুরহান এই ট্রেন আপন গ্রীবায় তুলে নিয়েছিল। গোটা পথ শুধু চোখ মেলে রইলাম ধাবমান ইমেজের উপর সোপরদ্দ। কিছু দেখছিলাম না। বান্দ্রা থেকে সান্ত্রাক্রুজ, সেখানে থেকে ট্যাক্সিযোগে কৃষ্ণকুটীর। রাধু বাবুর ছেলে ব্রজগোপাল ফিল্ম ইনষ্টিট্যুটের ছাত্র, জাঁনেসারের বন্ধু। সেই সুযোগেই বর্তমান সম্পর্ক। রাধু কর্মকার বাড়ী ছিলেন না। গৃহিণীর কাছে শুনলাম ছত্রিশ বছর পূর্বে জীবনসংগ্রামে ওরা বম্বে এসেছিলেন। এখন সাফল্য-প্রাচুর্য দুই হাতের মুঠোয়-চোখে পড়ে। সমুদ্রের নিকটে তিনতলা বাড়ী। শ্রীকর্মকারের দুই মেয়ে, ব্রজ গৃহিণী-সকলের উচ্ছল আন্তরিকতায় স্নাত দুপুরের আহার। যথারীতি বিশ্রাম। খাজা আহমদ আব্বাস এই এলাকায় থাকেন। সাক্ষাতের মওকা ছাড়া উচিত নয়। খুঁজে বাড়ী বের করা গেল, কিন্তু তিনি বেরিয়ে গেছেন। হেঁটে সমুদ্রের ধারে এলাম পিতাপুত্রে দুজনে। গোধূলিলগ্ন। সমুদ্রে জোয়ার লেগেছে। তরঙ্গমালার আছড়ানি সৈকত বিহারীদের কোলাহলের মাঝখানে দিগন্তের দিকে মুখ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। পঞ্চভূত নিয়ে আর কবিতা লেখা হয় না কেন? প্রকৃতির সব উপাদান জন্মমৃত্যুর কাব্যের মধ্যে নৃত্যমান থাক Metaphysical poets-দের দৃষ্টিভঙ্গী এখন গায়েব। তার প্রত্যাবর্তন দরকার, আবার যদি কাব্যস্রোত বেগবান করে তুলতে হয়। পরিশীলিত মননের চর্চা বর্তমান দুই বঙ্গের কাব্য থেকে অন্তর্হিত রুগ্নতার পর্য্যায় বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পর থেকেই যেন পেয়ে বসেছে। এমন সব কথা হঠাৎ মনে ধাক্কা দিয়ে গেল। ট্রেনে ফেরা মানে গুঁতোগুঁতি অথবা মারামারি (বম্বের কল্‌বা দেবী এলাকায় 'মারামারি অর্থ অর্ধেক চা এবং অর্ধেক কফি-মিশ্রিত পানীয়) এবং অশেষ ক্লান্তি। পিতাপুত্র ফেরার পথে ডক ইয়ার্ড রোড ষ্টেশনে নেমে মাজ্‌গাঁও ফিরলাম। '৭১ সনে তওফিক সাহেব জাঁনেসারকে দেখেছিলেন তার ৮/বি তারকদত্ত রোডের বাড়ীতে আশ্রিত রিফিউজী। আট বছর দেখেননি। তাই দুজনের আবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা। দরজা তিনিই খুললেন বেল বাজানোর পর। কিশোর থেকে যুবক-মুখের আদলে চিনলেন জাঁনেসারকে। কিছু বিশ্রাম। জাঁনেসারকে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ও কাল সুটিঙে ব্যস্ত থাকবে। পরদিন দুপুরে পুনা চলে যাবে। বিদায় দিতে মনটা বড় নেতিয়ে গেল। আমি কবে বম্বে ছাড়তাম। টিকেটের জন্যে আটক। আর অবসর আমার কাছে প্রচণ্ড অস্বোয়াস্তি। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে আনলে এখানে আরো

www.pathagar.com

কিছুদিন থেকে যেতাম। শুধু পড়া নিয়ে থাকতে মন নারাজ।

২৫ এপ্রিল '৭৯

স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুঁজলাম। হাসির ব্যাপার আমি গান করছি। যখন ঘুম ভাঙল, তখনও গান চলছে। গায়ত্রী মন্ত্র গাইছি জয়জয়ন্তী সুরে। ও ভুর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুবরেণ্য ভার্গবদেস্য...ওঁ জয়জয়ন্তীর ঠাটে মৃদু গুঞ্জনে গাওয়া চলল তিন চারবার জাগ্রত অবস্থায়। বেজায় হাসি লাগল তারপর। জয়জয়ন্তীর রাগ আমার খুবই প্রিয় রাগ। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের "ফুলের দিন হোলো যে অবসান" রেকর্ড বেরুনোর পর আরো। ঐ রাগের গানের প্রতি অনুরাগ বেড়ে যায়। যথা ফৈয়াজ খানের 'মেরা মন্দিরা মে আ....।" ইত্যাদি। কিন্তু তার সঙ্গে গায়ত্রীমন্ত্র জুটল কেন? দাঙ্গার সময় চ্যালেঞ্জে গায়ত্রী মন্ত্র না বলতে পারলে ধরে নেওয়া হোতো মুসলমান। ফলে, মৃত্যু। এই মৃত্যু এড়াতে মুসলমান গায়ত্রী এবং হিন্দু কলেমা শিখেছিল কলকাতার '৪৬ সনের দাঙ্গার সময় থেকে। বিনোভা ভাবেজী আবার দাঙ্গার পটভূমি তৈরী করেছেন। সৎ ব্যক্তিরা কীভাবে বিপজ্জনক হয় পরিবেশচ্যুত হলে, ভাবেজী তার দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। গোটা ভারত কেন, এই উপমহাদেশ—আর তার চোখে নেই। আছে পবিত্র গোমাতা—তিনি যাঁর সন্তান। সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের ইন্ধন যুগিয়ে চলেছেন তিনি। এইড আবহ হয়ত আমার অচেতন মন থেকে গায়ত্রী মন্ত্র টেনে এনেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ে আমার জন্ম। অপমৃত্যু কে না এড়াতে চায়? কলকাতায় থাকলে মনোসমীক্ষণবিদ শ্রদ্ধেয় ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলির সঙ্গে একবেলা কাটিয়ে আসতাম।

২৬ এপ্রিল '৭৯

সান্ত্বনাদের বাড়ী। অনেকক্ষণ ওদের সঙ্গে। রাত্রির আহার শেষে মাজগাঁ বাসে বসে মনে হোলো দর্শকের চোখের রীতি ছেড়ে সংশ্লিষ্ট জনরূপে উপন্যাস রচনার চেষ্টা করব হাতের কাজ শেষ হলে। কিন্তু কবে যে তা শেষ হবে জানি নে। গত জুলাই থেকে ন' মাস কেটে গেল। ছাপা আড়াই শ' পাতা হবে। এখনও সমাপ্তির ধারে কাছে কী কোথাও নেই।

২৭ এপ্রিল '৭৯

ছবি আমাকে আর তেমন টানে না। বোম্বায়ে আর্ট গ্যালারি কয়েকটা দেখা উচিত ছিল। এখানে সফর প্রায় শেষ। টিকেটের অভাবে আটক। বিকেলে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারি দেখতে গেলাম। হতাশ হতে হোলো। এদের নিজস্ব কোন সংগ্রহ নেই। আর্টিষ্টরা দিয়ে যায় কাজ। এরা বিক্রী করে বা ওদের প্রদর্শনীর

www.pathagar.com

আয়োজন করে। বিজ্ঞাপনী শিল্পের প্রদর্শনী চলছিল। তাই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সুব্রত ভৌমিক, কিশোর পারেখ নামক দুই জনের কাজ বেশ চোখে ধরার মত। বাকী মামুলী। টাইপোগ্রাফির খেলাও দেখা গেল না। তবে আর্ট গ্যালারির সংলগ্ন রেস্তোরাঁ বেশ ভাল লাগল। বাগানের একাংশে আর্ট গ্যালারির পরিচালনা সামান্য বাড়িয়ে আটফুট চওড়া ও ফুট তিরিশেক লম্বা মেঝের উপর ঐ আহার্য-সদন। সাজসজ্জায় কোন জাঁক নেই। তবে Cosy Corner। আসবাব বেতে ছাওয়া ছোটছোট লোহার চেয়ার। অনেক দেওয়াল-পাখা সারিসারি সিলিংয়ে গাঁথা। বাইরে গরম নেই আদৌ। ম্যুজিয়ামের বাগানের গাছপালায় সদাছায়াচ্ছন্ন। বড় আরামে লস্যি পান করলাম। ফেরার পথে পেছনের পকেটে রাখা টেলিফোনের পাৎলা নোট বইখানা উপার্জনকারী বাসের ভিড়ে অর্জন করে নিয়ে গেল।

হাসান তওফিকের সঙ্গে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত আড্ডা। এনার্জি এখনও বেশ আছে। কোন কাজে লাগল না। বয়স অনেক। আর কোন কাজে আসবে?

২৮ এপ্রিল '৭৯

Irrationality-র স্রোত পৃথিবীময়। অনুন্নত-উন্নত দেশের ফারাক নেই। বৃটেনে বর্ণবিদ্বেষের চাঁই- (National Front)-দের নির্বাচন মিটিঙের বিরোধিতার Anti-nazi League মোর্চার আয়োজন করে তিন দিন পূর্বে। এটি মুক্তবুক শ্বেতাঙ্গ। কালা আদমীরা সহযোগী। মূলতঃ বামপন্থী দলের উদ্যোগেই এই আন্দোলন শুরু হয়। সাউথলে দুই দলের হাঙ্গামায় পুলিশ ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রচ্ছন্ন সমর্থক রূপে ভূমিকায় নামে যেন সম্প্রতি জামসেদপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় "বিহার রিজার্ভ পুলিশ"। পুলিশের নির্যাতনে দুই সজ্জন-Anti-Nazi League-এর কর্মী Kelvin Gately এবং Flair Peach কেলবিন গেটলী, ফ্লেয়ার পীচ প্রাণত্যাগ করেন। ভবিষ্যৎ দুনিয়ার পথিকৃৎ এই নাগরিক যুগলই মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থা হারানোর পক্ষে বিরাট অন্তরায়। গায়েব চামড়া একমাত্র পরিচয় এই বর্বর ঘোষণার আওতামুক্ত দুই মহৎ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধায়-বেদনায় মাথা নুইয়ে রাখলাম।

২৯ এপ্রিল '৭৯

কাজী তওফিকের মমতার আশ্রয় থেকে দিল্লী পানে। তিনিও সকালে চলে গেছেন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পুরাতন ছাত্রদের নিয়ে বন-ভোজনে। বিদায়ের ক্ষণ হাসান তওফিক নেই। বেশ খারাপ লাগল। পাঞ্জাব মেলে ধরলাম বিকেল ৪-৩০। পাশে সঙ্গী এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, সঙ্গে চার বছরের মেয়ে বিন্দু অচিরে আমার মাসী হয়ে গিয়েছিল। বড় সদালাপী গর্গী সাহেব। সমস্ত সফরের ধাক্কা হাক্কা হয়ে গেল, যদিও মধ্য প্রদেশে। পরদিন ঘুম। সেদ্ধ হয়েছিলাম গরমের চোটে।

www.pathagar.com

৩০ এপ্রিল '৭৯

রাত্রি আটটায় দিল্লী। ষ্টেশন খতীব এসেছে। এই এক অমূল্য হৃদয় জীবন-সড়কে পাওয়া। নিতান্ত সৌভাগ্য। ডাঃ হবীবুল্লার আস্তানায় জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভবনে।

১ মে '৭৯

মে দিবস। কিন্তু আমি সারাদিন ক্লান্ত দেহ নিয়ে অবসরপুষ্ট শ্রেণীর মত ঘুমোলাম কালকের ধকল মুছে ফেলতে। সন্ধ্যা মূর্ণিকা বাজারে। বেগম হবীবুল্লার জলি বোট। গরমের দিন সন্ধ্যায়ও বাজারে বেশ ভিড়।

২ নভেম্বর '৭৯

অমৃতা প্রীতমের বাড়ীর নম্বর লতায় আচ্ছন্ন। ফলে, K-25 আর পাওয়া যায় না। কিঞ্চিৎ ঘোরাঘুরি। জিজ্ঞাসাবাদ কিছু হোলো না। পাশের বাড়ীর ভৃত্যের কল্যাণে উদ্ধার পেলাম। ওরাই ঠিকানা বলে দেবে, শুধু আমার তরে নয়—পৃথিবীর তরে। অমৃতার ছেলে নবরাজ আর্কিটেক্ট-শিল্পী ইমরোজ সহ কালক্ষেপ। কর্তার সিং ডুগ্‌গালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সন্ধ্যায় অধ্যাপক দাবে-র সঙ্গে। ছিম্‌ছাম বিদেশী কায়দায় সজ্জিত ড্রয়িং-মায়-ডাইনিং রুম। টেবিলের বাতচিত ইংরেজী। Environmental Science-এর অধ্যাপক দাবে। মুচ্‌কি হাসি হাসলাম মনে মনে। (পরে আরো কথা)।

৩ মে '৭৯

খতীবের বাড়ী। ডিফেন্স কলোনী থেকে কাকা নগর। গিরীশ মাথুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সফদর জং হাসপাতালের সামনে বাসের অপেক্ষায় হয়রান।

Cultural Subversion-এর সাম্রাজ্যবাদী তথা মার্কিনরূপ কতো না রকম। আমরা Primitivism আদিমতা থেকে উঠে আসছি। ওদেশের সমস্যা এখনও দূরে। তবু Science of environment এর একটা Department বহুব্যয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত। যেন ওটা Priority গরীব দেশে? আরাবল্লী পাহাড়ের লেজাগ্র লোম মালভূমির উপর জওহরলাল নেহরু য়ুনিভার্সিটির কম্পাউন্ড। পাথরের চাং-বিরাটকায় এখনও কোথাও দলবাঁধা, কোথাও ইতঃক্ষিপ্ত ছড়ানো। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এলাকা হিসেবে সত্যিই মনোহর-মনোলোভা। স্থাপত্য তার বিপরীত। আর্কিটেক্‌টের স্বর্গ হতে পারত, তা হয়নি। দুর্গের 'মোটিফে' সব বাড়ী ছাত্রাবাস তৈরী। সকাল-সন্ধ্যা এত কেকাধ্বনি শোনা যায়। ময়ূর ভারতের জাতীয় পক্ষী। অতএব অবধ্য। ফলে প্রচুর ময়ূর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে ঘুঘু-কণ্ঠও শুনলাম শুয়ে শুয়ে।

www.pathagar.com

রাত্রে অধ্যাপক আলমের বাড়ী দাওয়াৎ ছিল। ডক্টর, ভাবী ও আমি তিনজনে এলাকার আর এক আবাসে। সেখানে প্রাক্তন ছাত্র ইসলামের সঙ্গে দেখা। ইঞ্জিনীয়ারিঙে ডক্টরেট-এখানে। অধ্যাপক ঢাকা ইঞ্জিনীয়ারিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাসষ্ট্যান্ডে অপেক্ষা। পরে চিকিৎসকসহ ফেরৎ, বাড়ীর উঠানে বাক-বিনিময়। দিনে তাপ। কিন্তু দিল্লীর শীতল রাত্রি বাইরে থাকে আকাশের তলায়, ঘরে ঢোকে না।

বাঙলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মোমেন খান—আমার প্রতিবেশী আজ দিল্লীতে। বাঙলাদেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষ। দু'লাখ টন চাল, গমের জন্য ধর্ণা দিতে এসেছে মন্ত্রী মহোদয়। আমিও দিল্লীতে। কী পরিহাস ইতিহাসের। আজ দুজনে দুই শিবিরে। একদা-বন্ধু দুশমন। অথচ মানুষটা এমন ছিল না। নিম্ন মধ্যবিত্ত দরিদ্র পরিবারের দোজখ থেকে ওঠার বাসনায় শেষে দরিদ্র শোষকদের দলে গিয়ে ভিড়ল আমার একদা সহকর্মী, বন্ধু, বর্তমান-প্রতিবেশী (আমার পাড়ায় আর থাকে না, যদিও বাড়ী আছে) জনাব আব্দুল মোমেন খান।

৪ মে '৭৯

ডক্টর হবীবুল্লার আতিথেয়তা আজ শেষ। অমৃতা প্রীতম নতুন মেজবান। হাউস খাসের নিভৃত বল্লীবেষ্টিত পক্ষীকুহরিত এলাকায় ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছলাম। শিল্পী অনুজপ্রতিম ইমরোজ-সুদর্শন ও মিষ্টি চেহরা নয় শুধু মিষ্টিতর আচরণে অভিভূত রাখল। লেখিকার দাওয়াত বহু দিনের। আজ রক্ষা করা গেল। এদের দুজনের আন্তরিকতা মনে রাখার মত। নীচের তলায় একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কামরা এরা ছেড়ে দিয়েছিল। অধিক রাত্রে বা যখনই ফিরি কারো ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। একটেরে অবস্থান। আমার পূর্ণ স্বাধীনতা বজায়ের এন্তেজাম এরা দুজনে এমন ভাবেই করেছেন। কে বলে আমি গৃহহীন, নির্বাসিত?...বিকেলে Hind Pocket Book ভবনে।

শিখ লেখক কর্তার সিং ডুগ্‌গালের আমন্ত্রণে। আমি ছাড়া আরো অতিথিঃ সর্দার আলী জাফরী (বোম্বাই দেখা আবার সানন্দ সাক্ষাৎ ঘটল) জামে মিল্লিয়ার ভাইস চ্যান্সেলার জামাল আহমদ কিদোয়াই (কিদোয়াই-নামে খ্যাতদের গোষ্ঠিজন)-ওবায়দুল্লা লতিফ বড়ুয়া (আসামী ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, ব্রডকাষ্টিং-স্বর্গীয় ওয়ালীউল্লাহর বন্ধু) মিসেস রাও (দীননাথ মালহোত্র- Hind Pocket Book আমার প্রকাশকের সম্পাদক—আজ বিকেলে দীননাথ ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন) ....এবং ডুগ্‌গাল—দম্পতি আসরে। প্রচুর গুলতানি। রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। সর্দার জাফরী তুরীয় লোকে, বহুৎ বাক্যব্যয় করলেন। অহমী মুসলমানদের বড়ুয়া উপাধি হয় আমি জানতাম না।

www.pathagar.com

৫ মে '৭৯

খতীবের সঙ্গে সকাল-বেলা। মালায়ালাম লেখক ও.ভি বিজয়নম এলেন একটু পরে। পরিচয়ে বড় প্রীত হলাম। মুক্তমানব ঝাঁকড়া চুল দাড়ী গোঁফে ঈষৎ বৈরাগী মনে হয়। পরনেও সাদা লুংগী। দুপুরে ষ্টার্লিং পাবলিশার্সে। নিকটে রেস্তোরাঁয় আহার। সন্ধ্যায় খতীবকে নিয়ে হাসিনাদের বাড়ী। হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর মা হাসিনা। সুযোগ খুইয়ে আজ প্রতীক নিয়েই সান্ত্বনা খুঁজতে হয়। ভারত সরকার ওদের আশ্রয় দিয়েছে। নীচের তলায় পাহারা থাকে একজন। ইতিহাসের ঝড় আর একবার বয়ে গেল চোখের উপর দিয়ে অতি ক্ষিপ্রগতি। হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ জুটল। যদিও কামাল ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র ছিল, আমি কোনদিন ওদের বাড়ী যাইনি। স্বাধীনতার পরেও না, কোন অছিলায়। পাৎলা চেহরা মেয়েটা শুকিয়ে গেছে। জয় ও পুৎলী ছেলে-মেয়ে দুজনকে নিয়ে সংসারে সময় কাটে বলেই বোধ হয় ভেঙে পড়েনি। জামাই ওয়াজেদ বাড়ী ছিল না। পরে সবাই একত্র হলাম। বড় বিষণ্ন সন্ধ্যা। বাঙলাদেশের সাধারণ মানুষ আজ ঝুটো দেবতার পূজারী। সাচ্চা দেবতা কোথাও নেই। শাসকরা তেমনই ব্যবস্থা সাড়ে তিন বছর বন্দোবস্তে রেখেছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের কী মৃত্যু আছে? হাসিনার পিতার আবার পুনরুজ্জীবন হবে। আজ কথায় কোন স্বাদ ছিল না আবহের জন্য। রাতের খাওয়া আমি ও খতীব ওদের সঙ্গে খেয়ে বাস ধরলাম। ওয়াজেদ আমাদের এগিয়ে দিলেন, নিরাপত্তা প্রহরী ওর সঙ্গে।

৬ মে '৭৯

ভুট্টোর If I am assassinated বইখানা আজ শেষ করলাম। সবই ফাঁকে ফাঁকে পাঠ। আসন্ন মৃত্যুর খাড়ার নীচে ধীশক্তি-বোধ হয় এমনই প্রখর হয়ে ওঠে। এই বইয়ে দুটো অধ্যায় ঃ "Inner cancer, External crisis"-পাকিস্তানের পুরাতন ব্যাধির উল্লেখ-সম্বলিত। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী শাসনের গায়ে অপূর্ব জোরালো ভাষায় কী জ্বলন্ত ছ্যাঁকা না দিয়েছে ভুট্টো। ব্যঙ্গ ক্ষোভ, মননের নকশায় ঝলমল দুই অধ্যায়। প্রশ্ন থেকে যায়, ভুট্টোর আন্তরিকতা নিয়ে। ১৯৬১ সনে যে আইয়ুব খানকে লেনিন, আতাতুর্ক, সালাহউদ্দীনের সঙ্গে তুলনা করে পরে তার পিঠে ছুরি, ১৯৭১ গণতন্ত্রের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয় একই ব্যক্তি। বিশ্বাসঘাতকতার 'নেমেসিস' কী এই পন্থায় এলো? সে-যাই হোক, এই বইয়ে দস্যু রত্নাকর বাল্মিকীতে পরিণত। পাকিস্তানে ভুট্টোর আর্তনাদ শ্রুত হবে বৈকি। তার ফল বৃথা যাবে না।

বিকেলে খতীবের সঙ্গে সুব্রত ব্যানার্জির বাড়ী। দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্ক একদম বাঙালী পল্লী। আরো সরল ভাষায় বাঙাল টোলা। পূর্ববঙ্গের বহু লোক এই উপনিবেশে আস্তানা পেতেছে। একটা ছোট খোলা মাঠ "কাল্‌কাজী বঙ্গীয় ভবন"

www.pathagar.com

নির্মাণের সাইনবোর্ড দেখলাম। করুণা মেয়ে নাতি-জামাই নিয়ে একদম গৃহিণী বনে গেছে। বেচারাকে বড় কাহিল দেখলাম। প্রতিভাধর রমণী অস্তিত্বের সংগ্রামে বহু সুকুমার দিক ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, অনুমান করা যায়। "পথের পাঁচালীর" সর্বজয়া পর্দায় নয় মাটীর উপর। এই বাড়ীর আবহাওয়া আমার জন্যে তিনজন মিলে সব সময় আনন্দময় করে রাখে। আরো দুজন সুব্রত এবং সুব্রত-জননী মাসীমা। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ফেরার সময় রাস্তার ধারে বাড়ীর কানাচে দুই তরুণীকে বাঙলায় আলাপ করতে শুনলাম। যেন কলকাতার কোন পাড়া।

৭ মে '৭৯

মা দুর্গার দশ হাত। সকালে চা খাওয়ার পর অমৃতা প্রীতমের লেখা তথা কারখানা-ঘরে বসলাম। ওর বারো হাত। এক সঙ্গে খান ছয় বইয়ের উপর কাজ করছে। যখন মন সেদিকে টানে। তার উপর আছে মানসিক পত্রিকা সম্পাদনা। তারও আগামী দু-সংখ্যা রেডি Ready রাখে। কারখানার ভেতর আলমারীতে কয়েক শ' রেফারেন্স বই। ব্রিটেনিকা বিশ্বকোষের পুরো সাম্প্রতিক সেট। বিদূষী এই মহিলার কর্মশক্তির বহর দেখে আমি থ। অবিশ্যি পরিবেশ গড়ে নিয়েছে অমৃতা। বাড়ীটা গাছ-পালা পেন্টিং-ছোটখাট দ্রব্য-সম্ভারে একদম ষ্টুডিও মনে হয়। এই কাজের ফাঁকে নাতি-নাৎনীদের বায়না ভজাতে কাজ ছেড়ে উথানও অমৃতার রুটিনে আছে। রান্নাঘর বাদ যায় না। শ্রদ্ধার্হ কর্মনিষ্ঠার এমন নজীর বিরল, বিশেষতঃ অবসর-পুষ্ট শ্রেণীর মধ্যে।

সন্ধ্যা। খতীবের সঙ্গে কাকা নগর। নেমন্তন্ন করেছিলেন সাংবাদিক-বন্ধু গিরীশ মাথুর। উত্তর প্রদেশের অধিবাসী এই এক দেশপ্রেম-দীপ্ত সজ্জন মনীষী। ঈমান বেচতে অক্ষম। আলাপেও বড় নিকট। উর্দু কবিতার উত্তম সমঝদার এবং রস-উপভোগের শরীক খোঁজেন। ফলে, বেশ মনোরম প্রহর কেটে গেল। অর্থের মোহে দুই বন্ধুর মধ্যে কী পার্থক্য ঘটে তার এক গল্পও বয়ান করলেন শ্রী গিরীশ। আহার্য ছিল অতি উত্তম। কিন্তু নৈশ বেলা। ফলে, আফশোষ রয়ে গেল। সদ্ব্যবহারে বঞ্চিত রইলাম।

৮ মে '৭৯

সঞ্জীবের বোন নমিতাদের বাড়ী। নিকটে ষ্টার্লিঙ পাবলিশার্স। এক ঢিলে দুই কাজ সারা উদ্দেশ্য। গৃহকর্তা সুশীল ধরচৌধুরী স্বভাবজ বিনয় ও আন্তরিকতায় অভ্যর্থনা করলেন। নাম ও কাজের আছে বটে এই ক্ষেত্রে। নমিতা প্রতিভাবান মহিলা। কবিতা লিখতে পারে এবং ইংরেজী প্রবন্ধ। দর্শনের ছাত্রী ছিল। কিন্তু মানসিক অবসাদের রোগী। সব ক্ষয়ে যাচ্ছে। ওর ছোট মেয়ে রীতি এবং আমি

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ ওকে নানা কথায় উৎসাহিত করার চেষ্টা পেলাম। প্রতিবেশী পাঞ্জাবী মেয়ে রীতির বান্ধবী পর্য্যন্ত আমাদের সহযাত্রী। কিন্তু মানসিক রোগে কথা বোধ হয় বেশী দূর পৌঁছায় না। ষ্টার্লিঙ পাবলিশার্সের ওম প্রকাশ ঘাই-দের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে, পরে অমৃতার প্রাসাদে ফিরলাম। সন্ধ্যায় খতীবের সঙ্গে ভাস্কর রায়ের নেমন্তন্ন রাখতে দিল্লীর আর এক প্রান্তে। সন্ধ্যা বেশ জমজমাট হয়ে উঠল। অতিথি ছিলেন নরিন্দ্রকুমার সিং হিমাচল প্রদেশের অধিবাসী। ইংরেজী কবিতা লেখেন। সঙ্গে স্ত্রী। তিনি কাশ্মীরনন্দিনী জম্মুতে জন্ম। কুর্গ্ (একদা রাষ্ট্র ছিল, বর্তমানে জেলা) অধিবাসী পুন্-আপপা দম্পতি। ভাস্করের অধ্যাপিকা ইয়ং-শালী ইন্দ্রানী। এখানে বাকপিয়াসী সকলেই, খতীবও ব্যতিক্রম ছিল না। ফলে বুদ্বুদ থামল না সহজে। ভাস্করের স্ত্রী উত্তম আহার স্বপাকে বন্দোবস্ত করেছিল। আজও অল্প খেলাম। অসুখ থেকে দূরে থাকার জন্যে জিভ সামলানোর দক্ষতা ত আজকের নয়। পৌনে বারোটার সময় ভাস্কর নিজে মটোর চালক, পৌঁছে দিয়ে গেল।

৯ মে '৭৯

বারোটার পর ঘুমিয়েছিলাম। ফলে, ব্রেকফাষ্টের আসরে দেরী। অমৃতা নিজেই রুটী পর্য্যন্ত সেঁকে দিলে সকালে। কাছে পরিচারিকা ছিল না। ভদ্রমহিলার এই উদার আচরণ আমার কাছে অস্বোয়াস্তি, যদিও রান্নার কাজ অমৃতা প্রায় করে। আতিথেয়তার মাত্রা বেশী হয়ে গেলে আমার ভাল লাগে না। নাস্তা সেরে ডক্টর হবীবুল্লার উত্তরখিন্ডে। জুলেখা ও তার ছেলে মেয়ে আসার কথা। বহুদিন সাক্ষাৎ নেই ওদের সঙ্গে। তা মেটানোই প্রধান উদ্দেশ্য। জানা গেল জামাই এনামুল হক চৌদ্দ তারিখে আসবে। আজ সাক্ষাতে শুধু সেই বাদ। ওদের ছেলেমেয়েরা বেশ বড় হয়ে গেছে। একজন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। কালের কেরামতি সম্পর্কে আবার এক খট্‌কা জুটল। অবিশ্যি Time নিয়ে অনেকে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু কী লাভ?

সন্ধ্যায় এলেন কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য। পরিশীলত মন এবং দেশবিদেশের কাব্যপিপাসু সুদর্শন এই নাগরিক আলাপচারিতার উত্তম সঙ্গী। অমৃতা প্রীতম ও আমরা দুজন আসরে। কথার কোন ঘাটতি ছিল না। National Book Trust এ আছেন ভট্টাচার্যি মশাই। গৃহিণী ফরাসিনী 'সোরবেনে' বাঙলা পড়ান। দুজন দু'দেশে। এখানে চাকরিও Boss-কণ্টকিত। কবি তাই ওদেশেই একটা কিছু করার পক্ষপাতী। আধুনিক কাব্যের কলা-কুশলী জনের পক্ষে অস্থিরতা নতুন কিছু নয়। লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাসও তেমন কাব্যগন্ধবাহী। obscurantism চারপাশে। সেজন্যেও কবি হাঁপিয়ে উঠেছেন। অমৃতা প্রীতমের সন্তানের স্বীকারোক্তির কথা উঠল। ধর্মান্ধতার শত্রু এই কবি। এই একটি কারণেই ওকে ভালবাসা যায়, যদিও আরো নানা গুণের অধিকারী শ্রী ভট্টাচার্য। অমৃতা বাকপিয়াসী কম নয়। আজ তা

www.pathagar.com

বেশ ধরা পড়ল। রাত্রি সাড়ে দশটায় আসর ভাঙল।

১০ মে '৭৯

সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে সামাজিক Stability-র সঙ্গে ব্যক্তির স্থানেরও একটা Stability থাকা প্রয়োজন। তছনছ হয়ে গেলাম। যাযাবরের বুকের দেওয়াল ধরে অতীতের দল যখন নাড়া দেয়, স্থির থাকতে পারি কৈ? চিন্তা কল্পনা সব ঘুলিয়ে যায়। রচনার কোন কাজ এগোয় না। বিষণ্নতা সম্বল হয়ে দাঁড়ায়।

বেলা দশটার দিকে খতীবের সঙ্গে। তার বাড়ীর কাছে এক বাঙালী সাংবাদিক থাকেন। দম্পতি আমার সাক্ষাৎপ্রয়াসী। চচ্চড় রোদ্দুর বাড়ছে। ভট্টাচার্য দম্পতিদের সঙ্গে বেশীক্ষণ বসা গেল না। সন্ধ্যায় ইউসুফ সরাই এলাকায় হেঁটে হেঁটে বেড়ালাম। মন চিন্তা-বিমুখ। এ্যাকোরিয়ামে মাছের ঝলকের মত ধাবমান মটোরের শোভাযাত্রা। জীবন-ধারার ছবি চোখে পড়ে শুধু। কোন ভাষ্যে মনের সায় নেই। প্রায় দেড় মাস যাযাবর জীবন। আর ভাল লাগছে না। কাজের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। এখানে সংবাদপত্রে বাঙলাদেশের খবরই থাকে না।

১১ মে '৭৯

সকাল। স্নেহাস্পদ জালাল উদ্দীনের বাড়ী। কুমিল্লার ছেলে। ভারতীয়। পাকিস্তানী হয়নি। এই এক পরিচয়ে ওকে চেনা যায়। সমাজ-বোধে পরিপূর্ণ। ওর বাড়ীর আবহাওয়া কোন আমলার মত নয়। ওদের ওখানে নাস্তা সেরে নমিতাদের বাড়ী। দুপুরের আহারের নেমন্তন্ন। হরি শর্মা রাজস্থানের অধিবাসী। শিল্পী। বিয়ে করেছে নমিতার বড় মেয়েকে। আসরে খতীব, হরি, গৃহস্বামী সুশীল ধর। আহার। ওই বাড়ীতে ঘুম।... সন্ধ্যা সুনীল জানার বাড়ী। ৪০-৫০ সনে ফটো-শিল্পে খ্যাতনামা সুনীল। সেন্ট জেভিয়ার্স সহপাঠী ১৯৩৪-৩৮। ওর ঢোলা-ঢোলা স্বপ্নিল চোখ-যৌবনের কেশাগুচ্ছভার আজ আর পাওয়া যাবে না। আমার মত খাঁটী বৃদ্ধ। একবার হৃদরোগাক্রান্ত। নানা পারিবারিক ঝামেলায় উদ্বিগ্ন। কলকাতার পৈতৃক বাড়ী আর নেই। বিক্রী হয়ে গেছে ভায়ে ভায়ে সম্পর্কের ঠেলায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর গ্রামের জীবনধারার প্রতি এমন অটুট স্নেহ—এক সুনীলের তোলা ছবিতেই দেখা যায়। সেই সুনীল এই রাজধানীর বুকে এখন পরিত্যক্ত। কেউ সাক্ষাতে পর্য্যন্ত আসে না। বহু ক্ষোভ, উষ্মা আমলাদের হৃদয়হীনতা (বিদেশে ছবির প্রদর্শনী করতে নিয়ে গেছে সরকার—পরে ছবি জলে ভিজে স্যাৎলায় নষ্ট) অনেকক্ষণ দুজনে বর্তমানে অতীতে সাঁতার কাটলাম। সুনীলের মা এখন ওর সঙ্গে। বড় স্নেহপরায়ণ এই সনাতন জননী। আশির মুখোমুখি তবু আতিথেয়তা মুলতবী রাখতে অক্ষম। বাড়ীতে চাকর নেই সর্বক্ষণের। তিনি যে-হৃদয়ের পরিচয় দিলেন,

www.pathagar.com

আমি তার চরণে বন্দী হয়ে রইলাম। সুনীল আমাকে স্কুটার-ষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলে। রাত্রি ন'টা। অমৃতা দের সঙ্গে আহার। দুরন্ত ঘুম।

১২ মে '৭৯

আবার ফেরার টিকেট দুর্লভ্য। খতীবের নিকটঃ আমার দিল্লী প্রবাসের ইমাম। পরে দুপুরে হাসিনার দাওয়াৎ রক্ষায় প্যান্ডোরা রোড। বঙ্গবন্ধুর দুলালী হাসিনা। নেমন্তন্ন অস্বীকার করতে পারিনি। নচেৎ ওদের কাছে আসা মানে অতীতের ভুলের জন্যে অনুতাপ দুঃখ—সব আবার ডাক দিয়ে আনা। স্বস্তি মেলে না। ইতিহাসের সেই মহান হাতিয়ারের স্মারক এরা সেই যা সান্ত্বনা। ওদের বাড়ীতে পুরাতন অনেক ইত্তেফাক ছিল। ফলে, কিছু খবর পেলাম। চিত্রালী পত্রিকার স্নেহাস্পদ পারভেজ হৃদরোগে লন্ডনে মারা গেছে। পুরাতন খবর আমার কাছে নতুন দুঃসংবাদ। জামাই ওয়াজেদের কাছে পুরাতন দিনের স্মৃতি—অবিশ্যি রাজনৈতিক কাহিনী শুনলাম। অনেক সংবাদের ইতিবৃত্ত আমার জানা ছিল না। আহারের পর খতীব ওদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। আমি আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম। মন হাল্কা হোলো না। অমন প্রচণ্ড রাজনৈতিক জয়ের পর আবার Counter-Revolution, reaction এই ভাবে ফিরে বেঈমান (যুক্তফ্রন্টে M.L.A. হওয়া থেকে হাতে ঘড়ি) কুখ্যাত কোলাবোরেটর গভর্নর মোনেম খাঁর পদলেহী উপদেষ্টা আবার মন্ত্রী হয়? ভাবা দুষ্কর। ইত্তেফাক কাগজের সঙ্গে ওর যোগাযোগ পুরাতন। মন্ত্রীত্বের খবর এবং এই মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত বেরিয়েছে সেখানে। বাঙলাদেশে এদের ভবিষ্যৎ কী? তা দেখার জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে কিছুদিন। Basic Democracy-ব শেষ দিকে খন্দকারের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল জনসাধারণ। গভর্নর হাউসে তখন এই সাংবাদিক আশ্রয় নিয়েছিল। আবার কী পুনরাবৃত্তি ঘটবে না?

সন্ধ্যায় আসর। অমৃতার বাড়ী। গায়েন নন কথকঠাকুর লোকনাথ ভট্টাচার্য। অমৃতা সম্পাদিত "নাগমনি" পত্রিকার জন্যে সাক্ষাৎকার গতকাল আমি দিয়েছি। আজ লোকনাথের পালা। আমি ইত্যবসরে অমৃতার লাইব্রেরী থেকে জৈন ধর্ম সম্পর্কে কিছু পাঠ করে নিলাম। (শ্বেতাম্বর দিগম্বরদের গল্প আজও লেখা হোলো না। অথচ ছক মগজে আঁকা আছে।) পরে সাহিত্য নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা। লোকনাথ নিছক Aesthete. সৌন্দর্যের অন্বেষা তার ঐতিহ্যের পথ ধরে হতে পারে। সমাজের আবেষ্টনী লাজেমী (Compulsory) নয়। আমার মত ঠিক বিপরীত। দুয়ের গাঁটছড়া বাঁধাই শ্রেষ্ঠ শিল্প। এমন তর্কে গন্তব্য পৌছানো কঠিন। তাই আরো তরল আবহাওয়ায় তরতর আমরা তিন জনে নামলাম। মনোরম সন্ধ্যা কাটল।

www.pathagar.com

১৩ মে '৭৯

সকালে সংবাদপত্রে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল, আলীগড়ে আবার দাঙ্গার সূত্রপাত। দুই ছাত্র মারা গিয়েছে। জিন্নার ভূতের সঙ্গে নাথুরাম গডসের প্রেত গলাগলি ঘুরে বেড়ায়। প্রতিক্রিয়ার তাই ত বাসনা। সঙ্গে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আছে এখন সব দেশে। সৌদি আরব যদি RSS কেও ডলার দেয়–তা বিচিত্র কিছু হবে না। একই জানোয়ারের দুই মুখ-সুযোগমত বের করে। জামসেদপুরে ট্রেড য়ুনিয়ন কর্মীদের বহুদিনের সাধনা ব্যর্থ করে দিয়েছে, তা সহজে অনুমান করা যায়।

দুপুর। সুনীল জানা তার ষ্টুডিওতে ব্যস্ত এক সহকারী নিয়ে। আমি রান্নাঘরে ওর মার সঙ্গে। পারিবারিক জীবনের নানা কথা শুনলাম। রাসবিহারী এভিন্যুয়ের বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। সব ভাই ঠাঁই ঠাঁই। সুনীল এখানে একা। তাই ওর কাছে আছেন তিনি। যৌথ পারিবারিক সুখ থেকে বঞ্চিত এই বয়সে। পাৎলা চেহরা ঠিক আমার মার মত, তেমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি কালো রঙ এবং কথা গুছিয়ে বলার দক্ষতা এই বয়সেও নড়চড় হয়নি। জননীর স্বাদ পেলাম এই অশীতি সন্নিকট বৃদ্ধার নিকট। স্নেহও অঢেল ওঁর, তা বুঝতে দেরী হোলো না, যখন আহারে বসলাম। আরো-খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি এবং ব্যঞ্জনের পদ সব জানান দিলে। সুনীলের অনেক কাজ দেখলাম, বহুদিন যোগাযোগ ছিন্নতার ফলে যা সম্ভব হয়নি। মুলকরাজ আনন্দ পর্য্যন্ত প্রতারণা করেছেন। সুনীলের ছবি নিজের বইয়ে ছেপেছেন, স্বীকৃতি পর্য্যন্ত গায়েব। বামপন্থা নৈতিকতার নয়, ভণ্ডামির মুখোশ হতে পারে, এও নজীর বটে। ইন্দিরা তখন মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী নন, তার এক পোর্ট্রেটের (পরে সরকারী ভাবে ব্যবহৃত) কাহিনী শোনা গেল। আমলারা পঁচিশ টাকা দিতে চেক কেটেছেন। "ওটা আমি জাতিকে উৎসর্গ করলাম টাকা প্রয়োজন নেই।" সুনীলের জবাবে ও বোলচালের মুখে পরে ওদের চৈতন্য খোলে এবং দু'হাজার টাকা ধার্য করে। দুজনে বহু কথার তুপড়ি ফুটালাম, ঘুমের পর বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত। বহুদিনের পরিখা পূরণ কি সহজে হয়? রাত্রির আহার সাংবাদিক দীপ্ত সেনের সঙ্গে। সঙ্গে খতীব। গৃহিণীর হাত ও দীপ্ত কম নয়, খাবার টেবিলে ধরা পড়ল।

১৪ মে '৭৯

U.N.I. সংবাদসরবরাহ আপিসে। পুরাতন শুভাকাঙ্ক্ষী পি জয়রাজ, স্যামুয়েল বেদ, মহেন্দ্র বেদ প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পাকিস্তানী দৈনিক ও উর্দু কিছু পত্রিকা পড়লাম স্যামুয়েলের কল্যাণে। আহার ওদের সঙ্গে। সাড়ে তিনটের সময় বাসা ফিরে ঘুমোলাম। সুনীলের মার কথা, আমার মার কথা বার বার হানা দিয়ে গেল। এদেশে জননী এবং যন্ত্রণা সমার্থবাচক।

গোধূলী লগ্নে মনসুর ভাই—জাষ্টিশ মাসুদের ভাই—এলেন আমাকে তার

www.pathagar.com

কুমার নীড়ে নিতে। সেখানে দুজনে সুখ-দুখের আলোচনায় মত্ত। স্বপাকে আহারী মনসুরের সঙ্গেই নৈশ আহার সম্পন্ন হোলো। স্কুটার-ষ্ট্যান্ডে পর্য্যন্ত মনসুর ভাই আবার আমার Escort. সমাজ-সচেতন জীবনের অন্বেষণকারী এই অনুজ সঙ্গসুধারও উৎস। ওকে সহজে ভালবাসা যায়। কোন তরুণী কেন ওর ফাঁদে পড়েনি, আমার অবাক লাগে। ফাঁদে কিছু পড়লে ফাঁদও স্থির থাকতে পারত না।

১৫ মে '৭৯

সকাল। সাংবাদিক পান্ডে টিকেট পেয়েছেন। নিস্তার পাওয়া গেল। সতর তারিখে কলকাতা-মুখী হতে পারব। এখন সাক্ষাতের পর্ব। স্নেহভাজন জালাল উদ্দীন আবাসে। ভারত সরকারের এই জয়েন্ট সেক্রেটারীর তিন সন্তানই পুতুলের মত দেখতে। ওদের সঙ্গে বেশ সময় কাটানো যায়। আজ সময় ছিল না। বিদায় নিতে হোলো। সফদারজং পর্য্যন্ত ওদের গাড়ীতে এলাম। পরে খতীবকে ছুঁয়ে লোকনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দশ মিনিটের মুলাকাৎ। দুপুর অমৃতা ও ইমরোজের সঙ্গে। বিকেলে সুনীল জানার অতিথি হতে হবে। সে নাছোড় বান্দা। বিকেলে অমৃতা দের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ওর ঘুঘুডাকা ছায়াবেষ্টিত নিভৃত নীড়ে দশ দিন কেটে গিয়েছিল পরম নিশ্চিন্তে। আজ এই অস্বোয়াস্তি অনুভব করলাম বার বার। ট্যাক্সি যোগে সুনীল সদনে। সন্ধ্যায় খতীব এলো। তিন জনের আসর। আজ সুনীল প্রধান বক্তা। এত সুন্দর এবং মার্জিত ওর ইংরেজী, বাচনভঙ্গীও সেই অনুপাতে সহযোগী। বহু স্বীকারোক্তি শোনা গেল। জীবন সম্পর্কে সুনীলের দৃষ্টিভঙ্গী কিঞ্চিৎ নির্বস্তুক। হয়ত একাকীত্বের প্রতিক্রিয়া। ইচ্ছাশক্তি অনেকখানি নড়বড়ে। ওর দিল্লী আসা উচিত হয়নি। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশ এই Upstart শহরে পাওয়া দুষ্কর। আজ আমার সব চেয়ে বড় আবিষ্কার সুনীল ও পরলোকবাসী শিল্পী চিত্তপ্রসাদ সুহৃদ ছিল সেই যৌবন কাল থেকে। তার বহু চিঠি ও ছড়া সুনীলের কাছে আছে। আমি কিছু কলকাতায় নিয়ে যাব, 'পত্রিকায়' ছাপার জন্যে। সুনীলের প্রতিভা বেশ চোট খেয়েছে এইখানে। বাঙালী দংগলে না থাকলে নিজেকে খুঁজে পায় না। সুনীল তা কেন ভুলে গিয়েছিল?

১৬ মে '৭৯

যেন কৈশোর কালের চাঞ্চল্য। বন্ধু খতীব এসেছিল। ভাবলাম, দুজনে লাল কেল্লা এলাকা ঘুরে আসি। দিল্লীর গরমের ভয় আছে বেলা ন'টার আগেই। তবু সে রাজী হয়ে গেল। বাসে আধ ঘণ্টা। কিন্তু গন্তব্য স্থলে পৌঁছানো অসম্ভব। ইন্দিরা কংগ্রেসের র‍্যালি আছে। শোভাযাত্রায় পথ প্রায় বন্ধ। এক ঘণ্টা বাসে খামখা গেল। দুজনে ফিরে এলাম।

www.pathagar.com

বিকেলে সুনীল সহ গেলাম ফটোষ্ট্যাটের দোকানে। চিত্তপ্রসাদের কিছু চিঠি কবিতার প্রতিলিপি নিতে। সন্ধ্যায় আবার খতীব এলো। সুনীলের ইংরেজী বাচনভঙ্গী সুন্দর। সাংবাদিক খতীব ভূয়সী প্রশংসা করলে ওর। অবিশ্যি আমার কালে সুনীল ভাল ইংরেজী লিখত। ব্যক্তিগত কিছু কবিতাও আছে যৌবন কালের। বাইরে নিকটজন ছাড়া কাউকে দেখায় না। অনেকান্ত প্রতিভা ওর। বর্তমানে বিস্ত ার-পথে বাধা ওর পারিবারিক জীবন—নানা জটীলতা সেখানে শুধু মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এই পরিখা ও পার হতে পারছে না। যেহেতু বড় একা হয়ে গেছে। কেউ আসে না ওর কাছে। অনেক রাত তক আমরা আড্ডা দিলাম।

১৭ মে '৭৯

যাবার সময় হোলো বিহঙ্গের। সুনীল-জননীর কাছ থেকে বিদায় নিতে বেশ অস্বোয়াস্তি অনুভব করলাম। আমার স্বর্গীয় মার আদল অনেকখানি ওর কাছে আছে। নির্জনতার মধ্যে নিমজ্জিত সব দৃষ্টি বন্ধ করে বসে আছে। ওকে সচল দেখলে মন ভরে থাকত, আজ ভারী হয়ে রইল। ষ্টেশন পর্য্যন্ত খতীব এলো। তিন জনে দুপুরের আহার শেষে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। তাই রক্ষা। নচেৎ রেল-কোম্পানীর সুবন্দোবস্ত পাগল হওয়ার উপক্রম। সীট খুঁজে পাওয়া দায়। নম্বরে বিভ্রাট-ইত্যাদি। ট্রেন সঙ্গী এক বাঙালী মুসলমান দম্পতি। ভদ্রলোকের নাম আব্দুল করিম। জান্নাৎবাসী ভাই করিমের স্মৃতি অনেকখানি আমাকে ঘিরে রইল। ট্রেনে কর্তৃপক্ষ যথারীতি বিশৃঙ্খলার পরিপোষক। নানা অসুবিধা। সহযাত্রী করিম সাহেব সদালাপী এবং পৌরজ্ঞানে সুশিক্ষিত। তাই সফরে আর কোন দুর্ভোগ ছিল না। ভারতের বৈচিত্র্যময় মুখ আবার দেখা গেল। বিজ্ঞানের সব অবদান জীবনযাত্রার সংগতির সঙ্গে মিলে গেলে কতো অজানা অপূর্ব আনন্দ না পাওয়া যায়।

১৮ মে '৭৯

সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশন। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটল মাসুদ ও তাহেরের সঙ্গে। নৈশ আহার আমি একা সারলাম। ঘুম দরকার। তাই পূর্বেই যাত্রা।

১৯ মে '৭৯

আবার আত্মীয়দের পানে মন ধায়। সকালে জ্যোতি দাশগুপ্ত, শিশিরগুপ্ত এবং রণেশদার সঙ্গে। নিকটে ধর-দের বাড়ী। সেখানে মন বিষণ্ন হয়ে পড়ল। কল্যাণী বাড়ী ছিলেন না। সুখেন্দু বাবু ঠিক আছেন, কিন্তু ভূপেন বাবু অসুস্থ। এখানে শুনলাম শচীন ধরও ঝাউতলা রোডে জ্বরে শয্যাশায়ী। ওঁকেও দেখতে গেলাম। পথে-অতুল চৌধুরীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ভিসার জন্যে বঙ্গদেশ

www.pathagar.com

হাইকমিশনে যাচ্ছেন। স্বদেশে যাবেন আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতে। শচীন ধরের দোতলায় ভাড়াটে স্নেহভাজন প্রবাল চৌধুরী থাকে। অতুলের শ্যালকের জামাই। শনিবার। প্রবালের ছুটি। খালি বাড়ী। শচীন ধরকে দেখে ওর ফ্ল্যাটে দোতলায় নেমে এলাম। অতুলও ফিরে এলো। দুজনে দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। বেলা সাড়ে বারোটা। বাইরে তুমুল তপ্ত দুপুর। সঙ্গে ছাতা ছিল। লু'র হাত থেকে রক্ষাকবচ ছিল না। তারকদত্ত রোড হেঁটে আসতে অস্থির হয়ে গেলাম।

২০ মে '৭৯

বাঙালী মুসলমানের বাপ কে তা আজও ঠিক হোলো না। তাই কে তার ভাই আজও তার কাছে অজ্ঞাত। অবাঙালী মুসলমানকে সে ভাই বলে ধরে নিলে প্রতিবেশী হিন্দুকে ভাই বলে জানলে না। '৭১ সনে ভাই তার মা-বোনের উপর বলৎকার করলে এবং দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করলে- to Purify their blood' (ওদের মধ্যে যেহেতু মুসলমান নয়, হিন্দুর রক্ত আছে।) সেই পাকিস্তানীরা আবার ওদের ভাই হচ্ছে। Identity খুঁজে না পেয়ে আবার দোজখের দিকে এগিয়ে চলেছে গোটা দেশ। সিপাইগুলো Identity সড়ক দেখাবে? বলদের বিয়োতে তাহলে আর বিলম্ব ঘটবে না। বাঙালী মুসলমান যে বাঙালী আজও তার চেতনায় পরিপূর্ণ ধরা পড়ল না কেন? রাজনীতির অন্ধকার চেতনার তমসা থেকে শুরু হয়। আবার সেই পুরাতন পথে বাঙলাদেশ এগিয়ে চলেছে।

স্নেহাস্পদ নাজির লন্ডন থেকে কিছু পত্রিকা এবং বই পাঠিয়েছে, বিশ্বরঞ্জন সেনের বাড়ী থেকে আনা দরকার। বেলা ন'টা থেকে এগারোটা ওদের সঙ্গে কেটে গেল। এখানে আলাপের প্রান্তর সদা-মনোরম। তাই সময় বড় জলদি চলে যায়। দুপুর-বিকেল লেখাপড়ায় ক্লান্ত। এত পড়ার জিনিষ জমেছে। সন্ধ্যায় দেবশরণদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলাম। পাশেই থাকেন অজয় সিংহ সঙ্গীতবিদ সেতারী। ছাত্রকে তিনি এক ভৈরবী গৎ বাজাতে তালিম দিচ্ছিলেন। মরহুম আলাউদ্দীন খানের সুখশ্রাব্য গৎটি বহুদিন পরে কান ধরে বড় ঝাঁকুনি দিলে। সুরের আসরে রাত্রি ন'টা বেজে গেল। বহুদিন এমন সুযোগ মেলেনি।

২১ মে '৭৯

মার্কিন Time পত্রিকা ১৬ এপ্রিলের এক সংখ্যায় Cover-story করেছে ইসলাম। সাধু প্রচেষ্টা। জানোয়ারেরা ধর্মের কথা ভাবছে। শেষে কিন্তু আর কিছু ঢাকা রইল না। নখর, দন্ত সব বেরিয়ে এলো। মার্কিন বিশ্লেষক লিখেছেন, ".....Basically Islamic states are anti-communist. .....I think we share a common concern and work together to develop a set of friendly

www.pathagar.com

relationship, which can lead to stability in the region." অর্থাৎ সাম্যবাদ-বিরোধিতায় দুই জোট এক। সেই জন্যেই ত Cover-Story এত আর পাতা খরচ।

সন্ধ্যায় কিছু ঝড় হয়ে গেল। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। লোডশেডিং। অন্ধকারে জ্যোতি দাশগুপ্তর সঙ্গে ভাব-বিনিময়। দলবাজির সংজ্ঞা কী? Secterianism সেই দৃষ্টিভঙ্গী যা অপরের সঙ্গে দাঁড়ানোর কোন Common বিন্দু দেখে না। জোর সাদৃশ্যের উপর নয়, বৈসাদৃশ্যের উপর। ভারতের বামপন্থার শোচনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। যদিও এক প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়ার বহু উপাদান আছে, তবু বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না।.... এপারে পূর্ববঙ্গী বাঙালী উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য গিয়েছিল। তিরিশ বছর পরে ফেরৎ এসে আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করুণাসিক্ত, সবাই দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাচ্ছে। মরিচাঝাঁপি পুলিশ আগুন লাগিয়ে সাফ করে দিয়েছে। মার্কস্‌বাদী সরকার আর কোন বিকল্প খুঁজে পায়নি। কম্পুচিয়া, ভিয়েটনাম... হাজার হাজার মানুষের সর্বহারা দশা চৈনিক সাম্যবাদের আদর্শ-প্রসূত। বাঙালী সাম্যবাদীরা কী তারই অনুসারী? সংবাদপত্রে রিপোর্ট পড়ে মনে হয়, তরুণ নওজয়ানের কেউ আর সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকবে না। ইতিহাসের অলিগলির হদিস জেনে কোন তরুণ আদর্শের পতাকা-তলে জড়ো হয় না। গুরুজনদের আচরণ তাদের পথের দিশারী। সাম্যবাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভবিষ্যৎ যুবশক্তির উত্থান-পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন। আগুন-লাগা দগ্ধ হাত যেন ইতিহাসের হাত হয়ে রইল। কলকাতার পথে-ঘাটে কয়েক লাখ লোক পড়ে আছে। সরকার তাদের দায়িত্ব নেয়নি। আরো তিরিশ হাজার লোক যদি জীবন-সংগ্রামের ভার নিজেরাই নিত, কী আসে যেত এই প্রদেশের? বোঝার উপর শাকের আঁটি বরদাস্ত করতে নারাজ মার্কস্‌বাদী সরকার। জানিনে, কোন মার্কস্ থেকে এদের মানবপ্রেমে দীক্ষা। পাতিবুর্জোয়া ভাবধারার বিষ্ঠায় অবগাহনকারী ভদ্দরলোকের সন্তানেরা সর্বহারা-প্রেমিক হয়ে উঠলে, তাদের দশা এম্নি হয়। মহাত্মা এরা নাকি Declassed হয়ে এসেছেন। আসলে Decomposed। তাই দুর্গন্ধ ছড়াতে বা পেছনে রেখে যেতে ওঁদের বেশী বিলম্ব ঘটে না। (পশ্চিমবঙ্গের কোন ঔপন্যাসিকের রিপোর্টাজ ফর্মে এই কলঙ্ককাহিনী লেখা উচিত)। 'কালান্তর' পত্রিকায় শোকসভার রিপোর্ট থেকে জানা গেল, জামসেদপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি হয়েছেন এক অমূল্য মহৎ আত্মা অধ্যাপক আনোয়ার জাকির। উর্দু ভাষার সাহিত্যিক ছিলেন মরহুম। প্রগতিশীল ভাবধারার বাহক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বনিয়াদ দৃঢ় করতে তিনি মুসলমান পাড়া থেকে তার পৈতৃক বাড়ী বিক্রি করে হিন্দুপাড়ায় উঠে আসেন। দাঙ্গাবাজরা তার বাড়ীতে আগুন লাগায় এবং তাঁকে হত্যা করে সত্তর ফুট গভীর এক কুয়ার ভেতর ফেলে দেয়। জানি এই আত্মোৎসর্গ বৃথা যাবে না। সমাজের অভ্যন্তরে তার প্রক্রিয়া কাজ করে যায়—যা ঐতিহ্য নামে পরে খ্যাত হয়—এবং উত্তরকালের সুস্থ বীজের লালন-আগার এইভাবে

www.pathagar.com

গড়ে ওঠে। কিন্তু আজ কে কী সান্ত্বনা দেবে জাকির সাহেবের শোকাহত পরিবারকে, তাঁর নিকট-জনদের? তোমাকে চিনতাম না, বন্ধু। কিন্তু তোমার আত্মা আমার বহুকাল থেকে পরিচিত। সালাম নিও, যেখানেই আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে চলে যাও। জানি তুমি একদিন এই বর্বর দেশে ফিরে আসবে ভবিষ্যৎ মানুষের দেশে।

২২ মে '৭৯

খিদিরপুর। পেয়ারা সবলসিংহপুর গেছে সপরিবার। শাহাব উদ্দীন ছিল। হালিমা স্বর্গীয় প্রিয় বন্ধু আনোয়ারের কন্যা ওদের সঙ্গে সম্পর্কের আর এক গভীর সূত্র জড়িত। ঘন্টা দেড়েক ওদের সঙ্গে কেটে গেল। পরে অধ্যাপক রবি, নিশা গুহ সদনে। সেখানে আছে 'দুশ্‌মন কাকু' নামে পরিচিত যার কাছে আমি-গুহনন্দন এবং নন্দিনী টুন্‌টুনি। গৃহগুঞ্জন এখন বড় প্রলুব্ধ করে। তাই সহজে যেতে যাই। অকপট-হৃদয় রবি গুহের সঙ্গে আমার মতের মিল–আর এক হেতু–এই বাড়ীর আকর্ষণ। পরে বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আর এক বিদূষী মহিলার সঙ্গে আলাপ হোলো। আসরের রেশ দুপুর পর্য্যন্ত। সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি। বহু প্রিয়জন-মুখ এক এক করে কাছে এসে হানা দেয়। ওদের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যাব না। রুদ্ধ কণ্ঠ, মিলিটারী ওই জংগলে, বেঁচে কী সুখ পাব? পাউডার-মাখা পার্লামেন্ট হয়েছে সম্প্রতি। তা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেই দেখা যাবে দন্ত-ছিরকুট প্রেত-কঙ্কাল।

২৩ মে '৭৯

বেলা দশটা নাগাদ রণেশদা সমীপে। জ্যোতি দাশগুপ্ত ও শিশিরদা ছিলেন। সকলে কর্মব্যস্ত। আমারও তাড়া বহু। তাই আমার আড্ডা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। টুঁ দিয়েই বিদায়। সকালে কাপড়-ধোওয়া বাকী ছিল। সেগুলো সেরে পড়তে বসলাম। আজ ক'দিনে মন বসল না। উপন্যাস কবে শুরু করব? একবার ছেদ পড়লে, সব চিন্তা বাগে আনা দায়।

ব্যক্তিগত ও সরকারী নৈতিকতা কি আলাদা কিছু? মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাফাই গেয়েছেন, মরিচাঝাঁপিতে কিছু হয়নি। আসলে ভদ্রলোক অধ্যাপকোচিত মিনমিনে, তুলতুলে। এখন মনে হয়, থাবা নখ দাঁত সবই ওঁর আছে। মার্কসবাদের এই কলঙ্ককালিমার প্রতীকরা মানবতার আন্দোলনকে বেশী দূর নিয়ে যেতে পারবে না। তবে বনিয়াদী, গদীওয়ালা হয়ে গেছে ওরা। কাজেই Nuisance-value প্রচুর। পঞ্চাশ বছরে সাম্যবাদী আন্দোলন এখনও কোন বেগবান শক্তি নয় ভারতবর্ষে। তার অন্যতম কারণ, এই সুবিধাবাদী আরামলোভী জীববৃন্দ। এদেশের মাটী এরা চেনে না। জান্তব মগজ নিয়ে এরা চীন-পন্থী হয়েছিল। তাই পার্টি ভাঙে। Pol Pot তিরিশ লাখ লোক মেরেছে কাম্পুচিয়ায়। এদের পাপ ত অনেক কম। এখানে মাত্র

www.pathagar.com

তিরিশ হাজার মানুষ। এক শতাংশ মাত্র। বিবেকের কাছে পল পটের মত অত ভারী জবাবদিহির বালাই এদের নেই—জ্যোতি বসু বিবেককে হয়ত চোখ ঠারছেন, সেই কথা ভেবে।

২৪ মে '৭৯

মাসুদ এক সালিশীর ব্যাপারে দ্বারভাঙ্গা যাবে সন্ধ্যায়। ওর দরজায় প্রবেশের আগে দেখা গেল বারান্দায় তৃপ্তি মিত্র দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হোলো অল্প সময়ের মধ্যে। শাওলীর বিয়ের পর প্রায় ওদের বাড়ী গিয়ে হতাশ ফিরে আসতে হয়। প্রায় সবাই out থাকেন। আজ আর এক টান মাসুদ। তাই সংলাপ দ্রুত শেষ। মাসুদ হঠাৎ বেশী Contemplative হয়ে উঠছে। ফলে, ওর স্বাভাবিক সজীবতা নিষ্প্রভ। শরীর টান মারছে ভেতর থেকে, বোঝা যায়। আমাকে তা নানা আশঙ্কায় ভাবিয়ে তোলে। কলকাতার বুকে এই এক শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, যার উপর সব সময় নির্ভর করা যায়। মাসুদ ষ্টেশনমুখী। আমি তাহেরা মাসুদ ও বাড়ীর অন্যান্যদের সঙ্গে বসে রইলাম। শরীর সয় না, তবু মাসুদের Public engagement এর কামাই নেই। এবার ফিরে এলে ওকে পূর্ণ বিশ্রামের জন্যে তাগিদ দেব।

২৫ মে '৭৯

দক্ষিণ আফ্রিকার নিহত নেতা ষ্টেভ বিকো-র জীবনী লিখেছেন ডোনাল্ড উডস্ Woods নামক সাংবাদিক, যিনি শ্বেতাঙ্গ। কিন্তু তার পরিচয় সাংবাদিকতা বা গায়ের রঙে সীমাবদ্ধ নয়। বড় দরদের সঙ্গে উডস্ সাহেব তার 'কালা' বন্ধুর পরিচয় দান শুরু করেছেন। বইটা সহজে ছাড়া দায়। সারাদিন কেটে গেল এক শহীদের জীবনচরিত নিয়ে। কিন্তু এত বড় বই, তিন দিনে শেষ করা যাবে না। তাছাড়া স্বর্গীয় বিকো Bico-র বহু মন্তব্য লিখে রাখার মত। বোঝা যায় কী স্বচ্ছ ছিল তাঁর দৃষ্টি। বিকো এক জায়গায় লিখেছেন, ".....Culture is largely a social product which is imposed on each individual by the socializing process to which he is subjected in his particular society. Culture is a living tradition, a collection of ideas and belief which represent a people's collective way of life" এত সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত রূপরেখার তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলেন। এমন মহৎ ধীশক্তি-সম্পন্ন প্রাণকে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা কী করে জিইয়ে রাখবে? আরো বহু উদারহণ শহীদ বিকো-র সংলাপ থেকেও উদ্ধার করা যায়। ১৯৭৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পোর্ট এলিজাবেথের (কেপ প্রদেশ) এক নির্যাতনকক্ষে বান্টু ষ্টিফেন বিকো bantu Stephen Bico মারা যায়। বর্বরেরা মাথায় আঘাতে আঘাতে তার মগজ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল খুলিসহ।

www.pathagar.com

২৬ মে '৭৯

আজ নজরুল জন্মদিবস। সারাদিন অধ্যাপক Barri clough এর "An Introduction to Contemporary history" পড়লাম। তথ্য সম্বলিত এই পুস্তক যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। কিছু নোট রাখব পরে। বিশেষতঃ অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র ছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই সে বিষয়ে অধ্যাপক অতীব সোচ্চার। প্রাক্তন উপনিবেশের প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নেতাদের এই গ্রন্থ পড়ে দেখা উচিত।... সন্ধ্যা, তাহেরার সঙ্গে। নজরুলের গান শোনা গেল, বেতারের অনুষ্ঠিত প্রোগ্রাম থেকে।

২৭ মে '৭৯

সুনীল জানা আমাকে বলেছিল Bengali Theatre এর লেখক কিরণময় রাহার সঙ্গে দেখা করতে, ওর কতগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। টেলিফোনে যোগাযোগ। সেই মোতাবেক লাভলক্ প্লেসে উপস্থিত হলাম সকাল আটটায়। পূর্বোক্ত বইখানা পূর্বেই পড়া। অল্প পরিসরে কিরণময় বাবু বাঙলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস বেশ দক্ষতার সঙ্গে স্থাপন করেছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় নাটকের সঙ্গেও রাহা-মশায়ের পরিচয় বড় ঘনিষ্ঠ। আমারই বয়সী। ধূসর চুলের জন্যে হঠাৎ প্রৌঢ় মনে হয় ওকে। আলাপে বুঝলাম সাহিত্য ছাড়া আরো নানা দিকে রাহা-মশাই বিশেষ কৌতূহলী। দিল্লীতে ৭৩ সনে একবর দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে আমার। মনে ছিল না, লজ্জার সঙ্গে তা স্বীকার করলাম। সকাল দশটা পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে। ওই পাড়ায় স্নেহাস্পদ হাসি/সুবীর দাশগুপ্ত থাকে। ওদের সঙ্গে দেখা করলাম। এই দুই জনের সঙ্গে সম্পর্ক নির্বাসন জীবনে নানা কারণে অনেক নিকট। দু'মাস কলকাতায় ছিলাম না। তাই ভেতরের তাগিদ আরো বেশী। কিন্তু সুবীর তখনই বেরিয়ে যাবে। দেখা হোলো নাম মাত্র। একই কম্পাউন্ডে দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও অঞ্জুলি থাকে। ভট্টাচার্যি অতীব সমাজসচেতন সৎ নাগরিক। ওরাও বেরিয়ে যাচ্ছেন এক অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে। বেশীক্ষণ আর দেরী হোলো না, একত্রে সবাই বেরুতে।

সন্ধ্যা তৃপ্তি মিত্রের নেমন্তন্নের ডাকে এ্যাকডেমী ফাইন আর্টসে। আকর্ষণ বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' নাটক। মধ্যবিত্তের অপরাধবোধের এক দিক নাট্যকার উন্মোচন করেছেন। বহুরূপীয় প্রযোজনা (তৃপ্তি মিত্রই সব রকমের গিন্নীপনার ভার নিয়েছেন-অভিনয় নির্দেশনা) নিখুঁত। এক মুহূর্তও কোথাও শ্লথগতি নয় নাট্যপ্রবাহ। চব্বিশ ঘণ্টার কম নাটকের পরিসর। গল্প-বৃত্তাকার। এক রোববারে সকাল থেকে রাত্রি। একই Illusion- কে নাট্যকার নানাভাবে ভেঙেছেন। এই ভাবে Dimesion আনার চেষ্টা এখানে স্পষ্ট। কিন্তু কেন জানি মন ভরে না। সমস্যা সম্পর্কে নাট্যকার সচেতন। কিন্তু সমাধানেরও চেষ্টা পান নেতিভাবে। ফলে,

www.pathagar.com

নাটকের কাঠামো খানিকটা সঙ্গতিময় নয়। বাউন্ডেলে শ্বশুর/কিশোরী-ভজনা প্রভৃতি যে সব কাহিনী উপস্থাপিত তা বড় ছককাটা মনে হয়। যৌথ অপরাধ এবং ব্যক্তিগত অপরাধের পাশাপাশি উপস্থাপনা তুলনায় মেলে না। বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভুল। Individual রা হন্যে হয়ে ওঠে। তার সমষ্টি যৌথ-হত্যা প্রেরণা। কিন্তু এই পরিণাম শুধু Individual-এর অধঃপতন থেকে আসে না। জটীল এখানে ব্যষ্টি-সমষ্টির সম্পর্ক। নাটকে তার ঘাটতি পরিকল্পনার মধ্যেও ঘাটতি টেনে এনেছে। অবিশ্যি বহুরূপীর Teamwork এত কিছু ভাবার সময় দেয় না নাটক চলার সময়। দর্শকের ভিড় প্রচুর। যদিও তৃপ্তি মিত্র বহুদিন ধরে "বাকী ইতিহাস" খেলছেন... আকস্মিকভাবে স্নেহভাজন এখলাস, চাটগাঁর প্রকাশক শফীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নাটক দেখতে ওরাও শরীক। বড় প্রীত হলাম হঠাৎ ওদের পেয়ে।

২৮ মে '৭৯

সকালে লোডশেডিং। নাস্তা বন্দ। আবার 'হীটার' জ্বলবে না। তাই গোসল সেরে কল্যাণী ধরের বাড়ী। Full house. রান্নাঘরের সামনে বসে নাস্তা সারলাম। বৈঠকখানায় বাঙলাদেশ-আগত পুরাতন দুই ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একজন বর্তমানে ব্যবসাদার। ওদের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কাটল। পরে গন্তব্যস্থল-নীলরতনের সদনে—যেখানে শফী ও এখলাস উঠেছে। প্রতিমা ছিল, নীলরতন আপিস চলে গেছে। এখলাস বাইরে। বেশ স্বাভাবিক আবহাওয়া। হঠাৎ বজ্রপাত। মল্লিকপুর থেকে ছোকরা এসে সোজাসুজি খবর দিলে প্রতিমাকে ওর ভগ্নিপতী সুনীল ব্যানার্জি সকালে মারা গেছেন। রাত্রে করোনারী থ্রমবসিস হয়েছিল। শান্ত প্রতিমা। প্রায় উন্মাদিনী। শফীর বউ ও পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েরা ছুটে এসে ওকে ধরল। দাপাদপি করতে লাগল প্রতিমা নিজকে নিয়ে। হঠাৎ এমন ভাবে খবর ওকে দেওয়া উচিত হয়নি। ছোকরাটাকে পরে আমি তিরস্কার করলাম। ট্যাক্সি করে কয়েকজনের হেফাজতে প্রতিমা মল্লিকপুর রওয়ানা হোলো। পেছনে এ বিষাদের আবহাওয়া। তবু অনেকক্ষণ বসে রইলাম শফীর সঙ্গে। পরে এখলাস এলো। খবর শুনে সেও থ। বড় শান্ত এবং হিতৈষী প্রাণের অধিকারী এই দুই ভাইবোন। তাদের উপর এমন বিপদ। দুপুরে বড় বিষণ্ন বাড়ী ফিরে এলাম।

বিকেলে এক শিল্পীর প্রদর্শনী দেখলাম। ছবি, ভাস্কর্য দুই আছে। এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ঢুকেছিলাম ময়দানে বেড়াতে এসে। শিল্পী কোন খ্যাতনামা জন নন। শ্রীফণী ভুষণ, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ বিদ্যাপাঠের শিক্ষক বা ছাত্র। গ্রাফিক আর্টসের কাগজগুলো কাঁচা। Folk-motive stylized—কৃত্রিমতা সহজে চোখে পড়ে। ভাস্কর্য তথৈবচ। হঠাৎ একটা পদ চোখে পড়ল। নাম দিয়েছেন শিল্পী ঃ Foundation of Bangladesh. বিরাট কাঠের গুঁড়ি গায়ে অনেক ছিদ্র (গুলির দাগ)

www.pathagar.com

এবং গায়ে কালো রঙে সাপ পেঁচা প্রভৃতির ঝাঁপসা আদল আঁকা। অবাক হয়ে গেলাম। শিল্পী এবম্বিধ ভাস্কর্যের প্রেরণা কোথা থেকে পেলেন? প্রদর্শনীতে অনেক সময় শিল্পী উপস্থিত থাকেন। খোঁজ নিলাম তিনি পুরুলিয়া আছেন, আসেননি। অমন ঐতিহাসিক চেতনার উৎস কোথায়? বড় কৌতূহল হয়ে গেল জানার।

২৯ মে '৭৯

শোকের আবহ। নীলরতনের বাড়ী যেতে হোলো। আজ ওরও দেখা পাওয়া গেল। পরে শফী ও এখলাসের সঙ্গে ঘণ্টা দেড়েক। পথে ঢুঁ দিলাম শ্রীরমেন মিত্র সদনে। দাদার সঙ্গ সতত সুধা। সিংহ ব্যাধির জুলুমে গুহাবাসী। নচেৎ এমন বান্দা এমনভাবে বন্দী থাকে। শ্রীযুক্ত শিলা মিত্র (ইলার চেয়ে ঐ নাম আরো চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব অনুগ) কলেজের খাতা নিয়ে বসেছেন। জীবিকার অঙ্গীভূত কাজ। আজ এক জোড়া রসগোল্লা পরিবেশন করে উধাও হয়ে গেলেন। রমেনদার সাহচর্য সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত উপভোগ করা গেল। বাইরে তুমুল রোদ্দুর। কিন্তু আমার বেশ গা-সওয়া হয়ে গেছে। সারা বিকেল Steve Biko-র জীবনচরিত নিয়ে। আফ্রিকার জন-নায়ক এই সব কৃষ্ণ-কুসুমের সৌরভে অভিভূত হয়ে রইলাম গোধূলিলগ্ন পর্য্যন্ত।

৩০ মে '৭৯

সকাল চার ঘটিকা। স্নান ইত্যাদি সেরে এখলাসের নিকট। ওরা আজ ঢাকা যাবে। কয়েকটা বই, রুবেনের জন্যে ফটো এবং পুঁটির জন্যে জর্দা দিতেই সকালের তোড়জোড়। বাড়ীটা শোকাচ্ছন্ন। নীলরতনকেই হয়ত বহু ভার বহন করতে হবে। কারণ, বোনের ছেলেমেয়েরা কেউ সংসারের ভার নেওয়ার উপযুক্ত নয়। প্রতিমা ফিরে এসেছে। আবার আজই বোনের কাছে ফিরে যাবে। শফী, এখলাস, মিসেস শফী বিদায় নিলে আমি কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের কাছে গেলাম। অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। কবি ও ঝর্ণা সেন উভয়ে প্রীত। নানা আলোচনার আসর বসে গেল দুজনে। ঘোলের সরবৎ খাওয়ালেন কবিজায়া চলে আসার পূর্বে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা এক গাদা চিঠি লিখলাম। মালয়ালম লেখক O.V. Vijayan এবং আরো অনেককে। সন্ধ্যা অশোক ও সাধনা বাগচীর সঙ্গে। নানা বিষয়ে কৌতূহলী নার্ভ শল্যবিদের সঙ্গে আলাপে বেশ উপকৃত, প্রীত এবং স্ফীত হওয়া যায়। দুরদর্শনে গানও শোনা গেল। ন'টার সময় ফিরে পড়তে বসলাম। সওয়া দশটা পর্য্যন্ত। ষ্টেভ বিকোর জীবনচরিত সঙ্গী।

৩১ মে '৭৯

খতীব আমাকে বঙ্গবন্ধুর একটা পোট্রেট দিয়েছিল। তিনি ওটা ওকে সই

www.pathagar.com

করে দিয়েছিলেন। ছবিখানা আমি বাঁধিয়ে আনলাম। অবিশ্যি আসলের কপি। খতীব নিজে আরো Print করিয়েছে বন্ধুবান্ধবদের উপহার দেওয়ার জন্যে। ছবির নীচে বাইবেলের সুরে একটা লাইন লিখে দেওয়া উচিত.... "Weep not for me, but for yourselves and for your children." বাঙলাদেশের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে তা বুঝতে পারছে। চালের দাম পাঁচ টাকা। দেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। বর্তমান শাসকদের প্রতিমূর্তি চিনে নিতে কারো বেশী বিলম্ব ঘটবে না।

১ জুন '৭৯

পত্র পেলাম। প্রেরক আমার পৌত্র মেজ ছেলে আসফাকের ছেলে। বড় বড় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখেছে—পাঁচ বছরের বালকের পক্ষে যা সম্ভব। আমার ফিরে যাওয়ার তাগিদ আছে। নচেৎ সে আমার সঙ্গে আড়ি করবে। কচি প্রাণের আহবান। মনটা দলিয়ে দিয়ে গেল। নীড়ের সুখ আপাততঃ আমার জন্যে হারাম হয়ে গেছে। সুফেন (ওর ডাক নাম) বড় হয়ে হয়ত সব বুঝতে পারবে। আজ ওকে জবাব কী দেব, ভেবে পাচ্ছি নে।

২ জুন '৭৯

আফ্রিকান নেতা ষ্টেভ বিকো-র জীবনচরিত নয়, মৃত্যোত্তর কাহিনী শেষ করলাম। ডোনাল্ড উউসকে ধন্যবাদ, গোটা মানবতার অন্যতম উত্তম প্রতিনিধিরূপে তিনি এই বইয়ের বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিষ্ট ভোরষ্টার সরকারের আওতায়, লেখক নিজে শ্বেতাঙ্গ হয়েও, থাকতে পারেননি। বিকোর সুহৃদ তিনি। আবেগ-উচ্ছল হননি সাংবাদিক। সংযত ভাষায় ধিক্কার হেনেছেন তিনি নিজ দেশের সরকারের প্রতি। জোরালো যুক্তির সঙ্গে মানবিক আবেদনের এমন সংযোগ খুব কম রিপোর্টাইজেই পাওয়া যায়। দুঃখ হয় মাত্র তিরিশ বছর বয়সে বিশ্বনেতৃত্বের সম্ভাবনাময় গুণ নিয়ে যিনি জন্মেছিলেন তার জীবনের অবসান ঘটল এমন করুণভাবে, জল্লাদদের নির্দয় অবহেলায়। আগামী কালের পৃথিবী এইসব মানুষকে ভুলতে পারে না। কারণ, ভবিষ্যৎ মানবতার মডেল রূপেই ষ্টেভ বিকো প্রত্যেক দেশের চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সরল ভাষায় বলা ওঁর অনেক বাণীই লিখে রাখার মত। ষ্টেভ বিকো বলেছেন- "When people are starving, unemployed and exploited, Food, works and social security are higher priorities for then than individual liberty." এমন বহু বাণীর উৎস নিহত শহীদ বিকো। সংবাদপত্রে দেখলাম, উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ম্যালেরিয়ায় শত শত লোক মৃত। অভুক্ত মানুষ সহজেই রোগের শিকার তথা মৃত্যুর শিকার। বিদেশী ভিক্ষের টাকা আসতে পারে। কিন্তু তা দেশ-গঠনের

www.pathagar.com

কাজে লাগানোর জন্যে মানসিকতা এবং যথা-পন্থা দরকার। একদল প্রাক্তন নেকড়ে হঠাৎ নির্বাচন-মারফৎ দেশসেবী বনে যাবে—এমন আশা বাতুলতা প্রেরণা-দীপ্ত প্রাণও বাঁচতে মানুষকে অনেকখানি সাহায্য করে। তেমন কণ্ঠ কোথায়? ভণ্ড মুনাফেকরা যখন কথা বলে, তা অন্তর স্পর্শ করে না। কারণ উৎসের সঙ্গে জনগণের পরিচয় ত হঠাৎ গজিয়ে তোলা অসম্ভব। তিন বছর ন'মা বঙ্গবন্ধু পরলোকে। কত মৃত্যুর মিছিল না তার পরে দেখলাম। আশা করা যাক. দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ আবার দেখা দেবে।

৪ জুন '৭৯

শরীর অনেকখানি সইতে পারে। কিন্তু সহিষ্ণুতার পেছনে যদি অনেক সময় চলে যায়, সব বৃথা হয়ে যায়। জীবন-যাপনের ধারা সহজ করে তোলা তাই প্রত্যেক সমাজসংগঠকদের ব্রত হওয়া উচিত। প্রচণ্ড গরম পড়েছে কলকাতায় তদুপরি 'বিজলী' দেবী থাকেন না। ছাদে আমার কামরাখানা। সকাল-বিকেল এমন তেতে থাকে যে পাখা চালানো অপেক্ষা বিনা-পাখায় থাকা অনেক আরামপ্রদ। তারি মধ্যে, আমার লেখাপড়ার কাজ থেমে থাকে না। কিন্তু ক্লান্তি এত সহজে এসে পড়ে যে কাজ পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর কোঠায়। গতকাল ১০৯.৮ ফারেনাইট ছিল। এইভাবে কিছুদিন চললে, তাড়াতাড়ি বার্ধক্য না ধরে যায়।

গোধূলির কিছু পূর্বে কাজ-কর্মে ছেড়ে কল্যাণী ধর সদনে। ক'দিন থেকে ঘরে দই-পাতার ঝামেলা (?) নিয়েছি। আজ খেয়াল ছিল না, সাজা রাখিনি। ধরদের বাড়ী কল্পতরু বৃক্ষ। শিশি করে সাজা নিয়ে এলাম। পুরস্কারও। কল্যাণী দেবী উত্তম ঘোলের সরবৎ খাইয়ে দিলেন আরো উপাচারসহ। আলুর দম ছিল তোফা।

৫ জুন '৭৯

সারাদিন লেখাপড়ার পর সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। বন্ধুবান্ধবরা বিদেশে ছড়িয়ে আছে। অনেকের প্রসঙ্গ এলো। মাসুদের হঠাৎ স্মার্টনেস চলে গেছে। শরীর ওকে কাবু করে ফেলছে মনে হয়। আমিও রীতিমত বিচলিত। বয়স বার্ধক্য যৌবনের সব কিছু ধরে টান মারে। মানস-জগৎ থাকলে, আর কিছুয়ের জন্যে দুঃখ থাকা উচিত নয়। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম মেনে নেওয়াই শ্রেয়।

৬ জুন '৭৯

লন্ডন থেকে টেলিগ্রাম এলো। হঠাৎ ব্রজপাত। বন্ধু মাহবুব রশীদ আর ইহলোকে নেই। খবরটা যদি মিথ্যে হোতো। দেখা হোলো না। একটি আত্মার

www.pathagar.com

সঙ্গে—পেশায় যার অবস্থান জনসাধারণ থেকে বহুৎ দূরে হলেও মানুষের কাছাকাছি সে ছিল সব সময়। প্রগতিশীল, উদারচরিত এমন একটি চরিত্র মুসলমান সমাজ থেকে খসে যাওয়া সামাজিকভাবেও ক্ষতিকর। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা বাদ দিলাম। বোন হোসনা একা এবার। লড়াই করতে জানে তাই ওকে নিয়ে ভাবনা নেই। কিন্তু ওর মানসিক প্রশান্তি আর কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

আরো দুঃসংবাদ অধ্যাপক আবু তৈয়ব ঘোরতর অসুস্থ। পিজি হাসপাতালে আছেন। ঢাকা থেকে ওঁর বোন এবং আবু রুশদ এসেছে সংবাদ পেয়ে। ওদের সঙ্গে বিকেলে হাসপাতালে গেলাম। খোঁয়ারির মধ্যে আছেন তৈয়ব ভাই। আমাদের দেখে ম্লান হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা হাসপাতালে থাকলাম। পরে আমি আর মতীন (রুশদের ডাক নাম) গেলাম কলেজ স্ট্রীট। আমার কিছু কাজ ছিল। বিষণ্ন সকাল, বিষণ্ন সন্ধ্যা। রাত্রে কিছু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল। স্বপ্নে পুঁটিকে দেখলাম। বলছে, "রোববারেই যেও।" ঘুম ভেঙে গেল। হদিস খোঁজার মেজাজ ছিল না। হেসে স্বপ্নকে বিদায় দিলাম।

৭ জুন '৭৯

সকালে আবু রুশদের সঙ্গে। সে ঢাকায় এক ইংরেজী কাগজের কলামিষ্ট। সৎ লোক সরলভাবে সমাজ-বিরোধী কাজ করে বসে, ওর কোন কোন কলাম তার প্রমাণ। রুশদ রাজনীতিতে তেমন কোন ঔৎসুক্য দেখাত না। এদিকে ওকে আনাড়ি বলা চলে। অথচ 'কলামে' রাজনীতি এসে পড়ে। কোন Persuit ছিল না ওর Politics-এ। হঠাৎ এই ভোল ক্ষতিকর। World Bank কী, অনুন্নত দেশে তার ভূমিকার স্বরূপ ওর জানার বাইরে। তাই ম্যাকনামারার প্রশস্তি লিখে বসে। ভিয়েটনামের যুদ্ধে এ্যাটাম-বোমা নিক্ষেপের অন্যতম সুপারিশকারী ওই মার্কিন জানোয়ারটি। তা যদি রুশদ্ জানত! ওকে সাবধান করে দিলাম। সৎ লোক অজানিতে অন্যায় করে বসে যদি পরিবেশের হদিস ঠিকমত না জানে।

পুরাতন কালের মত দুজনে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুয়ের কফি হাউসে গেলাম। কিছু কালক্ষেপ। পরে ডেরায়। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। রশীদের মৃত্যুর আবহে পুরাতন স্মৃতিরাজ্যে দুই জনে অনেকক্ষণ।

৮ জুন '৭৯

বাঙলাবাজারের প্রকাশকের সঙ্গে সকালে সাক্ষাতে গেলাম। হাজার তিনেক টাকা পাওনা হয়েছে, আমার স্ত্রীকে দেওয়ার জন্যে, অনুরোধ করলাম। ঢাকায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখবে কিনা কে জানে।

নিকটে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের সদন। ঢুঁ দেওয়া গেল। চিকিৎসক গৃহিণী মাধুরী

www.pathagar.com

দেবী অতিথি-সৎকার করলেন। ডক্টর ঘোষের সঙ্গে দেখা হোলো না, রোগী দেখতে out আউট। একই পাড়ায়, অচ্যুত সাহার আড়ৎ। অস্তিত্ব-রক্ষায় প্রকাশনা ব্যবসায়। জ্ঞানপিপাসার তাড়নায় বই অষ্টপহর নিয়ে থাকলে ত সংসার চলবে না। এখন বই নিয়ে আছেন ঠিকই। কিন্তু জ্ঞানরাজ্য ঝাপসা হয়ে আসছে। যেন দূরের জিনিস, সেই আদিখ্যেতা তুললেন। ছোট প্রতিষ্ঠান। সেখানেও প্রশাসনের ঝামেলা কম নয়, আজ নিজেই দেখলাম। অথচ অচ্যুতদার অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল। জীবনের স্রোত ঠেলে-ঠেলে কাকে যে কোথায় নিয়ে যায়। দেশবিভাগের ফলে শ্রীঅচ্যুত সাহা আর যৌবনের আদর্শ-স্রোতে বয়ে যেতে পারলেন না। সম্প্রতি বাঙলাদেশ থেকে ফিরেছেন। ওঁর ছোটখাটো রিপোর্ট থেকে অনেক কিছুর আঁচ পাওয়া গেল।

বিকেল সেজ ছেলে হাবলুর বন্ধু আলমগীর কবির সমীপে। একগাদা 'এরিনমুর' তামাকের টিন পাঠিয়েছে। গরম কালে পাইপ খাই না, ও জানে না। হোটেলে আরো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরলাম। সকাল থেকে গোড়ালির উপর। সন্ধ্যায় লেখাপড়া করা গেল। সময়ের অপচয় করে করেই এগোনো ছাড়া পথ নেই।

৯ জুন '৭৯

আবু রুশ্‌দ, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস এবং আমি চার জন সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলাম চল্লিশ বছর পূর্বে। জীবন-স্রোতে আমরা ভেসে গেছি নানা দিকে। দেশবিভাগ আর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার উৎস। ব্যক্তিগত পর্য্যায়ের রুশ্‌দ, আবুল এখনও বড় কাছাকাছি, যদিও আমাদের মানস-জগতে বিভেদ বহু। পুরাতন স্মৃতির তোড়ে মতীন (রুশ্‌দ) আবার ভেসে যেতে চায়–দেখা যখন হয়েছে এই কলকাতায় পুরাতন ব্রজভূমিতে। কলেজ-পলাতক ছাত্রের মত দুজনে ন্যুমার্কেট-এর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলাম। রুশদ্‌ কিছু কেনাকাটা করল। সন্ধ্যার জন্যে সিনেমার টিকেট পর্য্যন্ত বাদ গেল না। ছবির নাম "SWARM" স্থানঃ ন্যুএম্পেয়ার। ছবি দেখার লোভ অন্য কারণে। আমার "পতঙ্গপিঞ্জর" উপন্যাসের পঙ্গপাল নিয়ে কারবার। এখানে মৌমাছি। ছবিটা Technically বেশ রোমাঞ্চকর। কিন্তু কিছু খবর বহন করে না। পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গী স্রেফ গল্পবলা। তদুপরি, Air-condition ছিল না ভাল, গরমে ঘামছিলাম। কিছু পূর্বে বেরিয়ে এসে আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখলাম। এক মতীনের সাহচর্যলাভ, নচেৎ সন্ধ্যাটা বৃথা গেল।

১০ জুন '৭৯

সকালে আলমগীর কবিরের হোটেলে। মহাম্মদ ইউসুফ (গত পরশু পরিচয়)

www.pathagar.com

ছিলেন। সুফেন-রুবেনের জন্যে খেল্‌না, বই দিতে এসেছিলাম। ওরা মঙ্গলবারে ঢাকা যাবে। সুনীল জানা আমাকে নজরুলের বৃদ্ধকালের একটা ফটো উপহার দিয়েছিল। তাও ওদের হাতে দিয়ে এলাম। পরে হোটলে থেকে বিদায় চা-পানের পর। বিকেল থেকে শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। হেতু বোধ হয়, চায়ের সঙ্গে ডবল ডিমের পোচ্ আহার। একটার পক্ষপাতী আমি, ওদের পীড়াপীড়িতে অমন কুপথ্য। ভবিষ্যতে আর এমন পথ মাড়াব না। সুস্থ শরীর এমনভাবে ব্যস্ত করা অন্যায়। ঝিমঝিমানি গেল না। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে কলক্ষেপের বাসনা, অতএব। রাজ্জাক চৌধুরী পরে যোগ দিলেন। আজ দুটো চিঠি পেলাম। সুনীল জানা লিখেছে দিল্লী থেকে, আবু জাফর শামসুদ্দীন ঢাকা থেকে। শেষোক্ত জনের বড় অনুরোধ যেন ফিরে যাই। ওর অসুবিধা আমার জানা। কেউ কথাবলার লোক নেই। বেচারা বড় নিঃসঙ্গ। মার্শাল ল' উঠে গেছে। এখন হয়ত দেশে ফেরা যায়। কিন্তু স্বৈরাচারের প্রসাধন খসে পড়তে ক'দিন? রাত্রে ঝড়বৃষ্টি শুরু হোলো। গৃহপানে বিবাগী মন।

১১ জুন '৭৯

ভাই অধ্যাপক আবু জামাল আবু তৈয়েব গত রাত্রে পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অগ্রজকে দেখতেই ঢাকা থেকে রুশ্‌দ এসেছিল। আমার শরীরে ঝিমঝিমানি যায়নি। ক্ষিধে গায়েব। সকাল থেকে আর বেরোইনি। তিনটে নাগাদ প্রতিবেশীর আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়ে এসে পড়ার সময় চোখে পড়ল তৈয়ব ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। গায়ে জ্বরজ্বর-ভাব। চাদর ও ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওদের বাসায় পৌঁছে দেখি, লাশ নিয়ে কবরস্থানে চলে গেছে। হতাশ ফিরে এলাম। শরীর আরো অবসন্ন। শেষে ট্যাক্সিযোগে মাসুদ সন্নিধানে। ও বাড়ী নেই। তৈয়ব ভায়ের জানাজায় সামিল হতে গেছে। ফিরে এলো ছ'টা নাগাদ। দুজনে বিষণ্ন সন্ধ্যা কাটিয়ে দিলাম প্রায় নির্বাক চুপচাপ এক জায়গায় বসে। রশীদ আবহ, যে নাম লিখত Raschid বানানে, পেশায় ব্যাঙ্কার।

১১-১৩ জুন '৭৯

তিনদিন বিছানায়। পেটে দাহ। বায়ু উর্ধ্বগামী। প্রাণ বেরিয়ে আসার ফিকির। সন্ধ্যায় ডক্টর কৃষ্ণপ্রাসাদের নিকট গেলাম। তিনি তিরস্কার করলেন, উনষাট বয়সে কী Nature cure এর অপেক্ষা করে কেউ? সঙ্গে সঙ্গে আসেননি কেন? স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আমার প্রতি মমতাপরায়ণ। মাধুরী দেবী বাথরুমে পড়ে পা মচকে শয্যাশায়ী। তিনিও সমর্থন দিলেন পতিদেবতার। একঘরে অগত্য নাচার।

www.pathagar.com

রাত্রে ওষুধ খাওয়ার পর পেটের বিষবিষানি আরো বেড়ে গেল। দুশ্চিন্তাময় রাত্রি।

১৪ জুন '৭৯

আবু রুশদ্ দেখা করতে এলো সকালে। অগ্রজের (আবু তৈয়েব আবু জামাল) শোক নিয়ে আজ ঢাকা ফিরে যাবে। সারাদিন জলীয় পথ্য। ডাব ঘোল। দিন ভালই গেল। সন্ধ্যায় বার্লি খাওয়ার পর কাঠ-বমি। মানসিক ক্লান্তি বেজায়। রাত্রে ঘুম ভালই হোলো। পেটের উপদ্রব আর নেই।

১৫ জুন '৭৯

শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত দেখা করতে এলেন সকালে। সন্ন্যাসী (মার্কস্‌বাদী দ্বান্দ্বিকতার কী অদ্ভুত প্রস্ফুটন) মানুষটি সাতষট্টি বছর বয়সে এখনও ঋজু মেরুদণ্ড। চলায়-ফেরায় এতটুকু বক্রতা নেই। সান্নিধ্য বড় আরামপ্রদ। মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষের এত ত্যাগ কী বৃথা যাবে? নব্য মনুষ্যত্বের বোধন কি এদেশে হবে না? স্পেনে ইনকুইজিশান (Inquision) দাবড়ে ঘোষণা করেছিল, নৈতিক জীবন অপেক্ষা অন্ধ বিশ্বাসে অনড় আস্থাই বড় নৈতিকতা। এই উপমহাদেশে তারই প্রবাহ চলছে। কবে তা শেষ হবে?

সাম্রাজ্যবাদের Destabilization-পন্থা কতো ভাবে না চালু। এখন ত্রিপুরায় আদিবাসী বণাম বাঙালীর দাংগা শুরু হয়েছে। এ প্রদেশে বামফ্রন্টের সরকার কি এসব তলিয়ে বোঝে? নচেৎ এখনও দলবাজি (secterianism) এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ-কবলিত জনতা পার্টির পদলেহন পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ কেন?

১৬ জুন '৭৯

জলীয় আহার পথ্য। দু'দিন শেষ হোলো। ডাক্তারকে টেলিফোন করে পেলাম না। যন্ত্র বিকল। অগত্যা ট্যাক্সিযোগে মীর্জাপুর। বন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদ আবার ঔষধ দিলেন। অতঃপর চিকিৎসক সদনে সরবৎ খেতে গেলাম। কারণ, ক'দিনে এই প্রথম ক্ষুধার বেগ বুঝতে পারছি। শয্যাশায়ী মাধুরী দেবীর প্রতিনিধি কন্যাগণ তৎপর হয়ে উঠল। ওখান থেকে অচ্যুৎ সাহা সন্দর্শনে। দাদা আড়ৎ থেকে গায়েব। আবার ট্যাক্সিযোগে ডেরায়। কিছু হাঁটাহাঁটি করতে বেরুলাম, শরীর বেশ কাহিল। পা মাটিতে ঠিক পড়ে না। গরবে নয়, আস্ত্রিক গরমে।

ষ্টেটসম্যান পত্রিকার ডিসপ্যাচ ঃ তিন লক্ষ অবাঙালী (অধিকাংশ উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অধিবাসী) তাদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বন্দোবস্ত করতে বলেছে। অনশন করতে শুরু করেছিল কয়েকজন। পাকিস্তান আর ওদের নিতে নারাজ। দ্বিজাতিতত্ত্বের অসহায় শিকার এই ভাই বোনেরা জানত না, ধর্মের

www.pathagar.com

নামে রাজনীতি এই যুগে মানুষকে কোথা নিয়ে যায়। একদা-পূর্বপাকিস্তানে তারা এখন Fifth column. একদা-পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমানে অখণ্ড) তাদের কোন চাহিদা নেই-যদিও মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রকোপে একদা তা যথেষ্ট ছিল এবং প্রভূত পরিমাণে। দুর্দশাগ্রস্ত এই সব নরনারী শিশুদের প্রতি বাঙলাদেশ সরকারের দরদ থাকলে কিছু করতে পারত। কিন্তু ঘাতক সরকার নিজের দেশের মানুষের প্রতি যে মনোভাব দেখিয়ে আসছে, ওদের কথা তাদের বুকে কোন দাগ কাটবে না। মোহাজ্বের দল আবার Floatsum-বানভাসি ভেসে যাবে অধিকাংশ মৃত্যুর প্রবাহে। অথবা বাঁচবে দগ্‌ধে দগ্‌ধে। দেখা যাক, হঠাৎ মানব-দরদী Upstart বাঙলাদেশ সরকার কী করে।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। হঠাৎ বড় বিষণ্ন দেখা যায় ওকে। ভেতরের হদিস কিছু বলে না। কথায় কথায় সহজ হয়ে ওঠে। বয়স, শরীর—এসব ওকে পরপারের ভয় দেখাচ্ছে না ত? অনেক সময় তা স্বাভাবিক চিন্তা রূপে এসে পড়ে।

১৭ জুন '৭৯

শরীর আজ আরো ভাল। প্রসন্ন সকাল।... শহীদ কাদ্‌রীর 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' কবিতার বইখানা থেকে দুটো কবিতা পড়লাম। এই নগরে (কলকাতা) জন্য এই কবি নাগরিক Sensibility-র বড় মধুর দোলা দিয়ে যায় আটপৌরে জিনিসপত্রের "কোলাজ" একত্রে জুড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় লেখা ওর আশ্চর্যভাবে গভীর বেদনাময় কবিতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আজও তার ব্যত্যয় ঘটল না। একটা 'কাপ্‌লেট' বার বার ঘা দিতে লাগল। নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে কবিতাঃ তবে কী এই নিয়তি আমাদের, এই হরিন্ময় ধ্বংসাবশেষ/এই রক্তাপ্লুত শার্ট আজীবন, এই বাঁকাচোরা ভাঙা ভায়োলিন/আট বছর পরেও সেই প্রশ্ন জ্বলজ্বল করছে।

১৮ জুন '৭৯

ওয়েলস—ইংলন্ডের আর এক মুড়ো থেকে আব্দুর রহমানের পত্র পেলাম। একদম অভাবনীয়। দঙ্গল থেকে নিভৃতে মন বুঁদ শান্তির জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। প্রবাসে এইভাবে কতদিন কাটবে? সঞ্জীব কাছে থাকলে এমন সব প্রশ্ন উঠত না। সে-ও দূরে। শরীর এখন চিন্তার ব্যাপার। পেট্রলের লালা-মাখা ডলার ধর্মধ্বজী মানব-শোষকদের হাতে পড়েছে। বাঙলাদেশ সেই পিচ্ছল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সেখানে গিয়েই কি শান্তি পাব? বয়স বাধা দেবে দুর্গমের পথে ঝাঁপ দিতে।

www.pathagar.com

১৯ জুন '৭৯

রাত থেকে প্রচণ্ড দুর্বলতা গোটা শরীরময়। তবু কোন রকমে সকালে উঠে গেরস্থালির কাজ, গোসল ইত্যাদি সারলাম। ডক্টর কৃষ্ণপ্রসাদের কাছে ছুটতে হোলো। ব্লাডপ্রেসার ঠিক আছে। ওষুধ-পত্র দিলেন। পথে ট্রাম থেকে নেমে কল্যাণী ধরের কল্যাণে এক গ্লাস লেবুর শরবৎ পেলাম। দৈহিক ক্লান্তির চেয়ে মানসিক ক্লান্তি আরো বেশী। বৃষ্টি হচ্ছে না। ক'দিন। ছাদ এত গরম হয়ে থাকে যে পাখার বাতাসও কোন আরাম দেয় না। তবু ঘুমিয়ে যাই ক্লান্তির চোটে।

২০ জুন '৭৯

সকালে লক্ষ্মী-বিশ্বাসদের বাড়ী। অনেক দিন ওদের খোঁজ নিতে পারিনি যদিও ওরা খোঁজ নিয়েছে। ক্লান্ত শরীর। কোথাও মন বসে না। ফিরে এলাম দুপুরে। বিকেলে রণেশদা এলেন। কাহিল শরীর। ওঁর সাহচর্যে মন অবিশ্যি চাংগা হয়ে উঠল। এই এক আত্মত্যাগী সজ্জন। বড় বিরল এদের সংখ্যা এদেশে।

২১ জুন '৭৯

গত বছর এই একুশে তারিখে পুঁটিকে এয়ারপোর্টে পৌছাতে গিয়েছিলাম। সকালে পুরাতন স্মৃতি মনের ভার এত বাড়িয়ে দিলে। ঘুমোনোর চেষ্টা পেলাম। অল্প ঘুমও হোলো। শেষে শরীর নিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ গর্তে না বাকী জীবন কাটে।

লক্ষ্মী বিশ্বাসের বাড়ীতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ক্ষিধে নেই। খাবার মুখে দিলে বমি আসে। ওদের বাড়ীতেই রয়ে গেলাম সারা রাত্রি।

২২ জুন '৭৯

সারাদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বার্লি খেয়ে বুঁদ পড়ে রইলাম। হঠাৎ মানসিক কতো রকমের দুর্বলতা না দেখা দিল। অস্থির মন। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলাম।

২৩ জুন '৭৯

সকালে কিছুটা শরীর ভাল। রণেশদা ও সুনীল মিত্র এলেন। শেষোক্ত জন দর্শনের ছাত্র ছিলেন অনুসন্ধান প্রচেষ্টা আজও প্রবল। বলা বাহুল্য, মার্কসবাদী। ফলে, অন্যান্য বিষয়েও প্রচুর যাতায়াত। বড় ভাল লাগল সকালে ওদের সাহচর্য।

বিকেলে সুনীল মিত্র, আবার এলেন আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। ওঁর পরিচিত চিকিৎসক আছেন। লোয়ার রেঞ্জের মোড় পর্য্যন্ত হেঁটে গেলাম দুজনে। পরে ডাক্তার (তমাল বিশ্বাস) দেখিয়ে ওষুধের সন্ধানে। বেক বাগানের

www.pathagar.com

মোড়ে আসতে হোলো। সুনীল বাবু তখনও আছেন এবং আমাকে... তারক দত্ত রোড পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে তৎপর। পাছে একা অসুবিধায় পড়ি। ওকে নিরস্ত করতে হোলো চাপ দিয়ে। এই সব আত্মীয়দের ঋণ আর কখনও পরিমাপ করতে যাব না।

২৪ জুন '৭৯

চিকিৎসকের কল্যাণে সকালে মনে হোলো, কিছু তাগদ ফিরে এসেছে। ওষুধ নানা রকমের। বিধিঃ আহারের পরে এবং পূর্বে। ঝামেলা লাগল। এমতক্ষেত্রে সঙ্গী শেক্সপীয়ার ধরলাম। Richard III নাটকের অনেকখানি পড়া গেল। সন্ধ্যায়ও কেউ এলো না। একা নির্জনতায় অবসন্ন। কী ভুল করে না দু'দিন অনিয়মে চলেছিলাম বাঙলাদেশী শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধের ঠেলায়। আর এমন খর্পরে পড়ব না কোনদিন।

২৫ জুন '৭৯

কী হবে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কথা স্মরণ করে? পুরাতন ঘায়ে হাত দিয়ে আরো যন্ত্রণা বাড়ানো। আলীগড়, জামসেদপুর আবার-আবার রক্তকলঙ্কিত। এবার পশ্চিমবঙ্গে দু'দিন থেকে নদীয়া জেলায় দাংগা শুরু হয়েছে। বহু সহস্র মানুষ সর্বস্বান্ত গৃহহীন। বহু মুসলমান বাঙলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। একদা-পূর্ব পাকিস্তানের খোঁয়ারি একদম চলে যায়নি। এমন তাণ্ডব-নৃত্যের পূর্বাভাষ প্রদেশের সরকার কিছু টের পেলে না? বামপন্থী সরকার। তাই আরো অবাক লাগে। অবিশ্যি যা নেতৃত্বের চেহরা এই মার্কসবাদী পার্টির অবাক হওয়ার কিছু নেই। এদেশে প্রমোদ দাশগুপ্ত নামক এক নেতা আছেন। আজও তিনি বিবৃতি ঝেড়েছেন। ভদ্রলোক ক্লিসে- Monger যৌবনে মার্কসবাদ পড়ে থাকবেন আর কেতাব খোলেননি। ঐ দর্শন অবিশ্যি শুধু কেতাবের ব্যাপারও নয়। কোথায় অবস্থান করেন এরা? নচেৎ ষ্ট্যালিনের ভূতপুজো শুরু করে এমন দিনে? লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ষাট বছর আগে কেতাব লিখেছিলেন। তারপর ছ'দশক। দুনিয়ার সমস্যা আরো জটীল। এঁদের তলিয়ে দেখার ক্ষমতাও নেই। এখনও মোল্লার মত পুরাতন কেতাব পড়ে। কারণ, ধর্মগ্রন্থ পঠনেই পুণ্য। নচেৎ প্রশাসন ব্যবস্থা হাতে থাকা সত্ত্বেও এমন দাঙ্গা বাধে? সমাজ-বিপ্লবের কোন কাজ দু'বছরেও এরা হাতে নেয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ এমনই। কেন্দ্রে R.S.S. কুক্ষিগত জনতা সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বসে থাকলে মধ্যযুগীয় অন্ধতা দূরীকরণের ব্রত কল্পনায়ও আসবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি নামের কলঙ্ক ভদ্দরলোকের কটা বাচ্চা মৌরসী সূত্রে (যেহেতু একদা পার্টি গড়েছিলেন) এখন গদীর উপর বসে আছেন। নচেৎ দাঙ্গার মত এমন শোষ-ঘা

www.pathagar.com

আবার দেখা দেয়? জরাগ্রস্ত আরামপ্রিয় অতীতের উদ্‌গার-ভক্ষী কল্পনাশক্তিশূন্য এমন মার্কসবাদী পার্টি বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

শ্রী শিশির গুপ্ত, রণেশদা দুইজনে আজ এসেছিলেন। দুই জনেই অগ্রজ, বয়স সত্তর-স্পর্শী, আচরণে অন্তরস্পর্শী। বড় ভাল কাটল কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা-ষ্টুলের রিপোর্ট নিয়ে চিকিৎসক-সন্নিধানে। ফেরার সময় রিকশায় ধাক্কা মেরে এক গাড়ী চলে গেল। যাক, রক্ষা। রিকশা উল্টে যায়নি। কড়েয়া থানার গেটের তিন গজ উত্তরে ব্যাপারটা ঘটল। রাস্তায় এত লোক। গাড়ীওয়ালা নির্বিবাদ বেরিয়ে গেল।

২৬ জুন '৭৯

কী অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে গোটা ভারতবর্ষ। প্রদেশে প্রদেশে প্যারা-মিলিটারী C.R.P. পর্য্যন্ত বেতন ইত্যাদি দাবী নিয়ে বিদ্রোহী। সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের শায়েস্তা করতে কর্তৃপক্ষ তৎপর। বোকারোয় উভয় দলে লড়ায়ে আটশ' জন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের লোক মৃত। সাধারণ পুলিশেরা আগেই ধর্মঘট করেছিল। এমন পরিস্থিতি। অথচ সমাজ-পরিবর্তনে এই সব লাভা কাজে লাগানোর কোন রাজনৈতিক দল নেই। বিকল্প বামপন্থীগণ নানা উপদলে বিভক্ত। এই ডামাডোল কদ্দিন চলবে কে জানে? বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তি প্রতিবেশীর দিকে তাকায়, যেহেতু তাদের দুর্বলতা অপরিসীম। দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়ার জালে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

২৭ জুন '৭৯

শরীরের উন্নতি হয়েছে কিছুটা তার উপর নির্ভর করে পোষ্টাপিস গিয়েছিলাম ঝাউতলা রোড। ফেরার সময় আর পা চলে না। রিকশা নিতে হোলো, যে-বাহনে আমি পারতপক্ষে উঠি না। ক্ষতস্বাস্থ্য একটী মানুষ আর একটা মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এদৃশ্য বড় দৃষ্টিকটু। তা এত পীড়াদায়ক। অথচ চোখ বুজে সইতে হয়। বড় তিক্ত স্মৃতি। এমন পার্থিব জন্ম যারা উপভোগ করে, তাদের আমার বড় হিংসে হয়।

রণেশদা দেখা করে গেলেন। দুদিন কলকাতা থেকে গায়েব থাকবেন, নোটীশ দিয়ে গেলেন।

২৮ জুন '৭৯

সুনীল মিত্র এসেছিলেন বিকেলে। সারাদিন একা ঘরে। ওঁর উপস্থিতি অনেক ফাঁক পূর্ণ করে দিল। আজ শরীর আরো ভাল। সামান্য হেঁটে এলাম। তেমন ক্লান্তি লাগল না। মানসিক ক্লান্তি চেপে ধরল। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের জের কোথায় আবার শ্বাস কেড়ে নেবে বলা দায়। নামে বাম—এক অপদার্থ সরকার এখানে

www.pathagar.com

গদীনশীন। এরা মার্কস্‌বাদী আলখেল্লা খুলে ফেলে না কেন? তাহলেও একটা সান্ত্ব না পাওয়া যায়।

২৯ জুন '৭৯

ষ্টেটস্‌ম্যানের স্নেহাস্পদ মানস ঘোষকে বছর ছয় পূর্বে চারটে লাইন লিখে দিয়েছিলাম। লাইন মনে নেই। তবে ভাবটা মনে আছেঃ জন্মের উপর কারো হাত নেই। অথচ সেই জন্মগ্রহণের অপরাধে আমাদের শাস্তি পেতে হয়। নদীয়ার দাঙ্গা উপদ্রব অঞ্চলে এখন মানস গিয়েছে। ষ্টেটস্‌ম্যানে ওর ডিসপ্যাচ থেকে তা ধরা গেল। মানুষ নয়—হিন্দু মুসলমানের সংকীর্ণ লেবেল এখন নিরাপত্তার বাহন। নিকটে বাঙলাদেশের সীমান্ত। এই অঞ্চলে দুরন্ত বর্ষার দিনে অথবা রিফিউজী ক্যাম্পে কী দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে না দিন গুজরান করছে! তার জন্যে কোন কল্পনার শক্তি প্রয়োজন হয় না। মানস ঘোষের প্রতিবেদনেও উল্লেখ আছে প্রশাসনিক ও কর্তৃপক্ষীয় দুর্বলতার। বহু ঘর আগুনের খোরাক হয়েছে। রিফিউজীরা ঘরে ফিরবে। কিন্তু কোথা সেই মাথাগোঁজার ঠাই? আকাশ, বর্ষার আকাশ কোন সাহায্যেই এগিয়ে আসবে না।

৩০ জুন '৭৯

রাত থেকে বিষ্টি নেমেছে। মাঝে মাঝে থামে। শরীর আজ বেশ খটখটে লাগছে। আরো বিশ্রাম দরকার ছিল। কিন্তু উপায় নেই। ওষুধ ফুরিয়েছে, কেনা দরকার। দশটা নাগাদ বৃষ্টি একটু থামতে বেরুলাম। নিকটের দোকানে পাওয়া গেল না। ফলে, ট্রাম লাইন পেরিয়ে বেক বাগানের মোড়। হঠাৎ বৃষ্টিও জেঁকে এলো। কোথাও থামলাম না। ওষুধ নিয়ে বাসা ফিরলাম। শরীরে কোন ক্লান্তি নেই। আমি সর্বহারার প্রতিনিধি। অসুখের বিলাস আমার পক্ষে অশোভন। কয়েক দিনে চাংগা হয়ে উঠতে হবে। শরীরের ব্যাপারে আর এদিক-ওদিক করব না কোনদিন। কী দুর্ভোগ না গেল।

বৃষ্টি, মেঘ, দমকা বাতাস। গৃহপানে মন ধায়। বিকেল বড় অসহ্য লাগল। পশ্চিমবঙ্গে একদা ঘর ছিল, আবাস বদলেছিলাম, অথচ নতুন আবাসই এখন আকর্ষণ। এই সময় সংগীত বড় সহায়। রেকর্ড, প্লেয়ার সবই ত আমার কামরায় পড়ে আছে।

১ জুলাই '৭৯

বার্ট্রান্ড রাসেলের একটা প্রবন্ধ পড়লাম ঃ Portraits from memory and other essays থেকে। লিখেছেন, এ যুগে জ্ঞানের যা প্রসার ঘটেছে তা আর কোন

www.pathagar.com

যুগে হয়নি। কিন্তু প্রজ্ঞা কোথায় সেই তুলনায়? প্রজ্ঞার জন্যে প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টি ঃ Comprehensiveness। তাও যথেষ্ট নয় যদি মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে দৃষ্টি না থাকে, সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। 'Knowledge and Wisdom' প্রবন্ধে অবিশ্যি সস্ত-সুলভ কিছু কথাবার্তা আছে। দার্শনিকের পূর্বোক্ত মন্তব্য তবু শিরোধার্য, বিশেষতঃ থার্মোন্যুক্লিয়ার দানব যখন চারিদিকে তৎপর।

২ জুলাই '৭৯

সৌদি আরবের প্রিন্স খালেদ্ আজ এক বিবৃতি ঝেড়েছেন। তৈলরাজ্য যদি কেউ আক্রমণ করে তেলের অভাবে, তাহলে অনর্থ ঘটবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী সৌদি আরব (হায়, হজরত মোহাম্মদ দঃ) মার্কিন প্রেমে আস্থা রাখতে অক্ষম। তেলের দাম ক্রমশঃ বাড়ছে। Energy Crisis প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশে প্রকটতর হচ্ছে। স্বভাবতঃই গায়ের জোর খাটাতে পারে শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকা, ইংলন্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ। প্রিন্স খালেদ আতঙ্কিত স্বভাবতঃই। ভেতরে, অন্দরে পশ্চিমী সভ্যতার উপকরণজাত সব আরাম আয়েস এবং বাইরে "ইসলামী জিগীর" এই মুনাফেকী শঠতা হয়ত বেশী দিন চালু রাখা যাবে না। ইরানের গণবিপ্লব ওদের আরো ভীত করে তুলেছে। সৌদি আরবের বৈমানিক দুচার জন যা বেরুচ্ছে (বেশীর ভাগ বিদেশী) তারা আধুনিক Technologyর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। পুরাতন সমাজের খোলস শেষে তারাই ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইবে। আফগানিস্তানে বৈমানিকরা বিপ্লবের প্রধান দোসর হয়ে দাঁড়ায়। এক সভ্যতার সুখসুবিধা ভোগ করব অথচ তার চিন্তাধারার ছোঁয়াচে এড়িয়ে যাব এমন ব্রত বেশী দিন পালন করা যায় না। প্রিন্স খালেদ বোধ হয় টের পাচ্ছেন ক্রমে ক্রমে। তাই অমন বিবৃতির হুঙ্কার। আসলে তা দুর্বলতারই প্রকাশ। রাশিয়ার সঙ্গে হয়ত তৃতীয় কোন মিত্র দেশ মারফৎ কিছু বোঝাপড়া চলছে সৌদি আরবের তা অনুমান কঠিন নয়।

নচেৎ হুঙ্কার আর কার জোরে শাসনকর্তা দেবেন? মুসলমান রাষ্ট্র। কিন্তু খ্রীষ্টান দেশ থেকে সব অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি কিনতে দড়। আরব এই রাষ্ট্রটীর যদি নিজস্ব মুরোদ থাকত অথবা সাংস্কৃতিক বিত্ত-সম্পন্ন হোতো তাহলে অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমান-সমান মর্যাদায় বসে পৃথিবীর সংকট সমাধানে এগিয়ে যেতে পারত। সেদিকে অন্ধকার। হীনম্মন্যতার শিকার হজরত মোহাম্মদের (দঃ) এই উম্মতেরা ত বর্তমানে মানুষ হওয়ার ইলেম রপ্ত করে না। প্রচুর বিত্ত। অথচ দেশে ফুর্তির জায়গা নদারৎ (ওরা যে ফুর্তির খদ্দের), ফলে বোম্বাই আসে, থাইল্যান্ড যায় বা অন্যান্য জায়গায় (Moral Holiday) নৈতিক ছুটি উদ্‌যাপনে বা উপভোগে। প্রিন্স খালেদের হুমকি মাহাত্ম্য আর ক'দিন পরেই জানা যাবে। জাপানে কার্টার এন্ড কোম্পানী তেলের দাম নিয়ে খুব খাপ্‌পা হয়ে বিবৃতি ছেড়েছে। প্রিন্স খালেদের

www.pathagar.com

হুমকি তারই পাল্টা। তাই অনুমান অসঙ্গত নয়।

৩ জুলাই '৭৯

মৃত আব্রাহাম লিংকন যৌবনে Red Indian-শিকার-অভিযানে যোগ দিতেন। তারই প্রায়শ্চিত্ত। মানবতাবাদীরূপে তার একটা উজ্জ্বল আসন আজও আছে গণতান্ত্রিক শিবিরে। খুন হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মার্কিন ধনকুবের কোম্পানীগুলোর ক্রিয়াকলাপ দেখে তিনি আশঙ্কিত হন এবং বলেন, I see in the near future a crisis approaching that unnervs me and causes me to tremble for the safety of my country.. corporations have been enthroned, and era of corruption in high places will follow, and the money power of the Country will endeaour to prolong its reign by working upon the prejudice of the people untill the wealth is aggregate in a few hands and the republic be destroyed." ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান নগ্ন সত্যরূপে প্রতিভাত।

সন্ধ্যা স্নেহাস্পদ বিজয় শ্রীবাস্তব ও অতনু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

৪ জুলাই '৭৯

বিশ্বরাজনীতির ভবিষ্যৎ ঃ আর্থিক বিন্যাসের পটভূমিকায়। তার উপর একটা অমূল্য প্রবন্ধ পড়লাম। লেখক জেরেমিয়া নোভাক। ভাষ্যকার লিখেছেন যে ১ নভেম্বর ১৯৭৮ থেকে ডলারের মূল্য হ্রাস রোধের জন্যে প্রেসিডেন্ট কার্টার যখন International Monetary Fund থেকে ঋণ করতে বাধ্য হন, তখনই বোঝা গেল ডলারের রাজগী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খতম। ১৯১৫ থেকে তেষট্টি বছর ধরে একচেটে কৃতিত্ব ছিল ডলারের মোড়লীর। তা আর রইল না। য়ুরোপের ন'টি দেশ একত্র হয়েছে শুধু নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুষম উন্নয়নে নয়—তার জন্যে একই Currency চালুও তারা করেন। ওদিকে জাপান (যেমন য়ুরোপে জার্মানি হল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইটালী) চীন ও অন্যান্য এশিয়া দেশ নিয়ে আর এক আর্থিক আড়ৎ বা জুটি বাঁধার তালে আছে। এই তিন আর্থিক বিভাগ বিশ্বরাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। তৈলপ্রধান OPEC দেশগুলো য়ুরোপীয় আর্থিক জোটে যোগ দিতে পারে। যাই হোক, সে টানাপোড়েনে মার্কিন মোড়লী আর থাকবে না। ছোট ছোট য়ুরোপীয় দেশগুলোকে Bully করে আমেরিকা যেভাবে কার্যসিদ্ধি করত, তার পথ ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে আসবে। NATO-র কী দশা হবে য়ুরোপের কম্যুনিষ্ট দেশের সঙ্গে EEC কমন মার্কেটের ব্যবসা সাত আটগুণ বেড়েছে ইতিমধ্যে। সুতরাং মার্কিন প্রভুত্ব আরো ঘা খাবে। তিন আর্থিক ব্লক জাপান, য়ুরোপ, আমেরিকা বর্তমান জগতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। প্রতিযোগিতার প্রবাহ কোথায় কাকে কোথায় নিয়ে

www.pathagar.com

যাবে বলা কঠিন। তবে ব্যাপারটা অবধারিত সত্য।

৫ জুলাই '৭৯

ঢাকাবাসী রিপোর্ট দিলেন। গত বছর মক্কার ইমাম এলে তার পায়ে চুমু খায় অন্ততঃ পাঁচ হাজার ব্যক্তি। ইমাম সাহেব নিজেই অবাক। তার স্বদেশেও এ-কাণ্ড হয় না। গোলাম বাঙালী মুসলমান। তাদের যুগযুগান্তের দাস-মনোবৃত্তি কী করে ঘুচে যাবে এত শিগ্‌গীর? স্বাধীন হয়েছিল, তাও আজ পরোক্ষ পরাধীনতায় পর্য্যবসিত। World Bank, International Monetary Fund তথা আমেরিকার কাছে আর্থিক স্বাধীনতা বন্দক দেওয়ার নিশ্চিত ফল।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। 'জাতীয় সংহতি' National Integration Commitee-র Meeting ছিল। কাজেই ওকে ছেড়ে দিতে হোলো। অধ্যাপক মাহমুদ, শচীন ধর প্রমুখের সঙ্গে এখানেই দেখা। সাম্প্রদায়িকতার সাম্প্রতিক থাবায় সবাই বিব্রত। তারই পটভূমিকায় উক্ত কমিটির মিটিং।

৬ জুলাই '৭৯

শরীরে ধীরে ধীরে তাগদ ফিরে আসছে। কিন্তু এই আহার, নিদ্রা-আর অবসর বিনোদন-মার্কা কিছু পড়া নিয়ে বাঁচার জন্যেই কী এত উৎপাত এই বয়সে বুক পেতে নিলাম? আত্মকরুণার আওতায় দিন-যাপন আমার কাছে এখন অসহ্য। আবার কুরুক্ষেত্রে ফিরে যাওয়াই ভাল, সেখানে কাজের অভাব হবে না। বর্তমান নিষ্কর্মা জীবন থেকে অন্ততঃ রেহাই পাওয়া যাবে।

৭ জুলাই '৭৯

লেখক শামসুদ্দীন নয়, আর একজন শামসুদ্দীন আছেন। রাজপুরুষ। প্রতিবেশী। অতি সৎ ব্যক্তি। উৎকোচ বা ঐ জাতীয় সকল গ্লানিমুক্ত তিনি। মানুষ হিসেবেই তাঁর সঙ্গে বহুকালের খাতির। বেগম তাহমিনা, ওঁর স্ত্রী কলকাতা এসেছেন। বাড়ীর খবর পাওয়া গেল অনেক। ব্যক্তিগত এই পর্য্যায়ে নিরুদ্বিগ্ন থাকলে মন সহজে কাবু হয় না। শরীর আজ অনেকখানি ভাল। কুড়ি মিনিট হেঁটে রণেশদার খোঁজে গেলাম। অপ্রত্যাশিত নলিনীদার সঙ্গে। বরিশাল থেকে এক হপ্তা এসেছেন। নমস্য এই মহা-জন। কংগ্রেস, সন্ত্রাসবাদ, আন্দামানে ষোল বছর পরে মার্কস্‌বাদ—নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে সত্তর বছরের এই দেশপ্রেমিক আজও বেশ দড় আছেন নিজ ব্রত-স্থানে। সম্প্রতি খাদ্য-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে জনমনে আবার সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা দানা বাঁধছে, যদিও ভাবধারার ক্ষেত্রে জামাত-ই ইসলামীর দাপট ক্রমশঃ বাড়বাড়ন্ত। কম্যুনিষ্ট পার্টির নামেই সারা

www.pathagar.com

প্রদেশে সভা ডাকা হয়। সরকার কোথাও বাধা দেয়নি। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক জয়ে শাসকশ্রেণী এখন আত্মপ্রত্যয়সিক্ত। তার ফলেও, অমন নিরপেক্ষতার ভান করছে। নলিনীদার মুখে এমন সব ঘটনা শোনা গেল। প্রতিকূল অবস্থা। সাফল্যের কথা নয়, ভেবে শুধু কর্তব্য পালন করে যাওয়াই বিপ্লবীর প্রধান দায়িত্ব ও ব্রত।

পরম শ্রদ্ধেয় নলিনী দাস যেন তেমন বাণীরই প্রতীক। সত্তর বছর বয়স। এখনও বেশ সামর্থ্য আছেন। প্রায় তিন লক্ষ টাকার মত পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছেন। সবই জনসেবার কাছে এক "ট্রাষ্টি"র কাছে তিনি তুলে দিয়েছেন। এই বয়সে নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবেননি। বাঙলাদেশের মাটীতে এমন সব মহৎপ্রাণ জন্মগ্রহণ করে। হাজার নিরাশার মধ্যেও তাই মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারাইনি আজও। অনুপ্রেরণাদায়িনী এক সন্ধ্যা কাটল জ্যোতি দাশগুপ্ত, শিশির গুপ্ত এবং পরে রণেশদা আসরে যোগ দিয়েছিলেন।

৮ জুলাই '৭৯

সকালে সামান্য হাঁটার অছিলা। শরীরের উপর আস্থা ফিরিয়ে পাওয়া দরকার। পথে বন্ধু অসিত সেনের খোঁজ নিলাম। তিনি বাঙলাদেশে, স্ত্রী ভারতী এখানে। দেড় বছর আসতে পারেননি। পাশপোর্ট নিয়ে কী যেন ঝামেলা বেধেছে। শ্রীমতী দীপ্তি সেন নিজের চাকরি ছেলেমেয়ে নিয়ে অস্থির আছেন। খবর নিলাম। তিনিও উদ্বেগ দূরীকরণে কোন সাহায্য করতে পারলেন না।

বিকেলে অর্থাৎ গোধূলিলগ্নে দেবশরণ পার্বতী দাশগুপ্ত ভবনে। অনেক দিন ওদের খোঁজ নিতে পারিনি। ভৃত্যহীন বাড়ী। কর্তার জীবিকা, গৃহিণীর স্কুল এবং বৃদ্ধা মাতার পরিচর্যা রীতিমত লড়াই আর কী। তদুপরি দেবশরণের উচ্চ রক্তচাপ। বারো দিন গৃহে। অবিশ্যি বাজার ত বারণ রাখা দায়। আজ প্রথম একজন পরিচারিকা পেয়েছেন ওরা। মধ্যবিত্ত পরিবারে সমস্যার যে কতো Permutation Combination জীবন সত্যই বিচিত্র। রক্তচাপ কমেছে কাল থেকে। দেবশরণ অতীতের ঝুলি ঝাড়তে লাগলেন। রাজনীতির বহু ঘটনা লিখে রাখার মত। স্মৃতিশক্তিও প্রখর। দেবশরণ কিছু লিখছেন না, যদিও এক কালে সাংবাদিক ছিলেন। আমার কাছে ব্যাপারটা বড় আফশোসের। বড় মধুর সন্ধ্যা কাটল দম্পতির আন্তরিকতার ছত্রতলে।

৯ জুলাই '৭৯

পুটোর জর্দা, সুফেনের ছড়ার বই ইত্যাদি পাঠাতে রাসবিহারী এভিন্যু বেগম শামসুদ্দীন সমীপে। সেন-বাড়ীর অতিথি তিনি। বাড়ী ফিরে এলাম এগারোটা নাগাদ। দুপুরে জাঁনেসার এলো বম্বে থেকে। পুনার পাট চুকেছে। এবার স্বদেশে

www.pathagar.com

ফিরে যাবে। কিন্তু বিকেল থেকে আমার শরীর বেঁকে বসল জ্বরজ্বর ভাব রাত্রে সামান্য জ্বর অনুভব করা গেল। একটানা ঘুম হোলো না। আবার ফ্যাসাদ। দৈহিক ক্লান্তি মনেও হামলা চালায়। এমন দুর্বিপাকে আর পূর্বে কখনও পড়িনি।

দুপুরে হিমাচল প্রদেশবাসী কবি নরেন্দ্রকুমার সিংহকে (ইংরেজীতে লেখেন) পত্র লিখলাম। বাগড়া ছিল না দেহে। হঠাৎ উৎপাত। চিকিৎসকের কাছে না দৌড়ে উপায় নেই।

১০ জুলাই '৭৯

স্কাইল্যাব নিয়ে কী প্রহসন না চলছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মানব-কল্যাণে বিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটায় না। স্কাইল্যাবে বিভ্রাট তার প্রমাণ। কিন্তু এদেশে Ethos থেকে Retionality বহু দূরে সরে গেছে। তাই গুজবে বিশ্বাস প্রচণ্ড। কোলাপুরে এক গোঠা গ্রাম ঘরদোর ছেড়ে পালিয়েছে। পূজা যজ্ঞ ইত্যাদির অন্ত নেই। রক্ষাকবচ মাদুলী ও ব্যবসার আড়তে। এত আতঙ্কের ধারণা, ব্যক্তিত্বের Disintegration সাঁইবাবা কী সাধে আসে। জীবন-সংগ্রামে নিরাপত্তার পথ Rational; Irrational দুই সড়কেই সন্ধান চলতে পারে।

১১ জুলাই '৭৯

স্কাইল্যাবের জের। এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম জাঁনেসারকে পৌছাতে। দশ মিনিট আগে জানালে, ফ্লাইট নাকচ। মিসেস শামসুদ্দীন ও পুত্র তৌফিক আহমদকে পৌছাতে গিয়েছিলেন শ্রীঅমল সেন। জাঁনেসার মালপত্র Left luggage-এ রেখে দিয়ে এলো। আমরা শহরে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যায় জ্বর। ডাক্তার আলি ইমামের কাছে দৌড়ালাম। জ্বর দেখলেন, প্রায় ১০১°। ঔষধ দিলেন। দোকানে দাওয়াই খরিদে গিয়ে বুঝা যায় অস্তিত্বের রক্ষণাবেক্ষণ আদৌ সুলভ নয়। কুড়ি টাকা বেরিয়ে গেল। শরীরে এই উৎপাত থেকে একবার রেহাই পেলে এবার কট্টর দেহ-পূজারী হব। খুব শিক্ষা পেলাম। গত একমাস ধরে।

১২ জুলাই '৭৯

নদীয়ার দাঙ্গার সময়কার এক ঘটনা শুনলাম। ট্রাক-ড্রাইভার সুকুমার, সঙ্গে এক মুসলমান যুবক নিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। পথে দাঙ্গাবাজরা তাকে গাড়ী থামাতে বললে। সে কারো কথা না শুনে গাড়ী চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারল না। অন্য পাশ থেকে আরো জনতা গাড়ীর সামনে রুখে দাঁড়াল। অবাধ্য ড্রাইভার। শাস্তিস্বরূপ তাকে পিটিয়ে মারা হোলো মুসলমানটির সঙ্গে। এই

www.pathagar.com

সব প্রাণাহুতি সাক্ষী, মনুষ্যত্বের মৃত্যু হয় না। সেই আশা বুকে পুষেই বেঁচে আছি। নচেৎ করে এই আত্মা স্বহস্তেই নিধন করতাম।

ভারতীয় শোষকদের সংকট। মূত্রপায়ী মুরারজি দেশায়ের যাত্রার দলটি এবার ভাঙার উপক্রম। ভাঙতে এখনই নাও পারে। তবে বেশী দিন টিকবে না। পরলোকগত হুমায়ুন কবিরের জামাতা জর্জ ফার্নান্ডেজ দু'দিন পূর্বে সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে বর্তমান সরকারের শ্রাদ্ধ করেছেন। গতকাল পার্লামেন্টে তার সুর আর খেউড় নয়, খোল-বাদ্যিসহ প্রশংসাকীর্তন। এই মন্ত্রীপ্রবর CIA এজেন্ট—এমন গুজব দেশময় চালু। নীতিভ্রষ্ট লোকটা, সে বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। তেমনই আচরণ দেখলাম জনতা-প্রেসিডেন্ট চন্দ্রশেখরের। আসলে এই সব সমাজতন্ত্রীরা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের ভাষায় নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসক ঃ (না স্ত্রী, না পুরুষ এবং না হিজড়ে)।।

১৩ জুলাই '৭৯

জ্বর আর নেই। কিন্তু সাবেক তাগদ ফিরে পাব কবে? পুজোর সময় দু'একটা গল্প লেখার ইচ্ছে ছিল, তা বোধ হয় হবে না। বাঙলাদেশে BNP-র গুন্ডারা সক্রিয়। অবিশ্যি তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখানে গুন্ডা-পোষক, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের আশ্রয়দাতা গোলাম জনতা পার্টির ভাঙন শুধু কিছু আশা-সঞ্চারক। বাঙলাদেশের বর্তমান শাসকদের মুখচুম্বন করতে আজীবন জাতীয়তাবাদী মুরারজি দেশাই খামখা ত ঠোঁট বাড়িয়ে দেননি। কারণ, জাতে ত এক। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটিরক্ষক বিরাশি বছরের মড়াটার এবার গঙ্গাযাত্রা শুরু হয়েছে। এদেশের বৈদেশিক নীতিরও নিশ্চয় পরিবর্তন ঘটবে। বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন মানুষের নিকট তা আশা-উদ্দীপনার সূত্র বৈকি।

১৪ জুলাই '৭৯

সারাদিন ঘরে। পড়াশোনা যথারীতি আছে। তাই বিশ্রাম ঠিক হয় না। দুপুরের এক ঘণ্টা ঘুম যা আশ্রয়। কিন্তু তারপর? এত লম্বা দিন। কিছু না করেও উপায় থাকে না। বিকেলে রণেশদা এসেছিলেন। মন বড় হাল্কা হয়ে গেল।

ডুবুডুবু তরী। জনতা পার্টির ইঁদুরগুলো যে যেদিকে পারছে ঝাঁপ দিয়ে তরীত্যাগে তৎপর। লবণের সঙ্গে পরিহাসের আস্বাদ ভোগ করা যায় এখন।

১৫ জুলাই '৭৯

রাসবিহারী এভিন্যু শ্রীঅমল সেন সমীপে গিয়েছিলাম ওঁকে ধন্যবাদ দিতে। বারো তারিখে রাত্রি আটটার সময় ঢাকার প্লেন ছাড়ে যদিও নির্দিষ্ট সময় বিকেল

www.pathagar.com

তিনটে। অমল সেন এতক্ষণ ওদের মধ্যে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেন। তাছাড়া টিকেটের ঝামেলা ছিল। এগারো তারিখের নাকচ ফ্লাইটের সব প্যাসেঞ্জার জুটেছে। জাঁনেসার গোটা পাড়ার অর্ডার সাপ্লাইয়ার। ওজন ঢের বেশী। তারও বারো পাউন্ড বা কিলো ছেড়ে দিয়েছে শ্রীযুক্ত সেনের সুপারিশে। এত ঝামেলা পুইয়েছেন অমল বাবু এক নেড়ের সন্তানের জন্যে। অসাম্প্রদায়িক এমন মানসেরই ত গোটা উপমহাদেশের প্রাথমিক প্রয়োজন আছে। ধন্যবাদ দিতে তাই সকালের লেখাপড়া ছেড়ে দৌড়েছিলাম।

সন্ধ্যা 'কালান্তর' আপিসে। রাজনৈতিক উত্তাপ-ভোগের বাসনায়। সৌরী ঘটক, পবিত্র সরকার, সুনীল মিত্র, দিলীপ চক্রবর্তী, রতন চক্রবর্তী প্রমুখ আরো অনেকে টেলিপ্রিন্টারের বার্তা-লিপির জন্যে উন্মুখ। জনতা সরকার ফুটিফাটা। আটটার দিকে খবর এলো মোরারজি পদত্যাগ করেছেন। মূত্র-সরবৎ চিকিৎসার কোন কাজে লাগেনি অদ্য। নিগেটিভ সংবাদ। তবু উল্লাস-উত্তেজনার ঘাটতি ছিল। না। নিকটেই সৌরী বাবু থাকেন। আবাসস্থল দেখে আসার অনুরোধে ওর সহগামী। Committed লেখক। নানা ধকল সয়ে আজও আপন ঘাঁটিতে মোতায়েন আছেন। বস্তীর পাশে একটা ছোট কামরা, আসবাবহীন, শত শত পুস্তকপত্রিকায় বোঝাই, দেওয়ালে লবণের চিত্রশিল্প (লাবণ্য বটে)। ওর বাসস্থান প্রাকবিপ্লব রুশ দেশের দেশপ্রেমিক লেখকদের আদল স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘটক মশায়ের পেটা দেহ। স্পর্ধাউন্মুখর গোঁফ ঠোটের উপর জানান দেয় মার্কসের বাণীর ক্রেস্কার "The less you have the more you are"। লড়াইবিমুখ, ঐশ্বর্য্য-নিমজ্জিত কলকাতার বহু লেখক আছেন। সৌরী ঘটককে দেখলে মনে হয়, এই এক নতুন ঐতিহ্যের পথিকৃৎ। আর সবই পাগলা মেহের আলির সেই ভিন্ন শব্দ-বিশিষ্ট উদ্‌গার।

১৬ জুলাই '৭৯

সকালে ডাক্তার আলী ইমামের কাছে রিপোর্ট দিতে গেলাম। আর কোন গণ্ডগোল নেই দেহে। সিগারেট ছাড়ার তাগিদ দিলেন, একটা টনিক সেবনের নির্দেশসহ। পরে রণেশদা সমীপে। রাজনৈতিক উত্তেজনার জের সর্বত্র। এখানে গণতান্ত্রিক শক্তি জোরদার হলে বাঙলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা আর বেশী সুবিধা করতে পারবে না। মূত্রপায়ী ওদের মূত্র পানেও দ্বিধা দেখায়নি। যখন জিয়ার খাদ্যের জন্যে ধর্নাসহ আরো অনুরোধ ছিল, "ভারতের কোন Publicity করতে পারব না, কারণ তা রাজনৈতিকভাবে আমার পক্ষে ক্ষতিকর।" মূত্রপায়ী তেমন পেচ্ছাবও গলাধঃকরণে স্বীকৃত হয়। ভারতীয় বৈদেশিক নীতির কী পরিবর্তন ঘটে? (আশা করি ঘটতে বাধ্য) বাঙলাদেশের উপর তার অভিঘাত পড়বে, তা এখনই অনুমান করা যায়। অন্ততঃ বর্তমান বাঙলাদেশ সরকারের জন্যে তা খুব সুখকর হবে না।

www.pathagar.com

১৭ জুলাই '৭৯

আষাঢ়ের শেষ দিন। দুরন্ত বর্ষা নেমেছে বিকেল থেকে। ঘরে আটক। আজই লোক-মারফৎ ঢাকা থেকে পুটির চিঠি ও রূপেনের ফটো পেলাম। দাদুকে আজও চোখে দেখেনি। এই প্রথম আদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। গোষ্ঠিসুখের জন্যে হন্যে প্রাণ। একটা সীরিয়াস প্রবন্ধ পড়লাম রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কবিতার উপর। দার্শনিক কলহের জের এখানে দেখা যায়। শুধু শব্দের জগতের উপর ভর দিয়ে জড়বাদীরা মরে। আর তেমনই মরে ভাববাদীরা শেষ তক্ Metaphysical plane এ সওয়ার হয়ে। দ্বান্দ্বিকতা কারো মজ্জায় ঢোকে না। শেষে ক্লান্তি লাগল প্রচুর। খেয়ে দেয়ে নটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম। এ-ও এক জ্বালা। রাত তিনটের সময় ঘুম ভাঙবে। তখন কী করব? ভারতীয় রাজনীতির ডামাডোল মনে, যখন ঘুম এলো।

১৮ জুলাই '৭৯

দিল্লীর মসনদ নিয়ে বিভিন্ন পার্টির গুটি চালাচালির খেল চলছে। কারো একক শক্তি তেমন নেই। জনগণের সঙ্গে Identification হারিয়ে ফেললে এমন দশা সহজে আসে। এই অপরাধ থেকে বামপন্থী দল মুক্ত নয়। জীবনযাপনের ধারা (Life-style) কেউই তেমন আমলে আনে না। Identification এর একটা বড় সূত্র হারিয়ে যায়। গান্ধীজী খামখা শেষে কৌপিন পরতেন না। নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্য জীবন-ধারার এমন প্রতিভূ হয়ে পড়ে যে লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আমার বর্তমান ধারণা, জীবন-যাপনের ধারা থেকে কতগুলো পাশ্চাত্য মনোভাব যা ক্ষতিকর, স্বচ্ছন্দে সমাজ-দেহে প্রবিষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে যদ্দুর সম্ভব সাধারণ মানুষের কাছেই নেমে যাওয়া উচিত। Identification নচেৎ দৃঢ়মূল হয় না। কতগুলো বিলাস দ্রব্য যথা ফ্রীজ, এয়ারকুলার... ইত্যাদি এই দরিদ্র দেশে আমল দিলে শ্রেণীবিরোধ নানা স্তরে বিভক্ত হয়। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব সাধারণ মানুষের পেট খালি রেখে যোগাড় ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

১৯ জুলাই '৭৯

সন্ধ্যা নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ নিতে। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে জন্মে কতোগুলো শ্রেয়বোধ রক্ষা যে কী কঠিন-যথা আত্মীয়স্বজনের সুখেদুঃখে একাত্মতা—তা নীলরতনের বর্তমান লড়াই দেখে কিছু উপলব্ধি সম্ভব। ক্রনিক রোগে শয্যাশায়ী অনুজের সেবা, সদ্যবিধবা বোনের সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত, নিজের জীবিকা-রক্ষা এই জাতীয় প্রতিকূল নিয়ে (নিজে নিম্ন রক্তচাপের রোগী) ওর দৈনন্দিনতা। ছোট বোন প্রতিমারও সে-ই অভিভাবক। নীলরতনের নিজের সাহিত্যচর্চা, বিদ্যাচর্চা শিকেয় উঠেছে। অকপট হৃদয় এই সজ্জন ব্যক্তির

www.pathagar.com

সঙ্গে দেখা হোলো না। কারণ, রাত দশটার আগে বাড়ী ফিরতে অক্ষম। অসুস্থ অনুজ শিয়ালদবাসী শুধু তারই অনুগত। নচেৎ আর কারো কথা শোনে না। সুতরাং তাকে আহার ইত্যাদি ও ওষুধ খাইয়ে বাড়ী ফিরতে হয়। রিপোর্ট আমাকে স্তব্ধ করে দিলে। এর চেয়ে মানুষের আত্মার উজ্জ্বলতার পরিমাপ বুঝি সম্ভব নয়।

২০ জুলাই '৭৯

শরীর নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়া গেল। আবার দুপুর থেকে জ্বরজ্বর ভাব। ডাঃ আলি ইমামের কাছে ছুটলাম। তিনি বললেন, তাপমাত্রা সামান্য। আপনার প্রচণ্ড বিশ্রাম দরকার। "কিন্তু ডক্টর" আমার জবাব "সকালে আমার ঘরঝাড়ু কে দেবে? ব্রেকফাস্ট কে তৈরী করবে, রাত্রে মশারি কে টানাবে...?" চিকিৎসক হেসে বললেন, "লেখাপড়া অন্ততঃ বন্ধ রাখুন।" সেখানেই যত বিশ্রাম, আনন্দ—চিকিৎসক তা জানেন না। সকালে জ্বর গায়েব। কিন্তু দুর্বলতা খুব বেশী। কিছু কাজ আগেই না করে উপায় নেই। বার্ধক্য নোটিশ দিচ্ছে, বেশ বুঝতে পারি। ওটা যদি মনে সঞ্চারিত হয়। তা সহজে হবে না।

২১ জুলাই '৭৯

আজ জ্বর নেই। মগজেও কিছু নেই। শারীরিক দুর্বলতা কোথা যে নিয়ে যায় আজ আরো অনুভব করলাম। গত মাসের দশ তারিখ থেকে ছ'হপ্তা একটানা একটা গেরো লেগেই আছে। একটা বিহিত করতেই হবে। নচেৎ এই আহার-নিদ্রা-সর্বস্ব জীবন নিয়ে আমি কী করব? দৈনিক পত্রিকা আর টুকিটাকি পাঠে মন ভরে না। সীরিয়াস লেখা, না পড়া—কী বন্ধ্যা দিনগুলো।

লন্ডন থেকে হোসনার চিঠি পেলাম। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম চিঠি। বেচারার দুঃখের অন্ত নেই। ওকে আবার বাঙলাদেশে ফিরে আসতে লিখব—যদিও বর্তমানে সে পাকিস্তানী নাগরিক। বাকী জীবন এখানেই সামাজিক কাজে ব্যাপৃত থাকলে ও মনের প্রশান্তি ফিরে পাবে।

২২ জুলাই '৭৯

দুপুরে তুমুল বৃষ্টি। জানালা খোলার যো নেই। অন্ধকারে ঠান্ডা বিধায় ঘুমুতে গেলাম। রাজ্যের স্মৃতির ধাক্কা। রাজারবাগেও এখনও কী বৃষ্টি হচ্ছে? নানা মুখের মিছিল। ফনুর জন্যে বিশেষ দুঃখ। তার জীবন আমি বরবাদ করে দিয়েছি। ড্রাফট্‌ম্যানদের ক্লাসে প্রথমে ভর্তি করা উচিত ছিল। জীবিকার সড়ক ঠিক থাকত। ফাইন আর্টসে দিলাম। তার উপর পারিবারিক জটীলতায় ওর বর্তমান দশা। মাগগীর বাজারে ওর দিন চলছে কী ভাবে? এখানে আমি অসুস্থ। চিন্তাচ্ছন্ন ঘুমোতে

www.pathagar.com

বেশ দেরী হয়ে গেল। বিকেলে একবার সিগারেট কিনতে বেরুলাম, এখন আর বৃষ্টি নেই। এমন বন্ধ্যা দিন শরীরের অজুহাত দিয়ে আর কতো দিন চলবে? সেই চিন্তায় দেহ আরো বিকল হতে থাকে। তাইল ঠুকে একবার দাঁড়াতেই হবে। তা ছাড়া উপায় নেই।

২৩ জুলাই '৭৯

ভারতবর্ষের বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে একটি মাত্র ভাল লক্ষণ ঃ সাম্প্রদায়িক জনসংঘ এবং তার লেজুড় রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। শিল্পে বহু অগ্রসর এই দেশ। রাজনীতিতে তারই প্রতিফলন ক্রমশঃ স্পষ্ট। Industrial civilization গড়তে মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা অচল। ব্যাপক পরিসর প্রয়োজন সেখানে। ভারতীয় রাজনীতিতে তা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে আসছে। শুধু এই প্রবণতাটুকুই কিছু সান্ত্বনা। Destabilization—সাম্রাজ্যবাদী কৌশল হিসেবে বর্তমানে কার্যকর হলেও তা বেশীদিন জীইয়ে রাখার সামাজিক ভিৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এই দিক লক্ষণীয়।

বন্ধ্যা দিন। শুধু পত্র-পত্রিকা পড়েই সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

২৪ জুলাই '৭৯

স্কটল্যান্ড থেকে মোজাম্মেল হক দশ পাউন্ডের পোষ্টাল অর্ডার পাঠিয়েছে "মনীষা" গ্রন্থালয়ের জন্যে। সে ওদের কাছ থেকে বাঙলা বই নিয়ে যায় যখন আসে, অথবা ডাকে পায়। আমার চিঠির ভেতর ঐ পাউন্ড। তাই "মনীষা"য় গিয়েছিলাম। শ্রীদিলীপ বসু তখন মিটিঙে ব্যস্ত। তাই অপেক্ষা করতে হোলো বইয়ের রাজ্যে। পরে অনেকের আসর। শ্রীবসু রজনী পামি দত্তের সঙ্গে ইংল্যান্ডে রাজনীতির নবিশী করেন এক কালে। রাজনীতিরই অঙ্গ হিসেবে এই গ্রন্থালয়। একষট্টি বয়স। এম্নি Portly চেহরা। ENERGY উছলে পড়ছে শরীর থেকে এই বয়সেও। মজলিস জমানো চরিত্র। মণি সান্যাল, অজিত সেনের সঙ্গে এখানেই প্রথম আলাপ। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের আগমন নয়—আবির্ভাবে চকিত হয়ে উঠলাম। সাঁইত্রিশ বছর পরে লেখক শ্রীসুশীল জানার সঙ্গে দেখা হোলো। আমি ওকে চিনে ফেললাম, যদিও অবয়বে বহু পরিবর্তন। এখন প্রাক-প্রৌঢ় জন আর দেখে গিয়েছিলাম তরুণ। স্মৃতির বন্যাবাঁধ ভেঙে গেল। ঠিকানা বিনিময় বিদায়-পর্বে। একদিন যাব বৈকি পুরাতন সতীর্থ জনের ডেরায়। বড় মনোরম সন্ধ্যা কাটল। আসার সময় টের পেলাম, শরীর এখনও তাঁবে আসেনি। ঈষৎ ঝিমঝিম করছিল। শ্রীবসু দুধ এবং সন্দেশ খাইয়েছিলেন অসুস্থ জনকে। তবু দুর্বলতা আবার ঘিরে ধরল।

www.pathagar.com

২৫ জুলাই '৭৯

"আইনষ্টাইনের স্মৃতি" শীর্ষক এক স্মৃতিচারণা পড়লাম। লিখেছেন তাঁর একদা ছাত্রী এবং সহকর্মী। মহান বৈজ্ঞানিক এক কথোপকথনে বলছেন "...I Want peace (Ich will mein Ruhe haben). I want to know how God created this world. I am not interested in this-on that phenomenon, in the spectrum of this or that element.I want to know His thought, the rest is detail." প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন চ্যালেঞ্জের ভঙ্গী শুধু মানব-প্রেমিক মহৎ চিত্তই গ্রহণ করতে পারে, যদিও ঈশ্বরের দোহাই আছে বাক্যস্থলে।

২৬ জুলাই '৭৯

ভারতীয় রাজনীতির একটা সংকট অন্ততঃ কাটল। কট্টর সাম্প্রদায়িকতার উপর নির্ভরশীল, মূত্রপায়ী, বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক Topography সম্পর্কে অজ্ঞ (গদী পাওয়ার পর বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরাতন কাহিনী) মুরারজি দেশাই সত্যি বিদায় নিল। পরবর্তী জন চরণ সিং অন্ততঃ ঠেকে কিছু শিখেছেন। আশা করা যায়, তার সরকার সমঝে চলবে অন্ততঃ। বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু অবাক লাগছে, শিল্পোন্নত ভারতবর্ষে কর্ণধার হলেন এখন উত্তর-ভারতের একজন Kulak. অবিশ্যি চাষী পরিবারের সন্তান চরণ সিংহ। মানবতার কোন কোন সবক (লবি মারফৎ–বাম পার্টির সমর্থন নিয়ে তিনি বর্তমানে কল্কি পেলেন) ওর কানে ঠিক-ঠিক বাজতেও পারে।

সন্ধ্যা সালেক-সুলতানার সঙ্গে।

২৭ জুলাই '৭৯

সারাদিন "শ্বেতাম্বর-দিগম্বর" গল্প নিয়ে কসরৎ। সন্ধ্যা বিজয় শ্রীবাস্তবের বাড়ীতে তরুণ প্রামাণ্য চিত্রপরিচালক (শান্তিদেব ঘোষের উপর) উজ্জ্বল চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে।

২৮ জুলাই '৭৯

চারদিন মেহনতের পর কিছুটা মুশকিল আসান। আজ "শ্বেতাম্বর-দিগম্বর" গল্প শেষ করলাম। পালিশ লাগবে। গঠনের দিকে আরো কিছু ভাবা দরকার। মনে এখনও বহুৎ খুঁৎ।

বহু দিন পরে আজ একটানা আধ ঘণ্টা হাঁটলাম সন্ধ্যার সময়। সাবেক তাগদ যেন ফিরে এসেছে। এই পর্য্যায় অব্যাহত থাকলে বাঁচা যায়।

www.pathagar.com

২৯ জুলাই '৭৯

আজকের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার খবর ঃ "I do not lack necessities of life" বলেছেন সৌদি আরবের এক বিজিনেসম্যান। নামঃ আকরাম ওজ্‌জাহ্‌ (Akram ojjah)-who owns ten (10) Rolls Royce, thirty (30) Mercedes and Two Bowing 707. ইসলামের ধ্বজাধারী সৌদি আরব। তার বুকে এই বিলাসের বন্যা নয়। তেমনই সৌদি আরবের রাজ পরিবার পশ্চিমী সভ্যতার 'গ্যাজেটে' সমাহিত। বাঙালী মুসলমানের এসব খবর রাখা প্রয়োজন হয় না। ইসলামের ছাপ দেখলেই তাদের সব বিচারশক্তি লোপ পায়। ওদেশী দুর্জন এবং বিত্তবানরা ধর্মের আফিম বিতরণে এমন তৎপর যে কয়েক বছরে বাঙলাদেশ না আরবস্থান হয়ে যায়। ভালই হবে Delta থেকে Desert

সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরুলাম, ষ্টোর রোড ধরে, বর্তমানে পরিবর্তিত নাম গুরু সদয় দত্ত রোড। নামাবলী কেমন কাজ দেয়, গুরু সদয় দত্ত তার এক নজীর। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গে, ভেতরে বাষ্প বেশী হয়ে গেলে, তা নির্গমনের সংকীর্ণ পথ বা নালি থাকা উচিত। নচেৎ পাত্র ফেটে যেতে পারে। বৃটিশ সরকার তা জানত বৈকি। তাই তৃতীয় দশকে তাদের গোলাম (গুরু সদয় দত্ত I.C.S. ছিলেন) কে দিয়ে ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করলে। সেই সময়কার টেররিষ্ট আন্দোলনের কথাও স্মরণীয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আই.সি.এস মহোদয়ের নামে রাস্তা হয়েছে। যারা দেশ স্বাধীন করেছিল, তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ-মারফৎ সফল হয়। সেদিক থেকে রাস্তার এই নামকরণ অস্বাভাবিক নয়। মেঘ, বর্ণালি, গাছপালার সবুজ সমারোহ—বন্ধ্যাটি বড় মনোরম। আজও আধ ঘণ্টার বেশী হাঁটতে পারলাম বেশ তাগদের সঙ্গে।

৩০ জুলাই '৭৯

বহুদিনের প্ল্যান এতদিনে সম্পন্ন হয়। "শ্বেতাম্বর-দিগম্বর" গল্প সংক্রান্ত কাজ শেষ। আর কোন Form-Experiment সম্ভব নয়। পূজা সংখ্যার জন্যে পবিত্র সরকারের নিকট প্রতিশ্রুতি নচেৎ রাখা যাবে না। কিন্তু দুঃখ, উপন্যাস কোথায় পড়ে রইল। এক বছর হয়ে গেল, সামান্যই মাত্র এগোতে পারলাম।

৩১ জুলাই '৭৯

অন্য রচনার জন্যে আজ অবকাশ ফাঁক রাখলাম। 'পরিচয়' পত্রিকার জন্যে লেখা পিঠাপিঠি শুরু করা দরকার। কিন্তু মগজ সাহায্য করবে না। এক কাজের পর হঠাৎ গীয়ার চেঞ্জ আমার সাধ্যির বাইরে। সারাদিন পড়া গেল। অধিকাংশ পত্রিকা। সন্ধ্যা রণেশদার আখড়ায়। আরো দুই সন্ন্যাসী জুটেছিলেন, কবি

www.pathagar.com

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং অচ্যুত গোস্বামী।

১ আগষ্ট '৭৯

প্রাত্যহিকতার কুশাঙ্কুরে সারা জীবনই বিক্ষত। কাজে ধ্যানস্থ হওয়ার সুযোগ কোনদিন পেলাম না। আজ "পরিচয়" পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্যে একটা গল্প লেখার আয়োজন করেছিলাম। তা নিয়ে চিন্তাভাবনা আগেই করা। দোতলা থেকে অভিযোগ, উপরের "কমোড" থেকে পানি ঝরে। মেরামত না করে উপায় নেই। এ জল ত সাধারণ জল নয় পায়খানা-নিঃসৃত। মিস্ত্রী এলো। দু'শ আড়াই শ' টাকার ধাক্কা। মেজাজই বিগড়ে গেল। আর লেখার চেষ্টা করেও মনকে মানাতে পারলাম না। সারাদিন কিছু প্রবন্ধ পড়ে কেটে গেল। জীবনের উত্তর-ষাট প্রান্তে এসেও স্বোয়াস্তি পেলাম না।

ডাঃ জন ফ্রীড্‌ম্যান FRIED MAN "The Native Community" নামক গবেষণাপত্রে বাঙলাদেশের ভয়াবহ চিত্র সমীক্ষায় দেখতে পেয়েছেন। জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিরূপে আরো দেশ সম্পর্কে ফ্রীড্‌ম্যান গবেষণা চালান। অর্থনৈতিক দুর্দশার নানা পরিসংখ্যান-যোগে গবেষক মন্তব্য করেছেন, বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে মানুষদের পুষ্টিহীনতার অভাব এবং অনাহার যে ব্যাপকহারে চালু আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমন ক্ষেত্রে অকালমৃত্যু স্বাভাবিক। আল্লার উপর দোষ চাপিয়ে দিলে মাটীর উপর রাজত্বকারীদের আর কোন অপরাধ থাকে না। ডাঃ ফ্রীডম্যান বাঙলাদেশের এই স্বরূপ হয়ত ধরতে পারেননি নিজে বিদেশী বিধায়।

২ আগষ্ট '৭৯

সন্ধ্যায় "কালান্তর" আপিসে গিয়েছিলাম পুজোর গল্প দিতে। পবিত্র সরকার এবার দায়িত্ব নিয়েছেন। দেখা হোলো রণধীর দাশগুপ্তর সঙ্গে। ১৯৪০ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম এক সভা উপলক্ষে। যুদ্ধের জন্যে ট্রেনেও ব্ল্যাক-আউট। রণধীর বাবু তখন এক টর্চ হাতে আমাদের কামরায় ঢুকে ফ্লাশ-ঝলকে সকলের খবর নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দৃশ্য বারবার ওঁর সঙ্গে অনুষঙ্গে পরিণত। রণধীর বাবুর কামরায় ছিলেন নরহরি কবিরাজ। উঃ, কতো বছর পরে দেখা। তখন যৌবনের জোয়ারে ভাসমান তিনি। শিরে কৃষ্ণ কেশ। এখন প্রৌঢ়ত্বের ভাটায়, একদম সাদা নয়, ধূসর হয়ে গেছে মাথার চুল। দাশগুপ্ত মশাইকে আজ বড় Defeatist অবসাদগ্রস্ত দেখলাম। ওঁর দুঃখ, পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল, ভারতে সাম্যবাদ আজ কোথায়? এখনও এত কমজোর বালক! বললাম এখানে বাইবেলের কথা মনে রাখবেন "মানুষ আমাদের সাফল্য দেখে ঈশ্বর সংগ্রাম-প্রচেষ্টা!" নরহরি বাবু ভাল গবেষক। নিজের জগতে আজও তিনি নিষ্ঠার

www.pathagar.com

সঙ্গে লিপ্ত। অতীত বর্তমান মন্থিত সন্ধ্যার প্রহর ভাল কাটল। বিকেল কেমন যেন বিষণ্নতা পেয়ে বসে। তা এদের সাহচর্যে উবে গিয়েছিল কখন, টের পাইনি।

৩ আগষ্ট '৭৯

"পরিচয়ের" জন্যে গল্প নিয়ে সারা দিন। সন্ধ্যায় রণেশদার নিকট। ফিরে এলাম ন'টার পর। হঠাৎ তুরহানের কথা মনে পড়ে গেল। পনর বছর, সে কোথায় চলে গেছে। আমি বেঁচে রইলাম।

৪ আগষ্ট '৭৯

বাঙলাদেশে পঞ্চাশ হাজার উর্দুভাষী বিহারী ভাগ্যহত আজও আছে। আজ সংবাদপত্রে দেখলাম, তাদের নেতা ঘোষণা করেছে যে বাঙলাদেশের সীমান্তে তারা জড়ো হবে পাকিস্তানের হিজরতের জন্যে। একবার তারা বিহার থেকে হিজরৎ করে এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানে। আবার প্রত্যাবর্তন। পঞ্চাশ হাজার নরনারী-শিশুর দুঃখ-বেদনা গত আট বছর ধরে তিলে তিলে জমা হয়েছে। যে-দেশে সরকার নিজের আদি নাগরিকদের ব্যাপারে দারুণ অবহেলার মনোবৃত্তি পোষণ করে, তাদের কাছ থেকে কী বা আশা করা যায়? অথচ মুসলিম লীগের সহায়তায় বর্তমান সরকার গদীর উপর নশীন। দ্বিজাতি তত্ত্বের পুরোধা-অনুগামী অনেক নেতা এখনও জীবিত যথা পায়ুকামী সবুর খান। তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ মানবতাবোধ কোথায় গেল? এই সব জন্তুর দল গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের পায়ুতে শলাকা বিদ্ধ করেছে আজ কাউকে জানানোর জন্যে চোখে আঙুল দিতে হবে না। বাঙলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন গোঁড়া মুসলীম লীগার, বহু পুরাতন। তার মুখে কোন বাক্যি নেই কেন? জিন্না সাহেব, You burned down the house to roast the pig. মুসলমান সম্প্রদায়ের কী মঙ্গল সাধন করে গেছ, কবর থেকে দেখতে পাও কি এখন? বর্ণবিদ্বেষ-বৃক্ষের ফলের আস্বাদ এই উপমহাদেশের মুসলমানদের আরো বহু দিন চাখতে তো হবে, যদি সকল সম্প্রদায়ের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিলিত হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী তারা খুঁজে না পায়।

৫ আগষ্ট '৭৯

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, ফনুকে জিজ্ঞেস করছি, এত জিনিষপত্রের দাম, তোর দিন চলছে কীভাবে? সে তার যথা-স্বভাব মুখ নীচু করে ধীর গলায় জবাব দিলো, "চলছে না"। ঘুম ভেঙে গেল। অসহায় ছোট ভাইকে কী দুঃখের দরিয়ায় না ভাসিয়ে দিয়েছি। অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারলাম না। এই নির্বাসনে যদি হঠাৎ মরে যাই, আশা করি আমার সন্তানেরা তাদের অসহায় চাচাকে দুঃখের হাত থেকে

www.pathagar.com

নিস্কৃতি দেবে। আমার কথা কি ওরা কেউ মনে রাখবে না?

৬ আগষ্ট '৭৯

বড় বড় অক্ষরে লেখা কচি হাতের চিঠি পেলাম। লিখেছে পৌত্র সুফেন। সংসারের শিকড়ে বাঁধা আবেগের দল স্থির থাকে না। জাঁনেসারের খবর পেলাম ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে উঠেছে। লোক—মারফৎ পেলাম এক টীন দুধ পৌত্রের উপহার। অস্থির মনেই "সংকটবিহার" গল্পটা পালিশ করতে বসলাম। সারাদিন ওই এক কাজে। সন্ধ্যায় হেঁটে মিনিট কুড়ি লাগে গেলাম রণধীর দাশগুপ্তর বাড়ী। প্রতি সোমবার এখানে বেশ কিছু বিদ্যোৎসাহী জমায়েৎ হন। আজ অনেক নতুন মুখের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। ডক্টর পরিমল ঘোষ, শঙ্কর রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনলাল দত্ত। এঁদের অনেকে সাংবাদিক, গবেষক, অধ্যাপক। সব ঘুলিয়ে ফেলেছি, ফলে আর কাউকে নির্দিষ্ট পেশায় নির্দিষ্ট করলাম না। রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত এঁদের সঙ্গে কেটে গেল। শঙ্কর রায় তরুণ সাংবাদিক (?) ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত হেঁটে আমাকে আগিয়ে দিলেন। তিনি ধরবেন টালিগঞ্জের কোন বাহন। বাঙলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গে এত ভুল ধারণা ছড়িয়ে আছে, তা খণ্ডনের জন্যেই আজ অনেক কথা বলতে হোলো। আগেকার সরকার ত কিছু লিখতে দেয়নি। দেখি নতুন সরকার কি স্বাধীনতা ভিক্ষে স্বরূপ ঝুলি থেকে বের করে।

৭ আগষ্ট '৭৯

আজ নাজমুদ্দিন হাশেমের পত্র পেলাম বিদেশ থেকে। রক্তাক্ত আর এক হৃদয়। স্বদেশের দুঃখে মুহ্যমান অথচ অসহায়। এই এক সুহৃদ কাছে থাকলে দুঃখের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যেত। সংসারের পাঁকে পড়ে হাশেম এখনও জেরবার। রশীদের (Raschid) মৃত্যু ওকেও প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে, পত্র থেকে বুঝতে পারলাম। হাশেম এমন সুন্দর পেশল বাঙলা লেখে অথচ ইংরেজী সাংবাদিকতায় জীবন কেটে গেল।

৮ আগষ্ট '৭৯

মিসেস মোদক লন্ডনে ২১ জুলাই ৭৮ বছর বয়সে মারা যান। তার লাশ নিয়ে খোকন (শহীদ আহমদ চৌধুরী) বুলবুল চৌধুরীর ছেলে কলকাতা এসেছে। মাতামহীর শেষ জীবনের ভার খোকন নিয়েছিল। সঙ্গীতজ্ঞ এই তরুণের হৃদয়বত্তা অপরিসীম। লন্ডনে ওঁকে নিয়ে গিয়েছিল গত বছর মে মাসে। আবার দেশের মাটীতে ফিরিয়ে এনেছে ওঁকে তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী। এই প্রচণ্ড ব্যয়ভার সানন্দে বহন করছে দুহিতার পুত্র। মিসেস মোদক ছিলেন প্রগতিশীল মহিলা তাঁর কালে।

www.pathagar.com

মেয়েদের নাচগান শিখিয়েছেন। শেষ বয়সে তেমন সুখে ছিলেন না। কারণ পুত্রবৃন্দ কেউ মানুষ হয়নি। আর্থিক কৃচ্ছতাও ছিল। দুহিতার সন্তান তাঁকে বুকে টেনে নিলে। বুলবুল চৌধুরীর সন্তানোচিত ব্রত পালন করেছে খোকন। সন্ধ্যায় নীলরতন ও প্রতিমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম খোকনের সঙ্গে দেখা করতে। বিদেশে "Rocky Sahin" নামে পরিচিত। ওর অর্কেষ্ট্রার দল প্রভূত উপার্জন করে। কিন্তু এমনভাবে ব্যয়ের চিত্ত ক'জনের আছে? ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

৯ আগষ্ট '৭৯

সারাদিন 'সংকটবিহার' গল্পের কাজ শেষ করে মাসুদ সমীপে। কিছু রবীন্দ্রসংগীত শোনা গেল রেকর্ড প্লেয়ারে এবং কিছু মাসুদ কণ্ঠে। ওর মত রবীন্দ্রসংগীতের ফ্যান আর দুটো আছে কি না সন্দেহ। পরে দুজনে বনানী চৌধুরীদের বাড়ী হেঁটে হেঁটে গেলাম। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত কালক্ষয় করা গেল। চৌধুরী দম্পতি পরশু ঢাকা যাবেন। কিছু সংবাদ দিতে পারলাম বাড়ীর জন্যে।

১০ আগষ্ট '৭৯

আর ত মানুষ বলে গণ্য নয় রাজনৈতিক ব্যাডমিনটনের শাটল্ কর্ক Shuttle corck বেচারা পাকিস্তানী বিহারী ভাইবোনেরা। বাঙলাদেশের সীমান্তে জড়ো হয়েছে, ভারতের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানে যেতে। আট বছরে মরিয়া মানুষের দংগল। সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশের সীমান্ত প্রহরীদের তাই বৈঠক বসেছে যেন অনধিকার প্রবেশ কেউ না করতে পারে। দেশবিভাগের বিষ আর কতদিন জাতীয় দেহে সক্রিয় থাকবে? দুঃখ করে লাভ নেই। আজ ওদের কোন দেশ নেই, ওরা রিফিউজী নামক জীব হিসেবে পরিচিত। বাঙলাদেশ এখনও মুসলিম লীগ আছে। বিবেকহীন সবুর খান প্রেসিডেন্ট। তার কি কিছু করণীয় ছিল না? শত শত নয় পঞ্চাশ হাজার মুসলমান নরনারীর জন্যে আজ ওটার কোন দায়িত্ব নেই। ঐ জাতীয় জীবজন্তুরা মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে তাদের ঘরছাড়া করেছিল এই নরক-বাসের জন্যে।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

১১ আগষ্ট '৭৯

এখান থেকে জানার উপায় নেই, হঠাৎ বিহারী ভাইবোনদের দরদী সেজে কে ওদের এমন পরামর্শ দিল সীমান্তে জোট বাঁধার। প্রথমতঃ ভারত সরকার যদি ওদের যেতেও দেয় এই পনর শ' মাইল, পাকিস্তান সরকার ওদের গ্রহণ করবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? গত আট বছরে তাহলে পাকিস্তান নিষ্ক্রিয় কেন? একবার

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের খর্পরে পড়ে ঘরছাড়া হয়েছিল এই নরকবাসের জন্যে। আবার কোথায় যাবে তারা? বাঙলাদেশ সরকারের কোন চালও থাকতে পারে আন্তর্জাতিক তহবিলের দিকে দৃষ্টি রেখে। Aid-খোরদের ত কোন আত্মসম্মান থাকে না। দেশবিভাগের ট্র্যাজেডির মূর্তিমান সাক্ষী হয়ে রইল এই ভাগ্যহত নরনারীবৃন্দ। এদের কাহিনী কেউ যেন একদিন লেখে। বর্ণবিদ্বেষ ছিল মুসলিম লীগের পুঁজি। ইতিহাস তার জবাব দিয়ে গেল বড় নির্মমভাবে।

১২ আগষ্ট ৭৯

অপরাহ্নঃ সার্দান এভিন্যু। বসুধা চক্রবর্তী সমীপে। দেশবিভাগের ফলে শ্রীচক্রবর্তীও নিঃসঙ্গ। (বর্তমান সময় ৬৫) সব বন্ধুবান্ধব ছিল মুসলমান। তারা বাঙলাদেশে। ফলে, লেখক হিসেবে তার সৃজনীশক্তি খর্ব হয়ে গেল। কারণ, কোথায় যেন মনের জোর নিঃশেষ। এখনও কিছু পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন (ইংরেজীতে) তা নিতান্ত অস্তিত্ব বজায়ে আজ অকপট স্বীকার করলেন। বাঙলাদেশের সংবাদের জন্যে তিনি আজও উদগ্রীব। কারণ, সব প্রীতিভাজন ওই দেশে। দু ঘণ্টা কেটে গেল কথায় কথায়। ইন্দু দিদির আতিথেয়তা সব সময়ই মজুদ থাকে নানা উপাচারে। আজ তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

১৩ আগষ্ট '৭৯

লীডস থেকে ওসমান জামাল চিঠি আর বেড়া (enclosure) পাঠিয়েছিল গত শনিবারে পেলাম। স্নেহভাজন অনুজ সুকুমার মন পেয়েছে সহজাত। অনুবাদ করে, এত সাবলীল ইংরেজী। এখানে খুসওয়াণ্ড সিং পর্য্যন্ত তারিফ করেছে আমার সামনে। আমার প্রতি ওদের অপরিসীম ভালবাসা। তার 'বেড়া' নিয়ে বেরুতে হয়েছিল যথা-কর্তব্য সম্পাদনে। কল্যাণী ধরের বাড়ীতে বসে খবরের কাগজ পড়লাম তারপর। বিহারী রিফিউজীদের নিয়ে দুই সরকার ব্যতিব্যস্ত। ওদের উপর লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তারও করেছে বহু। দুঃখের জের দেখা যাক আরো কতো দিন চলে। মরিচাঝাঁপির উদ্বাস্তুরা এসেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে। আর ওরা বিহারাগত পূর্ব থেকে আবার পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায়। শাটল্ কর্ক্ (Shuttle cork) সবাই। আর ত মানুষ নেই। সরকারী পর্য্যায়ে আচরণ ফলে ওদের উপর আর মানবোচিত নয়। মেজাজ বিগড়ে যায়। আর খবরের কাগজ পড়ব না।

১৪ আগষ্ট '৭৯

সুফেন ও রূপেন (মেজ ছেলের দুই সন্তান) ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্যে ন্যুমার্কেটের খেলনা পট্টিতে আধ ঘণ্টা। দুজনের খেলনা কিনলাম। মাসুদ মেয়েকে দেখতে ঢাকা

www.pathagar.com

যাবে। সেই হবে বাহক। দুপুরের ঘুমের পর ওসমান জামালের জন্যে পত্র লিখতে বসলাম। বড় চিঠি হয়ে গেল, তাও শেষ করা গেল না। কাল দেখা যাবে। সান্ধ্যভ্রমণ শেষে মাসুদের কাছে। তার কাছে খবর পেলাম, গোলাম কাদের সাহেব অসুস্থ। ওঁকে দেখতে গেলাম। সৎ মানুষ, সৎ অফিসার ছিলেন। বড় শ্রদ্ধার পাত্র আত্মীয়তা ছাড়াও। বড় কাহিল দেখলাম ওঁকে। নোজ-ফিডিং Nose-feeding চলছে। ঢাকা থেকে ওঁর দুই মেয়ে এসেছে। বিষণ্ন আবহাওয়া। ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কেটে গেল।

১৫ আগষ্ট '৭৯

বত্রিশ বছর আগে ১৪ আগষ্ট ১৯৪৮ স্বাধীন হয়েছিলাম। ঝুটা স্বাধীনতা। তুমি আবার সত্যিকার স্বাধীনতা এনে দিলে। স্বাধীনতার খোলস আজও বজায় আছে। তা আর কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু আজ তা অন্তঃসারশূন্য। ১৪ আগষ্টের রাত্রে চার বছর পূর্বে তোমাকে তাই হত্যা করেছিল স্বাধীনতার দুশমন দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রের সহযোগিতা। এই সকালে স্মরণ করছি তোমাকে, বন্ধু বঙ্গবন্ধু। শেখ-মুজিব বাঙালী মুসলমানের নিকট নাম নয়, আজ তা প্রত্যয়। বঙ্গবন্ধু। তোমার স্বপ্ন-রূপায়ণের পথই তাদের মুক্তির পথ। বর্তমান বিভ্রান্তি ইতিহাসে একদিন অলীক হয়ে যাবে। তোমার শহীদ আত্মার প্রতি আমার সালাম গ্রহণ করো অশ্রু-সজল এই প্রভাত বেলায়, প্রিয়বন্ধু।

১৬ আগষ্ট '৭৯

ভারতবর্ষের অস্থির রাজনীতির স্রোত কোন দিকে ধাইবে? একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিক্রম শেষ হয়েছে। বড় মনোপলিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসাদার এবং ধনী কৃষকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, এককভাবে ওদের কোন পার্টিই আর কেন্দ্রে শাসন করতে পারবে না। গণতান্ত্রিক শক্তির এই এক বিরাট জয়। এখন বামপন্থী শক্তিগুলো কীভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং নিজেরা শক্তি-সঞ্চয় করতে পারবে তার উপর ভারতের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সাম্প্রদায়িকতা আর রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসতে পারবে না, তাও স্পষ্ট। তবে এই সব শক্তি নিজেদের অস্তিত্ব টেকাতে কী রূপ নেবে তাও চোখে চোখে রাখা উচিত। কারণ, ছদ্মবেশী কোন পন্থা তারা নেবেই–তা জোর করে বলা যায়। এখনই সেবক সংঘের কর্তারা বলতে শুরু করেছে "হিন্দু রাষ্ট্র" অর্থ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়।

১৭ আগষ্ট '৭৯

সারাদিন ঘরে। সন্ধ্যা বিজয় শ্রীবাস্তব, উজ্জ্বল চক্রবর্তী (সম্প্রতি শান্তিদেব ঘোষের উপর Documentary ছবি করেছে)। স্নেহভাজন প্রফুল্লদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

১৮ আগষ্ট '৭৯

বন্ধু রবি গুহর কাছে খবর পেলাম, আমার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সহপাঠী দিলীপ মুখোপাধ্যায় এক পারিবারিক দুর্ভোগে বাড়ীছাড়া। দুই পুত্রকে জন মেরিন ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যজন উভয়ে আমেরিকায় ব্যবসা করত। দুজনে বাবার কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা চায় তাদের ব্যবসার জন্যে। সম্পত্তি বেচা ছাড়া তা সম্ভব নয়। বাবা তেমন কাজে অসম্মত। প্রায় উপন্যাসের কাহিনী ঃ দুই পুত্র একদিন জোর করে অন্য. লোক মারফৎ বাবাকে ধরে এক Mental Hospital-এ নিয়ে যায়। উৎকোচ-খোর ডাক্তার ওকে ভর্তি করে নেয়। দিলীপ সঙ্গীতপিয়াসী মানুষ। ওর বাবা হঠাৎ মারা যাবার ফলে তার ব্যবসার দায়িত্ব নিতে হয়। নচেৎ সে ওই লাইনের লোক না। কলেজে ও এবং মনসুর হাবীব (বর্তমানে স্পীকার) দুজনে ইগনেজিও সিলোনের "ফন্টামারা" উপন্যাস অনুবাদ করেছিল। হাসপাতালে পাগল হওয়ার যোগাড়। শেষে কোন রকমে বেরিয়েছে এক উকীল-বন্ধুর সহায়তায়। সম্পত্তির লোভে সন্তানেরা পিতৃহন্তা হয়ে বসে। এমন নজীর নতুন নয়। বেচারা দিলীপ তেমন শিকার হয়ে বসল। একদিন ওর কাছে খিদিরপুর গিয়েছিলাম জালাল-শাহাবদের নিকট আমিনাকে পত্র দিতে। পরে রবি/নিশা গুহর নিকট। সেখানে বিস্তারিত কাহিনী শোনা গেল।

১৯ আগস্ট '৭৯

কাশী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খ্রীষ্টোফার রোডে। পরে দুজনেই ঊনবিংশ শতাব্দীর এক মানুষকে দেখতে গেলাম। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী, এবং তেত্রিশ বছর পূর্বে যাকে তরতাজা কৃষ্ণকেশী দেখে গিয়েছিলাম বর্তমানে বিরাশী বছর বয়সের বৃদ্ধ তিনি। শ্রীধরণী গোস্বামী। সামান্য বাঁক ধরেছে শরীরে। কিন্তু এখনও বয়সের তুলনায় বেশ শক্ত আছেন। নিজের চা, প্রয়োজন হলে আহার পর্য্যন্ত নিজেই চালিয়ে যান। হাউজিং এষ্টেটের এক-কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাটে বিপ্লবী আজও কোন না কোন সামাজিক কাজে লিপ্ত আছেন। উনিশ তারিখে "কালান্তরে" আফগানিস্তান সম্পর্কে এক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ দেখে জেনেছিলাম, তিনি জীবিত। তাই আজকের এই তীর্থদর্শন লোভ। শ্রী গোস্বামীর ডান দিকের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য চোখও খুব ভাল নয়। কিন্তু তা নিয়ে নিরুদ্বেগ। বললেন, "মার্কসিজমের মত দর্শন পেয়েছিলাম, তাই এখনও বেঁচে আছি এবং সুস্থ মস্তিষ্কে।" অতীতের আত্মপ্রত্যয় এখনও কী অটুট। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাঙলাদেশের অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। দেড় ঘণ্টা ওঁর সঙ্গে। ডেরায়।

২০ আগষ্ট '৭৯

দিল্লীর মসনদ আবার নড়বড়। প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং পদত্যাগ করেছেন। বিগত

www.pathagar.com

চব্বিশ দিনে গণতান্ত্রিক বাতাসে বৈদেশিক নীতির গতিপথ বেশ অনুভূত হচ্ছিল। নচেৎ কলকাতার বাঙলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বঙ্গবন্ধু শহীদ হওয়ার (১৫.৭.৭৯) দিবসে বিক্ষোভ এবং জিয়ার কুশপুত্তলিকা-দাহ কী অনুষ্ঠিত হতে পারত মৃত্রপায়ী মোরারজির আমলে? বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ তাই আদৌ আমার কাছে কাম্য নয়। ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তির জোয়ার প্রবল-হলে প্রতিবেশী আমরাও নিশ্চিন্ত হই। অন্ততঃ লড়ায়ের ফলাফল সম্পর্কে আর কোন হতাশা থাকে না।

২১ আগষ্ট '৭৯

মাসুদের মেয়ে খুশী ঢাকা যাবে কাল। তাই ন'টার দিকে সুফেন-রূপেনের খেলনা, গৃহিণীর জর্দা-জবাকুসুম তেল দিতে গিয়েছিলাম। কখন সাড়ে তিনটে রাত্রি উঠেছিলাম। আর পড়াশোনা ভালও লাগছিল না। তাই রণেশদার সময় নষ্ট করতে গেলাম। সত্যি তিনি লিখছিলেন। কিছু ছেদ ঘটল, অন্ততঃ আমি যে পর্য্যন্ত রইলাম। মনের পেছনে এক অঙ্কুশ তাড়নাঃ উপন্যাস কি আর এগোবে না? চার মাসের বেশী বন্ধ পড়ে আছে। তাই দাদার সঙ্গে আলাপের মধ্যেও কিছু অস্বোয়াস্তি ভোগ করছিলাম।

২২ আগষ্ট '৭৯

সঞ্জীব দত্ত ডিমাপুর থেকে পত্রে লিখেছে যে কেবল নেতির উপর নির্ভর করে এদেশের রাজনীতি চলমান। পরে ওর ভাষায়, "ভরসা এই যে ধ্বংসেরও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন লাগে। ধ্বংসের শক্তির ভারসাম্যের উপর আবার এদেশের প্রলয় নির্ভরশীল। কিন্তু দুর্বলতার উপর নির্ভর করেই কি ইতিহাস চলতে পারে?" বয়সের এই প্রান্তে এসে আমার কাছেও ধরা পড়েছে। ভাঙার উপর এত চোখ ছিল যে গঠন এবং তৎসংক্রান্ত সামগ্রিক ছবি দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। Positive stand এ দাঁড়াতে না পারলে শেষ পর্য্যন্ত কোন ভাবধারা প্রচণ্ড শক্তির উৎসরূপে প্রতিভাত হয় না।

২৩ আগষ্ট '৭৯

পাড়ায় জরাজীর্ণ মসজিদ। তারক দত্ত রোডের মোড়ে আছে। শুক্রবারে মুসল্লী (নামাজ পড়ুয়া) কিছু বাড়ে, নচেৎ খুবই কম। হঠাৎ বেশ ঝলমলিয়ে উঠল মসজিদখানা। গম্বুজের উপর আশেপাশে নানা রঙের আলোকসজ্জা। আরো মসজিদ দেখলাম, একই ঝলক এবং চমক। হঠাৎ এদের আর্থিক অবস্থা ফিরে গেছে, বোঝা যায়। সৌদি আরবের অর্থ নানা দিকে নিক্ষিপ্ত। তারা জানে, আল্লার ঘরের পানে লোকের নজর থাকলে তাদের ঘর বা ক্রিয়াকলাপের দিকে কারো দৃষ্টি যাবে না। ওহাবী আরব। এক কালে "সুন্নী" মুসলমানেরা ওদের মুসলমানই মনে

www.pathagar.com

করত না। এখন ওদের অঢেল সম্পদ। কাজেই সকলের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

২৪ আগষ্ট '৭৯

নিজের পাণ্ডুলিপি আবার পড়া শুরু করেছি। "জন্মজন্মান্তর" উপন্যাস চার মাস বন্ধ ছিল। সব চিন্তা আমার গোছানো দরকার। না পড়ে উপায় নেই। দু'তিন দিন যাবে। তারপর আবার কাজে বসব। আর গড়িমসি করব না। এই কর্তব্য যদি পালন না করি, চার বছরের নির্বাসন অর্থহীন হয়ে পড়বে।

সন্ধ্যা কাশী চট্টোপাধ্যায়, পরে মাসুদের সহিত।

২৫ আগষ্ট '৭৯

ঈদের দিন।... কোথায় যাব? শ্রী শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে নতুন আলাপ। আমার গল্পের জন্যে গরুখোঁজা করেছেন। ব্যবহারে অমায়িক এবং সদালাপী। ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন আমন্ত্রণ-সহ। রাসবিহারী এভিন্যু গেলাম গড়িয়াহাটার মোড়ে নেমে। নিকটেই বাসা। রাস্তা থেকে গলির ভেতর সেঁধোতে হয়। বেশ নির্জন পাড়া। চৌধুরী মশাইকে পাওয়া গেল। এগারোটার দিকে উঠলাম বহু বাক্যক্ষয়ের পর। ওঁকে আরো নিকটতর জানা গেল। গৃহিণী রমা চৌধুরানী রান্না ঘরে। তিনিও নেপথ্য আতিথেয়তার কথা ভোলেননি। পরে পরিচয়ে প্রীত হলাম। বাঁদী-বিবি উভয়ই তিনি এই সংসারে। হঠাৎ মনে পড়ল মরহুম আতোয়ার রহমানের বউ নীরা রহমান আজ দুপুরে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ওদের বাড়ী দ্বিতীয় ঢুঁ। আরো নিমন্ত্রিত জন আছে। অধিকাংশ মহিলা। তাই আগে একা আহার করে সরে পড়লাম। নীরা এত ব্যস্ত যে বাক্যালাপের অবসর কোথায়? ওদের পরিবারের বন্ধু নীহার চক্রবর্তী এসে পড়লেন। ক্ষমা চেয়ে নিতে হোলো ওর কাছ থেকে হঠাৎ অন্তর্ধানের জন্যে।

সন্ধ্যায় মাসুদের বাড়ী। আগেই দুজন আগত আসরেঃ বাঙলাদেশের জেল ফেরৎ (তিন বছর) (১) এক ভদ্রলোক একদা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। অর্থগৃধ্নুতা বেজায় আছে ভদ্রমহোদয়ের। ৭৩ সনেই বনানী এলাকায় এক বাড়ী মার্কিনদের ভাড়া দিয়েছিলেন ৮০০০ আট হাজার টাকায়। কীর্তি বহু অর্থ সঞ্চয়ের। দেখা হয়ে গেল। উষ্মা চেপে রাখতে পারলাম না। কিছু মিষ্টি বাণ-যোগে বলতে হোলো "আওয়ামী লীগার হলেও আপনাদের মত মানুষই বঙ্গবন্ধুর পরোক্ষ ঘাতক।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বাঙলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির কর্তা বিনয় রায়, জনতা পার্টির লোক। মূত্রপায়ী মোরারজি সমর্থক। আর বেশী পরিচয় দান অনাবশ্যক। মাসুদের সঙ্গে আহার শেষে ডেরামুখী।

www.pathagar.com

২৬ আগষ্ট '৭৯

আবার নতুন করে সব গোছানোর জন্যে পাণ্ডুলিপি পড়া। সকালে এক ঘণ্টা পরে আর মন বসে না। নিজের পাণ্ডুলিপি গোটা গ্রন্থ শেষ না করে আবার পড়া বেশ বিরক্তিকর। তাই রণেশদার আশ্রমে। জ্যোতি দাশগুপ্ত ছিলেন সস্ত্রীক। বিভা দেবী এসেছেন রানাঘাট থেকে। আজই আবার কর্মস্থলে ফিরে যাবেন। সকাল এগারোটা পর্য্যন্ত বেশ জমজমাট এখানে। ফেরার সময় এক কাণ্ড ঘটল। আমি কংগ্রেস ইকজিবিশান রোডের উত্তর ফুটে। দক্ষিণ ফুটে ডাঃ অশোক বাগচীর বাড়ী। তাঁর জানালার অলঙ্কৃত গরাদ। হঠাৎ ডাক বেশ জোরে, "শওকত ওসমান সাহেব" "শওকত ওসমান সাহেব" অলঙ্কৃত গরাদ থেকে হাতছানি আর ডাক বেরিয়ে আসছে। ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ন্যুরোসার্জন যেন হঠাৎ কিশোর বনে গেছেন। আমার গতি ফিরল। দরজা নিজে খুলে দিলেন স্নায়ু-শল্যবিদ। আজই তিনি অষ্ট্রেলিয়া যাবেন এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে। ফিরতে হপ্তা তিন। Polytechnic Doctor বললে যা বোঝায় ডাঃ বাগচী তাই। সমাজের নানা দিকে নজর। আজ তাঁর কৈশোরিক চাপল্য দেখে ফেরার পথে না হেসে পারলাম না। সরল অন্তঃকরণ এই ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের বাহন হয়ে পড়ে। তা চিরকাল ভণ্ডজনের নাগালের বাইরে। ডাক্তারের কাছে অনেক সংবাদ পেলাম। স্বর্গীয় ঝটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) মধুবংশীর গলির শেষ পঙ্‌ক্তি যেন তাঁর মৃত্যুর ভবিষ্যৎ ছক। স্মৃতিশক্তি আছে বটে বাগ্‌চীজীর। মধুবংশীর গলি থেকে হড়হড় আবৃত্তি করে চললেন। প্রতিভাধর ব্যক্তি। শক্তির ঘাট্‌তি কম।

২৭ আগষ্ট '৭৯

বাঙলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক (এক কালে আইয়ুব খানের চাপরাসী তথা শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন) হাভানা যাওয়ার পথে দমদম এয়ারপোর্ট সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে অনেক কথার মধ্যে বলেছেন যে অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন তিনি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে ভদ্রলোক জীবিকা শুরু করেছিলেন। মূলতঃ শিক্ষাবিদ। ভাইস চ্যান্সেলার পর্য্যন্ত ওঠেন ওদিকে। পরে আইয়ুব খাঁর পদলেহী। কোন সামাজিক ইস্যু নিয়ে মাথা ঘামাননি। এমন দাসানুদাস বর্তমান সরকারেরও দরকার। জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ কতোগুলো সামাজিক চেতনার শর্তে সফল হতে পারে এক কালের এই অধ্যাপক কী জানেন? "জিভ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি"– এমন চৈতন্যরাজ্যে আর জীবনবোধ গজায় না বর্তমান যুগে। বাঙলাদেশ সরকার ত মধ্যযুগীয়তার উপরই টিকে থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। গোলাম বেতনভুক্ত বৈদেশিক

www.pathagar.com

মন্ত্রীর আক্কেলে এসব কথা ঢুঁ মারে না কী? জ্ঞান-পাপীদের হালচাল আলাদা হয়।

২৮ আগষ্ট '৭৯

গত দু'মাস থেকে একটা পায়রার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা। সকালে ছোলা-লবণ আহার অভ্যেস। তা থেকে শেয়ার দিতাম ওকে। এখন হাতের কাছে এসে খায় এবং যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। উড়ে টেবিলের উপর বসে। ক্ষিধে লাগলে যখন-তখন ছুটে আসে। শুকনা ছোলায় খরচ ফলে বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু আরো বিরক্তিকর যেখানে-সেখানে মলত্যাগ করে। ওকে তাড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। নিঃসঙ্গ কামরায় ওর উৎপাত অবসর-বিনোদনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যা, সালেক-সুলতানার সঙ্গে।

২৯ আগষ্ট '৭৯

শেক্সপীয়ার ঃ কিং হেনরী ফোর্থ নাটক-২য় খণ্ডঃ প্রথম দৃশ্যে আছে- Lives of all your loving accomplices/ lean on your health. শরীর সম্পর্কে কথাগুলো নিকষ সত্য। জুন মাসে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ মনে পড়ল। নাটক খুলে দেখে নিলাম। শরীর বেশ আছে, "জন্ম জন্মান্তর" উপন্যাসের তেমন পরিচ্ছদ আবার শুরু করতে পেরেছি। আর সহজে ছেদ পড়তে দেব না। সন্ধ্যা, বিজয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। অতনু চট্টোপাধ্যায় আসার কথা ছিল, এলো না। বিশেষ উদ্বিগ্ন হলাম। ওর শরীর ভাল নয় বর্তমানে। কাল খোঁজ নিতে হবে। সমাজ-সচেতন এই তরুণ অনুজকে হঠাৎই পাওয়া যেন।

৩০ আগষ্ট '৭৯

উপন্যাসের ২৩তম পরিচ্ছেদ আজ শেষ করতে পারলাম সারা দিনে। আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছি না। কেন এই বড় কাজ হাতে নিলাম? এত ভয় ধরে গেছে। কিন্তু এতদ্দূর এগিয়ে আর পেছপা হওয়ার উপায় নেই। পার্টিশানের ট্র্যাজিক নাটক সব তুলে ধরার জন্যে বড় মানসিক প্রশান্তি দরকার ছিল। তা ছাড়াই হোঁচট খেয়ে খেয়ে এগোতে হবে।

সন্ধ্যা ঃ কালান্তর-আপিসে রণেশদাশহ।

৩১ আগষ্ট '৭৯

চিন্মোহন সেহানবীশের সঙ্গে সকালে সাক্ষাতের কথা আগে থেকে ঠিক করা। পুরাতন "পরিচয়" পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি দরকার মরহুম ফজলুল হকের গল্প-উদ্ধারে। চিনুর এক আত্মীয়ার "স্ট্রোক" হয়েছে। সব প্রোগ্রাম ভণ্ডুল হয়ে গেল। একই পাড়ার বাসিন্দা

www.pathagar.com

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সেন-শিল্পী। তাই উজিয়ে প্রথমে কবি-সমীপে। পরে শিল্পীর নিকট। অনেকক্ষণ কেটে গেল সেন সমভিব্যহারে। মুচমুচে গদ্য যেমন লেখেন তেমনই সংলাপের ধারা। কৃত্রিমতার ধার ধারেন না। শিল্পীর অমায়িকতায় আবদ্ধ, কালও কোথা দিয়ে যায় টের পাইনে। অসুস্থ দেবশরণ দাশগুপ্তকেও দেখে এলাম। আজ ভাল আছেন। দুপুরে ঘুম থেকে উঠে আর উপন্যাসের কাছে বসতে পারলাম না। সর্দি লেগেছে হঠাৎ। তা ছাড়া মন গৃহপানে ধায়। ছোট ভাইটা বিশেষ যন্ত্রণা। ওকে অসহায় ফেলে এসেছি। চার বছর কীভাবে দিন-গুজরান হচ্ছে ওর। কোন খোঁজ পাইনে। বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে করতে অস্থির। উপন্যাসে মনই দিতে পারলাম না। দিনটা সেদিক থেকে একদম বন্ধ্যা গেল।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। ফিরে আসার সময় বৃষ্টি। ভিজে গেলাম। সর্দিও জেঁকে বসল।

১ সেপ্টেম্বর '৭৯

সকালে বেরুতে হয়েছিল। অর্থাৎ ভাবনা-চিন্তার সময় বৃথা গেল। সারাদিন পড়াশুনা যতি। লেখা আর হোলো না। টলষ্টয় গর্কিকে বলেছিলেন, "Where you want to have slaves, there you should have as much. Music as possible. Music dulls the mind." পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা নেই। ঐ কাব্য-পাঠ স্কুল কলেজের টেক্সট বইয়ে সীমাবদ্ধ। কিন্তু গানের প্লাবন ক্রমশঃ বাড়ছে। আধিভৌতিক উৎস বিধায় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রধানতঃ মার্গসঙ্গীত। সেই কাঠামো মনকে Dull করে দিতে যথেষ্ট। টলষ্টয় ঝুট বলেননি।

সন্ধ্যাঃ নীলনতনের বাড়ী। সে ছিল না। প্রতিমার সঙ্গে কুশলাদি জিজ্ঞেসের পর ডেরাভিমুখী। বাসে আসার সময় মনে হোলো জামসেদপুরে আবার দাঙ্গার আবহাওয়া। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের ঘাঁটি ওখানে শক্ত। ছাত্র-রাজনীতিতে আদর্শ অর্থহীন। মিসেস গান্ধী বিহার মন্ত্রীসভাকে টিকিয়ে রাখলেন আগামী নির্বাচনে ভোটের দিকে চোখ রেখে। জওহর লালের দুহিতাও প্রয়োজন বা স্বার্থ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক শক্তির দোসর হতে পারেন। বিহারের জনতা সরকার তাই টিকে গেল।

২ সেপ্টেম্বর '৭৯

উপন্যাস নিয়ে দপাদপি। সারা দিনে ছ'সাত শ' শব্দের বেশী এগোল না। সন্ধ্যায় পবিত্র সরকার, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। মার্কসবাদের মুখে থুথু দিতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। রাজবন্দী ছেড়ে দেওয়ার নামে শত শত ক্রিমিনাল, দণ্ডপ্রাপ্ত দাগী খুনী পাশবিক অত্যাচারীরা পর্য্যন্ত মুক্ত। তারা স্বভাবতঃই কৃতজ্ঞতা এবং ধূর্ততার প্রভাবে সব সিপিএমের সমর্থক।

www.pathagar.com

দলবাজির শিকার এই সরকার এমন সাফল্যেই খুশী। "Local lion" হওয়ার জন্যে গ্রাম্যমনা প্রমোদ দাশগুপ্ত সম্প্রতি যেসব বিবৃতি দেন, তার মধ্যেই হঠকারিতার স্বর স্পষ্ট। এদেশে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ অনেকখানি এই দেশ ও পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভরশীল। আমাদের দুর্ভাবনা সেই জন্যে আরো বেশী। নৈতিকতা ও মানবতার ন্যূনতম মাপকাঠিও যদি এই সরকার না রাখে মার্কসবাদের মুখে থুথুই ছিটানো হবে। প্রমোদ দাশগুপ্ত সেদিনও মরিচাঝাঁপির উল্লেখ করেছেন। একদম ন্যাংটা বেহায়া না হলে তা সম্ভব ছিল না। চীনের নামে এরা পার্টি ভাগ করেছিল। সেখানে পলপটের জন্ম হয়েছে। এরা তারই চেলা। তাই অমন লজ্জাহীন, বেশরম।

৩ সেপ্টেম্বর '৭৯

সকালে বেতারে হঠাৎ প্রায় এক শ' বছর আগেকার গান শুনলাম.....'লোহার বাঁধনে বেধেছে সংসার/দাসখৎ লিখে দিয়েছে হায়..../দুই চক্ষু জলে ভরে/ মুছি তাই এক করে/ এক কর বোঝা ও মাথায়...." শতাব্দীর বেদনা সহসা ধ্বনিত হয়ে ওঠে। আজও সেই আচ্ছন্নতা থেকে আমরা কেউ রেহাই পেলাম না।

সুব্রত ব্যানার্জি এসেছে দিল্লী থেকে। চিরকুট রেখে গেছে, টেলিফোন নম্বর। সকালে তার সঙ্গ নিতে বেরুতে হোলো। ঘণ্টা দুই বাইরে। দুপুর/বিকেল উপন্যাস রচনা। সন্ধ্যা জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণেশদার সঙ্গে।

৪ সেপ্টেম্বর '৭৯

বিদ্যুৎহীন সন্ধ্যা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তাই বাইরে বেরুব না। সর্দি ধরেছে দু'তিন দিন। অন্ধকারে অতীতে ঘুরে বেড়াই। ছেলেবেলায় নিজের গ্রামের বাইরে আর কয়েকটা গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। যথা, নন্দনপুর (বর্তমানে হাইস্কুল—আরো বড় হয়েছে রূপচাঁদভুক্ত হাইস্কুল, ছাত্র ছিলাম তখনকার VII Class বর্তমানে Class Four) রাজহাটী (বাজার হাট খ্যাত) মমকপুর (ফুপুর বাড়ী) শিংচক (নানা বাড়ী) তেঁতুলিয়া (আত্মীয় বাড়ী) হরিশ্চক (মৃত অগ্রজার শ্বশুরবাড়ী) বনপাই (মাসী বাড়ী) মাড়োখানা (লঞ্চে কালাঘাট যাওয়ার ষ্টেশন) এই সব গ্রাম—স্বর্গের পুরাতন ছবি দেখতে পাই। নির্বাসিত হয়ে প্রাচীন জীবন নয় শুধু এই সব এলাকার জন্যে মন স্বতঃই দাহ অনুভব করে। হাজার স্মৃতির বন্ধন ছিঁড়তে পারি নে। বিষণ্নতায় ছেয়ে থাকে মন। হঠাৎ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধকারেই এসে ডাক দিলে। অতীত ছেড়ে বর্তমানে। দুজনে রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যেই বেশী হাঁফ ছাড়লাম। হঠাৎ বেশ জোরে বৃষ্টি নামল। তা থামতে সুব্রতকে ছাতা নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। পুরাতন সহপাঠী। বাঙলাদেশ না হলে হয়ত ওর সঙ্গেই

www.pathagar.com

দেখা হোতো না। ওর সাহচর্য অতীত কালের জীবনের বিষাদহর, প্রাণদ।

৫ সেপ্টেম্বর '৭৯

সারা দিন ঘরে। উপন্যাস রচনা বিশেষ এগোল না। আরো প্রশান্তি প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় পাব?

৬ সেপ্টেম্বর '৭৯

সন্ধ্যায় গোর্কি সদনে। দৈবক্রমে জ্যোতি দাশগুপ্তও উপস্থিত। দুজনে পাশাপাশি বসে পুডোভ্‌কিন-এর Storm over Asia দেখলাম। নির্বাক যুগের ছবি-একান্ন বছর পূর্বে তোলা (১৯২৮)। চোখের দিক থেকে মনোরম। কিন্তু বিষয়বস্তু মনে কোন সাড়া জাগায় না। সিনেমা শিল্পে এই ছবির খ্যাতি প্রচণ্ড। দেড় ঘণ্টা সেন্ট্রাল এশিয়ার পাহাড়-পর্বতমালা এবং জনগণের জীবন-লীলার মাঝখানে বেশ কেটে গেল। জ্যোতি বাবুর সঙ্গে পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরলাম।

৭ সেপ্টেম্বর '৭৯

পয়লা সেপ্টেম্বর বিকেল থেকে ভয়ানক সর্দি। অন্য কোন শারীরিক গণ্ডগোল নেই। ঘুম, ক্ষিধে সব ঠিক আছে। অথচ কফের চোটে মাথা-ভার, জ্বরজ্বর ভাব। এক হপ্তা হয়ে যায়। আর অবহেলা করা চলে না। ডাঃ আলি ইমামের কাছে ছুটলাম সকাল ন'টার সময়। একটা সিরাপ লিখে দিলেন। ওষুধ খেতে ভাল লাগে না। তাই এই পানীয় বেশ তেতো। বিকেলে জ্বরজ্বর ভাব আরো জেঁকে ধরল। শরীর নিয়ে এত দিগ্‌গারী। মন অস্থির। আজ কিছু লিখতে পারলাম না। মার্কস্ কারবাঙ্কল পিঠে কাজ করতেন। তিনি অশেষ প্রতিভাধর। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। সন্ধ্যায় লোডশেডিং অন্ধকার। নিঝুম একা ঘরে বসে থাকা স্মৃতির যন্ত্রণাসহ। কঠিন চিন্তাও এমন পরিবেশে অসম্ভব। বিরক্তির অন্ত ছিল না সারাক্ষণ।

৮ সেপ্টেম্বর '৭৯

সকালে জ্বর ছিল না। বিজয় শ্রীবাস্তবের বাড়ী গিয়েছিলাম। স্নেহভাজন অতনু চট্টোপাধ্যায় মানসিক অবসাদের রোগী হয়ে পড়েছে। এই বিপাক থেকে কী করে নিস্কৃতি পায়, তার জন্যে ওর সঙ্গে অনেক কথা বললাম। অনেক রকমের Hallucination হয় ওর। চারিদিকে ষড়যন্ত্র, পুলিশ, তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার জন্যে বহু লোক তৎপর। সবই হ্যালুসিনেশন থেকে। কোন ভাল Psychiatrist এর কাছে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। অনেক গুণ জন্মসূত্রে পেয়েছে অতনু। ছবি আঁকে, গল্প লেখে, সমাজ-সচেতন। তিন চার মাস থেকে ঐ ব্যাধি। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

দুপুর-বিকেল Profile of Gandhi (নর্ম্যান কুজিন সম্পাদিত) বই পড়ে কাটিয়ে দিলাম। গান্ধীজীর জীবনের একটি ঘটনা বেশ ধাঁধাঁময়। কিন্তু মজার। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স নাকি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে প্রার্থনা করতেন। মহাত্মা মন্তব্য করেন, "I wonder why God so Consistently gave him the wrong advice"!

১০ সেপ্টেম্বর '৭৯

চোখ অবিশ্বাসী। দুপুর বেলা। ফিরে যাচ্ছিল দরজা বন্ধ দেখে, হঠাৎ পেছনে চোখ ফেললে ঘাড় বাঁকিয়ে। কবি সানাউল হক। সঙ্গে আরো দুই বন্ধু হিমাংশু ও সুধীন সেন। উঃ কত বছর পরে দেখা। অসময়। কথা হোলো না। সন্ধ্যা বা কাল যোগাযোগ হবে কোথাও দীর্ঘ আড্ডা দিতে। এমন সময় শরীর বিগড়ে রয়েছে। সর্দি ও জ্বর জ্বর ভাব যাচ্ছে না। দশ দিন হয়ে গেল। বিকেলে প্রকোপ আরো বেশী। তাপমাত্রা ৯৯° বেশী হবে। বইয়ের পাতায় চোখ মাঝে মাঝে রাখা আর শুয়ে থাকা। শেষে নিজকে নিয়ে বিব্রত থাকতে হবে? কতো কাজ সামনে। কবে তা সম্পন্ন করতে পারব? অবসন্ন মন।

১১ সেপ্টেম্বর '৭৯

HA Shame (নাজমুদ্দিন হাশেম) এর চিঠি পেলাম। পেশল মন। তাই সহজে নুয়ে পড়ে না। অথচ ২৪ ঘণ্টা প্রতিক্রিয়ার রাজ্যে তাকে জীবিকা অর্জনের জন্যে থাকতে হয়।

মাসুদ এসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেল। বিকেলে শরীর কিছু খটখটে। মাসুদের সঙ্গে তাই সন্ধ্যাযাপন।

১২ সেপ্টেম্বর '৭৯

রাত্রে এক শ' জ্বর। ভোরের আগে ছেড়ে গেল। অবসন্ন দেহ, অবসন্ন মন। শরীর খারাপ হলেই গৃহাগত প্রাণ অত্যন্ত অস্থিরতায় হাঁসফাঁস করে। শেষে কি রণে ভঙ্গ দিতে হবে? না, তা আর সম্ভব নয়। শরীর ছিল পুঁজি, তাও ধ্বংসতে বসেছে। অবিশ্যি আহারের গোলমাল তার প্রধান কারণ। কিন্তু সেদিকে কিছু করার নেই। নিজের পক্ষে রান্না—শরীর সায় দেবে না। এত প্যাঁচের মধ্যে পড়ে প্রায় স্থবির হতে চলেছি। উপন্যাস লেখা হপ্তা খানেক বন্ধ। সন্ধ্যাঃ প্রতীক্ষায়। সানাউল হক বিদায় নিয়ে গেলেন। কাল সকালে ঢাকা চলে যাবেন।

১৩ সেপ্টেম্বর '৭৯

শরীর এমন কাহিল। দিনে কোথাও বেরুব না। তবু বেরুতে হয়েছিল। দুপুর

www.pathagar.com

বিকেল ঘুমিয়ে। সন্ধ্যা 'কালান্তর' আপিসে রণধীর দাশগুপ্তের সঙ্গে কিছুক্ষণ।

১৪ সেপ্টেম্বর '৭৯

কিছু পড়াশোনা। ক্লান্ত হয়ে এলো শরীর হাশেমকে একটা চিঠি লিখতেই। সন্ধ্যাঃ মাসুদের সঙ্গে। পরে রাজ্জাক চৌধুরী যোগ দিলেন। শরীর এত সব সংকট ডেকে আনবে—চিন্তায় অস্থির।

১৫ সেপ্টেম্বর '৭৯

রংপুর জেলায় কাউনিয়া এলাকায় এবং ময়মনসিংহে চাষীরা পাট পুড়িয়ে ফেলছে। কারণ, দাম কম। মাত্র ৩০-৪০ টাকা। অথচ সরকারী দাম ১১০-১১৫। অর্থনৈতিক শক্তি (force) নিজের নিয়মানুসারে চলে। তাকে মন্ত্র দিয়ে বশীভূত করা চলে না। মূর্খদের কাছে এসব অজ্ঞাত। রাজনীতির বাষ্প সেখান থেকেই উৎপন্ন হয়। বাঙলাদেশেও হবে। শাসকদের বুঝতে বিলম্ব আছে। কারণ, হাতে অস্ত্রপাতি।

১৬ সেপ্টেম্বর '৭৯

শৈলেন চৌধুরীর আবাসে। শ্রীমতী রমা চৌধুরী নেমন্তন্ন করে বসলেন। শরীর আজ হাল্কা। লেখাপড়ার মেহনৎ না করাই ভাল। তাই গ্রহণ করলাম। দুটো পর্য্যন্ত ওদের সঙ্গে পরে মাসুদের নিকট তারই বিছানায় ঘুমোলাম কিছুক্ষণ। পরে টেলিভিশনে দুই বৃদ্ধ মোহন বাগান, ইষ্ট-বেঙ্গলের আই-এফ-এ শিল্ড খেলা দেখলাম। নিছক অবসর। ভাবলাম, শরীর ঠিক যাবে। রাত্রে আহারের পর রাত্রি ন'টায় আবার জ্বর এসে গেল। বোধ হয় এক শ'র কম। একটা থার্মোমিটার কেনা দরকার। ভোরে জ্বর ছেড়ে গেল। শেষে শরীর নিয়েও পরীক্ষা দেব? বড় ক্লান্ত মন। উপন্যাস যথাস্থানে। তাই আরো যন্ত্রণা বেশী। দেড় মাস হয় ঢাকারও কোন খবর পাইনি।

১৭ সেপ্টেম্বর '৭৯

বিকেলে জাঁনেসারের সংক্ষিপ্ত পত্র। সকলের কথা লেখেনি। তবে কুশল আন্দাজ করা যায়। কিছু উদ্বেগমুক্ত হলাম। এই সময় এলেন রণেশদা, সুনীল মিত্র এবং ওদের এক সহকর্মী অসুস্থ জন-দর্শনে। শেষোক্ত দুজন আগে চলে গেলেন। রণেশদা রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত থাকলেন। পড়ার হাত থেকে বাঁচা গেল। পরিশ্রমমুক্ত হওয়ার ফন্দী। দাদা চলে যাওয়ার পরই আটটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। কী নিষ্ক্রিয় বন্ধ্যা দিন।

www.pathagar.com

১৮ সেপ্টেম্বর '৭৯

ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছেন। মানসিক ও দৈহিক। আজ বহু কষ্টে দিনে দু'তিন বার ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। আংশিক সাফল্য। বই স্পর্শ করব না। তা আর হয় না। একদম নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব। আমার চিন্তা-ভাবনা ভাল খোলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলে। তাও মেহনৎ বৈকি। অস্বোয়াস্তিময় দিন। সুনীল মিত্র আজও সাক্ষাতে এলেন। বাঁচা গেল। তৎক্ষণাৎ লোডশেডিং। অন্ধকারে দুজনে আড্ডা। তিনি চলে গেলে খেয়ে দেয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম। আত্মকরুণার মধ্যে শেষে বসবাস করতে হবে?

১৯ সেপ্টেম্বর '৭৯

বাইবেলের "Book of Numbers" অত্যন্ত মূল্যবান দলিল ট্রাইব্যাল Ethics এর জন। ভ্রাম্যমাণ Moses এবং তার অনুসারী Children of Israel কোন এলাকা জয়ের পর বন্দী নারী শিশুদের নিয়ে কী করবে? "Kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known by living with him....." এখানেই শেষ নয়। "Book of Deuternomy তে আছে (2nd chapter)" And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men and the woman and the little ones, of every city, we left none to reman." গোষ্ঠিবদ্ধ সমাজ। খাদ্যের সমস্যা আছে, সংহতির সমস্যা আছে। সুতরাং হত্যা তেমন নির্মম বোধ হয়নি Moses এর কাছে।

...রণেশদা ও চৌধুরী সাহেব হঠাৎ এসে পড়লেন। ঢাকার খবর পেলাম। জিয়ার পার্টির শিকড় নামা দূরের কথা, অনেকেই আছে সুবিধাভোগের জন্যে, ঝুঁকির মধ্যে নেই। ফলে, সভাসমিতির আদৌ বুদ্বুদ নেই। আর জিয়া ছাড়া আর কেউ ডাক দিলে তেমন লোকও হয় না।

২০ সেপ্টেম্বর '৭৯

জাঁনেসার লিখেছে, তার জন্যে প্লাষ্টিকের খেলনা দাঁত গোঁফ ও চশমা পাঠাতে। পার্ক ষ্ট্রীটের দোকানে পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া গেল না। ন্যুমার্কেট, গড়িয়াহাটা গেলাম। বিফল। এক জোড়া পেলাম। তা দন্তহীন। সন্তানদের জন্যে সময় দিতেই হয়। ঘোরাঘুরিতে শরীর ঝিমিয়ে পড়ল। এ সব দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অভ্যেস অনেক আগে থেকে করতে পারলে কিছু সময় বাঁচত। এই বয়সে আর Habit বদলানো দায়। মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য কী করে আসে?

www.pathagar.com

২১ সেপ্টেম্বর '৭৯

সকালে রণেশদার কাছে। ওয়াহিদুল হক চৌধুরী সাহেব আসবেন। ওর হাতে জাঁনেসারের খেলনা ও ক'টা বই পাঠাব। এগারোটা পর্য্যন্ত সঙ্গে। চৌধুরী সাহেব আমার আগেই হাজির হয়েছিলেন।

সন্ধ্যা সালেক-সুলতানার সঙ্গে।

২২ সেপ্টেম্বর '৭৯

নাজিরের উপহার। ১৫ আগষ্টে লন্ডনে বেরিয়েছে লরেন্স্ লিপ্সুল্জের Bangladesh : unfinished revolution. পাঁচ হপ্তার মধ্যে আমার হাতে। প্রথমে দ্বিতীয় খণ্ড ঃ The Murder of Mujib পড়তে শুরু করলাম। বহু তথ্য, বহু ঘটনার জটাজাল। মূর্খের মত আদর্শ পোষণ করে এসেছি। অথচ ইতিহাসের অন্ধিসন্ধির খোঁজ রাখিনি, আত্মধিক্কারে মেজাজ তেতো হয়ে ওঠে। Historical Instrument ত রোজ তৈরী হয় না। হাতের কাছে পাওয়া চিজ, মূল্য দিতে শিখলাম না তখন। এক সিটিঙে অনেকখানি পড়ার পর, সন্ধ্যায় বেরুলাম। মাসুদের সঙ্গে প্রহর রাত্রি। বঙ্গবন্ধু নিধনের পটভূমি বার বার হানা দিয়ে গেল।

২৩ সেপ্টেম্বর '৭৯

সুব্রত-গৃহিণী করুণাও দিল্লী থেকে এসেছে। তার দাদার বাড়ীতে আছে। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এলাম শৈলেন্দ্র (মোহনও বটেন) চৌধুরীর বাড়ী। গৃহশ্রী রমা দেবী স্বনাম-সার্থকতায় পূর্ণবৃত্ত। এই আর এক দম্পতি যাদের অতিথি বৎসলতা এমনই সহজাত যে সহজে এড়িয়ে আসা দায়। মার্কস্বাদী গৃহকর্তাও এখানে Objective হন না। অতিথির পাকস্থলীর ওসার বা উসার (প্রস্থ) তিনিও ধর্তব্যের বাইরে রাখেন। এক গাদা আহার করে বাড়ী ফিরলাম। দুপুরে ঘুম। পরে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত Lipsultz নিয়ে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার উপর এই পুস্তক প্রথম তথ্য বনিয়াদের উপর নির্মিত। মার্কিন দেশের তথ্যগুলো ধরেই আলোকপাত আরো হওয়ার সম্ভাবনা রইল। বিদেশী সাংবাদিক আমাদের বিশেষ ঋণী করে রাখলেন। যদিও ওঁর মন্তব্য বহু ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

২৪ সেপ্টেম্বর '৭৯

(The Murder of Mujib) অংশ) লিপসুলজের বই পড়তে-পড়তে মনে হোলো, কতো রকমের ভুল না বঙ্গবন্ধু করেছেন। সরীসৃপদের বুকে জায়গা দিয়েছিলেন যারা পূর্ব থেকেই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল তথা মার্কিনদের অনুচর। বাঙলাদেশের '৭৪ সনের দুর্ভিক্ষও ওদের সৃষ্টি বঙ্গবন্ধুকে হেয় করতে। সাংবাদিক

www.pathagar.com

লিখেছেন, মানবতা ওদের কাছে কিছু নয়, গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি আসল। সব চেয়ে অবাক লাগে কিছু চেনা লোক-যাদের ঘুণাক্ষরে আমারও মনে হয়নি CIA এজেন্ট হতে পারে—ষড়যন্ত্রে এমন ভাবে লিপ্ত ছিল। জানি যে, কতো দিন পরে ইতিহাসের প্রতিশোধ আসবে। তবে তা আসতে বাধ্য। নচেৎ মনুষ্যত্বে আস্থা হারাতে হয়।

২৫ সেপ্টেম্বর '৭৯

কতো দিকে শূন্যতা। নিজের নিকটজনেরা কী দুর্ভোগের মধ্যে না আছে। আমি ওদের কোন সাহায্যে আসতে পারি নে। ছোট ভাই কৃচ্ছ্রতার মধ্যে। ওর শরীর কেমন? সংবাদও পাই নে। এখানে আমিনা দুঃখের সঙ্গে আজীবন রাখী বেঁধেছে। ওদের কথা ভাবলে মনের মোচড়ে অস্থির হয়ে পড়ি। কিছুই আর ভাল লাগে না। সন্ধ্যায় আনমনা বেড়িয়ে এসে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্র ন'টা। ঘুমে সব চাপা পড়ে থাক। প্রৌঢ় হয়ে গেলাম। আজও গোষ্ঠি কেন্দ্রিকতার গণ্ডী পার হতে পারলাম না। আবেগের শিকড় কোথায় যায়? জানার বাইরে।

২৬ সেপ্টেম্বর '৭৯

"যুগান্তর" পত্রিকার স্নেহাস্পদ পরেশ সাহার পত্র। তদনুযায়ী ছকু খানসামা লেনে। তার আগে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ চিকিৎসক ও গৃহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে নিয়েছিলাম। পরেশ বাবু "মুজিব হত্যার তদন্ত" বই লিখেছেন। এত দিনে বেরিয়েছে। বঙ্গবন্ধু নিধনের উপর এখানে অসৎ কিছু সাংবাদিকের গালগল্প চালু আছে হেতু হিসেবে। পরেশ বাবু যদ্দূর সম্ভব Circumstantial evidence এর উপর নির্ভর করে এই বই লিখেছেন। আমাকে এক কপি উপহার দিয়ে বললেন। বাঙলাদেশের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রতি গোড়া থেকেই দরদী সাংবাদিককে ধন্যবাদ দিয়ে এলাম। বইখানা পড়ে পরে মতামত জানানোর বাসনা রইল।

২৭ সেপ্টেম্বর '৭৯

রাত তিনটেয় উঠেছিলাম। নাস্তা, স্নান ইত্যাদি সাড়ে পাঁচটায় শেষ। "তৃতীয় দুনিয়া" সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ (Third world Quarterly) পড়তে-পড়তে বেজায় ক্লান্তি ধরল। সকাল সাড়ে ছ'টার সময় আবার শুয়ে পড়লাম কখন ঘুম ধরেছে জানি নে। স্বপ্নে দেখছি কে যেন পাশ থেকে আমার দুই চোখ চেপে ধরেছে। চিনতে পারছি নে। আমার স্ত্রীকে ডাকলাম। সাড়া পাওয়া গেল না। তখন চোখে হাত-চাপাদাতার মুখে হাত বুলোতে লাগলাম, কে চেনার জন্যে। আমার তুরহানের মুখ, নাম বললাম। চোখে আর হাত নেই। ঘুম ভেঙে গেল। কেউ নেই পাশে। বিষাদের তোড়ে ঘুরপাক খেতে লাগলাম।

www.pathagar.com

....শিল্পী পরিতোষ সেন দাওয়াত দিয়েছিলেন। উপলক্ষ্য ঃ ওর "জিন্দাবাহার" বইয়ের প্রকাশনা। অকুস্থল শিল্পীর বাড়ী নয়। অন্যত্র লাভ্‌লক প্লেসে ওর আত্মীয় শান্তি চৌধুরীর বাড়ীর নিভৃত প্রাঙ্গণে। এখানে, দেখলাম Film Editing এর এক কামরা। "পথের পাঁচালি" খ্যাত এডিটর দুলাল দত্তর সঙ্গে পরিচয় হোলো। তিনি নাতিদীর্ঘ, আমার মত শীর্ণকায়, ঠিক পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের উল্টো। এডিটর যেন সীসা-অল্পে বহুৎ ভার। গুণীজন নানা অবয়বের হওয়াই ভাল। পরিতোষ সেন কতো ধরনের না লোক ডেকেছিলেন। বামপন্থী ঃ বিনয় ঘোষ, কবি অরুণ মিত্র, আবার ডাইনের ডাইন (ডাকিনীর পুংলিঙ্গ) আনন্দবাজারী দঙ্গল-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নিখিল সরকার, পূর্ণেন্দু পত্রী Information বিভাগের এক মরদ এবং আওরত-যিনি এখনও কুমারী ৩৫-৪০ বছর বয়সে। আহার্য-পানীয় ভালই ছিল। জানি নে, পানীয়ের গুণ কি না? আগামী এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে "আজকাল" নামক এক দৈনিক-মাসিক বেরুবে। উদ্যোক্তা কে, জিজ্ঞাসার জবাবে অমিতাভ চৌধুরী বললেন "প্রেসিডেন্ট কার্টার।" আরো শোনা গেল, অমিতাভ গুপ্ত বা চৌধুরী নামধারী আর এক সাংবাদিক আছেন-তার মারফৎ কয়েক কোটি টাকা এখানে Siphoned হবে। সুরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত নামক এক অতিথিকে বার্তাসম্পাদক ও কয়েকজন CIA এজেন্ট বললেন প্রকাশ্যে। জানি নে এসব ওদের Code word না রসিকতা। এমন পরিবেশে কথা-বলার উৎসাহ আমার অন্ততঃ না থাকার কথা। এই সব উচ্চ মধ্যবিত্ত Sophisticated শ্যাওলার মত শ্রেণী থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা এজেন্ট আবিষ্কার করে। কারণ, ওদের আহার ও পানীয়ের লোভ উদগ্র। ছোট্ট গোষ্ঠির মধ্যে জনপ্রিয়তা এদের অমরত্বের সন্ধান দেয়। পরিতোষ সেন এমন খিচুড়ির আয়োজন করেছিলেন কেন জানি নে। অবিশ্যি বইয়ের Publicity আসল হেতু। কিন্তু "জিন্দাবাহার" এমন বই-যা নিজের ভারেই চলে যাবে। বহুদিন বাদে বাঙলা সাহিত্যে এমন উত্তম Visual prose দেখা গেল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের বাইরে নেহাৎ Unsophisticated মনের জন্যে এত পেলব তুলতুলে ঠাকুরের গদ্য যে কেঁচোর উপমা। ছেলেবেলায় পড়তে পারতাম। এখন দু'স্তবক এগোনো দায়। সেই জায়গায় পরিতোষ ঋজু, ভাবপ্রবণতা-বর্জিত ত্বাচগদ্যের রেখাশিল্পী। কেন যে নানা ধরনের চিড়িয়া একত্রে জড়ো করলেন, তা শিল্পীই জানেন। আমার পাশে বসেছিলেন কবি অরুণ মিত্র। যেমন রচনায় নিম্নকণ্ঠ তেমনই আলাপ-আলোচনায়। তিনিই আমার ধর্ণি হয়ে রইলেন অধিকাংশ সময়। বিনয় ঘোষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গাড়ীতে উঠলেন বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে। উত্তর-ষাট বয়স। যৌবনের দৈহিক ও মানসিক তেজ স্বভাবতঃ প্রৌঢ় জন থেকে আশা করা বাতুলতা। আমার এদেশে বাস অজাতশত্রু হিসেবে। নচেৎ সাহিত্যের নামে এদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যিক ক'জন কী পাপকর্ম করছে শিল্পের নামে তা উদঘাটন করতে পারতাম।

www.pathagar.com

২৮ সেপ্টেম্বর '৭৯

পুজোর উন্মাদনা সকাল থেকে। পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। আলডুস হার্ক্সলি ভারতবর্ষে এসে লিখেছিলেন (Jesting Pilate গ্রন্থ) যে এদেশের মানুষ ধর্মে যে মত্ততা দেখায় তার কিছু অংশ সামাজিক কাজে ব্যয় করতে পারলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে যেত। আরো পাঁচ দশক গেছে। আমরা এখনও যথাস্থানে। কী হিন্দু, কী মুসলমান।

প্রাক-দুপুরে আমার আত্মীয় প্রিয়জন ডক্টর আব্দুর রহিম, সস্ত্রীক এসে হাজির। গাইড আর এক আত্মীয়া মিসেস ফজলে কাদের। আজই সবাই ফিরে যাবেন। আধ ঘণ্টার জন্যে সবাই এলেন। আমি গোষ্ঠি-সুখের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠলাম। তবু ধন্যবাদ, ওদের সকলের স্মৃতিপটে আমার জায়গা পূর্বের মতই আছে। মিসেস রহিম লেখাপড়া তেমন শেখেননি। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ ওঁর অপরিসীম। আমাদের সূত্রে খাতির অনেক কালের। সেই টানেই দেখা করতে এসেছেন।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে। কিয়ৎক্ষণ।

২৯ সেপ্টেম্বর '৭৯

পুজো সংখ্যা পত্রিকাগুলোর প্রবণতা দেখার জন্যে যা হাতে পাই পড়ে ফেলি। আনন্দবাজার কিশোর ছেলেমেয়েদের জন্যে "আনন্দ মেলা" বের করে। সম্পাদক ঃ কবি নীরেন চক্রবর্তী। সম্পাদক এক ছড়া লিখেছেন "দুগ্ধপোষ্য মাংসখেকো।" মাংসখেকোকে দুগ্ধপোষ্য কুস্তিতে আছড়ে-আছড়ে পাছড়ে ফেললে। অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য জিতে গেল। পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। মাংস দুধ প্রোটিন হিসেবে দু-ই দরকার। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে কবি গোমাতার সন্তানদের দলে ভিড়লেন—বিনোভা ভাবে যেখানে জ্যেষ্ঠ অগ্রজ।

কবির চৈতন্যের পেছনে কী কাজ করে, নীরেন্দ্র চক্রবর্তীরা তা জানার প্রয়োজন নেই। R.S.S এবং বিনোভা ভাবের দলে তিনি অজানিতে ভিড়ে গেছেন। এসব বিতরণ হচ্ছে কিশোর কিশোরীদের কবিতার নামে। সমরেশ বসু লিখেছেন "রাজধানীর এক্সপ্রেসে হত্যা-রহস্য।" তার মধ্যে সংলাপে আছে, এক ভদ্রলোকের স্ত্রীহত্যার কথা। সব কিশোর কিশোরীদের জন্যে। একদা-কথাশিল্পী সমরেশ এখন ক্যাটারিং এজেন্ট Catering agent. দায়িত্বের দিকে নজর না থাকলে, দুঃখ-দৈন্য-রুক্ষতাকীর্ণ সমাজ দূরে সরে যায়। তার জায়গায় দেখা দেয় ফুর্তির হাট।

স্নায়ুশল্যবিদ অশোক বাগচীর সঙ্গে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন এক সেমিনার উপলক্ষ্যে। ওদেশের কাহিনী শোনা গেল। শিল্পায়ত দেশ। তবু আঞ্চলিকতার বিষ-বাষ্প-মুক্ত নয়। পুঁজিবাদ ঐতিহ্যের নামে Tribalclanish নানা

www.pathagar.com

উপাদান জীইয়ে রাখেন শোষণ মাহাত্ম্যে, বিশেষতঃ ধর্মীয় আবরণে। শল্যবিদ তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। ফেরার পথে পুজো উপলক্ষ্যে "মনীষা"র ষ্টলে গেলাম। এখানে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ রশীদ-আল-ফারুকীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গবেষণার কাজে সম্প্রতি এদেশে এসেছেন। বইয়ের দিকে তাকাইনি। পকেটের নোটীস। মুক্তমানব রশীদ ফারুকী।

৩০ সেপ্টেম্বর '৭৯

ঢাকা-যাত্রী এক হিতাকাঙ্ক্ষিনী মহিলা সমীপে। পুঁটির জর্দা এবং পত্র দিতে। বৃষ্টি মাঝে মাঝে। পৌত্রদের জন্যে কিছু কিনতে পারলাম না। দুজনকে আজও চোখে দেখেনি। ওদের ভাল নাম এবং ডাক-নাম পাঠিয়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে অস্বোয়াস্তি লাগে। নতুন বংশধরদের কবে যে দেখতে পাব?

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। বাড়ীতে ও একা। ছেলে-নাতি স্ত্রী সবাই কলকাতার বাইরে। দূরদর্শনে একটা মনিপুরী ছবি দেখলাম কিছুক্ষণ; "ব্রজেনের বিয়ে।" সংলাপ বোঝার বাইরে—যেহেতু মনিপুরী ভাষায়। তদুপরি চলচ্চিত্র হিসেবে মান বড় খাটো। শুধু মনিপুরের জলা-জাঙাল, জীবন ধারা দেখার লোভে দুই বৃদ্ধ একত্রে বসেছিলাম।

১ অক্টোবর '৭৯

খামখা পণ্ডশ্রম। প্রবণতা দেখার জন্যে সরাদিনে দু'খানা উপন্যাস পড়লাম পূজাসংখ্যা "দেশে"। (১) সমরেশ বসুর "বিপর্যয়" (২) গৌরকিশোর ঘোষকৃত এক ধরনের বিপন্নতা। সমরেশ Naturalism স্বাভাবিকতাবাদের গর্তে ঢুকেছে। ফলে, সমসাময়িক ঘটনার বুদ্বুদ নিয়ে খেলা করে গভীরে যেতে পারে না। তাই Negative চরিত্র অনেক এসে পড়ে। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা অসাধু—ইত্যাদি ঝলক রচনায় দেখা যায়। Depoliticization-রাজনীতি বিমুখ করার পথ পরিষ্কার করে রাখে সমরেশ মালিকদের প্রতিভূ সেজে। গৌরকিশোর ঘোষ (Smartness) স্মার্টনেসের পরিচয় দিতে কিছু আধুনিক বৃত্তিজীবী নরনারী উপন্যাসে হাজির করেছেন। জীবনের কোন বৃহত্তর দিক উন্মোচনের এতটুকু চেষ্টা নেই। গল্প মেলানোর জন্যে নানা ঘটনার ঘাট সাজান। শেষে দেখা যায়, কেরানী পরে Business Excutive-এর Identity আবিষ্কার। ঘটনা-চক্রে কেরানী, নচেৎ সে সে এক বনেদী পরিবারের বংশধর। গৌরকিশোর ঘোষের মত লেখকদের অচেতন মনে এক কাঁটা বিঁধে বৈকি, বামপন্থী Radical Humanist থেকে বর্তমানে Apolitical। আভ্যন্তরীণ অনুশোচনাই গল্পের নায়কের Identity পরিবেশনের পেছনে হয়ত অজানিতে সক্রিয়। সমরেশ এবং গৌর দুজনেই যৌন-চিত্রের খেই

www.pathagar.com

পেলে দেদার এঁকে যান উপন্যাসের কাঠামোর দিকে এতটুকু নজর না রেখে। সমরেশের 'বিপর্য্যয়' Break-down ব্যক্তির বিপর্যয়। পটভূমি সমাজের দিকে চোখ থাকে না—বা থাকলেও ভাসা-ভাসা। ফলে, গল্পপড়া হয় মাত্র এই সব রচনায়। মাঝে মাঝে আদিরসের ভিয়েন দিয়ে সাধারণ পাঠকের কাছে তা সরস রাখার চেষ্টাই বড় হয়ে দেখা দেয়। Catering agent দের ত তাই ধর্ম। দুই লেখকই Entertainer মাত্র।

২ অক্টোবর '৭৯

পুজোর হল্লা থিতিয়ে আসছে। যুবশক্তির এক বিশাল অংশকে টেনে আনা হয় Obscurantism এর উন্মাদনায়। হাজার হাজার টাকা যারা চাঁদা দেয়, তারা জানে, শ্রেণী-স্বার্থরক্ষার উপায়। এক বিপুল উদ্দাম শক্তি-বাষ্প পুজোর নল দিয়ে বেরিয়ে গেলে, উন্নততর বিকল্প সমাজ গঠনের জন্যে আর কোন উদ্যম থাকবে না। এই অন্ধতা চোখ ফিরিয়ে রাখবে বাষ্পকে অন্য দিকে। শোষকেরা তা ভালমত জানে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিদেশী শোষকেরাও এই সব মধ্যযুগীয়তার পেছনে আর্থিক মদৎ যোগায়। মানসিক অন্ধতার প্লাবন-তোড় তাই প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে।

সন্ধ্যা, "মনীষা" বুক ষ্টলে। পুজো উপলক্ষে ময়দানের এই কোনায় প্রতিবছরই এদের আসরে দেখা যায়। জ্যোতি দাশগুপ্ত যথারীতি আসরে এসেছিলেন। বত্রিশ বছর পরে ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর সঙ্গে দেখা হোলো এখানে। যুবক দেখে গিয়েছিলাম এখন প্রৌঢ়। প্রাংশু অবয়ব, আয়ত দুই চোখ এবং গমগমে কণ্ঠস্বর—আন্দাজে ব্যক্তিটিকে ধরেছিলাম ঠিকই। তবু ইতস্ততঃ। জ্যোতি বাবু তা দূর করে দিলেন নতুন পরিচয়ের মাধ্যমে। চার দশকের একনিষ্ঠ সমাজসেবী মানুষের পাশাপাশি আজও আছেন। সন্ধ্যা বড় মনোরম হয়ে উঠল।

৩ অক্টোবর '৭৯

সকালে রুশ-লেখক তুরখানভস্কির লেখা Winston Churchil বই খানা পড়া থামাতে হোলো। একবার লেক প্লেস যেতে হয় বিশ্বরঞ্জন সেন সমীপে নাজিরের উপহার আনার প্রয়োজনে। ফিন্যান্স জগতের লোক, সেন মশাই বিশ্বের হাড়হদ্দ ভালই জানেন। তবু আলাপ এক পর্য্যায়ে দুপুরে থামাতে হোলো। সন্ধ্যা 'কালান্ত র' আপিসে। বঙ্গেশ্বর রায়ের (একদা-আন্দামনের নায়ক-বর্তমানে সাম্যবাদী) সঙ্গে মোলাকাত। আটষট্টি বছর বয়সে এখনও দুর্ধর্ষতার ছাপ স্পষ্ট। "গত ছ'মাসে শরীর অবাধ্যতার ঘোড়া", তিনি বললেন। বিশ্বাস দায়। এখনও ফ্রেম দেখে তা মনে হয় না। স্নেহাস্পদ পবিত্র সরকারের কাছ থেকে গল্পের offprint নিয়ে 'মনীষা' ষ্টলে। আসর জমজমাট। জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণেশদা, কল্যাণী ধর (অথবা

www.pathagar.com

ধরা) সুখেন্দু ধর প্রমুখ উপস্থিত। এক ঘণ্টা আড্ডার আমেজের মধ্য পরে বাড়ী ফিরলাম। পড়া চলছে ঠিকই। লেখা বন্ধ। শরীর ভাল রয়েছে। তাই আসল কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে অস্বোয়াস্তি হঠাৎ ছেঁকে ধরল। তাড়াতাড়ি উপন্যাসে হাত দেব এবার।

৪ অক্টোবর '৭৯

চীনের সংবাদ খুব কমই পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদের আলখেল্লাধারী ওদেশের নেতাগুলো দেশের মানুষকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল এবং নিয়ে যাচ্ছে বুঝা দায় হয়ে ওঠে। "পাঁদাড়ে পাঁদাড়ে ব্লাষ্ট-ফার্ণেশ তৈরী হবে, ইস্পাত উৎপাদনের জন্যে"। মাও সে তুঙের Industrial revolution ও Cultural Revdution দুই ভেস্তে যায়। চীন দেশে ওর নাম ধরে সমালোচনা হয় না, তবু প্রবণতা বুঝতে কারো দেরী নেই। অন্ধ জাতীয়তাবাদের জাঁতায় ফেলে চীনের নেতারা দেশের মানুষকে বহুৎ দুঃখ-কষ্টের ভেতর টেনেছে তিন দশক ধরে। বহু সহৃদয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও অন্যান্যদের প্রাণ গেছে অনর্থক। বিরোধী দলের চাকা এমনই রক্তাক্ত। আজ ষ্টেটসম্যানে দেখলাম, লি শাও চি-র পুনর্বাসন শুরু হয়েছে। কী পরিপ্রেক্ষিতে এসব ঘটছে সব উপাদান পাওয়া দায়। বর্তমানে খর্বাকৃতি মানবক (ফিডেল ক্যাষ্ট্রোর ভাষায়) টেং শিয়াও পিং এখন মার্কিনী পদলেহী 'কাসাচার্ট' (পশ্তু ভাষায় Bum-Sucker এর প্রতিশব্দ) এবং সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের দোস্ত। হঠাৎ লি শাও চির পুনর্বাসন কেন? ধন্দ রয়ে গেল।

৫ অক্টোবর '৭৯

তুরখানভস্কির 'চার্চিল জীবনচরিত' আজ শেষ করলাম ৩৮৪ পৃষ্ঠার বিপুল গ্রন্থ। অতীতের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নাৎসী-বিরোধী নেতা হিসেবে চার্চিল কিছু প্রশংসার দাবীদার। নচেৎ আজন্ম জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল এই বুর্জোয়া নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কিছুই নেই। বৃটিশ শাসকশ্রেণীর প্রচার মাহাত্ম্যেই লোকটা উপকথায় উন্নীত। জানুয়ারী ১৯৬৫। আমি তখন লন্ডনে। চার্চিলের মৃত্যু-সংবাদের পর আমি আমার প্রতিক্রিয়া জার্নালে টুকে রেখেছিলাম, "One of the greatest blood hound of the imperialist is dead. The world now stands so clean" বর্তমান জীবনচরিত পড়ার পর দেখলাম, আমার অতীতের ধারণা বদলানোর কোন প্রয়োজন নেই। বৃটিশ শাসক শ্রেণীর প্রতিভূ, স্বাজাত্যের মহিমায় অন্ধ, অবসর-পুষ্ট মানসিকতার প্রতীক চার্চিলের কয়েকটা কথায়ই তার পরিচয় স্পষ্ট। "It is foolish to indulge in detailed work that other can do for me. (2) Truth is so precious, it should

www.pathagar.com

be accompanied by an escort of lies (3) I never do any brain work that any one else can do for me."(4) ম্যাঞ্চেষ্টার শ্রমিক পল্লীর দিকে চেয়ে সঙ্গীকে, "Fancy living in one of these streets–never seeing anything beautiful–never eating anything savoury–never saying anything clever."

সন্ধ্যা ঃ বিজয় শ্রীবাস্তব ও অতনু চট্টোপাধ্যায়ের সহিত।

৬ অক্টোবর '৭৯

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। ভাই সিরাজুল ইসলামকে (বড় চাচার একমাত্র ছেলে) যক্ষ্মারোগে মারা যায় ১৯৪১ সনে। বড় চাচাজান ও চাচি দুজনেই তখন বেঁচে। অর্থের অভাবে সুচিকিৎসার জন্যে মদনাপল্লী বা আর কোথাও ওকে নিয়ে যাওয়া গেল না। আমার চেয়ে ছ'মাসের ছোট ছিল। বাল্যসঙ্গী আমরা। গাঁইতি জালে দুজনে মাছ ধরতে বাঘমারীর খাল পর্য্যন্ত চলে যেতাম। আর এক জীবনের টানে ছিটকে কোথায় যে বেরিয়ে এলাম। মড়ার দেশও ভাগ হয়ে গেল। ঘুম ভাঙার পর স্মৃতির দহন আর থামে না। সকালে মুনশী আজাদ সবলসিংহপুর যাবে, সংবাদ পেলাম। ওর হাতে চিঠিপত্র দিলাম আমিনা ও সারাফৎ ভাইকে। এখন সত্তরের উর্ধ্বে বয়স। আমি যাদের অঢেল স্নেহ পেয়েছি তাদের মধ্যে জীবিত আছেন সারাফৎ হোসেন ভাই। রায়ের ডাঙার সেজ্‌দা ইউসুফ ভাই ক'মাস আগে পরলোকে চলে গেলেন।... হে স্মৃতির পুরুষ, বিস্মৃতি হয়ে যাও; হয়ে যেতে পারো না তুমি? বম্বে থেকে আমার মেজ্‌বান কাজী হাসান তওফিক এসেছেন দশ বারো দিন অবকাশভোগে। সন্ধ্যা ওঁর সঙ্গে কাটল।

৭ অক্টোবর '৭৯

মার্কিন দেশে Enlightenment এর ধাক্কা লাগে আঠার শতকে। যখন পরাধীনতার সূত্রপাত গোটা ভারতবর্ষে—যদিও পলাশী প্রান্তরে প্রারম্ভ। ফলে, এদেশে য়ুরোপীয় "Age of Reason" নেপথ্যে রয়ে গেল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি যখন কিছু রেশ এলো, তা উপনিবেশের মিয়া এবং বাবুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, খুব সুদূরপ্রসারী হতে পারল না। সামাজিক পরিবর্তন কিছু শুরু হোলো কিন্তু তা তোড়হীন। মার্কিন দেশে ছোট রেনেসাঁস হয়ে গেল। আমাদের রাত্রি কাটল না। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মত আমাদের দেশে কেউ কী উচ্চারণ করতে পারল, "All the heretics I have known have been virtuous..... They have the virtue of fortitude, or they would not venture to assert their Heresy: and they cannot afford to be deficient in any of the other virtues, as that would give advantage to their many enemies; and theyhave not, like orthodox sinners, such number of friends to excuse or justify them"???

www.pathagar.com

৮ অক্টোবর '৭৯

লেখার দিকে আদৌ মন যায় না। পঠনে অরুচি নেই। Henry Steel commager প্রণীত Empire of Reason বইখানা আশ্রয়।

....পরিতোষ সেন তার ছবির প্রদর্শনী করতে মস্কো যাচ্ছেন দশ তারিখে। ফিরতে আড়াই তিন মাস। য়ুরোপের আরো জায়গায় যাবেন। তাই ওঁর সঙ্গে দেখা করে এলাম। প্রতিবেশী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেখানেও ঘণ্টা দেড়েক ঢুঁ মেরে বাড়ী ফিরে এলাম দুপুরে।

৯ অক্টোবর '৭৯

সাতাত্তর বছর বয়সে জয়প্রকাশ নারায়ণ মারা গেছেন গতকাল তাঁর পাটনার বাসভবনে। এক কালে সমাজতন্ত্রের বাহক ছিলেন। পরে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে 'সর্বোদয়' আন্দোলনে যোগদান করেন। তাও পরিত্যক্ত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি যুক্তির পথ ছেড়ে আবেগের উপর আস্থাশীল হন। ফলে, নানা স্ববিরোধ। কখনও "ভূতযজ্ঞ" করেন, কখনও সাম্প্রদায়িকতার বিষকুম্ভ রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের (RSS) প্রশংসায় মাতেন। আবার মিলিটারী ডিক্টেটর আইয়ুব খান প্রবর্তিত "মৌলিক গণতন্ত্রের" সমর্থক সেজে বসেন। আন্তর্জাতিক Reaction এই সুযোগ মারফৎ জয়প্রকাশকে ভাল সদ্ব্যবহার করে। তাঁর Total revolution যে Total confusion তা তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্ত জনতা সরকারের চমৎকার প্রতিফলিত হোলো আটাশ মাস ধরে। আসলে জাতীয়তাবাদী এবং ঘোর Individual এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তা-অপারগ এই নেতা শেষ পর্য্যন্ত নিজের স্ববিরোধের শিকার হয়েছেন। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলনেই তাঁর উজ্জ্বল মূর্তিটুকু পাওয়া যায়—আবেগ এবং রোমান্টিসিজমের আধিক্য যখন প্রচুর প্রয়োজন ছিল। গঠনের যুগে জয়প্রকাশ এক কথায় Failure.

পত্রিকাগুলোয় জয়প্রকাশের সংবাদে পূর্ণ। তা অতি স্বাভাবিক। আনন্দবাজারে গৌরকিশোর ঘোষ ভক্তি-গদগদ এক রচনা লিখেছেন। দুটো খবর পাওয়া গেল তা থেকে। সুশীল ভদ্র নামে এক ভদ্রলোক ঘোষকে জয়প্রকাশের কাছে নিয়ে যায়। ঐ ভদ্র ভদ্র-সন্তান এখানে মার্কিনপূজারী CIA-র এজেন্ট বলে জনরব আছে। গৌর ঘোষের দ্বিতীয় Escort গৌরী আইয়ুব। রাজনীতি বিষয়ে অজ্ঞ এই মহিলা সরল বিশ্বাসে কোথা যে বিচরণ করেন তা যদি জানতেন!! ওর স্বামী একদা Quest সম্পাদনা করতে গিয়ে অজানিতে CIA-প্রবর্তিত cultural Freedom ওয়ালাদের দলে ভিড়ে প্রতারিত এবং অনুতপ্ত হন। ভদ্রমহিলা কী জের বজায় রাখছেন Female Conterpart হিসেবে? সমাজকল্যাণের সরল বিশ্বাসই আজকের যুগে যথেষ্ট নয় নিজেকে পরিচালিত করার জন্যে। গৌরী আইয়ুব তা

www.pathagar.com

জানেন না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বহু ধরনের জাল পেতে পেতে এগোয়। তা উনি জানেনই না। তবে লাইন বেশ সরলঃ সুশীল ভদ্র গৌরী আইয়ুব, গৌর কিশোর ঘোষ। তারপর কার্টার সাহেবের ড্রয়িংরুম।

১১ অক্টোবর '৭৯

"টাইগার সিদ্দিকী" সাক্ষাতের জন্যে লোক পাঠিয়েছিল। শ্মশ্রুশোভিত সুন্দর গৌর অবয়ব প্রথমে সুপুরুষ না বলে ওকে বীর পুরুষ বলা বিধেয়। বহু তরুণের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। এক পুরাতন ছাত্র—দীপঙ্কর বড়ুয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী সে কলেজের পূর্বপরিচয় দিলে। দেশপ্রেমে ডগমগ, রাজনৈতিক বোধও প্রচণ্ড। সুন্দর পার্বত্য চেহরা ওর। বড় মধুর লাগল এই সন্ধ্যা ওদের সঙ্গে আলাপে আলোচনায়। সব চেয়ে আনন্দ দিল, "টাইগারের" এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ। শুধু অস্ত্রধারী সে নয়, চার বছরে ওর রাজনৈতিক চেতনা এত দূর এগিয়েছে তা আমার অবগতির বাইরে ছিল। ঠেকে আরো ভাল শিক্ষা হয়, বুঝলাম। স্বদেশের এই সব তরুণ এবং "টাইগারই" একমাত্র ভরসা। নিঃসঙ্গতার এতটুকু ছোঁয়ায় আমাকে আজ সারা রাত্রেও স্পর্শ করল না।

হাসেম, খতীবের চিঠি পেলাম ঃ হাসিনার মানসিক যন্ত্রণার অবধি নেই। বঙ্গবন্ধুর মেয়ে, অথচ এত নরম ওকে দেখেই মনে হয়, দুঃখ সইবার মত প্রচুর শক্তি ওর নেই। তবু আবেষ্টনীর কশাঘাতে সইতে হচ্ছে অনেক কিছু।

১২ অক্টোবর '৭৯

কিসিঞ্জারের "White House years" স্মারকলিপি পড়লাম Time পত্রিকায়। প্রথম কিস্তি। দাম্ভিকতা, পণ্ডিতমন্যতা এবং চালে জোর বাতাস রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে সজ্ঞানতা—এই রচনার ছত্রে ছত্রে ছড়ানো। Slavel driver যে আসলে Slave তা কিসিঞ্জারের অবগতির বাইরে রয়েছে। চাতুর্যই মনুষ্যত্বের একমাত্র স্তম্ভ—তা প্রাক্তন রাষ্ট্রসচিবের রক্তে মিশ্রিত। চৈনিক নেতাদের প্রচুর আমড়াগাছি করা হয়েছে। মার্কিন ধনকুবেরদের নুন-খোর ত নিমকহারাম হতে পারে না। বর্তমান বৈদেশিক নীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কসুর নেই কিসিঞ্জারের। পর্দার আড়ালের খবর পাওয়া যায়। সেই জন্যেই এই বই পড়ার কৌতূহল থাকবে অনেকের। এই বইয়ের নাম হওয়া উচিত ছিল "A Factotum speaks."

১৩ অক্টোবর '৭৯

কবি আবুল হোসেন (শাহানা বেগম সহ) হঠাৎ এসে উপস্থিত। অপ্রত্যাশিত। এই কলকাতা শহরেই সাহিত্য-সাধনার যোগসূত্র ধরে আমরা সুহৃদ।

www.pathagar.com

কনভেন্ট রোডে ওদের বাসায়ও মাস দুই ছিলাম। এক সঙ্গে শত শত দিন প্রহর কেটেছে এক যুগে। জীবিকার স্রোতে এক এক দিকে ভাসমান আমরা। কিন্তু যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। চার বছর পরে এই বন্ধুর এমন নাটকীয় উপস্থিতি! আবেগের ঝড়ের মধ্যে বসে রইলাম, আবুলরা যখন অল্পক্ষণের দেখা দিয়ে ব্যস্ত তার টানে চলে গেল।

সন্ধ্যা, দেবশরণ, পার্বতী দাশগুপ্তর সহিত।

১৪ অক্টোবর '৭৯

আমার দুই সৈনিক উপন্যাসে ডান্টে থেকে তিন লাইন Write Up? ছিল। ডরোথি সেয়ার Dorothy Sayer কৃত তর্জমার পংক্তি আরো উত্তম এবং ছন্দে। পরবর্তী সংস্করণে তা দেওয়ার বাসনা রইল ঃ A glut of self-made men and quick got gain/Have bred excess in thee and pride, forsooth/O' Florence! till even now thow criest for pain.

১৫ অক্টোবর '৭৯

কবির, মহাত্মা কবির পাঁচ শ' বছর আগে বলেছিলেন ঃ

পাথর পুজে সে হরি মেলে। তো মাই পুজো পাহাড়/তা-তে চাকী ভালে পিসে খায় সংসার। (পাথর পুজো করলে যদি ঈশ্বর মেলে, আমি তাহলে পাহাড় পুজো করব।) তার চেয়ে জাঁতা ভাল, মানুষের (গম ডাল পিষে খায়) সংসার চলে। পাঁচ শ' বছর চলে গেছে। আজও ধর্মান্ধতা গেল না। সাম্প্রদায়িকতা গেল না। আমেদাবাদে কাল থেকে দাংগা শুরু হয়েছে। আরো দুঃখ, কম্যুনিষ্ট পার্টির বয়স বাহান্ন বছর যে-বয়সে এত কাজ সমাধা করে লেনিন পৃথিবী ত্যাগ করেন। অথচ শিল্পাঞ্চলগুলোতে এখনও দাংগা হয়। জামসেদপুর কানপুর প্রভৃতি তার নজীর। যেখানে শ্রমিকের এত ঘন সান্নিধ্য সেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টি এত বিফল কেন?

১৬ অক্টোবর '৭৯

Time (8.10.79) এ হেনরী কিসিঞ্জারের স্মৃতিলিপি পড়লাম। সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মরাবাঁচা নিয়ে অত মাথা ঘামায় না। কম্বোডিয়ায় হঠাৎ বোমাবর্ষণের আদেশ ওদের কাছে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। ভিয়েটনামে পৈশাচিক মৃত্যু-তাণ্ডবের হোতা ঠান্ডা রক্তে লিখছেন কিসিঞ্জার যে ন' বছর বয়সে হিটলারের ক্ষমতা দখলের পর তিনি মার্কিন দেশে আসেন। তারপর ওর মুখে, "I was enormously gratified to have an opportunity to repay my debt to a society whose blemishes could not obscure for me its greatness, its

www.pathagar.com

idealism its humanity and its embodiment" জর্মান ইহুদীর স্বর্গ এইভাবে প্রতিভাত হয়, কারণ সে আশ্রিত। গোলামের বাচ্চারা প্রভু দেখে, মানুষ দেখে না।

১৭ অক্টোবর '৭৯

পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙলাদেশ এক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের চুক্তি করেছে, সংবাদপত্রে দেখলাম। আরো নারীহত্যা, কতলে আ'ম, বুদ্ধিজীবী হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিদাহ এবং হাহাকারের সড়ক বিস্তীর্ণ করার প্রবণতা জোরদার করতেই এমন মিত্রতার নব সুত্রপাত। তবে এবার সৈন্যবাহিনী পাঞ্জাব থেকে আসবে না, বাঙলাদেশেই পাওয়া যাবে এবং বাঙালী।

সন্ধ্যা মাসুদের সহিত।

১৮ অক্টোবর '৭৯

সকাল সাড়ে সাতটায় সাদার্ন এভিন্যু বিশ্বরঞ্জন সেনের বাড়ী। চায়ের দাওয়াৎ ছিল। সাক্ষাৎ ঘটল নজিরের সঙ্গে। এমন সব অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে। দুপুরে আহার ও নিদ্রা। সন্ধ্যায় কাজী হাসান তওফিক হাওড়া-অভিমুখী। দু' হপ্তা পরে আবার বোম্বাই পানে। পাশাপাশি কামরা। নিঃসঙ্গতার এক দিক বন্ধ ছিল। তা ছাড়া কাজী সাহেব ত আতিথেয়তায় পুঁতে ফেলতে পারলে খুশী। চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য সবই ছিল ক্যালোরি মূল্যে সর্বোচ্চ। তদুপরি ফলের কামাই ছিল না। দু' হপ্তায় নিশ্চয় আমার ওজন বেড়েছে। শরীর একদম চাংগা। এমন সহৃদয় জন '৭১ সন থেকে বহুৎ ঋণে (তখন আমার ছেলেমেয়ে স্ত্রী এই বাড়ীতে ছিল) বেঁধেছেন। হঠাৎ বাসস্থান বড় ফাঁকা লাগবে। দু'দিন অন্তত যাবে আমার স্বাভাবিক হতে। এই সব মায়া মমতার জালের মধ্যে হাঁসফাঁস প্রাণ। কে বলে আমি নিতান্ত একা?

১৯ অক্টোবর '৭৯

গত ১৬ তারিখ মঙ্গলবার গোর্কি সদনে মৃণাল সেন পরিচালিত "ভুবন সোম" দেখেছিলাম। আজ সন্ধ্যায় দেখলাম ওঁর সাম্প্রতিক ছবি "পরশুরাম"। প্রথম ছবি ১৯৬৬ তের বছর পূর্বে নির্মিত—স্বয়ং পরিচালক নাতিভাষণে বললেন, তাই জানা গেল। দুই ছবির অবস্থান দুই মেরু। "ভুবন সোম" বনফুলের গল্প, যে যুগে গান্ধীজীর "দাও ফিরে সে-অরণ্য লও এ নগর" গোছের কথা শোনা যেত। "পরশুরাম" কলকাতায় সাত লাখ ফুটপাত বাসিন্দাদের এক এলাকায় নিয়ে। কঠিন বাস্তবের সওদাগর শ্রীযুক্ত সেন। একটু Didactic রসের প্রাধান্য আছে। এমন সুচারু ছবি আমি আর দেখিনি। সিনেমার ভাষায় বড় দক্ষ জন শ্রীসেন। মাঝে মাঝে যা কাটিং আছে স্মৃতিপটে, না অক্ষিপটে, এক প্রসন্ন বজ্রবেদনা হয়ে দেখা

www.pathagar.com

দেয়।' 'ভুবন সোম" এর idylic পটভূমি থেকে এই পদক্ষেপ পরিচালকের মানস-ব্রজনারও ইতিহাস। বাঁশবাজির খেলা দেখায় মাদারী শূন্যে। কসরৎরত বালক গল্পের কথক হয়ে ওঠে এবং ইমেজের পর ইমেজ ভেসে যায়, এই পরিকল্পনা শ্রী সেনের নান্দনিক দক্ষতার বড় প্রকৃষ্ট দলীল। বড় মধুর সন্ধ্যা কাটল যদিও নিঃসঙ্গতার পীড়ন থেকে রেহাই ছিল না।

২০ অক্টোবর '৭৯

অনার্য দেবী মা কালীর সন্তানেরা প্রেতনৃত্যে উন্মত্ত। রাস্তার উপর 'টুইষ্ট' এবং শূন্যে কর্ণবিদারী পটকার আওয়াজ। কাজে মন বসল না। রাতের ঘুমে ব্যাঘাত। ন'টার দিকে তরুণ সান্যাল সমীপে। এক দুঃসময়ের আশ্রয়দাতা ওরা। বহুদিন, এক বছরের বেশী ও পথ মাড়াইনি। বৌমা ছিল না। বাপের বাড়ী গেছে। দুই মাসী এবং বাপী ছিল। ওদের আসর সেরে আমাদের আসর। রুশ ভাষা জানেন শ্রী অরুণ চক্রবর্তীও যোগ দিলেন। নির্বিবাদ দুপুর পর্য্যন্ত। আজ বন্ধু অসিত সেনের স্ত্রী দুপুরে শুঁটকি ভক্ষণের দাওয়াৎ দিয়েছিলেন। ওদের পরিচারিকা সন্ধ্যার মা ওই কাজে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। পরিতৃপ্ত আহার। অসিত সেন বেচারা, সরকারী কোপে বাঙলাদেশে পাশপোর্টহীন যন্ত্রণাময় দিনের শিকার এখন। আনন্দে খুঁৎ রয়ে গেল তাই। মিসেস সেনের আন্তরিকতা ঋণাধিকার আর কিছু। রাত্রে জ্যোতি দাশগুপ্তের সঙ্গে আহার। রণেশদা ও শিশির গুপ্ত টেবিলে অবিশ্যি ছিলেন।

২১ অক্টোবর '৭৯

উৎসব কল্লোলিত কলকাতা। সভ্য নাগরিকবৃন্দ অনার্য দেবীর ন্যাওটা। শব্দে ঝালাপালা কান লেখাপড়া দায়। মাসুদ ঢাকা গেল দুহিতার কাছে সকাল আটটার সময়। আমি দুহিতা কাজলের উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীটে। বাড়ী ফাঁকা। ছিলেন ডাঃ নিশীথ ঘোষ কলকাতা নামকরা শল্যবিদ। তিনিও আনচান করছেন যাদবপুর যাওয়ার জন্যে– যেখানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আগেই জমাট হয়েছে। ডাঃ ঘোষ রীতিমত অপ্রস্তুত। আমাকে অভ্যর্থনা কীভাবে করবেন? ভৃত্যরা পর্য্যন্ত নেই। নিজেই দোকানে যেতে চান। ওকে নিরস্ত করতে বেশ বেগ পেতে হোলো। বল্লাম, আমার তত্ত্ব আপনি কি শোনেননি? "Friends well-wishers should be affectionate and not Confectionate" খ্যাতনামা চিকিৎসকের নার্ভাসনেস বেশ উপভোগ করা গেল। এমন সহৃদয়তা আমার জন্যে এই শহরে সঞ্চিত আছে, তা নির্বাসিত জনের পক্ষে কম আনন্দের বিষয় নয়। পরবর্তী পদক্ষেপ কফি হাউস। শ্রীনির্মাল্য আচার্যের ড্রয়িংরুম এই পানাহার শালা। এক্ষণ পত্রিকার প্ল্যান প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি এখানেই সংগঠিত হয়। য়ুরোপে গিয়েছিলেন গত নভেম্বরে। চার

www.pathagar.com

মাস ফিরেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কারণ, আমি তখন ব্যাধিগ্রস্ত। ওর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই এই পানশালায়। আধ ঘণ্টা বসার পর ওঁর টিকি দেখা গেল। প্রায় বছর পরে দেখা। মৃদুস্বরভাষী সম্পাদক। টেবিল-সুলতান হিসেবে খুবই কাম্য। "কমিটেড" মানুষ। সীরিয়াস বাক্যালাপে ঝোঁক বেশী। তবে রসিকতার ভাণ্ডারী। পরিমিত হাসিচ্ছটায় তা বিবৃত করেন এবং শোনেন। রোববার। সাড়ে বারোটায় কফি হাউস বন্ধ হয়ে যায়। আমাকে আরো আগে উঠতে হোলো। দুপুরে জলি শিখা মুর্শেদদের সঙ্গে গোমাংস ভক্ষণের দাওয়াৎ আছে।

চিন্মোহন সেহানবীশ অসুস্থ। ওকে দেখতে গেলাম সন্ধ্যায়। হৃদরোগী অথচ ওর বাক-যন্ত্র, ঈশ্বর-ঈশ্বর, সর্বদা চালু রাখার জন্যে উন্মুক্ত থাকে। খালি খেইয়ের অপেক্ষা। ওকে থামানো দায়। চিনুর অফুরন্ত ভাণ্ডার নানা অভিজ্ঞতার। উমা সেহানবীশ স্কুল চালান। বাড়ীতে পতি-ছাত্র পেলেন না। এই অপরাধে ওর স্কুলে থাকা অনুচিত। Charity begins at home–মাঠে মারা গেছে। উমার সহোদর শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী আসরে এসে যোগ দিলেন। আর Constant K শ্রী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ব্যস্ততায় ফুড়ুৎ একবার আসেন এবং কেটে পড়েন–যদিও পাশের কামরাই তার কাজের ময়দান। ফেরার সময় আবার বিপদে পড়লাম। অনার্য নাগরিকগণ মা কালীর বিসর্জন উপলক্ষ্যে আনন্দে আত্মহারা। বাস ও ট্রামের যাতায়াত ক্ষীণ। ভিড় ভয়ঙ্কর। পার্ক সার্কাস ফিরতে দেড় ঘণ্টা কেটে গেল।

২২ অক্টোবর '৭৯

ভারতের তিন জন নোবেল লরিয়েট। তিন জনেরই লীলাকেন্দ্র কলকাতা। রবীন্দ্রনাথ, সি ভি রমন, মাদার টেরেসা। শেষোক্ত জন এবছর "শান্তি"র জন্যে পুরস্কার পেয়েছেন। এই দয়াবতী মহিলা আটচল্লিশ বছর পূর্বে কলকাতায় অনাথ দুস্থদের মধ্যে তার দান সেবা শুরু করেন। যে প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছেন, তা সত্যি ঈর্ষার বস্তু। তবু কথা থেকে যায়। মানুষের জন্যে যদি ওঁর দয়া সত্যিই ক্রমশঃ বৃহত্তের মানবতার আস্বাদ পেত তা হলে কী তিনি শুধু সেবা-কার্যে পড়ে থাকতে পারতেন?

কাদের টাকায় তিনি প্রতিষ্ঠান চালান? যারা গুরু মেরে জুতো দান করে তারাই হাজার হাজার ডলার পাউন্ড ওঁর তহবিলের জন্যে পাঠায়। শুধু সংস্কারকার্য সমাজের আসল কাঠামো ঝান্সা করে দেয়। তা দাতারা জানে। তাই অত বদান্যতা। প্রেসিডেন্ট কার্টার এই ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মহিলাকে পুরস্কার প্রাপ্তির পর খামখা অভিনন্দন পাঠাননি। ধার্মিকেরা অর্থাৎ বিশ্বাসীরা আসলে চরম Egoist নিজেদের Ego থেকে আর বেরুতে পারে না। ভদ্রমহিলা স্বল্প পরিসরে দয়াময়ী। বৃহত্তর পরিধিতে বিশ্বের তাবৎ দজ্জাল খুনী শোষকদের সহোদরা। মাদার টেরেসার এসব অবগতির বাইরে। যদি জানতেন বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিহাস তা

www.pathagar.com

হলে আর শুধু সেবাকার্যে আবদ্ধ থাকতে পারতেন না। বিদেশী মহিলা অথচ এমন সদগুণে বিদূষিতা ঃ দেশী দুস্থ মানুষ ও অন্যান্যরা বিদেশের শোষকদের প্রতি আর তেমন ঘৃণা পোষণ করতে পারে না। মহিলা তাদের Advertisment piece হয়ে দাঁড়ান অজানিতে। অনেক পূর্বে লেনিন এদের আখ্যান করেন Spiritual scout of the imperialist" আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাজ্যের মার্কসবাদী সরকার ব্যাপারটা কীভাবে নেয়, তা দেখার বড় কৌতূহল রইল।

২৩ অক্টোবর '৭৯

উপন্যাস বন্ধ হয়ে আছে। শরীরও ভাল। কিন্তু মন বক্র। এগোতেই চায় না। কল্পনা-বিচার গোলতাল পাকিয়ে যায়। অস্থিরতায় সন্ধ্যাঃ সালেক-সুলতানার সঙ্গে।

২৪ অক্টোবর '৭৯

জাঁনেসার তার বোম্বাইনিবাসী এক সহপাঠীর জন্যে ঋণ-বাবদ টাকা রেখে গিয়েছিল এক ভদ্রলোকের কাছে। তিন মাসে টাকা পৌঁছায়নি। খোঁজ নিতে গেলাম। ঠিকানা হারিয়ে ফেলার জন্যে বিভ্রাট। ভদ্রলোক বিশেষ লজ্জিত। অতঃপর আমাকে নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে ড্রাফট তৈরীর পর পোষ্টপিসে গেলেন ও পাঠানোর জন্যে। বিত্তবান মানুষ। বাড়ীতে খান তিন মটোর। আজ হেঁটেই সব কাজ সারলেন। সহপাঠীর ঠিকানা হারিয়ে উনি কত লজ্জিত তা বুঝা গেল সরেজমিন। এই সব কাণ্ডে আমার সকাল ধ্বংস। বাড়ী বা সংসার থেকে পালিয়ে এসে পরিত্রাণ নেই।

২৫ অক্টোবর '৭৯

স্নেহাস্পদ হায়াৎ মামুদ সাক্ষাতে এসেছিল। সঙ্গে আর এক জন তরুণ অধ্যাপক মুস্তাফিজ। পরিচয়ে জানা গেল, ৬৫-৬৬ সে ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র ছিল। বড় খুশী হলাম। নেপথ্যে কে কোথায় আছে জানার বাইরে। শামসুর রাহমানের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছে ওরা। আনন্দ সংবাদ। কিন্তু বর্তমানে সরকারী কাগজের সম্পাদক হিসেবে (এবং যে সরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদ ধ্বংসের সব কলকাঠি প্রতিদিন পেতে চলেছে) শামসুর রাহমান কীভাবে দ্বৈত-সত্তার খেলায় মেতেছে জাতীয়তাবাদীদের পটভূমিকায়? সে আমাদের প্রিয় কবি। এখন কী করে টিকে আছে নিজের আত্মার ভেতর? নিজের বমি আবার শোঁকার ভেতর নিশ্চয় আনন্দ নেই।

২৬ অক্টোবর '৭৯

বিকেলে "গোর্কি সদনে" বার্টোল্ড্ বেখটের (অথবা ব্রেখৎ) নাটক

www.pathagar.com

Brodladen (বাংলায় রূপান্তরিত নাম রুটি-রুজি) দেখতে গিয়েছিলাম। পরিচালক শেখর চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জর্মান নাট্যকারের ভাবনা নাট্যকৌশল তিনি এমনভাবে নিজের মুঠোয় আনতে পেরেছেন। বিরতিহীন এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের নাটক। আত্মহারা উল্লাসে দেখা গেল। মানুষের অধিকার নিয়ে ব্রেখতের মত এমন কলাসম্মত নাটক আর কেউ লিখেছেন মনে হয় না এই শতাব্দীতে। শেখর চট্টোপাধ্যায় যথা-সুর বজায় রেখেছেন পরিবেশনায়। অভিনয়ের কুশীলবগণ স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করেছেন। Team work ও বড় সুন্দর। পরিচালককে শেষে গ্রীনরুমে গিয়েও ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম।

২৭ অক্টোবর '৭৯

হায়াৎ মামুদ আর মুস্তাফিজের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়ে দেখা গেল এখলাস উদ্দীনও কলকাতায়। গতকাল এসেছে মাত্র। অতি সুদর্শন এই স্নেহভাজন মনেও শ্রীধর। অনেক সংবাদ পেলাম ওর মুখে। গৃহসংবাদ পর্য্যন্ত। গৃহহীনের বুকের বল অনেক বেড়ে গেল। সকলে কুশল আছে। অন্য সংবাদ ত প্রয়োজন করে না।... মাদার টেরেসার নাগরিক সম্বর্ধনায় মার্কসবাদী সরকারের কয়েক মন্ত্রী ওকে মাল্যবিভূষিত করে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সমাজতন্ত্রের নতুন ভাষ্য দেন। তিনি বলেন যে, সমাজতন্ত্রী সমাজেও মাদারের মত জননীর প্রয়োজন হবে—যদিও সমাজতন্ত্রী সমাজের দায়িত্ব সকলের জন্য। কয়েকদিন পূর্বে হলদিয়ায় Multi-national companyদের সম্পর্কে বলেন যে, পুরাতন যারা আছে তারা থাকবে, যেহেতু দেশের কল্যাণ। নতুন নিয়ে কারো আগ্রহ থাকার কথা নয়। মার্কসবাদীর ঐ অপরূপ ভাষা অনেককে বিচলিত করবে। মার্কসবাদী পার্টি যখন Social Democratic পার্টিরও অধম হয়ে যায় তখন এমন বুলিই মুখ দিয়ে বেরোয়।

২৮ অক্টোবর '৭৯

ওয়াশিংটন পোষ্টে পাকিস্তানে চাবুক, দশ হাজার লোকের সামনে কীভাবে অপরাধীদের শরীরে চালানো হয় তার এক বিস্তারিত ডিসপ্যাচ বেরিয়েছে। বেশ্যালয় গমন, Black Market প্রভৃতি অপরাধে এমন শাস্তি। দুজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে খাইয়ে তাগড়া মোটা তাজা করার পর তাদের হাতের চাবুক তুলে দেওয়া। তখন দুজনে তাণ্ডব নৃত্য করে এবং চাবুক চালায়। অপরাধী কাঠের তক্তায় বাঁধা। মিলিটারী কোর্টের উপর বিচারের ভার থাকে এবং আপীল চলে না। সভ্যতার এই প্রান্তে এসে মধ্যযুগীয়তার এই প্রদর্শনী বিস্ময়ের কিছু নয়। কোট পাৎলুনধারী জিন্না মধ্যযুগের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাজনীতি করেছিল। ফল শুধু ফলেনি ক্রমশঃ পেকে উঠছে। কাউন্টার পার্ট বাঙলাদেশের সরকার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লে তাই করবে। Defence

www.pathagar.com

mechanism সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যেই সহজাত থাকা উচিত ছিল। শাসকশ্রেণীর তা টনটনে থাকে। শোষিতদের জ্ঞানে তার উদয় বড় বিলম্বে ঘটে। দুঃখ এইখানে।

কফি হাউসে দুপুর। নির্মাল্য আচার্য্য, অরূপ রুদ্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রমুখের দঙ্গলে। তৎপূর্বে কাজলের মা ও দাদা নিশীথ ঘোষের সাথে সাক্ষাত সেরে এসেছিলাম ছ'মাস বাদ।

২৯ অক্টোবর '৭৯

বিকেল ঃ বসুধা চক্রবর্তী সমীপে। নীরব লোকচক্ষুর আড়ালে এই জ্ঞানী-গুণী মানুষের অবস্থান। বড়ই প্রচার-বিমুখ। দু দণ্ড আলাপে বহু দুঃখ ভোলা যায়। ইন্দু দিদি আহার্যের ত্রুটি রাখেন না। এই এক নির্জন পরিবার। সকলে অকৃতদার। এমন অসংসারীদের সংসারের ছায়ায় ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। পরে হেঁটে হেঁটে হিন্দুস্তান পার্কে মজুমদারদের বাড়ী। প্রসূন বাবু ছিলেন না। বীণা মজুমদার নিজের বাঙলা অভিধান তিন বছর পূর্বে দান করে বসে আছেন। ওই দিক থেকে প্রাতঃস্মরণীয়া অধ্যাপিকার সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে বাড়ী পানে।

৩০ অক্টোবর '৭৯

নাজেমুদ্দিন হাশেমের চিঠির জবাব লিখতে বসে দেখা গেল প্রায় ১২-১৪ শ' শব্দ লিখে বসে আছি। তবু কথা ফুরায় না। সাংবাদিক এত খবর দেয় আর জিজ্ঞাসা। ফলে চিঠি লম্বা হয়ে যায়। পোষ্টাপিস না গিয়ে উপায় নেই। ষ্ট্যাম্প কতো লাগবে জানতে হয়। কিছু সওদা দরকার নাস্তার জন্যে। তাই সব কাজ সেরে বাড়ী। আহার নিদ্রা। সন্ধ্যা সালেক-সুলতানার সঙ্গে।

৩১ অক্টোবর '৭৯

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত... ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ। রেডিও'র ভাষ্যকারের দোষ নেই প্রতিবেশীরা এত হাই পিচে বেতার খুলে রেখেছেন তিন দিক থেকে যে লেখাপড়া দায়। অগত্যা দুপুরের আহারের পর আমিও তাদের দলে ভিড়লাম তালবাগান থেকে সুলতানাদের টেলিভিশন ভাষ্য দেখার, শোনার জন্যে। খুব জমেছিল খেলা, সময় বনাম রান, যদি ইন্ডিয়াকে জিততে হয়। শেষ রক্ষা হোলো না। বসে বসে পত্রিকা পড়া টেলিভিশনের দিকে চোখ রেখে। বিকেল কেটে গেল। সন্ধ্যায় হেঁটে বাড়ী ফিরলাম। আহার জলদি সেরে ঘুম। তখন মাত্র সওয়া ন'টা।

১ নভেম্বর '৭৯

রাত তিনটেয় উঠলাম। সকালে শোয়ার জের। আজ আবার বকরী ঈদের

www.pathagar.com

দিন। নির্বাসিতের জন্যে উৎসব কী অত সহজে আসে? পথে বেরিয়ে দেখা হয়ে গেল নসু সেনের সঙ্গে। শ্রীহট্টবাসী পরলোকগত বন্ধু বিমলাংশু সেন, সংক্ষেপে পচু সেনের কথা মনে পড়ল। '৭১ সনে সংস্কৃত নামধারী এই নাগরিককে মিলিটারীরা হত্যা করে। তখন হিন্দু হওয়াই ছিল অপরাধ Crime তারই সুবাদে নসু সেনের সঙ্গে পরিচয়। এই কলকাতায় বহু পরে '৭৩ সনে। যাক, সুপ্রভাত। আলিঙ্গনের একটা মানুষ পাওয়া গেল প্রথমে এই বকরী ঈদের দিনে। অত সকালে নামাজ এখনও কোথায় হয়নি। সে-হিসেব দূরে থাক। নসু সেনকে বিদায় দিলাম। রণেশদা পরবর্তী শিকার। জ্যোতি দাশগুপ্ত বাদ গেলেন না। ওই বাড়ী থেকে রাসবিহারী এভিন্যু শৈলেন চৌধুরীর দরবারে। এই এক শান্ত মানুষ। সঙ্গমাধুর্য আছে। গৃহিণী দশভূজা। পতিপুত্র পালন, শিক্ষকতা, হেঁসেল-সেবা সবই বড় স্ফূর্ততায় সম্পন্ন করেন। অশেষ প্রাণশক্তির অধিকারিণী। সংস্কৃতি বাতাস এ বাড়ীতে সদা রহমান। এক গ্লাস সরবৎ পান করে (বিনা আহারে বিদায় নিষিদ্ধ) বেরিয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যা জলী শিখা মাসীর সঙ্গে। মাসুদ ঢাকায় নেই। তার অভাব বেশ বোধ করলাম।

২ নভেম্বর '৭৯

সারাদিন প্রায় ঘরে। দুপুর একবার শিখার দাওয়াৎ রক্ষায় বেরিয়েছিলাম মাত্র। এ্যান্টোনিও গ্রামসির প্রবন্ধ পড়া গেল বহুদিন পরে। চিন্তার আকর ত বটেই, নানা উদ্দীপনা খাড়া করেন এই স্বর্গীয় ইটালীয় মানবপ্রেমিক। ফ্যাসিষ্টরা ওকে জেলে রেখে স্বাস্থ্য চুরমার করে দিয়েছিল। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে গ্রামসির চিন্ত ার ঝলক কিন্তু কখনও নিষ্প্রভ হয়নি।

সন্ধ্যা ঃ রমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে নিকটস্থ Ladies park লেডিস পার্কে। সাম্প্রদায়িকতার উপর বলতে গিয়ে দাদা বললেন যে বর্তমান মুর্শিদাবাদের নবাবের বাবা একবার হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কনফারেন্সে উচ্চারণ করেন, "হিন্দুদের শিক্ষিতরা Communal, মুসলমানদের অশিক্ষিতরা"। গবেষণার প্রয়োজন নেই। তিরিশ সনের দিকে রাজনৈতিক পটভূমি তা স্পষ্ট প্রমাণ করে। নচেৎ জিন্নার মত অশিক্ষিত জন সমাজের মুকুটমণি হয়ে বসে কীরূপে? মধ্যবিত্তের কোন্দলে ইংরেজী শিক্ষায় অভিমানী হিন্দু কায়েমী স্বার্থ অগ্রগামী ছিল। তা চ্যালেঞ্জ করার মত কিছু নেই।

পার্ক থেকে হেঁটে বাড়ী। উপন্যাস রচনা বন্ধ আছে। সেই ক্ষোভে আত্মধিক্কার অব্যাহত আছে। কিন্তু মন বক্র, সোজা হতে নারাজ। দেখা যাক কবে আবার জোয়াল কাঁধে নেয়।

www.pathagar.com

৩ নভেম্বর '৭৯

তিন বছর ধরে একটি কিশোর উপন্যাস (জুজু গগা) আমার কাছে পড়ে রয়েছে। বয়স ফেরীওয়ালা হতে দেয় না। একবার এক প্রকাশক মাস খানেক রেখে ফেরৎ দিয়েছিল। শ্রীশৈলেন চৌধুরী আমার কথা শুনে পাণ্ডুলিপি পড়তে চেয়েছিলেন। ফেরীওয়ালা হতে তাঁর আপত্তি নেই। ন'টার দিকে পাণ্ডুলিপি সহ চৌধুরী সদনে। চৌধুরানী রমা দেবীর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম। ফেরার পথে ডোভার লেনে এক বইয়ের দোকান পড়ল। আকর্ষণ স্বাভাবিক। মুনসী প্রেমচাঁদের একটি জীবনচরিত দেখলাম। লেখক তাঁরই পুত্র। দেড় টাকা বেরিয়ে গেল। মহান লেখকের এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতের মধ্যে গ্রন্থকার লিখেছেন–

There was nothing 'Arty' about him. He did not believe in the theory of "creative mood". his artistic inspiration was made of sterner stuff. The man had so conditioned himself that he could sit down any where any time and write, he was the master of his own mood and not its slave. This possibly came from a great sense of dedication to the people and the cause of her freedom- as much from British slovery as from the slavery of indigenous exploiter" (Premchand: by Amrit Rai, National Book Trust Publication-পৃষ্ঠা পঁচিশ) প্রেমচাঁদের আসল নাম ছিল নবাব রায়। মনুষ্যত্বের আসরে সত্যি নবাবই তিনি ছিলেন। নিজের আলস্যের অপরাধে মুহ্যমান বহুদিন থেকে। এত জলদি তার প্রতিষেধ পেয়ে যাব ভাবতে পারিনি। বারেক ডোভার লেনের পথে বাড়ী ফিরছিলাম। অন্য পথ দিয়ে সাধারণতঃ যাই। কৌতূহলে নতুন রাস্তা ধরেছিলাম। বড় আনন্দময় সকাল। পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার জীবনচরিত ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। এবার প্রেম চাঁদজীর বিস্তারিত জীবনচরিতের সন্ধানে থাকব।

৪ নভেম্বর '৭৯

"জন্ম যদি তব বঙ্গে" বইখানার এক কপি শুভাকাঙ্ক্ষী এনেছিল ঢাকা থেকে। দুহিতা কাজল নিয়েছিল পড়তে। সকালেই মোহনলাল ষ্ট্রীটে। রোববার। কাজলের সঙ্গে তবু দেখা হোলো না। কল্যাণ ছিল। এখানে নাট্য-উন্মাদ আর এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সে "গ্রুপ থিয়েটার" নামক ত্রৈমাসিক সম্পাদক ঃ নৃপেন সাহা। বিরাটকায় পূজা সংখ্যা দেখলাম। একাই এই পাহাড়-নির্মাণে নিজকে মোতায়েন রাখে। কলকাতার অবক্ষয়ের মধ্যে এরাই Emergent factor. শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। পরে কফি হাউস নির্মাল্য আচার্য্য প্রমুখের সঙ্গে, সন্ধ্যা রাত্রি পৌনে দশটা পর্য্যন্ত সালেক-সুলতানার সঙ্গে। বকরী ঈদ উৎসারিত গোমাংস ভক্ষণের দাওয়াৎ ছিল।

www.pathagar.com

৫ নভেম্বর '৭৯

নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির আচরণ ন্যক্কারজনক। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির সঙ্গে Horse Trading শুরু করেছে। দলবাজির বাইরে কিছু এখনও দেখতে নারাজ। শ্রেণীবিশ্লেষণ এরা ভুলে গেছে। Slogan শ্লোগানে এ ঠেকেছে এই রাজনীতিবিদ পুঙ্গবেরা। গায়ে মার্কসীয় নামাবলী। শ্লোগান ঃ স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িকদের রুখতে হবে। বর্তমানে জনতা পার্টির গায়ে শেষোক্ত লেবেল। অন্য লেবেল ইন্দিরা কংগ্রেসের দেওয়ালে। অথচ এরা আসামে, মধ্যপ্রদেশে জনতা-সরকারকে টিকিয়ে রেখেছে। কেরলে ছিল যুক্তফ্রন্ট। বাসুদেব নায়ার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি C.P.I এর প্রতিনিধি। CPM এর গাঁটছড়া বাঁধার জন্যে বাসুদেব নায়ার মন্ত্রীসভা ভেঙে দিলেন। এখন সেখানে জনতা, ইন্দিরা কংগ্রেসের সহায়তায় মুসলিম লীগার মুখ্যমন্ত্রী। স্বৈরাচার সাম্প্রদায়িকতার লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠল কেরলা। অথচ ভ্রাতৃপ্রতিম CP.I থাকা এরা পছন্দ করছিল না। আবার আর এক ঘোষণা থেকে মনে হয়, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কোন পন্থা ওদের মার্কসবাদে নেই। CPM বলছে দক্ষিণ ভারতে নির্বাচনে জনতার সঙ্গে সমঝোতা করা যায়। কারণ সেখানে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের কোন প্রাধান্য নেই। প্রমোদ দাশগুপ্ত নামে এদের পশ্চিমবঙ্গে এক পার্টি সেক্রেটারী আছে। ওঁর রচনা (গোটা দুই দেখেছি) এবং বিবৃতি থেকে মনে হয় লোকটা Cliche-monger.ষ্ট্যালিনের মত কোন রকমে আপিসটা হাতিয়ে বসে গেছে। এই ধরনের চিড়িয়া আবার Politbureau পলিটব্যুরোরও সদস্য। কী উন্নত মান। সেখান থেকে আর কোন অশ্বডিম্ব বেরুতে পারে?

সারাদিন ঘরে। চিঠি লেখা আর পড়া। সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা হন্টন।

৬ নভেম্বর '৭৯

দুপুরে খাওয়ার পর রুটিনমাফিক ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম। সবলসিংহপুর গিয়েছি। বিদায়ের সময় বাল্যসঙ্গী ভাই সিরাজ আমার কপোল লগ্ন। উভয়ে কাঁদছি। সেই অবস্থায় হাঁটতে বললাম, "বিদেশে যদি হঠাৎ মরে যাই তুমি ফনু-জিলানীকে দেখো।" ঘুম ভেঙে গেল। চোখে এক গাদা পানি।

সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে দুহিতা কাজল ও কল্যাণের আমন্ত্রণে বার্টোল্ড ব্রেখতের "সেন্ট জোয়ানের বিচার" দেখতে গেলাম। নাম-ভূমিকায় কাজল নিজে। পরিচালক ঃ অনল গুপ্ত। ফরাসী ম্যুজিক দিয়ে আবহাওয়া রচনা চেষ্টা সার্থক। দু'ঘণ্টা ইতিহাসের এক পটভূমি দেখতে দেখতে কেটে গেল। পরিচালকের মঞ্চনির্মাণ এবং কুশীলবদের অভিনয়-শিক্ষাদানের দক্ষতা স্পষ্ট। ব্রেখৎ এপিকের কায়দায় সাধারণ এক সরাইখানা রেখেছেন অভিজাতদের ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি। ইতিহাসের

www.pathagar.com

টানাপোড়েন এইভাবে বিধৃত। পরিচালক তার যথা সদ্ব্যবহার করেছেন। কাজলের অভিনয় বেশ ভাল লাগল। অন্যান্যেরা কেউ বাঁয়ে বয়নি। এই নাটক আর একবার দেখতে হয় ব্রেখতের Binocular vision এবং Alienation তত্ত্বের প্রয়োগ কীভাবে হয়েছে জানার জন্যে। পরিচালক কী তাঁর অভিনয়-কলা গ্রহণ করেছেন? কীভাবে তা করেন? তাও জানার বড় কৌতূহল রইল। একদিন ওদের আখড়ায় যাব। কলকাতার সৌখীন এই সব নাট্য গ্রুপের প্রচেষ্টা সত্যি শ্রদ্ধার্হ। রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন না থাকলে রাজনীতিও শেষে পথে বসবে। অনেকে তেমন ধারণার ব্যাপারে অজ্ঞ।

৭ নভেম্বর '৭৯

বিশ্বরঞ্জন সেনের সঙ্গে পূর্বে থেকে যোগাযোগের ব্যবস্থা। বিকেল চারটের দিকে লেক প্লেসে। পাঁচটার পর দুজনে দেশবন্ধু পার্ক অভিমুখী। মাঝপথে আমি চিন্মোহন সেহানবীশের খোঁজে সরে পড়লাম। হতাশ। বাড়ী নেই, গৃহিণীর প্রতিবেদন। ট্রামে আপিস-ফেরৎ যাত্রীদের ভিড়। তাই হেঁটে গড়িয়াহাটা। শৈলেন চৌধুরী-সদনে বিশ্রাম, কফি-পান। আজ ৭ নভেম্বর রুশ-বিপ্লবের স্মরণীয় দিন। দুনিয়া-কাঁপানো সেই দিন। মনে ছিল না। চৌধুরী মশাই মনে করিয়ে দিলেন। দূতাবাসের আমন্ত্রণে বেরুবেন। মোড় থেকে আমি ট্রাম ধরলাম, তিনি বাস। সকাল থেকে সারাদিন কাজের পর বিকেলে কিছু কসরৎ দরকার ছিল, পায়ে সম্পন্ন করা গেল।

সুহৃদ সঞ্জীব দত্ত নাগাল্যান্ডে অসুস্থ। চিঠি পেলাম। তদুপরি পাঁচ মাস পুরো বেতন পাননি। উদ্বাস্তুর গেরো সহজে কাটে না। আসামে Domiciled পূর্বপাকিস্তানের ছিন্নমূল বাঙালীরা বিদেশী কি না, সেই দরবার আজও চলছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাই দিল্লী গিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর স্থির হবে। মার্কসবাদী নেতৃত্বের মুরোদ এই বারে যাচাই হবে পঞ্চাশ বছর Field work এর পর। এমন চিন্তা করতেও কষ্ট হয়।

আজ রুশ বিপ্লব দিবস।

৮ নভেম্বর '৭৯

কতো কাল! সেই ১৯৩১ সন যখন ক্লাশ "এইটে" পড়ি আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে পরিচয়। কৈশোর কালে ওঁর সংস্পর্শে বড় উপকৃত। লেখাপড়ার আখড়ায় আকস্মিকভাবে হাজির হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আইয়ুব সাহেবের উপর একটা প্রবন্ধ লেখার বড় ইচ্ছে। পঙ্গু হয়ে গেছেন ব্যাধির খাবলে। আর দেরী করব না। আজ প্রবন্ধ শুরু করলাম। দেখা যাক, কবে শেষ করতে পারি।

সন্ধ্যা ঃ সুলতানা, ডক্টর সালাউদ্দীনের সঙ্গে।

www.pathagar.com

৯ নভেম্বর '৭৯

সারাদিন আইয়ুব সাহেবকে নিয়ে প্রবন্ধ। দু'দিনে ৬-৭ শ' শব্দ মাত্র মেহনতের ফল। সন্ধ্যায় হেঁটে বাড়ী ফিরলাম। আগামী দিনের কাজের কিছু প্রস্তুতি। আহার। নিদ্রা।

১০ নভেম্বর '৭৯

আসামে বাঙ্গাল-খেদা খিঁচুনি আবার জোরেশোরে শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পর বত্রিশ বছর অতিবাহিত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতার মত মধ্যযুগীয় বিষবৃক্ষ উৎপাটনের কোন চেষ্টা করেননি। কারণ এই সব Disruptive প্রভাবই ত ভারতীয় কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখবে। তাই মুসলিম লীগ এখনও মাথা খাড়া এদেশে গজায়। বর্তমান কেরালার মুখ্যমন্ত্রী মুসলিম লীগের প্রতিনিধি। আসামে বর্ণবিদ্বেষের ফোঁড়া ফেটেছে। ১৯৬৪ সনে একবার ব্যাপক আকারে তার স্রাব বেরিয়েছিল। এখানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মুক্তকচ্ছ। মূর্খ এই মার্কস্‌বাদের গদী-আরোহী হয়ে থাকা ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আছে বলে আমার মনে হয় না। তাও আন্তর্জাতিক কোন পর্য্যায়ে নয়, শুধু পশ্চিমবঙ্গে। মার্কস্‌বাদীর চোখে এমন ছানিও পড়ে! সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ এক অখণ্ডতায় বাঁধা পড়েছিল। কোন বিকল্প Force এর কথা গভীরভাবে মার্কসবাদী নেতারাও ভাবছেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। জ্যোতি বসুকে খুব বড় জোর একজন Activist বলা যায়, তাও বড় নীচু পর্য্যায়ের। ওকে দোষ দিয়ে লাভ কি?

১১ নভেম্বর '৭৯

রোববার। অনেক ভোরে সাড়ে তিনটের সময় উঠেছিলাম। প্রাতঃকৃত্য সেরে লেখাপড়ায়। ন'টার পর আর ভাল লাগল না। ছোটদের উপন্যাস "জুজু গগা"র পাণ্ডুলিপি শৈলেন চৌধুরীকে দিয়েছিলাম পাঠে এবং প্রকাশক-সন্ধানে। খোঁজ নিতে গেলাম। ছুটির দিন। চৌধুরীদের অবসর-মুহূর্তে ঘণ্টা দুই। রমা দেবী সব্জিচপ, ঘুঘ্‌নী খাওয়ালেন। সাড়ে এগারোটায় বাড়ী ফিরে "আইয়ুব" সাহেবকে ধরলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রবন্ধের প্রথম খসড়া সমাপ্ত। বড় আত্মতৃপ্তির মধ্যে রইলাম। বহু দিনের ইচ্ছে আজ পূর্ণ। পরে পালিশ করে দেখব কী দাঁড়ায়।

সন্ধ্যা সালেকের সঙ্গে। শোকের আবহ বাড়ীতে। আমি জানতাম না, ওর ছোট ভাই দু'দিন আগে মারা গেছেন। নিকটেই থাকতেন। সুলতানা বাড়ীতে ছিল না। ফেরার পথে বড় খারাপ লাগল। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। আর্থিক নিরাপত্তাহীন। মুখের কিছু ধর্ণি থাকে না সম্মুখে বা পেছনে।

www.pathagar.com

১২ নভেম্বর '৭৯

আসামে বাঙ্গাল-খেদা জেহাদ নগ্নরূপেই শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের Destabilizing কৌশল কতো রকমের, মার্কস্‌বাদী জ্যোতি বসু যদি জানতেন! গদীতে বসলেই মানুষ গদীর যোগ্য হয় না। তাও ভদ্রলোকের জানা নেই। দিল্লী গিয়েছিলেন মশাই। অথচ আসাম এত নিকটে। প্রতিবেশী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রথমে করা উচিত ছিল। জ্যোতি বসু কী জানেন আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের কী খেল চলছে? তিব্বতকে কেন্দ্র করে চীনাদের সিকিম-ভুটানে অনুপ্রবেশ, বাঙলাদেশকে কেন্দ্র করে ঐ সব অঞ্চলে উৎপাত জীইয়ে রাখা যেন ভারতে কোন শান্তি না থাকে। চীন এবং সাম্রাজ্যবাদ এখন এক কাতারে। প্রাদেশিকতায় অন্ধ এই সব মার্কসবাদীরা আন্তর্জাতিক পটভূমি গুলে খেয়েছে। ওদের রাজনীতির মধ্যে তার প্রক্ষেপ স্পষ্ট। তাই পার্লামেন্টের সীট নিয়ে 'দাদা' সাজার জন্যে অত পাঁয়তারা। গ্রাম্যজন প্রমোদ দাশগুপ্তও মার্কস্‌বাদী। এদেশে এঁরা নাকি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করবে? ব্যাঙের মুতে পুষ্করিণী ভরবে।

১৩ নভেম্বর '৭৯

আসামে বর্ণবিদ্বেষের আগুন নেভার কোন লক্ষণই নেই।

"আইয়ুব" সাহেবের উপর প্রবন্ধের পালিশ নিয়ে সারাদিন।

১৪ নভেম্বর '৭৯

ক'দিন থেকে কার্টার মার্কিন প্রেসিডেন্ট মুক্তকচ্ছ। শাহকে ইরানের হাতে তুলে না দেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্ররা মার্কিন দূতাবাসে ষাট জনকে 'জিম্মী' (Hostage) [illegible]বে আটক করেছে। মাত্র ৬০ প্রাণী। তাই নিয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষ দুনিয়ার কোন জায়গায় হাত দিতে বাকী রাখেনি। পোপ ত তাদের লোক। এমনকি PLO-র ইয়াসের আরাফাতের কাছে পর্য্যন্ত ধর্ণা। ভিয়েটনামে যখন লাখ লাখ টন বোমা পড়ছিল এবং হাজার নিরীহ মানুষ মরছিল তখন কার্টার বিবেক নিয়ে বাস করেননি। Hawk-(বাজের) এর দলে ছিল এই মহাত্মা। ঘৃণা করতেও এই জন্তুদের ঘৃণা হয়।

বিকেলে প্রীতীশ দত্ত (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) সমীপে। পরলোকগত ফজলুল হকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিছু স্মৃতিচারণ যেন লিখে দেন মরহুমের সেই অনুরোধ উদ্দেশ্য। অমায়িক এই অধ্যাপক জন। ওঁর সঙ্গে অতীতে বেশ ঘুরে বেড়ালাম। বহু বন্ধুবান্ধব অলক্ষিতে আসরে পৌছল। ফেরার পথে একই পাড়া পার্বতী/দেবশরণের বাড়ীতে কিছুক্ষণ ঢুঁ। দাশগুপ্ত ট্রামলাইন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। পরে গড়িয়াহাটা বাজারে ঢুকবেন।

www.pathagar.com

১৫ নভেম্বর '৭৯

আইয়ুব সাহেবের উপর প্রবন্ধ শেষ। গত রাত্রে সাগরময় ঘোষের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হয়েছিল। আজ সাড়ে দশটার সময় "দেশ" আপিসে সাক্ষাতের ব্যবস্থা। প্রচার-বহুলতার জন্যেই "দেশ" এর কথা আমার মনে হয়েছিল। অসময়। ট্রামে বাসে ওঠা দায়। স্নেহভাজন রান্টু দাস আপিস যাওয়ার পথে আমাকে নামিয়ে দেবে তার রথ থেকে। আমি লেনিন সরণীতে নেমে গেলাম। পুরাতন ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটের মোড়ে। সামান্য এগিয়েছি সিনেমা ছেড়ে এক পলিতকেশ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখলাম। তেত্রিশ বছর আগে যেন আইয়ুব সাহেবের ১৪ নং ওয়ালিউল্লা লেনের বাড়ীতে দেখা হয়েছিল। আমার ভুল হয়নি। আপনি কি সমর সেন? প্রশ্নমাত্র হাঁ-মুখ থেকে "হাঁ" বেরিয়ে এলো। এসব সমাপতনে আমি আর অবাক হই না। কাছে "Frontier" আপিস। একদিন যেতে বললেন। কবি অবিশ্যি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। গদ্য যা দেখেছি-সিনিসিজমের উদ্‌গার, তাও জাতে ছোট। বোধ হয়, অতি Celebral হয়ে গিয়েছিলেন কবি। তাই কাব্য আর সঙ্গে রইল না। সাগরময় ঘোষ সমীপে অতঃপর। অতিথি-বৎসল মানুষ। অভ্যর্থনা প্রচুর পাওয়া গেল। আড্ডা তদুপরি। ওঁর দেড় ঘণ্টা অপচয় করে উঠলাম।

১৬ নভেম্বর '৭৯

আগে বৃটিশ কাউন্সিলের শেকস্‌পীয়ারের উপর এক মাসের প্রদর্শনী-ব্যবস্থা দেখে এসেছিলাম। ওরা রোজ শর্ট ফিল্ম দেখায় বেলা এগারোটা এবং তিনটের সময়। আজ 'As you like it' দেখানোর তারিখ ছিল। চব্বিশ মিনিটের ফিল্ম। মেশিনের জন্যে সব কথা ধরা দায়। ফলে কাব্য আর্ডেনের জঙ্গলেই রইল। রঙীন ছবি। বনের দৃশ্য এবং অভিনয় উপভোগ করা গেল।

১৭ নভেম্বর '৭৯

পৌত্র সুফেন, রুবেন এবং দৌহিত্র ওয়ারিদের উপহার, চিঠি এবং পত্রিকাবই নিয়ে সন্ধ্যায় সালেক-সুলতানাদের বাড়ী। ডক্টর সালাউদ্দীন কাল ঢাকা যাবেন। গৃহাগত প্রাণের উপর বেশ রগ্‌ড়ানি গেল। এমনত হওয়ার কথা ছিল না এই বয়সে। সারাদিন কেটেছিল সৈয়দ মুজতবা আলী-র উপর এক প্রবন্ধ লেখার ধানাই-পানাই নিয়ে। তখন বেশ ছিলাম। অনুষঙ্গের ছোটখাট ধর্ণি গুহাপানে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেয়।

১৮ নভেম্বর '৭৯

মাসুদ আজ ঢাকা থেকে ফিরেছে, অভিশপ্ত নগরীর সাজসজ্জা, আলো, প্রশস্ত

www.pathagar.com

রাস্তা—সবই চোখে পড়ে। অন্যদিকে জীবন সংগ্রাম প্রচণ্ড। নিম্নমধ্যবিত্তের অস্তিত্ব ক্রমশঃ বিপন্ন। একটা মাঝারি কপি কিনতে সাত টাকা লাগে। বাঙলাদেশের মুদ্রাস্ফীর্তির জের আরো জোরেশোরে বাড়ছে। হঠাৎ গজানো অনেক ধনীদের খবর পেলাম। রাতারাতি লাখপতি হওয়া বিচিত্র নয় সরকারী কৃপাদৃষ্টি পেলে। দুর্নীতি ও বেড়েছে। সামরিক-বেসামরিক পার্থক্য নেই।

১৯ নভেম্বর '৭৯

অপ্রত্যাশিত কতো রকম উৎপাত যে আসে। এই বাড়ীর পূর্ব দিকে নীচের তলায় এক পাগল আছে। সে কখনও শান্ত থাকে দিনের পর দিন আবার কখনও দিনের পর দিন চীৎকার করে। এই বাড়ীর পাশেই পশ্চিম দিকে আর এক বাড়ী। তিন তলার সোজাসুজি ওদের ছাদ! ছাদেও কামরা আছে। সেখানে চার Spinister থাকে, লুসির কাছ থেকে শুনেছিলাম। মাঝে মাঝে বারান্দা দিয়ে যেতে আমারও চোখে পড়ে। কারো সঙ্গে পরিচয় নেই। আজ দুপুরে বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ ডাক। ওই ছাদের কিনারা ঘিরে একটি কালো নাদুসনুদুস মেয়ে দাঁড়িয়ে, বয়স পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ। আমি পেছনে ফিরে ওকে সম্বোধন করলাম, "আমাকে কিছু বলবেন মা।" সে খেঁকিয়ে উঠল এবং বললো, "ভদ্রলোকের পল্লীতে এসব কী হচ্ছে? আমি ত হতভম্ব। "বুঝতে পারছেন না। পরে বুঝিয়ে দেব।" তারপর মেয়েটা টরটর চলে গেল। অস্বোয়াস্তির মধ্যে পড়লাম। ব্যাপারটা কী? পরে জানলাম, মেয়েটা Abnormal হয়ে গেছে। একা একা থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না এমন কী তিন বোনের সঙ্গেও না। Spinister-এখন নিশ্চয় Monster স্বাভাবিক জীবন নেই, পাচ্ছে না। ফলে এমন বিকৃত আচরণ!

২০ নভেম্বর '৭৯

ভারতে নির্বাচন আরো প্রায় দেড়মাস বাকী। রাজনৈতিক Alignment এত ঘন ঘন পরিবর্তিত যে আশান্বিত হওয়ার তেমন কিছু নেই। Multi-Structural বহু-কাঠামো সমাজের হয়ত এমন দশা হয়। ভেবেছিলাম, এখানে কোন জোরদার শক্তি যদি বেরিয়ে আসে গণতান্ত্রিক শিবিরে, বৈদেশিক নীতিতে তার প্রতিফলন ঘটবে বাধ্য। তখন বাঙলাদেশের ঘাতকদের কিছু চৈতন্য হবে এবং সেখানেও গণতান্ত্রিক শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। সে আশা এখনও করা যায় না। নির্বাচন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে ঘরে ফিরতে মন চাইল না। গতকালের ঘটনায় বাসস্থান যেন বিষিয়ে গেছে। প্রতিবেশী এক বিকৃত মানসিক তরুণী। কখন কী বলে বসে কে জানে? এত রকমের "ইরিটেশন' এই বয়সে সইতে হয়? রণেশদার

www.pathagar.com

কাছে গেলাম। তাঁর জ্বর। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ওদের সঙ্গেই ঘণ্টা দুই কাটল, তার অধিকাংশ বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে।

২১ নভেম্বর '৭৯

বুধবার রাত্রি দশটার সময় ঘুমিয়েছিলাম। প্রাতঃকৃত্য সেরে লিখতে বসলাম। "গ্রুপ থিয়েটার" সম্পাদককে একটা লেখা দেব বলেছিলাম। চিন্তা ঠিক এগোল না। খস্‌ড়ায় বড় কাটাকাটি হতে লাগল। তবু বারোটা পর্য্যন্ত বসে রইলাম টেবিলে। হঠাৎ থিয়েটার-সংক্রান্ত প্রবন্ধ। এক কালে নাটক লিখতাম, তখন চর্চা ছিল। আর ত চর্চা নেই। তাই এমন হোঁচট। বিকেলে বুলবনের লেখা। "মেষ মহিষ এক সমান" পড়লাম। কিশোর-সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গে এত পঙ্কিল ভাবা যায় না। যারা লেখেন তাদের দায়িত্ব জ্ঞান নেই। অধিকাংশের এই অবস্থা। চারপাশের দিকে কচিদের চোখ আকর্ষণ-করার ব্রত ওদের চোখের বাইরে। পুত্রের বই বলে নয়, সত্যি ভাল হয়েছে পশু গাছপালা, পাখী, কীট-পতঙ্গের জগতের ভেতর কিশোরদের সফর সত্যি আনন্দময় করে তুলেছে স্নেহাসব।

গোধূলিলগ্নে বেড়াতে বেরুলাম। পার্ক সার্কাস ময়দানে চল্লিশ মিনিট হেঁটে রণেশদা সন্নিধানে। জ্যোতি দাশগুপ্ত, বিভা দেবী ওদের যুবরাজ শান্তনু—আসর পরিপূর্ণ। রণেশদার জ্বর একদম ছাড়েনি, খুব সামান্য আছে। শান্তনু লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওর আনা ট্রানজিষ্টারে অনেক বিদেশী সংগীত শোনা গেল। আটটার সময় বাড়ী।

২২ নভেম্বর '৭৯

বিষ্যুৎবার ঃ সওয়া পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে রাত্রি সাড়ে তিনটেয় উঠেছিলাম। বাথরুমে হঠাৎ মাথা গরম হয়ে উঠল। সারা শরীরে দোলাদোল। গ্যাস। কাল রাত্রে আহারের জের। ছোলার ডাল এবং গোস্ত অল্পই খেয়েছিলাম। সকালে লোড-শেডিংয়ের জন্যে পাউরুটি টোস্ট করতে পারিনি। বহুদিন পরে খেলাম এমন Raw. রুটী। দুপুরে পমফ্রেট মাছ ভাজা আর শাক। বুঝলাম, গৃহ-হীনের দুর্দশার উৎস। এমন আঁকুপাঁকু করতে লাগল মন। সব প্রিয়জনদের কথা মনে পড়ল। অসহায়, নিরাশ্রয় ফনুর ভাবনায় আরো কাহিল হয়ে যায় দেহ। কয়েক বার পাৎলা দাস্ত হোলো, গোসল করলাম। অল্প মুড়ি নাস্তা। সাড়ে দশটার দিকে কবিরাজ প্রধীর দাশগুপ্তর নিকটে। সেই চাটগাঁ থেকে আলাপ। 'কালান্তরের' সম্পাদকীয় গোষ্ঠির রণধীর দাশগুপ্ত অগ্রজ। সকলেই শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রধীর বাবু চলার হদিস বলে দিলেন। আর গৃহে নেই। শরীর সম্পর্কে পুতুপুতু করা দায়। সমস্ত দিন বড় বিষণ্নতায় কাটল। প্রবন্ধ এগোল না। সীরিয়াস পাঠে মন বিমুখ।

www.pathagar.com

সকালে কাগজ পড়া অভ্যেস ছিল। তা কোন রকমে চার বছরে উবিয়ে দিয়েছি। দুপুরের দিকে এ বাড়ীর কাগজ নিয়ে দেখি। হঠাৎ হেডলাইন দেখে চমকে উঠলাম ঃ কাবা শরীফের প্রাঙ্গণ রক্তাক্ত। গতকাল ফজরের নামাজের সময় এক দল সশস্ত্র লোক, যারা আগেই মুসল্লীর বেশে ঢুকেছিল, মসজিদের মুসল্লীদের বাইরে না যেতে অনুরোধ করে ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র তুলে ধরে। ইমামকে মিম্বর থেকে হঁটিয়ে নিয়ে যায়। ইমাম মেহ্দীর আবির্ভাব ঘটেছে। সে নতুন 'খুৎবা' শোনাবে—ওরা ঘোষণা করে। বাইরে গুলি গোলা শুরু হয়ে যায়। সৌদি আরবের বেতার খবর দিয়েছে, "ওরা গোঁড়া, ইসলাম-বিচ্যুত কাফের।" সৌদি আরবের ভেতরে বিরোধী দল আছে, এত দিনে বোঝা গেল। ইসলামের আদর্শ প্রচারের ফল ফলছে। ইসলামের বাণীতে আছে, বিলাস-ব্যসন হারাম। কিন্তু সৌদি আরবের রাজপরিবার কীভাবে বাস করে? প্রাসাদ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, দামী মটোর। এ সব ইসলাম-বিরোধী বৈকি। সুতরাং অপোজিশান থাকা স্বাভাবিক। অথচ শাসক শ্রেণী সব মুসলমান রাষ্ট্রেই ইসলামকে শোষণের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এমন স্পষ্ট শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নানাভাবেই আসতে পারে। "We but teach bloody instruction, which being taught return/To plague the inventor"- Mackbeth : Shakespeare সৌদি আরবে তাই ফলছে। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে তার জের ফুটে উঠতেও পারে ঐ একই ভাবে। আরো সংবাদ, ইসলামাবাদে (পাকিস্তান) মার্কিন কনস্যুলেট উন্মত্ত জনতা পুড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, মার্কিনরা কাবার ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আয়েতুল্লা খোমেনী তা বেতারে বলেছেন। তথা কথিত Islamic আদর্শ প্রচারকদের সঙ্গে মার্কিন আঁতাত খুব ঘনিষ্ঠ। এবার তার ফল পাচ্ছে মার্কিন শাসকশ্রেণী। শেক্সপীয়ারের বাণীর সঙ্গে মার্কসের বাণী স্মরণীয় "The advanced bourgeoisie of Europe support everything backward in the colonies."

২৩ নভেম্বর '৭৯

শুক্রবারে ঃ আরো সংবাদ পাওয়া গেল, কাবা শরীফের হাংগামাকারী বিদ্রোহী-নেতার নাম মোহাম্মদ-বিন-আবদুল্লা। তিনি হেজাজের লোক এবং কোরেশ বংশীয়। আয়েতুল্লা খোমেনীর বেতার-বক্তৃতার দেড় ঘণ্টা পূর্বেই ইসলামাবাদে কনস্যুলেট দাহ-যজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। করাচীর এক ব্যবসাদার বম্বে গিয়েছিলেন। তিনি জানালা খুলে পালিয়ে কোন বিমান ধরেন। তার ভাষ্যে, বহু লোক এখনও আটক আছে। বিদ্রোহীদের গুলিতে সৌদি আরবের দুজন কাবা-রক্ষী প্রাণ হারায়... ইত্যাদি। লিবিয়া-কুয়েত থেকে প্রচারিত সংবাদে বিদ্রোহীদের সংখ্যা কয়েক হাজার। হতাহতের সংখ্যাও বহু। সৌদি বেতারের অবিশ্যি 'সব ঠিক হ্যায়' সুর। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মারণাস্ত্রের সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচিত সৌদি নাগরিকদের

www.pathagar.com

চেতনায় নতুন ছাপও বিচিত্র নয়। শাসকশ্রেণী পুরাতন আদর্শ মুখে প্রচার করে (বাস্তবে নয়) ফায়দা ওঠাতে বদ্ধ-পরিকর। তা বুমেরাং হয়েই ফিরে আসে। ব্যাপার এখানেই থেমে থাকবে না ইরানের শা'হর উচ্ছেদের পর মধ্যপ্রাচ্যে সব আমির ওমরা আমিরুল মুমেনীনদের অস্তিত্ব টেকানো দায় হবে। ধর্মের আবা-কাবা গায়ে শোষণের যে চাকা চালু রেখেছে, তা আর সচল রাখা সহজ নয়।

সন্ধ্যা ঃ রণেশদা'র সঙ্গে। ওর জ্বর গেছে। আবার আমাশায় ভুগছেন। কাউকে ভুগতে দেখলে আমি স্বোয়াস্তি পাইনে।

২৪ নভেম্বর '৭৯

শনিবার/কাল কলকাতায় কাবা-শরীফের অবমাননার প্রতিবাদে মুসলমান নেতারা ডাক দিয়েছিল। প্রতিবাদ শান্ত থাকেনি। বিকেলে মার্কিন কনস্যুলেট, রুশ কনস্যুলেট, হো চিন মীন স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট এলাকায় ভায়োলেন্স শুরু হয়। পরে মল্লিক বাজার এলাকায় ট্রাম বাস পোড়ে। মুসলিম নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কংগ্রেস (ইন্দিরা)। রাজনীতির স্পর্শ স্বাভাবিক। সামনে নির্বাচন। মুসলমান ভোটার আছে কলকাতায়। তাদের বামফ্রন্ট সরকারী-বিরোধী করে তুলতে পারলে অনেকখানি কাজ হাসিল। পুলিশকে স্বভাবতঃই বিদেশী দূতাবাস-রক্ষায় টীয়ার গ্যাস ও লাঠি-চালনা করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরা-কংগ্রেসী নেতারা এখন মুসলমানদের মদৎগার নয়, উস্কানি দাতা। পুলিশ জুলুমের বাহানা তুলে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করবে। বামফ্রন্ট সরকারের সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা। এই গণ্ডগোলে কোথাও খণ্ড সাম্প্রদায়িক দাংগা লাগিয়ে দেওয়া বিচিত্র নয়। তাও বর্তমান মার্কসবাদী সরকারের অবমাননা ও অযোগ্যতার পরিচয়। ইন্দিরার পাণ্ডাদের চাল চমৎকার। আমার দুঃখ, মুসলমান সম্প্রদায় আত্মহত্যার টোপ খুব সহজেই গিলে ফেলে। জিন্না তাদের কোথায় এনে ফেলেছে এখনও কারো হদিস নেই।

আজকের কাগজেই আছে, ঠিক একই প্রতিবাদের শোভাযাত্রা থেকে পরে হায়দারাবাদে সাম্প্রদায়িক দাংগা শুরু হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে, যার ফলে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (কেন্দ্রের আয়ত্তাধীন) সাহায্যের জন্যে আনা ছাড়া উপায় থাকেনি। অনির্দিষ্টকালের সান্ধ্য আইনের তলায় এখন হায়দারাবাদ শহর। অন্ধ কওম, কবে তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলবে, ঠেকেও দেখেও যখন কিছু শেখো না।

২৫ নভেম্বর '৭৯

বিকেলে তিনটের সময় বৃটিশ কাউন্সিল আয়োজিত ফিল্ম নয় ফিল্মভাষ্য "Macbeth : Interpretation of Director." দেখতে গেলাম। গতানুগতিক ভাষ্য।

www.pathagar.com

পরিচালক জন বার্ণে (BARNE) কলেজের অধ্যাপকদের মত বিভিন্ন চরিত্র এবং নাটকের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করলেন। বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বাদ গেল না। ইত্যাদি-ইত্যাদি বাগাড়ম্বর। তবে মাঝে মাঝে অভিনয় এবং কাব্য শোনা—অপূর্ব কাব্যের আবৃত্তি। তা বুঁদ হয়ে শুনলাম। বার্ণে সাহেব লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌কে বানিয়েছেন Nun- রমণী পাদ্রী। তেমনই প্রায় পোশাক। Sleep-walking দৃশ্যটি খুব সুপরিকল্পিত। ম্যাকবেথের "Tomoroow, and tommorrow and tomorrow." আবৃত্তি নতুন করে শুনলাম। অভিনেতা উইলিয়াম স্কোয়ার (Squire) মেকআপে সুদর্শন, কণ্ঠটিও দরাজ। বিকেল ভালই কাটল আজ। কাব্যের রস সত্যিই অমৃত।

সন্ধ্যায় কিছু পড়লাম। হাভানায় "Yellow fever" পীত জ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয় ১৯০২ খ্রীষ্টিয় সনে। বিজ্ঞানের দধিচীরূপে এগিয়ে যান প্রথমে পাঁচজন চিকিৎসক, যাঁরা ইঞ্জেকশান নিজেদের শরীরে নিতেন। জেমস্ ক্যারল, জেসি ল্যাজিয়ের, ওয়াকার রীড, এ্যারিষ্টেড্ এ্যাগ্‌রামন্ট্ (Agramonte) পীত জ্বর সবাই শরীরে ঢুকিয়ে নেন। জেসি ল্যাজিয়ের ত মারা গেলেন। পরে আরো দুজন মহান আত্মা এসে জুটল। John Moran, John Kissinger কিসিঞ্জার সকলে স্বেচ্ছায় ব্যাধিগ্রস্ত। গবেষণা সফল হোলো। কিন্তু ওরা কেউ পক্ষাঘাতের শীকার বা অন্য রোগে আক্রান্ত বেশী দিন বাঁচলেন না। মানবগোষ্ঠীর এই সুহৃদগণের স্মৃতি সব ক্ষয়ের উর্ধ্বে। ওই দলেও ছিলেন এক কিসিঞ্জার। তিনি বিশ্বনাগরিক, নমস্য, মহান আত্মাদের অন্যতম। এখন যেটা বেঁচে আছে (মার্কিন প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব হেনরী) এটা ত মানুষের শত্রু, কুত্তার আওলাদ। পদবী ওর কালিমা ঢেকে রাখতে পারে না।

২৬ নভেম্বর '৭৯

কা'বার ঘটনার জের অব্যাহত আছে। বন্দুকধারী বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্যে স্বভাবতঃই কাবার উপর গুলি মর্টার বর্ষণ বজায় আছে। কুয়েতের কাগজে কাবা শরীফে আগুন লাগার কথাও উল্লেখিত। ঠিক চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে হঠাৎ মোহাম্মদ (দঃ) যখন মদিনা পালিয়ে যান, তখন একবার ভাঙচুর হয়েছিল। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়। বিদ্রোহীরা বোঝা যায় গ্রামের লোক। শহরের বিলাস-ব্যসনের বিরোধী। ইসলামে বিলাসের কোন স্থান নেই। অতএব, সংঘর্ষ অনিবার্য। Islamic Fundamentalism-এর জিগীর আর একভাবে সামাজিক বিবর্তনের সময় হতে পারে, এবার তাও দেখা গেল। আয়েতুল্লা খোমেনীর সাফল্য সেই পথ ধরে এসেছে। তার ফল ভাল-মন্দের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। পরিবর্তনের ধাক্কায় ভিৎ অন্ত তঃ নড়ে যাবে তা স্বতঃসিদ্ধ। সমাজ সংস্কারকদের এটুকু চোখে পড়া উচিত। তেল

www.pathagar.com

আবিষ্কারের পর সৌদি আরবের শাসকশ্রেণী আধুনিক সব আরামদায়ক গ্যাজেটের তলায় ঢুকে গেছে। মানুষ হিসেবে ওদের আদল সেই অরণ্যে অদৃশ্য। স্বভাবতঃই গ্রামের মানুষদের প্রতিনিধি ইসলামের সড়ক ধরেই আর এক সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে। মার্কিন সভ্য শাসকশ্রেণী এসব বোঝে না, তা নয়। কিন্তু শোষণের মসনদে বসে ওদের পক্ষে অন্য কোন পথ গ্রহণ অসম্ভব। তাই গণতন্ত্রের বিশ্বময় ধ্বজা উড়িয়ে ওরা সব অনুন্নত দেশে গণতান্ত্রিক-বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মেলায়, সব রকম অসৎ উপায়সহ। হত্যা, নাশকতা, নিপীড়নের নানা হাতিয়ার সরবরাহ—সবাই ওরা করে থাকে গণতন্ত্রের মোড়কে ঢেকে।

২৭ নভেম্বর '৭৯

সৈয়দ মুজতবা আলীর উপর একটি প্রবন্ধ রচনার জন্যে (সীরিয়াস কোন আলোচনায় ওকে নিয়ে হয়নি পশ্চিম সঙ্গে-আশ্চর্য!) ওঁর বইগুলো পড়া শুরু করেছি। বিকেলে মাষ্টার মশাইয়ের (সুনীতি চট্টোপাধ্যায়) জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ভাষাতত্ত্ব ও বাঙলা বিভাগ এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। কলেজ ষ্ট্রীট ছুটলাম। খুব দীন আয়োজন। একটি কক্ষে ওঁর ফটো এবং পোষ্টারে সন-তারিখ সহ জীবনপঞ্জী বিধৃত। তিনি যেমন স্বাস্থ্য পেয়েছিলেন তেমনই মেধা। দু'বার দেখলাম Epistemology নিয়ে। সর্বচর দৃষ্টি। ঘণ্টা খানেক কেটে গেল এক অশ্রান্ত আত্মার পরিব্রজনার ল্যান্ডস্কেপে। পরে "নবপত্র প্রকাশনা"র প্রসূন বসু সমীপে। সেখানে আর দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো ঃ শচীন ও শৈলেন, যথাক্রমে পদবী, বোধ হয়, ঘোষ এবং চট্টোপাধ্যায়। ফেরার সময় গ্রন্থপ্রকাশে। ময়ুখ বসু তার রথে পৌঁছে দিলে। মনোজ বসুর পর তার তাই এই ছেলেই প্রকাশনা বিভাগের মূল গায়েন।

বামপন্থী আন্দোলনে মর্মাহত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এই বঙ্গে। প্রতিষ্ঠিতা-সদস্য ডাংগে সাহেব সভাপতির পদ থেকে (CPI) পদত্যাগ করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে মতবিরোধ। যিনি যত বড় নেতাই হন না কেন, Democratic centralism না মানলে তাকে বের করে দেওয়াই উচিত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে লজ্‌গজে নড়বড়ে সংহতি পোষণের কোন জায়গা নেই। ডাংগের প্রভাব প্রচণ্ড। যদিও দেখা যায়, তিনি সেই সুবিধার উপর পার্টি বিরোধী কাজে লিপ্ত, তাহলে বুঝতে হবে লোকটি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন না। মধ্যবিত্ত অহমিকায় ত্রাণকারী "Saviour" সাজতে এসেছিলেন এবং ভণ্ডামি দিয়ে তা এত দিনে ঢেকে রেখেছিলেন। এবার মুখোশ খসে পড়ছে বৃদ্ধকালে–যখন স্বভাবতঃই মাথার কিছু স্ক্রু নড়বড়ে ঢিলে হয়ে যায় এবং সতর্কতা অবলম্বন দায় হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

২৮ নভেম্বর '৭৯

কা'বা শরীফ-সংক্রান্ত বিদোহী নেতা মোহাম্মদ বিন-আবদুল্লার বাপ মা ভাইকে সৌদি আরব গ্রেপ্তার করেছে। Tribal রাজ্যে তা স্বাভাবিক। ছেলের অপরাধে পিতা-মাতা অপরাধী। এক পুরুষের খুনের প্রতিশোধ আর এক পুরুষ নেওয়ার চেষ্টা পায়। সেই Feudal Fued এর ধারার বাইরে ত সৌদি আরব যেতে পারেনি। যদিও আধুনিক যুগে ওরা বাস করে। দু'বছর পূর্বে রাজপরিবারে বাইরে শাদী করার অপরাধে ওদের এক মেয়ের প্রাণ যায়। ইসলামের জিগীর মুখে ইসলামিক সাম্যের কী নমুনা না সৌদি আরবের শাসনকর্তারা দেখায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওদের কার্যকলাপ বিচিত্র কিছু নয়। ওদিকে আমেরিকা সব মুসলমান দেশে মার্কিন নাগরিকদের যেতে নিষেধ করেছে অথবা পাত্তাড়ি গোটানোর অনুরোধ জানিয়েছে। বাছাধনরা এত দিনে বুঝেছে, পৃথিবীর এই এক সম্প্রদায় যারা Mass suicide করতে পারে অনায়াসে। অথচ এই মনোবৃত্তিরই পরিপোষকতা করে এসেছে মার্কিন শাসকরা রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোর জন্যে। এখন দেখছে হিতে বিপরীত। কিন্তু এও জানা কথা, মার্কিন সভ্য জন্তুর দল ফাঁড়া কেটে গেল, আবার কুকুরের লেজের মত বক্র হয়ে যেতে এতটুকু বিলম্ব করবে না।

২৯ নভেম্বর '৭৯

গত রাত্রে বারোটার সামান্য পরে ঘুম ভেঙে গেল। মাথা আগুন। বুঝলাম, গ্যাস পেটে। উঠে মাথায় পানি দিলাম। আহারের বিভ্রাট ঘটছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সেদিকে একদম নিরূপায়। এই ভাবেই চলতে হবে। সকালেও শরীরের দোল-দোল ভাব। তাই নিয়ে স্বাভাবিক সব প্রাতঃকালীন ব্যবস্থা সারলাম। সকালে ন'টার দিকে কিছু ঘুমোনো। দশটা থেকে "গ্রুপ থিয়েটার" সম্পাদক নৃপেন সাহার জন্যে প্রবন্ধ শেষ করলাম, আগেই কিছু কিছু কাজ করা ছিল। বিকেলেও তার পিছে ধাওয়া করলাম। সন্ধ্যায় ডাক্তার বন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদের উদ্দেশ্যে মির্জাপুর স্ট্রীট। গিয়ে হতভম্ব। তিন দিন আগে ওর মা মারা গেছেন। আর এক সনাতন জননী। আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত মন এবং অষ্টআশি বছর বয়সে স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার মাত্র দেখা। জের বজায় ছিল। দেখা হলে আমার পারিবারিক সব সংবাদ নিতেন। সংসারের সকলের ভালবাসার মধ্যে ডুবে ছিলেন বৃদ্ধা মহীয়সী। এমন নারীজীবন এদেশে দুর্লভ। মারাও গেছেন ঘুমের মধ্যে। অনেক দিন যোধপুর পার্কে যাইনি। ওঁর সঙ্গে আর দেখা হোলো না।

ওদের বাড়ীতে অনেকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। কুমুদ চৌধুরী এসেছিলেন চাটগাঁ থেকে, ছিটকে পড়েছেন '৭১ সন থেকে। শুভাকাঙ্ক্ষী এই মানুষটির সঙ্গে বহুদিন দেখা নেই। ওর স্ত্রী অর্চনা ভগিনী অর্চনা মেয়ে দোলা-দোলা মাসী। সকলকে

www.pathagar.com

এক জায়গায় পাওয়া গেল। কৃষ্ণপ্রসাদ আমার ব্লাড প্রেসার ইত্যাদি দেখে দিলেন। আহারের উপর নজর দিতে বললেন বারবার। আমাকে হাঁ-হু দিয়ে সারতে হোলো।

এই বাড়ীতে এক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হোলো তিনি বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের উপর বই লিখেছিলেন এবং নজরুলের উপর থিসিস লিখে ডক্টরেট করেছেন। বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজে আছেন। নাম মিলন দত্ত। সুদর্শন তরুণ প্রৌঢ়জনের হিংসার পাত্র।

৩০ নভেম্বর '৭৯

আর কারো বাড়ী যাব না। কাল কৃষ্ণপ্রসাদের বাড়ী গিয়ে অপ্রস্তুত। আজ মেঘলা আকাশ এবং সারাদিন বৃষ্টি হোলো। তার উপর লোড-শেডিং। মনের উপর অন্ধকার লেপে দিতে যথেষ্ট। ঘরে খাবার কিছু ছিল না। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি থামতে বাজার থেকে মুড়ি কিনে ফেরার পথে বিজয় শ্রীবাস্তবের বাড়ী গেলাম। উত্তর প্রদেশের এই তরুণ পেশায় ভূতত্ত্ববিদ। কিন্তু রুচি শিল্পের এবং সজ্জনের। ঐ ঐতিহ্যে পিতা শিক্ষক ও কবিতা লেখেন। সাহিত্যরসও বিজয়ের সহজাত ব্যাপার। ওদের সঙ্গে তাই হৃদ্যতা এই চার বছরে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। বিজয় উর্দুহিন্দী দুই ভাল জানে। মনের গুমোট কাটাতে বিজয়ের সঙ্গে কথা বলছি। মিনিট দশ পরে টেলিগ্রাম এলো। ওর কাকা মারা গেছেন। রাঁচিতে থাকতেন। বিড়লা ট্রেনিং কলেজের লাইব্রেরীয়ান। উচ্চ রক্তচাপ ছিল প্রয়াত জনের। সব আবহাওয়া বদলে গেল। শোকাচ্ছন্ন বাড়ীটা। ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরলাম। ক্লান্ত মন। আমার সব প্রিয়জনেরা দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। ওদের কুশল নিয়মিত পাই না। কে জানে ভবিষ্যতের লেখায় কি আঁকা আছে?

১ ডিসেম্বর '৭৯

আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে ডাঃ মোসাদ্দেককে ক্যুর পর বিচারের সময় আদালতে ইরানের শাহের সার্জেন্ট লাথি মেরেছিল ১৯৫৩ সালে। ছাব্বিশ বছর কেটে গেল। আহ, ইতিহাস তোমার বিচার কেন এত বিলম্বে শুরু হয়? মেক্সিকো শাহকে ভিসা দিতে আর রাজী নয়। আমেরিকায় থাকা অসম্ভব। হারামজাদার বোধ হয় Political Cancer হয়েছে (ভান নয় ত?) এবং এবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পথে পা বাড়িয়েছে মাত্র। ওর বোন আশরাফীকে নিয়ে চৈনিক নেতারা পিকিঙে যা নাচানাচি করল ক' বছর পূর্বে, মনে হয়েছিল মার্কসবাদ জালেম শাসকদের গোষ্ঠি নিয়েও মাতামাতি করতে পারে। মাউ তখন জীবিত। এবার ইরানের ব্যাপারে আর নাক গলাচ্ছে না, যদিও কার্টার সাহেব ওদের বন্ধু। কারণ, এবার শক্ত খুঁটো।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

২ ডিসেম্বর '৭৯

চোখে গণ্ডগোল। ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। বাড়ীতে থাকলেই বইয়ের দিকে মন ধাইবে। অতএব, সাক্ষাৎকারে বেরোও। কাজল চৌধুরীর কাছে একটা বই অনেক দিন থেকে পড়ে আছে। উদ্ধারের জন্যে ছুটলাম শ্যামবাজার। বইটা ঝুলির ভেতর। কাজল ও কল্যাণ যাবে পিক্‌নিক্ গার্ডেনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে দেখতে। আমি সেই ফাঁকে অন্য বাড়ী যাব। তাই সঙ্গী। অকুস্থলে থেকে আমি অবন্তী সান্যালের বাড়ীর দিকে ধাওয়া করলাম। কবি-মশাই লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাঘাত ঘটে গেল। ফরাসী ভাষার চর্চা সান্যালের এখন প্যাশন। দেখলাম সম্প্রতি প্যারিস থেকে আনিয়েছেন Resistence এর উপর মোটামোটা দু' ভল্যুমের কাব্য সংগ্রহ। অঙ্কের আফশোস হতে লাগল, ভেতরে অক্ষর আর দু' চারটে জানা শব্দ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। ম্যাডাম সান্যাল চা পরিত্যাগ করেছি দেখে দুধ-কর্ণফ্লেক সরবরাহ করলেন। ঘণ্টা দেড়েক পরে অচ্যুত গোস্বামী সমীপে। পাশাপাশি দু'মিনিটের ব্যবধান। এখানে আধ ঘণ্টা। এখানে ছাঁদা বাঁধতে হোলো। কিছুই খেলাম না। তাই ম্যাডাম গোস্বামী রসগোল্লা আমার ঝোলায় রাখার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সন্ধ্যায় নীলরতন-প্রতিমাদের বাড়ী। পরে জানা গেল, হালদারগণ কলকাতায়। একই পাড়ায় অন্য ব্লকের ফ্ল্যাট। সেদিকে না গিয়ে যো নেই। দাদা গোপাল হালদার ডান হাতের আঙুলে চোট পেয়েছেন বাড়ীর কুকুরের ধাক্কায়। এম্নি শরীর ভাল। বেশীক্ষণ লিখতে পারেন না। অরুণা হালদারও আসরে নামলেন। তিনি নিজের অন্ন নিজে রন্ধন করেন। অপরের হাতে রসনা ছাড়ার পক্ষপাতী নন। কথার চেয়ে ভোজন অনেক বেশী উপাদেয়, তিনি মনে করেন। তাই বোধ হয় অমন ব্যবস্থা। ফলে, আসর অবিচ্ছিন্ন রইল না। দাদার আহারের সময় আগে জেনে নিয়েছিলাম। সেই মত সাড়ে আটটার দিকে উঠে বাড়ী পানে। চোখের জন্যে সারাদিন জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে কাটিয়ে দিলাম। সময়ের অপচয় হয়নি। গোপালদার সঙ্গে আলাপে বড় লাভবান হওয়া যায়। আজ চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে পারলাম না। দিলীপ গুহর চেম্বার বন্ধ থাকে।

৩ ডিসেম্বর '৭৯

ডক্টর কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দুপুরে খেতে ডেকেছিলেন। ওঁর আরো আত্মীয় নিমন্ত্রিত। কুমুদ চৌধুরী, অর্চনা, দোলা ছাড়াও আরো এক ভগ্নীপতি ছিলেন। নিজের পরিবারের মত এই বাড়ীর পরিবেশ আমার কাছে। ডাক্তার কর্মব্যস্ত। আমি ব্যাধির জন্যে সকলের আগেই খেয়ে নিলাম। অপেক্ষা করতে পারলাম না কারো জন্যে। দুপুরের ঘুম যথারীতি। বিকেলে কথায় কথায় জানলাম শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম অনিল রক্ষিত দেড় মাস পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দেশবিভাগের পর চাটগাঁয়

www.pathagar.com

বদলী হই। সেই থেকে পরিচয় শুরু। একদা-সন্ত্রাসবাদী ছিলেন, পরে সাম্যবাদী। ১৯৫৮ সনে মার্শাল ল'র পর দেশ ছাড়তে বাধ্য হন সপরিবারে। সততার প্রতীক, কখনও সমাজ-বিরোধী কাজে জড়াতে পারতেন না। একবার সুতোর ব্যবসা করতে গিয়ে সাত হাজার টাকা গুনাগারি দিলেন, যখন ঐ পণ্যের ব্ল্যাকমার্কেটে অনেকে লাল। পশ্চিমবঙ্গে এসে দুরন্ত অস্তিত্বের সংগ্রাম। আলিমুদ্দীন স্ট্রীটের একটা কামরায় গোটা পরিবার নিয়ে থাকতেন। সঙ্গে নব্বুই বছরের পঙ্গু মা। সে দুর্দশার ছবি আমি '৭৩ সনে দেখে গিয়েছিলাম। কী ঢ্যাঙা চেহ্‌রা! যৌবনে বাঘা-বাঘা পুলিশেরা ভয় পেত। হাজার চাপে পড়লেন কিন্তু মেরুদণ্ডের মানুষ, কখনও নুইলেন না। বাসা বদল করে যাদবপুরের কোন এক অঞ্চলে উঠে যান। ঝামেলায় ঝামেলায় আমি আর খোঁজ করতে পারিনি। আজ হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ পেলাম। নমস্য চরিত্র। নানা স্মৃতির দৃশ্য ভেসে এলো। বিষণ্ন সন্ধ্যা। বাসায় ফিরে এলাম। আজ আর কোথাও বেরুলাম না। ওঁর স্ত্রী স্নেহ রক্ষিত সোনারপুরে কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। অর্চনা চৌধুরী ওদের চেনে এবং ঠিকানা যোগাড় করে দেবে আশ্বাস পেলাম। স্নেহ রক্ষিতও বীরাঙ্গনা। লড়ায়ে ছিলেন স্বামীর পাশাপাশি। সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন, এবার বড় একা হয়ে গেলেন। যেখানেই যাও, আমার সালাম নিও, অনিলদা।

৪ ডিসেম্বর '৭৯

মার্কিন-বন্ধুরা যে Social Force এর সাযুজ্যে প্রত্যেক দেশে আধিপত্য বজায় রাখত এখন সেই ফোর্সই লেজের বাড়ী মারছে। কী করে এমন হয়? সহজে জবাব দেওয়া মুশকিল। ইরানে ওদের বন্ধু ছিল শাহ, অভিজাত শ্রেণী এবং ধর্মীয় একদল পান্ডা, Obscurantism প্রসারে যারা সহায়। এখন দেখা যাচ্ছে তাদেরই এক দল দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় অগ্রণী অন্যান্য প্রগতিশীল ফোর্সের সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণা ইরানে এখন তুঙ্গে। পাকিস্তানে শুধু কা'বার ঘটনার সঙ্গে মার্কিনীরা জড়িত, এই গুজবের উপর মার্কিন দূতাবাস ধ্বংস করে ফেলে পাকিস্তানী জনতা। Islamic Revivalism—যার উপর মার্কিনদের আস্থা ছিল এতদিন, এবার উল্টে ঘা দিতে শুরু করেছে। শেষ পর্য্যন্ত চালাকি টেকে না, যদি মূল সমস্যার দিকে সমাধানের দৃষ্টি না থাকে। বড় বুদ্ধিমান ধূর্তরূপে পরিচিত কিসিঞ্জার ও ঐ জাতীয় শয়তানেরা ইতিহাসের গতি কী সত্যি বোঝে? না। ইরানের প্লাবন বহুৎ ঘূর্ণী-মুখর। তবে আশা করা যায়, অনেক ঠেকেঠুকে ঠিক জায়গায় দাঁড়াবে বৈকি। বাঙলাদেশে আলবদর, রাজাকারেরা আজ সিংহাসনের উপর। সবই মার্কিন সহায়তা। দেখা যাক বাঙলাদেশের প্রতি ওদের নীতি কী হয়?

সন্ধ্যা ঃ সালেক-সুলতানার সঙ্গে। তার পূর্বে বালিগঞ্জ প্রেস থেকে স্বর্গীয় নৃপেন সেনের লাইব্রেরী থেকে সৈয়দ মুজতবা আলী ও রাজশেখর বসুর গ্রন্থাবলী

www.pathagar.com

নিয়ে এলাম। আলী সাহেবের উপর একটা প্রবন্ধ লেখার বাসনা বহুদিন থেকে।

৫ ডিসেম্বর '৭৯

আইয়ুব সাহেবের প্রবন্ধটা "দেশ" ছাপবে। পাণ্ডুলিপির ভেতর কয়েকটা শব্দ বদলাতে চাই। তাই আপিসে সাগরদা সমীপে। কিন্তু ঢিল হাত-ছাড়া। ছাপতে চলে গেছে। প্রুফ দেখা শেষ। আর কিছু করার নেই। হঠাৎ আড্ডা শেষে বাড়ী। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে দিনের মেহনতের পর কিছু বিশ্রাম্ভালাপ। তার মধ্যে অবাক হতে হোলো স্বর্গীয় বন্ধু শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে অনন্যা (আমারই রাখা নাম) ও জামাই অমিয় দাস এসেছে আমার খোঁজে। শান্তিরঞ্জনের অপ্রকাশিত গল্পের একটা সংকলন ওরা ছেপেছে। তা জনসমক্ষে বের করার জন্যে একটা ফাংশানের আয়োজন করেছে দুজনে। ১৪ ডিসেম্বর ছিল শান্তির জন্মদিন। তারিখ নির্ধারিত। স্থান ঃ শিশির মঞ্চ। সকাল সাড়ে ন'টা। সবই ওরা ব্যবস্থা করেছে। কিছুক্ষণ পরে ওরা বিদায় নিলে আমিও উঠে পড়লাম মাসুদের কাছ থেকে। আলাপ আর জমবে না। অকালে চলে গেল অমন সুহৃদ। এই নির্বাসন জীবনে একটা বিরাট ঠেস্ ছিল, শান্তিরঞ্জন বেঁচে থাকলে। তা আর হোলো না। পুরাতন শত স্মৃতি ধেয়ে এলো।

৬ ডিসেম্বর '৭৯

সৈয়দ মুজতবা আলীর উপর লেখা এবার আর মুলতবী রাখব না। এই ঝোঁকে শেষ করতে চাই। ১৯৩২ উনিশ শো বত্রিশ সন! উঃ, সাতচল্লিশ বছর কেটে গেছে। কত দিন আগে না পরিচয় শুরু হয়েছিল। কতো খ্যাতি শীতুদা (ডাক নাম) কুড়ালেন এই কলকাতায়। দেশবিভাগের ফলে আমি আর কলকাতায় থাকলাম না। ওঁর সম্পর্কে লেখার কথা ভেবেছি কতো বার, হয়ে ওঠেনি। এবার কথা ঠিক রাখব। তাই নতুন করে আলী-পাঠ শুরু করেছি। দেশেবিদেশে সারা দিনে আশি পাতা পড়ে ক্লান্ত। লেখার জন্যে পড়া, তাই আবার তাড়াতাড়ি করা যায় না। নোট রাখতে হয়, ভাবতে হয়। সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরুলাম। গত দশ দিন ধরে পেট একটু খালি থাকলেই ব্যথা ধরে মিস্‌মিশে। সঙ্গে মুড়ি নিয়ে হাঁটতে হয় কৌটোর ভেতর। এই আর এক উপসর্গ জুটেছে। অথচ ক্ষিধে ঠিক আছে। তবু ডাক্তারের কাছে আবার যাব কিনা ভাবছি। স্বস্তি পেলাম না সারা জীবনে। সন্ধ্যায় আবার মুজতবা নিয়ে পড়লাম।

৭ ডিসেম্বর '৭৯

গৃহাগত প্রাণ। ছোট ভাইটার জন্যে মন বিকল হতে থাকে। সে নিরীহ, নিরাশ্রয়, অসহায়—আমারই জন্যে। সন্ধ্যায় মাসুদের পানে। কাল শিখা খালা

www.pathagar.com

আরিফ-আবিদ ঢাকা যাবে। পুঁটির জন্যে এক শিশি জবাকুসুম তেল কেনা ছিল, দিতে গেলাম। আর চিঠি। মাসুদ, জলী এক নেমন্তন্নে বেরিয়ে গেল। আমি মোমেন ও কচিদের সঙ্গে কথায় মেতে। বেশ রাত হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে আহার শেষে রাত পৌনে দশটার দিকে বাড়ী ফিরলাম। পথে মনে হোলো ফনু মনসুরের সঙ্গে আছে। মনসুর একদা অচেনা ছিল। আজ সোদরেরও বেশী। অপূর্ব হৃদয়ের মালিক। ফনুর জন্যে তাই উদ্বেগ আর বাড়ে না। মার কথা বারবার মনে ধাক্কা দিলে। কোথায় তুমি আজ, জননী?....

৮ ডিসেম্বর '৭৯

মুজতবা আলীর গ্রন্থপাঠ এবং নোট-রক্ষণ সারাদিন। সন্ধ্যায় ষ্টোর রোড ধরে লেনে এক ঘণ্টার মত হেঁটে এলাম। পথে বিজয় শ্রীবাস্তবের খবর নিলাম। কাকার মৃত্যু উপলক্ষ্যে রাঁচি গেছে। আজও ফেরেনি।

চীনে "আধুনিকীকরণের" খেসারৎ শুরু হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি। পুঁজিবাদী সমাজের ব্যাধি ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট। সোভিয়েট বিরোধিতা থেকে এসবের উৎপত্তি। রাশিয়া বিপ্লবের পর নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল পুঁজিবাদী বিশ্বের দ্বারস্থ হয়নি। জাহেল মাও-সে তুং "শিল্পায়নের নামে তোঘলকী" ব্যাপার চালিয়েছিল। তারই খেসারত শুরু হয়েছে। Extreme left থেকে Extreme Right। তা না ঝুঁকলে পশ্চিমী গণতন্ত্রের স্যাঙাৎরা ওদের পুঁজি যোগাবে কেন? চীনের বর্তমান নেতৃবৃন্দ ক্রমশঃ মানবতা-বিরোধী অভিযানে এগোবে—অবিশ্যি মার্কস্‌বাদের নামাবলী গায়ে। সংবাদপত্রে চীনের অর্থনীতির উপর প্রবন্ধ পড়ে আমার তা-ই মনে হোলো।

৯ ডিসেম্বর '৭৯

ন'টার সময় শিশির-মঞ্চে পৌঁছলাম। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত "গল্পসংকলন" প্রকাশনা-উপলক্ষ্যে স্মরণ-সভা। অনন্যা, অমিয় ছাড়া একগাদা সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা হোলো। শান্তির আত্মীয় কয়েক জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে অনন্যা। ডান-বাম নানা ধরনের লিখিয়েরা এসেছিল। অবিশ্যি সবাই শান্তির আশেপাশে ছিল একদা। সভায় বেশ লোকসমাগম হয়। অনেকের সঙ্গে আমিও শরীক। সভাশেষে গান শোনালেন শ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। রেকর্ড শুনেছি ওঁর। এই প্রথম ওঁকে দেখলাম। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিমুখর পাঁচ খানা গান শিল্পী গাইলেন। ওঁর গায়েন পদ্ধতি মনে হয় কী দরদে না সুরের জগতে তিনি প্রবেশ করেন এবং বেরিয়ে আসেন! গীতিকবিতার রূপায়ণের জন্যেই যেন এই দরাজ কণ্ঠের আবির্ভাব। তন্ময় হয়ে রইলাম সমস্ত ক্ষণ। বিষাদময় আবহের দিগন্ত থেকে ধ্বনিত শব্দরাজি দিয়ে রৈবিক অনুভূতির এমন রূপায়ন সবায়ের পক্ষে

www.pathagar.com

সম্ভব নয়। কণ্ঠটিও দরাজ। ফাংশান শেষ হয়ে গেলে শিশির-মঞ্চের চত্বরেও কিছুক্ষণ কাটল নতুন কয়েকজনের সঙ্গে আলাপচারিতায়।

সন্ধ্যা রণেশদার সঙ্গে। ওঁর বোন দুনিয়ার বাড়ী কনভেন্ট রোড। বিকেলে চা খাওয়ার কথা ছিল। সঙ্গে আহারের কথা আমি জানতাম না। গৃহস্বামী সত্যেন সরকার রাজশাহী জেলে গুলি চলার সময় শিকার হন। এখনও দেহে বুলেটের ছররা আছে। ডাক্তারেরা বের করতে পারেনি। মনসুর হবিবের একই অবস্থা। অতীত রাজনৈতিক দেউলেপনা ও ঘটনা ওঁর মুখে শোনা গেল। পরে সরকার মশাই ওদেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন। এখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে নেই উনি। পরোক্ষভাবে অবিশ্যি। শহীদ কম্পরাম, আনোয়ার হোসেন প্রমুখদের আবার নতুন স্মরণ করলাম। ইতিহাসে সব অতীতই বর্তমানের সঙ্গী।

আতিথেয়তা শেষ হতে সওয়া ন'টা। দশটার দিকে বাড়ী ফিরলাম।

১০ ডিসেম্বর '৭৯

"একটা কুকুরকে যদি বাগে আনতে হয়, তার প্রকৃষ্ট পন্থা কী? একটা সূক্ষ্মতম লোম কুকুরাঙ্গে খুব জোরে চেপে টান দিয়ে রাখো।" এ-ই হচ্ছে, বাঙলাদেশে মাওবাদীদের লজিক। দেশে সবচেয়ে বড় প্রধান Contradiction কী? জাতীয়তাবাদী শক্তি, যার প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ। অতএব তার বিরুদ্ধে লড়ো। আর তার জন্যে স্বৈরাচারী মিলিটারীদের মদৎ যোগাও। সেই পথে তারা আওয়ামী লীগের "লোম" না ধরে পাকড়াউ 'করেছে' মিলিটারী "লোম"। এক ঢিলে দুই পাখী মারবে। চীনের অর্থনৈতিক দুর্দশার ছবি ক্রমশঃ উদঘাটিত। সব মাওয়ের মাতোয়ালী কাণ্ড। '৭৮ সনে কোন কোন অঞ্চলের গ্রামের আয় ছিল মাত্র ৪৬ ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় ৩৬৮ টাকা বাৎসরিক। অর্থাৎ, মাসে ৩০ টাকা ৭ পয়সা!!! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সেই মাওয়ের অচৈনিক চেলাদের মগজ আর কদ্দূর দৌড়বে?

১১ ডিসেম্বর '৭৯

শ্রীযুক্ত রঙীন হালদার পাটনায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সাতাশি বছর বয়সে। চিরকুমার, মানবতাবাদী এই নমস্য অধ্যাপকের সামাজিক দান নানা পর্য্যায়ে। গবেষণার কাজগুলো মূল্যবান। ওঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে দেখা করতে গেলাম গোপালদার বাড়ী। মাত্র ক'দিন পূর্বে তিনি পাটনা থেকে এসেছেন। তারি মধ্যে এই অঘটন। রঙীন হালদার গোপালদার অগ্রজ ছিলেন। বয়সে ন'বছরের ব্যবধান। সহজভাবে দুর্ঘটনা দাদা নিতে পেরেছেন। আলাপচারিতার মধ্যে শ্রীহালদার আমার কিছু জটিল প্রশ্নের জবাব দিলেন ওঁর যথারীতি শানিত বুদ্ধির ঝলকসহ। (অরুণা) হালদার-বৌদিও শরীক ছিলেন।

www.pathagar.com

১২ ডিসেম্বর '৭৯

ঢাকা যাবেন কল্যাণী ও সুখেন্দু ধর। তাই চিঠি লিখতে হোলো। লোক-মারফৎ যোগাযোগ ছাড়া খোঁজ পাইনে ওদের। সন্ধ্যায় চিঠি পৌছাতে গেলাম। অনেক দেরী হয়ে গেল। কল্যাণী ধর এখনই আসছি বলে দেড় ঘন্টা পরে ফিরলেন। বসে-বসে চলতি "দেশ" পড়লাম। আইয়ুব সাহেবের উপর আমার প্রবন্ধটা এমন জঘন্য ছাপা। অথচ 'দেশ' অফসেটে ছাপা হয়। অন্যান্য লেখা সুন্দর ছাপা অথচ আমার ক্ষেত্রে ফল আলাদা। Sabotage-এর নানা পথ। আমার দুঃখ, বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থের উপর লিখলাম। অথচ কেউ পড়ে সুখ পাবে না। এ, উ, ই-কার প্রায় গায়েব। দক্ষিণপন্থী কাগজের প্রিন্টার কম্পোজিটাররাও কী দক্ষিণপন্থী?

১৩ ডিসেম্বর '৭৯

গত রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। পাশাপাশি এক সাথে হাঁটছি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। হঠাৎ কাঁদছি আদিখ্যেতা সহঃ দেশের স্বাধীনতাও লোপাট। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের জিম্মায় সব-কিছু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কাঁদবেন না।" একটু পরে আমাকে দু'গাছি আখ দিয়ে বললেন, "খেয়ে দেখেন, মক্কা শরীফ থেকে এনেছি।" খেয়ে দেখলাম, অদ্ভুত স্বাদ। তারপর ছায়া-ছায়া কী যেন ঘটে গেল। মনে ধরে রাখতে পারলাম না। স্বপ্নের বিশ্লেষণ করার মত সময় নেই। নচেৎ Psychiatrist শ্রীধীরেন গাঙ্গুলির কাছে একবার যেতাম।

সন্ধ্যা ঃ বেরাদর সালেকের সঙ্গে। সুলতানা বাড়ী নেই। তার গবেষণার কাজে লাইব্রেরীতে।

১৪ ডিসেম্বর '৭৯

কাল সন্ধ্যায় "আমার এ আঁধারে" বইখানা শেষ করলাম অন্যান্য পড়ার ফাঁকে। লেখক কল্যাণকুমার বসু। বইখানা অতুল প্রসাদের জীবনী-উপন্যাস। অমর সুরকারের জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। কৌতূহল ছিল যথেষ্ট। ১৯৬৩/৬৪ সনে একবার ঢাকার "পোগোজ হাই স্কুলে" গিয়েছিলাম, যদি অতুল প্রসাদের কোন রেকর্ড থাকে। তিনি ঐ স্কুলে ছিলেন ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত। কিছু পাওয়া গেল না। পঞ্চাশের দাংগায় সব নষ্ট হয়ে যায়। এতদিনে বহুৎ কৌতূহল মিটল। কল্যাণকুমার বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ। অতুল প্রসাদের কর্ম-ঝঞ্ঝা-বহুল এবং পারিবারিক কন্টকসজ্জিত বহু দিনের উদ্‌ঘাটন তিনি করেছেন বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে। বড় উপকৃত হলাম।

ধূর্জটীপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "অতুল প্রসাদ ছিলেন সুসমন্বিত পুরুষ... তাঁর জীবনের বহুমুখীনতা কোন দ্বন্দ্ব কিংবা বিবাদ সৃষ্টি করেনি। দ্বন্দ্ব ছিল

www.pathagar.com

না বলি না, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের শক্তিকে তিনি সুসমৃদ্ধ সংহতিতে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক কর্ম তাঁর স্বভাবে এত উত্তম-ধৃত ছিল যে মনে হোতো সবই যেন অন্তরের জ্যোতির বিকিরণ, গোলাপগাছের গোলাপ ফোটার মত স্বাভাবিক, প্রতিবেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। প্রতিকূলকে অনুকূলে রূপান্তরিত করার যাদুবিদ্যা তাঁর ছিল করায়ত্ত। এমন প্রয়াসবিহীন সামঞ্জস্যের কৃপাতেই তিনি ছিলেন জনপ্রিয়।" কল্যাণবসু সেই অপূর্ব Persona-র মুখোমুখি আমাদের করতে সক্ষম হয়েছেন। তিন শ' পাতার এই উপন্যাস স্বচ্ছন্দে গলাধঃকরণ সম্ভব হয় লেখকের গুণে।

১৫ ডিসেম্বর '৭৯

সন্ধ্যায় "আমার এ আঁধারে" উপন্যাস নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এনেছিলাম, ফেরৎ দিতে গেলাম। বাকী সময় কাটল গোপাল হালদারের সঙ্গে। বাঙালী মুসলমান যারা ফিউডালিজম-বিরোধী নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই হিন্দু সমাজের মুখোমুখি মুসলীম লীগার তথা ফিউডাল হয়ে পড়ল। একই সঙ্গে দ্বৈত স্ববিরোধী ভূমিকা। এই সমস্যা পরিষ্কারে গোপালদার সঙ্গে আলোচনায় বেশ সময় কাটল। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন যে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের পটভূমিকায় মিলিয়ে দেখলে দ্বন্দ্ব আর থাকে না। শুধু ভাবধারার বিচার Abstract রাখা আর আঁধার জমিয়ে রাখা একই কথা। আরো কয়েকটি ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বড় উপকৃত হলাম। অরুণা হালদার ক্লান্ত এবং অসুস্থ। ফলে, আসর থেকে গায়েব রইলেন।

১৬ ডিসেম্বর '৭৯

অনেক দিন পরে সকালে দশটার সময় কফি হাউসে গিয়েছিলাম। নির্মাল্য আচার্য্যের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ। উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গণ্ডগোল বাধে; তার মজাদার কাহিনী শোনা গেল। "জাগরী"র (সতীনাথ ভাদুড়ী) দু'সংস্করণে অনেক হেরফের। পরলোকগত অদ্বৈতমল্ল বর্মণের "তিতাস একটি নদীর নাম" এর পাণ্ডুলিপি প্রকাশক হারিয়ে ফেলেন। যক্ষ্মাআক্রান্ত লেখকের মৃত্যু ত্বরান্বিত হওয়ার এও এক কারণ। অসুস্থ অবস্থায় লেখক আবার পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। ফলে, হেরফের আছে। ফেরার সময় স্বর্গীয় আত্মার স্মৃতি হানা দিয়ে গেল। বর্তমানে "লোক সেবক" কাগজের আপিস। এখানেই ছিল "আজাদ" তথা "মাসিক মোহাম্মদীর" আপিস। অদ্বৈতমল্ল বর্মণের অন্য পত্রিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পাণ্ডুলিপি "মোহাম্মদী" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় "তিতাস একটি নদীর নাম।" মিতভাষী শীর্ণকায় বর্মণজী আগাগোড়া বিনয়ের ঝলকে মোড়া বহু সময় নীরবে সয়েছেন আমাদের উৎপাত তাঁর টেবিলের সামনে। দেশভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

মোহাম্মদীর সিরিয়াল পড়তাম আর আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতাম। নীরবে তিনি শুনতেন। নির্বিকার। একটা মন্তব্যও করতেন না। Undertone ছিল যার রচনাশৈলী, আচরণেও তা বজায় রাখতেন। সেই শীর্ণ মুখ, অনাড়ম্বর পরিধান, অতীতের পরিবেশ বারবার মনে পড়তে লাগল। প্রকাশক বইটা চেপে রেখেছে। তাই আর ছাপা হয় না, নির্মাল্য বাবুর মুখে শুনলাম।

সন্ধ্যা অধ্যাপক প্রীতীশ দত্ত সদনে। মরহুম ফজলুল হকের পুরাতন লেখা সব উদ্ধারের ব্যবস্থার জন্যেই বালিগঞ্জ গার্ডেনে হানা। বন্ধু-বৎসল, বড় নিরঞ্জন আত্মা অধ্যাপক দত্ত। ওঁর উপর নির্ভর করা চলে। ফেরার পথে দেবশরণ/পার্বতী দাশগুপ্তার ওখানে ঈষৎ ঢুঁ। দাশগুপ্ত গড়িয়াহাটা বাজার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন হাতে থলি নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

১৭ ডিসেম্বর '৭৯

বিকেলে ষ্টোর রোড (বর্তমানে গুরুসদয় দত্ত রোড) ধরে বেড়িয়ে এলাম। সন্ধ্যায় আবু সয়ীদ আইয়ুব সদনে। ওঁর শারীরিক দুরবস্থা প্রচণ্ড। পার্কিন্‌সন রোগে গোটা শরীর কাঁপে। বাথরুম থেকে বেরোচ্ছিলেন, একদম কুঁজো হয়ে গেছেন। বেশী দিন বাঁচার এমন খেসারৎ দিতে হলে দীর্ঘ আয়ু কোন কালে কাম্য নয়। "দেশ" পত্রিকায় ওঁর উপর একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। নিজে ত আর পড়তে পারেন না। স্ত্রী গৌরী আইয়ুব পড়ে শোনান। খুব খুশী হননি, আলোচনায় বোঝা গেল। গুরুজন মানুষ। রোগে পঙ্গু। নানা দিক বাঁচিয়ে লিখতে হয়েছিল। চিন্তার দিক থেকে Idealism-এ ফিরে গেছেন তিনি। আজ তা প্রতিক্রিয়াশীলদের খুব কাজে লাগবে। Anti-feudalism মারফৎ তিরিশের দিকে প্রগতিশীলতার নিশান এঁরা উড়িয়েছিলেন। আজ সেখানেই ফিরে গেছেন অন্য বেশে। রবীন্দ্রনাথের উপর সকল শ্রদ্ধা রেখে বলা যায়, ভারতীয় অরণ্য জীইয়ে রাখার জন্যে তাঁর চিন্তা কম দায়ী নয়। Refined feudalism আবার ফিরিয়ে আনার সড়ক রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রমুখ বেশ পরিষ্কার রেখে গেছেন। অজানিতে আইয়ুব সাহেবও একই জায়গায় মিলিত হয়েছেন। প্রবন্ধে তা স্পষ্ট বলিনি। কিন্তু ইঙ্গিত আছে। প্রবন্ধে রাসেলের উল্লেখ খামাখা না। রাসেলের দর্শন-চিন্তার প্রতিক্রিয়ার দিক তাঁর সামাজিক কাজে ঢাকা পড়ে যেতে। সেদিকে রাসেলের সততা প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় আইয়ুব সাহেব সামাজিক পটভূমিও উহ্যই রাখেন। ব্যাধিতে জেরবার হয়ে আছেন। কথাও খুব আস্তে বলেন অতি নীচু স্বরে। ওঁর সঙ্গে তর্ক করার প্রশ্ন ওঠে না। সেই কিশোর কালে ক্লাস এইটে পড়ার সময় ওঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম। শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্যেই মাঝে মাঝে আসতে হয়, মত-বিনিময়ের জন্যে নয়।

www.pathagar.com

১৮ ডিসেম্বর '৭৯

শরীরে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যায় বেড়িয়ে আসার সময় থেকে পেটে বায়ু এবং ফলে মিশমিশে ব্যথা এক-আধ ঘণ্টা থাকে। তখন কিছু খেলে চলে যায়। আহারে ক্ষুধা আছে। নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না। তবু মাঝে মাঝে অস্বোয়াস্তি। একা থাকার দরুন নানা দুশ্চিন্তা।

সারা দিন মার্কিন দার্শনিক ডেল বীয়েপের বই "Indian Philosophy since Independence" পড়ে কাটালাম। ভারতীয় দর্শনেও প্রচুর পড়াশুনা আছে ভদ্রলোকের। লিখেছেন কয়েকজন ভারতীয় দার্শনিকের উপর। ডুয়েল লড়া রচনা। কিন্তু অশেষ মেধা, শ্লেষ-শেল নিক্ষেপের আশ্চর্য দক্ষতায় প্রায় ঝাঁঝালো মদের মত উপভোগ করা যায় ভদ্রলোকের সব লেখা। লজিকের উপর অধ্যায় শুধু বাদ রইল। কারণ, আধুনিক লজিক আমার কিছুই জানা নেই।

১৯ ডিসেম্বর '৭৯

রাত্রে নরম 'পার্গেটিভ' নিয়েছিলাম। একটার সময় পেটে ব্যথা, বায়ু। ঠান্ডাও দুরন্ত। তবু উঠে বাথরুমে গেলাম। ব্যথা গেল না। এসে শুয়ে পড়লাম। একাকিত্বের যন্ত্রণা অসুস্থ হলে প্রচণ্ড বাড়ে। মানসিক ক্লান্তির চোটে কখন ঘুমিয়েছি মনে নেই। সকাল পৌনে ছ'টায় জাগলাম। পার্গেটিভের প্রতিক্রিয়া শুরু হোলো। কিছু রেহাই পাওয়া গেল। এগারটার দিকে ডেল বীয়েপের বই ফেরৎ দিতে গেলাম। অধ্যাপক সুনীল মিত্রের কল্যাণে তাঁর এই দামী বই (৮০/টাকা) আমার কাছে এসেছিল। সুনীল মিত্রকে অশেষ ধন্যবাদ এমন মন-চাংগা করা বই তিনি গাঁটের কড়ি ছেড়ে যোগাড় করেন। রণেশদার সঙ্গে দেখা হোলো অকুস্থলে। অনিয়ম হয়ে গেল আজও জোলাপ নেওয়া সত্ত্বেও। খেয়ে ওঠে দেখলাম ঘড়িতে সওয়া দুটো বেজেছে। সন্ধ্যায় লেখাপড়ার ইচ্ছে আছে। কাল চার ঘণ্টা লোডশেডিং ছিল। তথাকথিত মার্কস্‌বাদী সরকার তিন বছরে এই উৎপাতের কোন কূলকিনারা করতে সক্ষম হয়নি। আজ আবার কী হয় কে জানে। সুনীল বাবুর কাছে যাওয়ার সময় দেখলাম, কেরোসিনের দোকানের সামনে লম্বা লাইন ও ভিড়। ১৯৪৩-এ যুদ্ধের সময় কলকাতায় এই দৃশ্য অহরহ চোখে পড়ত।

২০ ডিসেম্বর '৭৯

শীতের দিন। তবু রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। উঠে জানালা বন্ধ করতে হোলো। ঘুমের ব্যাঘাত। আর অন্য দিক থেকে গৃহাগত প্রাণ। একা এই নির্জনে। শরীর আগের মত নয়। মানসিক ক্লান্তি এমন চেপে বসে। পরে ঘুম বেশ জাঁকিয়ে হয়েছিল। ওঠার বিলম্ব দেখে বুঝলাম। সারাদিন লেখাপড়ায়। না, পড়ায়। লেখা

www.pathagar.com

আবার মুলতবী থাকছে। মন এগোয় না। ভারতের নির্বাচন পূর্ব থেকে কোন স্পষ্ট ছবি পাওয়া দায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঢেউয়ের দিকে তাকাতে হয়। গরীব অনুন্নত দেশের নাগরিকদের পক্ষে সোজা হিসেব ত নেই। তবে আশা করা যায়, মূত্রপায়ী মুরারজিরা আর ফিরে আসবে না। সেটুকুই সান্ত্বনা। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে কাটার বাসনা ছিল। লোডশেডিং বেলা তিনটে থেকে শুরু হয়েছে। মাসুদ বেরিয়ে গেছে। জলী ও আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী আসরে। লোডশেডিং চলছেই। বাসায় ফিরলাম না। রাত্রি সাড়ে আটটার দিকে আলোর মুখ দেখা গেল সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর। সমস্ত সন্ধ্যা প্রহর খামাখা গেল। এক-আধ ঘণ্টাও কাজে লাগাতে পারলাম না। নাগরিক জীবন এখানে এমন বিপর্যয়। কিন্তু শাসকশ্রেণী মার্কস্‌বাদের নামাবলী গায়ে বেশ চিন্তিত। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

২১ ডিসেম্বর '৭৯

১৬ ডিসেম্বর এবার নিঃশব্দে, আমার অজানিতে চলে গেছে। আট বছর পূর্বে এই দিনে স্বাধীন হয়েছিলাম। স্বাধীনতা আজও নামে আছে। নচেৎ গোটা গোটা দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর সমাজতন্ত্রী চীনের নিকট এখন মর্টগেজ। ধর্মীয় শর্তসহ মহাজন সৌদি আরব। অবিশ্যি সব ত ওরা কেড়ে নিতে পারে না। তাই অতীতের পানে তাকাই। সব আজ যেন ঝাপসা স্বপ্ন। ছবির মিছিল চলে... মুক্তিবাহিনী, ত্রস্ত মানুষের আশ্রয়-সন্ধানে দিগ্বিদিক অন্বেষণ... কতো লোক.. বঙ্গবন্ধু... ঘাতকের থাবা... বিষণ্নতার ছায়ায় সকাল শুরু হয়। কিছুতে আর মন বসে না। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্যে বেড়ানো শেষ করে জ্যোতি দাশগুপ্ত/বিভা দাশগুপ্তার সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটিয়ে এলাম।

২২ ডিসেম্বর '৭৯

মাসুদের লাইব্রেরী থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম মার্কিন অধ্যাপক, ড্যানিয়েল বেল্ কৃত "The cultural contradiction of capitalism"। কাল থেকে এক শ' পাতা পড়লাম। মার্কিন অধ্যাপক স্বদেশের সঙ্কট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সমস্ত শিল্পপ্রসারের মূল সঞ্চালক এখন ভোগ, আরো ভোগ। তাছাড়া পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখা দায়। এই Hidonistic Attitude কিন্তু এক শ' বছর পূর্বে ছিল না। Protestant ও Puritan Ethics ছিল অর্থনৈতিক ফাংশনের পেছনে। তা আর রইল না। অধ্যাপক বহুৎ সাবুদ সহ তা প্রমাণ করেছেন। হার্ভার্ডের অধ্যাপক কিন্তু ব্যাধি-নিরাময়ের জন্যে শুধু সাংস্কৃতিক জীবনের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজ Tecno-economic. Polity এবং Cultural-এই তিন শাখায় বিভক্ত। শেষটির বনিয়াদ প্রথমটির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ বনিয়াদের সঙ্গে Superstructure-এর

www.pathagar.com

সম্পর্ক তিনি আদৌ অঙ্গাঙ্গী দেখেন না। মার্কসকে তিনি পুরোপুরি সমর্থনে নারাজ। বর্তমানে মার্কস্‌বাদকে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। তাই পুঁজিবাদী দেশের বুদ্ধিজীবীরা ধনিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় এইভাবে মচ্‌কান, ভাঙেন না। এমন বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে বিশ্বময় প্রচেষ্টা নিরন্তর। আরো নীচু পর্যায়ে সাধারণ মানুষের জন্যে নৈতিকতার নানা ছলনা নিয়ে ওরা হাজির হয়। কখনও Moral Rearmanment (MRA), কখনও PROUTIST, কখনও কৃষ্ণ-চেতনা Krishna-Conciousness। সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের native ঘাঁটিয়ালদের চেষ্টার অন্ত নেই। ড্যানিয়েল বেল উপরের তলার বিভ্রান্তি প্রচারক। পৌনে তিন শ' পাতার বই। এক শ' পাতা পড়েই সব মালুম হচ্ছে। তবু শেষ করব তিন/চার দিনের মধ্যে।

বিদ্যুৎ নেই। রাত্রি ন'টার সময় শুয়ে পড়লাম। সমস্ত সন্ধ্যা ভূতের মত অন্ধকারে বসে দুর্ভোগ।

২৩ ডিসেম্বর '৭৯

গত রাত্রি দেড়টায় সময় পেটে গ্যাস। উঠে ওষুধ খেলাম। সহজে ঘুম আসে না। দুর্ভাবনা এত বাড়ে। কাজে সব ভুলে থাকতে পারি। নচেৎ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-বাসনা সব ছেঁকে ধরে। সন্ধ্যায় বেকার ছিলাম বিদ্যুতের অভাবে। তারই জের। বেশ ভোগান্তি গেল কয়েক ঘণ্টা। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাইনি। শীতও পড়েছে প্রচণ্ড। শেষে সোয়েটার পর্য্যন্ত গায়ে দিতে হোলো। এই কামরার জানালাগুলো এবং খড়খড়ি পুরো বন্ধ হয় না। বাতাস হি হি ঢুকে পড়ে। অসুস্থ শরীরে সব চেয়ে খারাপ লাগে, নিজের চিন্তা আর এগোয় না। ফলে, শুধু পড়ে পড়ে সময় কাটাতে হয়।

২৪ ডিসেম্বর '৭৯

শারীরিক গেরো কাটল না। তবু বিকেলে হাঁটতে বেরুলাম। ডক্টর আলী ইমামের সঙ্গে দেখা করতে চার নম্বর পুল পর্য্যন্ত। শারীরিক আলোচনা মুলতবী রইল। ঘ্যানঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। তিনি তাঁর আশীউত্তর বয়স মাকে দেখতে ঢাকা যাবেন ৫ জানুয়ারীর মধ্যে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের একটা সুযোগ রইল। সন্ধ্যাভ্রমণ শেষে জ্যোতি দাশগুপ্ত সকাশে। সম্পাদক কাগজ কলম নিয়ে ধানাইপানাই করছেন। তাই ওকে আর বিরক্ত করলাম না। শরীরে বায়ুর চলাচল অব্যাহত। আলাপ চারিতায় মন থাকার কথা নয়। বাসা ফিরে এলাম। রাত্রি ন'টার দিকে রণেশদার দিদি (তথা আমারও) অন্নপূর্ণা সেনগুপ্ত এসে হাজির। সঙ্গে রণেশদা ও সুমন-দিদির বড় ছেলে। মেয়ে চিকিৎসক টুনটুনির (ভালনাম কৃষ্ণা) বিয়ে তিরিশে ডিসেম্বর। তাই নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। ঠান্ডা পড়েছে দুরন্ত। ওরা

www.pathagar.com

বেশীক্ষণ বসল না। স্বর্গীয় নৃপেন সেনের কথা মনে পড়ল। এই সব পিতৃহীন ভাইপো-ভাইঝিদের তিনিই ছিলেন নিঃস্বার্থ হৃদয়বান অভিভাবক। উৎসব আসছে। তিনি নেই। বিশ্বাস করা দায়।

দিল্লীর জুমা মসজিদের ইমাম বুখারী কলকাতায় এসে ইন্দিরা কংগ্রেসের সাফাই দিয়েছেন। ভারতে ইন্দিরার আমলে যে-সব জুলুম হয়েছে তা হিন্দুরা করেনি। করেছে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ। অথচ তিন বছর পূর্বে তিনি ইন্দিরাকে ছেড়ে জনতা পার্টির সমর্থন দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে মুসলমানপ্রীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতার সব আলামৎ (চিহ্ন) দেখতে পেয়েছিলেন। ধর্মধ্বজী এই সব আবা কাবাধারী ব্যক্তিদের একটা মন্ত্রই জানা আছে ঃ

মুর্দা দোজখ ইয়া বেহেশ্‌ত মে যায়ে
মেরা হালুয়া-রোটী সে কাম।

সাধারণ মানুষ এসব প্রতারণা সহজে ধরতে পারে না। কারণ, দুঃখ-জর্জরিত জীবনে তাদের ত প্রতীক সম্বল করে বাঁচতে হয়। মসজিদ এবং মসজিদের ইমামে তাদের প্রয়োজন—চেতনা থেকে মুছতে সহজে অক্ষম।

২৫ ডিসেম্বর '৭৯

শরীরের জের এক রকম। নার্ভ স্থির নয়। লিখতে গেলে প্রথমে হাত কেঁপে ওঠে। বুঝলাম, বয়সের ধর্ম না মানলে আয়ুর উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আহারাদি সম্পর্কে খুব সচেতন হওয়া আবেষ্টনীর আওতা-বহির্ভূত। এত মানসিক ক্লান্তি!

২৬ ডিসেম্বর '৭৯

ফনু ও মনসুরের খবর নিয়মিত পাই নে। ঢাকার বরদাকিংকর লেনের গলির ভেতর দুজনে কীভাবে দিন-গুজরান করছে? মাঝে মাঝে ওদের চিন্তায় জেরবার হয়ে যাই। আজ সাদেকীন দু'হপ্তা পরে ঢাকা ফিরে গেল। দুই মেয়েকে সঙ্গে এনেছিল। ওদের মারফৎ অপুর জন্যে শেভিং সোপ পত্রিকা আর চিঠি দিতে পারলাম। তবু বিকেলে মনসুরকে পত্র দিলাম বেনামে। আমার জন্যে ওরাও ভুগছে। দুঃখের পসরা কতো দিকে না বোঝাই করে রেখেছি। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। বাড়ীতে কেউ নেই। স্ত্রী-পুত্রবধূ ঢাকায়। দুই প্রৌঢ় পারস্পরিক কীর্তন শুনলাম। দোহার স্নেহাস্পদ মোমেন।

২৭শে ডিসেম্বর '৭৯

জ্যোতি দাশগুপ্ত শরীরের কথা শুনে আমাকে তাঁর খাতির-সিক্ত এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন দিলখুশা স্ট্রীট। চিকিৎসক সন্দেহ করলেন ঃ

www.pathagar.com

ড্যুডোনাল আল্‌সার। এক্সরে করিয়ে নিতে বললেন। বর্তমানে প্রেসক্রিপশানের উপর চলা। খরচের ধাক্কা। সন্ত্রাসবাদ আমলে খ্যাতনামা আন্দামান-ফেরৎ শ্রী অমল বাগচী। বর্তমানে সাম্যবাদী। এই বাড়ীতে থাকেন। আলাপে সহজে প্রীত হওয়া যায়। শরীর শেষে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে? এমন চিন্তা কোনদিন করিনি। দেখা যাক জের কোথা গিয়ে দাঁড়ায়।

কাল লুসি-রফিকরা গ্রামে চলে যাবে। রফিকের আব্বা চাঁদ-চাচা মৃত্যুশয্যায়। বর্তমানে ৯৬ বয়স। রবি উদ্দীনের শোক ওঁকে ভেঙে দিয়ে যায়। আর শরীর সারল না। ওরা কাল চলে গেলে, আমার আহারের সমস্যা উঠবে কাল থেকেই। আগে হোটেল ছিল। কিন্তু পেটে ঘা নিয়ে সেখানেও ঢুকতে পারব না। সমস্যা-নিবারণের পক্ষ খোঁজা কাল থেকেই করব। আজ না। বহু দুশ্চিন্তাকে একত্রে জায়গা দেওয়া অনুচিত।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। শেষ প্রান্তে রাজ্জাক চৌধুরী এসেছিলেন।

২৮ ডিসেম্বর '৭৯

আফগানিস্তানে আবার ক্ষমতার লড়ায়ে হাফিজুল্লা আমিন অপসারিত। নুর মুহাম্মদ তরাক্কী পূর্বেই শহীদ হয়েছেন। উপর থেকে বিপ্লব। Vertical Revolution। তাই গোড়া থেকে বড় আশঙ্কিত ছিলাম। প্রকৃত ঘটনা কী, তাও সঠিক জানার উপায় নেই। সকালটা নিরানন্দ হয়ে উঠল।

দারোগা সাজতে হয়। খানা-তল্লাসী ছাড়া উপায় নেই। নীচে রফিকের উনুন বন্ধ। সুলতানার বাড়ীতে ঢুঁ দিয়ে দুপুরের আহার বন্দোবস্তের পর সন্ন্যাসীদের আখড়ায় গেলাম। শ্রীজ্যোতি দাশগুপ্ত, বিভা দেবী পুত্র শান্তনু, শিশির গুপ্ত Full house। সকালে মন খারাপ। পেটেও আবার ব্যথা শুরু হোলো। সঙ্গে মুড়ি দিয়ে দমানো। দুপুরে সুলতানার বাড়ীতে আহার। ক্ষিধে ছিল না ঠিক, তবু শরীর-রক্ষার আদেশ-পালন। বাড়ী এসে ঘুমোলাম। তাও ভাল হোলো না। সন্ধ্যা মাসুদ-সমীপে। সে বেরিয়ে গেল। তবু আর উঠলাম না। বসে বই পড়তে লাগলাম। পরে জলী ও স্নেহাস্পদ মোমেন অকুস্থলে। দূরদর্শনে কিছু প্রোগ্রাম দেখা গেল। এখানেই আহার। রাত্রে বাড়ী ফিরলাম। দশটা।

২৯ ডিসেম্বর '৭৯

বিষণ্ন সকাল। আজই টের পেলাম, লিখতে গিয়ে প্রথমে আঙুল ঠিক থাকে না। অর্থাৎ নার্ভ অটল নয়। চৈতন্য-চরিতামৃত লেখার সময় শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছিলেন, 'হস্ত হালে' অর্থাৎ কাঁপে। তখন তাঁর বয়স অনুমান চৌষট্টি ছিল। দুপুরে শ্রীশৈলেন চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম–সেখানে সবসময় এই অতিথির

www.pathagar.com

দ্বার উন্মুক্ত। বলা বাহুল্য আহার তত্রস্থলে। এখানে আলাপ হোলো ওর শ্যালকপত্নী শ্রীযুক্তা গ্রীটা চক্রবর্তীর সঙ্গে। ইংরেজ মহিলা লাংকেশায়ারের অধিবাসিনী ছিলেন। ষোড়শী কন্যা বিশোকা সর্বভাষী পিতামাতার কল্যাণে। শ্রী চক্রবর্তী বাংগালোরে গাইনোকলজিষ্ট্। শৈলেনবাবুর দুই রাজকুমার টুবন, নান্টু নিজেদের কর্ম-চঞ্চলতায় আমাদের প্রাণিত রেখেছিল। শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরানী দশাভুজা। আমার মত রোগীর পথ্যও তৈরী করলেন। মনোরম দুপুর। পড়ন্ত বেলায় বাড়ী ফিরলাম। সন্ধ্যায় ক্লান্তি র অন্ত নেই। মাসুদের দেখা নেই। জলী, মোমেনরা ছিল। ওদের সঙ্গে রাত্র ন'টা পর্য্যন্ত। সেখানে আহার সেরে বাড়ী ফিরলাম। নিজের ভারে নিজে নুয়ে পড়ছি। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ স্মরণ ঃ "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি বারে বারে হেলিস নে ভাই।"

৩০ ডিসেম্বর '৭৯

দুপুর। অসিত সেনের বাড়ীতে আহার। বেচারা অসিতরঞ্জন। বাঙলাদেশে পড়ে আছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এখানে। সৎ মানুষ খেসারৎ দিচ্ছে বেশ প্রচণ্ড দামে। "আদিম পাপ" দেশ-ফাড়ায়ের মাশুল।

বিকেলে পেটে ব্যথা। আলসারে লেবুর রস পড়লে যেমন হয়। অথচ লেবু ক'দিন স্পর্শ করিনি। এক বড়ি Antacid খেয়ে চাংগা হলাম। আজ নৃপেন সেনের ভ্রাতুস্পুত্রী কৃষ্ণার বিয়ে। ঢাকুরিয়া যেতে হয়। পুলের পাশে বিবাহ বাসর। কিছু খেতে পারব না। তবু না গিয়ে উপায় নেই। গত বছর নৃপেনদা মারা গেছেন। নিজে অকৃতদার থেকে গেলেন অগ্রজের এই পরিবারকে কেন্দ্র করে। উনি জীবিত থাকলে সত্যি যেতাম না। '৭১ সনের বাঙলাদেশ ওই উদারচরিত আত্মাকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল এই কলকাতায়। আজ ওঁর বিদ্রোহী আত্মার ছোঁয়াচ আবার পেলাম। তাই ত ভেতরের চাপ। বিবাহ-সভায় ওদের পরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হোলো। দিদি অন্নপূর্ণা বাড়ী থেকে আমার জন্যে হাতরুটি তৈরী করে এনেছিলেন। আহারের বিধি-নিষেধ জানেন। দুটো সন্দেশ সহ আহার সম্পন্ন হোলো। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরব। নতুন জামাই বসু-সুদর্শন যুবক-ওর বাবা-মা সকলের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। রাত্র সাড়ে আটটা। নীচে নেমে রাস্তায় দেখা হোলো শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে। আহারের পর বেড়ানা-নৈশভ্রমণ—ওঁর রুটিনের মধ্যে পড়ে। বিস্ময় নেই আমার জন্যে হঠাৎ কারো সঙ্গে সাক্ষাতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট আটেক "খাড়া-আড্ডা" দিলাম দুজনে। অতঃপর বাসে। আমাকে তুলে দিতে এসেছিল স্নেহাস্পদ শ্রীবিজয় শ্রীবাস্তব এবং ওর দুই সহকর্মী ঃ অসিত ঘোষ এবং হিরন্ময় চক্রবর্তী। বড় ভাল লাগল ওদের অমায়িক আচরণ।

www.pathagar.com

৩১ ডিসেম্বর '৭৯

দুপুরে বিভা দাশগুপ্তার অতিথি। সেখানে আহার শেষে ঘুমোলাম। বিকেল থেকে পেটে ব্যথা। হেঁটে গেলাম মাসুদ সমীপে। তার ফ্ল্যাক্স আনব গরম পানি রাখার জন্যে। ওর সঙ্গে কালক্ষেপ এবং আহার।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘনঘটা শুরু হয়েছে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে। সোভিয়েট রাশিয়া Forcep delivery-র জন্যে এগিয়ে গেছে। মঝে মাঝে সমাজের নবজন্মে কিছু বলপ্রয়োগ লাগে। কিন্তু এখানে কী হবে কে জানে? বছর শেষ হয়ে গেল। কাল সন্ধ্যায় ডিমাপুর থেকে সঞ্জীবের চিঠি পেলাম।

জানুয়ারী ১৯৮০
স্বাগতম হে নববর্ষ।
কাল উন্মোচন করে যায় সুপ্ত গুপ্ত প্রাণের নানা প্রবাহ।
সেই প্রত্যাশায় বাঁচা। স্বাগতম!

১ জানুয়ারী '৮০

রাত্রি এগারোটা থেকে পেটে ব্যথা, বায়ু। বার বার ঘুমের ব্যাঘাত। অসহ্য মানসিক রগড়ানি। তবু ভোর হয়। সকালে শ্রীমনোরঞ্জন গুহর বাড়ীতে যেতে হোলো বন্ধু রবি গুহর নির্দেশমত। গৃহস্বামী বড় আন্তরিকতা দেখালেন। মাডাম গুহও সনাতন গৃহিণী। উপরে গোলাম কাদের চাচা থাকেন। ছিয়াছি বয়স। ওদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে নীচে এলাম। পরে রবি গুহ সহ ডক্টর ননী গুহ সমীপে। চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতনামা ননী বাবুর সংস্কৃতিক জগৎও বিস্তৃত। রোগী দেখার পূর্বে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। প্রাণশক্তি প্রচুর। আমাকে দেখলেন। রীতিমত পরীক্ষা। আরো পরীক্ষা দরকার। সুতরাং হাসপাতালে ভর্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক রবি অভয় দিলেন সীটের। মনসুর হবিব নিকটে থাকে। ওকে পেলাম না। রবি গুহ আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলেন শকট মারফৎ এবং মদীয় গুহা দেখে গেলেন।

২ জানুয়ারী '৮০

রাত্রে কয়েকবার উঠতে হোলো। পেটে ব্যথা। দুধ খেতে হোলো। ঘুম ভালই হোলো। নতুন করে 'পরশুরাম" পড়া শুরু করেছি। জ্যান্ত মানুষ ছিলেন। অন্ততঃ বিরিঞ্চি বাবা এবং সাঁই বাবার পার্থক্য ভাল জানতেন সেই যুগে। অন্ধ কুসংস্কারের বন্যায় মনে হয় যেন এদেশের রাজশেখর বসু জন্মাননি।

সন্ধ্যা। লোডশেডিং। শুয়েছিলাম অধ্যাপক রবি গুহ এলেন। নির্জনতা কাটল। রাত্র পৌনে ন'টা পর্য্যন্ত এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ভাগাভাগির এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিলেন। ইতিমধ্যে "জ্যোতি" বাবু (কারেন্ট) ফিরে এসে আমাদের

www.pathagar.com

বিশ্রামাম্ভালাপে আর তমসা রাখলেন না। দুপুরে কাদের চাচার বাড়ী খেতে গিয়েছিলাম। বেশী হাঁটতে হয় না। রবি বাবু নিশ্চিন্ত। তিরিশ বছরের নানা দাহ সাঁতরে এখন কিছু শান্তি পেয়েছেন। গৃহিণী নিশা গুহ ডাক্তার নন সমাজ-সেবিকা। স্বামী স্ত্রী একই পাল্লায় ওজন হন। আমার আহারের জন্যে অধ্যাপকের কোন উদ্বেগ থাকার কথা ছিল না। পুরাতন মানুষটা বদলায়নি–আজ আবার টের পেলাম। অনেকে, রাজনৈতিক সিঁড়িপথে নেতা হয়ে গেছেন অথচ মানুষ হিসেবে অধোগতি, তা খোঁজের মধ্যে ধরেন না। সৎ মানুষ সৎ রাজনীতির মিলন ঘটা বাঞ্ছনীয়। অকুস্থলে তা হয় না। এই জন্যে এখনও আমরা বর্তমান নিম্ন পর্য্যায়ে। শ্রদ্ধেয় রমেন মিত্রকে টেলিফোন করেছিলাম। গরম দুধ খুব ঠান্ডা করে খেতে বলেছিলেন। সেই পর্য্যায়ে দেখলাম, রাত্রে ব্যথা নামমাত্র। শরীর বেশ চাংগা। সকালে আরো কম।

৩ জানুয়ারী '৮০

কাটাংগায় যখন ফরাসী সৈন্য নেমেছিল পুঁজিপতিদের খনি-সম্পদ স্বার্থরক্ষার্থে তখন মার্কিন, বৃটিশ সকলে সমর্থন প্রকাশ্যে না দিলেও চুপ করে ছিল। এখন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শৃগাল তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে ঃ আফগানিস্তানে রুশ-হস্তক্ষেপ অন্যায়, অন্যায়। ধর্মপুত্রের দল হঠাৎ ছুতো খুঁজে পেয়েছে। অথচ, আফগানিস্তানে রুশ হস্তক্ষেপ স্থানীয় সরকারের অনুরোধে। কিন্তু সে-দৃষ্টিবিন্দু এখন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে পরিত্যক্ত। উত্তেজনা জীইয়ে রাখার প্রাচীন কায়দা এখন প্রকট। সমাজতন্ত্রী (?) চীনের মুখোশ বলতে আর কিছু নেই। মুখই ওদের মুখোশে পরিণত।

রাত্রে উঠে কিছু খেতে হোলো। এই এক যন্ত্রণা শীতের রাতে। দু'বার ঘুম ভাঙল। শেষ রাত্রে একটানা চার ঘণ্টা ঘুমোতে পারলাম। সকালে শরীর অনেকটা ভাল।

৪ জানুয়ারী '৮০

গৃহ-সমাচারে মন বড় ক্লান্ত। বড় ছেলের ডান হাতে ফ্র্যাকচার। বিস্তারিত খবরও সংবাদ-বাহক দিতে পারলেন না। গৃহিণীর কাছে আমার সংবাদও পৌঁছেছে। বেচারা!

দুই বামপন্থী দল ঃ সিপিআই, সিপিয়েম আফগানিস্তানের ব্যাপারে একই Stand-এ খাড়া। গণতান্ত্রিক প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় সাম্রাজ্যবাদীরা বর্তমানে রুশ হস্ত ক্ষেপের বিরোধিতা করছে, তাদের আর কোন সৎ উদ্দেশ্য নেই। সুসংবাদ বৈকি। প্রত্যেক দেশপ্রেমীর পক্ষে দুই বামপন্থীদের একজোট এমন তেরিয়া উচ্চারণ। ক্রমশঃ ওদের বিভেদের পরিখা সংকীর্ণ হোক। এই প্রত্যাশা নিয়েই প্রতিদিন সকালে এখন আমার ঘুম ভাঙবে।

www.pathagar.com

১০-১২টা দুপুরে মাসুদের সঙ্গে। পরে ফজলে কাদের (ফজু ভাই) সন্নিধানে। দুপুরে আহার ওখানেই বরাদ্দ। এই সৎ পরিবারের আন্তরিকতায় এক দিকের সমস্যা মিটেছে। বিপদে বড় মূল্যবান এই ঋণটুকু।

রণেশদা বিকেলে এসেছিলেন। বিদায় নিলেন প্রায় রাত্র পৌনে আটটার দিকে। সুতরাং নির্জনতার বড়ি খেয়ে আর নির্জীব হতে হয়নি। শরীরও ভাল। সারাদিনে আদৌ ব্যথা ধরেনি।

৫ জানুয়ারী '৮০

চট্টগ্রামে পাকিস্তানী খেলোয়াড়রা ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিল। তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ জনতা ম্যাচ পণ্ড করে দেয়। বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। জনতা জড়ানো ঘটনা। জাতীয়তাবোধের সুপ্ত অগ্নিধারা কি হোতা নয়? এত অশ্রুরক্ত কি বৃথা হয়ে গেছে? না। এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গই বাঙলাদেশের মানুষকে অন্ধ আচ্ছন্নতা থেকে, ফিউডাল-মোহমুক্ত নতুন জীবনের আস্বাদ দেবে। সকল হতাশার মধ্যেও তাই বিশ্বাস হারাতে আমি অক্ষম।

৬ জানুয়ারী '৮০

লোকসভায় নির্বাচন দিবস। বিরাট এই দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির উপর পৃথিবীর রাজনৈতিক আকৃতি অনেকখানি নির্ভরশীল। প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের ত অন্য কথাই ওঠে না। সকালে বেরুলাম। দৌড় ঃ মাসুদ সদন। ডাক্তারের বারণ, বেশী নড়াচড়া না করাই ভাল। রোববার। শহরে য়েন উৎসব। এই উচ্চ মধ্যবিত্তের পাড়ায় নাগরিকরা বেশ সেজেগুজেই ভোটকেন্দ্রের দিকে চলছে। মাসুদ একবার ভোট দিতে বেরুল। পরে দুজন কিয়ৎ বাক্যক্ষয় করলাম। দুপুরে আহার লোয়ার রেঞ্জে। এক ঘুমের পর ঘুম ভাঙেনি তখনও দরজার কড়া নাড়া শুনলাম। ঢাকার এক সহৃদয় প্রতিবেশী-মারফৎ (হোসেন সাহেব) মেজবৌমা এক টীন দুধ পাঠিয়েছে। যেন দৈবপ্রেরিত। পাঁচ পাউন্ডের ডেনিশ দুধ। চিকিৎসকের নির্দেশ পুরো মানতে আর বাধা নেই। আসফাকের দুই সন্তান। তৃতীয় সন্তান-স্থলে এখন আমি 'এ্যাট্‌কিনি' করব যদ্দিন না অন্য ভাই বা বোন আসে। ওরা ভাল আছে। বুকে বড় জোর পেলাম।

৭ জানুয়ারী '৮০

আর এক প্রজন্ম Generation সব নাতি সম্পর্ক ২১/২২ বয়স আমার গ্রামের কয়েকটি ছেলে এসেছিল। ভারতীয় নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের কর্মী। ওদের মুখে শুনলাম '৭১ সনে জমাদার পাড়ার পচু ভাল নাম মহম্মদ সুলতান

www.pathagar.com

জমাদার-কীভাবে নিহত হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মী। তখন কংগ্রেসী মাস্তানদের জুলুমে কোন পোষ্টার পর্য্যন্ত দেওয়ালে লাগানো সম্ভব ছিল না। সে রাত তিনটের সময় উঠে পোষ্টার লাগাচ্ছিল দেওয়ালে তখন কংগ্রেসের গুন্ডারা তাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আহা, স্নেহের পচু, শুনলাম, পরে জংগী জওয়ান হয়ে উঠেছিল। আমি ত কিশোর দেখে গিয়েছিলাম, যখন সবলসিংহপুর দেশভাগের সময় ছেড়ে যাই। তারপর তার যুবক চেহরা কী রূপ নিয়েছিল, দেখিনি। সুলতানের কিশোর মুখচ্ছবি বারবার মনে পড়তে লাগল। মানবতার পথ যে দেখতে শিখেছিল, তার মহান আত্মা নমস্য। তাই ত প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে গেল।

৮ জানুয়ারী '৮০

ইন্দিরা গান্ধীর "Second Coming" একদা যেন খ্রীষ্ট ধারায়। ভারতের জনগণ রায় দিয়েছে তাঁর পক্ষে। পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পথে তিনি। এমার্জেন্সির জোর-জুলুম জনসাধারণ ভুলে গেছে। ভারতীয় Ethos বিকল্প খুঁজছে। তাই শাসক বদলাতে দেরী করেনি। তবে আশা করা যায়, মিসেস গান্ধী নিজের ভুলত্রুটি শুধরে এবার এগাতে পারবেন। বাঙলাদেশের অধিবাসী হিসেবে আমি আশান্বিত। শেখ মুজিবের হত্যাকারীগণ এবার আর নিরাপদ মনে করবে না নিজেদের।

বিকেলে রণেশদা, শ্রীসুনীল মিত্র এবং শ্রীরামপুর থেকে শ্রীগোপাল বিশ্বাস এসে হাজির রোগী দর্শনে। নির্জনতার শাসন থেকে রেহাই পাওয়া গেল। এই সব দরদী আত্মা নাগরিক হিসেবেও সজ্জন। তাই বিকেল থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত বেশ উত্তাপের আমেজ পোয়ানো গেল। পেটে ব্যথাও আর এলো না। সুনীল মিত্র দর্শনের মুসাফির। Transendence-এ সম্পর্কে যেন নীরব বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার বাজার করে দিয়ে গেলেন।

৯ জানুয়ারী '৮০

গতকাল দুপুরে গড়িয়াহাটা থেকে কচি নাতি বন্ধুদের জন্যে খেলনা ও অন্যান্য উপহার কিনেছিলাম। গোলপার্কের Melody দোকান থেকে কিনলাম সলিলের মেয়ে অন্তরা চৌধুরীর রেকর্ড। ব্যাঙের গানশিক্ষা। সকালে ট্যাক্সিযোগে কীড স্ট্রীটের হোটেল নীলম-এ। সেখানে হোসেন সাহেব এক পরিচিত ভদ্রলোক উঠেছেন, দশ তারিখে ঢাকা যাবেন অর্থাৎ আগামীকাল। আমার সঙ্গে তাই কথা হয়। গিয়ে শুনলাম, আট তারিখে তারা চলে গেছেন। এমন হতাশা! এসব জিনিষ নিয়ে আমার অস্বোয়াস্তি থাকবে না, যদ্দিন না ওদের হাতে পৌঁছায়। এলাম ফজলুল কাদেরদের বাড়ী লোয়ার রেঞ্জ। ওদের এক আত্মীয়া কাল ঢাকা যাবে।

www.pathagar.com

বেশী ভার কিছু না। বই তিন খানা এক/দেড় কিলো, বাকী এক। আড়াই তিন কিলোগ্রামের ব্যাপার। ওরা নিয়ে যেতে রাজী হলো। নিঃশ্বাস ছাড়তে পারলাম। তবু অস্বোয়াস্তি বুকে কিছুক্ষণ খোঁচাতে লাগল। হোসেন একদম পাড়ার লোক। সঙ্গে সঙ্গে নির্বিবাদে পৌঁছে যেত উপহার। গৃহীজনের নানা বিপদ।

ইন্দিরার রথ বেগে ধাবমান। পাঁচ শ' বিয়াল্লিশ জনের পার্লামেন্টে এ পর্য্যন্ত ৩১০ উঠে গেছে তাঁর কংগ্রেসের খাতায়। মাতৃতন্দ্রের উপাসক ভারতীয় হিন্দু মুসলমান সকলেই। ইন্দিরার প্রতিমূর্তি অচেতন ছায়া ফেলে হয়ত। তবে ভদ্রমহিলা যদিও আনন্দময়ী মায়ের কাছে বা বেলুড়ের কোন এক স্বামীজীর কাছে ধর্ণা দেন, তবু বুর্জোয়া লীডারদের মধ্যে আমার মনে হয় তিনিই সব চেয়ে Liberated personality জগজীবন রাম দেখতে বদখৎ, দুশ্চরিত্র, লম্পট এক কথায় Vulger Careerist মূত্রপায়ী মুরারজি ইত্যাদি প্রায় সবই obscurantist. সেদিকে ইন্দিরা বহু মালিন্যমুক্ত। জগজীবনরা আর ফিরে আসবে না।

রাত্রি এগারোটার সময় হোসেন সাহেব আমার ঘুম ভাঙালেন। আমি যাইনি কেন জিনিষপত্র নিয়ে? হোটেল ছেড়েছিলেন। কিন্তু ওখানে কোথা যাচ্ছেন হোটেলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ খোঁজে এলে বলে দিতে। অথচ হোটেল কর্তৃপক্ষ আমাকে না করে দিলে। ফলে, বিভ্রাট। সহৃদয় মানুষটির জন্যে আমার করুণা হলো। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। তার মধ্যে এত রাতে অন্য হোটেলে আমার অনুপস্থিতিতে স্থির থাকতে পারেননি। ছুটে এসেছেন।

১০ জানুয়ারী '৮০

সকালে গোলাম কাদের চাচার বাড়ী। ঢাকা যাত্রিনী ভদ্রমহিলাকে একটু তাগিদ নিয়ে জিনিষগুলো পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধে। পরে রমেন মিত্র-সদনে সোমবারে এক বিশেষজ্ঞ ঃ ভাস্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্তের জন্যে। দাদাকে বেশ সুঠাম দেখলাম। বাঘ খাঁচায় বন্দী। এতদিনে বোধ হয় ওঁর মন পোষ মেনে গেছে। স্নেহোচ্ছল প্রাণের প্রবাহ হেথা অঢেল। এগারোটার দিকে বাড়ী ফিরলাম। বসুধা চক্রবর্তী এসে ফিরে গেছেন। নড়বড়ে স্বাস্থ্য। ৬৬ বয়স। তবু আমাকে দেখতে এসেছিলেন, বেশ অস্বোয়াস্তি লাগল, ঘরে ছিলাম না। বিকেলে এলো উত্তরপ্রদেশ-নিবাসী বিজয় শ্রীবাস্তব। সঙ্গে ওর চার বছরের ছেলেঃ প্রবাহণ। নাম আমারই রাখা। সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরুলাম। সালেক-সুলতানাদের লেখা একটা পোষ্ট কার্ড ডাকবাক্সে ফেলব। দেখি ওদের পরিচারিকা কিশোরী আমাকে ডাকছে। সে বাজারের দিকে এসেছিল ওদেরই কাজে। কার্ড আর ফেলা হোলো না। ওর হাতে দিয়ে দিলাম প্রাপকদের পৌঁছে দেবে। পরে বনানী চৌধুরীর প্রাসাদে। চৌধুরী সাহেব এসে যোগ দিলেন পরে। আরো পরে এলো মাসুদ। স্রেফ

www.pathagar.com

আড্ডা। বকলম নানী—এই জন্যে বনানী। রাত্রে আমার দুধ ও রুটি নানী-সুলভ মমতায় বনানী বন্দোবস্ত করলেন। ওদের "নেহারী" রান্না হয়েছিল ঘরে। মাসুদও ওদের সঙ্গে আহার করলে। আমি রোগী, অন্য পথ্য। রাত্রে বাড়ী গিয়ে আর ঝঞ্ঝাট করতে হোলো না। বকলম নানী-কে ধন্যবাদ।

১১ জানুয়ারী '৮০

বিকেলে রণেশদা এসেছিলেন। আর নির্জনতা নেই। সাধু সঙ্গ ভালই লাগে। সন্ধ্যার সময় এক নাতনি এসে খবর দিলে "নানী এসেছে ঢাকা থেকে আমাদের এখানে আছে। আপনি বাড়ীতে কি না খোঁজ নিতে বললেন।" রাত্রি সাড়ে আটটার সময় মিসেস শওকত ওসমান অবতীর্ণা হলেন। দেড় বছর আগে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে আসি। নিমেষে গৃহী হয়ে গেলাম।

১২ জানুয়ারী '৮০

গৃহীজন। সুখ-দুঃখের বহুৎ খবর জমা ছিল। এখন অষ্টপ্রহর শ্রোতা পাওয়া গেছে। দুপুরে দুজনের আহার অন্যত্র এবং স্বতন্ত্র। সন্ধ্যায় দেবশরণ দাশগুপ্ত তিন তলার সিঁড়ি ভেঙেছেন রক্তচাপের রোগী হওয়া সত্ত্বেও। এসব প্রীতি পাথেয় হয়ে ছিল। তাই চার বছর কাটিয়ে দিতে পেরেছি। নানা আকর্ষণে শপথ-ভাঙার লোভ থেকে নিবৃত্ত। দাশগুপ্ত স্মৃতিচারক। সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছেন। বেশ উত্তপ্ত রেখে গেলেন প্রহর। এদেশের রাজনীতির নাড়ী আজও টিপে চলেন, যদিও নিজে আর জড়াতে অনাগ্রহী। রাত্রে খেয়ে ফিরল পুঁটি (অর্থাৎ গৃহিণী) পৌনে ন'টা। দেবশরণ তখন উঠলেন। শরীর আজ বেশ ভাল।

১৩ জানুয়ারী '৮০

সকালে সাংবাদিক শৈলেন চৌধুরী এসেছিলেন। গত পূজাসংখ্যা "সপ্তাহ" এর রচনা-বাবদ আলাপ। তবু ঘনিষ্ঠ জন হয়ে গেছেন। ওঁর আত্মার সৌরভ সহজে পাওয়া যায়। দুজনে আত্মসমালোচনায় অনেকক্ষণ কাটল। বামপন্থী আন্দোলনের দুর্দশায় আমাদের কৃত পাপ কতখানি। শৈলেন বাবু চলে গেলে বেরুতে হোলো। দুপুরের আহার লক্ষ্মী বিশ্বাস সদনে। সন্ধ্যায় স্নেহভাজন জালাল উদ্দীন এক সঙ্গীসহ এসেছিল নতুন বছরের ডায়েরী উপহার দিতে। বাল্যসঙ্গীর সন্তান। ওর উপস্থিতিতে গোটা সবলসিংহপুর যেন আবহ হয়ে থাকে। সন্ধ্যার নির্জনতা তাই কোন ব্যথা দিতে পারল না। মন বার বার অতীতের দিকচক্রবালে আছাড়ি-পিছাড়ি করে। পুঁটি সকালে বেরিয়েছে। বিকেলে ফেরার পথে। এখনও আসেনি। উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই।।

www.pathagar.com

১৪ জানুয়ারী '৮০

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বর্তমানে শ্রীমতী গান্ধীর ভূমিকা শ্রদ্ধার্হ।

আফগানিস্তানে রুশ সৈন্য বারবাক কামালের পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী আমিনের আমন্ত্রণে প্রবেশ করে। সাম্রাজ্যবাদী (মায় বিষহীন ঢোঁড়া বৃটেন পর্য্যন্ত) শক্তিবৃন্দ, চীন এবং পাকিস্তান গোদা আমেরিকার তত্ত্বাবধানে আফগানিস্তানে সর্বপ্রকার নাশকতা কার্যের মদৎ যোগায়। গেরিলাদের অস্ত্রদান, ট্রেনিং ইত্যাদি সবই পাকিস্তানের মাটী থেকে সম্পন্ন হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পূর্বে বলেছিলেন, "It is not one-way traffic" এবার সোজাসুজি তিনি দাঁড়িয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতিপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধিকে সেই মর্মে নির্দেশ দেন। অসুর-পুরে গাত্রদাহ, শোরগোলের অন্ত নেই। ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রীযুক্ত ডাংগের প্রজ্ঞা সত্যি বিস্ময়-উদ্রেককর। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাগণ রাজনৈতিক যে সমীক্ষা করেছিলেন, তা ভুল প্রতিপন্ন হোলো। ইন্দিরা নিতান্তই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিভূ, তা বলা চলে না। বৈদেশিক রাজনীতিতে তার প্রতিফলন নেই কেন?

শ্রীরমেন মিত্র নিমিত্ত, মুরুব্বী সবই বলা যায়। সন্ধ্যায় পার্ক ষ্ট্রীটে ডক্টর ভাস্কর রায়চৌধুরীর চেম্বারে গিয়েছিলাম। সুগঠিত কায়া ডক্টর রায়চৌধুরীর তিল-চাউলী কেশ—কিছু কৃষ্ণ কিছু শুভ্র-বুদ্ধিদীপ্ত মুখাবয়ব, ধূসরশ্যাম গাত্ররং, বড় স্মার্ট ব্যক্তিত্ব। রোগী অর্থাৎ আমাকে দেখলেন। পরে রায় দিলেন, আমি বর্তমানে নীরোগ। হঠাৎ হঠাৎ রোগের প্রকোপ জানান দেয়, আবার চলে যায়। রুক্ষ মন, ঋজু দেহ। হেঁটে মল্লিক বাজারে এলাম, যে বাজারে প্রথম গাঁ থেকে কলকাতা এসে হারিয়ে গিয়েছিলাম। একটা বালিশ কেনা দরকার। গৃহিণী আসার ফলে উপাধানের অভাব। ডাক্তারের রায়, শীতের বাতাস চিন্তাভারাক্রান্ত মন কেন জানি স্পর্শ করছিল না।

১৫ জানুয়ারী '৮০

বাঙলাদেশ সরকার পরিচালিত B.N.P র ছাত্রফ্রন্ট ময়মনসিংহ কৃষিবিদ্যালয় বিপক্ষ ছাত্রদলের সঙ্গে সংঘাতে মেতে ওঠে। পাঁচ ছয়জন মৃত। অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখলাম। কুখ্যাত গভর্নর মোনেম খাঁ ঠিক একই কায়দায় ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফ্রন্ট তৈরী করেছিলেন। হত্যা, খুন, জখম, গুম—সব রকম জুলুমের ঢালাও হুকুম ছিল ওদের উপর। রক্ষক স্বয়ং লাট সাহেব। সুতরাং সাত খুন মাপ। জিয়া-সরকার একই প্যাটার্ন রপ্ত করছে। একই ভাবে এই জুলুমশাহী একদিন খতম হবে। রক্তের খরচ আরো বেড়ে গেল হতভাগ্য বাঙলাদেশে।

গৃহীজন এখন। লেখাপড়া ঠিকমত এগোয় না। মুজতবা আলীর উপর অনেক নোট করেছিলাম গ্রন্থাবলী পড়ে পড়ে। কাজে মন বিমুখ। গৃহীজনের ছুটি ভোগ করছি দেড় বছর পর।

www.pathagar.com

১৬ জানুয়ারী '৮০

আন্তর্জাতিক ঘনঘটা বায়ু কোণে আফগানিস্তান-কে কেন্দ্র করে। ভবিষ্যতের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নিয়ে বিচলিত হওয়ার দিন যেন শেষ হয়ে আসছে। ঝড়ে এখনই কতো গৃহ ধূলিসাৎ হচ্ছে পেছনে হাহাকার ছড়িয়ে। প্রতিদিন মৃত্যুর তালিকা বাড়ছে ওই সব ভূখণ্ডে। অস্থির মন সহজে শান্ত হওয়া দায়।

১৭ জানুয়ারী '৮০

নেপথ্যে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। কিছু কাজ করা উচিত। নিষ্ক্রিয় বসে থেকে লাভ নেই। পুঁটি গেছে তার দিদির বাড়ী। আমি সারা দিন 'মুজতবা আলী'র উপর লেখার জন্যে ওঁর বই উল্টাতে পাল্টাতে লাগলাম, কিছু নোট করলাম। এইভাবে দিন গেল। সন্ধ্যায় দশ মিনিটের জন্যে বিজয় শ্রীবাস্তব ও উজ্জ্বল চক্রবর্তীর সঙ্গে। বাইরে বেরুতে হয়েছিল সিগারেট কিনতে।

১৮ জানুয়ারী '৮০

সংবাদপত্র খুলে হতভম্ব। চীনে সৈন্যরা আফগানিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহীদের সঙ্গে এক এক সঙ্গে লড়ছে। কারাকোরাম পার্বত্য পথে কয়েক ডিভিশন সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেছে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর এক স্যোসালিষ্ট রাষ্ট্রের মোকাবিলায়। দোসর পাকিস্তান আরো সাত ডিভিশন সৈন্য নিয়ে সীমান্তে প্রস্তুত। চৈনিক নেতাদের "তৃতীয় দুনিয়া" তত্ত্বের মুখোশ আত্মস্বরূপে প্রকটিত। বায়ু-কোণে ঝঞ্ঝার প্রকোপ আরো স্তরীভূত দ্রুততায় বর্ধমান। মুমূর্ষু সামাজিক শক্তির সঙ্গে চীন গাঁটছাড়া বাঁধতে পারে, ভাবা যায় না। ইতিহাসের এই শ্লেষ কোন পরিণাম নিয়ে ক্ষ্যান্ত হবে? আজ সেটাই প্রশ্ন।

আজকের অমৃতবাজার পত্রিকার "This is that" কালমিষ্ট লিখেছেন- The Indian who received fat prizes from the South Korean establishment for their "fight" of democratic rights have not probably heard the news. Korean political dissidents been formally charged by a martial law court with staging anti-Government demonstration last November-Reuter. 18.1.80.

গৌরকিশোর ঘোষ কী বলেন, জানতে বড় খাহেশ রয়ে গেল।

দুপুরে গৃহিণীসহ লক্ষ্মী বিশ্বাসের নেমন্তন্ন রক্ষায়। শ্রী বিশ্বাসও চাটগাঁ থেকে এসেছেন। বিকেলে নৃপেন সেনের বাড়ীতে চা পান। স্বর্গীয় মানুষটির কথা বার বার মনে পড়ল। অন্নপূর্ণা সেনগুপ্তা ও সুমনের বৌ ছিল বাড়ীতে। পরে ক্লান্ত বাড়ী

www.pathagar.com

ফিরল হাসপাতালে তিনটে সিজেরিয়ান কেস সেরে টুনটুনি (কৃষ্ণা) মাসী। সমাপতন আবার—রণেশদাও দিদির বাড়ীতে এসে পৌছলেন। পরে আমরা বাড়ী ফিরলাম।

১৯ জানুয়ারী '৮০

সুহৃদ একেয়েম আহসান এসে হাজির হয়েছে এই মহানগরে। খবর দিয়ে গেল এক স্নেহভাজন। সন্ধ্যা... কতো কাল পরে হারানো ইউসুফ (যোশেফ) আবার আলিঙ্গনে আবদ্ধ। কোন এক নিভৃত পান্থশালায় বুকের জগদ্দল নামিয়ে রাখা যাক। তদনুযায়ী এক জায়গা আসর বাঁধা গেল।

কিন্তু এই হোটেলে ক্রেঙ্কার 'ম্যুজিক' বলে চালানো হয়। তেমনই তারম্বর। বিত্তবান বর্বরগুলোর কান বলে কিছু নেই। অন্যত্র আড়াই ঘণ্টা একত্রে। অন্য দিকে, শূন্য গৃহ নয় আর; সেখানে এক জন অপেক্ষার্থী। তাই, তাই বাড়ী ফিরতে হোলো।

২০ জানুয়ারী '৮০

কুমদু চৌধুরী/অর্চনা-দোলা অলঙ্কৃত সদনে। দাওয়াত-রক্ষা। সঙ্গে পুঁটি। যোধপুর পার্কে এই এক পান্থনিবাস আছে, যেখানে সহৃদয়তার প্রচুর আবেষ্টনী সদা-অপেক্ষার্থী। বহু দিন পরে এখানে আসা, যদিও প্রতিদিন আতিথেয়তার দুয়ার খোলা থাকে। ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের জননী জামাই-মেয়ের সঙ্গে থাকতেন। গত বছর ইহলোক ছেড়েছেন। বৃদ্ধকালে সকলের মমতা-বেষ্টিত জীবন ক'জনই বা পায়? পঁচাশি বছর বয়সে বৃদ্ধার হাসি দেখে ঈর্ষান্বিত হতাম। আজ সেই হাসির মালিক নেই আমাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা দিতে।

আমি রোগী। দোলা সেদিকে নজর রেখে মসলাহীন নানা ব্যঞ্জন তৈরী করছে। ঋণের রকম ফের বহু প্রকার, আজ জানালাম। ওর স্বামী শিলঙের বাঙালী অধিবাসী। তার মুখে আসামের বর্তমানে বর্ণবিদ্বেষের ইতিহাস শুনলাম। ব্যাপারটা জটীল। সহজে নিষ্পন্ন হবে না। পঞ্চাশ বছর পরে ওরাও বাস উঠিয়ে আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসবে– সিদ্ধান্ত স্থির। দেশবিভাগ হয়েছিল বর্ণবিদ্বেষ ধরে। সেই ব্যাধি আজও সারল না। কুমদু চৌধুরী আমাদের বাসষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন ওঁর কাছেই শুনলাম, মিজোরামে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মহাপ্রয়াণের কাহিনী।

২২ জানুয়ারী '৮০

গোপাল হালদার/অরুণা হালদারের সঙ্গে সন্ধ্যা। অশীতিমুখী হালদার। মস্তিষ্কের বয়স কত? বিশ-বাইশ? এখনও নার্ভ চিন্তার বুদ্বুদকেন্দ্র। কথায় কথায় বললেন যে প্রত্যেক রাজনীতির কিছু প্রতীক দরকার হয়। তার নির্যাস ক্রমশঃ ঝাঁঝালো হয়ে

www.pathagar.com

ওঠে। যখন তা হটানো দরকার হয়, আর মামলা সহজ থাকে না। প্রতীক এ যুগে ঠাকুরদেবতা Cult হয়ে বসে। থুথুরে মাও-সে-তুং কে নড়ায় না ইচ্ছা করেই। কাজেই প্রতীক সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। নচেৎ প্রাচীন ধর্মভজা ও আধুনিক রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। সামাজিক অনাচার সহজেই ঢুকবে প্রতীকের ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে। মূল্যবান মন্তব্য। বৌদিও ছিলেন আসরে নিজের গেরস্থালির ফাঁকে ফাঁকে। ওঁর কাছ থেকে শোনা গেল, প্রকাশকদের আচরণ। গোপালদার এই বয়সের সম্মানও তারা দেয় না। এদিক থেকে কলকাতা এখন বনিয়াদী ঐতিহ্য থেকে বহুৎ দূরে ছ্যাঁচড়ামির স্তর পেরোতে পারেনি এখনও। আসর ভাঙতে হোলো গৃহিণীকে মাঝপথে এক জায়গা থেকে Collect করার জন্য।

২৩ জানুয়ারী '৮০

অবসরপ্রাপ্ত গৃহীজন বনে গেছি। আহার, ঘুম, কূজন। অভ্যেস মোতাবেক কিছু পাঠ ছাড়া আর কাজ নেই। শরীর ভাল আছে। কিন্তু এই গতিকে চলবে না। বয়সের দিকে নজর রেখেই উপন্যাসটা শেষ করা উচিত। দেড় বছরে মাত্র ৭০/৮০ হাজার শব্দ লিখলাম। আর বেশী দেরী করব না। এমন আলস্য শেষ পর্য্যন্ত মানসিক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হঠাৎ ব্যাধি জুটে সব ওলটপালট। এত দিনে মুজতবা আলী ও জয়নুল আবেদিনের উপর প্রবন্ধ শেষ হয়ে যেত। তার নোট ছাড়া আর কোন কাজই এগোয়নি।

২৪ জানুয়ারী '৮০

শ্রী বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম "গোপাল হালদার" সংবর্ধনার জন্যে এক সংকলনে লেখার জন্যে। হাতে এক মাস সময় দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় দাদা সম্পর্কে লেখার ইচ্ছে প্রবল। কিন্তু ওঁর সব বই আবার যোগাড় করে পড়ে প্রবন্ধ রচনা বোধ হয় হয়ে উঠবে না। এক অস্বোয়াস্তি। চট্টোপাধ্যায়কে পত্র দিলাম তিনি যেন কিছু বই যোগাড় করে দেন।

পুঁটি তার অগ্রজার কাছে গেছে। হঠাৎ আবার একা। ক'দিনে অভ্যেস দূষিত হয়ে গেছে। অথচ নির্জনতা নিয়েই এখানে থাকতে হবে। আরো কিছু দিন। রাত্রে বিটোভেন সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের বেতার ভাষণ শুনলাম, ম্যুজিকসহ।

২৫ জানুয়ারী '৮০

আন্তর্জাতিক রাজনীতির মন্থন জোরে শোরে চলছে। চীন-মার্কিন পীরিত। সঙ্গে ললিতা সখি বৃটেনের দাস্য-আনুগত্য, পাকিস্তানের দূতী-ভূমিকা সব এক রিলিফে নৃত্যমান। সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন খসলৎ একটুও বদলায়নি। বৃটেনের

www.pathagar.com

ফড়িয়া লর্ড ক্যারিংটন মার্কিন-মাল এদেশে বিক্রী করতে সক্ষম হয়নি। মিসেস গান্ধীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। জোট নিরপেক্ষতা তিনি যথার্থ পালন করেছেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই পজিশন রাখতে পারবেন কি না, সন্দেহ আছে। ভারতীয় মনোপলিষ্টদের চাপ আছে। জনসংঘের অটল বাজপেয়ীর উচ্চারণে তা স্পষ্ট। অন্য দিকে আফগান জনসাধারণের বর্তমান ভূমিকার প্রবণতা সম্পর্কে কিছু সঠিক সংবাদ মেলে না। তাই এই ঘনঘটার পরবর্তী রূপ আন্দাজ করা যায়।

২৬ জানুয়ারী '৮০

গৃহবন্দী। বিকেলে কিছু সামাজিক সাক্ষাতে পুঁটি সহ বেরোলাম। পরলোকগত বন্ধু জয়নুল যে কামরা (একটি মাত্র) থেকে খ্যাত হন দেশেবিদেশে, সেই কামরা ওকে দেখলাম ১৪ নং সার্কাস রো। পাশে কয়লার দোকান আজও আছে। বহু শিল্পীর আড্ডা জমত এই কামরায়। স্মৃতির অতীত স্পর্শ নেপথ্যে রইল। পরে কল্যাণী/ভূপেন/সুখেন্দু ধরদের সদনে। শ্রীযুক্ত কল্যাণী বাঙলাদেশ গিয়েছিলেন ডিসেম্বর মাসে। পুঁটির সঙ্গে সাক্ষাতের হাজার বাসনা কিন্তু মাঠে মারা যায়। আমার নিকট অভিযোগ করেছিলেন। আজ তা খণ্ডন করা গেল। তিনি কিন্তু হঠাৎ ব্ল্যাডপ্রেসারের রোগী হয়ে পড়েছেন। দরদী এই মহিলা তবু আতিথেয়তা ও আন্তরিকতায় এতটুকু স্বল্পতা দেখালেন না। পরে দুজনে হেঁটে হেঁটে ডেরায় ফিরে এলাম।

২৭ জানুয়ারী '৮০

চট্টগ্রাম থেকে পলাতক ১৯৫৮-প্রথম মার্শাল ল'র কাছ থেকে শ্রী অতুল চৌধুরী ও জ্যোৎস্না চৌধুরানী। গৃহিণীসহ টোবিন রোড—সেই বরানগর পানে। জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত শ্রীচৌধুরী। এখনও সজ্জনতা খোয়াননি। চট্টগ্রামে বেআইনি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রসারণে বিশেষ সহায়ক ছিলেন। ওঁকে ভোলা যায় না। অস্তিত্বের সংগ্রাম এখানে নতুন করে বেছে নেন। সারাদিন ওদের সঙ্গে কেটে গেল। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে দেখি, সঞ্জীব দত্তের Note দরজায়। নাগাল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছে কাল। নির্জনতা হত্যার এক হাতিয়ার আবার কলকাতায় পাওয়া যাবে, তা কম কথা নয়। দ্যুতিময় মননের ভাণ্ডারী দূতের আগমনে কে না উৎফুল্ল হয়?

২৮ জানুয়ারী '৮০

সঞ্জীবের সঙ্গে সাক্ষাতে কলেজ ষ্ট্রীট। এক বছর পরে দেখা। বাড়ীর বাথরুমে "প্যান" নষ্ট। সেই মেরামতের ব্যস্ত। আজ আর তেমন কথা এগোল না। আফগানিস্তান এখন সকলের মাথায়। সঞ্জীবের মত দুই যুযুধমান সমাজব্যবস্থা এখন মুখোমুখি। সহজে কোন স্পেকুলেশান সম্ভব নয়। তবে প্রগতিশীল মানুষের

www.pathagar.com

কাছে এই এক্সপেরিমেন্ট খুব গভীর মনোনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণের এক নমুনা। পরবর্তী পদক্ষেপ তখন সহজ হবে। বেশীক্ষণ বসলাম না। যানবাহন ও যন্ত্রণা। ট্রাম-বাস ধরে ভিড় ঠেলে পার্ক সার্কাস পৌছতে দেড় ঘণ্টা চলে গেল। কলকাতায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক ক্রমশঃ সুদূর হয়ে পড়বে, এইভাবে চললে। সন্ধ্যায় সামান্য হেঁটে বাড়ীতে। পুঁটি তার এক আত্মীয় বাড়ী গেছে।

২৯ জানুয়ারী '৮০

ইসলামী সম্মেলন হচ্ছে সব মুসলিম রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নিয়ে। চিরদিন ধর্মের জিগীর তোলা এই সব জোটে যা হয় তার ব্যতিক্রম এবারও নেই। প্রতিক্রিয়াশীলদের ওঁৎ পাতার জন্যে পৃথিবীর মহান ধর্মগুলো তোফা। সৌদি আরবে মক্কার মসজিদের সাহায্যে বহু জায়গায় আধুনিক শব্দ-ধর যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছিদ্র করা হয়েছিল, বেসমেন্টে আশ্রিত বিদ্রোহীদের সন্ধানে। ইসলামের নামে যে অনাচার চলে এবং রাজ-পবিরারে চলছে, তারই প্রতিবাদে বিদ্রোহ। এসব সৌদি আরব চেপে যায় বেমালুম। কাল বিলাতী "অবজারভার" পত্রিকায় সব ফাঁস করে দিয়েছে। অমৃত বাজার পত্রিকায় লেখাটি মুদ্রিত অথচ পূর্বোক্তধাপ্পারই জন্মদাতা সৌদি আরব এই সম্মেলনেও সোচ্চার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে। বিজ্ঞানের সব সুখ-সুবিধা ভোগী শাসকশ্রেণী মননে তা কোনদিন গ্রহণ করতে অক্ষম। Vulgar materialistরা আধ্যাত্মিকতার মনোপলিষ্ট সেজে থাকে দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ লুটতে। তেমন মনোপলিষ্টদের এই ষড়যন্ত্র-সম্মেলন হচ্ছে ইসলামাবাদে। পৃথিবীর অন্যতম মহান ধর্ম ইসলামের অবমাননা কতোভাবে না হয়। ইসলামাবাদ পাকিস্তানের রাজধানী যে জায়গায় সেই এলাকার নাম ছিল পাটোয়ার ভ্যালি, দুর্গম টিলাসংকুল জায়গা। ডাকাতদের আড্ডা। নতুন যুগের দস্যু দল ১৬০০ ষোল শ কোটী টাকা খরচ করে সেখানে পাকিস্তানের রাজধানী তৈরী করে। পৃথিবীর তাবৎ দস্যুরা পরোক্ষ অপরোক্ষভাবে সেখানে আজ জমায়েত। ইসলাম—শান্তি আবাদ করতে নয়; বরং রক্তপাতের, মনুষ্যত্ব হননের পাঁয়তারায়। ইরাকের প্রতিনিধির কণ্ঠে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উচ্চারণ শুধু ব্যতিক্রম।

৩০ জানুয়ারী '৮০

আমেরিকা যখন বৃটিশ উপনিবেশ এবং তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করে তখন টম পেইন (Tom paine) তাঁর অমর প্রচার-পুস্তিকায় (Common sense) লিখেছিলেন, "Oh ye that love mankind! Ye that dare oppose not only tyranny. but the tyrant. stand forth! Every spot of the old world is over run with opporession Freedom hath been hunted round the globe. Asia

www.pathagar.com

and Africa have long expelled her. Europe regard her like a stranger, and England hath given her warning to depart. 'O' receive the fugitive, and prepare in time an asylum for mankind". ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এই বজ্রনাদ আজও মানব প্রেমিক প্রত্যেক মানুষের বুকে প্রতিধ্বনি জাগানোর মত আহ্বান, যদিও পৃথিবীর মানচিত্রে আজ পরাধীন দেশ প্রায় নিশ্চিহ্ন। কিন্তু Tyranny এবং Tyrant, জুলুম ও জালেমের সংখ্যা ত কমেনি। মার্কিন দেশ জালেমদের শিরোমণি বর্তমানে। আফগানিস্তানে ওদের বর্তমান গতিবিধি তার চাক্ষুষ প্রমাণ। টম পেনের মর্মতেজ আজ মার্কিন দেশে অবহেলিত। মার্কিন শাসক সম্প্রদায়ের জন্যে তার কোন প্রয়োজন নেই। অথচ নামাবলী গায়ে (যথা, Krisna Consciousness), অথবা আ'বাকাবা পরিধানে (যথা ইসলামী সম্মেলন ইসলামাবাদে) মার্কিন প্রেসিডেন্ট এখন আর মানুষ নয়, বহুরূপী–আণবিক বোমা উদ্‌গীরণকারী কৃকলাস। ইতিহাসের এই ঘৃণ্য জীবেরা টম পেনকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে অক্ষম।

৩১ জানুয়ারী '৮০

পুঁটির সঙ্গে যেন ছুটি-ভোগ। সালেক সুলতানার দাওয়াৎ। গৃহস্বামী তার আবাদে-খামার খড়গরপুর থেকে ফিরে যথাসময়ে যোগ দিলেন। কর্ত্রী রান্নাঘরে ব্যস্ত। আমরা মৌসুমী-মিনু সহ টেলিভিশনে পাকিস্তান বনাম ভারত ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ দেখতে লাগলাম। পরে যথারীতি আহার। আমার মত রোগীর পথ্যও এরা তৈরী করে রেখেছিলেন মসলাহীন ষ্ট্যু, অবিশ্যি মাংস বা মোগলাই। তৃপ্তির আহার, সহমর্মী অবস্থান দুপুর কেটে গেল। বিকেলে বাড়ী ফিরে বিশ্রাম এবং সন্ধ্যায় প্রাচী সিনেমায় পানে রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি" দেখতে। পরিচ্ছন্ন ছবি। মনে আদৌ দাগ কাটল না। বহুকাল পূর্বে গঠিত উপন্যাস গল্প ভাসাভাসা মনে ছিল। সিনেমার ভাষায় কিছুই তেমন ফুটল না।

১ ফেব্রুয়ারী '৮০

আজও অবসরপুষ্ট ভদ্দরলোকের দৈনন্দিনতা। আর এক আত্মীয়ের দাওয়াৎ। বৃথা সময় চলে যাচ্ছে। কাজ নেই, কিছু সামান্য পড়া ছাড়া। তাও সিরিয়াস কিছু না। ছুটির দিন অবিশ্যি ফুরিয়ে যাবে শিগ্‌গীর। তখন গৃহপানে ধাইবার আয়োজন ক'দ্দিন লাগে জানা নেই। বয়সের হুশিয়ারী সতর্কতা সব মাটী করে দেয়। ছুটি আর ছুটি থাকে না।

২ ফেব্রুয়ারী '৮০

গৃহিণী আট তারিখে ঘরে ফিরে যাবে। শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ

www.pathagar.com

করতে হয়। বিকেলে গিয়েছিলাম দেবশরণ/পার্বতী দাশগুপ্ত সদনে। দাশগুপ্ত মশাইয়ের রাজনৈতিক স্মৃতিভাণ্ডার অফুরন্ত। ছিলেন সাংবাদিক, হয়ে গেলেন AD-Man। আমার মনে হয় ভুল করেছেন। সাংবাদিক জগতেই ওঁর থাকা উচিত ছিল। অনেক কাহিনী যা বলেন লিখে রাখার মত। তবু এক সময় আসর ভাঙতে হয়। অতিথি-বৎসলা পার্বতী দেবী গৃহিণীর নেশার সড়ক আরো অব্যাহত রাখতে এক জর্দার ডিবা (বহন সহজ, বহন-সুন্দর) উপহার দিলেন কর্ত্রীকে।

৩ ফেব্রুয়ারী '৮০

তরুণ সান্যালের ডাকে বেলা দশটার মধ্যেই অগিলভি হোষ্টেলে পৌঁছলাম দুজনে। সাড়ে এগারোটার দিকে সে বারাসাত যাবে। গৃহিণীর সাক্ষাৎ প্রয়োজন। তরুণ চলে গেল। তার সদ্যপ্রকাশিত "যেমন উদ্ভিদ" কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে। আমরা বৌমা কেয়া এবং বাবু, তোতা, বাপী মিলে আসরে। দুরদর্শনে "পাকিস্তান বনাম ভারত" ক্রিকেট টেষ্ট বসে বসে দেখা গেল। দুপুরে আহার। নিদ্রা যথারীতি। বিদায় নিয়ে ফেরার পথে ছকু খানসামা লেন। ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ বেরিয়ে গেছেন। মাধুরী দেবী এবং ঘোষ-নন্দিনী ছিলেন। এই সাক্ষাৎ শেষ করে সোজা তারক দত্ত রোড ফিরে এলাম। নেপথ্যে রাজনীতির প্রবাহ জটীলতায় ঘূর্ণ্যমান। দৈনন্দিনতাও চলছে গৃহীজনের। মন স্বোয়াস্তি পায় না।

৪ ফেব্রুয়ারী '৮০

ন্যুমার্কেট গিয়েছিলাম, দাদুদের জন্যে খেলনা কিনতে। হঠাৎ লোকান্তরিত বন্ধু আশরাফ আলি চৌধুরীর স্ত্রী সায়েরা বানুর সাথে দেখা। তিনি ঢাকা থেকে এসেছেন কিছুদিন হোলো। ওঁর বড় ভাই মারা গেছেন। বন্ধুবরের পর এই বিধবার সঙ্গে ট্রামে নাটকীয়ভাবে দেখা হয়েছিল হঠাৎ। স্মৃতির দরিয়ায় হাবুডুবু বাসা ফিরে এলাম। বিকেল থেকে বৃষ্টি। আজ আর কোথাও বেরুলাম না।

৫ ফেব্রুয়ারী '৮০

টুকিটাকি কেনা-কাটা। গৃহিণী আট তারিখে ঢাকা চলে যাবে। ট্রাম ধরলাম ২৫ নম্বর। উঠে দেখি, কবি সমর সেন বসে আছেন। পাশের সীট খালি। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। আজ জানলাম, তিনিও তেষট্টি পেরিয়ে গেছেন। আরো জানলাম রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনিও Proposal নিয়ে আছেন। Field work-এ নেই, যদিও রাজনৈতিক সাপ্তাহিকের সম্পাদক। অকপট আমার কাছে বললেন। পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত রাজনীতির প্রসঙ্গই প্রসঙ্গ। জটীল আবর্তে তিনিও পরিষ্কার কিছু দেখতে পাননি। বাড়ীর ঠিকানা দিলেন এবং সন্ধ্যার পর থাকবেন তাও জানালেন।

www.pathagar.com

ট্রাম থেকে বেক বাগানে নেমে পড়লাম। কবি এগিয়ে গেলেন। অন্য এক সময় জিজ্ঞেস করে দেখব, তিনি কেন কাব্যসাধনা সহসা পরিত্যাগ করলেন?

সন্ধ্যা। নীলরতনের অনুজ মারা গেছেন কয়েক বছর রোগশয্যায় থেকে। গৃহিণীসহ ওদের বাড়ী গেলাম। তালাবন্ধ। একই পাড়ার অধিবাসী। গোপালদা (হালদার)। ওদের দর্শনলোভী আমি নই শুধু গৃহিণীও। দেব/দেবী (অরুণা হালদার) উভয়কে পাওয়া গেল। এই বাড়ীর আড্ডা আদৌ থাকে না। শেষে বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ওরা উভয়ে বাক-পিয়াসী। কোন প্রসঙ্গ উঠলে তখন উভয় দিক থেকে র‍্যাকেট চলে। প্রসঙ্গ ব্যাডমিন্টনের বল হয়ে পড়ে। শ্রীযুক্তা হালদার অতীত ভারতের মানসজগতের সঙ্গে খুবই পরিচিত আর সংস্কৃত শ্লোক অজস্র মুখস্থ। সুতরাং ফুলঝুরির কামাই থাকে না। প্রাচীন শ্লাভ ভাষায় ভারতীয় ঐতিহ্যের কতো রকম গন্ধ পাওয়া যায় বা সেন্ট্রাল এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কী কী নিদর্শন মেলে সবই তিনি আপ্ত-রমণীর মত বলে যান। আজ আসর জমে উঠলেও, ভেঙে দিতে হলো। আরো সাক্ষাৎ বাকী। শ্রীরমেন্দ্র মিত্র ভবনে অতঃপর হানা। পায়ে হেঁটে এলাম আমরা। ইলা মিত্র ছিলেন না। মিত্র-নন্দন মোহনের বিয়ে মাথায়, তাই রমেনদা কিছু অস্বোয়াস্তির মধ্যে আছেন। ঝামেলা পোয়ানোর দায়িত্ব এবং তা পারিবারিক। সামাজিক দায়িত্বের কারবারীদের তাই স্বোয়াস্তি কম, অমন ক্ষেত্রে। বেশীক্ষণ বসা হোলো না। বাড়ী ফিরে কিছু রান্নার কাজ সারা বাকী।

৬ ফেব্রুয়ারী '৮০

পৌত্র দৌহিত্রদের বায়না মেটাতে গড়িয়াহাটা। একজন ডায়নোসোরের ছবিওয়ালা বইয়ের প্রার্থী। পেলাম না। শেষে গরিলার ছবিই স্থির করলাম। অতীত জগতের জীবজন্তুর বই এখানে নেই। কলেজ স্ট্রীটে খোঁজ করা যেত। কিন্তু গতর মানবে না। একজন—রবারের ব্যাঙ। পেলাম না। শেষে সাপ খুঁজলাম, তাও নেই। আরো ছোটখাট বায়নার জিনিস কিনে বাড়ী ফিরলাম। ক'দিন লক্ষ্য করছি, খবরের কাগজে রাজনৈতিক সংবাদ আমাকে আর টানে না। গৃহী হলে এমনই ঘটে। আত্মকেন্দ্রিকতা সহজেই পেয়ে বসে।

৭ ফেব্রুয়ারী '৮০

এবার গৃহিণীর বায়না। ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু ফল। তার পানের মসলা, জর্দা ইত্যাদি। সব সেরে দুপুরে বাড়ী ফিরলাম। মনে অস্বোয়াস্তি রইল, দৌহিত্রের 'ব্যাঙ' পাওয়া গেল না। দুপুরে আহার নিদ্রার পর লেনিন-সরণির (ধর্মতলা) দিকে। চৌরঙ্গির দিকে যেতে এক দোকানে "সাপ" পাওয়া গেল। কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলাম। চারটে বাজলে ট্রামে ভিড়ের চোটে আর সময়মত পার্ক সার্কাস ফেরা যাবে না। সন্ধ্যায় বেরিয়েছিলাম একই সাংসারিক স্রোতের টানে।

www.pathagar.com

৮ ফেব্রুয়ারী '৮০

বহুকাল পরে আজ সূর্যোদয় দেখলাম দমদম এয়ারপোর্টের ভিজিটার্স টাওয়ার থেকে। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। ফিকে কুয়াশা ঠেকে গোল সূর্য উঠছে। পৌনে চারটেয় উঠে দৌড়াতে হয়েছে এয়ারপোর্টের দিকে। গৃহিণী আজ ঢাকা যাত্রিনী। ওদের প্লেন ছেড়ে দিলে। আমি গন্তব্যমুখী। কলেজ স্ট্রীট গেলাম সঞ্জীবের খোঁজে। তিন দিন সে কলকাতা থেকে গায়েব। ধানবাদ গেছে বোনের সঙ্গে সাক্ষাতে। হতাশ ফিরে এলাম। আহার, নিদ্রা। বিকেলে মাসুদ-সমীপে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত। চার হপ্তার গৃহজীবনের সমাপ্তি ঘটল আজ। আবার একা। বড় একা।

৯ ফেব্রুয়ারী, '৮০

টমাস জোফার্সন (১৭৪৩-১৮২৬; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ১৮০১-১৮০৯) তাঁর Notes on virginia-র এক জায়গায় লিখেছেন ধর্ম ঔদার্য সহনশীলতার উপর ঃ "Constraint may make him worse by making him a hypocratic, but it will never make him a truer man. It may fix him obstinately in his errors, but it will not cure them. Reason and free inquiry are the only effectual agents against error. Guide loose to them. They will Support the true religion, by bringing every false one to their tribunal to the test of their investigation. They are the natural enemies of error and of error only. পৃথিবীময় তথাকথিত ইসলামপন্থী নেতারা সবই 'মুনাফেক।' আমাদের চেনাজানাগুলোর বুচকীর দিকে এত নজর যে নিজেদের ভণ্ডামি ঢেকে রাখতেও ওরা জানে না। অথচ আশ্চর্য, সাধারণ মানুষ ওদের অসাধু-উপায়ে অর্জিত ধন-দৌলতের চাকচিক্য দেখে চমৎকৃত হয়, কোন প্রশ্ন তোলে না। ইসলাম ধর্মের পায়বন্দ (অনুগামী) এই সব মহাত্মাদের পার্থিব সম্পদের উপর এত লোভ কেন?

১০ ফেব্রুয়ারী '৮০

গৃহীর আচ্ছন্নতা সহজে কাটে না। আজ ভোর থেকে বেজায় সর্দি। সামান্য জ্বর সঙ্গে। এয়ারপোর্টের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বেষ্টনী ছেড়ে ছাদে যাওয়ার খেসারত। সারাদিন কোন কাজে মন বসে না। লেখাপড়া সামান্যই। কোথাও আর বেরুতে পারলাম না।

১১ ফেব্রুয়ারী '৮০

সর্দির প্রকোপ ও জ্বর-জ্বর ভাব অব্যাহত। সারাদিন গৃহবন্দী। সঞ্জীবকে একটা কার্ড লিখলাম যেন দেখা করে। স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বেগ নেই। কিন্তু এমন নাড়ীপট্‌কা হলে বেশীদিন নির্বাসনে থাকা দায় হবে। দৈনন্দিনতা ঠিকই আছে। ভাত নিজে রেঁধে নিই। এক মাস থেকে সুপ-ভেজিটেবেল নিজে তৈরী করি। এসব কাজে আদৌ বিরক্তি ধরে না। অবসর পাওয়া যায়। চুলোয় চাপিয়ে অন্য কাজ

www.pathagar.com

লেখাপড়া বেশ চলে। মাছ-মাংসে তা হয় না। একটু বেশী খবরদারী লাগে। তাই তার ভার নীচে দোতলায় লুসি খালার উপর। ওদের কাছেও বড় আন্তরিকতার ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যের জন্যে এত সব সতর্কতা। বয়স সত্যিই ব্যাধি।

১২ ফেব্রুয়ারী '৮০

বন্ধ্যা দিন। কোন কাজে মন বসে না। চিন্তার ক্ষমতা যেন লোপ পেয়ে গেছে। এখন মনে হয়, রণক্ষেত্রে ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে দৈনন্দিন কর্তব্যের চাপ থাকবে। তখন অলস বা এমন নিষ্ফল অবসন্নতায় দিন যাবে না। বাঙলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির আপিসে আগুন লাগিয়েছে, হামলা চালিয়েছে কাল। আমার কণ্ঠ এসব অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে অন্ততঃ সোচ্চার থাকত, যদি অন্য কোন কাজ নাও করি। তেমন সান্ত্বনা এখানে নেই। দেড় বছর আগে উপন্যাস আরম্ভ করেছিলাম, তাও এগোল না। আত্মধিক্কৃত এই সব দিন-গুজরানের ইতি ঘটা উচিত।

১৩ ফেব্রুয়ারী '৮০

জ্বর নেই। শরীর ঠিক আছে। কিন্তু অবসন্ন মন। কাজি তৌফিকের পত্রের জবাব দিলাম। ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী এক মাস পরে দেখা করতে বলেছিলেন। তাকেও পত্র লিখলাম এত্তেলা স্বরূপ। সকালে সংবাদপত্র পড়া ছাড়া আজ কোন পড়ায়ও মন যায় না। নিজেকে করুণা করে বাঁচা কী শেষে দৈনন্দিনতা হয়ে উঠবে?

১৪ ফেব্রুয়ারী '৮০

সকাল বেশ ভাল ছিলাম। দুপুরে আতোয়ারের বাড়ী থেকে Time পত্রিকা আনতে গেলাম, গা শিরশির করছিল। দুপুরে ভাত খেলাম। তারপর কম্প দিয়ে জ্বর ১০৩। নির্বোধের আচ্ছন্নতায় সারা দিন। পড়াশুনায় মগজ নিষ্ক্রিয়। সারা রাত এইভাবে গেল। ভোরে জ্বর ছেড়ে গেল। রাত্রে 'দু শ্লাইস পাউরুটি খেয়েছিলাম।' অসম্ভব দুর্বলতা সারা দেহে। মানসিক স্থৈর্য রাখা দায়।

১৫ ফেব্রুয়ারী '৮০

বিকেলে রণেশদা, সুনীল মিত্র দেখা করতে এসেছিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তবু কোলাহলে থাকা গেল। তারপর নির্জনতার বেড়াবন্দী। সময় জগদ্দল।

১৬ ফেব্রুয়ারী '৮০

Faith, Cult—এসবের প্রভাব সহজে কাটে না। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনও সেখানে যথেষ্ট নয়। আরো মানসিক ঘষামাজা প্রয়োজন এবং বহু দিন তক। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে এবার বিরাশি বছর পরে। সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত।

www.pathagar.com

আপিস আদালত বন্ধ। একটা সাধারণ প্রাকৃতিক ব্যাপার। অথচ আজও অজ্ঞানতার–যার অপর নাম এদেশে ধর্ম—কী দাপট! কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মঘাটে শ্মশানে সুবিধার জন্যে সরকারের চার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ ভলান্টিয়ার ইত্যাদির খবর তা আছেই। এক সন্ন্যাসী কুরুক্ষেত্রে দেড় মণ ঘি নিয়ে গেছে (১৮০০) আঠার শ টাকা দাম বাজার মূল্যে সব পোড়ানো হবে যজ্ঞে সূর্যের মঙ্গলের জন্যে। মেহনত ম্যাটেরিয়ালের শত রকম অপচয়ের পেছনে বসে আছে মগজের অপচয়। সন্ধ্যায় একা-একা বড় খারাপ লাগছিল। ফিনু চাচা (শামসুল আরেফীন) এসেছে মাইথন থেকে। ওর সঙ্গে প্রাচীন সবলসিংহপুর জরীপ করলাম। পরে সকাল সকাল খেয়ে শুতে যাব, বৃষ্টি এলো। বাইরে মুখ হাত ধোয়ার জন্যে অপেক্ষায় এক ঘণ্টা গেল। পরে ঘুম।

১৭ ফেব্রুয়ারী '৮০

আট বছর আগে, মা, তুমি আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিলে চিরতরে। যেতে পেরেছ কী, অভাগিনী?

আজই ঢাকা থেকে আবুল হাশেম এসেছে এক টীন দুধ—(সেজ বৌমার উপহার) সহ। সকাল থেকে মার জন্যে ঢাকার দিকে চেয়ে আছি। সন্ধ্যায় খবর দিয়ে গেল মনসুর মার (৩ বরদাকিংকর লেন) খবর। পরবর্তী সব স্লাইড আজ আবার দেখতে লাগলাম।... প্রচণ্ড সর্দির জন্যে গরম জল গলায় ঢাল শেষে। হাশেম এলো।... বিষণ্নবিধুর সন্ধ্যা। জননী, কোথায় তুমি? সন্তানের যন্ত্রণার তুমিই কিছু শরীক হতে পারতে।

১৮ ফেব্রুয়ারী '৮০

মনে হয়, চিন্তাশক্তি সব যেন উবে গেছে, এমনই মানসিক কাঠামো। হঠাৎ হাতের কাছে জেনারেল আইসেন হাওয়ারের একটা (সংক্ষিপ্ত) আত্মজীবনী পেলাম। সারাদিন তা নিয়ে আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা।

সন্ধ্যায় ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরীর পার্ক স্ট্রীটের চেম্বারে। সহৃদয় চিকিৎসক এক মাস পরে দেখা করতে বলেছিলেন। সমাপতন বটে! সুশীল জানা (লেখক) মশাইও এসেছেন অসুস্থ পুত্রকে নিয়ে। নার্ভে গণ্ডগোল। আগে ওদের দেখা শেষ হলে, আমাকেও ডাক্তার আবার দেখলেন বেশ মনোযোগ সহকারে। ফাঁকে ফাঁকে বাঙলাদেশের পরিস্থিতি আলোচনা। ফেরার সময় বাহন না পেয়ে অনেক হাঁটতে হলো। নিজের পুরাতন কলেজ সেন্ট জেভিয়ারের পাশ দিয়ে যেতে স্মৃতি আর কী করে চাপা দেব? রিকশা পেলাম মল্লিক বাজারের মোড়ে এসে যেখানে প্রথম কলকাতা এসে হারিয়ে গিয়েছিলাম। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। বড় ক্লান্তি ছেয়ে

www.pathagar.com

এলো। যদিও সর্দি ছাড়া শরীর নীরোগ।

১৯ ফেব্রুয়ারী '৮০

আইসেন হাওয়ার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়ক—সেনাপতির জীবনচরিত পড়ার সময় মনে হোলো, কিছুটা শক্ত মন না থাকলে দেহও হালকা হতে থাকে। মানসিক যন্ত্রণা বাড়ে। সারাদিন এক বই নিয়ে। সন্ধ্যায় মাসুদ সন্ধানে। বাড়ীতে তাহেরা ছাড়া আর কেউ নেই। পরিচারিকা অবিশ্যি দ্বিতীয় জন। আটটা পর্য্যন্ত ওদের T.V-র প্রোগ্রাম দেখে, খবর শুনে বাড়ী ফিরলাম।

সন্ধ্যায় রণেশদা এসেছিলেন একুশে ফেব্রুয়ারীর খবর দিতে আমার সঙ্গে পথেই দেখা।

২০ ফেব্রুয়ারী '৮০

আবুল হোসেনের হোটেল থেকে গেলাম সঞ্জীবের খোঁজে। সে পলাতক। বম্বে চলে গেছে পনর দিন পূর্বে ভগিনী-সন্দর্শনে।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে।

২১ ফেব্রুয়ারী '৮০

বিষণ্ন আবহ। ঢাকায় প্রভাত ফেরীর সৈনিকেরা গান গেয়ে চলেছে। আমার কষ্ট, আমি সেখানে নেই। আকাশবাণী "চারুকেশী" রাগের আর্তনাদ-মুখর যন্ত্রণা আরো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলে।

"একুশে ফেব্রুয়ারী" পালন করবে ভারত-বাঙলাদেশ মৈত্রী সমিতি কলেজ স্কোয়ারে। উচাটন মন। শরীরে কুলায় না। তবু বেরিয়ে পড়লাম। প্রীতিময় সমাপতন ঃ স্নেহভাজন রশীদ আল-ফারুকী এবং অধ্যাপক রমেন্দ্র ঘোষ একই ট্রামে। নিঃসঙ্গতার বেড়ি কাটল। ওরা মাঝপথে নামল। পরে কলেজ স্কোয়ার যাবে। আমি যথাস্থানে। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। চরণ নারাজ। Redical Book Club-এর ষ্টলে গেলাম। বিমল মিত্র অসুস্থ, আসেননি। বাঙলাদেশ রাজশাহী জেলে গুলি... ইত্যাদি জড়িত ফটিকচন্দ্র ছিলেন। ওর সঙ্গে কিছু বাক-বিনিময়। পরে "গ্রন্থপ্রকাশ' এ। স্নেহাস্পদ ময়ুখ বসু তার গাড়ীতে বাড়ী পৌঁছে দিলে।

২২ ফেব্রুয়ারী '৮০

ঢাকায় চিঠি দিতে এক হোটেলে। মির্জাপুর অকুস্থল। পরে—সাংবাদিক পরেশ সাহা সদনে। স্নেহাস্পদ গিয়াস, সুধীন সাহা আরো অনেকের দেখা পাওয়া

www.pathagar.com

গেল। ঢাকায় সম্প্রতি হরতালের ডাক খুব সফল হয়। খোদ প্রেসিডেন্ট ইসলামপুরে দোকানে দোকানে গিয়ে দোকান খেলা রাখতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু বাতাস দেখে কেউ সাহস করেনি। প্রধানমন্ত্রীকে শহীদ মিনারে যেতে দেয়নি এমনই ব্যবস্থা ছিল। রাজনৈতিক আবহাওয়ার ক্রমশঃ কেলাসন (Crystalization) শুরু হয়েছে। অসুস্থ শরীরের জন্যে এটাই বড় স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। ফেরার সময় নাকালের অন্ত রইল না। ট্রামে বিদ্যুৎ অভাবে কুড়ি মিনিট বসে। নামার সময় ভিড়ে চামড়ার ছড়ে যাওয়ার উপক্রম।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদ সদনে, শিখা জলি ও কচিদের সঙ্গে।

২৩ ফেব্রুয়ারী '৮০

শরীরই এখন শত্রু। রাত্রে গলা খুসখুস কাশির চোটে দু'বার ঘুম ভাঙল। এই ব্যাঘাতে সকালে ক্লান্তি বাড়ে। দৈনন্দিন গেরস্থালির কাজে মন এগোয় না, শরীর চলে না। তবু নাচার, যান্ত্রিক অভ্যেসের বশে কাজ করে যাওয়া।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে। ও ফিরে এসেছে।

কাবুলে পরিস্থিতি জটীল হওয়া বিচিত্র নয়। দুনিয়ার তাবৎ প্রতিক্রিয়াশীলতার (হায়, সমাজতান্ত্রিক চীন) সব এক জোট। সহজের সব রাস্তা সেখানে বন্ধ। কাবুলে সামরিক আইন জারী খুবই স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে। সেখানে সহজে হেস্তনেস্ত কিছুই হবে না এবং দ্রুত—তা বেশ বুঝা যায়। বহু আগে আঁদ্রে মালরো যে মন্তব্য করেছিলেন, আফগানিস্তান সম্পর্কে– "An ossified Islam which is the sole backbone that has kept this sleep walking community erect amidst the barrenness of the mountain and solemn palpitation of the blue sky"-তাও আবহে স্মর্তব্যে। পাকিস্তান ত ইসলামী জিগিরের সৃষ্টি।

২৪ ফেব্রুয়ারী '৮০

আজ সকালে নড়বড়ে একটা দাঁত টুথব্রাশের সঙ্গে উঠে এলো। ষোল বছর পূর্বে (১৯৬৪) এই তারিখে খসে গিয়েছিল আমার পাঁজর। ভোর থেকে তুরহানের কথা মনে পড়তে লাগল। ২৩.২.৬৪ তারিখে ছিল কাজি শামসুল হুদার মেয়ের বিয়ে। আমরা স্বামী-স্ত্রী গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরব। তুরহান আমাদের কামরা পাহারা দিতে সেখানে শুয়েছিল। এসে কড়া নাড়তে খুলে দিলে। পরদিন ২৪ তারিখ। পরদিন সে আমাদের শোকের দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল। আজ আমার অসুস্থ শরীর। বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় অস্থির। ন'টার দিকে খিদিরপুর যাব স্থির করলাম। বাল্যসঙ্গী বাশারৎ এসেছে সবলসিংহপুর থেকে। ওর সঙ্গেই সারাদিন

www.pathagar.com

কাটিয়ে দেব। তথাস্তু। সুদূর অতীতে দুই প্রৌঢ় সাঁতার কাটলাম। কতো প্রিয় সঙ্গী। পরিচিত জন বিগত। অনেকের দুঃখের বোঝা কাঁধে মুহ্যমান। এক স্নেহময়ী খালা (আরজান খালা) নিঃসন্তান, আত্মীয় নাৎনী বাড়ীতে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, বড় মামী শাহজাহানের মা পরলোকে... শত খবর শত ঝঞ্ঝা...।

অতীতের ফেরৎ দিনে সব ভুলেছিলাম। ফেরার পথে আমার তুরহান তার মুখের আদল ট্রামের, বাসের চারপাশে ভাসিয়ে দিলে।

২৫ ফেব্রুয়ারী '৮০

শেষে কী Defeatist হয়ে যাব? সারাদিন কোন গঠনমূলক চিন্তায় ঢুকতে মন নারাজ। পড়াশুনা ত অভ্যেসেই কিছু না কিছু রোজ চলে। প্রাণ কোথায়? সন্ধ্যা একা-একা কিছু হেঁটে এলাম। দুহপ্তা হয়ে গেল। সর্দি ঠিক আছে। রাত্রে কেশে-কেশে অস্থির হতে হয়। দেহ-মন সবই বিরোধী। এই পর্য্যায় কদিন চলবে? এমন বাঁচা নিরর্থক। নির্বাসিত জীবন তবে বেছে নিলাম কেন, যদি এইভাবে দিন কাটাব?

২৬ ফেব্রুয়ারী '৮০

সন্ধ্যায় সুন্দরী মোহন দাস এভিন্যু গিয়েছিলাম রমেন/ইলা মিত্রের দাওয়াৎ রক্ষায়। উপলক্ষ্য ছেলে মোহনের বিয়ের বৌ-ভাত। আহারে নানা নিষেধ। তবু গিয়েছিলাম, প্রাচীন কিছু পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রণেন সেন, সুধীন্দ্র রায় (খোকা রায়) প্রমুখ জনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বিনয় ঘোষ, গোপাল/অরুণা হালদার, তরুণ সান্যাল, গীতা মুখার্জি, রাম বসু... অনেকের মধ্যে সন্ধ্যায় প্রচুর মনোবল ফিরে পাওয়া গেল। রণেশদা, জ্যোতি দাশগুপ্ত অনেক দেরীতে এলেন। আমাকে তখন বিদায় নিতে হোলো। সকাল-সকাল শুয়ে পড়ি আজকাল। অনাচার এই বয়সে অন্যায়। তাই দ্রুত পলায়ন। খোকাদা বড় রুগ্ন হয়ে গেছেন। বাহাত্তর বয়স। বাঙলাদেশের প্রেমে খোয়ার। চলে এসে ভালই করেছেন।

২৭ ফেব্রুয়ারী '৮০

অধ্যাপক মোশাররফ হোসেনের প্রবন্ধ "Nature of stock in Bangladesh-হঠাৎ হাতে এসে পড়ল। বড় উপকৃত হলাম। বহু খবর পাইনে। Institute of Srategic studies (London) এর পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বাঙলাদেশে ডিফেন্স বিভাগে নৌবাহিনী.... থেকে রক্ষীবাহিনীর (বাঙলাদেশ বর্ডার গার্ডসহ) সংখ্যা ১৯৭৫ এ ছিল ষাট (৬০,০০০) হাজার। বঙ্গবন্ধু নিধনের পর সে বছরেই তা লাফিয়ে ৯০ নব্বুই হাজারে দাঁড়ায়। মিলিটারী বাজেট ১৯৭৪-৭৫ ছিল একাত্তর কোটি টাকা। ১৯৭৬-৭৭ এ তা দাঁড়িয়েছে এক শ সত্তর (১৭০) কোটি টাকায়।

www.pathagar.com

সামরিক এবং বেসামরিক প্রশাসনের খরচ দুবছরে দুই হাজার কোটী টাকা। এই বাজেটের পরিমাণ থেকে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা কিংবা উন্নয়নের চেহরা সহজে অনুমান করা চলে। অর্থাৎ সামরিক আমলা-চক্রের নাগ-পাশ ক্রমশঃ 'টাইট'। অধ্যাপক হোসেন শেষে মন্তব্য করেছেন–রাষ্ট্রের কাঠামো আধা-স্থায়ী (Semi-permanent) সেখানে শাসক-শ্রেণীর দুর্বলতা যেমন প্রকট, অন্যদিকে বিরোধী দলের অবস্থাও তদ্রূপ। কোন সুষ্ঠু বলশালী ভাবাদর্শও সম্মুখে নেই। সামরিক শাসকশ্রেণী ক্রমশঃ মরীয়া। বহু দিন এই স্ববিরোধ ঝুলে থাকার সম্ভাবনাই বেশী। হোসেন সাহেবের সুচিন্তিত প্রবন্ধটির আলোয় অনেক কিছু দেখা গেল।

সন্ধ্যায় আতোয়ারের বাড়ী গিয়েছিলাম শামসুল হুদা রোড Time পত্রিকা আনতে। ছেলে মেয়ে পাশাবুড়ি দুজনেই ছিল। নীরা দেবী আফিস থেকে ফেরেননি। ওদের কল্যাণে বিশ্ব-রাজনীতির হালচারের সঙ্গে Uptodate থাকা যায়। আতোয়ার Time এর গ্রাহক ছিল। গৃহিণী আর বন্ধ করেননি যদিও এত ব্যয়সাপেক্ষ। আমার বহু মেহনৎ বেঁচেছে। পূর্বে যোগাড় করতে সাদার্ণ এভিন্যু যেতে হোতো।

২৮ ফেব্রুয়ারী '৮০

সকালে বিজয় শ্রীবাস্তবে খোঁজ নিতে এসেছিল। উত্তর প্রদেশবাসী এই সজ্জন তরুণের মানসিক পরিধি এত বিস্তৃত ধর্মীয়-প্রাদেশিক এক কথায় সব রকম মধ্যযুগীয়তার আবর্জনা-মুক্ত সে। দুর্দিনে এমন কাউকে কাছে পাওয়া সৌভাগ্য। আগামী কালের ভারতে কোনদিন এই সব হৃদয়ই নেতৃত্বের পতাকা বহন করবে। আমরা যারা ষাট পেরিয়ে গেছি হয়ত তেমন দিনের মুখ দেখব না, তবু বহু সান্ত্বনা আমাদের প্রত্যাশা বৃথা যাবে না।

সন্ধ্যা ঃ বনানী/চৌধুরীর সহিত।

২৯ ফেব্রুয়ারী '৮০

সকাল থেকে শরীর হঠাৎ খারাপ। জ্বর-জ্বর ভাব। আরো বিপদ, লুসি খালা গাঁয়ে চলে যাবে তিন দিনের জন্যে। অর্থাৎ, দুপুরে আহারের সমস্যা। দশটা নাগাদ বাজার করে এলাম। ভাত আছে, তবু 'ড্রাই' লাঞ্চ। আলু আর ডিম সেদ্ধ। বিকেলে শরীর ভালই। কিন্তু আকাশে মেঘ করে এলো। দূরাগত মেঘের ডাক, আচ্ছন্ন আবহাওয়া। বিষণ্নতায় মন ছেয়ে গেল। ঘরেই ফিরে যাব এবার। এই নির্জনতা, একাকিত্ব ক্রমশঃ দুর্বিসহ। বৃষ্টি এলো ছ'টার পর। আজ কোথাও বেরুলাম না। প্রায় বন্ধ্যা দিন কাটছে। পড়া আছে। লেখার কোন বালাই বা চিন্তা নেই।

www.pathagar.com

১ মার্চ '৮০

সকাল থেকে বৃষ্টি। এত ভারাতুর মন। সারাদিন বৃথা গেল। চিন্তাবিমুখ মন। পড়া ত যান্ত্রিক অভ্যেস মাত্র। আত্মকরুণায় আর কতো দিন কাটবে? শেষে Defetist চেতনায় বন্দী হয়ে থাকব? দিনে নানা স্বপ্ন দেখলাম। এক ঘণ্টা ঘুমও নির্বিবাদ নয়।

২ মার্চ '৮০

সকালে জ্যোতি দাশগুপ্ত সমীপে। বিভা দেবী চোখ অপারেশন-উত্তর দিন ও সন্ন্যাসীদের লালনে ব্যস্ত থাকেন। দুপুরের আহার সেখানে বরাদ্দ সহজ। পরে গেলাম বালিগঞ্জ শ্রীশরবিন্দু চট্টোপাধ্যায় ভবনে। দেশে ফেরার দলীল ত নেই। কীভাবে পাওয়া যায়, জানা দরকার। সহৃদয় এই বাঙালি—আন্তরিকতায় কোন কার্পণ্য দেখালেন না। বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ঘনঘটার সঙ্গে বহু কাল জড়িত তিনি। সেই সূত্রেই পরিচয়। দুপুরে বিভা দেবীর আতিথেয়তা পালন শেষে গৃহে। দেখা গেল, জয়নুল আবেদীন (শিল্পী নয়) এসে ফিরে গেছে। বাড়ীর সংবাদ পাওয়া যাবে ওর কাছে। কাল ওকে খুঁজে বের করা এক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল। গৃহহীন তবু গৃহপানে চেয়ে থাকা... স্মৃতির জুলুম শুরু হোলো। বিষাদাচ্ছন্ন সন্ধ্যা, রাত্রি। অনেক সাধনার পর ঘুম।

৩ মার্চ '৮০

দুই আবেদীন কলকাতায় নিকট গণ্ডীর মধ্যে এসেছিল। শিল্পাচার্য পরলোকে। একজন Information বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। ঢাকা আগত। খবরের জন্যে মাসুদ সদনে। সারাদিন ওদের সঙ্গে। আবেদীনও ঘণ্টা দুই আড়াই ছিল। সরকারী কর্মচারী। জীবিকার টানে অনেকে বদলে যায়। আবেদীন ব্যতিক্রম নয়। গোটা দেশের নক্‌শা প্রায় অনেকের চোখে ধরা পড়ে না। ফলে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের উপর ভরসা। আবেদীন তার ব্যতিক্রম নয়। নানা illusionএর শিকার। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলাম। ক্লান্তির শেষ নেই। তার উপর দু'দিন থেকে বাথরুম অকেজো। নালী পরিষ্কার না হলে ব্যবহারের অযোগ্য। নীচে রফিকদের বাথরুমের শরীক। পানি ফেলার কোন অবকাশ নেই তিন তলায়। ফলে দিগ্‌দারী অন্তহীন। আজ একটানা ঘুমালাম ১০টা থেকে ভোর তিনটে। পরে চেষ্টা চরিত্তির করে পৌনে ছ'টা পর্য্যন্ত। এমন কুড়েমি বহুদিন করিনি।

৪ মার্চ '৮০

বর্তমান মানসিক রুগ্নতা দু'মাস ধরে চলল। আর চলতে দেব না। দু'তিন

www.pathagar.com

দিন জের চলে চলুক। তার বেশী আর এক মুহূর্ত নয়। গ্রামে আমিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। তারপর রণক্ষেত্রে ফিরে যাব। এখন বুঝেছি, দুঃখের মুখোমুখি না দাঁড়ালে বুকের বল ফিরে পাব না। বাঙলাদেশ তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।

৫ মার্চ '৮০

জয়তু, রবার্ট মুগাবে। বহুদিনের সংগ্রাম আজ সফল। জিম্বাবোয়ে (পুরাতন রোডেসিয়া) এবার স্বাধীনতা পাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় এক শতাব্দীরও বেশী আফ্রিকার আর্তনাদ-মুখর কান্না শ্বেতাঙ্গ সভ্য জাতির বুকে কোন আলোড়ন তোলেনি। আফ্রিকার সন্তানেরা তাই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়। গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যই বর্তমান পরিস্থিতি। দেখা গেল, সভ্যতার মুখোশধারী শ্বেত চামড়া ঢাকা দেহ-বিশিষ্ট শাসকশ্রেণী অস্ত্রের ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা বুঝতে অক্ষম। জয়তু, বরার্ট মুগাবে। মার্কসবাদের প্রয়োগবিদ্যায় পারদর্শী এই দেশপ্রেমিকের বিজয়-সাফল্যে কি আনন্দিত না হয়ে পারা যায়? বাঙলাদেশে আজ আমরা হারছি। কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের কোথাও না কোথাও জয়ের রথ এগিয়ে চলেছে। তা কী করে ভুলে যাব?

৬ মার্চ '৮০

প্রকাশক এবং লেখক হীরক রায়। কিন্তু প্রথম পেশার দ্রব্যগুণ বোধ হয় এদেশে ছাড়া যায় না। পনর দিন আগে কথা দিয়েছিল, দু'বার ফেল করেছে। কাল কথা দিয়েছিল আজ মজুরী নিশ্চয় দেবে। ৪টায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট। রোদ ঠেলে, সারাপথ দাঁড়িয়ে "অনন্য" প্রকাশনে গেলাম। তালা বন্ধ। ক্লান্তির চোটে অস্থির। বিমল মিত্রের বুক ক্লাবে বিকেলটা কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যায় ময়ুখ বসুকে, ধন্যবাদ; সে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল গাড়ী করে। এমন হতাশা-মুখর দিন।

৭ মার্চ '৮০

ব্যুরোক্রেসির ধাতব প্রতিক্রিয়া কাউকে রেয়াৎ দেয় না। আজ "B" র সঙ্গে আলাপ করে মনে হোলো, ভাল থাকা আর আহারের লোভে এদের বিবেক আর বুদ্ধি পায়নি। চিরাচরিত ভাল-মন্দের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা। ব্যক্তিগত পর্য্যায়ের বাইরে তা যায় না। ফলে, রাজনীতির ভাবধারাও তথৈবচ। খামখা এদের সঙ্গে দেখা পাঁচ বছর পর। ভাবতে কষ্ট লাগে, এরা এক কালে আমাদের বন্ধু ছিল। সমাজ সম্পর্কে প্রচণ্ড মূর্খতা নিয়েই বড় চাকরী করা যায় এবং বিবেক ঘা খায় না। সমস্ত সকালটা বৃথা গেল। কে জানে, কারো এজেন্টরূপেই এ কলকাতায় প্রেরিত কি না?

সন্ধ্যা সালেক-সুলতানার সঙ্গে। বাঙলাদেশের কিছু খবরও পেলাম। দুই

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ। অনুন্নত দেশে ভাবধারার বাহক হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরুণেরাই এগিয়ে আসে। প্রতিক্রিয়ার শিকারও হয় অনেকে। তবু ওদের আন্দোলন খাটো করে দেখা চলে না। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোয় বাঙলাদেশের খবর এত কম থাকে, অনেক জিনিষ চোখ এড়িয়ে যায়।

৮ মার্চ '৮০

বন্ধ্যা দিন। অবুঝ মন। লেখাপড়ার পড়া এগোয়। চিন্তা রুদ্ধ। আত্মকরুণায় অবসন্ন দেহ।

৯ মার্চ '৮০

একই মানবপ্রবাহ। তাই সকালে বেরিয়ে পড়লাম। কিছু দায়িত্ব পালন করা যাক। মরহুম ফজলুল হকের গল্প-উদ্ধারে অধ্যাপক প্রীতীশ দত্ত সমীপে বালিগঞ্জ গার্ডেন। তিনি অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছেন। ফেরার পথে দেবশরণ/পার্বতী ও ব্রজেন ভট্টাচার্যের নিকট অল্পক্ষণ। বিকেল চক্রবর্তী ভবনে সাদার্ণ এভিন্যু। ফনীদার সঙ্গে অনেক আলাপ। রবীন্দ্রনাথের ঢাকা-সফরের সময় নিকটে ছিলেন। তদানীন্তন কাহিনী ছাড়া আরো অনেক ঘটনার সাক্ষী তিনি। একদিন সেগুলো নোট করে নিয়ে যাব। একাশি বছরে এত সতেজ স্মৃতিশক্তি। অথচ নিজে কিছুই লিখে গেলেন না। নিজের মধ্যে নিজে বন্দী রইলেন। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যলালিত এই সব আত্মা উদারতাবাদের বাইরে যেতে পারেননি বলেই কি অমন নিষ্ক্রিয়তা? পেশায় আইনজীবী কিন্তু শিল্প-রসের মক্ষিকা। রসের মধ্যেই ডুবে রইলেন সারাজীবন। অনেক বিলম্বে দেখা হোলো (বাঙলাদেশের জন্ম সৌভাগ্য) এমন সব হৃদয়ের সঙ্গে!

বসুধা চক্রবর্তী, ইন্দুদি গোটা পরিবার বয়সের চাপে ন্যুব্জ। সকলেই অকৃতদার। ফলে, এখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বেশ নাকাল যাচ্ছে।

ফেরার সময় আরতি গাঙ্গুলির সঙ্গে অল্পক্ষণ। তুলসী বাবু দিল্লীতে। ওদের দু'খানা বই আমার কাছে বহুদিন পড়ে আছে। ফেরৎ দেয়া হয়নি। এই জবাবদিহির জন্যে বিশেষ করে পূর্ণদাস রোডে প্রবেশ। হঠাৎ টিপটিপ বৃষ্টি নামল। ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। দুর্ভোগ থেকে বাঁচা গেল।

১০ মার্চ '৮০

নীরদ চৌধুরী এই বঙ্গে এক দিকপাল পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রগুলোর মাহাত্ম্যে। পশ্চিম সভ্যতার অন্ধ-স্তাবক এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ঘৃণা-অবজ্ঞার থুথুনিক্ষেপকারী, ইতিহাস-জ্ঞানের শূন্যতায় আত্মম্ভর এই ভদ্রলোকের উপর কেউ সীরিয়াস কিছু লেখেনি। বাঙলাদেশ অগ্রণী—যদিও দায়িত্ব

www.pathagar.com

ছিল এই বঙ্গের। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে ধন্যবাদ তিনি এক উত্তম প্রবন্ধ লিখেছেন। "কৃষ্ণ সাহেবের ক্ষোভ ও লড়াই" চৌধুরী বাবু, না সাহেবের উপর। ইংরেজী পদলেহী Class-collaborator এই পণ্ডিতদের এটি পুনর্মুদ্রণে দিয়েছিলাম। তিন মাস পরে ফেরৎ দিল। রেডিক্যাল বুক ক্লাবের শ্রীবিমল মিত্র তার পত্রিকায় ছাপতে চাইলেন। সেই বাবদ ও কিছু তাগাদায় কলেজ স্ট্রীট গিয়েছিলাম। বই পাড়ায় আরো শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অভিলাষ থাকেই। নবপত্র প্রকাশনের প্রসূন বসুর আখড়ায় তাকে ছাড়া আরো পাওয়া গেল বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে। হীরকের পাত্তা করা গেল না। শ্রীবিমল মিত্রের আখড়ায় অবন্তী সান্যাল কিছুক্ষণের জন্যে এলেন মাত্র। এই জঙ্গলে চাংগা হওয়া গেল। একাকিত্বের বোঝা এইভাবে কমানো যায়। উষা ভট্টাচার্য ইঞ্জিনীয়ার সমাজ-সচেতন সাহিত্য সেবক। তার সঙ্গেও এখানে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল। দেহে মনে এমন সুঠাম বাঙালী প্রতিমূর্তি অল্পই আছে। বৃষ্টি ঠেলে আসতে হোতো। ময়ুখ বসু আজও ডেরায় পৌঁছে দিলে।

চল্লিশের প্রসিদ্ধ গল্পশিল্পী সুবোধ ঘোষ গত রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ওঁর 'ফসিল' গল্পের সমালোচনা করেছিলাম "পূর্বাশা" পত্রিকায়। সেখানে পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে (সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সত্যপ্রসন্ন দত্ত প্রমুখ আরো অনেকে অকালে পরলোকগত রবীন্দ্র সিংহ উপন্যাস 'নিশীথে সূর্য' এর লেখক-প্রমুখ ছিলেন) সুবোধ বাবুকে প্রথম দেখি, পরিচয় হয়। আর কখনও ওঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ পায়নি। এমন প্রতিভা আনন্দ-মাজারের জঙ্গলে কালে কালে হারিয়ে গেল। মাজার-সমাধি-সৌধ।

১১ মার্চ '৮০

বন্ধ্যা দিন। ১৯৬১-৬২ ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন জন গলব্রেথ। ভদ্রলোক অর্থনীতিবিদ হিসেবেও খ্যাত। ওঁর "Ambassador's Journal" রোজনামচা পড়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। পুঁজিবাদী সমাজের Double-dealing এর নমুনা প্রচুর। EVIL এর স্বরূপ যে কী তা এই সব ভদ্র জীবদের আচরণেও স্পষ্ট। ওর ছেলে Peace-corps কে (বয়স বারো বছর) Peace corpse বলেছিল সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের নিকট। কিশোরের কণ্ঠেই বরং বিবেক প্রতিধ্বনিত। গোয়েন্দা-সমাজ-লবী Peace corps ওই সংস্থার পাঁচ হাজার গেছে বাঙলাদেশে। প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খলে মুহ্যমান গোটা ভূখণ্ড।

১২ মার্চ '৮০

বন্ধ্যা দিন। গলব্রেথের জার্নালটা শুধু শেষ করা গেল।

বিকেলে রণেশদাকে নিয়ে রমেন্দ্র মিত্র সমীপে। গোপাল হালদারকে ছোঁয়াও

www.pathagar.com

সফর নামায় ছিল। তিনি মেদিনীপুর গেছেন অরুণা দেবীসহ। ফেরার পথে মিত্র সমীপে। যেটুকু মানসিক বল সঞ্চায় হয়েছিল, সব উবে যেতে লাগল। শেষে কী মানসিক ক্লীবতা নিয়ে ফতুর হয়ে যাব?

১৩ মার্চ '৮০

অশান্ত মন। ঘরে বসে থাকা দায়। তাই বেরিয়ে পড়ে দুপুরে আহার করলাম রণেশদার আখড়ায়। অবিশ্যি বিভা দাশগুপ্তর কল্যাণে। দুপুরে সুনীল মিত্রাদির সঙ্গে বাড়ী ফিরলাম। দিল্লী থেকে খতীবের পত্র পেলাম। মারাঠী-সন্তান বাঙালীদের প্রেমে খোয়ার। নতুন জায়গায় অস্তিত্বের সংগ্রামে মুহ্যমান উত্তর-ষাট বয়সে। খতীব লিখেছে, মন আর শরীর যখন এমন, আমার এবার বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত। রণক্ষেত্রেই হয়ত নিজের সত্তার সাক্ষাৎ মিলবে। চিন্তাবিমুখ মন। কিছু ভাবা দায়।

১৪ মার্চ '৮০

বিষম বিপদ ঃ মনের সঙ্গে লড়াই। রবীন্দ্রনাথের গানের পংক্তি ঃ

লেখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখর গুলি।

বার বার আওড়ানো ছাড়া আর যেন কোন কাজ নেই।

দুপুরে আহার কল্যাণী ধর ও ভূপেন ধরের সঙ্গে। সন্ধ্যায় মাসুদ সমীপে।

১৫ মার্চ '৮০

নাগাল্যান্ড থেকে ফিরে সঞ্জীব বোন সান্ত্বনার বিষম অসুখের সংবাদ শুনে চলে গিয়েছিল। কাল ফিরেছে। আজ সাক্ষাৎ। আসামে বিদেশী-খেদা আন্দোলন কীভাবে স্তরে স্তরে এগিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ শোনা গেল। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান দাংগা। বাঙালী হিন্দু বনাম বাঙালী মুসলমান। আসামী হিন্দুরা বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে এক-জোটে। পরবর্তী অধ্যায় রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের প্ররোচনায় সব বিদেশী খেদানোর শ্লোগান। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান একজোট থাকলে আসামীরা কিছু করতে পারত না। তাই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম স্তর প্রতিপালিত। তৃতীয় পর্য্যায়ে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচলে তার বিস্তার। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা জনতা তথা মুরারজি দেশায়ের আমলে প্রকট। ফলে, অহমী আন্দোলন বর্তমান ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। এই সমস্যা না মিটলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তা ছড়িয়ে পড়বে। দাংগা, সাম্প্রদায়িক দাংগার বিস্তার গোটা উপমহাদেশে Destabilization যা আনবে তা রীতিমত ভয়াবহ। বাঙালী মুসলমান বহু লক্ষ আসামে। বাঙলাদেশের দিকে ওদের খেদিয়ে দিলে সেখানেও শান্তি থাকবে না। সাম্প্রদায়িক (CIA) ষড়যন্ত্র পেছনে রীতিমত

www.pathagar.com

অর্থবল যুগিয়ে যাচ্ছে এই আন্দোলনের পেছনে। মিসেস গান্ধী কীভাবে এই আগুন নেভান, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। দুপুরে কৃষ্ণপ্রসাদ/মাধুরী ঘোষের বাড়ীতে আহার করতে গিয়েছিলাম। নচেৎ সঞ্জীবের সঙ্গেই রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত। অমল গাঙ্গুলি, তেজনারায়ণ চৌধুরী, কমল ভট্টাচার্য, বটুক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সঞ্জীব সঙ্গীগণ এক এক সময় এসে যোগ দিলেন।

১৬ মার্চ '৮০

ঝড়, আবেগের ঝড় বয়ে গেল। স্নেহাস্পদ কবি হাসান হাফিজুর রহমান এবং উদয় (ইসমাইল মোহাম্মদ) দেখা করতে এসেছিল। দেশের মাটী-সংলগ্ন দুই প্রাণ। আলিঙ্গন কোন তৃষ্ণাই মেটাতে পারল না।

১৭ মার্চ '৮০

সন্ধ্যা ঃ গোপাল হালদার/অরুণা হালদারের সঙ্গে। আরো দুই তরুণ কবি গোবিন্দ ধর, অমিয় দাস উপস্থিত ছিলেন। তুমুল বাক-বন্যা। বৌদি পন্ডিচেরী আশ্রয়ের নানা কাহিনী বললেন। নিজে একদা সন্ন্যাসিনীর পথগামী, পরে ফিরে আসেন। পন্ডিচেরীর সব কাহিনীর সেরা কাহিনী–শ্রীঅরবিন্দ পাঁচ কোটী টাকার সম্পত্তি রেখে যান। তা নিয়ে শ্রীমার (ফরাসিনী) সঙ্গে ভারত সরকারের শরীকানা নিয়ে বিবাদ, পরে ফয়সালা। অরবিন্দ-জমিদারীর (–হ্যাঁ, তাও বলা চলে) ট্রাষ্টি বোর্ডে রাধাকৃষ্ণণ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন। পাঁচ কোটী টাকার সম্পত্তি বিলাস–না হোক পরিচ্ছন্ন নিভৃত জীবন গেলে। Leisure-class এর আর কী চাই? এ সবের জন্যে টাকা চায়। আধ্যাত্মবোদ Vulgar materialism এর উপর শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। অরবিন্দ তার ব্যতিক্রম নন। যে-শ্রেণী থেকে তিনি উৎপন্ন তার Material basis ভদ্দর ভণ্ডটির চোখে পড়েনি। ছেলেবেলায় বিলেতী শিক্ষা স্বচ্ছন্দ জীবন। এসব তিনি ঘুলে খেয়েছেন। তাই কোটী কোটী পুষ্টিহীন শিশুরা তাদের নিরন্ন আবহাওয়া কিছুই দেখেননি অরবিন্দ। আধ্যাত্মিকতায় মজে ছিলেন। শোষকশ্রেণী তার বিগ্রহ গড়ে তুলতে কসুর করবে কেন? অরবিন্দর দাড়ীওয়ালা যে ছবি দেখা যায়, একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেই বুঝা যায়, লোকটা চতুর, clever। শ্রীমার স্বামী রমাঁ রোলাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন, ভারতীয় ঋষি আমার বৌ ভাগিয়ে নিয়ে গেল। রোলাঁর জার্নালের ওই অংশ অরবিন্দর ভণ্ডামির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারে। সিন্দবাদের এই বুড়োটা ভারতীয় সমাজের ঘাড়ে ক'দিন চেপে থাকে কে জানে।

১৮ মার্চ '৮০

কানাডা থেকে সঞ্জীবনন্দিনী বুয়া (Aroma) আজ কলকাতায় এসে

www.pathagar.com

পৌঁছানোর কথা। সন্ধ্যা হ্যারিসন রোড। চার বছর পরে পিতা পুত্রীর সাক্ষাৎ। সকাল সঞ্জীব সঙ্গী প্রায় এখানে হাজির। অনেক কথা, অনেকের কথা।

বাঙলাদেশে নন গেজেটেড অফিসাররা ধর্মঘট করছে। অর্থনৈতিক শক্তিকে আল্লার দোহাই দিয়ে জনসাধারণের মত প্রতারিত করা যায় না। আল্লাকে তাই ধন্যবাদ।

আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখে হতভম্ব? কাল অচ্যুত গোস্বামী দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সোমেন চন্দের সহকর্মী, ঢাকার চল্লিশের প্রগতিশীল ভাবধারার অকৃত্রিম সেবক, প্রবন্ধকার হিসেবে শ্রীগোস্বামী খ্যাত হন। কলকাতায় নির্বাসনে এসে ওঁর অশেষ আন্তরিকতা পাই। পিকনিক গার্ডেনের বাড়ীতে কতো বার না গেলাম। হঠাৎ এই চির-বিদায় পর্ব। বিশ্বাস করা দায়।

১৯ মার্চ '৮০

সাংবাদিক পরেশ সাহা '৭১ সন থেকে বাঙলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী। নানা ভাবে তিনি সহৃদয়তা আজও জীইয়ে রেখেছেন। ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই কিছুদিন। তাই হঠাৎ উপস্থিতি। আনন্দিত হলাম আরো স্নেহভাজনদের দর্শন লাভের জন্য। ফেরার সময় মির্জাপুরের মোড়ে দেখা হোলো সত্যপ্রসন্ন দত্ত, বাচ্চুদার সঙ্গে। শরীর ভেঙে গেছে। এক গাদা কাগজ বগলে। এই রোদ্রে প্রায়-সত্তর বয়সে জীবন সংগ্রামে এখনও ব্যাপৃত। পূর্বাশায় যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বেরোয় তার সৌষ্ঠব মনে রাখার মত। আর্ট পেপারে ছাপা এবং illustration! বাচ্চুদা বললেন, একটা কপি দেখতে পেতাম। দেনার দায়ে, যখন গণেশ এভিন্যুর প্রেস ব্যাঙ্ক দখল করে, তখন সব চলে গেছে। বাঙলা-সাহিত্যের বিস্তারের মূলে সত্যপ্রসন্ন দত্তের মত বহু ট্র্যাজিক চরিত্র আছে—আমরা তাদের নাম জানি নে। বাচ্চুদার কোন কাজে আজ আসতে পারলে আমি কৃতার্থ বোধ করতাম। নিজেই দশ বাঁও জলে পড়ে আছি। বড় আপশোষ হয়। বাচ্চুদা চলে গেলেও অনেকক্ষণ আমাকে ঘিরে রইলেন।

দুপুর থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সঞ্জীবের সঙ্গে আহার সহ।

২০ মার্চ '৮০

অচ্যুত সাহার সঙ্গে সকাল। এ্যানটনি বাগান থেকে কলেজ ষ্ট্রীট। দুপুরে কেবল মাধুরী ঘোষের বাড়ীতে এসেছিলাম খাওয়ার জন্যে। নচেৎ বিকেল পর্য্যন্ত সঞ্জীবের সঙ্গে। হীরক রায় প্রকাশক হয়ে গেছে চিরাচরিত। আজ দুপুরে বারোটায় দেখা হওয়া বরাদ্দ ছিল। কথা রাখল না। এক মাস থেকে তারিখ ফেলে, কথার সঙ্গে সংগতিহীন। দু'বার ওই ফার্মে ঢুঁ মারতে হলো। গরজ। ফেরার পথে রণেশদার সঙ্গে দেখা করে এলাম।

www.pathagar.com

২১ মার্চ '৮০

অচ্যুত গোস্বামীর মৃত্যুর বিশদ বিবরণ পেলাম। দোতলায় বারান্দা থেকে রাত্রি বারোটার সময় পড়ে যান। চাবি দিচ্ছিলেন যাত্রা-ফেরৎ মেয়ে-জামাইকে উপর থেকে ছুঁড়ে। রক্তচাপের শিকার তখন Stroke হয়—নচেৎ রেলিঙ ডিঙিয়ে পড়ে যাবেন কেন?

বিকেলে বইয়ের মেলায় রবীন্দ্র-সদনের সম্মুখস্থ মাঠে। বাঙালী জীবনের এই বর্ণবহুল ছটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ। অবিশ্যি নানা প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ফোর্সেরও সাক্ষাৎ মিলবে। আহমদিয়ারা পর্য্যন্ত বইয়ের ষ্টল খুলেছে। তিনটি ইসলামী প্রতিষ্ঠানও এসেছে মেলায়। রামকৃষ্ণ আশ্রম, বেদান্ত মঠ, অরবিন্দ সোস্যাইটি—এ সব ত আছেই। এক মুসলমান পরিচালিত প্রতিষ্ঠান দেখলাম "হরফ" সেখানেও বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি ম্যানুফ্যাকচার হয়। দামী দামী গ্রন্থ। আর্থিক ঐশ্বর্য্যের ঝলক না থাকলে তা সম্ভব হয় না। শ্রেণী-দৃষ্টি থেকে দেখলে সব ঠিকই আছে। মুসলমান শোষকেরও কাজ হিন্দুকে দাঙ্গায় অনুপ্রাণিত রাখার সমিধ যোগানো। সেখানে সে ত Have (তার মধ্যে হিন্দুও আছে) শোষক Have-not নয়।

কিছু পরিচিত সাহিত্যিক কবির সঙ্গে দেখা হোলো ভিড়ের মধ্যে। অরুণ মিত্র, মিহির আচার্য প্রমুখ। মেলা থেকে রবীন্দ্র সদনে বিজ্ঞাপন-শিল্পের প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। কবি মণীন্দ্র রায় স্ত্রীকন্যা দর্শনার্থী। মেলায় ক্লান্ত। তাই সব ঘুরে দেখার সাধ্যি ছিল না। ভেতরে গরম এবং ভিড়ও কম নয়। ফেরার সমস্যা। প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষার পর অপেক্ষাকৃত কম-ভিড় এক বাস ধরা গেল। কলকাতার পরিবহন সমস্যা সাংস্কৃতিক বিস্তারের অন্যতম জঘন্য প্রতিবন্ধক।

২২ মার্চ '৮০

বাঙলাদেশের দুই দেশপ্রেমিকের মৃত্যু হয়েছে আজ সংবাদ পেলাম। গুরুদাস তালুকদার এবং আলতাফ আলি। দুজনেই আজীবন সাধারণ মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গীত। বহু বছর কারাবাসের শিকার। দুজনেই শেষে বাঙলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। দুঃখ-দারিদ্র্যের স্বেচ্ছাকৃত যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিলেন দুই সম্প্রদায়ের দুই প্রতিনিধি। জাতীয় জীবনে যখন ঘন-সঙ্কটের ঘটা, তখন ওদের প্রয়াণ মন কিছুতেই মেনে নিতে নারাজ। যদিও নির্মম সত্য, ওদের আর ইহলোক দেখব না। দেশবাসীর স্মরণ-ফলকে তোমরা গাঁথা থাকবে। বিদায়, কমরেডস।

দু'মাস অশান্ত মন। আজ সকালে আরো অশান্ত। শ্রীশৈলেন চৌধুরী এলেন সকালে দেখা করতে। বড় খুশী হলাম। এই সদালাপী অমায়িক জন ভারাক্রান্ত দিনে আনমনা হওয়ার সুন্দর অবলম্বন। ওঁর সঙ্গে প্রাকদুপুর কেটে গেল।

www.pathagar.com

২৩ মার্চ '৮০

আসামে 'বিদেশী খেদাও' আন্দোলন এর প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে 'আসাম ঘেরাও' আন্দোলন শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তা ইন্দিরা কংগ্রেস। আসামকে ভাতে মারা পন্থার প্রথম পদক্ষেপ। আসামের আন্দোলন আর এক বিচ্ছিন্নতাবাদী 'পাকিস্তান' আন্দোলন। ভারতীয় ঐক্যের জন্যে তা কোনমতে সমর্থন করা চলে না। কিন্তু সমাধানে বেশ বিলম্ব ঘটছে। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। আমার আশঙ্কা, যদি আসামও আর এক নাগাল্যান্ড হয়ে বসে, ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্তে বহুদিন আর শান্তি আসবে না। আরো ভয়, আসামে যে লক্ষ লক্ষ বাঙালী মুসলমান আছে, তাদের সেখানে থাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। স্বভাবতঃই দলে দলে তারা বাঙলাদেশে ঢুকবে। সেখানে এক কোটী মাইনরিটির নিরাপত্তা থাকবে না, স্পষ্ট দেখা যায়। সমগ্র উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে ওঠা তখন অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভবিষ্যতের কালো পটে কী লেখা হবে, কে জানে!

হোটেল নীলমে হাসান হাফিজ ও উদয়নের সঙ্গে সকাল। দুপুরে আহার শৈলেন চৌধুরী/রমা চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে। সেখানেই ঘুম। বিকেলে দেবশরণ/পার্বতীদের সঙ্গে সন্ধ্যা। সারাদিন ভ্রাম্যমাণ। সংবাদপত্র ছাড়া আর কিছু পড়তেও পারলাম না। আঁদ্রে মেরোয়ার Bernord quisney উপন্যাস কিনেছিলাম রাস্তায় এক টাকায়। ট্রামে পঠিত পনর পৃষ্ঠা আজকের একমাত্র সমর্থক মেহনৎ। অবাধ্য মন নিয়ে কোথাও স্বস্তি নেই।

২৪ মার্চ '৮০

বইপড়া ছাড়া আর কোথাও মন নেই। মেরোয়ার উপন্যাস শেষ করে বিকেলে গেলাম বই মেলায়। গরজ ছিল। প্রকাশক যেতে বলেছে, যদিও জানা হয়ত ভদ্রলোক বাক্যি রাখবে না। যথা আশঙ্কা নির্ভুল। প্রকাশক আসেনি। আজ রাজশেখর বসুর হাতের লেখা এবং স্কেচ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। বিজ্ঞানের ছাত্র সব কাজেই পরিপাটী প্রচণ্ড। মিনি-পুস্তকের ভেন্ডার মাঝে মাঝে টেবিল সাজিয়ে হাঁক দিচ্ছে সরস্বতীর বরপুত্র হওয়ার লোভাতুর কোন তরুণ। ওদের উৎসাহ বড় ভাল লাগল। যৌবনের রাজটীকাই সব চেয়ে বেশী মাদকতার লেবেল। বইয়ের ষ্টল ঘুরে শেষে ক্লান্ত অচ্যুত সাহার সঙ্গে পুঁথিপত্রের ষ্টলের সামনে বসে কফিপান করা গেল।

২৫ মার্চ '৮০

আজও বিকেল বইয়ের মেলায়। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। ভিড়ে অনেকে ওঁকে চিনতে পারেনি, তাই কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে

www.pathagar.com

উঠলেন না। আরো লাইনের মানুষ পাওয়া গেল, মণীন্দ্র রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। কয়েকজন উঠতি লেখকের সঙ্গেও আলাপ হোলো অল্প সময়ের জন্যে। আজও অচ্যুত সাহার তত্ত্বধানে চেয়ারাসীন আতিথেয়তা ভোগ করা গেল রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত। বইয়ের রাজ্যে বাস এমনভাবে। বড় হাল্কা মন নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

২৬ মার্চ '৮০

সকাল আবার পূর্ববৎ। কাজে মন নদারাৎ। সাড়ে সাতটার দিকে হোটেল 'নীলমে' পৌঁছলাম। হাসান হাফিজুর রহমান এবং ইসমাইল মোহাম্মদের সঙ্গে আসর। ঢাকায় জাসদ ও অন্যান্য পার্টির নেতৃস্থানীয় কিছু বন্দী ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক মোচ্-তাক আছে। হেতু কী! ননগেজেটেড অফিসারদের সপ্তাহাধিক স্ট্রাইকের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কী পায়ের মাটী দেখতে পাচ্ছে না? তাই কি নতুন ইন্তেজামের পাঁয়তারা এইভাবে? অথবা নতুন কোন 'ক্যু'র লক্ষণ? আলামৎ ভাল নয়। হাসান-ইসমাইল কোন খবর দিতে পারলে না। ওদের কাছ থেকে গেলাম ভিক্টোরিয়া হাউস। ইলেকট্রিক বিলের সমস্যা-সমাধানে। গত মাসে ৩৭/- মিটিয়েছি। তার আগের মাসে ৮৩/-। এইভাবে চললে এখানে থাকা দায়। কমপ্লেন করে এলাম। ওরা দেখবেন, দিলাশা দিলেন। এখন ঈশ্বর জানে, পানি কদ্দূর গড়াবে। তিন বছর রাজত্বের পর তথাকথিত মার্কস্‌বাদী জ্যোতি বসু উপলব্ধি করেছেন যে দেশে কেউ কাজ করে খেতে চায় না, এবং তাই খেদোক্তি ঝাড়েন, "চেয়ারকে কী কাজ করতে বলব?" তিনি কি নিজের কাজটা ঠিকমত করেন? এই আত্মসমীক্ষা জ্যোতিবাবুরও নেই। মার্কসবাদকে শোষণ করে (যদিও নিজেরা শোষণ-বিরোধী বলে দাবী করেন) এরা নীরক্ত করে ফেলেছেন এদেশ।

২৭ মার্চ '৮০

বাঙলাদেশে Power এর লড়াই আর Civil বনাম Civil নয়– বরং বনাম মিলিটারী। সুতরাং শেষ পর্য্যায় রক্তাক্ত হতে বাধ্য। মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব সে পথ নিতে অক্ষম। বাঙলাদেশের যন্ত্রণা সহজে নেভার নয়।

দুপুর অচ্যুত সাহার আড়তে। সেখানেই আহার। দুপুরে বাড়ী ফিরলাম। বিকেলে কিছু লেখাপড়া। সন্ধ্যা ঃ বনানী চৌধুরীদের সঙ্গে।

২৯ মার্চ '৮০

দত্ত-সুহৃদের সঙ্গে আলোচনা। মার্কিন এজেন্ট মোস্‌তাক ও জলীলকে কেন মুক্তি দেওয়া হয়? সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল এবং তা খুব পরিবেশ অনুযায়ী সমীচীন

www.pathagar.com

উভয়ের মনে হোলো। হঠাৎ মিসেস গান্ধীর সঙ্গে কোন আঁতাতে পৌঁছাতে পারে বঙ্গদেশী প্রেসিডেন্ট। Threat হিসেবে দুই এজেন্ট বাইরে। অভ্যন্তরে গণতন্ত্রী মুখোশ পরে বসে আছে বাদশা। সুতরাং সেখানে নড়চড় বিদেশী প্রতিক্রিয়া চাইবে না। কিন্তু বাইরে কিছু স্বাধীনতা নিতে বা তার প্রয়াসী হতে পারে। সে পথ বন্ধের জন্যেই ওদের জেল থেকে মুক্তি। এসব কাজ ত চাঁদাদাতারা একটা নোট দিয়েই করতে পারে। ভিক্ষুক প্রেসিডেন্টের কি না বলার উপায় আছে। দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিলে নিজেরও স্বাধীনতা থাকে না, মূর্খ সিপাইরা বোধ হয় তিন বছরে, উত্তম টের পেয়েছে, পাচ্ছে এবং আরো বিলক্ষণ পাবে।

যখন পকেট প্রায় ফাঁকা তখন এক স্নেহভাজন কিছু-মাত্র কুড়ি টাকা-ঋণ চাইলে। শেষ কুড়ি টাকা থেকে ওকে দশ টাকা দেওয়ার সময় মনে হোলো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতাও যেন প্রৌঢ় জীবনে বাকী ছিল। স্নেহভাজনের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারলাম না। আত্মকরুণায় সান্ত্বনা পাওয়া ছাড়া উপায় কী।

সন্ধ্যায় সামান্য হেঁটে মাডাম অসিত সেনের নিকট মাত্র পনর মিনিট কুশলাদি-জিজ্ঞাসার পর উঠব ভাবছি, একটা "ইত্তেফাক" পত্রিকা হাতে পেলাম। তা নিয়ে আরো আধ ঘণ্টা কাটল। Counter Revolution-এর কুকুরদের কীর্তন ছাড়া সংবাদপত্র একটা সরকারী বুলেটিন মাত্র।

বন্ধু অসিত সেনের পাশপোর্ট নিয়ে মামলায় তিনি জিতেছেন। হয়ত এবার ওর সঙ্গে দেখা হবে। আমি সেপারের লোক এপারে। যেন তার বিপরীত। সৎ মানুষটার অভাব এখানে বড় অনুভূত হয়। প্রায়ই সন্ধ্যায় ওর কুশল-সংবাদ পেয়ে বড় প্রীত হলাম।

৩০ মার্চ '৮০

সকাল হোটেল নীলম। ইসমাইল মোহাম্মদ কিঞ্চিৎ অসুস্থ। মনের জোরে আমাদের সাহচর্য রক্ষায় তবু চাংগা হয় পড়লেন। হাসান হাফিজুর রহমানের কাজ সংগৃহীত কাগজ-পত্র গোছানো। তাই সে বেরুল না। আমরা "শাবানা" হোটেলে নাস্তা সেরে এসেছিলাম আগেই। হাসানকে রেখে দেবুর (দেবব্রত মুখোপাধ্যায়) উদ্দেশ্যে বেলেঘাটা ছুটলাম। প্রতিক্রিয়ার চ্যালেঞ্জের মুখে সদা উন্নত শির দেবু, বিবেক Conscience দেবু, কাল-কল্লোলে দেবু বার্ধক্য ব্যাধিগ্রস্ত, কল্পনা করা যায় না। তার সুঠাম সৌম্য (কেশগুচ্ছ-হিন্দোলিত শির) অবয়ব আর নেই। বাম দিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মানসিক শক্তি আজও অদম্য—সেদিকে যেন কোন শক্তি আজও ঘাটিত পড়েনি এতটুকু। ঘণ্টা দুই কেটে গেল ওর সঙ্গে। শিল্পের আদর্শে দেবু orthodox। জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে হঠাৎ তর্ক বাধার উপক্রম। মাঝপথে থামিয়ে

www.pathagar.com

অন্য কথায় তাই যেতে হোলো। নিজের বিশ্বাসের গায়ে দেবু কোন আঁচড় সহ্য করে না। এ দিক থেকেই আমরা ভিন্ন পথগামী। তাই আর আবহাওয়া হৃদ্যতার বাইরে যেতে দিতে আমি রাজী নই। দু'ফালি ছোট কামরার ভেতর বাস। ওর সব সৃষ্টি মোড়কের ভেতর ধুলো খাচ্ছে। ভাল করে রাখারও বন্দোবস্ত নেই। বামফ্রন্ট সরকার ওকে মাসে মাত্র একশ' টাকা দেয়। 'এই বিপুল' ভিক্ষা দিতে ওদের কোন লজ্জা হয়নি। আমি ত শুনে স্তব্ধ! সব কৃচ্ছ্রতার বোঝা স্বেচ্ছাকৃত ঘাড়ে নিয়ে দেবু আজও চলছে পূর্বের মতই। ওর আদর্শ প্রাণশক্তির ধারায় আমি ও ইসমাইল মোহাম্মদ অনেকক্ষণ স্নাত হয়ে হোটেলে ফিরলাম। পরে হাসান-সহ 'সাবরী' চাঁদনীতে খাওয়ার জন্যে যাওয়া। সারাদিন কেটে গেল দুই আত্মীয়ের সঙ্গে। শরীর মন দুই চাংগা। বোধ হয় দুমাসের 'নিম্নচাপ' এবার কেটে গেল।

৩১ মার্চ '৮০

জন বুনিয়ান (Buniyan) বলেছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে "I Will stay in jail to the end of my days before I make a mockery of my conscience" বিবেককে বেইজ্জৎ করে বাঁচা অর্থহীন। যারা বাঁচে, তারা নরদেহে পশু-অস্তিত্বের বোঝা বয় মাত্র। যে-অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হলে আত্মিক আনন্দ মেলে তা ওরা কোনদিন পায় না।

উপন্যাসের কাহিনী। কড়া নাড়ল কে যেন দরজায়। খুলে দেখি ডাঃ এম. এন. নন্দী ও কন্যা ইন্দিরা। ষোল বছর সাক্ষাৎ নেই। ৬৪ সনে পূর্বপাকিস্তানের দাংগার পর নন্দীতা স্বদেশ ত্যাগ করেন। পরে জলপাইগুড়িতে প্রবাস। এসব জানতাম। আজ সম্মুখে দাঁড়িয়ে। বিশাল বপু। স্মিতহাসি সেই সব আদল যথা অতীতের মত বিরাজমান। আবেগের ঝড়ে দুইজন বেসামাল। মানবপ্রেমিক মন্মথ নাথ নন্দী কোন সংকীর্ণতার শিকার নন। সেই সূত্রে দেশবিভাগের পর-পরিচয়। সেই হৃদ্যতার ধারা অসাক্ষাতের ফাঁকে বন্ধ হয়নি—আজ আবার অনুভব করলাম। আমার বড় ছেলে তার বই "সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করেছে। সেও ওদের ভোলেনি। আলাপচারিতা বেশীক্ষণ আজ স্থায়ী হলো না। আমরা দুজনে অন্যত্র আটক পূর্বনির্ধারিত অবস্থা অনুযায়ী। পরদিন হৃদয়-উন্মোচনের স্থানকাল স্থির করার পর দুজনে ছাড়াছাড়ি হলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কথা ছিল, সেই মত হোটেল নীলমে দুপুর বেলা। ইসমাইল ও হাসানসহ চাঁদনীচকে 'সাবরী' হোটেলে আহার। প্রত্যাবর্তনের পথে উপহার ক্রয়। সন্ধ্যায় নীরদ মুখোপাধ্যায় সমীপে। (ছাপাখানা মালিকের দপ্তর। Rediant process।) এখানে এক জনতার ML-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটল। বিরাট ছাপাখানা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নীরদ বাবু প্রচুর সাহায্য করেন, শুনলাম ইসমাইলের মুখে।

www.pathagar.com

পরে নৈশ আহার। আবার তিনজনে। তারপর বিদায়ের পালা। আবার গৃহাগত প্রাণ। ফেরার সময় মনে স্বস্তি রইল না। যেন আর এক গৃহের বাসিন্দা দুজন হঠাৎ ঝলক দিয়ে চলে গেল। আমি ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রইলাম।

১ এপ্রিল '৮০

এপ্রিল ফুল হারাম। প্রকাশক বেলা সাড়ে এগারোটায় যেতে বলেছিল। কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়ে হতাশ। ওদের আড়ৎ খোলেনি। চড়চড় রোদ্দুর খালি হাতে ফেরার পালা। ট্রামেও তেম্নি ভিড়। সব ঠেলে দুপুরে পাম এভিন্যুর ডাঃ নন্দীর মেয়ে ইন্দিরার বাড়ী। চিকিৎসক সেখানেই উঠেছেন। বহু কাল পরে বৌদির সঙ্গে সাক্ষাৎ। বুড়িয়ে গেছেন। দাঁত সব গায়েব। সৌম্য আদল পূর্ববৎ। আহার শেষে অতীতে বিচরণ। অবিশ্যি বর্তমান বাদ ছিল না। পাঁচ ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে পালিয়ে গেল টের করা দায়। সন্ধ্যা সাতটায় চিকিৎসক উঠলেন। আরো আত্মীয় আছে অন্য পাড়ায় সাক্ষাতে যাবেন। আমি গৃহপানে।

২ এপ্রিল '৮০

ভিয়েটনামের প্রেসিডেন্ট খান্ ডাক্ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বিরানব্বুই বছর বয়স। আজীবন যোদ্ধা ও বিপ্লবী। নিজেদের সাধনার ফলও দেখে গেলেন। এমন ভাগ্যবান আর ক'জন হয়?

সন্ধ্যা উজ্জ্বল চক্রবর্তীদের বাড়ীতে। ওর বাবা পৃথ্বীশ বাবু ছিলেন কিছুক্ষণ। আরো দুই উজ্জ্বল-সঙ্গী সদা মোতায়েন ছিল ঃ সুজয় সেন ও প্রণব মুখার্জি। ফিল্মীজগতের নানা-কাহিনীর উপরই আজ আসর জীয়ানো ছিল।

লেখার দিকে মন আদৌ যায় না। নানা চিন্তা মাথায় খেলে কিন্তু দানা বাঁধতে অপারগ। এই রোগের দাওয়াই খুঁজে পাচ্ছি নে।

৩ এপ্রিল '৮০

বন্ধ্যা দিন। দর্শনের বই হাতে এক পৃষ্ঠা এগোতে পারলাম না। মানসিক আলস্যও চেপে বসছে দিন দিন। আহার নিদ্রা। বিকেলে ডাঃ নন্দী, শান্তি নন্দীর সঙ্গে দেখা করে এলাম। ওরা কাল জলপাইগুড়ি চলে যাবেন। ফেরার পথে উজ্জ্বল চক্রবর্তীদের বাড়ী। ভাল ছবি Distributor দের যোগ-সাজশে কীভাবে মার খায় তার কাহিনী শোনা গেল। সত্যজিৎ রায়ের মত বিশ্বখ্যাত পরিচালকও শিকার হন। মুনাফা যেখানে নিয়ন্ত্রক, সেখানে এমন ঘটনা আদৌ বিচিত্র নয়। সৎ শিল্পের বিকাশ ফলে ব্যাহত হতে বাধ্য।

অনেক হেঁটেছিলাম আজ। ফলে মড়ার মত ঘুমোতে পারলাম।

www.pathagar.com

৪ এপ্রিল '৮০

সঞ্জীবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সোজা বিকেলে পাম প্লেস ডাঃ নন্দীর নিকট। দুপুরে সামান্য লেখাপড়া। আজও কিছু মনের অদলবদল নেই।

৫ এপ্রিল '৮০

ডাঃ নন্দী সকালে জলপাইগুড়ি যাওয়ার কথা ছিল। যাননি। তাই বিকেলে ওদের সঙ্গে। নক্সাল নেতা ভাস্কর নন্দীর সঙ্গে এখানেই আলাপ হোলো। অবিশ্যি কোন রাজনীতি নয়। ফেরার সময় হঠাৎ অনুভব করলাম টনসিলাইটিস এবং গলার শিরা ক্রমশঃ ফুলে উঠছে। বাড়ীতে এসে খেলাম। ক্ষিধের কোন ব্যাঘাত ছিল না। কিন্তু রাত্রে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো-১০৩°। অসহ্য অস্বোয়াস্তি। এমন মুহূর্তে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলেই মঙ্গল। এত জ্বর আর অস্বোয়াস্তি কিছুই কমল না।

৬ এপ্রিল '৮০

কোন খাবার নাকের কাছে গিয়ে গেলে প্রচণ্ড বমি ওঠে। জ্বর ১° কমেছে ১০২°। কিন্তু জঠর কিছু নিতে নারাজ। দুর্ভোগের ঘূর্ণী অব্যাহত। সঞ্জীব এবং দুহিতা বুয়া দেখা করতে এসেছিল। দুজনেই কলকাতা ছাড়বে ৯/১০ তারিখে। ওদের সাহচর্যে মানসিক যন্ত্রণাও কমে না। কথা বলতে শুনতে ইচ্ছে হয় না। জীবনে এমন কখনও ঘটেনি জ্বর/অস্বোয়াস্তির প্রকোপ অব্যাহত। সুনীল মিত্র শুধু বেদনাহর।

৭ এপ্রিল '৮০

যন্ত্রণাময় দুপুর কাটিয়ে ডাঃ তমাল বিশ্বাসের কাছে। সহৃদয় চিকিৎসক ওষুধ দিলেন। সুনীল মিত্র পরিচয় করিয়েছিলেন। মিত্র মশাই বেদনাহর কী সাধে? আজও বিকেলে এসে সব বাজার করে দিয়ে গেছেন। নিজের সীমিত আয়বদ্ধ পকেট থেকে সেই বিস্কুট আর কী কী সব কিনে দিয়ে গেলেন। ওর পদবী সুহৃদ হওয়া উচিত ছিল।

রাত্রে সাড়ে বারোটার দিকে জ্বর ছেড়ে গেল। রণেশদার হাজিরা নিয়মিত ঠিক আছে। আমি কথা বলতে অক্ষম। তাই ওঁকেও আটকে রাখি নে বেশীক্ষণ।

৮ এপ্রিল '৮০

আহার অসম্ভব। জোর করে খাওয়াও কঠিন। শরীর ক্রমশঃ দুর্বল।

৯ এপ্রিল '৮০

পূর্ববৎ দিন। বিকেলে আবুল হোসেন ভাই দেখা করতে এসেছিলেন।

www.pathagar.com

১০ এপ্রিল '৮০

পূর্ববৎ দিন। তাহেরা মাসুদ এসেছিলেন। বিরাট শরীর নিয়ে তিনতলা ভেঙে উঠেছিল। ওঁর আন্তরিকতা বড় স্পর্শ করল।

১১ এপ্রিল '৮০

আজ প্রথম বমি-ভাব গায়েব। দুমুঠো ভাত স্বচ্ছন্দে খেতে পারলাম। দু'মুঠো ভাত। মনে হোলো যেন অমৃতের প্রতিনিধি।

বিকেলে গ্রাম-প্রত্যাগত জাষ্টিস মাসুদ রণেশদা ভিজিটর। রণেশদা চলে গেলে আমরা বাক্যমত্ত। আজ কণ্ঠ জিভের জড়তা অনেকখানি কেটে গেছে।

সন্ধ্যায় ডাঃ তমাল বিশ্বাস সমীপে। আন্তরিকতার অভাব নেই চিকিৎসকের দিক থেকে। কিছু কিছু ওষুধ বদলানো। রাত্রে একটানা ছ'ঘণ্টা ঘুমালাম। ১০-৪ সকাল। ভাবলাম, ব্যাধি এবার লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে।

এই ক'দিন দোতলার দম্পতি লুসি-রফিক যে মেহনৎ করেছে অতি দরদসহ তা না পেলে অস্তিত্ব নিশ্চয় সংশয়াপন্ন হোতো। শরীরে এতটুকু তাগদ ছিল না যে নড়িচড়ি, তদুপরি ১০৩° জ্বর। এই ক্ষেত্রে কারো সাহায্য ছাড়া বাঁচা দায়। মঙ্গল হোক ওদের। এই এক সঙ্গে তিন বছর থেকে দেখছি ওরা সহজাত কতো গুণ এম্নি পেয়েছে আশৈশব।

১২ এপ্রিল '৮০

নিষ্ক্রিয়তাই অনুভূতি। পাঁজরে আবার ব্যথা। কাশতে প্রাণান্ত। ঘুমের ওষুধ বেশ সক্রিয়। তিন চার ঘণ্টা ঘুম দিনেও অক্লেশে হচ্ছে। সন্ধ্যা আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী এলেন নির্জনতা ভাঙতে। হঠাৎ Formal হয়ে পড়েছেন তিনি। কারণ, সঙ্গে কিছু রোগীপথ্য। এদের বাধা দেওয়াও দায়। পরে রণেশদা এসে মিনিট দশেক দেখা করে গেছেন।

১৩ এপ্রিল '৮০

বাঙলাদেশের রাজনৈতিক খবর কিছু মেলে না। সরকারী বুলেটিনগুলো সবই অন্ধকার করে রাখে। পুরাতন Collaborator-দের শাসকীয় ছবি দেখতে ঘেন্না ধরে। তাই বেশীক্ষণ পড়াও দায়।

১৪ এপ্রিল '৮০

পয়লা বৈশাখ। তোমাকে অভিনন্দন জানাই, বন্ধু, যাই থাক তোমার অনুন্মোচিত পত্ররাজির মধ্যে। বিদেশী নববর্ষ এসেছিল আমার শরীর মন দুমড়ে,

www.pathagar.com

তুমিও সেই পথে এলে? এবার নতুন করে বুঝাপড়া ত্বয়া ময়া-যদিও আপাততঃ কায়িক পিঞ্জরে দিনক্ষয়। বাড়ীর বাইরেও যেতে পারি নে।

ষষ্ঠীব্রত (Sashti-Brata) লন্ডন থেকে নোট পাঠান প্রতি রোববার। বেতনভুক সাংবাদিক। এক বোতল হুইস্কির বদৌলত ভাসা-ভাসা কিছু প্রতিবেদন উপরে উঠে। এবার তিনি এক সৎ সাংবাদিকের পরিচয় দিয়েছেন। '৭৭ সনে সৌদি আরবের রাজদুহিতা মিশাল পরিবারের বাইরে শাদী করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফায়ারিং স্কোয়াড এই পুণ্যকর্ম সমাধান করে। উক্ত ঘটনার উপর দেড় ঘণ্টার এক ফিল্ম বানিয়েছেন এ্যানটনি টমাস নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোক। রাজকন্যার ভূমিকায় মিশরী এক অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন। বিবিসিতে ফিল্মটি দেখানোর পর ডিপ্লোম্যাট জগতে 'Almighty diplomatic Rumpus' (ষষ্ঠীব্রতর ভাষায়) শুরু হয়ে যায়। বৈদেশিক মন্ত্রী প্রিন্স খালেদকে পত্র দেন। প্রধানমন্ত্রী ম্যাগী থ্যাচার রাজা সৌদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন...ইত্যাদি। এই ফিল্ম বন্ধ করার জন্যে পরিচালককে সাড়ে আট কোটী টাকা দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে এমনও গুজব। এখন প্রশ্ন ইসলামের রক্ষাকারী সৌদি আরবের এমন ছতরবতর হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে। প্রত্যেক ধর্মেই নানা রেওয়াজ ক্রিয়াচার আছে—যা অপর ধর্মের বা মানুষের কাছে দৃষ্টিকটু হতে পারে। তা নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কী আছে? অথচ সৌদি আরব লজ্জা বা মনে মনে অপরাধ অনুভব করেছে, তা স্পষ্ট। ইসলামের চিরন্তন মহত্ত্ব এতে খর্ব হবে-তা কি সৌদি আরবের কর্তারা ভেবে দেখলেন না? তবে কি Modern sensibility ওদের উপরও ভর করে বসছে? ইসলাম সাম্যের ধর্ম। কুমারী মিশাল আর এক জেনারেলকে বিয়ে করেছিলেন। তা অপরাধের বিচার ত হয়ে গেছে। কিন্তু শাসকশ্রেণী এখন এমন লেজ গুটাতে তৎপর কেন? ব্যাপারটা আমার মত সাধারণ মুসলমানের পক্ষে বুঝে উঠা কঠিন।

বিকেলে সুনীল মিত্র বা সুহৃদ এসেছিলেন। দর্শনের আজীবন এই ছাত্রের সঙ্গে Sensibility নিয়ে আলোচনা করা গেল। তিনিও রায় দিলেন Being determines consciousness। সৌদি আরবের শাসকেরা তার বাইরে যেতে অক্ষম। তবে ভণ্ডামি নাকি Sensibility চাপা দেওয়ার আর এক যন্ত্র। সৌদি আরবকেও তাই সাড়ে আট কোটী টাকা উৎকোচের প্রস্তাব দিতে হয়।

১৫ এপ্রিল '৮০

আজ শরীর কিছু ভাল। সকালে রণেশদা দেখা করে গেলেন। মন যে সকল কর্মবিমুখ। এই দুর্ভাবনায় এতটুকু স্বস্তি পাইনে।

জীবন-সংগ্রামে পর্যুদস্ত পশ্চিমবঙ্গ যেন বারুদ হয়ে বসে আছে সব মানবিক

www.pathagar.com

মূল্যবোধ ক্রমশঃ খুইয়েঃ পশ্চিম দিনাজপুরে পুলিশের এক দল ইসলামপুরে কয়েকশ ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে নরনারী-শিশু হত্যার শিরোপাসহ। তথাকথিত বামফ্রন্ট সরকার লালিমা পাল (কুং) কায়দায় ব্র্যাকেটে মার্কস্‌বাদী সাইনবোর্ড এঁটে নিশ্চিন্ত গজেন্দ্রগমনে এগোচ্ছে। প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজেই একটা প্রমাদ ভদ্দরলোকের মার্কস্‌বাদী বাচ্চা তা আজও বুঝলেন ন। বিভেদই রাজগী ওর।

১৬ এপ্রিল '৮০

হঠাৎ খবর দিয়েছেন বিশ্বরঞ্জন সেন, লন্ডনের পথে স্নেহাস্পদ নাজির আহমদ কলকাতা ছুঁয়ে যাবে। দক্ষিণ কলকাতা পৌঁছলাম। বিশ্বরঞ্জন দুনিয়ার তাবৎ রাজনৈতিক ভূকম্পনের সিসমোগ্রাফ। পেশার বাইরে আর এক মানুষ তিনি। দুজনে প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিলাম দু'ঘণ্টা। নাজির আসতে পারেননি। বিশ্বরঞ্জন সেন শেষে অসুস্থজনকে বাড়ী পৌঁছে দিলেন।

১৭ এপ্রিল '৮০

জাঁ পল সার্ত্রে কাল প্যারিসে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ওঁর দর্শনের প্রতি আমার এতটুকু প্রীতি ছিল না। কিন্তু নির্ভীক চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি চির-নমস্য। বহু ঝড় ঝাপটার ভেতর দিয়েও ৭৪ বছর বেঁচেছিলেন, যদিও য়ুরোপীয় মানদণ্ডে অবিশ্যি খুব বেশী বয়স নয়। অকুতোভয়তার প্রতীক, আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ কারো।

১৮ এপ্রিল '৮০

ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আচ্ছন্নতায় ক্লান্ত মন। ছোট ভাইটার অসহায় মুখ বার বার হানা দিয়ে গেল। শরীরও ভাল নয়। হঠাৎ ক্ষিধে গায়েব। বিকেলে রণেশদা তবু কিছুক্ষণ থেকে মন হাল্কা করে দিয়ে গেলেন। সন্ধ্যা কাটল স্নেহাস্পদ উজ্জ্বল চক্রবর্তীদের সঙ্গে। নিজে চিত্রশিল্পী, তদুপরি ফিল্মের প্রতি সমান অনুরাগী সত্যজিৎ রায়ের স্নেহধন্য এই সুদর্শন তরুণের সঙ্গে নির্বিবাদে দু'ঘণ্টা কেটে গেল। ঠাকুরদার ঝুলিকে কেন্দ্র করে আধুনিক জীবনের এক দিক উন্মোচন আশায় উজ্জ্বল চিত্রনাট্য শেষ করেছে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওর নানাভিসারী মনেরও এক দিকে বেশ আকর্ষণ যোগ্য। ওদের সঙ্গে বেশ ছিলাম। ফেরার পথে শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। প্রায় বিনিদ্র রজনী।

১৯ এপ্রিল '৮০

রোডেসিয়া—এই সাম্রাজ্যবাদ-কলঙ্কিত নাম আর মানচিত্রে উঠবে না। জয়তু

www.pathagar.com

জিম্বাবওয়ে। আজ থেকে আর এক দেশ পরাধীনতা মুক্ত হলো। বাঙলাদেশে আমি পর্য্যুদস্ত। আর এক জায়গায় তবু বিজয়ী। বিশ্বের আনন্দ-উৎসব সহজে জালেমরা নিভিয়ে দিতে পারে না কোনদিন।

২০ এপ্রিল '৮০

কাল সন্ধ্যা ডাঃ তমাল বিশ্বাসের কাছে গিয়েছিলাম। সহৃদয় চিকিৎসক ওষুধ বদলালেন। ফলে, আজ বেশ সুস্থ। সারাদিন অনেক পড়াশোনা করতে পারলাম। বিনা ক্লান্তি। বোম্বে-প্রবাসী রাধু কর্মকার-বিখ্যাত ক্যামেরাম্যানকে এক চিঠিও লিখলাম। অনেকদিন due ছিল। বিকেলে বেশ মেঘ জমে এলো। বহু কাল পরে বৈশাখের আকাশে এই সমারোহ। হঠাৎ জয়নুলের মুখ বারবার ভেসে উঠতে লাগল। চার দশক ধরে জড়িত জীবন ওর সঙ্গে। আর কোনদিন দেখা হবে না। ওর অভাব অনেকক্ষণ অভিভূত রাখল। স্তব্ধ, অন্ধকার এই গোধূলির লগ্ন। হঠাৎ আশীর্বাদের মত মাসুদ ও রাজ্জাক চৌধুরী এসে উপস্থিত। ঘণ্টা দেড়েক ওদের আলাপচারিতায় আনমনা থাকতে পারলাম। প্রায় ছ-সাত ঘণ্টা লেখাপড়া সারাদিনে। রাত্রে ক্লান্তি ছেয়ে এলো। দু'বার ঘুম ভাঙল। বিশ্রাম নিতে হবে। নচেৎ শরীর সারবে না। আজ খামখা সুস্থতার সুযোগ নিতে গেলাম।

২১ এপ্রিল '৮০

পত্রের জবাব দিতে হয়। নাগাল্যান্ড থেকে সঞ্জীবের পত্র পেলাম। আমার জন্যে উদ্বিগ্ন। দেশে ফেরা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। বাঙলাদেশে প্রচুর ধর-পাকড়া। মে মাসে ইসলামী মন্ত্রীদের সম্মেলন হবে। ভিক্ষুকরা তারই ভূমিকা করছে এইভাবে—যেন পেট্রোডলার পেতে অসুবিধে না হয়। ইসলামের আবাকাবা আরো দেহে লেপ্টে নিচ্ছে।

২২ এপ্রিল '৮০

কাল থেকে ও' হেনরীর গল্প পড়ছি। ১৯১০ সনে লেখক মারা গেছেন। সব গল্পের পটভূমি উনিশ শতকের আমেরিকা। তখনও সাম্রাজ্যবাদ অতি হন্যে হয়ে ওঠেনি। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল মানবিক। গল্পে তার বহু প্রমাণ, নরনারীর সম্পর্কও এমন জঘন্য হয়ে ওঠেনি। প্রেম ছিল মাঝখানে সেতু। আর আজ?? এই ব্যবধান হেতু বড় টাটকা স্বাদ পেলাম। রচনাবলীর মধ্যে।

২৩ এপ্রিল '৮০

সেন্ট জেভিয়ার কলেজের স্মৃতিবাহী সুনীল জানা-খ্যাতনামা অংশু-চিত্রকর

www.pathagar.com

কলকাতা এসেছে। আজ খবর দিয়ে গেল দূত। শরীর খারাপ। নচেৎ আজই ছুটে যেতাম। অতীত কালের বন্ধুদের জন্যে মন বড় হন্যে হয়ে থাকে আজকাল। গত বছর দিল্লীতে ওর সঙ্গে ক'দিন কাটিয়েই কলকাতা ফিরেছিলাম।

সন্ধ্যায় রণেশদা এসেছিলেন।

২৪ এপ্রিল '৮০

টেলিভিশনে "Death of a princess" ফিল্ম যা সৌদি আরবের পরিবারের কলঙ্ক-কাহিনী দেখানোর অপরাধে সৌদি শাসকশ্রেণী বিলেতী ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে নিচ্ছে এবং অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রকে তথা-অনুরোধ জানিয়েছেন। দেখা যাক, বর্তমানে উন্নত সভ্যতার আদর্শবাহী এক বিত্তহীন দেশ কুসংস্কার-আচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ এক বিত্তবান দেশের কাছে শেষ পর্য্যন্ত মাথা নোয়ায় কিনা। বৃটেনের যা আর্থিক দুরবস্থা হয়ত শেষে নাকে খৎ দেবে। The advanced bourgeosie of Europe support everything backward in the colonies." মার্কসের বাণীর সত্যতাও আর একবার যাচাই হবে। ভেল্কি দেখা যাক্ বসে বসে।

২৫ এপ্রিল '৮০

দিল্লী থেকে অমৃতা প্রীতম পত্র লিখেছে আমার স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বিগ্ন এবং দেশে ফিরে যেতে পারি কি না। অপার করুণাময়ী এই মহিলা। 'সন্তানের স্বীকারোক্তি'র রয়ালটির এক পয়সাও স্পর্শ করলেন না। অধিকন্তু বাঙলাভাষ্যের সব স্বত্ব আমার। গত বছর দিল্লীতে ওঁর আতিথেয়তাও স্মরণীয়। শেষ বয়সে ঋণ বেড়েই চলল।

সুনীল জানা হিন্দুস্তান পার্কে এক শুভানুধ্যায়ীর কাছে উঠেছে। দশ নম্বর বাড়ীতে সকালে সাক্ষাতে পেলাম। তৎপূর্বে আরতি/তুলসী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আগে-আনা বই ফেরৎ দিতে ঢুঁ। তুলসী বাবু দিল্লীপ্রবাসী। আরতিদের সঙ্গে অল্পক্ষণ। সুনীলের মেজ্‌বান Host অমরেন্দ্র বল ও তার অনুজ দুজনে চিরকুমার। বাড়ীর বাপ-মা বোন সব বিগত। দুজনের পরে বংশ-লতিকা নিশ্চিহ্ন। বাড়ীটা তখন পিতৃদেবের নির্দেশ অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পত্তি হয়ে যাবে। স্বর্গীয় জনকের ফটোগুলো দেওয়ালে আছে। অমর বাবু স্বাবলম্বী। আমি যখন পৌঁছলাম তখন এক গাদা আলু বেগুন কুটতে বসেছেন। ভৃত্য আছে একজন। না থাকলেও ক্ষতি নেই। অমর বাবুর কাহিনী শুনতে লাগলাম। একদা এই বাড়ীর সমৃদ্ধি বাথরুমের শ্বেত পাথরেই স্পষ্ট। সুনীলের প্রতি গৃহস্বামীর প্রেম অঢেল। গত বছর দিল্লীতে সুনীলকে যা দেখে এসেছিলাম, এবার দেহে মনে অনেক ভাল। সবই বল-মশায়ের বলে। ষাট বছর পূর্বে তৈরী এই বাড়ী। তখন সমস্ত হিন্দুস্তান পার্ক ছিল জঙ্গল-ডোবা ইত্যাদির যোগফল। দু একটা বাড়ী মাত্র প্রতিবেশী। সুনীলসহ প্রায় তিন ঘণ্টা কাটিয়ে বাড়ী

www.pathagar.com

ফিরলাম। সুনীল তার একটা পুরাতন ফটো 'রিক্ত নিঃসঙ্গতায়" উপহার দিলে ঃ অমর বাবুর মুখে স্মৃতিচারণ ভাল মানায়। জাপানী কায়দায় নিষ্পত্র ডালের সমারোহ। আমার বর্তমান জীবনেরই যেন ছবি। সুনীল বললে, তোর নয়, আমার। বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবন। ছবি তোলা বন্ধ। সুনীল কিছু বাড়িয়ে বলেনি।

গভীর রাত্রে বঙ্গবন্ধুকে স্বপ্নে দেখলাম। একটা পত্রিকা নিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলছেন। জীবন্ত স্পর্শ চতুর্দিকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

২৬ এপ্রিল '৮০

শেষ বয়সে বার্ট্যান্ড রাসেল খামখা আণবিক নিষিদ্ধকরণের জন্যে হন্যে হয়ে ওঠেননি। কোন এক দেশের একটা পাগলা শাসক কিছু করে বসলে ত মানব সভ্যতা লোপাট। আজ সংবাদপত্র দেখে স্তম্ভিতঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হঠাৎ উন্মাদের মত ওদের Hostage diplomat-দের উদ্ধার উদ্দেশ্যে "কম্যান্ডো" পাঠিয়েছেন। সব ইরানের মরুভূমিতে কুপোকাৎ হয়ে গেছে। পৃথিবীময় তার প্রতিক্রিয়ার কথা এতটুকু ভাবেনি কার্টার। আগামী তিন চার দিন পৃথিবীর অধিবাসীদের বড় উদ্বেগময় প্রহর কাটবে। অন্ততঃ কাটা উচিত। বিত্ত-তুঙ্গে অধিষ্ঠিত এক সভ্যতার মানসিক দৈন্য রীতিমত ভীতির ব্যাপার। সৌদি আরবের সঙ্গে মার্কিন প্রেমের আসল যোগসূত্র এই একই জায়গায়। বিত্তবান দুর্জনদের মিতালি স্বাভাবিক।

২৭ এপ্রিল '৮০

আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের সেমিনার ঃ ভাষা-পরিষদ কেন্দ্র-৩৬ শেক্সপীয়ার সরণী। বিকেল ৪-৩০। আমন্ত্রণ-রক্ষায় গিয়েছিলাম। সাক্ষাৎ ঘটল ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সঙ্গে। শেষ দেখা ঢাকায় ভুট্টোর সঙ্গে যখন এসেছিলেন '৭৪ সনে। পরিচয় ঘটল আফ্রিকান লেখক আলেক্সি লা গুমার Alexi La guma সঙ্গে। আমার লোভ ছিল প্যালেষ্টাইন মুক্তি সংগ্রাম (PLO) সংস্থার কবি মুঈন বিসোসু'র সঙ্গে। সাক্ষাৎ হবে। তার আসার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে আসতে পারেননি। ওর হাতে একটা সংবাদ দিতাম। তা মুলতবী রইল ঃ

ময়দান আরাফাত
লাগে হজ্বের সাক্ষাতে।
ইয়াসের আরাফাত
বিশ্বমানবতার মুলাকাতে।

রণেশ দাশগুপ্ত ফয়েজের অনুবাদক। সাক্ষাৎ হোলো আবার দুজনে। মধুর সন্ধ্যা কাটল। ফয়েজ হঠাৎ বিদেশী Ethos বদলানোর উপদেশ দিলেন তার বক্তৃতায়। দাসত্বের খোয়ারি এখনও যায়নি। মার্কস্‌বাদ ত বিদেশাগত Ethos

www.pathagar.com

তৈরীর এক অন্যতম উপাদান। তা নিয়ে কী করব ঐ উপদেশ অনুযায়ী?

২৮ এপ্রিল '৮০

সকাল ১০-১২টা দুপুর লোডশেডিংয়ের ভিতর গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সঙ্গে। জানা গেল, তিনি ভুট্টোর পতনের পর দেশছাড়া। বর্তমানে বৈরুতে প্রবাসী। "লোটাস" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। বহু পাকিস্তানী বন্ধুদের খবরও পেলাম। এখানে পরিচয় হোলো, পশ্চিমবঙ্গের মজুর থেকে পরিবহন মন্ত্রী জনাব আমিনের সঙ্গে। আলোকচিত্র শিল্পী নিমাই ঘোষ রশীদ খান (সাহিত্যরসিক, এমেচার চিত্রশিল্পী গালিবের বাঙলা তর্জমার সহকারী—যদিও পেশায় পুলিশ) এবং "ফান ওয়া সাখসিয়াৎ" পত্রিকায় (বোম্বাই থেকে ছাপা হয়) সম্পাদক সাব্বির দত্তের সঙ্গে। আবার দেখা হোলো আলেক্সি লা গুমার সঙ্গে। তুমুল দুপুর। বাইরে প্রখর তাপ। একটা মিনি ধরে বেক বাগান পৌঁছলাম।

লিখতে ভুলে গেছি। লাউঞ্জে লা গুমা দম্পতি বসেছিলেন। ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে ফয়েজের কাছে। অ্যালেক্স লা গুমার কাছে শুনলাম, সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়নের সচিব ইউরি বোমিয়ানৎসোভ Youri Rumaintsov মারা গেছেন। ১৯৬৫ সনে ওঁর আতিথেয়তা স্মরণীয়।

২৯ এপ্রিল '৮০

সকাল আটটা। গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে আবার। এবার রুম নম্বর ৮১০। আলেক্সি লা গুমা এখন হাভানার প্রবাসী। স্বদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করেছেন সাত-আট বছর। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে অহর্নিশ সংগ্রামী এই লেখক শেষ পর্য্যন্ত আর নিজের শহর কেপটাউনে থাকতে পারেননি। সপরিবার দেশত্যাগী। মাডাম ব্লাঁস লা গুমা পাশেই বসেছিলেন, স্বামী যখন অতীত বয়ানে মুখর। ফয়েজ সাহেব আজ খুব সকালেই দিল্লী অভিমুখী, চলে গেছেন। আপাততঃ আমরা তিন জনে আসরে। ওদের প্রোগ্রাম আজই দুপুরে দার্জিলিঙ যাবেন। সেখানে তিনদিন থেকে দিল্লী। পরে মস্কো ও বার্লিন—সেখানে দু'জায়গায় দুই সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আবার কিউবায়। লাউঞ্জে নেমে পরিচয় হোলো ইথিওপিয়ার লেখক আসিফ জীবর মারিয়ামের সঙ্গে। কৃষ্ণকায় নরদানব, জাপানী সমালোচক হারিয়ু, সেনেগালের কবি দিওপ প্রমুখের সঙ্গে। শেষ মুহূর্তে আলাপ। আসিফ খুবই নিকট এলেন যেন। নিজের ঠিকানা দিলেন। যেন পত্র দিই। হাইলে সেলাসির পতনের পর বিপ্লবোত্তর দেশের কিছু সংবাদ জানার কৌতূহল ছিল, কিন্তু সময় ছিল না। সকলে দার্জিলিঙ-অভিমুখী। লা গুমা দম্পতি ও অন্যান্যদের ট্যাক্সি ছাড়ার আগে পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আলাপ, যেন বাঙালী কন্যাবিদায়ের পূর্বক্ষণ। আলেক্স লা গুমা এবং

www.pathagar.com

ইথিওপিয়ার আসিফ—দুই বোদ্ধা-যোদ্ধাকে দেখে খুবই অনুপ্রাণিত হওয়া যায়। ওদের বিদায় দিয়ে মিনি ধরলাম।

সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ বেক বাগানের মোড়ে এক মিছিল দেখলাম। কৌতূহল স্বাভাবিক ঃ এখানকার জেলা-কমিটি বাঙলাদেশের কম্যুনিস্ট কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাতে মিছিল করে যাচ্ছে। গন্তব্য ঃ বাঙলাদেশ হাইকমিশনের আপিস। অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। তাই আরো কৌতূহলী। 'কালান্তর' আপিসে ঢুঁ দিলাম। বার্তা সম্পাদক কাশী চট্টোপাধ্যায় কিছুক্ষণ মিছিলে সামিল থেকে এইমাত্র ফিরেছেন। ঘামে টগবগ। আমাকে দেখে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কবি মণীন্দ্র রায় এদের বার্তা বিভাগের সঙ্গে এখন জড়িত। অন্যান্য 'কালান্তর' শিল্পীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়ী।

আবিশ্ব সমর। কাজেই সব জায়গায় মুখে হাত-পা দেওয়ার সাধ্যি বাঙলাদেশ কেন, কোন সরকারেরই নেই।

৩০ এপ্রিল '৮০

গ্যাব্রিয়েল মার্কেজের (Marquez) একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে কিউবার সাপ্তাহিক পত্রিকায়। খবরদাতা শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত। তা দেখার জন্যে গিয়েছিলাম দৈনিক "কালান্তর" এর লাইব্রেরীতে। পুরাতন পত্রিকা ঘেঁটে বের করতে অস্থির রণেশদা স্বয়ং। পরে পাওয়া গেল। লেখক বলেছেন যে উপন্যাস যেন ইটের পর ইট গাঁথা। দরকার হলে এক দেওয়াল ফেলে দাও, অন্য দেওয়াল ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ছোট গল্প যেন সিমেন্ট জমানো। ফাটল থাকলে সব ফেলে আবার কেঁচো গন্ডুষ। ছোট গল্পে বাড়তি ফাঁকের জায়গা নেই। পাঠচক্ষে বসে আরো পাওয়া গেল। ('কালান্তরের' বার্তা-সম্পাদক কাশী চট্টোপাধ্যায় ধরে এনেছিলেন এক প্রৌঢ় ব্যক্তিকে) সৈয়দ আবুল হুদাকে ঠিক তেত্রিশ বছর পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক কবি আবুল হুদা। নজরুলের ঐতিহ্যের অনুসারী—সেই ধাঁচে কবিতা লিখত। আজও তার নড়চড় নেই। Sophisticated লোকদের ব্যাপারে হুদা আজও নির্বিকার। C.P.I এর সঙ্গে জড়িত। পার্টির Drummer। যৌবনের চেহরা কী করে থাকবে? তবে ঈমানদার ব্যক্তি, মনে এখনও যৌবন টইটুম্বর। ওর কবিতা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলে আমি খুশী হতাম। কিন্তু তা হওয়ার যো নেই। বড় একরোখা মন। বহুদিন পরে সাক্ষাৎ। স্বভাবতই বেশ আলাপচারিতা। সৌরী ঘটক, পবিত্র সরকার, পবিত্র চক্রবর্তী প্রমুখ সহ বড় মধুময় সন্ধ্যা কেটে গেল।

১ মে '৮০

কেন্দ্রীয় সরকার খোলা। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ছুটির দিন। এখানে সরকার

www.pathagar.com

ত শ্রমিকের প্রতিনিধি। হঠাৎ মনে পড়ল ঃ হয়ত দেরীতে ধীরে কিন্তু দুনিয়া বদলায় শেষ পর্য্যন্ত। ১৯৪০ সনে রিপন কলেজের এক অধ্যাপক (Some ভট্টাচার্য) কবিতা লিখেছিল "চামার ও শিকল" Hammer and Sickle-এর উপর ব্যঙ্গ করে তীব্র ঘৃণা প্রকাশে। জানি নে, অধ্যাপক বেঁচে আছে কিনা। বর্তমানে সেই কলেজের অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত (শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়) কট্টর কম্যুনিষ্ট। চন্দ্রাগমের কোন ক্ষতি করতে পারে না কুত্তা-দংগলের আর্তনাদ।

আজ সকালেই সম্পত্তিজাত মানবিক খর্বতার চেহরা পষ্ট দেখতে পেলাম। আমার প্রতিবেশী (সবলসিংহপুর গ্রামে) কাজি দাউদ মারা গেছেন কাল। বয়সে সাত-আট বছর বড় ছিলেন। তবু কৈশোর কালে বয়স্য ছিলাম সকলে। বহু স্মৃতি একত্রে বসবাসের। তাই সংবাদ শুনে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। শোকের আবহ বাড়ীতে। কিন্তু ব্যবসাদারের বাড়ীতে হিসেব-নিকেশের স্রোত যথা অব্যাহত। মানবিক সম্পর্কের কোন দাম থাকে না অর্থ উপার্জনের নেশা পেয়ে বসলে। সামাজিকতা রক্ষা। নচেৎ এমন আবহাওয়ায় আর কতক্ষণ মন টেকে। পরবর্তী গন্তব্য 'কালান্তর' আপিস। বন্ধু জ্যোতি দাশগুপ্ত (সম্পাদক), বার্তা সম্পাদক কাশী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন। ওদের সভায় হঠাৎ কবিতা পড়ার ডাক পড়ল। রিপোর্ট হবে না—এই শর্তে একটা কবিতা পড়লাম। স্বরচিত, বহুকাল আগের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেখানে এক জন্তু বলছে যে এখন তাদের সান্ত্ব না তাদের জানোয়ার বলার কেউ থাকল না। যেহেতু মানুষগুলো তখন হিন্দু-মুসলমান হয়ে গেছে। সৈয়দ আবুল হুদাও এসেছিল। সেও কবিতা পড়লে। সভাশেষে বহুজনের সঙ্গে ক্ষণিকের আলাপ। অতঃপর গৃহমুখী।

সন্ধ্যা সুনীল জানার সঙ্গে। ওর Dissipated জীবনের জন্যে দুঃখ হয়। সব সৃষ্টিপ্রতিভা পারিবারিক বিপর্যয়ে স্তব্ধ। জীবনস্রোত থেকে ছিটকে পড়েছিল সুনীল কিছু আরাম-আয়েসের টানে। সেই প্রবণতা আজ প্রতিশোধ নিচ্ছে। গৃহস্বামী অমরেন্দ্র বলের পারিবারিক কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ধনীর সন্তান জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াননি কোনদিন। ফলে, অস্তিত্বের সব অর্থ হারিয়ে ফেলেছেন। এখন শুধু টিকে থাকাই সাধনা। সুনীলের দেহ বিপর্য্যস্ত। অমর বাবু সেবা যত্নের ফলে এখন অনেকটা ধাতস্থ। এই জন্যে ভদ্রলোকের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা সমর্পিত। সন্ধ্যায় সস্ত্রীক এই বাড়ীতে কিরণ রাহা এলেন। জমজমাট আসর। কিন্তু শারীরিক কারণে আমি রাত্রি আটটার সময় বিদায় নিলাম।

২ মে '৮০

মাইনরিটি মুসলমান। সেই বাহানায় পাকিস্তান। তারই ফাটল ধরে বাঙলাদেশের জন্ম। কিন্তু মুসলমানেরা অন্য মাইনরিটিদের ব্যাপারে নির্বিকার।

www.pathagar.com

এখন দেখছি নির্দয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা ও অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের উপর গণহত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণের যে সব কাহিনী ভেসে আসছে তা মর্মন্তুদ। বৌদ্ধদের পুরোহিত প্রধান মহাথেরো পালিয়ে ভারতে এসেছেন। তার প্রেস-কনফারেন্সে বিবৃত রিপোর্ট অবিশ্বাস্য মনে হয় কিন্তু নির্দয়ভাবে তা সত্য। জিন্না সাহেব গোটা কওমকে আত্মহত্যার পথে টেনে এনেছিল। বাঙলাদেশের জিয়া সরকার সেই ঐতিহ্য রক্ষা করছে। এই উপমহাদেশের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কী ভয়াবহ, তা আজও শাসকশ্রেণীর উপলব্ধির বাইরে।

৩ মে '৮০

বিজয় শ্রীবাস্তব জিওনাজিকাল সার্ভের অফিসার। বাইরে যেতে হয় গবেষণা খননে। উত্তর প্রদেশের এই সংস্কৃতিমনা সহৃদয় যুবকের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। দু'মিনিটের পথ—তাই ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। এই ফাঁকে দিল্লীআগত সুব্রত দরজায় এক কার্ড ঝুলিয়ে গেছে। উঠেছে চিন্মোহন সেহানবীশের বাড়ী। সকালে কিরণ রাহার সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত যোগাযোগের কথা ছিল। নাস্তা সেখানে বরাদ্দ। ওর বাড়ীতে গিয়ে নাস্তা সেরেই পলায়ন। সুব্রতকে ধরতে হবে। পদ্মপুকুর রোড থেকে ট্যাক্সি নিয়ে শরৎ ব্যানার্জি রোড। ট্যাক্সির যাতায়াত খরচ সুব্রত বলামাত্র মিটিয়ে দিলে। চিনু, উমা দুজনেই কাজে বহির্গত। সুব্রতর সঙ্গে সুখদুঃখ, রাজনীতি আলোচনার এক ঘণ্টা পাওয়া গেল। সেও কর্মব্যস্ত। একই পাড়ায় পরিতোষ সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থাকেন। তাই সাক্ষাতের সুযোগ নিলাম। দুজনেই বাইরে। হেঁটে বিষ্ণু দেকে দেখতে গোলাম মোহাম্মদ রোড। সত্তরের ছবি। সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু বেশ নরম হয়ে গেছেন। অপূর্ব দুই চোখ এখনও সজীব, দীপ্তিময়। পা টেনে টেনে চলতে হয়। সেদিক আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কথাও আজ কম বললেন। ফলে, আমার ও কবি জায়া প্রণতি দেবীর ময়দান ফাঁকা। বাড়ী ফেরার পথে ট্যাক্সি পেলাম না। সুব্রত ঋণী করে রেখে গেল, যেহেতু যাতায়াতের ট্যাক্সিভাড়া সে বহন করে। শেষে অনেকক্ষণ ক্লান্ত, মিনিবাস এবং ট্রাম ধরে পার্ক সার্কাস। সকাল ফাঁকা গেছে। এসে ঘণ্টা খানেক গল্পের ইং-তরজমা কপি করলাম, ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদে।

সন্ধ্যা, মাসুদ সদনে। লোডশেডিং। অন্ধকার। সন্ধ্যার পর আর কাজ করা গেল না। গোপাল হালদার এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। এক কোটী অভিনন্দন পাঠানোর ইচ্ছে। আজ লিখে রাখব। সুব্রতকেও পত্র দিতে হবে। অন্ধকার সব ভেস্তে গেল। আহার এবং ঘুম অতএব আশ্রয়।

বসুধা চক্রবর্তীর বাড়ীতে কী যেন দুর্ঘটনা ঘটেছে পত্রে পষ্ট লেখেননি। আর পত্র নয়। কাল সরেজমিন পৌছাতে হবে।

www.pathagar.com

৪ মে '৮০

ফণী চক্রবর্তী বললেন, "মনুষ্যত্বে বিশ্বাস রাখা বিপজ্জনক।" যদিও আবার এই শহর থেকেই উচ্চারিতঃ "মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ।" বসুধা চক্রবর্তীর পত্রের জের। বিকেলে সাদার্ণ এভিন্যু গিয়েছিলাম। ভয়ানক বিপদ গেছে ওদের উপর দিয়ে। দুই ভৃত্য বাড়ীর। একজন ১০-১১ বছর আগে। বর্তমানে বয়স ২০। আর একজন তিন বছর আছে। সে আরো ডাগর। দুইজনে ষড়যন্ত্র করে গত ২৮ তারিখে রাত্রে বাড়ীর স্যুইচ অফ করে দেয়। অন্ধকারে তিন তলায় একজন এসে বসুধা বাবুর গলায় ফাঁস দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রহার সহ অন্য এক কামরায় বন্ধ করে দেয়। পাশের কামরায় থাকেন ইন্দুদিদি। তিন ভাই বোনেই বৃদ্ধ। বসুধা ৭০ ইন্দু ৬৭ ফনী ৮১। গায়ের শক্তি কল্পনা করা যায়। ইন্দুকে একজন মারধর করে সিঁড়ি থেকে গলিয়ে ফেলে দেয়। ফণী বাবু দোতলায় থাকেন। ওঁকে কেউ নির্যাতনে এগোয়নি। প্রহার পড়লে বৃদ্ধ আর বাঁচতেন না। ইতিমধ্যে গোঙানি শুনে এবং হঠাৎ বাড়ীটা অন্ধকার দেখে, পাশের বাড়ীর লোকেরা পুলিশে টেলিফোন করে। খুব চটপট ওরা এসে পড়ে। সিঁড়ির সাহায্যে পুলিশ দেওয়াল টপ্‌কে এসে দরজা খোলে ও ওদের উদ্ধার করে। একটি চাকর টাকা ঘড়ি ইত্যাদি নিয়ে পালিয়ে যায়। অন্যটি ছাদে জলের ট্যাংকের তলায় লুকিয়ে ছিল, পুলিশ বের করে। All's well that ends well—এখন এই বলেই সান্ত্বনা পেতে হয়। ঘণ্টা দুই এঁদের সঙ্গে। ভাই-বোন সকলেই অকৃতদার। বড় বাড়ী। লোকজনের সংখ্যা কম। দুষ্কৃতকারীদের সাহসের উৎসও সেখানে। ফণী বাবু বাকপিয়াসী কম নন। মস্তিস্কের কলকব্জা একাশি বয়সেও ঝকঝকে আছে। পাছে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাই প্রায়ই মাঝপথে আমি আসর ভেঙে দিই।

আমার জন্যে কম উত্তেজনাময় সন্ধ্যা নয়। গড়িয়াহাটা গিয়ে ট্রাম ধরব। পথেই হিন্দুস্তান পার্ক পড়ে। সুনীল জানার কাছে গেলাম। সেই মাত্র তাদের সভা ভেঙেছে। ইন্ডোনেশিয়ার এক মুসলমান ভদ্রলোক এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উৎস। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "শুদ্ধবুদ্ধি ধর্ম" আন্দোলন। সদস্য বৃন্দ একটি অন্ধকার কামরায় যার যা খুশী নিজের টেন্‌শান (Tension) মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে, অবিশ্যি শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে। কেউ বিবস্ত্র হতে পারবে না। আর অন্য সভ্যদের গালাগাল দেবে না বা কারো উপর ঝাল ঝাড়বে না। টেন্‌শান-মুক্ত হওয়ার জন্যে মাটীতে গড়াগড়ি দাও, চিৎকার করো, গান করো, চুপচাপ বসে থাকো- অর্থাৎ সব তোমার এখতিয়ার। সুনীল আজ মাটীতে গড়াগড়ি দিয়েছিল। আজই সে ওদের সভ্য হয়েছে। আরো চারজন ভদ্রসন্তানকে দেখলাম পাৎলুনধারী, পুরুষ্ঠ চেহরা-অর্থাৎ সবই অবসরপুষ্ট শ্রেণীভুক্ত। বাঁচার মধ্যে আনন্দ পায় না। সেই আনন্দের সন্ধানী এরা। ভারতে রন্‌জীশ নামে এক সাধু আছে। তার আন্দোলন এই জাতীয়ই। আরো অবাধ।

www.pathagar.com

সেখানে ছেলে-মেয়ে একত্রে টেনশন মুক্ত হতে পারে। মন চাইলে রতিক্রিয়া করতে পারে—কোন বারণ নেই। রনজীশের বিত্ত কোটী কোটী টাকা। বুর্জোয়া সমাজের ব্যাধি এই ভাবেই প্রকট হয়। সুনীলকে হঠাৎ এর মধ্যে দেখে আমি রীতিমত SHOCKED. পারিবারিক জীবনে নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে ও। Frustration কী শেষে ওকে গিলে বসবে ওর প্রতিভা সহ? আজ সুনীলের সঙ্গে তর্ক জুড়লাম না। য়ুরোপ আমেরিকায় সভ্য মানুষগুলো কেন savage হওয়ার প্রেরণায় দীপ্ত তা সুনীলের জানা উচিত। সমাজতান্ত্রিক দেশে ত এসব বেলেল্লাপনা নেই। মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়েছে। স্নান দরকার। সুনীল বাথরুমের পানে, আমি গড়িয়াহাটার। সন্ধ্যাটা ক্রমশঃ তেতো হয়ে গেল। পুরাতন অনেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা না হলেই যেন ভাল ছিল। সুব্রত সেদিকে নমস্য। সদাই আত্মার আত্মীয়। প্রেরণাদাতা।

৫ মে '৮০

কয়েক মাস রোগ-ভোগের পর মার্শাল টিটো কাল ইহলোক ত্যাগ করেছেন। বর্তমান বিশ্বে শৌর্য-বীর্য, রাষ্ট্রনৈতিক সততা, মানব-কল্যাণের ভবিষ্যৎ চিন্তা, ত্যাগ-তিতিক্ষার এমন প্রতিমূর্তি আর দ্বিতীয় ছিল না। মেহনতী মানুষের গন্তব্যের দিকশূল-রূপে তাঁর অবস্থান চিরকালের। তোমাকে বিদায় দিতে পারব না, বন্ধু। তাহলে কী নিয়ে বাঁচবে এই পৃথিবীতে?

সন্ধ্যায় ঃ সুলতানাদের সঙ্গে। সালেক এখন কাঁহা-কাঁহা পাড়ি মারছে য়ুরোপ।

৬ মে '৮০

আফগানিস্তানের সমর্থনে নানা রাজনৈতিক দল ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে সভা ডাকা হয়েছিল ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান হলে। মাসুদ সভাপতি। সেই সারথী। পাঁচটার মিটিঙ। গিয়ে দেখলাম মাইকম্যান ছাড়া আর কেউ নেই। দেড় ঘণ্টা পরে ঠিক সভা শুরু হলো। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পৌনে এক ঘণ্টা বিশদ পটভূমি ও বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা শেষে ভারতে কর্তব্য সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে বললেন। সাম্রাজ্যবাদের ধোঁকায় কেউ যেন বিভ্রান্ত না হই। তেত্রিশ বছর পরে বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে দেখা। জোয়ান দেখে গিয়েছিলাম। এখন নানা ব্যাধির শিকার। তবে আর পূর্বের মত শরীর ইষৎ কৃশ নয়। যথেষ্ট মোটা হয়েছেন নয়াপাতি ভুঁড়িসহ। বয়সের ছাপ স্পষ্ট। মুখের পূর্বের তীক্ষ্ণধার ছায়া যেন গায়েব, বরং শান্ত আবহাওয়া তা ঘিরে। নিত্যানন্দ দে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতা। কণ্ঠ উদাত্ত। বলেন ভাল। তিনি প্রশ্ন করলেন, বাঙলাদেশের সংগ্রামে কী ভারতীয় সৈন্য সেখানে যায়নি? আজ আফগান্তিানের বেলায় এত সন্দেহ কেন? তরুণ সান্যাল

www.pathagar.com

অর্থনীতির অধ্যাপক। পুঁজিবাদ তৃতীয় সংকটের ভেতর এসে পড়েছে। "ঠান্ডা যুদ্ধ" আবার জীইয়ে না তুললে তার সংকট কাটবে না। তাই আফগানিস্তান নিয়ে এত "গেল-গেল" রব সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে। মনসুর হবীব (স্পীকার) অতীত ডুরাণ্ড লাইনের খেলাই আবার জেঁকে বসেছে—স্মরণ করিয়ে দিলে। আফগান প্রতিনিধি লালাজান খানের বক্তৃতা থেকে জানতে পারলাম, একটা সাবান তৈরীর কারখানাও সেখানে আগে ছিল না। জির্গা আর জমির মালিকদের শোষণের ছবি ভয়াবহ। সভাপতি মাসুদ অনেক লম্বা বক্তৃতার পর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কর্তব্যের গোড়ায় নিয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদ বনাম পুঁজিবাদের লড়ায়ে তুমি কোন দিকে—আফগানিস্তানের এই সমস্যায় তা পরিষ্কার ধরা যাবে। বর্ণচোরা থাকার কারো উপায় নেই বর্তমান দুনিয়ায়। সভাশেষে মাসুদই সারথী। বেণু ধর, স্নেহাস্পদ রফিক ও লুসি (ওরা স্বামীস্ত্রী মিলেই এ যাত্রা বাঁচিয়ে রেখেছে) সঙ্গী ও আরোহী। মাসুদ সভা এবং গাড়ী ভালই চালায়।

৭ মে '৮০

এক মাস বাড়ীর খবর পাইনি। উদ্বিগ্ন গৃহাগত প্রাণ। সন্ধ্যায় কালান্তর আপিস। আবুল হুদা আসার কথা ছিল। কথা রাখেনি। দঙ্গলে কিছু আত্মস্থ হওয়া গেল। কবি মণীন্দ্র রায়, কাশী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাতাসে ঢেউ তুলেছিলেন।

৮ মে '৮০

২৫ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। আজ তার কোন আকর্ষণ অনুভব করলাম না। আমার চিরকালের অভিযোগ তাঁর যৌবনে কাম-বাজ লম্পট, প্রৌঢ়কালে ব্রহ্ম-বাজ তথাকথিত মহর্ষি নামে খ্যাত পিতার খর্পর তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। ফলে আমাদের এগিয়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথ পিছুটানের বহু ফিউডাল সুতোও বজায় রেখে গেছেন প্রচুর। পৃথিবীর এমন বিরল Sensibilities-maker চেতন স্যাকরা। আমাদের নচেৎ অন্য জায়গায় তুলে দিতে পারতেন। দেশভাগ থেকে নানা ধরনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তা হলে করতে হোতো না। প্রায়শ্চিত্ত আজও শেষ হয়নি।

দুপুরে কিছু পূর্বে সুলতানার কাছে গিয়ে পাবলো নেরুদার Memories নিয়ে এলাম। এত দিনে বইটা হাতে এলো।

৯ মে '৮০

শ্রীগোপাল হালদার, অরুণা হালদার পাটনা থেকে কলকাতায় রবীন্দ্র পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষ্যে। ওদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে নীলরতন/প্রতিমাদের

www.pathagar.com

দরজায় টুঁ শেষ করলাম। পরে হালার ভবনে। চুচুড়ায় রবীন্দ্র পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হয়। এন্তেজামের দুরবস্থা অকথ্য। এমনকি গোপালদার স্ত্রী পর্য্যন্ত নেমন্তন্ন পাননি। পরিচারিকারূপে গিয়েছিলেন অনাহূত। মার্কস্‌বাদী সরকারের ভাবধারার লড়ায়ে যেন কোন ভূমিকা নেই। একজন সাম্যবাদী পুরস্কার পেলেন। অথচ সরকারের প্রচার বিভাগ প্রায় বোবা। গোপালদাকে নিতে এসেছিলেন এক স্কুল ইনস্পেক্টর। মোড়ল-মুখ্যিদের কোন চাড়া ছিল না। নানা ধরনের অবহেলার বয়ান শুনে মনে হোলো, মার্কস্‌বাদের এ কোন্ চেহরা আমরা দেখছি? বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, বাঙালী যখন একা সে তখন এক শ'। যখন সে এক শ' তখন সে একজনও না। যৌথ-জীবনের আদর্শবাদীরা তার প্রমাণ দিলেন যেন।

আসরে পরে শাহেদুল্লা ও ইলা মিত্র দুই শিয়াসুন্নী একজোট এসে পৌছলেন। সন্ধ্যায় আমার ডেরায় সরোজ রায়চৌধুরী, শ্যামল বসু, তপন চক্রবর্তী, অসীমা চক্রবর্তী। জমাট আড্ডা।

১০ মে '৮০

পাবলো নেরুদার স্মৃতিলিপি নিয়ে সারাদিন। সন্ধ্যায় 'কালান্তর' আপিসে। সাম্যবাদী আন্দোলনের ফাইফরমাস খেটে পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, এমন একপ্রৌঢ়-জনকে দেখলাম এখানে। এখন শরীরও ধ্বংসের পথে। জীবিকার প্রশ্ন আছে। "কালান্তর" তাই ওকে জায়গা দিয়েছে, অথচ পুরো কাজ পায় না। করুণার পাত্র হয়ে গেছেন তিনি বর্তমানে। মানুষের জীবনে এ সব ট্রাজেডি অস্বাভাবিক কিছু নয়। বড় খারাপ লাগল। এ সব কর্মীদের পেন্সনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নেতৃত্ব সে দায়িত্ব পালন করেনি। মানুষ সম্মান নিয়ে বাঁচবে। এই আদর্শের ব্রতীদের এসব দিকে দৃষ্টি থাকা উচিত ছিল বৈকি। অনুন্নত দেশে দারিদ্র্যের অভিশাপ কতো রকমে না রূপ পায়।

১১ মে '৮০

অপ্রত্যাশিত। মজহারুল ইসলাম শটে মুজুচাচা পেশায় স্থপতি হঠাৎ ঢাকা থেকে এসে হাজির সকাল আটটায়। '৭৮ সনের মার্চ মাসে চলে গিয়েছিলেন, যদিও আমাদের মত '৭৫ এ পলাতক। বড় প্রীত হলাম। দেশের খবর, বাড়ীর খবর পাওয়া গেল। নির্বাসিত জীবনে হঠাৎ কারো এমন উদয় আমাকে বড় আনন্দ দেয়। কিন্তু এরা চলে যাওয়ার পর উল্টো মানসিক গতি। নেতিয়ে পড়তে হয়। আজও তাই ঘটল। আরো হেতু আছে। ওর বাবা অধ্যাপক ওমদাতুল ইসলাম গত মাসে ৮৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। উনিশ শতকের য়ুরোপীয় প্রবাহের যা কিছু ভাল মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করেছিল, অধ্যাপক তা পেয়েছিলেন। ধর্মান্ধতামুক্ত প্রগতিশীল মন,

www.pathagar.com

জীবনের সব-কিছুর দিকে অসীম কৌতূহলবোধ সবই তিনি পেয়েছিলেন। পেশা ও সেইসূত্রে ওঁর সঙ্গে আলাপ। সেই সুবাদে পুত্র 'মুজু' আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। অনেক স্মৃতির দহন পেছনে পড়ে রইল ভাইপো চলে যাওয়ার পর। বিকেলে-গোধূলিলগ্নে কালবৈশাখী ও বৃষ্টির তুমুলে আর কোথাও বেরুতে পারলুম না।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কাছে বৈরুতের ঠিকানায় গল্প "Alternative Future" পাঠালাম। Lotus পত্রিকার জন্যে।

১২ মে '৮০

পশ্চিমবঙ্গের স্পীকার মনসুর হবীব কাল রাত্রে অরুণাচল থেকে ফিরে এসেছে। উপদ্রুত উত্তর-পূর্ব ভারতীয় এই সব অঞ্চল সম্পর্কে জানার কৌতূহল স্বাভাবিক। কারণ, বাঙলাদেশ সেই আগুন থেকে বেশী দূরে থাকতে অক্ষম। ভৌগোলিক অবস্থান ছাড়া সামাজিক রাজনৈতিক বহু কারণে। মনসুর বললে ওই অঞ্চলের মানুষকে বুঝার চেষ্টা কোনদিন ছিল না। ফলে, বিদেশী এজেন্টরা তার পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। চৈনিক এবং মার্কিন নীতি তার মূলে। ওর ব্যক্তিগত মতামত তার পার্টি C.P.M.ত চীনা-মুখ শোঁকার তালে মুখ বুজে আছে। আন্তর্জাতিকতার বাই ওদের এমন প্রকট যে স্বদেশ পরিত্যক্ত। অথচ একদা এই পার্টি বিভক্ত হয়েছিল চৈনিক আইডলজির মাহাত্ম্যে এবং C.P.M. এবং বর্তমান নেতৃবৃন্দ ছিলেন তার গোদা, গোড়ায়।

১৩ মে '৮০

পাবলো নেরুদার "আত্মস্মৃতি" আজ শেষ করলাম। কিছু নোট রেখেছি অন্য খাতায়। বহু বর্ণালি-স্নাত ঝঞ্ঝামুখর এই কবির স্মৃতিচারণ উপন্যাসের মতই পড়া যায়। জীবন বোধের কবি কপট আবেগের কোন জায়গা রাখেননি বইয়ের পাতায়।

সন্ধ্যা ঃ সালেক-সুলতানার সঙ্গে নৈশ আহার। বহু কাল পরে স্বল্প মদ্যপান করা গেল। মাংগা চিজ। নচেৎ প্রৌঢ় কালে Food হিসেবেই ধরা যায়। পৃথিবীর কতো ভাল চিজ ধর্মশাস্ত্রীরা নিষেধ করে বসে আছেন। খামখা।

১৪ মে '৮০

সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এতদিনে বিশদ প্রকাশ করেছে লন্ডনের পত্রিকা ঃ Middle East Currency reports। এত দিন ওদের হাঁড়ির খবর বেরোয়নি, কারণ, আমির-গোষ্ঠীর AMC বা Arab Media council নামক সংস্থা উৎকোচ দ্বারা বিভিন্ন সংবাদসংস্থা, পত্রিকা সাংবাদিকদের হাতের মুঠোয় এনে ফেলে। ঐ রিপোর্ট অভিযোগ করেছে যে AM.C নিজেদের উপদেষ্টা গোষ্ঠির মধ্যে

www.pathagar.com

এমন সব মানুষ আনে যারা News জগতের এক একজন দিকপাল। ফলে, 'সংবাদ-হত্যা' খুব সুচারুরূপেই ঘটে থাকে। মক্কায় বিদ্রোহীদের পেছনে ব্যাপক আয়োজন ছিল এবং তা শুধু মক্কার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সৌদি, সুদানি রাজবংশের দুই শাখার বিরোধের ফলে বিদ্রোহের মাত্রা আর এক রূপ পায়। অর্থাৎ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে গোটা পরিবার ক্ষতবিক্ষত। রাজা খালেদ বনাম ফাহাদ। এমন আরো বনামের ফিরিস্তি আছে। বহু অফিসার দেশ ছেড়ে চলে গেছে। অনেকে সৌদি-পরিবার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে প্রাণ দিয়েছে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখে। বিদেশে অর্থ-পাচারের অপরাধে রাজপরিবারের কুড়িজন (ওরা সবাই আমির দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করছে)। মোট ১৪৪ কোটি টাকা পাচার করেছিল। এয়ারফোর্সের অফিসারগণ এই সৌদি-পরিবারকে উচ্ছেদে অগ্রণী। তা স্বাভাবিক সর্বাধুনিক টেকনোলজির সংস্পর্শে এলে পুরাতন ফিউডাল আদর্শ বা চেতনা কী অটুট রাখা সম্ভব? দুজন এবং বিত্তবান (সৌদি আরবের বিদেশ টাকা আছে-৪১ হাজার ৯ শত ৬৫ কোটী টাকায় (ভারতীয়) সংখ্যা কল্পনা করাও দায়) সাংস্কৃতিক চেতনাহীন এই সব সম্পদের মালিকেরা Bed এবং Food ছাড়া আর ত কোন আদর্শ পায়নি। একদিক থেকে আনন্দের কথা। ভেতর থেকে ধ্বংস শুরু হয়েছে এবার বাইরের কাঠামোটা শুধু ধসে গেলে ওদের শান্তি, বিশ্বের শান্তি। আত্মদ্বন্দ্বে কয়েক হাজার অফিসারের প্রাণ গেছে। Middle East currency reports এর প্রতিবেদককে ধন্যবাদ এমন আবিষ্কারের জন্যে।

১৫ মে '৮০

ন'টার সময় আমার পুরাতন মাষ্টার মশাই (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাঙলার অধ্যাপক) শ্রীধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। পথে দেবশরণ/পার্বতী দাশগুপ্তা সদনে halt ও মিষ্টি আহার। পরে মাষ্টার মশায়ের নিকট। একই পাড়া প্রায়। বালিগঞ্জ গার্ডেন রোড ফার্ণ-রোডের লাগালাগি। ধীরেন বাবু বর্তমানে বিপত্নীক। এক পুত্র (অমিতাভ মুখোপাধ্যায়—আজই ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন) সঙ্গে থাকে সপরিবার। বাণপ্রস্থ নয় প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করেন স্যার, যদিও বাঙলা ভাষা প্রসার সমিতির সঙ্গে তিনি জড়িত এবং নিয়মিত ক্ল্যাশ নেন বিদেশীদের বাঙলা শেখাতে। ৭৫ বছর বয়সে এখনও বুড়িয়ে যাননি। কবিতা দিয়ে (বইয়ের নাম কুটীরের গান) জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু সাধনা-প্রবাহ অব্যাহত রাখতে পারেননি। স্বীকার করলেন,"ভেতরে তাগিদ পাই নে"। এত দ্রুত সমাজের পরিবর্তন ঘটল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে, স্যার তার খেই ধরতে আর পারেননি। ভারতীয় ঐতিহ্যধারার বাইরে আরো জগৎ আছে, আমার প্রাক্তন-শিক্ষক বললেন, স্রেফ মানসিক আলস্যের জন্য এগোনোর পথ বন্ধ

www.pathagar.com

হয়ে গেল। সৎ নাগরিকের পক্ষে সামাজিক ঘূর্ণীঝড়ে গৃহে আবদ্ধ থাকাই শেষ পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্ত ঠেকে। বহুকাল পরে আবার শিক্ষক-ছাত্রে যোগাযোগ, প্রীতির প্লাবন তিনি পূর্বের মত বইয়ে দিলেন। বাঙলা ক্লাসে ফাঁকি দিতাম না। রুচিগঠনের পথে এই শিক্ষকের ভূমিকা আমার পক্ষে বিস্মরণ কঠিন। শেক্সপীয়ারের প্রতি অনুরাগের জন্যে আমি ফাদার ব্রায়ানের নিকট ঋণী। স্যারের কাছেই জানলাম, এই শহরেই তিনি মারা যান পাঁচের দশকে। দেশবিভাগের ফলে বহু পরে সেই জ্যেসুট শিক্ষকের প্রয়াণ-সংবাদ পেয়েছিলাম। প্রায় দুপুর। স্মৃতির চারণা হঠাৎ থামিয়ে বিদায় নিলাম।

১৬ মে '৮০

ফিরে যাবঃ স্থির সিদ্ধান্ত। জীবনে আর এক অভিযান। এখন শরীর ভাল আছে। কিন্তু লেখার তাগিদ নেই। রণক্ষেত্রেই আমার কৌশল ঠিক হয়। আঠার বছর পূর্বে "ক্রীতদাসের হাসি" লিখেছিলাম। নতুন পরিবেশে কণ্ঠস্বর নতুন কোন আয়োজনে নামবে। ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। আবার শরীর কোনদিন বেঁকে বসে কে জানে। তৎপূর্বেই যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হয়। সঞ্জীব একা পড়ে থাকবে। এই দুঃখটুকু অহরহ আমাকে স্বোয়াস্তি দেবে না। প্রতিভাধর সহচর আত্মার সঞ্জীবনী সুধা।

১৭ মে '৮০

Alex Haley র Root বইখানা আজ হাতে পেলাম। পূর্বে প্রশংসা শুনে পড়ার কৌতূহল জেগেছিল। সারাদিন খুব বেশী এগোতে পারলাম না। সত্তর পৃষ্ঠা মাত্র। সাড়ে ছ'শ পাতার বিরাট বই। আফ্রিকার গ্যাম্বিয়াস্থ এলাকা উপন্যাসের পটভূমি, কুশীলবেরা মুসলমান। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও কৌমী রেওয়াজ (Tribal custom) আদি ছাড়েনি। দেখা যাক, লেখক কোথায় নিয়ে যান।

সন্ধ্যা ঃ বনানী রাজ্জাক চৌধুরী সদনে। মাসুদও সহযাত্রী। সন্ধ্যার পূর্বেই কালবৈশাখী নাচ দেখিয়ে গেল। আমাদের আসর অব্যাহত। আজ পশ্চিমবঙ্গ বন্দ ডাকে রাস্তা ফাঁকা। গাড়ীঘোড়া ছিল না। পথচারীও কম। আসামের সমস্যাজাত এই বিস্তার। রাজনীতির দিক থেকে ফলপ্রসূ কিনা এখনই বলা দায়। হরতাল সফল। মনে হোলো কলকাতা যেন জনশূন্য। ফেরার সময় আমি আর মাসুদ তুমুল বৃষ্টির মুখে পড়লাম। ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মাথা, বুক ছাড়া আর সবই ভিজে গেল তারক দত্ত রোড পৌঁছতে পৌঁছতে। সারাদিন লেখাপড়ার পর এই কসরতটুকু ভালই লাগল। ক্লান্তি ছিল না আদৌ আর শরীরে!

www.pathagar.com

১৮ মে '৮০

অ্যালেক্স হ্যালির Root নিয়ে সারাদিন। সাড়ে ছ'শ পাতার মহাভারত। সারাদিনে মাত্র ১২২ এক শ' বাইশ পৃষ্ঠা উদ্ধার করা গেল। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

১৯ মে '৮০

বাঙলাদেশে ফেরার সফর দলীল নেই। পাশপোর্ট ভিসা আপিসে পড়ে আছে। চার বছর আগেকার ব্যাপার। তাই ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। ১৯৩২-৩৩ এই এলাকায় কেটেছিল। লিন্ডসে ষ্ট্রীট ও ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের মোড়ে ছিল M... Badruddin and sons. ইলেকট্রোপ্লেটিঙের দোকান। কারখানা ছিল বর্তমানে Fire Brigade station এর পেছনে। ফটোগ্রাফির "সিমন্‌স" এর কারখানা ছিল সেই চৌহদ্দির ভেতর। লিন্ডসে ডাইং ক্লিনিঙের কারখানা পাশে। চৌরঙ্গীর লিন্ডসে ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে আজও ওই ডাইং ক্লিনিঙ আছে। সিন্ধী মালিক। ওদের কারখানা কোথাও উঠে গেছে। কারণ, ফায়ার ব্রিগেড আসার ফলে সব তছনছ। স্মৃতির পঙ্গপাল কী রেহাই দেয়? আমি থাকতাম কারখানার কর্মচারীদের সঙ্গে। তাদের বহুজনই পরপারে। নিয়ামৎ চাচার (মুনশী নিয়ামৎ হোসেন) ফর্সা ঢ্যাঙা চেহরা এবং স্নেহোচ্ছল কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম। ভিসা আপিসে আবেদন পত্র দিতে বড় বাবু সামনে সোমবার তারিখ ফেলে বিদায় নিলেন। মোড়েই পাশাপাশি আরো দু'টি ইলেকট্রোপ্লেটিঙের দোকান। সবার সঙ্গেই তখন পরিচয় ছিল। এখন নতুন সব মুখ। সোমবার। অথচ দুই দোকান-আপিস বন্ধ। এম বদরুদ্দিন এন্ড সন্স উঠে গেছে অংশীদারদের আত্মকলহের ফলে। সেখানে এক টেলারিং শপ বর্তমানে। ইউনিয়ন হওয়ার ফলে এখন ষ্ট্রাইক চলছে, তাই আপিস বন্ধ। শ্রমিক সচেতনতার এই সব আলামত (চিহ্ন) পঞ্চাশ বছর পূর্বে এই এলাকায় ভাবা যেত না। কালের প্রহার কেউ এড়াতে পারে না। সামান্য এগিয়েছি ন্যুমার্কেটের দিকে, আমার গ্রামের হাসমত আলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দক্ষিণ পাড়ার অধিবাসী। গ্রাম্য সুবাদও আছে। সে প্লেটিঙের দোকানে পলিশম্যান। ওর কাছে অনেকের খবর পেলাম। স্মৃতির মন্থনে জেরবার 'এলিট' সিনেমার সামনে এসে মিনিবাস ধরলাম। ভ্যাপ্সা গরমে কলকাতা দোজখ।

২০ মে '৮০

অ্যালেক্স হ্যালির The Root নিয়ে সারাদিন। ১৭০ এক শ' সত্তর পৃষ্ঠা পড়া গেল। অতি ক্লান্ত। মিনিট পনর হেঁটে এলাম। আর কোথাও বেরুলাম না। ঝড় হয়ে গেল সন্ধ্যা সাতটার দিকে।

www.pathagar.com

২১ মে '৮০

আজ দুপুরে হ্যালি-পর্ব শেষ করলাম। Uncle tom's cabin এর পর নিগ্রো-জীবনের উপর বহু বই বেরিয়েছে। এই পুস্তক তুলনাহীন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের গলিত কুষ্ঠ রূপের সঙ্গে যখন নিপীড়িত মানুষ ক্রমশঃ পরিচিত হচ্ছে, সেই কালে এই উপন্যাস (যদিও শেষে আত্মজীবনীমূলক) মহৎ নৈতিক পদাঘাতের মত প্রতিক্রিয়ার বুকে গিয়ে বাজবে। বড় দরদের সঙ্গে লেখক সব চরিত্র এঁকেছেন। দাস-জীবনের দুঃখের এক বিরাট দলীল এই পুস্তক।

সুলতানার বই ফেরৎ দিতে গেলাম। সন্ধ্যা সেখানে কাটল পত্রিকার রাজ্যে।

২২ মে '৮০

সুনীল জানা কাল দিল্লী ফিরে যাবে। পরে ইংলন্ড। দশটা নাগাদ হিন্দুস্তান পার্কে। ও বেরিয়ে গেছে। হেঁটে শৈলেন চৌধুরী সদনে। কপাল-ঠোঁকা ঢুঁ। কিন্তু সৌভাগ্য, শৈলেন বাবু আপিস-পলাতক অর্থাৎ ছুটি নিয়েছেন। ফলে, সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। দিল্লী থেকে "A slave laughs" তিনি আনিয়েছিলেন। আজ আমাকে উপহার দিলেন, "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারলাম" স্বাক্ষরিত উপহার-লিপি সহ। রসিক ব্যক্তি। ওদের সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটান গেল সকালের আনন্দ সংবাদের জের-সহঃ দক্ষিণ কোরিয়ার গণবিদ্রোহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। বলি হয়ত অনেক। তবু এই পুনর্জাগরণের খবরে কোন গণতান্ত্রিক হৃদয় না সতেজ হয়ে উঠবে? আবিশ্ব সমর। "আমি এক জায়গায় হারি ত এক জায়গায় জিতি"। একথা আমি প্রায়ই বলে থাকি। আজও আসরে পুনরুক্তি করলাম।

পাঁচ দিন ভয়ানক মেহনৎ গেছে The Root নিয়ে। সন্ধ্যায় ঃ মাসুদ/রাজ্জাক চৌধুরীর সঙ্গে কাল-হরণ।

২৩ মে '৮০

রণেশদার খোঁজ নিতে গিয়ে তরুণ সান্যালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জ্যো..ত দাশগুপ্ত সহ ওরা পার্টি কাম প্রাইভেট আলোচনায় রত। আমরা ব্রাত্য। আমি সুনীলের খোঁজে গেলাম। আজই তার দিল্লী যাত্রার দিন। দেখা হোলো। গোছগাছে ব্যস্ত। বেলা সওয়া বারোটায় ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম।

দক্ষিণ কোরিয়ার দাবাগ্নি ক্রমবিস্তৃত। গ্রাস করো, গ্রাস করো—মানুষের উপর জানোয়ারের মত যারা থাবা ঢুকিয়ে রক্তের পিপাসা মেটায় চর্বিস্ফীত দেহ অটুট রাখতে। সর্বভুকের মত ওদের পুতপবিত্র করো পুড়িয়ে ছাই করো, বন্ধুগণ। তোমাদের পূর্বে আমাদের বিভক্ত করেছিল ওরা। ভিয়েটনামে একই অপারেশান। তোমাদের উপরও এক ছুরির কোপ তারপর পড়েছিল। ভিয়েটনাম আজ অখণ্ড।

www.pathagar.com

তোমাদের দ্বিখণ্ডিত শলাকা-যন্ত্রণা বোধ হয় আর বেশীদিন ভোগ করতে হবে না। এখন তোমরাই বিশ্বের খবর, হে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথী বন্ধুগণ।

সাড়ে পাঁচটা বিকেল ঃ রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে (ল্যান্সডাউন রোড) গেলাম কুমুদ চৌধুরীকে দেখতে। পেটে আলসার—অপারেশান দরকার। পরে হাঁটতে লাগলাম। রিচি রোড ধরে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের দিকে। মেঘলা আকাশ। আর্ল রোডের পার্কটা এখনও ভালই আছে, কলকাতার অন্যান্য পার্কের তুলনায়। বালিগঞ্জ সরকারী কোয়ার্টার গন্তব্য। সুবীর দাশগুপ্ত ট্যুরে গেছে। হাসি দাশগুপ্তা বেরুবে, মার কাছে যাবে। তাই ওদের ওখানে দশ মিনিট সাক্ষাতের পর একই উঠানে দেবপ্রাসাদ/অঞ্জলি ভট্টাচার্য সমীপে। ওদের সঙ্গে পৌনে ন'টা পর্য্যন্ত। দেবপ্রসাদ বাবু সমাজ-কৌতূহলী Well read মানুষ। আলাপে প্রীত এবং আলোকিত হওয়া যায়। পার্ক সার্কাস পৌছলাম ওদেরই গাড়ীতে।

২৪ মে '৮০

বিকেলে হঠাৎ সুনীলু মিত্র এবং দিলীপ মুখার্জি এসে হাজির। তাদের একজন আরবী-জানা লোক দরকার। সিরিয়া থেকে এক শিক্ষাবিদ এসেছেন তার জন্যে দোভাষী চায়। আমার টুটাফুটা আরবীতে ত কাজ চলবে না। বড় অনুতাপ হতে লাগল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আরবী শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না। তাই ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত আরবী থাকা সত্ত্বেও তা ছাড়তে হোলো। আফশোষ ওই ভাষা জানা থাকলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির হালচালে বেশ যোগ দেওয়া যেত। ওরা দুজনে চলে গেলেন, ট্যাক্সিতে অতিথিকে বসিয়ে রেখে এসেছেন। গোধূলিলগ্নে গ্রুপ থিয়েটার আপিসে ঢুঁ। সম্পাদককে পাওয়া গেল। এক অবাঙালী নাট্যামোদী ওদের জন্যে তার ড্রয়িং রুম ছেড়ে দিয়েছে। সিমেট্রির কাছেই কোহিনুর বিল্ডিংয়ে আস্তানা চমৎকার। নৃপেনের তাড়া ছিল। ওর কাছে শুনলাম রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত অসুস্থ। পার্ক সার্কাসের EASTEND নার্সিং হোমে আছে। হেঁটে এলাম লোয়ার সার্কুলার রোড (বর্তমান আচার্য জগদীশ বসু রোড) ধরে সার্কাস এভিন্যু। রুদ্র বেরিয়ে গেছে। সুতরাং ভাল আছে। নিরুদ্বেগ মনে ডেরায় ফিরে এলাম।

২৫ মে '৮০

ন'টার সময় রুদ্রপ্রসাদের নার্সিং হোম, অধুনা আবাসে। জনপ্রিয় রঙ্গমঞ্চ-দিশারীর অনুরাগীর অভাব নেই। বহু অতিথি। ডাঃ গৌরীপ্রসাদ দত্ত, বৌধায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং নান্দীকারের বহু শিল্পী—সব জড়ো কামরার মধ্যে। ঘণ্টা দুই কেটে গেল রুদ্রর সঙ্গে। সেখান থেকে আমন্ত্রণ রক্ষায় রাসবিহারী এভিন্যুঃ শৈলেন/রমা চৌধুরী সদন। উন্মুক্ত-হৃদয় দম্পতি। ওদের সঙ্গে আহার শেষে বাড়ী

www.pathagar.com

ফিরলাম, বিকেলে অতিথি আসার কথা আছে। তাই রোদ্দুর মানলুম না। গোপাল বিশ্বাস এলো শ্রীরামপুর থেকে পাঁচটার সময়। ওর 'জয়শ্রী' কারখানার লক-আউট চলছে। সব ইউনিয়ন মার খেয়ে গেছে। নক্‌শাল নেতৃত্বের কাছে—এক অভাবনীয় কাণ্ড। শ্রমিকের জঙ্গী নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পিত রাজনৈতিক ফলাফলের তোয়াক্কা না রেখে। গোপালের কাছে শুনলাম, শুধু Economism করার ফল ফলছে। এবং বিষম ফল। গোপালের সঙ্গে রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত। আমি বাজারে বেরুলাম। আবার আহারের অনিয়ম শুরু আজ থেকে। লুসি খালা গাঁয়ে চলে গেছে। সব রুটিন ঢেলে সাজাতে হবে। নিয়ম-মাফিক লেখাপড়া করার সুযোগ কোনকালেও এলো না। আদিখ্যেতা অবান্তব।

২৬ মে '৮০

এখন আমার কোন "জাতীয়তা" নেই। পাশপোর্টের মেয়াদ দু'বছর পূর্বে শেষ। জমা দিয়েছিলাম সাড়ে চার বছর পূর্বে। এখন ওটা ভিসা-আপিস থেকে উদ্ধার পর্ব চলছে। অফিসার আরো এক হপ্তা সময় নিলেন। খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও। বাইরে খেতে হয় এখন। এক হোটেলে ভোজ সেরে 'এলিট' সিনেমার সামনে দাঁড়ালাম মিনিবাস ধরার জন্যে। সব বোঝাই। ৪০ মিনিট অপেক্ষার পর আশা মিটল। বিকেলে ব্যাঙ্কার মতীন খান শুভানুধ্যায়ী দেখা করতে এলেন। স্বজনদের খবর পেলাম। ঢাকার খবরের জন্যে রোজই পূর্ব দিকে তাকিয়ে থাকি। সন্ধ্যায় বনানী চৌধুরীর সদনে। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। নৈশ আহার ওদের সঙ্গে এবং ওদের ছাতা নিয়ে বাসা ফিরলাম। বৃষ্টি ছাড়ল না।

২৭ মে '৮০

কাল ন্যুমার্কেটের, না লিন্ডসে ষ্ট্রীটের ফুটপাথে "My lord, what a morning" বইখানা কিনেছিলাম। কিন্নরী মারিয়ান এ্যান্ডারসনের আত্মচরিত। তিনি ঢাকায় গান গেয়েছিলেন '৬৩/৬৪ সনে, ঠিক মনে নেই। দেড় টাকায় আড়াই শ' পাতার বই—হোক পেপারব্যাক-চিন্তার বাইরে। সওদায় উৎফুল্ল। কালই পড়া শুরু। আজ সকালে কিছু পড়ে বেরুলাম জ্যোতি দাশগুপ্ত সমীপে। লেনিনের একটা উদ্ধৃতি দরকার। য়ুরোপের প্রগতিশীল বুর্জোয়ারা উপনিবেশে যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল—তারই সমর্থক। ভাবখানা মনে ছিল। ঠিকুজী ঠিক করা দায়। জ্যোতি বাবু বের করে দিলেন ঃ মস্কো প্রকাশনা ঃ লেনিন রচনাবলী ১৯ খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৯। প্রবন্ধের নামঃ Backward Asia, Advanced Europe.. সামান্য নোট নিয়ে East End নার্সিং হোমে রুদ্রপ্রসাদের তত্ত্ব-তালাসে। ট্যাক্সি এসে গেছে। রুদ্র ছাড়া পেয়ে বাড়ী যাচ্ছে। যথা-সময়ে বিদায়-পর্ব। বাড়ী ফিরে মারিয়ান এ্যান্ডারসনের

www.pathagar.com

আত্মচরিতে ডুবলাম। আজ দুপুরে খেতে বেরুব না। ডিম-আলু সিদ্ধ-রুটি-আম। ড্রাই লাঞ্চ। সারাদিন পঠনে ক্লান্ত। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে তার বারান্দার অন্ধকারে ঘণ্টা খানেক কাল-হত্যা, পরে ডেরায়। সঙ্গীত-সুন্দরীর (যদিও ম্যারিয়ান এ্যান্ডারসন নিগ্রো) পুস্তকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শেষ করলাম রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত। অতঃপর বিছানায়।

২৮ মে '৮০

ভয়ানক অনুতাপ হয় ঃ সিরিয়ার শিক্ষাবিদ আমার দরজা থেকে চলে গেলেন ট্যাক্সিতে বসে রইলেন, অথচ মিনিট কুড়ি অধ্যাপক বন্ধুদ্বয় আমার সঙ্গে। লোকে Grunt groan. gesture দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। আমার ত চার-পাঁচ হাজার আরবী শব্দ সম্বল এবং ব্যাকরণ কিছু কিছু মনে আছে। আমি কেন মেহমানকে ওইভাবে বিদায় দিলাম? ওঁকে চোখেও দেখলুম না। সিরিয়ার মেহমান ত রোজ দুয়ারে ধর্ণা দেবে না। টুটাফুটা আরবীতে অনেক কথা চালানো যেত। ঘরে কফি ছিল, ওকে খাওয়াতে পারতাম। অনুতাপ সেদিন থেকে যায়নি। আরবীর জ্ঞান ঝালাই করব, বড় জিদ ধরে গেল ভেতরে। বেক বাগানে ট্রামে উঠব, বিজয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা। সে ওয়েলেসলী (রফি আহমদ কিদোয়াই রোড) নামবে, আমি রয়েড ষ্ট্রীটের মোড়ে। পরে হেঁটে পার্কে ষ্ট্রীটে অকস্‌ফোর্ডের বইয়ের দোকানে। বই পেলাম ঃ "Colloquial Arabic" গ্রন্থকার T.F. Michell। আজ থেকেই কাজ শুরু করব। বিকেল পর্য্যন্ত মারিয়ান এ্যান্ডারসন শেষ। স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা নেই কোথাও। সহজ, সরল ভাষায় গায়িকা তার বাল্যকাল থেকে শিল্পী হওয়ার সাধনা-সংগ্রামের কথা বলে গেছেন। মা, বাবা, নানা পার্শ্বচরিত্রের উল্লেখ আছে। সবই অনসূয়াজাত। পল রবসনের জঙ্গী মানবতা এই শিল্পীর মধ্যে নেই। তবু নিগ্রো সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে মারিয়ানকে ত কম নিগ্রহ সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি গান্ধীবাদী। প্রেম দিয়ে ওদের জয় করবেন। তা তর্ক সাপেক্ষ ব্যাপার। গায়িকার আত্মচরিত সব মিলিয়ে উপভোগ্য। সন্ধ্যাঃ আধ ঘণ্টার জন্যে কালান্তর আপিসে। মণীন্দ্র রায়, সৌরি ঘটক, কাশী চাটুয্যে, পবিত্র সরকার প্রমুখসহ তিরিশ চল্লিশ মিনিট। তাড়া আছে। বাজার করতে হবে। রাত্রির আহারের বন্দোবস্ত বাকী ছিল।

২৯ মে '৮০

সকাল আটটা থেকে লোডশেডিং। বোকার মত হাঁড়িতে চাল-ডাল জল দিয়ে বসে আছি। পালানোর উপায় নেই। বারোটার সময় "বিজলী" দেবী এলেন। ভাত চড়িয়ে টিফিন কেরিয়ারে তরকারী কিনতে গেলাম, সার্কাস মার্কেটের কোথায়

www.pathagar.com

"কালান্তর" নামক হোটেলে। অতিনিম্ন মধ্যবিত্তের হোটেল। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাই আকর্ষণ। তরকারীতে ঝাল দেয় না। এই এক গুণ এদের। রান্না কিনে আনলাম। এদিকে চালে পানি ঠিক পরিমাপমত হয়নি। ফলে, চাল সেদ্ধ হয়নি, অথচ শুকিয়ে আসার অবস্থা। আবার পানি চালালাম। ভাত হোলো। "গেলো।" আস্বাদ তেমন নেই। ক্ষিধে ছিল। তাই সব পুষিয়ে গেল। সকাল থেকে আরবী-শিক্ষাই প্রধান কর্ম। খবরের কাগজ পড়া যেন বাইরের ব্যাপার।

৩০ মে '৮০

আমিনাকে পত্র দিতে খিদিরপুর চাচাদের বাড়ী। শাহাব/জালাল উদ্দীন দুজনেই সুচারু আতিথেয়তার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এখানে এট্রাই অস্বোয়াস্তি। আমি Poor eater এবং অসুখের পর নানা নিষেধ তা ওরা মানতে চায় না। মমতা-উচ্ছল পরিবেশ। দুই বৌও স্বামীদের প্রতিনিধি। ছোট বৌ স্বর্গীয় বন্ধু আনোয়ারের মেয়ে। সম্পর্কের শিকড় সেদিক থেকেও গভীর। দুপুর কাটল। যথারীতি ঘুম। পূর্ব-পাড়ার মফি-মামা (মফিজ উদ্দীন) এলেন। অনেক দিন পরে দেখা। তিনি সত্তরের কাছাকাছি বয়স, এখন এদের ফার্মে চাকরী নিয়েছেন। এক মাত্র পুত্র দুশ্চরিত্র, নানাভাবে ওঁর সব উপার্জন ধ্বংস করে দিয়েছে। উড়িষ্যা ছিল কর্মস্থল। বালেশ্বরে একটা ছোট বাড়ী ছাড়া আর কিছু নেই। ছেলের জুলুমে আবার কলকাতায় বেচারা। চুল সব পেকে গেছে মামার। ভবিষ্যতের চিন্তায় ক্লান্ত। অনেকক্ষণ দুজনে অতীতে ঘুরে বেড়ালাম। সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামল। ফলে, আটক। নৈশ আহার শেষে ডেরামুখী। শাহাব উদ্দীন পৌঁছে দিয়ে গেল। ডান হাতটা হঠাৎ ভার-ভার মনে হয়। শারীরিক সামান্য খুঁতে আজকাল রোগাতঙ্ক দেখা দেয় আমার মধ্যে। প্রবাস-জীবনে এই এক বড় দুর্বলতা।

৩১ মে '৮০

এক প্রকাশক আমার তিনখানা উপন্যাস (পঞ্চসঙ্গী, ক্ষুদে সোশ্যালিষ্ট এবং পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ, এখনও অমুদ্রিত-জুজুগগা) একটা অমনিবাস ছাপতে চান। তাই "ক্ষুদে সোশ্যালিষ্ট" খানা আবার সংশোধন ও পরিবর্ধনের জন্যে সারা দিন ধরে পড়লাম। দুপুরে একবার খেতে বেরুতে হলো। হোটেলের আহারে আবার না শরীর কাৎ হয়ে যায়। কিন্তু নিরুপায়।

সন্ধ্যা। বনানী চৌধুরীদের সঙ্গে। আহারও তত্রস্থলে।

১ জুন '৮০

আমার নতুন প্রেম—আরবীকে নিয়ে সারা দিন। পুরাতন স্মৃতি হঠাৎ ধেয়ে

www.pathagar.com

আসছে। কতো পুরাতন শব্দ অর্থ সহ কানে হাজির। শিক্ষায় তাই তেমন কাঠিন্যের বোঝা চেপে বসে আছে। প্রতিদিন কিছু নতুন আরবী শব্দ শিখব। জিদ ভেতরে বেশ প্রকট। তাই আশা করা যায় অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারব। আরবী ভাষার মেহমান অন্ততঃ দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতে হবে না। সন্ধ্যায় একাকী ঘোরাফেরা। অতঃপর ডেরা।

২ জুন '৮০

সুনীল জানা তার একটা ফটোগ্রাফা আমাকে উপহার দিয়েছিল। শিরোনাম "রিক্ত নিঃসঙ্গতায়।" পত্রহীন দুটো গাছের ডালপালা। জাপানী কায়দায় আবার ক্যালিগ্রাফি করেছে সুনীল। আমার বর্তমান কামরা প্রায় গুদাম বলা চলে। ছবিটার যত্ন দায়। তাই ওটা ঢাকায় পাঠানোর চেষ্টা পাচ্ছিলাম। কাল শুভানুধ্যায়ী মতীন খান ঢাকা যাত্রী। তাই গিয়েছিলাম সকাল আটটার দিকে নিউ আলিপুরঃ উডল্যান্ড পার্ক। শ্রী সমীর বসু ওদের মেজ্‌বান। হঠাৎ আর এক হিতাকাঙ্ক্ষীও সেখানে উপস্থিতঃ এ. এস. এম খালেদ লেবুভাই Brother "Lemon"। ওদের সঙ্গেই বেরুলাম নিউ মার্কেট তক। ভিসা আপিসে যাব ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। দশটায় আপিস। আমি সাড়ে দশটায় পৌঁছে দেখি কেউ আসেনি। পৌনে এগারোটার দিকে কিছু সহকারীদের আবির্ভাব ঘটল। আমার আবার বড় বাবুকে দরকার। তিনি এলেন সাড়ে এগারোটায়। পশ্চিমবঙ্গে নাকি মার্কসবাদী সরকার আছে। এমন রক্তহীনতা এদের কোথায় নিয়ে যাবে? বামপন্থার প্রতি শ্রদ্ধাও শেষ পর্য্যন্ত থাকবে না জনসাধারণের। ডেমাগগের গলা আর ক্যাডারের মগজ এই যোগফল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সিপিয়েম নেতৃকূলের আদল। এক ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলাম। বেঞ্চির উপর। বড় বাবু এলেন। আবার এক হপ্তা সময় নিলেন। রোদ্দুরে ভাজা বাড়ী ফিরে এলাম। সন্ধ্যা-মাসুদ-ভবনে। আহারও তত্রস্থলে।

৩ জুন '৮০

সারাদিন ঘরে লেখাপড়া। সন্ধ্যায় পাঁচজন অতিথি এসে হরেন্দ্র চট্টোপোধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী প্রমুখ রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত কাটিয়ে গেলেন। তিনখানা উপন্যাস (কিশোর) জুজুগগা, পঞ্চসঙ্গী তিনখানা—ওরা একত্রে ছাপাবেন, আজ কথা পাকা করে গেলেন শ্যামল বসু।

৪ জুন '৮০

বেলা এগারোটার দিকে কুমুদ চৌধুরীকে দেখতে গেলাম। কিছু সুস্থ আছেন। সারাদিন ওদের সঙ্গে কেটে গেল। অর্চনা ত সোদরা আর এক জন্মের।

www.pathagar.com

গৃহসুখ এখানে সদা মজুদ থাকে আমার জন্যে। দোলা Retarted children দের স্কুলে চাকরী নিয়েছে। অপরিণত মানসিক জগতের ছেলেদের নিয়ে কারবার। আজব সব ধরনের ছেলেমেয়ে। প্রখ্যাত শিল্পী চিন্তামণি করের ছেলেও এখানে আসে। সে পেন্সিল ধরতে পারে না। একটি পাঁচ বছরের ছেলে আছে সে যে-কোন ধরনের তালা বা যন্ত্রপাতি ওই কচি হাতে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে খুলে ফেলে অন্য কিছুর সাহায্য না নিয়ে। এমন বিচিত্র সব ছেলেমেয়ে। একদিন আমার যাওয়ার ইচ্ছে রইল ওই স্কুলে। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে জন অস্‌বর্নের "Luther" নাটক এক অঙ্ক পড়ে শেষ করে ঘুমোতে গেলাম। দুপুরে চৌধুরী বাড়ীতে ব্লেকের কবিতা, কয়েকটা ছাড়া, সুরমা ঘটকের "ঋত্বিক ঘটক" পড়ে শেষ করে এসেছিলাম। পড়া চলছে। লেখা বন্ধ। এই অস্বোয়াস্তি সব প্রশান্তি ধ্বংস করে দেয়।

৫ জুন '৮০

Luther লুথার নাটক শেষ করে ভাবছি বেরুব। কোন এক হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসব। ঢাকা থেকে প্রীতিভাজন মোহাইমেন দু'বছর পরে এসে হাজির। বাসা শূন্য। নীচে লুসি নেই। সুতরাং দুজনেই খেতে বেরুলাম।

এলিয়ট রোড ট্রামে। "সুরুচি" হোটেলে দুজনে আহার ও প্রত্যাবর্তন।

আমার বৃদ্ধা মেথরানী চম্পা গত পনর তারিখ থেকে অসুস্থ। কাজে আসেনি। ওর আত্মীয় একটি ছেলে মাঝে মাঝে কাজ করে দিয়ে যায়। চম্পার বেতন বাকী। ওই ছেলের হাতে দিতে সাহস হয় না। গত বছর এক জনের হাতে টাকা দিয়েছিলাম, সে মেরে দেয়। তাই আজ নিজেই গিয়েছিলাম পার্ক সার্কাস মার্কেটের সংলগ্ন ধাঙরপট্টিতে। ছোট খুপরী ঘরে এবং ময়লা-বোঝাই ঘিন্‌ঘিনে এই পরিবেশে চার-পাঁচ জনের পরিবার একত্রে বাস করে। দুর্গন্ধে বাতাস নিঃশ্বাসের দুশ্‌মন। কোন রকমে সব ডিঙিয়ে চম্পার কাছে গেলাম। শুয়ে আছে শীর্ণ দেহ, মাদুর-সংলগ্ন। বেতন দিয়েই আমি এই নরক থেকে বেরুনোর জন্যে সামনে পা বাড়াই। বার বার মনে হোলো, পশ্চিমবঙ্গে মার্কস্‌বাদী সরকার আছে। তাদের কি সাড়ে তিন বছরে করণীয় কিছু নেই? প্রৌঢ়া চম্পা। দেড় বছর পূর্বে ওর স্বামী মারা গেছে। এবার বোধ হয় বাঁচবে না। প্রশান্ত সুর পৌরমন্ত্রী। তিনি কলকাতাকে শ্রীমণ্ডিত করার আবেদনে হাজার হাজার টাকা বিজ্ঞাপন মারফৎ খরচ করেন। কলকাতাকে শ্রীমণ্ডিত রাখতে যে ধাঙড় সম্প্রদায় অপরিহার্য শর্ত তাদের দিকে সুর মশায়ের চোখ একবারও পড়ে না। প্রহসন—বড় নির্দয় প্রহসন বৈকি এই আচরণ!

৬ জুন '৮০

ঢাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ৪ জন মুক্তিবাহিনীর তরুণকে ফাঁসির শিকার হতে

www.pathagar.com

হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা জানা যায় না সংবাদপত্র থেকে। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুনের। জীবনের মায়া একদিন যারা এতটুকু করেনি, তাদের মৃত্যুর জন্যে আফশোষ নয় আজ। আফশোষ, কলঙ্কের লেবেল সেঁটে তাদের হত্যা করা হোলো। এই পরিহাসের দাগ ইতিহাসই একদিন মুছে দেবে সেই বিশ্বাস রেখেই নিহত সৈনিক-শহীদদের উদ্দেশ্যে আজ সালাম জানাই। আহা, ওদের নাম পর্য্যন্ত জানতে পারলুম না।

দুপুর, সালেক-সুলতানার সঙ্গে আহারসহ।

৭ জুন '৮০

আত্মকরুণা-মুখর দিন। কোন কাজে মন বসে না। পাতিবুর্জোয়া নিঃসঙ্গতা এই ভাবে কুরে কুরে আত্মা রক্তহীন করে ফেলে। ফিরে গেলে রণপ্রান্তরেই দৈনন্দিনের দায়িত্ব খুঁজে পাব। সেই জন্যেই ফিরে যাওয়া উচিত।

৮ জুন '৮০

রুগ্ন মনের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে শেক্সপীয়ার মহৌষধি। অনেক দিন পরে আজ "ট্রয়লাস ক্রেসিডে" পড়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যা উজ্জ্বল চক্রবর্তীদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ দূরদর্শনে "দেবী চৌধুরাণী" দেখলাম। আদৌ ভাল লাগল না। পরিচালক কতগুলো "ক্লিসে Visual Stock নিয়ে বাজিমাতে এগিয়েছেন। পরিকল্পনা এত গতানুগতিক যে বঙ্কিমচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া দায়। ফলে, আষাঢ়ে গল্পের ধাঁচে পরিণত। পরিচালক Box-value-র কথা মনে রেখেই এগিয়েছেন বেশ বুঝা যায়। রাত্রে লেখাপড়া কমিয়ে দিয়েছি। তাই এখানে কিছু কালক্ষয়।

৯ জুন '৮০

বৃষ্টি নেমেছে বেশ। তবু পূর্বকথামত ডেকার্স লেন ধরে Picture Enterprise-এর শ্যামল বসু সন্নিধানে। ওরা আমার একটা 'কিশোর অমনিবাস' ছাপার উদ্যোগে নিয়েছেন। ওদের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়ে বাড়ী ফিরলাম। বসুমশাই মজলিসী মানুষ। অতিথি-আপ্যায়নে তৎপর। বেশ ভাল লাগল ওর ব্যবহার। সরোজ রায়চৌধুরী নিমিত্ত প্রকাশনার ব্যাপারে। তিনিও সন্ধ্যাপ্রহর আমাদের সঙ্গে রইলেন।

১০ জুন '৮০

পুরাতন এক কপি যোগাড়ে ধর্মতলা। প্রয়োজন সুলতানার। তিন বছরের পুরাতন কাগজ। দাম নিলে ন'টাকা। এদের indexing এবং রেকর্ডিং এর প্রণালী অতীব সুচারু। স্নেহাস্পদ মানস ঘোষের খোঁজ করলাম ষ্টেট্‌সম্যানে। তখনও

www.pathagar.com

আসেনি। কথাশিল্পী অসীম রায়ের কাছেও কিঞ্চিৎ ঢুঁ। বার্তাসম্পাদক সুজয় সেনগুপ্ত সদা অভ্যর্থনামুখর হৃদয়। আজ কারো কাছে বেশী ক্ষণ বসা গেল না। ট্রামের ভিড়ের জন্যে সাড়ে চারটের আগেই ওপাড়া ছেড়ে পার্ক সার্কাস। সন্ধ্যায় আহার সালেক ভবনে। তারই তত্ত্বাবধানে। সুলতানা মেয়েকে নিয়ে চোখের ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বহির্গতা। আহারের পর প্রায় চার দশক পর অতুল প্রসাদের পুরাতন গানখানা আবার শুনলাম।

আমার ঘুম ভাঙানো চাঁদ
আমার মন ভাঙানো চাঁদ
তুমি যাও গো সরে
বাতায়নে আমার প্রাণে
চেয়ো না অমন করে...

সাদামাটা লিরিক। সঙ্গীতের মহিমায় বেদনাময় এই সব কথা প্রচ্ছন্ন আনন্দের প্রচ্ছদে ঢাকা হয়ে যায়। ভরা প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফিরলাম রাত্রি সাড়ে ন'টা।

১১ জুন '৮০

খ্যাতনামা সমাজবাদী ইটালীয় কবি এ্যাটিলা জোসেফ বহু পূর্বে প্রশ্ন তুলেছিলেন, মানুষদের ধ্যানাদর্শ এবং তার আর্থিক আদর্শের মধ্যে এত বিরোধ কেন? যদি নিজের দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে ইটালীর মানুষ তাদের আদর্শ বেছে নিত, তাহলে ফ্যাসিজমের অভ্যুদয় কী করে হয়? মানুষের আবেগের জগত এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় না। আত্মবিরোধী আদর্শ সে সহজে বেছে নেয়। তাই যদি হয়, তাহলে সমাজতন্ত্রী সমাজে শুধু অর্থনৈতিক মূল্যবিচারের উপর নির্ভর করে, মানুষ নতুন দুনিয়া রচনা করবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? সোস্যালিষ্ট নেতাদের এই কথাগুলো আজও মনে রাখা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের মার্কসবাদী নেতারা সেদিকে কোন লক্ষ্য রেখেছেন, মনে হয় না। সাংস্কৃতিক জগতে এরা নিষ্ক্রিয়। স্তিমিত রেশ মাঝে মাঝে লক্ষিত হয় মাত্র। নেতৃত্বের যা চেহরা, ভবিষ্যতের কিছুই আশা করা যায় না, এদের কাছ থেকে।

১২ জুন '৮০

সারাদিন লেখাপড়ার পর ইন্দিরা নন্দীদের বাড়ী গিয়েছিলাম একটা বই আনতে। সেখানে দুই নক্‌শাল Activist-এর সঙ্গে দেখা হোলো। একজনের বোমা তৈরী করতে গিয়ে একটা আঙ্গুল উড়ে গিয়েছিল। পুলিশের গুলিতে জখম তার কব্জি। দাগ স্পষ্ট। অপর জনও এইভাবে অলঙ্কৃত। বর্তমানে ফ্রাসট্রেশানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। ওরা স্বীকার করলে। তরতাজা প্রাণ এই দুই যুবক। আন্তরিকতা এতটুকু সন্দেহ করার কিছু নেই। অথচ সঠিক নেতৃত্ব ও নীতির অভাবে আগামী কালের সড়ক

www.pathagar.com

নির্মাণের সম্ভাবনা কতো পেছিয়ে আছে। ওদের কাছেই শুনলাম, এই কলকাতা শহরে সাত হাজার ছেলে বলি হয়ে গেছে। নক্‌শাল আন্দোলনের কিছু নেতা এখন ভিজে বেড়াল। জংগল সাঁওতাল বাসের পারমিট পেয়ে আখের গুছাতে ব্যস্ত।

অসীম চ্যাটার্জি, জ্যোতি বসু দুজনে মুখ শোঁকাশুঁকি। ওদের কাছেই শোনা গেল। প্রেমের মত বিপ্লবের পথও কুটীলা ভবেৎ।

১৩ জুন '৮০

নিঃসঙ্গতা নিষ্ক্রিয়তা আত্মকরুণার উৎস। স্বদেশে থাকলে হয়ত এইসব মানসিক উৎপাতের সম্মুখীন হতাম না। কাজে–আমার কাজ বর্তমানে উপন্যাসটা শেষ করা– উৎসাহ-বিমুখ। এমন অবস্থায় পড়লে, শেক্সপীয়ার আমার শরণ। আজ "ট্রয়লাস ক্রেসিডে" পড়ায় সারাদিন কেটে গেল।

১৪ জুন '৮০

ভারতের পূর্ব অঞ্চলের রাজনৈতিক দাবদাহ কী ব্যাপকতায় বিদ্ধ, বর্তমান ত্রিপুরার দিকে তাকালে তা বুঝা যায়। বিদেশী অস্ত্র এবং যন্ত্রণায় উস্কানি-শিকার আদিবাসীরা বেদেরেগ হত্যাকাণ্ডে এগিয়েছে। বহুগ্রাম এখন জনশূন্য। প্রকৃতির স্নেহ-পালিত শান্ত নিরুপদ্রব এই সব এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তার বলা চলে। '৭১ সনে পালিয়ে আসার সময় আগরতলায় ছিলাম। বহু অঞ্চল আমার চেনা। সেই সব জায়গায় ছবিগুলো তখন রক্তরঞ্জিত হয়ে চোখের সামনে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির খেলায় কাম্পুচিয়ার অগ্নিস্নান হয়েছিল। তারই জের চলছে এশিয়ার আর এক প্রান্তে।

১৫ জুন '৮০

শরীর বেশ ভাল। মানসিক রুগ্নতা জেঁকে বসে আছে। শেক্সপীয়ার নিয়ে আনমনা হয়ে থাকি। আত্মধিক্কার কম নয়। কিন্তু কুকুরের লেজ যথাবক্র।

সন্ধ্যা মাসুদ ও চৌধুরীর সঙ্গে। কালক্ষয় মাত্র। আড্ডায়ও মন থাকে না।

১৬ জুন '৮০

ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক নিধন-যজ্ঞ আদিবাসী বনাম অনাদিবাসী। পাশে বাঙলাদেশ। পার্বত্য ত্রিপুরার মুসলমানের উপর আঘাত আসা বিচিত্র নয়। পরে বাঙলাদেশে যদি Destabilization সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে শুরু হতে পারে মুসলমানদের খেদিয়ে দিয়ে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭ বছর পূর্বে লেলিন তাঁর, Backward Asia advanced Europe প্রবন্ধে লিখেছিলেন– Advanced Europe is

www.pathagar.com

commanded by bourgeosie which supports everything that is backward.

In civilized and advanced Europe. with its highly developed machine industry. its rich multiform culture and its constitution. "a point in history has been reached when the commanding bourgeoisie. fearing the growth and increasing strength of the proletriat. comes out in support of everything backward. moribund. medieval. " আজকের দিনেও কথাগুলো নির্মম সত্য!

সন্ধ্যা ঃ ইস্‌প্ল্যানেডে ঃ শ্যামল বসু ও সরোজ রায়চৌধুরীর সঙ্গে এক প্রকাশনার আলোচনায়।

১৭ জুন '৮০

আষাঢ় মাস এসে গেছে। কাল থেকেই বৃষ্টির দপাদপির সূত্রপাত। সারাদিন ঘরে। নষ্টালজিয়ার আগুনে দগ্ধ। মৌলানা আজাদের India wins Freedom নিয়ে সারাদিন। আমার উপন্যাসের জন্যে প্রয়োজন। এখন না পড়লেও চলত। তবু। যেহেতু লেখায় প্রবেশে মন নারাজ। বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ। কতো মুখ না ভেসে এলো। সবলসিংহপুরের শৈশবের অনেক ছবির মধ্যে বিচরণ করলাম পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

১৮ জুন' ৮০

গ্যাব্রিয়েল মার্কেজের উপন্যাস "The Autumm of the patrician" আবার পড়া শুরু করেছি। Metalanguage-র লেখা লেখকের মানসচারণা সন্ধানের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যা ঃ বিজয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। শেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী কিনেছে সে সম্প্রতি। বইটা উল্টোপাল্টে আর মাঝে মাঝে প্রায় বিধাতৃতুল্য রচনার অংশ পড়ে পড়ে দুজনে এক প্রহর কাটিয়ে দিলাম। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফাদার ব্রায়ান মহাকবি নাট্যকারকে পড়াতেন। তিনি আমাকে এই গুহা-মনিমাণিক্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। বহুবার সেই ক্যাসক-পরিহিত গৌরমৌম্য স্মৃতি বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

১৯ জুন '৮০

লুসি গ্রামে গেছে। রফিকও ছেলেমেয়েরা নেই। রান্নার লোক নেই। আমি অলস শিরোমণি। তিন দিন ডাল-ভাত কোন রকমে রান্না করেছে ওদের বৃদ্ধা পরিচারিকা। বেচারা অথর্ব হয়ে গেছে, কোন রান্নাই জানে না, এক ভাত ছাড়া। আহারের যা দশা. আবার না শরীর বেঁকে বসে। বৃষ্টির জন্যে বাইরে কারো বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসতেও ইচ্ছে করে না।

আজ সঞ্জীবের চিঠি পেলাম নাগাল্যান্ড থেকে। চাকরীর নোটীশ দিয়েছে।

www.pathagar.com

আগষ্ট মাসে ফিরে আসবে। আসা উচিত। ওর মত প্রতিভাধর ব্যক্তির অরণ্যে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।

২০ জুন '৮০

শ্রীহরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে Appointment অকুস্থল ঃ ডেকার্স লেন, শ্যামল বসুর আপিস। বিকেল চারটে। আমার তিনখানা কিশোর উপন্যাস দিয়ে ওঁরাও ওদের প্রকাশন আরম্ভের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই নিয়ে আলাপ। তবে এখানে সকলেই মজলিসী মানুষ চা-তালে নৃত্য-উল্লাসী। আমার ঐ পাণীয়ের প্রতি আগ্রহ কম। তবু তিন ঘণ্টা আড্ডায় বেরিয়ে গেল। এদের মণ্ডলের অন্যান্য জনঃ তপন চক্রবর্তী, মাডাম চক্রবর্তী, সরোজ রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

২১ জুন '৮০

ত্রিপুরায় উপজাতি ও অন-উপজাতির দাংগার ফলে সুস্থ রাজনীতির প্রবাহ বহু দিন আর চালু হবে না। কলকাতায় '৪৬ সনের দাংগার পর পর এই অবস্থা দেখেছিলাম। কোন সাধারণ মুসলমানের কাছে সোস্যালিষ্ট কি সামাজিক বিজ্ঞানের আলোয় দেশের তৎকালীন অবস্থার আলোচনাই কঠিন ছিল। শাসকশ্রেণীর Depoliticization কৌশল এই ভাবে চালু থাকতে পারে। ত্রিপুরা ও উত্তর পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীরাই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী। ওদের Distabilization নীতি Depoliticization এর সড়কেও কার্যকরী হতে পারে স্বচ্ছন্দে। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুই ক্ষেত্রেই ওদের চাল সফল। দেখা যাক, কতো দিনে এই গেরো কাটে।

শুভাকাঙ্ক্ষী মোহাইমেন আজ ঢাকা ফিরে যাবে। পূর্বকথামতঃ লাউডন ষ্ট্রীটে হোটেল "রাতদিন" এ সকাল ৭টায়। সেখানেই নাস্তা। অপুর জন্যে বই দুখানা ও পুঁটির জর্দা পাঠানো উদ্দেশ্য। কিন্তু হঠাৎ ওর ব্যবসার জের হিসেবে যাত্রা স্থগিত আরো দু'এক দিনের জন্যে। দুপুরে বাড়ী ফিরলাম।

২২ জুন '৮০

সকালে হোটেল "রাতদিন।" মোহাইমেনের টিকেট পাওয়ার ফলে আজ ঢাকা যাত্রী। ওকে বিদায় দিয়ে গেলাম পার্ক ষ্ট্রীট শ্রীরমণ মহেশ্বরী সদনে। এই এক অবাঙালী পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িত। কাপড়ের ব্যবসা করেন। তার অধিকাংশ আয় চলে যায় সংস্কৃতি লালনে। ওর বৈঠকখানা গ্রুপ থিয়েটার আপিস। সম্পাদক থাকেন কল্যাণীতে। কিন্তু তার রাত্রিবাস আহার-স্থল এই বাড়ী। এমনতর কাজে শ্রীমহেশ্বরীয় উৎসাহ প্রচণ্ড। পুরুষ্ঠু চেহরা, চুল পেকেছে

www.pathagar.com

ভদ্রলোকের। মজলিসী মানুষ। এখানে আলাপ হোলো রাজস্থানের হিন্দী কবি ঃ হলিশ ওয়াদানীর সঙ্গে। প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে নয়, রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ৪৭ বছর বয়সের কবির সঙ্গে অনেকক্ষণ অনেক আলাপ করা গেল। ফেরার সময় পার্ক ষ্ট্রীট বাজারের কোণার খ্রীষ্টান গোরস্থানে ঢোকার ইচ্ছে ছিল ডিরোজিওর কবর (সম্প্রতি সংস্কৃতিসেবীদের উদ্যোগে মেরামতকৃত) পরিদর্শন করব। কিছু দূর ভেতরে গিয়ে দেখলাম, আকাশ বেজায় মুখভারী। তাড়াতাড়ি ট্রামষ্টান্ডের দিকে ছুটলাম। আর একদিন আসা যাবে। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই সমাধিভূমি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় দু'শ বছর পূর্বের বহু জন এখানে শায়িত। সমাধিলিপি নানা ধরনের। দৌড়ে কোন কাজে দিলে না। ট্রামে ওঠার আগে কিছু ভিজলাম। নামার সময় আরো।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

২৩ জুন '৮০

রাসেলের উপর জন লুইসের লেখা বই নিয়ে সারাদিন। Recreation হিসেবে গ্যাব্রিয়েল মার্কেজের The Autumn of patrician পাঠ। সন্ধ্যায় ঃ আতোয়ার রহমানের বাড়ী গেলাম Time পত্রিকা ফেরৎ দিতে। ওর মৃত্যুর পর বোন নীরা পত্রিকা বন্ধ করেনি। ফলে, বিশ্ববিচরণ আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। বাড়ীতে বুড়ি-খালা আতোয়ারের মেয়ে ছিল শুধু। আজ ইন্দিরা তনয় ফিরোজ গান্ধী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে। রাস্তায় তার ছায়া দেখলাম। দোকানপাট কিছুকিছু বন্ধ। সংবাদ শোনার জন্যে চা খেয়ে, পত্রিকা পড়ে ওদের ওখানে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত। ফেরার সময় সাম্প্রতিক তিন খানা Time নিয়ে এলাম। বাসা পৌঁছে পেলাম জাঁনেসারের চিঠি। সব কুশল। বড় হাল্কা মনে ঘুমোতে যেতে পারলাম।

২৪ জুন '৮০

লেখা আর যেন আসবে না, অথচ আমার মাথা থাকবে। ওদিকে মন যেতে নারাজ। সারাদিন পার। সন্ধ্যা বিজয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। হিন্দী উর্দু দুই সাহিত্যেই বিজয় রসাভিসারক। আমির খসরু ওদের নাগরী ভাষায় ছাপা হয়েছে। আলোচনা শোনার সময় "Committed" অর্থে হিন্দী ব্যবহৃত শব্দ দুটো ভালই লাগল। বাঙলায় তেমন কিছু নেই। ওরা প্রতিশব্দ করেছে কমিটমেন্ট এর (১) পক্ষপরতা (২) প্রতিবদ্ধতা। বাঙলায় স্বচ্ছন্দে নেওয়া যেতে পারে। আমির খসরু "Quiz" শ্লোক জাতীয় অনেক দ্বিচরণ কবিতা লিখেছেন জবাব সহ। একটি শুনে আমরা দুজনে খুব হাসলাম। "বাদশা ও মোরগে মিল কোথায়? উভয়ের মুকট আছে।" আমির খসরুর এই সব ধাঁধা পড়ে পড়ে প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল। ন'টার সময় বাড়ী ফিরে তাড়াহুড়া করতে হোলো। দশটায় লোডশেডিং হয়। ভয় নানাদিকে।

www.pathagar.com

২৫ জুন '৮০

সকালে রমন মহেশ্বরীর বই ফেরৎ দিতে গেলাম। তিন দিনের কারারে আনা। আজ জানা গেল, ভদ্রলোকের জন্ম কলকাতায়, যদিও বাবা রাজস্থানী ছিলেন। তারপর এই প্রদেশে রয়ে গেছেন। হরিশ ওয়াদানী বেরিয়ে গেছেন। আজ আর কবির সঙ্গে দেখা হোলো না। ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেনেপুকুর গেলাম মিহির আচার্যের বাড়ী। অনেক দিন দেখা নেই, একবার দেখা হওয়া দরকার। ওঁর স্ত্রী শান্তি আচার্য আতিথেয়তার জন্যে যেন উন্মুখ থাকেন। বিদূষী মহিলা গৃহকর্মেও নিপুণ। ওদের কাছ থেকে জানা গেল, বর্তমান সরকারের সংস্কৃতি-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী। উভয়েই ক্ষুব্ধ। মিহির বাবু মার্কসবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু সিপিয়েমের (CPM) প্রতি আস্থাহীন। বুদ্ধিজীবী মহলে ক্রমশঃ এই বিরূপতার সাইজ বেড়ে যাচ্ছে, জানতে পারলাম। ফেরার সময় কিছু বই নিয়ে এলামঃ সফোক্লিসের নাট্যসংকলন। বিকেলে এক বাসায় Antigone শেষ করলাম। বিদ্রোহের সুরস্নাত এই নাটক আজও কতো আধুনিক মনে হয়। মাঝে মাঝে কাব্যচ্ছটা মনের উপর বড় দাগ রেখে যায় সহজে। অনেক চিন্তা স্বতঃই এসে জোটে, যদিও অভিঘাত সুদূর অতীতের।

আজ বৈরুত থেকে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের এক চিঠি পেলাম। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। কাল সরোজ রায়চৌধুরীর নতুন পল্লীভবনে প্রবেশ-উৎসব। অনেক দিন গ্রামে যাইনি। সেই আকর্ষণে নেমন্তন্ন গ্রহণ করেছি।

২৬ জুন '৮০

গ্রাম নয়, শহরতলীও নয়– ডায়ামন্ড হারবার রোডের পাশে ঠাকুরপুকুর। প্রকৃতির সজীব লীলা শুধু গ্রামের স্মৃতি টেনে আনে। সরোজ বাবুর কেনা বাড়ী আসলে বাংলো। পূর্বে এক ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করেছিলেন। থাকতেনও এখানে। ছ' বছর পূর্বে তিনি এখানে খুন হয়ে যান। এতদিনে মালিক বদল হোলো। প্রচুর গাছপালা বাড়ীর সঙ্গে। আশেপাশে সবুজ সজীবতার অঢেল বন্যা। এক ইজি চেয়ারে বসে নিজের গ্রামের ছবি বারবার মেলাতে লাগলাম। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্য। আহারের বন্দোবস্ত যথারীতি ছিল। আসরও গমগমে। বর্ষীয়ানদের মধ্যে আমি, হরেন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল বসু। বাকী চল্লিশের সামান্য এদিকওদিক। বৃষ্টিও নামছিল থেকে থেকে। সারাদিন এখানে কেটে গেল। সন্ধ্যায় বাস ধরে ইসপ্ল্যাজনেড, পরে ট্রামে পার্ক সার্কাস। ব্রতচারী গ্রাম ঠাকুর পুকুরের নিকটেই। ওদের এক কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ হোলো। স্নেহভাজন কামরুল হাসান (শিল্পী) ওঁর ছাত্র ছিল, বললেন। আজ বৃষ্টির দপাদপিতে গ্রামের ভেতর যেতে পারলাম না। বৃটিশ আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বানচালের জন্যে গুরুসদয় দত্তের মত দালাল ভৃত্যের (I.C.S) সাহায্যে ইংরেজের এই আন্দোলন শুরু। পঞ্চাশ বছরে তার কী চেহরা হয়েছে দেখার বড়

www.pathagar.com

কৌতূহল ছিল। অত কাছে গিয়েও তা মিটল না। আফশোষ রয়ে গেল।

২৭ জুন '৮০

সফোক্লিসের Theban plays থেকে আরো দু'খানা শেষ করলাম। Form নিয়ে অশেষ মাথাব্যথা। Chorus কিছু সাহায্য করত। কিন্তু নাটকের গতি সেখানে কথার প্রাধান্যে ব্যাহত হওয়ার কথা। তা হয় না। সফোক্লিসের কাব্য কী এখানে সহায়ক? সিদ্ধান্তে আসা দায়। অথচ সহজ গল্প-কথন মারফৎ নাটক এগিয়ে যায় অবান্তর কিছু থাকে না। শেক্সপীয়ারের নাটকের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে হয়ত কিছু ধরতে পারতাম। আমার স্বল্প বিদ্যা। স্বল্প সময়। অস্বোয়াস্তি থেকেই গেল।

সন্ধ্যা বিজয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। উপলক্ষ্য আমির খসরু এবং তুলসী দাস।

২৮ জুন '৮০

আনোয়ারুল ইসলাম এই কলকাতার ছেলে, এখন পাকিস্তান থেকে এসেছে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতে। বলা বাহুল্য পাকিস্তানী। কলকাতা থেকে পূর্বপাকিস্তানে গিয়েছিল ১৯৫০ সনের দাংগার পর। ব্যাঙ্কে চাকরী নেয়। মহাম্মদপুরে বাড়ী তৈরী করেছে। তারপর কাল ১৯৭১। কলকাতার উর্দুভাষী মুসলমান, তবু বিহারী বাঙালীদের চোখে। ১৯৭১ সনে ইসলাম ছিল করাচীতে। আর ফিরে আসেনি। আমার সঙ্গে ঢাকায় আলাপ। সজ্জন ব্যক্তি ইসলাম। আমি কলকাতায়, শুনেছে লোকমুখে। খবর দিয়েছিল যেন দেখা হয়। দশ বছর পরে ওদের পৈতৃক বাড়ী রিপন স্ট্রীটে গেলাম। বিত্তবান ওরা পূর্বপুরুষ থেকে। প্রচুর সম্পত্তি এখানে। ডক্টর বেলালের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। তিনিই এখন এখানে মতোয়াল্লি। সম্পত্তি ওয়াকফ—করা। ইসলামের মহাম্মদপুরের বাড়ীর কোন খোঁজ নেই। আরো নানা দুঃখের কাহিনীই বড় হয়ে দেখা দিল আমাদের মধ্যে। দেশবিভাগের কুফলের কতো রকম না ছবি। পরে দুজনে বেরিয়ে এলাম, এই রিপন স্ট্রীটে আমার সহপাঠী ডাঃ নঈমের সঙ্গে সাক্ষাতে। সেও উর্দুভাষী স্থানীয় মুসলমান। নঈম ক্লাসে দ্রুত স্কেচ করত চমৎকার। ভাবতাম শিল্পী হবে। বাবা ডাক্তারী পড়তে বাধ্য করলেন। রিপন মেডিকেল ষ্টোরে হানা। ডাক্তারের নোট বইয়ে লেখা ভাল উর্দু কবিতার লাইন। পড়ে-পড়ে শোনালে। নঈমের সহৃদয় আলিঙ্গনে অতীত এসে জড়ো হয়। রোগী দেখার চাপ কম নয়। জোর করেই ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। নঈমের স্কেচ কাব্য প্রীতির মধ্যে আবদ্ধ এখন।

২৯ জুন '৮০

গত রাত্রি থেকে হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেল। কাল শবই বরাতের সন্ধ্যা

www.pathagar.com

ছিল। তাই ভাবলাম, আলাদা রান্না করে কাজ নেই। রফিকদের সঙ্গেই পাক হোক। ওরাও বেশী ঝাল খায় না তরকারীতে। কিন্তু রাত্রে বুঝতে পারলাম, উচিত হয়নি। পেটে আবার বায়ু, কাঠ-বমি, বুকে চাপ। অস্থির হয়ে পড়লাম। গায়ের বিষবিষানিতে ঘুমের ব্যাঘাত। আর এমন মুহূর্তে গৃহের দিকে মন এত ধায়, তার গতি সামলানো দায়। সকাল হোলো... দুর্বল শরীর। পূর্বে নির্ধারিত ছিল, তবু কাল শনিবারে নিজে নিজে এসে এত্তেলা দিয়ে গেছেন দেবব্রত ভট্টাচার্য যেন Appointment অর্থাৎ নেমন্তন্ন ফেল না করি। মুসকিলে পড়লাম। অসুস্থ শরীর। তবে এমন অসুস্থ নয় যে চলৎশক্তি বন্ধ। বাহন ট্রাম ফাঁড়ি পর্য্যন্ত। পরে রিক্সা। অকুস্থলে পৌঁছলাম। অঞ্জলি ত ঢাকা থেকেই চেনা। অসুস্থ অতিথি। তার মেহনৎ বরবাদ। অতএব হতাশ। ওর বোন আরতিকেও এখানে পাওয়া গেল। দেবব্রত বাবু (বুরা বা বুড়া ক্যাট রসিকতাচ্ছলে বুরোক্র্যাটদের বলা হয় পশ্চিমবঙ্গে) ব্যুরোক্র্যাট হলেও প্রচুর-অধীত, সমাজের হাল-চাল সম্পর্কে কৌতূহলী নন শুধু, সংস্কারকের মননাধিকারী। ওঁর সঙ্গে আলাপে বড় প্রীত হওয়া যায়। কিন্তু কথা ছিল ডায়লগের। হয়ে গেল মনোলোগ। শরীর আমাকে আদৌ At home হতে সাহায্য করছিল না। আহারও করলাম নামমাত্র। কিন্তু অত কমও যম হয়ে দেখা দিল। আবার জঠরে বাতাস। অস্বোয়াস্তি। দেবব্রত বাবুকে কিছু বিব্রত করতে হোলো। তিনিই চিকিৎসক। দুটো জেলুসিল ট্যাবলেট দিলেন। খাওয়ার পর নীরবে এক ঘণ্টা ঘুমোলাম। বায়ুর উপদ্রব গেল। বেশ ধাতস্থ হলাম। জুলুম কী এক দিকে। আজ দূরদর্শনে সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" দেখানো হবে। নিকটে কোন বাড়ীতে যেতে হয়। তাই ছ'টা বাজতে ভট্ট-ভবন থেকে বিদায় নিলাম। কর্তা নীচে গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। নিকটস্থ বাড়ী চাই। T.V ওয়ালা। মাসুদই উত্তম শরণ। ওদের বাড়ীতে বসে বসে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত দুঃস্থ জীবনের মহাকাব্য দেখতে লাগলাম। করুণাকেও আবার দেখা গেল। নবতররূপে, এখন ত প্রৌঢ়া। সুব্রতকে পত্র দেব কিঞ্চিৎ মসলাসহ। অপূর্ব রায়ের মাতৃ-আহবান আমার বুকে বজ্রপাতের প্রতিধ্বনি তুলছিল। তবু ফেরার সময় মনে হোলো; শরীর চাংগা। রাত্রে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়লাম। উপবাস মাঝে মাঝে বড় কাজে লাগে।

৩০ জুন '৮০

ডাক্তার আলি ইমামের নিকট সকাল ন'টার সময় ওঁর (চার নম্বর পুলের মুখে) ডিসপেন্সারিতে। রক্তচাপ ঠিক আছে। হঠাৎ বায়ুর জুলুমে গণ্ডগোল। ঔষধ দিলেন নিজের ষ্টক্ থেকে। সহৃদয়তা যখন ঋণ হয়ে দাঁড়ায়, অস্বোয়াস্তি যেতে চায় না। সারাদিনে শরীর ক্রমশঃ চাংগা। সন্ধ্যা বিজয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। আমির খসরুর এক ধরণের হিন্দী কবিতা পড়লাম দুজনে যা প্রিয়তমার রূপ-বর্ণনার ছলে প্রশংসা, ব্যঙ্গ, নিবেদন ইত্যাদি। কবিতা এই জাতীয় পংক্তি দিয়ে শেষ হয় ঃ প্রিয়তম তুমি

www.pathagar.com

কী মেঘ? তুমি কী ময়ূর.... তুমি কী কুকুর, হাতি, হুকা ইত্যাদি। ৭৩টি কবিতা আছে এইভাবে। ভংগীটা মজার।

১ জুলাই '৮০

ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে বামপন্থী আন্দোলন কতো বছর পিছিয়ে গেল? বর্ণবিদ্বেষের সড়ক ধরে খুন-জখম-নরহত্যা-অগ্নিদাহের যে তাণ্ডব চলছে ওই সব এলাকায় (বর্তমানে বিশেষতঃ ত্রিপুরায়) সেই অন্ধকার দূর হতে বহু বিলম্ব ঘটবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশও হবে আরো তিমিরাচ্ছন্ন। হতাশায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

২ জুলাই ৮০

সিপিয়েমের নেতৃত্ব কোন কোন শ্রেণীতে পড়ে? সেকটেরিয়ান মনোবৃত্তির আড়ৎদার চতুর্থ শ্রেণীর এই মশাইরা বুর্জোয়া ইলেকশানে জিতে যা তড়পাচ্ছিল তখনই আশঙ্কা করেছিলাম, এরা সেই প্রাবাদিক কলু—আশি বছর বয়সে যার জ্ঞানগম্যি গজায়। ত্রিপুরায় উপজাতিদের মধ্যে CPM এর কী দুরন্ত প্রভাব ছিল। অন্য Counter-Revolutionary Force যখন সক্রিয় তখনও ওরা সতর্ক হয়নি। আজ তার ফল ফলছে।

সন্ধ্যা, কিছুক্ষণ/সুলতানার সঙ্গে।

৩ জুলাই '৮০

একটা প্রবন্ধ পড়লাম। মার্কিন দেশে কাব্যে আবার পুরাতন ধ্রুপদী ফর্ম ফিরে আসছে। ভাল কবিদের হাতে ভাষ্যকারের ভাষায়, "...Formal verse brings an awareness of poetic tradition, of history, of the possibilities of language. And there is a certain modesty involved in the choosing to write formally: one is aware of the great poems written before, and this awareness is good for the soul, and often for the poem itself."

সন্ধ্যা, শ্রীবাস্তবের সঙ্গে।

৪ জুলাই ৮০

আনোয়ারুল ইসলাম করাচী ফিরে যাবে আগামী আট তারিখে। ওর মারফৎ পাকিস্তানের পুরাতন লেখক কবি বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ-মানসে চিঠি লিখেছিলাম কাল। আজ পৌঁছাতে গেলাম। আহম্মদ নাদীম কাশেমী, আসফাক আহমদ, কাতিল শেফাই, মুনীর নিয়াজী, ইকবাল আজিম প্রমুখদের জন্য পত্র। ওর বাপমা চাটগাঁয় আটক পড়েছিলেন '৭১ থেকে '৭৪। ইসলাম তখন করাচীতে।

www.pathagar.com

সেই অভিশপ্ত দিনগুলোর কথা ওর মুখে শুনলাম। শনির দশা আজও কাটল না উপমহাদেশের উপর থেকে।

আনোয়ারের কাছ থেকে ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, ভিসা আপিস বড় বাবু সেনশর্মা আন্ত রিকতার সঙ্গে ব্যাপারটা গ্রহণ করেছেন এতদিনে পুরাতন পাসপোর্ট উদ্ধারে। কিছু আশ্বস্ত হওয়া গেল। বাড়ী ফিরতে ফিরতে একটা বেজে গেল। ১৯৩১-৩২ দু'বছর এই অঞ্চলে কেটেছিল। বর্তমান ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের ফায়ার ব্রিগেড আপিসের পেছনে কারখানা ছিল ইলেকট্রোপ্লেটিঙের। সেখানেই থাকতাম এবং মাদ্রাসা আলিয়ায় পড়া। ছাত্র-অবস্থায় তালতলা, দিদার বখশ্ লেন, আলিমউদ্দীন ষ্ট্রীট, ওদিক কলিন লেন—এই সব ছিল বিচরণ ভূমি। স্মৃতির খেই কী শেষ হয়? আবার জীবনের চতুর্থ ভাগে প্রৌঢ়কালে সেই এলাকায় উপর যাতায়াত। ট্রামে ফেরার সময় নানা ঘটনা নানা মুখ আবার দেখতে লাগলাম।

৫ জুলাই ৮০

দক্ষিণ আফ্রিকার উপর Mainstream পত্রিকায় প্রকাশিত, এক দীর্ঘ প্রতিবেদন পড়লাম। জুলুমের কতো রকম না মুখ এবং সভ্যতাগর্বী শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়রা সে সবের হোতা। প্রতিছত্রে উল্লেখ আছে দেশপ্রেমিক আফ্রিকান নেতাদের উপরে নির্যাতনের কাহিনী। আইনের মুখোশ পরানোর চেষ্টার কিন্তু ঘাটতি নেই বর্বর শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে। বন্ধু কবি আবুল হোসেনের কবিতার দু'পংক্তি বার বার বার মনে পড়লঃ

এবার জেনেছি সুনিশ্চয়
মৃত্যুই মৃত্যুকে করে ক্ষয়।

শহীদ ষ্টেভ বিকো। নির্যাতনেই মারা যান। নেলসন ম্যান্ডেলা আজও কারাগারে। শত শত মানব-চেতনার অগ্রদূতেরা কী দুঃসহ যন্ত্রণাই না ভোগ করছেন। বিশাল পৃথিবী। আমার মনে হয়, বামপন্থী দলগুলোর এলাকা ভাগ করে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উচিত নিরবচ্ছিন্নভাবে। দক্ষিণ আফ্রিকার দেশপ্রেমিকদের নির্যাতনের উপর বহুকাল কোন প্রতিবাদ সভা হয়নি।

৬ জুলাই ৮০

বাঙলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রকাশিত "শিল্পকলা" পত্রিকার এক সংখ্যা হাতে এসে পড়ল। প্রথমেই জ্যেষ্ঠপুত্র বুলবনের এক প্রবন্ধ ঃ বাঙলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়ন ঃ সামাজিক পটপ্রেক্ষিত। বিবরণধর্মী প্রবন্ধ। সামাজিক বিশ্লেষণ আছে। তবে গভীর কিছু নয়। এক কালে পেন্টিংয়ের উপর লেখাপড়া কম করিনি। বাড়ীতে বইও আছে প্রচুর। বিশেষজ্ঞ ইচ্ছা কোনদিন মনে জাগেনি। পুত্রের দৃষ্টি

www.pathagar.com

অনেক ব্যাপক। আনন্দই পেলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ। ছেলে-মেয়ের মুখ কতো দিন দেখিনি। অসহায় ছোট ভাইটা কীভাবে দিন গুজরান করছে? নানা প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলাম।

৭ জুলাই '৮০

বিকেলে ইসপ্ল্যানেড। সকালে গিয়েছিলাম, কাল করাচী ফিরে যাবে—আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাতে। পাকিস্তানের প্রগতিশীল কবি লেখকদের দু'চার লাইনের সংক্ষিপ্ত পত্র দিলাম। আহমদ নাদিম কাশেমী, আসফাক আহমদ প্রমুখ পাঠান-বন্ধু পশতু ভাষার লেখক কলন্দর মোমন্দ-কেও পত্র দিলাম। জানি না ওদের হাতে পৌঁছবে কিনা। সৎ গণতান্ত্রিক হৃদয়ধারী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ক্রমশই উন্মুখ থাকি। সুযোগ হারাতে রাজী ছিলাম না। আনোয়ারের চেষ্টা থাকবে অকৃত্রিম। তাই আশা, প্রাপকদের কাছে শুভেচ্ছা পৌঁছে যাবে বৈকি।

বিকেল সন্ধ্যা ইসপ্ল্যানেডে শ্যামল বসু ও পরে সরোজ রায়চৌধুরীর দপ্তরখানায়।

৮ জুলাই ৮০

"The AO NAGAS" নামক এক পেল্লায় গ্রন্থ হাতে। লেখক এক জন প্রাক্তন ভারতীয় সিভিলিয়ান ঃ G.P. Mill ভদ্রলোক নাগাল্যান্ডে ১৯২২-২৪ ছিলেন মহাকুমা প্রশাসক হিসেবে। তারই ফল এই গবেষণা গ্রন্থ। ১৯২৬ সনে প্রকাশিত। চুয়ান্ন বছর আগেকার বই। সব পড়ার সময় নেই। (পাতা উল্টাতে উল্টাতে শেষ প্রান্তে Apppendix-এ দেখলাম, এক অধ্যায় ঃ "The effect of Mission work upon the Aos." মার্কিন ব্যাপটিষ্ট মিশনের উল্লেখ বিশেষভাবে আছে। 'মিল' সাহেবের মন্তব্য পড়ে অবাক না হয়ে উপায় নেই। মিশনারীরা কীভাবে একটা সমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্যসুর ধ্বংস করে দিচ্ছে, তার বিশদ বিবরণ সিভিলিয়ান দিয়েছেন। বর্তমানে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ষাট বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মিশনেরই নেটিভ-খ্রীষ্টানেরা বিচ্ছিন্নতাবাদের নেতৃত্বধারী। সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনুপান মিশেছে। দশ বারো পৃষ্ঠার এই Appendix পুনর্মুদ্রণের কথা লিখব Mainstream সম্পাদক নিখিল চক্রবর্তীকে যেন বহু লোকের চোখে পড়ার ব্যবস্থা তিনি করেন।

৯ জুলাই ৮০

কাম্পুচিয়ার হেং সামারিন সরকারকে ভারতবর্ষ স্বীকৃতি দিয়েছে। দক্ষিণ

www.pathagar.com

এশিয়ার রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ সংবাদ এই ঘটনা। রাজনৈতিক প্রচুর মাকু ঠেলাঠেলি পুনর্বার শুরু হবে। চীন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্যে এগিয়ে আসছিল। এবার পেছিয়ে যাবে। কারণ, জোঁকের মুখে লবণ পড়ে গেল। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতার এই আচরণ-নিদর্শন অতীব প্রশংসার দাবীদার। Polarization এর মন্থনে পড়ে গেছে বর্তমান বিশ্ব। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পদক্ষেপের প্রশংসা কীর্তনে সমাজতান্ত্রিক দেশ এগিয়ে আসবে আর পেছিয়ে যাবে সব ধনতান্ত্রিক বা ধনতন্ত্রের ধ্বজাধারী সব দেশ। চীন এদেশে মুখোশধারী দানব। ওদের সমাজতান্ত্রিক দেশ বলা ঐ শব্দের বেইজ্জতি সাধন।

সন্ধ্যা উজ্জ্বলদের বাড়ীতে। ম্যাকেন্‌রো বনাম বিয়র্ণ বের্গের ফাইনাল খেলা দেখলাম দূরদর্শনে। বহুকাল টেনিস খেলা চাক্ষুস দেখা গেল। শারীরিক বল, ক্ষিপ্রবুদ্ধিমত্তা এই ক্রীড়াক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত। সাধনার সৌন্দর্য খেলা হলেও টেনিসে খুব কম নয়। নির্দোষ প্রতিযোগিতা মানুষকে আরো উন্নত করার বিশেষ উপায়।

১০ জুলাই ৮০

আমার ধারণা যথারীতি বলবৎ। অসুর পুরে হাহাকার পড়ে গেছে হেং সামারিন সরকারকে ভারতের স্বীকৃতিপ্রদান নিয়ে। বৃটেনের রক্ষণশীল লর্ড ক্যারিংটন এখনও সাম্রাজ্য যুগের Hangover কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পদাঘাত ছাড়া আর কোন ভাষা ত ওরা বুঝে না। আজও বক্তব্যে প্রচুর হঙ্কার ঠিক রেখেছে ভদ্রলোক। চীন ত রক্ষণশীলদের দোস্ত। একই পথে ধাইছে। শিবির-বিভক্ত পৃথিবী। রাজনৈতিক প্রবাহের গতিপথ বুঝতে আজকাল আর বিলম্ব ঘটে না।

সংবাদপত্রে দেখলাম, বাঙলাদেশের প্রেসিডেন্ট কোরান স্পর্শ করিয়ে শপথ নিয়েছেন কেউ ঘুষ খাবে না। সততার সংজ্ঞা ভদ্রলোক জানেন না। ঘুষ ভক্ষণ ছাড়াও মানুষ অসৎ হতে পারে। তিনি কী? হয়ত ঘুষ খান না। কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গল মুখে দেশকে তিনি যেপথে নিয়ে যাচ্ছেন (কোনপথে নিয়ে যাচ্ছেন তাও জানেন) তার সঙ্গে ঘুষের সম্পর্ক নেই, কিন্তু অসততার আছে। সুতরাং কোরান ছুঁলেই বা কী? চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী–প্রবাদ এখনও অচল হয়ে যায়নি।

চাঁদ চাচা কাল ওঁদের নতিবপুর গ্রামে ইন্তেকাল করেছেন। পঁচানব্বই বয়স। কিন্তু শেষ জীবনে বহু খেসারৎ দিয়ে গেলেন। বড় ছেলের শোক আর শেষ দু'বছর শয্যাশায়ী। দৈহিক যন্ত্রণার ইতি ছিল না। সারা জীবন সৎ শিক্ষকের দৈনন্দিনতার উপাসক। অথচ দুঃখ কম ভোগ করলেন না। অমন সুদীর্ঘ জীবন কাম্য নয় কারে। রফিক আজ সকালে গ্রামে গেল।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

১১ জুলাই ৮০

"লন্ডন অবজারভার" পত্রিকায় Leonard RAYNE লিওনার্ড রেইন নামক সাংবাদিকের এক ডিস্‌প্যাচ পড়লাম। ইরানের শাহ ছিল ৬০/৭০ দশকে মার্কিন ঘাটিয়াল মধ্যপ্রাচ্যের জন্যে। যার ফলে, ভিয়েটনাম আক্রমণে আমেরিকা প্রচুর ব্যয় করতে পারত। ডিসপ্যাচে আরো খবর আছে, প্রেসিডেন্ট কার্টার তার নিরাপত্তা-উপদেষ্টা বজজেনস্কিকে যে গোপন পত্র লেখেন, তা এখন ইরান সরকারের হাতে। প্রেসিডেন্ট লিখেছেন যে "ইরানের প্রতিবেশীদের সঙ্গে যেখানে অবিশ্বাস বা মনকষাকষি আছে তার সুযোগ নিতে হবে। স্থানীয় ছোট বড় রাজনৈতিক সব দলের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনও নিতান্ত জরুরী। খোমেনীর উচ্ছেদ-সাধনের কথাও পত্রে উল্লেখিত। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সততার নমুনা বটে! এক বিরাট জাতি, অথচ নৈতিক জগতে আমেরিকা এখনও পশুর স্তর ছাড়িয়ে ওঠেনি।

১২ জুলাই '৮০

১৯৩২-৩৩। যেন পুরাতন কৈশোরের সংগ্রামশীল দিনগুলো। ওয়েলেশলী ষ্ট্রীট, মার্কুইস ষ্ট্রীট, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। এই এলাকায় কতো দিন যাতায়াত। কলিন লেনে ছিলাম ৩৪/৩৫ যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আই, এ ক্লাসের ছাত্র। আজ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের ভিসা আপিস গন্তব্য। বড় বাবু সেনশর্মা তারিখ দিয়েছিলেন। কিন্তু শনিবার তিনি নিজেই গরহাজির। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে রোদ্রে ট্রামে বস্তাবন্দী ডেরায় ফিরে এলাম। পাশপোর্ট উদ্ধার এক যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ালো।

বিকেলে ফণী চক্রবর্তী সদনে। বসুধা বাবুর পত্রের জের। দু'মাস ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। তাই উদ্বিগ্ন কার্ড লিখেছিলেন ফনীদার ৮১ বছরে স্মৃতিশক্তি লোভনীয় ব্যাপার। বাঙলা ভ্রমণ সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলে, তিনি বললেন, "সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বে "ভূপ্রদক্ষিণ" প্রথম বিশিষ্ট গ্রন্থ। অন্নদাশঙ্করের "পথে প্রবাসে" স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা। Pedantry বোঝাই। কৃত্রিমতায় উদাহরণ। বছর দুই পূর্বে বইখানা পড়ার সময় আমার তাই মনে হয়েছিল। বেশ আলোচনামুখর সন্ধ্যা। ইন্দুদির আন্তরিকতা তথা আতিথেয়তা। রাত আটটা বেজে গেল ওদের ওখানে। ফেরার সময়, আরতি মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় ঢুঁ। তুলসী মুখোপাধ্যায় দিল্লী থেকে এসেছিলেন। আমাকে খবর দিতে পারেননি। সাক্ষাতের সুযোগ ফলে নষ্ট। আরতি সে জন্যে দায়ী, স্বীকার করলেন। সুনীল জানার খবর পেলাম কাছের এক বাড়ী থেকে। সে ইংল্যান্ডে পৌঁচেছে গত মাসেই। বাড়ী ফিরতে পৌনে দশটা বেজে গেল ট্রাম অপ্রাপ্তির ফলে। ক্লান্ত, ঘুমও নিরেট ছিল আজ।

১৩ জুলাই '৮০

ফজলুল হকের গল্প-উদ্ধার প্রীতীশ দত্ত শুধু সম্পন্ন নয়, জেরোক্স করে

www.pathagar.com

রেখেছেন। আর সামান্য বাকী আছে। 'সওগাতের' গল্পখানা। একটা নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাব যেদিন সুশোভন সংস্করণে গ্রন্থাকারে স্বর্গীয় বন্ধুর রচনাগুলো আমরা প্রকাশ করতে পারব। সকালে দত্তমশায়ের বাড়ী ছেড়ে একই পাড়ার অধিবাসী অজয় সিংহের কাছে গেলাম। সঙ্গীতপ্রেমিক আলাহিয়া বিলাওলের আলাপ খানিক শোনালেন। খানিক, কারণ ওঁকে অধ্যাপনার জন্যে ভবানীপুরে এক সঙ্গীতের পাঠশালায় যেতে হবে। ব্রজেন ভট্টাচার্য পরবর্তী শিকার। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিদারুণ শোকের আঘাত দেড় বছর পূর্বে গিয়েছিল। মেজ ছেলে নিজে এক বিয়ে ঠিক করেছিল পিতার অনুমতি চেয়ে। মেয়ের বাপ-মা এসেছেন সব কথা পাকাপাকি করতে। অসময়ে উপস্থিতি আমার। তবু কিছুক্ষণ পরে দেবশরণ-পার্বতী দাশগুপ্তাদের Hello করে বাড়ী ফিরলাম। গোটা সকাল কাজে কাজেই গেল। লেখাপড়া আর কোথা থেকে হবে? বিকেলটা শুধু মাত্র কাজে লাগল।

১৪ জুলাই '৮০

প্রায় পাঁচ বছর হতে যায় বাড়ীছাড়া। বিচ্ছেদ-বেদনা ক্রমশঃ গা-সওয়া হয়ে গেছে। স্মৃতির আক্রমণ আর তেমন বিপন্ন করে না। অদ্ভুত এক মানস-বলয়। এই ভাবেই পরিবেশের জুলুমে মানুষ বদলাতে থাকে। অথচ কিছুদিন পূর্বে গৃহাগত প্রাণের জের সহজে কাটিয়ে উঠতে পারতাম না।

১৫ জুলাই '৮০

উপন্যাস লেখা বন্ধ। নিষ্ক্রিয় মানসিক কলকব্জা সেদিকে তাকাতে নারাজ। তাই অন্য কাজে। বহুদিনের বাসনা, একটা আরবী-ফারসী শব্দের ছোট অভিধান রচনা করব—যার মধ্যে শুধু মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত শব্দ থাকবে। তাদের ধর্মীয় ও অন্যান্য রেওয়াজী শব্দই লক্ষ্য। তাই কোমর বেঁধে কাল থেকে কাজ শুরু করেছি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অন্যতম কারণ হিন্দু-মুসলমান সমাজে সমঝোতার অভাব অনেক সময় কম্যুনিষ্টদের প্রচারণার সুযোগ দেয়। ১৯৩৫-৪০ এ মুসলিম লীগের একটা বুলি ছিল, হিন্দুরা মুসলমানদের নাম শুদ্ধ লিখতে পারে না। বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে এমন প্রপাগান্ডা কম কার্যকর নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখেই এই অভিধান তৈরীর প্রয়াস। ভূমিকা থাকবে বিস্তৃত। বাঙালী মুসলমানদের নাম যেহেতু আরবী শব্দের বাঙলা Transliteration অসম্ভব। উচ্চারণ কেউই করতে পারে না। আর যদি তা কেউ করে উচ্চারণ রসিকতা বলে গৃহীত হবে। আরবী কাফ অক্ষরের উচ্চারণে 'আব্দুল কাদির' নামা ব্যক্তিকে ডাক দিলে সে নিজেও বিব্রত বোধ করবে। স্থানীয় মাটীর গুণ সম্পর্কে গণ্ডমূর্খ মুসলমান সমাজের জন্যেই

www.pathagar.com

অভিধান-রচনার ইচ্ছা পূর্ণ করবই এবার। একদম তিন শপথ (মধ্যযুগীয় কায়দায়)

১৬ জুলাই '৮০

সব শব্দের ঠিকুজী নিয়ে এ পর্য্যন্ত কোন অভিধান রচিত হয়নি। Hobson Jobosn-এর মত বই এদেশে বহু দেরী। ওপথ তাই আর মাড়ালাম না। মোটামুটি চলতি শব্দগুলোর আরবী-ফারসী প্রাচীন বংশ-পরিচয় নয়, নাম দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকব। সারাদিন অনেক কাজ করা গেল। আসলে এই অভিধানের "ভূমিকা" লিখতেই বেগ পেতে হবে। কারণ, লম্বা ভূমিকা দিতে চাই সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমির ছায়া যথা-নির্দেশ যথাস্থানে রেখে।

বিকেল ইসপ্ল্যানেড ঃ হরেন চট্টোপাধ্যায়ের ও শ্যামল বসুর সহিত।

১৭ জুলাই '৮০

ফজলুল হকের গল্প প্রায় উদ্ধারের শেষ প্রান্তে। একটি রচনা বাকী। প্রীতীশ দত্তের সঙ্গে সকালে সাক্ষাতের কথা ঠিক ছিল। অধ্যাপক হতাশ করলেন। বোধ হয় মনে রাখেননি, বেরিয়ে গেছেন। ফেরার সময় ধকল গেল। ট্রামে ভিড়। যেহেতু সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

সারাদিন অভিধান নিয়ে। সন্ধ্যা সালেক/সুলতানার সঙ্গে। ওদের বাড়ী গিয়ে সদ্য-সদ্য-আনা এক বই দেখে লাফিয়ে উঠলাম ঃ Marxism and the Muslim World by Rodinson সওয়া দু'শ পাতার বই। আজই সুলতানা আনিয়েছে। আমি ছো মেরে নিয়ে এলাম তিন-দিনের কারারে। অভিধানের কাজ বন্ধ থাকবে। বইটার দাম ৮০ টাকা সাধ্যের বাইরে। নচেৎ কিনে ফেলতাম।

১৮ জুলাই '৮০

বিদেশী ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ রোদাসঁ Rodinson। কিন্তু কৌতূহল ও মানব অস্তিত্বের নানা সমস্যা সমাধানের প্রেরণা তাঁকে পাণ্ডিত্যের ও জগতের বিস্তর বিচরণ-মাঠে এনে ফেলেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্যা তিনি ভালই জানেন। তাদের Codified ধর্মের বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়– জীবনের তাগিদ যাই হোক। তবু রোদাসঁ মনে করেন, যুগে যুগে ইসলাম বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয় যুগধর্ম। আধুনিক কালে তার ব্যত্যয় ঘটবে না। আমিন; সুম্মা আমিন!

১৯ জুলাই '৮০

রোদাসঁর নিয়েই সারাদিন। এই ফরাসী মহোদয়ের নিরীক্ষাশক্তি এমনই তীক্ষ্ণ যে লেখা থেকেও তা বাদ যায় না। প্রচুর নোট রাখা দরকার। কিন্তু

www.pathagar.com

সুলতানাকে বই জলদি ফেরৎ দিতে হবে। তাই দ্রুত পাঠই আপাততঃ সিদ্ধান্ত। গ্রন্থকার লিখছেন All religious people should ask themselves the following question; why do religions in their traditional form no longer inspire great movement today? why are these movements formed round other idologies?

ধর্মের ধ্বজাবাহকদের মগজে যদি এমন প্রশ্নের উদয় হোতো, তাহলে পৃথিবীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্ততঃ বর্তমান দশা থাকত না।

২০ জুলাই '৮০

রোদাসঁ বই দুপুরে সুলতানাকে ফেরৎ দিয়ে এলাম আবার ঋণের শর্তে। এদেশেও এমন "যদি"র অন্ত নেই, গ্রন্থকার যা উন্মোচন করেছেন। যদি প্রত্যেক মানুষ ইসলাম ধর্ম পালন করত, বিশেষতঃ মুসলমানেরা তাহলে দুনিয়ায় কোন বাদবিসম্বদ থাকত না। গ্রন্থকার বলছেন, "This is the problem which they fail to grasp, why they have not been applied. (কেন মানুষ তা পালন করে না? রোদাসঁ লিখছেন, The history of Islam demonastrates, once again, one of the established laws of history, apparently one of the least understood reference to religious, moral and philosphical principle is necessary but they are not enough." অর্ধশিক্ষিত মোল্লা এবং শোষকের হাতে পড়ে ইসলাম ত গেছেই। মুসলমানদের মনুষ্যত্বের ধারণাও জীর্ণদশা। সাধারণ মানুষকে প্রতারণার এমন জাল ত জালেমেরা সহজে পরিত্যাগে চিরদিনই অক্ষম।

সঞ্জীবের চিঠির জবাব দিলাম। ফিরে আসুক যক্ষ্ম নাগাল্যান্ড-রূপী রামগিরি থেকে।

২১ জুলাই '৮০

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। শাসনতন্ত্রে অন্ততঃ তাই। এদেশে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার চৌহদ্দিও সংকীর্ণ নয়। ভারতীয় মুসলমানেরা এখন কী ধ্যান ধারণা নিয়ে আছে? কয়েকটা প্রদেশে মুসলিম লীগ আছে। সুতরাং জিন্নার প্রেত এদেশে মরেনি। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোড়ন আছে। কিন্তু তার অভিঘাত খুবই স্বল্প। মঈন শাকের, আসগার আলি ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ইরফান হাবীব প্রমুখ কিছু ব্যক্তি লিবার‍্যাল চিন্তার প্রসার ক্ষেত্রে অগ্রণী। আজ ইঞ্জিনিয়ারের The origin and Development of islam গ্রন্থখানা পড়া শুরু করলাম। গ্রন্থকার গুজরাটী বোরা সম্প্রদায়ের মানুষ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। প্রথম অধ্যায়ে, তিনি রচনার Method হিসেবে Historical Materialism এর গুণকীর্তন করেছেন। দেখা যাক, সমস্ত গ্রন্থের পরিণাম পাঠককে কোথায় নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

সন্ধ্যা, বিজয় শ্রীবাস্তব, উজ্জ্বল চক্রবর্তী স্নেহাভাজনদের সঙ্গে। সারাদিন কাজের পর ভালই কাটল। ফেরার সময় বৃষ্টি, ভিজে গেলাম।

২২ জুলাই '৮০

আসগার আলী ইঞ্জিনিয়ার মুক্ত মানব। যারা ইসলামের অন্ধ স্তাবকতা করেন, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন যে, ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে সঙ্গতি না রাখতে পারলে, সব ধর্মীয় আদর্শ গোল্লায় যায়। ইসলাম তার ব্যতিক্রম নয়। বেশ সাহসের সঙ্গেই এই গ্রন্থকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। অবিশ্যি Rodinson প্রমুখ বিদেশী লেখকদের কাছে ঋণ-স্বীকারে তার কোন কার্পণ্য নেই। এই জাতীয় বই ভারতে বোধ হয় প্রথম। সেদিক থেকে লেখকের জন্যে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। ভারত ত স্যেকুলার রাষ্ট্র। পাকিস্তান বা বাঙলাদেশে কী এমন বই কেউ সহ্য করবে? সন্দেহ রয়ে গেল।

২৩ জুলাই '৮০

বঙ্গবন্ধুর উপর একটি ক্ষুদ্র স্মরণিকা লিখলাম। আবার সেই কাল ১৫ আগষ্ট আসছে। এখানে কোন পত্রিকায় দেব, ভাবছি।

সন্ধ্যা লেক রোড। বিশ্বরঞ্জন সেনের সঙ্গে।

২৪ জুলাই '৮০

বিনয় ঘোষ গত ভোরে পরলোকে গমন করেছেন। গত পাঁচ বছরে, দু-বার ওঁর বাড়ী গিয়েছিলাম পুরাতন দিনের সুবাদ ঝালায়ে। শরীর গত বছরও খারাপ দেখে আসি। তা নিয়ে কাজের কামাই নেই। চারের দশকের কলকাতার দিনগুলো আবার ঝলক দিয়ে গেল। কম্যুনিষ্ট পার্টির 'জোসী' যুগ। মুসলিম লীগের সঙ্গে বুক মেলাও। লীগের এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইসলামীয়া কলেজের হলে (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ)। বিনয় বাবু কোরাসে গান গাইলেন, "হিন্দু তুঝ্‌কো আজাদ করেঙ্গে আজাদ।" এমন আরো স্মৃতিসঙ্গ একে একে ধেয়ে এলো। গত বছর ওঁকে নিজের লেখা একটা বই উপহার দিতে গিয়ে লিখে ফেলি নিজের যথারীতি কায়দায়–

অধস্তন হস্তে সঁপে দিতে
ঐতিহ্যের খোঁট স্নিগ্ধ রঙ্গ
পাতাল-বিহারী মজুর স্বয়ং
চিরকাল অক্লান্ত অঙ্গ।

www.pathagar.com

সেই অঙ্গ আজ স্পন্দনহীন। ভাবতে কষ্ট লাগে।

২৫ জুলাই '৮০

উত্তমকুমার পরলোকে। সকালে উঠে সংবাদপত্রে এ কী দেখলাম? উত্তম অর্থাৎ অরুণ চট্টোপাধ্যায় 1943-44 Govto Commercial Institute (বর্তমানে গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স) এ আমার ছাত্র ছিল। কলেজের ফাংশনে তখনই ওর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যেত। আমাদের এক বৃদ্ধ অধ্যাপক (বহু আগে লোকান্তরিত) হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে বলতেন, "অরুণ, তুমি এখানে কেন? যাত্রার দলে যাও।" বৃদ্ধের বাণী বিফলে যায়নি। এবার নির্বাসনে এসে অরুণের সঙ্গে একদিন দেখা সাক্ষাতের কথা কয়েকবার ভেবেছি। আর তার প্রয়োজন হবে না। ঠিক এম্নি গড়িমসিতে ১৯৬৫ সনে আমি T.S. Eliot এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হারাই। আমার ডেরায় এক শ' গজের ভেতর তিনি থাকতেন। এত কাছে। অথচ সব নেপথ্যে রয়ে গেল। উত্তমকুমারের বিয়োগ বেদনা সহজে যাবে না।

২৬ জুলাই '৮০

হঠাৎ সন্ধ্যায় আবু জাফর শামসুদ্দীনের দুই ছেলে এসে উপস্থিত। ছোটজন কয়েসকে পাঁচ বছর পূর্বে দেখে এসেছি। এখন ছ-ফুট দু-ইঞ্চি খাড়াই, মাথায় আধুনিক বাবরি চুল। পরভেজ চাচা চিনিয়ে না দিলে চিনতে পারতাম না। অল্প সময় হাতে। কাল আবার আসবে। বুলবনের চিঠি পেলাম। পত্র নয় স্পর্শ। গৃহাগত প্রাণ। অনেক অস্বোয়াস্তি নিয়ে ঘুমোতে গেলাম।

২৭ জুলাই '৮০

সকালে কালকের মত ওরা দুজনে এসে ঘণ্টা দুই ছিল। বাড়ীর সব খুঁটিনাটি খবর পেলাম ওরা চলে যেতে অস্বোয়াস্তি আবার ধেয়ে এলো। বিপ্লবীদের চিত্তপথের হদিস নিলে মনে হয়, ওদের সহ্যশক্তি কী অপরিসীম। আহা, তেমন মন পেলাম না কেন? মানসিক প্রতিবাদ ত সব নয়। তা সহ্য করার মত দেহ আমি অন্ততঃ পাইনি। আজকাল আবার আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।

সন্ধ্যা সুলতানা ও আমিরুল ইসলামের সঙ্গে (Raschid ভাই স্বর্গীয় Raschid এর খালাতো ভাই)

২৮ জুলাই '৮০

Antitoxin ইঞ্জেকশান নিতে হোলো। গোপাল হালদারকে লেখা এক চিঠি ফেলতে গিয়ে এই বিভ্রাট। আঙুল ছড়ে রক্তপাত। লেটার বকস্ ভেতরে ক্রমশই

www.pathagar.com

ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধারালো। পার্ক সার্কাস পোষ্টাপিসের মাষ্টারের কাছে অভিযোগ করতে তিনি বললেন "ও-বাক্স রাস্তার উপর। ওটা সার্কাস এভিন্যু পোষ্টাপিসের। আপনি সেখানে যান।" অত এনার্জি ছিল না। ক্লান্ত বাড়ী ফিরলাম।

গত তিনদিন একটি অনুশোচনা প্রায় আমাকে ঘিরে ধরে। অমন কৃতী ছাত্র উত্তমকুমার। পাঁচ বছর এদেশে থেকেও সাক্ষাতের জন্যে মনে হলেও তাগিদ নিলাম না। আজ বহুবার অনুশোচনা খোঁচার মত বিঁধতে লাগল।

ইরানের প্রাক্তন শাহ আজ মরে গেছে। তেহরান রেডিয়ো থেকে ঘোষিত ঃ The Greatest blood-sucker of the Century শতাব্দীর সব চেয়ে বড় রক্তপায়ী। তাতে কী কারো সন্দেহ আছে? গত দেড় বছর এই রক্তভুক প্রাণী নিজের জীবদ্দশায় নরক-ভোগ করেছে। এত দিনে তা থেকে অন্ততঃ রেহাই পেল। সবচেয়ে বড় Irony মার্কিন সরকার শাহর মৃত্যু ঘোষণা করেছে—এতটুকু প্রশংসার কথা নেই। স্বার্থের বন্ধুত্ব এমনই হয়।

২৯ জুলাই '৮০

আবার অসুস্থ। শিরে চক্কর, গায়ে বিষবিষানি। ডাক্তার আলি ইমামের কাছে ব্লাডপ্রেসার চেক করলাম। 'হাই'। হাঁটতে মন নারাজ। হাই তুলে রিকশা চেপে বাড়ী ফিরলাম। নানা অস্বোয়াস্তি মনে। সারাদিনই প্রায় উত্তমকুমারের সঙ্গে অসাক্ষাতের অনুশোচনা আজও আমাকে ঘিরে রইল। প্রথম মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্যথিত হয়েছিলাম। তার জের এইভাবে চলবে, জানতাম না। তুরহানের সঙ্গে ওর জওয়ান মুখ একাকার হয়ে গেল বারবার।

৩০ জুলাই '৮০

ক্ষিধে গায়েব, ঝিমঝিম শরীর। উত্তমের সঙ্গে অসাক্ষাতের দংশন আজও অব্যাহত। সন্ধ্যায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী সমীপে পার্ক ষ্ট্রীট। ওষুধ খেতে কিছু স্বোয়াস্তি পেলাম। কী বিভীষিকাময় দিন!

৩১ জুলাই '৮০

আজ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র পেলাম দিল্লী থেকে। জবাব দিলাম। না দেওয়ার মতই। সবই আত্মক্ষেদোক্তি। উত্তমের মৃত্যু এমনভাবে নাড়িয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। সকালে প্রতিমা ও নীলরতনদের কাছে গিয়েছিলাম শুধু আনমনা হতে। ফেরার পথে রমেনদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বিনয় ঘোষের মামা তিনি। প্রায় সমবয়সী, এক সঙ্গে মানুষ। আজ বিনয়ের শেষ অঙ্কের কাহিনী শুনলাম। আলাদা ৩৫০/- টাকায় বাড়ী ভাড়া করে (যেহেতু বাড়ীতে সবাই অতিপরিশ্রমবিরোধী) দুজন

www.pathagar.com

সহকর্মীসহ বিনয় কাজ করছিলেন উনিশ শতকের গবেষণায়। ভাঙা স্বাস্থ্যে জোর টিকবে কেন? বিনয়ের সঙ্গে বেশ কতোবার দেখা হয়েছে। উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে সেই সান্ত্বনার পথ রুদ্ধ। তাই এমনভাবে বার বার অনুতাপের ঝাপটা।

১ আগষ্ট '৮০

নামমাত্র সংবাদপত্র পাঠ। পরে উজ্জ্বল চক্রবর্তীদের সঙ্গে সকালটা খরচ করলাম। বিকেল সন্ধ্যা ইসপ্ল্যানেডে শ্যামল বসুর সঙ্গে। উত্তমকুমার প্রায় সকল মুহূর্ত ঘিরে রইল।

২ আগষ্ট '৮০

পশ্চিমবঙ্গের কীর্তিমান অন্যতম নট বিকাশ রায়ের সঙ্গে কাল Appointment ঠিক করেছিলাম। পুরাতন চেনাজানা লোকগুলোর সঙ্গে সাক্ষাতে আর গড়িমসি করব না। যোধপুর পার্কে ওঁর বাড়ীতে স্মৃতিচারণায় সকালের প্রথম দিক কাটল। বিকাশ রায় পলিতকেশ সত্যি প্রৌঢ় হয়ে গেছেন। পরে সোজা মির্জাপুর, অচ্যুতানন্দ সাহা সমীপে। বহুদিন দেখা নেই। সম্প্রতি উনি বাঙলাদেশ গিয়েছিলেন আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতে। আকর্ষণ সেদিক থেকেও। মির্জাপুরে মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে মাঝপথে 'যুগান্তরের' পরেশ সাহাকে ছুঁয়ে গেলাম কয়েক মিনিটের জন্যে। প্রকাশক অচ্যুতানন্দ জ্ঞানান্বেষী নন শুধু, সজ্জনও বটে। সান্নিধ্যে আত্মিক আরাম প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু দেরী বেশী করতে পারলাম না। পরিবহনের যে-দুর্দশা বাড়ী ফেরা এক সমস্যা। আশঙ্কা হাতে হাতে পাওয়া গেল। ট্রামে উঠলাম। লাইনছুট। আধ ঘণ্টা গেল মেরামতে Crane আসার পর। সারাপথে আবহে উত্তমকুমারের অভিনীত অনেক ছায়াচিত্রের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অস্বোয়াস্তি আর যায় না।

সন্ধ্যায় দূরদর্শনে উত্তমের একটা হাল্কা ছবি "ছদ্মবেশী" দেখলাম। সকালে বিকাশ রায় বলেছিলেন তিনিও ভূমিকায় আছেন। ছবি দেখলাম। কিন্তু প্রায়ই অনুতাপের হাওয়ায় উপভোগ বলতে কিছু রইল না।

৩ আগষ্ট '৮০

সকালে নাস্তার পর ঘরছাড়া। উত্তম আমাকে যেন আর স্থির হতে দেয় না। কয়েক বাড়ী ঢুঁ। প্রীতীশ দত্ত বাড়ী নেই। ব্রজেন ভট্টাচার্যের কাছে থেকে (এখন সে এক ঘণ্টা পূজা করে বাড়ীতে—এমনই ব্যাপার মনের স্থৈর্য হারিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর পর) বিদায় নিতে হোলো দশ পনর মিনিটে। বালিগঞ্জ থেকে ফিরে বিজয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দুপুর পর্য্যন্ত।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় দিব্য বসুর আমন্ত্রণ। ওঁর ডাকে গেলাম জামির লেনের বাসায়। অবসরে ছবি আঁকেন দিব্য বসু। শিল্পীমনের অধিকারী। কিন্তু জীবিকার তাগিদে অন্যত্র অস্থির। আনমনা উত্তমকুমারের কথা তবু এলো বহুবার। রাত দশটায় বাড়ী ফিরলাম।

৪ আগষ্ট '৮০

সকাল। আজও হাহাকার ধেয়ে এলো ঘুম ভাঙার সঙ্গে। '৪৬ সনের দাংগার পর অরুণকে আর দেখলাম না। এই অনুতাপ এত প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিল কেন? বাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন। সব আবেগের দল একত্রে মনের ভেতর ওলটপালট শুরু করেছে। তাই হয়ত এমন অবস্থা। কী করে এই Obbession কাটিয়ে উঠব? আজ তাই প্রশ্ন। গত তের দিনের মধ্যে যশস্বী শিল্পী গোপাল ঘোষ– (ওঁর প্রাকৃতিক দৃশ্য পূর্বে আমাকে কী অভিভূত না রাখত) এবং ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ মারা গেলেন। অথচ ওদের মৃত্যু আমাকে তেমন বিচলিত করল না। উত্তমই সর্বদা মোচড় দিতে লাগল। গত দিশ দিনে আর থামল না।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

৫ আগষ্ট '৮০

ইরানের শাহ মৃত্যুর পূর্বে বলেছে (Statesman, 4-8-80) "I am dying as a faithful muslim and with clear conscience." ঈমানদার মুসলমানের একটা নমুনা পাওয়া গেল। জুলুমবাজী, নরনারী হত্যা, শোষণ, SAVAK-যন্ত্রে অমানুষিক নিপীড়ন ঈমানদার মুসলমানটির বিবেক স্পর্শ করেনি, নচেৎ Clear থাকে কীভাবে?

উত্তমের সঙ্গে বিচ্ছেদ এমনভাবে অব্যাহত রইল কেন? এই প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত নেই। Librium ট্যাবলেটের ফল।

৬ আগষ্ট '৮০

উত্তমকুমারের একমাত্র সন্তান গৌতমকে আজ টেলিফোন করলাম। ওদের সঙ্গে সাক্ষাতে মনটা যদি শান্ত হয়। শোকের জের ও বাড়ীতেও চলছে। তাই আমাকে পাঁচ-ছ' দিন পরে টেলিফোন করতে বললে উত্তমের ছেলে। প্রায় দু'হপ্তা হতে যায়, আমি কেন শান্ত হতে পারছি নে, এই মন সমাজ-পরিবর্তনের কোন কাজে আসে না। আত্মবিব্রত জন কোন কাজেই বা লাগে?

৭ আগষ্ট '৮০

সকাল/সন্ধ্যায় বিজয় শ্রীবাস্তব ও উজ্জ্বল চক্রবর্তীদের সঙ্গে। আনমনা হওয়া একমাত্র উদ্দেশ্য। সংবাদপত্র আমি পড়ি। কিন্তু তা আমাকে স্পর্শ করে না। কী

www.pathagar.com

হলো মনের দশা? কাল নাগাল্যান্ড থেকে সঞ্জীব দত্ত ফিরে আসবে। তার সাহচর্যে হয়ত এই মানস রেশ কেটে যাবে।

৮ আগষ্ট '৮০

৮০ হ্যারিসেন রোড়। সঞ্জীব ফিরে এসেছে। সুতরাং নরক গুলজার। অনেকে আজ হাজির। শিপ্রা আদিত্য, বটুক চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রমাধব বসু। এই গুলতানের মধ্যে রাত্রি ন'টা। মন অনেক হাল্কা। ফেরার পথে আবার উত্তমের সঙ্গে অসাক্ষাতের অনুশোচনা। শুধু প্রশ্ন, কেন এমন হোলো?

৯ আগষ্ট '৮০

ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। আজ দুই স্পেশাল অফিসার সুনীল সেন শর্মা এবং কল্যাণ রায় এত সৌজন্য এবং আন্তরিকতা দেখালেন যে বিশেষ ঋণী হয়ে পড়লাম। উভয়ে আমার পরিচয় পেয়েছেন। বাঙলাদেশ সরকারের Criminal হলেও চুরিটুরির মত অপরাধ করিনি। দেশপ্রেমের অপরাধী। পাসপোর্ট কোথাও Displaced হয়ে গেছে। খুঁজে পাওয়া যাবে। হয়ত দু'চারদিন দেরী হবে। ওঁদের আন্তরিকতায় বড় অভিভূত হতে হোলো। কল্যাণ হোক ওঁদের।

১০ আগষ্ট '৮০

পনর দিন হয়ে গেল। নিষ্কর্মা। বেকার। গভীর চিন্তার বালাই নেই। উদ্দেশ্যহীন বুর্জোয়া অবসর ভোগই যেন জীবনের সার্থকতা। আত্মকরুণার ধিক্কারে ধিক্কৃত দিন। ভাস্কর রায়চৌধুরীর Librium ওষুধের গুণে ঘুম প্রচুর। আজ দিনে তিন ঘণ্টা আর রাত্রে সাত ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। কুড়েমির লক্ষণ সবই প্রকট। ওষুধের মেয়াদ আরো তিন দিন আছে। শেষ হলে বাঁচি। অবিশ্যি সকাল হলেই উত্তমকুমারের কথা মনে পড়ে। এত কাছে ময়রা ষ্ট্রীট, অবহেলায় গেল। অথচ কতো জনদের জন্যে দূর-দূর গিয়ে সাক্ষাৎ করে এসেছি।

১১ আগষ্ট '৮০

ঢাকায় জহুর হোসেন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে। Columnist হিসাবে সতর্কতার সঙ্গে দেশপ্রেমের প্রদীপ নিভুনিভু জাগিয়ে রেখেছে এই অনুজ স্বজন। সেও বাইরে থাকল না আর। আরো কয়েকজন এ্যারেষ্টেড। নাম জানতে পারলাম না।

১২ আগষ্ট '৮০

সঞ্জীবের সঙ্গে। বাঙলাদেশের জন্যে প্রতি বছর ২ হাজার কোটি টাকা বাইরে

www.pathagar.com

থেকে আনতে হয়। ঐ অর্থনীতির চৌহদ্দি তার মধ্যে বাঁধা। হঠাৎ কোন Adventurism করাও দায়। পরে পাউয়ার হাতে এলেও শান্ত দিন চালানো কষ্টকর হবে। এই সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে আন্দোলন যদি একদম bottom থেকে গড়ে উঠে এবং যারা অস্ত্রের জবাব অস্ত্রে দিবে। সে নেতৃত্ব কোথায় বাঙলাদেশে?

১৩ আগষ্ট '৮০

ঈদের দিন। দুপুরে সালেক সুলতানাদের সঙ্গে আহার। বেণু ধর মহাশয়ও অতিথি। সন্ধ্যায় বিজয় শ্রীবাস্তব, ওর এক সহকর্মী সুদীপ্ত সেন এর সঙ্গে মেট্রোয় মৃণাল সেনের "একদিন প্রতিদিন" দেখলাম। পারিবারিক Saga। তবে এই প্রথম মৃণাল সেনকে Undertone এ কথা বলতে শুনলাম। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিনতার জ্বালা পরিবেশন করেই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কোন সমাধানের প্রশ্ন তোলেননি সাধারণত তিনি যা করে থাকেন। আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত সেনের শিল্প সাধনায় নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলছে। দেখা যাক।

১৪ আগষ্ট '৮০

স্নেহাস্পদ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে পরিতোষ সেনের বাড়ী যেতে হয়েছিল। "উল্টোরথ" পত্রিকার নতুন ঢালাইয়ে পরিতোষ সেনকে ওদের দরকার। বিজিনেস শেষ হলে শিবশঙ্কর চলে গেল। আমরা দুজনে আলাপচারিতায় বেশ কিছুক্ষণ মগ্ন রইলাম Angry young man পরিতোষ সেন প্রৌঢ়কালে গোস্বায় ফেটে পড়েছেন বুড়ো রাজনীতিবিদদের উপর। সেই সিরিজ আঁকতে আরম্ভ করেছেন। দুটো কাজ দেখলাম, এখনও অসমাপ্ত। হঠাৎ সমাজজীবনের দিকে এই শিল্পীর মোড়ফেরা দেখে খুশী হলাম। শিল্পে তা কদ্দুর উৎরোয়, কৌতূহল রইল। সেন-বাড়ী থেকেই উত্তমের ছেলে গৌতমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম টেলিফোনে। শনিবারে ওদের বাড়ী যাব। উত্তমের প্রতিনিধিরাই অনেক প্রশান্তির উৎস হয়ে থাকবে এখন থেকে আমার কাছে।

১৫ আগষ্ট '৮০

এই সকাল। বিভীষিকাময় কাল-সকাল। তোমাকে স্মরণ করি, বন্ধু, বঙ্গবন্ধু। দুঃখিনী বাঙলাদেশ। জালেমদের দাপটে অস্তিত্বের প্রহারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, পড়ে থাকে প্রতিদিন। তোমার বজ্রকণ্ঠ কবে ফিরে আসবে? কবে? কবে দাঁড়াবে আবার বাঙলাদেশ জালেমদের মোকাবিলায়? আর একবার ফিরে এসো আমাদের মধ্যে। সালাম তোমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করো, যেখানেই আজ তোমার অবস্থান হোক।

www.pathagar.com

১৬ আগষ্ট '৮০

পাঁচ বছর এই শহরে। উত্তমকুমারের সঙ্গে অসাক্ষাতের দংশন-জের যেন কাটতে চায় না। মনের প্রশান্তি ফিরে পেতে ওদের গিরীশ মুখার্জি রোডের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। উত্তমের ছেলে এবং স্ত্রী, গৌরদেবীর সঙ্গে দেখা হোলো। গৌরীদেবী খুবই অসুস্থ। শয্যাশায়ী। পাশে দাঁড়িয়েই কথা বললাম কয়েক মিনিট। চিকিৎসকের উপদেশ যেন উত্তেজনার মুখোমুখি আর না হন রোগী। শোকের আবহাওয়া বাড়ী থেকে এতটুকু কমেনি। হেঁটে হাজরা রোডে এসে বালিগঞ্জের ট্রাম ধরলাম। পরে অন্য ট্রামে পার্ক সার্কাস। সন্ধ্যায় উত্তমকুমার অভিনীত শারদীয় "বিরাজ বৌ" দেখলাম টেলিভিশনে। ছবি দেখা নয়, উত্তমকেই দেখলাম খুঁটিনাটি। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম হোলো না।

বিকেলে গোপাল বিশ্বাস এসেছিল শ্রীরামপুর থেকে। অনেকক্ষণ নয় মাত্র ঘণ্টা খানেক ছিল। আনমনা হওয়ার ওই সুযোগটুকুর জন্যে ওকে ধন্যবাদ।

১৭ আগষ্ট '৮০

আরবী শেখা এবং অন্যান্য কাজ সিকেয় উঠছে। নিষ্ক্রিয় মন। অতীত বিচরণও দায়। মার কথা বার বার মনে পড়ল। নিঃসঙ্গতার দুঃখ তিনি কম পাননি। আজ পুত্রেরও সড়ক তেমনই। গৃহাগত প্রাণ। এই মানসিক আবহাওয়া বেশী দিন চললে অর্থব হয়ে যাবে। তেমন বাঁচার প্রতি আমার ভয় যদিও প্রচণ্ড।

১৮ আগষ্ট '৮০

জর্জ মরে গেল? রাজা জর্জ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাজা বৈকি। য়ুনিভার্সিটির কাল থেকে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয়। কালও ভেবেছি, জর্জের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসি। আর সুযোগ দিলে না। সন্ন্যাসীর মত জীবন-যাপন করে গেল মানব-প্রাণের এই সম্রাট। গুডবাই, জর্জ।

১৯ আগষ্ট '৮০

পার্ক সার্কাসে পার্ক। বর্ষার সবুজে গাছপালা ছয়লাব। সকাল সাড়ে আটটায় সেখানে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা। আসামী ঃ যুগান্তরের শ্রীপরেশ সাহা। বাঙলাদেশের এই পরম আত্মীয়ের সঙ্গে উত্তমকুমারের উপর আমার আলাপধারা নিয়ে প্রশ্নোত্তর। দেড় ঘণ্টা কেটে গেল পার্কের এক স্তম্ভ-ছায়ার আড়ালে। সকালে শরীর খারাপ ছিল। আবার শরীর ঝিমঝিম। সব উবে গেল আলাপের তোড়ে। পরেশ সাহা বিদায় নিলেন। আমি ধর-সদনে ধর্ণা দিলাম। ভূপেন বাবু অসুস্থ। ওঁকে দেখলাম। কল্যাণ ও সুখেন্দু ধর ছিলেন। বাবু এবং চন্দন কাকার সঙ্গেও দেখা হোলো। পরে

www.pathagar.com

গৃহপানে।

সন্ধ্যায় লোডশেডিং। রাত্রি দশটার মধ্যে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। কোন লেখাপড়া কী, ভূতের মত অন্ধকার বসে থাকাই দায় হয়েছিল।

২০ আগষ্ট '৮০

গৃহপানে ধাবিত মন। রণক্ষেত্রেই মোকাবিলা হোক দুশমনের সঙ্গে। যা হয় হোক। কলকাতায় মন টিকছে না। সারাদিন ধরে কনান ডয়েল পড়লাম, হাউন্ড অফ বাস্কারভিলস। আনমনা হতে পারিনে।

২১ আগষ্ট '৮০

শৈশবে বিচরণ। সীরিয়াস চিন্তা যেন মন থেকে বিদায় নিয়েছে। বিকেলে Picture Enterprise এর আপিসে। ওরা কয়েক বন্ধু মিলে আমার বই দিয়ে যাত্রা শুরু করতে চান প্রকাশনার। জুজুগগা, পঞ্চসঙ্গী, এলেমজী—তিন বই একসঙ্গে। ব্যবস্থা আজ পাকা হোলো। পুজোর পরই কাজ শুরু হবে। এখন সবাই ব্যস্ত। তাই দু'মাস দেরী করবেন। তথাস্তু। ট্রামে ফেরার সময় উত্তম-আক্ষেপে মন ছেয়ে রইল।

২২ আগষ্ট '৮০

১১ জুলাইয়ের Time পত্রিকায় আজ দেখলাম মাও সে তুঙের ছবি সরানো শুরু হয়েছে। একদা-দেবতা বর্তমানে দানব। অতএব, হটাও। সোচ্চার তেমন কেউ বলে না। তবে কাজে তারই প্রমাণ। এমন কী কর্তার রচনার পাঁচ খণ্ড বেরিয়েছিল, আর নাও বেরুতে পারে। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হুয়া ওয়েফেং পঞ্চম খণ্ডের সম্পাদক লিখেছিলেন–অবিশ্যি ভূমিকায় যে মাওয়ের রচনা "His thoughts and teaching will live forever." এখন তিনিই বলেন যে "Circumstance may invalidate his teaching." চৈনিক সাম্যবাদের সড়ক এখন ভীতির ব্যাপার

বিকেলে সঞ্জীবের খোঁজে গেলাম। পাওয়া গেল না ওকে। শেষে 'রেডিক্যাল বুক ক্লাব' এ বিমল মিত্রের আখড়ায় কিছু সময় কাটিয়ে বিদায় নিতে হোলো। লোডশেডিং চলছে। ভ্যাপসা গরমে আজ আড্ডাও জমল না। মার্কসবাদী সরকার সাড়ে তিন বছরেও এই ফ্যাসাদ দূর করতে পারল না। যদিও From china-নীতি এঁরা অনুসরণ করছেন। Negative ছাড়া Positive কোন কাজ এদের আছে বলে মনে হয় না।

২৩ আগষ্ট '৮০

ঈদের দিন থেকে দাংগা শুরু হয়েছে মুরাদাবাদে। তারপর মীরাট দিল্লী,

www.pathagar.com

আলীগড় এবং গত কয়েকদিন এলাহাবাদে। দেশবিভাগের প্রায়শ্চিত্ত চলছে গত তেত্রিশ বছর ধরে। আরো কতো দিন চলবে? এমন প্রশ্ন করে লাভ নেই। রাজনৈতিক পাপের রাজনৈতিক সমাধানেই শেষ হবে একদিন। জীবনের সায়াহ্নে এসে বিষাদ ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাইনে।

২৪ আগষ্ট '৮০

সকালে পরেশ সাহা সদনে। দরকার ছিল। পরে সঞ্জীব সমীপে। ভারতে এখন বারো কোটী মুসলমান। পাকিস্তান হয়েছিল দশ কোটীর জোরে। সঞ্জীবের ধারণা, ভারতের শিল্প-উন্নয়নের বাধা সৃষ্টি করতে বিদেশীরাই সেই পুরাতন খেলায় মেতেছে। আবার বারো কোটী-কে ব্যবহার করতে পারে। দারিদ্র্যের মধ্যে অমন Passion সৃষ্টি বিচিত্র কিছু নয়। তাছাড়া Monority consciousness একদম Abstract চেতনা তা আর বলা যায় না, দেশবিভাগের পরও।

সন্ধ্যায় সুলতানার বোনের বিয়েতে সার্কুলার রোডের এক বাড়ীতে গিয়েছিলাম। এখানে সালেক ভাই Nuclear physicist ডাঃ রেজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ডক্টর বেশ সমাজ সচেতন। আলাপে প্রীত হওয়া যায়। পরে শচীন ধরের সঙ্গে ঘরে ফেরা। বেণু ধরের অন্য নাম শচীন।

২৫ আগষ্ট '৮০

রিপোর্টার বললেন, "উত্তমকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটায় আপনি খুব দুঃখিত। কিন্তু Instantancous coffee র মত আপনি এক ধরনের কবিতা লেখেন। দেখা হলে উত্তমকে কী লিখে দিতেন? দু'তিন মিনিট পরে আমার জবাব–

"আমি উত্তম পুরুষ
যুগপৎ (অভিনয়ে) তৃতীয়।"
ব্যাকরণ ওলটপালট করে
এমনই যুগ যুগ, জীও, জীও।

বহুকাল পরে এমন অভিনেতার আবার হয়ত আবির্ভাব ঘটবে। এই অসাক্ষাতের আক্ষেপ আমি কোনদিন ভুলব না।

২৬ আগষ্ট '৮০

পাসপোর্ট আপিসে যাওয়া এগারোটায়। আজও খুঁজে পাওয়া গেল না। দু' ঘণ্টা অপচয়। ফেরার সময় আরো দুর্গতি, জোর বৃষ্টি নামল। একটা ট্যাক্সি ধরতে হোলো। তার জানালার কাচ নেই। তবু গায়ে বৃষ্টি পড়ছিল না। আমি মাঝখানে। বেলা দুটো বাজে। ক্ষিধে প্রচণ্ড। আবার কী Ulcer ধরবে? তা ভেবেই অর্থ অপচয় অর্থাৎ ট্যাক্সি

www.pathagar.com

গ্রহণ। কিন্তু [illegible]ন স্ট্রীটে "ট্রাফিক জামে" পড়ে গেল পনর মিনিট। বাড়ী ফিরে দুটোর পরে খেলাম। এই বয়সে অনিয়ম না করেও উপায় নেই। জীবনে কতো কাজ করার ইচ্ছে। তার শতকরা ৮০/৯০ এইভাবে গেল। হিসেব ভুল করিনি। বাল্মীকী হতে বল্মীকের নীচে আশ্রয় আর নেওয়া গেল না। দেশে ফেরা যাক। সেই অধ্যায়ে দেখি কী ঘটে?

২৭ আগষ্ট '৮০

ক্লান্তি চেপে বসেছে। মনের উপর। আর কিছুতেই যায় না। বিকেলে প্রশাসক কিছু টাকা দেবে বলেছিল। কলেজ স্ট্রীট। অনন্য প্রকাশনে কিছুক্ষণ। টাকা পাওয়া গেল না। ক্লান্তি—শারীরিক ক্লান্তির কিছু যোগ ঘটল। নিকটে সঞ্জীব থাকে। সেখানে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত। সঞ্জীব সর্বদা সঞ্জীবনী আলাপ-আলোচনায়। রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, সিনেমা—সব বিষয়ে ওর নিজস্ব ধারার বিশ্লেষণ শোনা আর তা নিয়ে কলহ দুই করা যায়। সময় স্বচ্ছন্দে কাটল। রণধীর ভট্টাচার্য্য চা তৈরী করে আসর তাতিয়ে রাখলেন।

২৮ আগষ্ট '৮০

দেশে না ফিরলে যেন আমার কোন রচনাই আর এগোবে না। কাজবিমুখ সকাল থেকেই। স্নেহাস্পদ বিজয় শ্রীবাস্তবের কাছে গেলাম। সেখানে উজ্জ্বল চক্রবর্তীকে পাওয়া গেল। তার মুখে মৃণাল সেনের নতুন ফ্ল্যাটের বর্ণনা শুনলাম। আর্ট ডেকরেটর বাড়ী সাজাতেই বহু টাকা নিয়েছে। সব রঙ-মেলানো আবহাওয়া। দেওয়াল, আসবাব, কার্পেট। গোটা দেওয়াল জুড়ে মৃণাল সেনের এক ছবি। অত বড় কাগজে ছাপা ইত্যাদিতে অন্ততঃ আট হাজার গেছে। অন্য দেওয়ালে হো চি [illegible]নের একটি ছবি। তা মৃণাল সেনের ছবির কুড়ি ভাগের এক ভাগ। সম্প্রতি ওঁর "একদিন প্রতিদিন" দেখে মনে হোলো সুর নামিয়েছেন চিত্র পরিচালক। ফ্ল্যাটের বর্ণনা শুনে মনে হোলো, উনি নিজেও Flat হয়ে যাচ্ছেন না তো? বিদেশে ওঁর ছবির প্রিন্ট বিক্রী হয় প্রচুর, এদেশে তেমন না চললেও। দারিদ্র্য ঘুচে গেছে। কিন্তু মুছে যাওয়ার পর তার মোড় কোনদিকে? নীরক্ত মার্কসবাদী আন্দোলন। তার হাওয়া পরিচালকের গায়ে-লাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একদিন ওই ফ্ল্যাট দেখার বাসনা রইল। কারেন্সি Inflation এর মত Ego inflationও হয়। নচেৎ হো চি মিনের পাশে কেউ অমন কাণ্ড করে। কর্ণচক্ষুর বিবাদভঞ্জন তাড়াতাড়ি করা দরকার।

২৯ আগষ্ট '৮০

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, বাড়ী ফিরে গেছি। গোটা পরিবার-বেষ্টিত। বড় ছেলে

www.pathagar.com

বললে, "আমের ওখানে কতো দাম?" আমার জবাবে সে বললে "বিনিময়-রেটে একই পড়ে গেল। কেন খামখা বোঝা বয়েছেন।" আরো ছায়া-ছবি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বিষাদক্লান্ত মন। আবার ঘুম ধরতে বেশ সময় লাগল। সকালে তার জের। কোন কাজে মন বসলো না। বিজয় শ্রীবাস্তবের কাছে গিয়ে ষ্টেট্‌সম্যান পড়লাম। ও আপিস চলে গেলে আমি বাড়ীর পথে। আজ বিকেলে ভিসা আপিসে যেতে হবে পুরাতন পাশপোর্টের খোঁজে। বারোটার পূর্বে খেয়ে ঘুমিয়ে নেব। আর আদিখ্যেতা করে কী লাভ, "জীবনে কাজ করতে পেলাম না।"

রোদ্দুর ঠেলে ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। ভিসা আপিস। পাশপোর্টের হদিস নেই। শ্রী কল্যাণ রায় আর এক হপ্তা সময় নিলেন। না পেলে অন্য ব্যবস্থা। হতাশায় ক্লান্ত বাড়ী ফিরে এলাম। সন্ধ্যা ঃ সালেকের সঙ্গে। লোডশেডিং চলছে। এই এক যন্ত্রণা। রাত্রি সাড়ে নটার পর "জ্যোতি" ফিরে এলো। কী বন্ধ্যা দিন না গেল।

৩০ আগষ্ট '৮০

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এক স্বীকারোক্তি বেরিয়েছে "আনন্দবাজারে" Post editional হিসেবে। তিনি লিখেছেন যে, সাম্যবাদ থেকে সরে দাঁড়াননি, বর্তমানে পার্টির অর্ন্তদ্বন্দ্বে তিনি মর্মাহত এবং সেই জন্যে নীরব হয়ে থাকবেন। তবে আনন্দবাজার এ এমন সরবতা কেন? দক্ষিণপন্থী কাগজ প্রতিপক্ষের স্ববিরোধ দেখাতে পারলে ত আহলাদে আটখানা হয়। সুভাষ বাবু তা জানেন। তবু এ কাগজের দ্বারস্থ হলেন কেন? দক্ষিণা ওরা দেয় সব লেখার জন্যে। সুভাষ বাবু কী তা গ্রহণ করবেন না? বিবৃতি দিয়ে গায়ের ঝাল মেটাতে পারতেন। তাও আনন্দবাজার সানন্দে ছাপাত। কবি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। এখানে লোকমুখে শোনা 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনার সময় তিনি সত্যজিৎ রায়কে যথেচ্ছা দোহন করতেন। হিসেবে-অর্থের হিসেব-সত্যজিৎ বাবুর মেজাজে সয় না। দু'বছর বাদ শেষে তার মত লোককেও কবির নৈতিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে হয়েছিল। সুভাষ বাবু তখন সরে যান 'সন্দেশ' থেকে। কারণ, তেতো হয়ে গিয়েছিল মিষ্টান্ন। উপার্জনের তেমন সুরাহা না থাকার ফলে কবি যদি ঐসব কাণ্ড করে থাকেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মধ্যবিত্তের চালচুলো বাঁচিয়ে তবে ত সাম্যবাদ। ফলে গোটা ভারতের আন্দোলনের পেছনে জোর নেই তেমন। এমন দুর্দিনে সুভাষ বাবুর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তির প্রয়োজন কী ছিল? সরে দাঁড়িয়েছেন। সেখান থেকেই তিনি পরে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করতে পারতেন কিছু কাল চুপ থেকে। 'পদাতিক' এর কবির লেখনী যে নীরক্ত হয়ে গেছে বিশ বছর পূর্বে তা তিনি জানেন কিনা জানি নে। পুরাতন Investment এর Divident খাচ্ছেন তাও কবির বোধগম্যের বাইরে চলে গেছে। দুঃখের ব্যাপার বৈকি।

www.pathagar.com

সন্ধ্যা ডক্টর আলী ইমামের নিকট রক্তচাপ পরীক্ষা। পরে ডাঃ অশোক বাগচীর সঙ্গে। নোবেল প্রাইজ বিজয়ীদের এক বিশ্বকোষ তৈরী করছেন তিনি। ডক্টর বহুমুখী প্রতিভার মালিক। চিকিৎসকের নতুন পরিকল্পনা অনেকখানি এগিয়েছে। তিনজন সহকারী নিয়ে পেশার ফাঁকে ফাঁকে এই অভিযান। বিদেশ থেকে বহু ফটো আনিয়েছেন। এক গাদা সাহিত্যিক, সাহিত্যিকার ছবি দেখলাম। পরে T.V. তে উত্তমকুমারের ছবি "সাড়ে চুয়াত্তর" (কাহিনী বিজন ভট্টাচার্য পরিচালনাঃ নির্মল দে) দেখলাম। নির্মল হাসির ছবি। পরিচালক সুদক্ষ। জয়নুলের এক বন্ধু ছিল আর্ট স্কুলে, নির্মল দে। ডাঃ বাগচী বললেন, পরিচালক পরপারে। তবু খোঁজ নেব। নির্মল দে-কে আমিও চিনতাম। শিল্পী ভাল কেরিকেচার দেখাতেন। হাসির ছবি দেখে আমার সন্দেহ আরো বাড়ল।

৩১ আগষ্ট '৮০

বন্ধ্যা দিন। সংবাদপত্র পাঠেও অমনোযোগ। বিকেল বসুধা চক্রবর্তী সমীপে। ওঁর কাছে পত্রেই যোগাযোগ রক্ষা করি পরিবহন সমস্যার জন্যে। দু'ঘণ্টা কেটে গেল এঁদের সঙ্গে। ফনীদা এই বয়সেও এমন সচলমস্তিষ্ক। স্মৃতিচারণায় যদিও আমি ওঁকে সহজে যেতে দিই না। ডিকাডেন্স কীভাবে গোটা জাতিকে পেয়ে বসছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তার খতিয়ান দিলেন আজ। ফেরার পথে আরতি গাংগুলির সঙ্গে দেখা করে এলাম। ওর ৮৭ বছরের শ্বশুরকে দেখলাম। এখনও ঋজু দেহ, তবে নরম। বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। বারো বছর বয়সে এই শহরে। আর ফিরে যাননি।

১ সেপ্টেম্বর '৮০

লেখাপড়া যতো কম করা যায়, এই সাধনা। সকালে ঘুমালাম। দুপুরের রুটিন ঘুম। তবু পারা গেল না। চুপচাপ বসে থাকা দায়। কিছু পড়তেই হোলো।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। ফেরার পথে নানা চিন্তা ছেঁকে ধরল।

২ সেপ্টেম্বর '৮০

উত্তর প্রদেশ জুড়ে দাংগার বহর চলছে। গত তিরিশ বছর ধরে ভারতবর্ষ যদিও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত, কিন্তু তা শক্ত বনিয়াদের উপর খাড়া করার জন্যে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। Abstract উদারতার যা দশা ঘটে তাই ঘটেছে। সাংস্কৃতিক জগতে এক বামপন্থী দল নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়ে কিছু করে। নচেৎ সরকারী পর্য্যায়ে তেমন বলিষ্ঠ কোন উদ্যোগ নেই। রাজনীতির টানাপোড়েন (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) সাম্প্রদায়িকতার দানব এসে হাজির হয়। এখানে তথাকথিত বামফ্রন্ট সরকারও একই পথের পথিক। বাক্যে বীর,

www.pathagar.com

উদ্যোগে স্থির।

৩ সেপ্টেম্বর '৮০

গৃহাগত প্রাণ। কোন স্বস্তি নেই। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত মন।

৪ সেপ্টেম্বর '৮০

কলেজ ষ্ট্রীটে বিকেল। এই প্রকাশক যথারীতি হতাশ করলে। প্রতিশ্রুতি ভাঙতে এদের ছুতার অভাব হয় না। অচ্যুত সাহা একমাত্র ব্যতিক্রম।

পরে সঞ্জীব সদনে। প্রচুর সঞ্জীবনী মেলে ওর সঙ্গে আলোচনায়। আমিও ওর সঙ্গে একমতঃ এত দিনে Social revolution এর দাবীর সঙ্গে কোন Literary Revoluution হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তা হয়নি। রাজনৈতিক স্রোত নতুন চেতনার আশ্রয় পায় না আরো দ্রুতগামী হওয়ার জন্যে। ফলে, সামাজিক আন্দোলনও থিতিয়ে রয়েছে অথবা শ্লথগতি। বাড়ী ফিরলাম রাত সাড়ে ন'টায়।

৫ সেপ্টেম্বর '৮০

বন্ধ্যা দিন। সন্ধ্যা সালেক-সুলতানার সঙ্গে।

৬ সেপ্টেম্বর '৮০

শুভাকাঙ্ক্ষী বই পাঠিয়েছেন লন্ডন থেকে। তাই বিশ্বরঞ্জন সেনের বাড়ী লেক এলাকায়। তিন খানা বই। নেরুদার স্মৃতিকথা এবং ইরানের উপর ফ্রেড হ্যালিডের বইখানা মূল্যবান। শেষ বইটার Review পড়ে আকৃষ্ট হই। সেন মশাই কর্মব্যস্ত। নিকটে যশস্বী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। ঢুঁ মারতে আর দেরী করলাম না। 'এক্ষণ' পত্রিকার সম্পাদক, অতি-পরিশীলিত-চিত্ত সুদর্শন এই নটের সঙ্গে আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল। আসরে তৃতীয় ব্যক্তি নির্মাল্য ঘোষ, একদা IPTA (Indian people theater Association) এর সেক্রেটারী ছিলেন। সদালাপী জন। সময় তরতর চলে গেল। দুপুর বারোটার পর গৃহাভিমুখী। বিকেলে "ইরান" পাঠ শুরু। রাত্রি সাড়ে ন'টায় আবার দেখলাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পর্দার উপর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজনে "পথের পাঁচালি'র পঁচিশ বছর নিয়ে ফিল্মোৎসব। সত্যজিৎ রায়ের "দেবী" দেখানো হোলো। ধর্মান্ধতার দেশে এই ছবি এক প্রতিষেধ বিশেষ। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখানোর জন্যে চেষ্টা যদি সরকার গ্রহণ করত, খুব মঙ্গল হোতো। কিন্তু এই এ্যানেমিক আমলামনা মার্কসবাদীদের কাছে থেকে তা আশা করা বাতুলতা। ব্যক্তিত্বহীন নয়—তবে

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে অসহায় এক চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় বড় উপাদেয়। স্বর্গীয় ছবি বিশ্বাসকে দেখে পুরাতন কলকাতার বহু স্মৃতি ঘা দিয়ে গেল যদিও বসেছিলাম সিনেমায়। বাড়ী ফিরলাম রাত্রি সাড়ে এগারোটা।

৭ সেপ্টেম্বর '৮০

সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে কলেজ স্ট্রীট। বেচারার কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম। উপন্যাসের রিভিশন করছিল। বেকেটের ধারায় প্রায় অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটতে সঞ্জীবের এই প্রচেষ্টা। পাণ্ডুলিপি টাইপ হলে পড়ে দেখার বাসনা। ওর ইংরেজী কবিতার বইখানা আমাদের খুব অনুরোধ—প্রায় চাপে ছাপা। ও সন্তুষ্ট নয়। Perfectionist-দের রোগ বা সাধনা ওকে পেয়ে বসেছে। দেখা যাক কী হয়েছে নতুন কাজখানা।

নানা আলোচনা। শেষে বাড়ী। রাত্রি দশটা।

৮ সেপ্টেম্বর '৮০

সকালে প্রীতিশ দত্তের বাড়ী। ফজলুল হকের উদ্ধারকৃত লেখাগুলো সব জেরোক্স করার কথা। তা হয়নি। হতাশ ফিরে এলাম। সারাদিন ইরানের উপর ফ্রেড হ্যালিডে কৃত "Dictatorship and development" পড়ে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যায় লোডশেডিং। কোন কাজ করা গেল না।

৯ সেপ্টেম্বর '৮০

মাও সে তুঙের মৃত্যুদিবসে এবার পিকিঙে কোন সভা-সমিতি বা কিছুই হয়নি। একদা দেবতাকে এখন কবর দিচ্ছে বর্তমান চীনের শাসকেরা। দেবতা এখন দানব। চীনে মার্কসবাদ বহু পূর্বেই বিকৃত স্রাব। তারই পরিণাম ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবু বাঙলাদেশ ও ভারতে মাওবাদীদের বিবেচনায় 'সব ঠিক হ্যায়' রব। গুরুবাদে একবার ঢুকলে আর তা থেকে বেরোনো কঠিন।

১০ সেপ্টেম্বর '৮০

উত্তর প্রদেশের ব্যাপক দাংগা প্রায় লেগে আছে। পাকিস্তান আন্দোলনকালে পূর্ববঙ্গে হিন্দু জমিদার ও সরকারী অফিসারদের দিকে আঙুল লেলিয়ে মুসলিম লীগ নেতারা কার্য উদ্ধার করেছিল। অথচ তখন উত্তর প্রদেশে মুসলমান জমিদারের সংখ্যা বেশী। সামাজিক নেতৃত্বে ছিল মুসলমানদের হাতে। বর্তমানে সেই লীগী কায়দা এদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা অনুসরণ করছে। ইতিহাসে প্রতিশোধ এমন ভাবেও বসে। মৌলানা আজাদের সতর্কবাণী সেদিন উত্তর প্রদেশ ও বিহারের

www.pathagar.com

মুসলমানদের কানে ঢোকেনি। পাকিস্তান এখন গোরস্তান রূপে উদিত।

১১ সেপ্টেম্বর '৮০

উপন্যাস রচনা বন্ধ। কতো মাস? হিসাব নিই না। হতাশা, ক্লান্তির মুখোমুখি হয়ে কী লাভ?

১২ সেপ্টেম্বর '৮০

উত্তমকুমারের সঙ্গে দেখা করলাম না কেন? কেন এমন হোলো? এই পরিস্থিতির কোন বিশ্লেষণ দিতে অক্ষম মন, অনেকক্ষণ আত্মধিক্কারের পথ পরিষ্কার করতে লাগল। যন্ত্রণার কতো রকম না মুখ।

১৩ সেপ্টেম্বর '৮০

ভিসা আপিস দু'টার সময়। দুই অফিসার কল্যাণ রায়, সুনীল সেন শর্মার সঙ্গে পাশপোর্টের ফাইলস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে। কোথায় যে আমার পাশপোর্ট Misplaced। আজও কোন সুরাহা হলো না।

সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে। ওঁর বিশ্বচর মন সত্যি নানা চিন্তার আকর। অনেক কথা লিখে রাখার মত। ওর একজন Eckerman থাকা উচিত ছিল। সেন্ট অগাষ্টিনের "The city of God"ওকে আজ উপহার দিয়ে এলাম।

সকালে উত্তমের স্ত্রী গৌরী দেবীর সঙ্গে টেলিফোনে কুশল-জিজ্ঞাসা। গৌতম বাড়ী ছিল না।

১৪ সেপ্টেম্বর '৮০

মোজাম্মেলকে (স্কটল্যান্ডে) পত্র লিখলাম। স্বর্গীয় ফজলুল হকের গল্প চারটে উদ্ধারের পর জেরোক্স করা হোলো। অধ্যাপক প্রীতিশ দত্ত এখন সহযোগী না হলে পক্কা শরীরের উপর আরো ধাক্কা লাগত।

অস্থির মন। রণেশ দাশগুপ্তর সঙ্গে এক ঘণ্টা দুপুরে। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। এই অবসরভোগী, আত্মধিকৃত আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে বুঝাপড়া শুরু করতে পারছি নে কেন? Dottage শুরু হলো নাকি?

১৫ সেপ্টেম্বর '৮০

সমরেশ বসু এখন আমার প্রতিবেশী। পারভেজ শাহেদী উর্দু রেঞ্জে (কবির নামে সার্কাস রেঞ্জের নতুন নাম) থাকে। দেখা সাক্ষাৎ অবিশ্যি কম। শুনলাম অসুস্থ। দেখতে গেলাম। এখন ভাল আছে। তবে বিধিনিষেধ অনেক। মদ্য পান নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

আমি বললাম, "ডাক্তার আপনার লেখা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করেছে।" ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ বিশ্রাম্ভালাপ। পরে মাসুদ সমীপে, সে বাড়ী নেই। ওদের ওখানে কিছুক্ষণ বসে বই পড়া ও পরে পলায়ন। বই পড়ে পড়ে যদ্দিন যায়। আর লেখা যেন আসবে না। বক্র মন সোজা কবে যে হবে। অথচ ভেতরে তাগিদ যথেষ্ট।

১৬ সেপ্টেম্বর '৮০

সাবেক এক বন্ধু এসেছে ঢাকা থেকে। বহুদিন Information বিভাগে চাকরী করেছে, কিন্তু Coherent কোন Report দিতে অক্ষম। ফলে, রাজনৈতিক অবস্থার কোন বয়ান পেলাম না। দূরে থেকে খবর ছাড়া দেশের গতিবিধি বুঝা দায়। আগত লোকগুলো প্রায়ই কোন তথ্য আনতে পারে না। স্বোয়াস্তি চলে যায়।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে।

১৭ সেপ্টেম্বর '৮০

অনেক দিন পর আবার SHIRER এর "The rise and fall of the third Reich" পড়া শুরু করেছি। পুরাতন দিনের স্মৃতি পুরাতন ইতিহাসের পদধ্বনি বয়ে আনে। তাই বড় সুপাদেয় লাগছে বই খানা। গোড়া থেকে না পড়ে আমি ভেতরের অধ্যায়ে ঢুকেছি। এক জায়গায় মিরাবোর প্রাশীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে মন্তব্য পেলাম ঃ It is not a state with army but an army with state, বর্তমান বাঙলাদেশ সম্পর্কে তাই প্রযোজ্য।

১৮ সেপ্টেম্বর '৮০

১৯৩২-৩৩ এর সংগ্রামমুখর দিন। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট, মার্কুইস ষ্ট্রীট, কীড ষ্ট্রীট এলাকার রাস্তা নখদর্পণে। জীবনের এই প্রান্তে আবার সেই পাড়ায় প্রায় আসতে হয় পাশপোর্ট উদ্ধারে। গত দু'মাস কতবার না এলাম। হঠাৎ হঠাৎ কতো মুখ ঘটনা মনে পড়ে যায়। মুনসী পাড়ার নিয়ামত চাচা গৌর চেহরা, দীর্ঘাঙ্গ কাঠামো। সেই সব দিনে বড় স্নেহ দেখিয়েছিলেন। বড় বোন সুফিয়ার মৃত্যুসংবাদ তিনি গ্রাম থেকে এনেছিলেন। শোকাহত কিশোর-হৃদয়ে চাচাই ছিলেন বেদনাহর ওষধি।.... এমন নানা স্মৃতিজাল।.... স্পেশাল অফিসার কল্যাণ রায়, সুনীল সেনশর্মা উভয়ে আন্ত রিকভাবে স্তূপ ঘাঁটছেন। পাঁচ বছর আগে জমা দেওয়া দলীল। Misplaced। আজও সুনীল বাবুর টেবিলের পাশে বসে দেখলাম, কতো রকমের না দুর্ভোগ। বরিশাল গ্রামের কৃষক পরিবারের মেয়ে পাশপোর্ট জমা দিয়েছিল ভিসা বাড়াতে। পাচ্ছে না। সুনীল বাবু নাচার। জাল-ভিসা নিয়ে মেয়েটি এদেশে আসে। দালালের পাল্লায় পড়েছিল। নিরক্ষর মেয়ে ত জানে না। সে টিপসই দিতে জানে মাত্র। কেস

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। অফিসারের হাতের বাইরে ব্যাপার। মেয়েটা বললে, "দু মাস হয়ে গেল এবার রেল লাইনে মাথা দেওয়া ছাড়া পথ নেই।" আরো মর্মন্তুদ কাহিনী শুনলাম, সুনীল বাবুর কাছে। অভিশপ্ত বঙ্গভূমির নরক-যন্ত্রণা যেন আর শেষ হবে না।

জ্যোতি দাশগুপ্ত বুলগেরিয়া যাবেন "শান্তি কংগ্রেসে" যোগদানে। কালই। দেখা করতে গেলাম। বিভা দেবীও এসেছেন রানাঘাট থেকে। ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। ফেরার পথে চাষী মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমার তুরহানের মুখ বার বার হানা দিয়ে গেল। বিষণ্ন রাত্রির প্রহর।

১৯ সেপ্টেম্বর '৮০

তরুণ প্রকাশক। অথচ কথা খেলাপ করতে ওর এতটুকু বাধে না। আজ গিয়ে দেখলাম আড়তে নেই। কফি হাউসে এক কাপ কফি খেতে গেলাম। স্নেহাস্পদ শিল্পী শিবশঙ্কর বসে আছে। ওরাই আতিথেয়তার ভার নিলে। পরে সঞ্জীব সমীপে। ওরা বেরুচ্ছে দুহিতা কাজলের থিয়েটার দেখতে। হতাশ বাড়ী ফিরলাম। লোডশেডিং চলছে। সৃষ্টির কাজে নেই, সুতরাং অপদৃষ্টি নিয়ে থাকা। বয়স বাড়ছে, আর আমি সময়ের মূল্য দিতে অক্ষম। এমনই পরিবেশ?

২০ সেপ্টেম্বর '৮০

আবার ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট। পাশপোর্ট খোয়া গেছে। এরা উদ্ধার করতে পারলে না। ফলে, অন্য পন্থা। ট্রামে জায়গা পাওয়া দায়। শনিবার। তাই বেলা চারটে পর্য্যন্ত ভিসা অফিসে বসে-বসে "An eye to India" বইখানা (David selbourne লিখিত) বসে বসে পড়লাম। পরে মাদ্রাস গোলপুকুর হেঁটে এসে ট্রাম-প্রাপ্তি। ডিপো থেকে মাসুদ সমীপে। এমন বন্ধ্যা দিনে আড্ডাও জমল না। কাজ না করলে বিশ্রাম বিষ আমার কাছে।

২১ সেপ্টেম্বর '৮০

আজ পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেল বাড়ীছাড়া। পেছনে তাকাই। লাভ লোকসানের হিসেব করে কী লাভ? সন্ধ্যায় হাঁটলাম অনেক ক্ষণ। মানসিক ক্লান্তি তেমন ছিল না। পাঁচ বছর! স্বপ্নের মত দিনগুলো চলে গেল।

২২ সেপ্টেম্বর '৮০

শেষে কী Defeatism এর শিকার হব? চোখের পাতা ফুলেছে। স্নেহাস্পদ চিকিৎসক ডাঃ দিলীপ গুহর কাছে গেলাম। দেখে ঔষধ দিলে। ওষুধও তার ষ্টক থেকে। আর কতো আন্তরিকতার ঋণ বাড়বে? খারাপ চোখ। পড়ার কামাই নেই।

www.pathagar.com

দেখানোই সব সান্ত্বনা।

২৩ সেপ্টেম্বর '৮০

"Sunday" পত্রিকায় বাঙলাদেশের উপর এক ডিসপাচ বেরিয়েছে। মিলিটারী খাতে গত পাঁচ বছরে কতো না ব্যয় বেড়েছে শাসকদের কল্যাণে। সিপাইদের সন্তুষ্টি যথাযথ রাখতে এই পথ ছাড়া উপায়ও নেই। রসিক রিপোর্টার হেডিং দিয়েছে Zia's Insurance। এই বীমা-নীতি ছাড়া সে টিকবে কী দিয়ে? সকলেই বাঁচার ফন্দী আগে দেখে। মুদ্রাস্ফীতি এ-বছর শতকরা ষোল। মধ্যবিত্তরা ক্রমশঃ চেপ্টে যাবে। দরিদ্রের কথা শাসকদের ভাবা লাগে না।

২৪ সেপ্টেম্বর '৮০

ইরাক-ইরানে যুদ্ধ লেগেছে। ইরাক তিন বছর থেকে সমাজতান্ত্রিক শিবির ছেড়ে পশ্চিমা গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে প্রবলভাবে। দেশটি তেলের টাকায় স্ফীত। এই যুদ্ধ মার্কিন ষড়যন্ত্রের ফল তা চোখ বুজে দেখতে পাওয়া যায়। ইরানের শাহের পতনের পর হয়ত নতুন Client ইরাকের সাদ্দাম হোসেন।

২৫ সেপ্টেম্বর '৮০

ভিসা আপিস। পাশপোর্ট উদ্ধারে। হতাশ। ওরা আরো একদিন সময় নিলে। এই রাস্তায় কতো বছর আগে-১৯৩২-৩৩-কতো না হেঁটেছি, যেহেতু ঠিকানা। আজ স্মৃতির চাপে নাজেহাল। ধর্মতলা পর্য্যন্ত হেঁটে বাস ধরলাম। কলেজ স্ট্রীট, সঞ্জীব দত্ত গন্তব্য। সে তার ইংরেজী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পালিশ করছিল। সঞ্জীব অর্থ সঞ্জীবনী। আলোচনার অভাব হয় না। আজ কাব্য প্রসঙ্গে বললে, আকাশের বিদ্যুৎ আর বালবের বিজলী এক নয়। মহৎ কাব্য আকাশের বিদ্যুৎ আপন স্বতঃস্ফূর্ততায় এবং ঝলকে। রূপকটি বেশ ভেবে দেখার মত। আরো বান্ধব জন জুটল। নানা কথা। পরে পার্ক সার্কাস।

২৬ সেপ্টেম্বর '৮০

ইরান-ইরাক ডুয়েল প্রচণ্ড যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। ওখানে না International civil war শুরু হয়ে যায়। ইরাকের বাথ্ পার্টি সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে ব্যাপারটা ঘোলা করে রেখেছে। দেখা যাক, কী ঘটে। সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে।

২৭ সেপ্টেম্বর '৮০

ইরাক-ইরানের যুদ্ধের পটভূমি আরো স্পষ্ট। জর্ডান সৌদি আরব ইরাকের

www.pathagar.com

সমর্থনদাতা। পেছনে মার্কিন যোগসাজশ আদৌ অমূলক নয়। তা জোর দিয়ে বলা যায়। মার্কিন জিম্মীদের নিয়ে যে ঘোলাটে জল-প্রপাত শুরু হয়েছিল তার একটা সমাধান ছাড়াও শাহের পতন রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা কী বিস্মৃত হতে পারে?

২৮ সেপ্টেম্বর '৮০

বিকেলে সত্যজিৎ রায়ের অবদান নিয়ে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রসদনের উঠানে। উদ্যোক্তা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরকারী কাজ এদেশে যেমন হয়, হেলা-ফেলা-ভাব মুখর। অল্প জায়গায় ঘিঞ্জি সব Exibit সাজানো। তবু সৃষ্টি সম্ভার সাজানো। এটুকুই লাভ। কতো দিকে না এই প্রতিভাধর রাজার মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। বইয়ের প্রচ্ছদ, Costume design ও বাদ যায় না। সে তুলনায় উদ্যোক্তারা বিশেষ কিছু সংগ্রহ করেনি। পাশ্চাত্যসংগীতে সিদ্ধহস্ত চিত্র পরিচালক। একটা Music note-sheet ও দেখলাম না কোথাও। দায়-সারা সরকারী কাম। যদিও বামফ্রন্ট-মার্কা। তাই ক্ষোভ আরো চেপে বসেছিল।

সকাল কেটেছিল, দিব্য বসুর সঙ্গে তার জামির লেনের বাসায়। সদালাপী জন। চিকিৎসক দিলীপ গুহ স্নেহাস্পদ, কাল চশমার পাউয়ার বদলেছে এবং লেখাপড়া কিছু যেন কম করি নির্দেশ দিয়েছে। তাই পলায়ন। যাওয়ার সময় পার্বতী দেবশরণদের সঙ্গেও অল্পক্ষণ ঢুঁ মেরে নিয়েছিলাম। লেখায় বসতে পারছি নে এই আবহ যন্ত্রণা যদিও পুরো আনন্দ থেকে প্রতিদিন আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

২৯ সেপ্টেম্বর '৮০

কাফ্‌কার ছায়াচ্ছন্ন বিষাদময় পৃথিবীর সঙ্গে যেন আমারও যোগাযোগ ঘটছে ক্রমশঃ আজ তাই Trial উপন্যাসখানা আবার পড়া শুরু করেছি। অনেক কাল আগে পড়া। এবার সজাগ-দৃষ্টি একবার পরিচিত হওয়া যাক সেই রাজ্যের সঙ্গে।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সহিত।

৩০ সেপ্টেম্বর '৮০

বিকেল সন্ধ্যা ঃ সঞ্জীব ও শিপ্রার সঙ্গে। অভিশপ্ত বাঙলাদেশ আলোচনায় ফিরে ফিরে আসে। এত সমস্যা। ভবিষ্যতের রঙ কোন পথ ধরে আসবে, বলা দায়। বাড়ী ফিরলাম রাত দশটা।

১ অক্টোবর '৮০

আজ স্ট্রাইকের খবরের কাগজ নেই। সকালে অস্বোয়াস্তি। বিজয়

www.pathagar.com

টেন্ডুলকারের "ঘাসীরাম কোতোয়াল" নাটক (হিন্দী ভাষ্য) পড়লাম। সুদর্শন মারাঠী এই নাট্যকারের সঙ্গে '৭৫ সনে পরিচয় ঘটেছিল বোম্বাই শহরে। ধর্মান্ধতার প্রতি শ্লেষমুখর নাটকখানা পড়তেও ভাল লাগে। ষ্টেজে অতি সুপাদেয়। কাফ্‌কাও চলছে ধীরে ধীরে। এইভাবে দিন কেটে গেল।

২ অক্টোবর '৮০

উত্তমকুমারের জন্যে শোক এবং অনুশোচনা এমন ফল্গুধারা হয়ে উঠবে, জানতাম না। কতো বার না এই অনুতাপের হল্কা মনের উপর দিয়ে বয়ে যায়। অস্থির মন। (পড়া ছাড়া) নিষ্ক্রিয় দিন। আত্মধিক্কারে অবসন্ন।

৩ অক্টোবর '৮০

সকালে সবলসিংহপুর গ্রাম থেকে শান্তি এসেছিল। ওর কাছে আমিনার খবর পেলাম। পাড়াগাঁ এখন জংগল এত গাছপালা বোঝাই। তার মধ্যে দু'চার ঘর এবং বনিবনাহীন। একটা বোনই বেঁচে আছে। সেও নানা দুঃখের শিকার। ওদের কোন সাহায্যে আসতে পারলাম না।

বিকেলে, তড়িৎ মজুমদার ও কার্তিক তাড়নদের Book Home লাইব্রেরী কলেজ ষ্ট্রীট। আমার ঢাকার সাবেক প্রকাশক। '৬৪ সনের দাংগার পর এদেশে। সজ্জন দুই ব্যক্তি। তাই ব্যবসায়ে তেমন লক্ষ্মীমন্ত নন। তবে মানবিক ঐশ্বর্যে এরা বিত্তবান বলেই এদের কথা প্রায় মনে পড়ে। ওদের সঙ্গে স্মৃতিচারণায় এক ঘণ্টা কাটিয়ে সঞ্জীব সমীপে। নিকটে মহাত্মা গান্ধী রোড। রাত্রি সাড়ে ন'টায় পার্ক সার্কাস অভিমুখে।

আজ KAFKA শেষ করলাম। ছায়াচ্ছন্ন অবচেতন মনের রাজ্য লেখকের। কিন্তু কী দরদের সঙ্গে মানব-জীবনের এক সমস্যা না তিনি উত্থাপন করেছেন। প্রতিষ্ঠানের টানে ব্যক্তিত্ব থেঁৎলে যায়। ভীতিময় এই অস্তিত্বের সুচারু বয়ান। পাঠশেষে স্তব্ধ বসে থাকতে হয়। সমাজ সংস্কারকের এই উপন্যাস পড়া উচিত।

৪ অক্টোবর '৮০

সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে। শান্তিদের ঘোষের পান উপলক্ষ্যে। মাসুদ সঙ্গী। ৭১ বয়স শান্তিদেবের। একটানা ১৬টা গান গাইলেন। প্রথম আটটি রবীন্দ্রনাথের রাগভিত্তিক প্রথম যুগের গান। বিভিন্ন তালে। এই বয়সেও শান্তিদেব বাবু এমন পরিবর্তনের মুখে স্বচ্ছন্দবিহার কী সহজে না করেন। পরবর্তী গান সবই বাউল। প্রাণ ভরে উঠল। শেষের গান 'কৃষ্ণকলি' কণ্ঠমাধুর্য ও ভংগীর গুণে বহুকাল পরে ঐ গানের আস্বাদ আবার নতুন করে পেলাম। প্রাচীন সহপাঠী মনসুর হবিবের সঙ্গে এখানে দেখা হোলো। সেদিক থেকেও মধুরেণ মুহূর্ত। মাসুদের সঙ্গে ফেরার সময়

www.pathagar.com

এক জায়গায় নেমে গেলাম। সন্ধ্যার মুলতবী পদচারণা সেরে নিতে।

৫ অক্টোবর '৮০

দু'দিন থেকে দুপুরের ঘুমের পর গৃহাগত প্রাণ। সেই সূত্র ধরে পরে তা বাল্যের কৈশোরের সবলসিংহপুর ছুটে যায়। ক্লান্তির শেষ থাকে না। বন্ধ্যা দিন ক্ষয় হয় মাত্র। এত অস্বোয়াস্তি চারিদিকের।

সন্ধ্যায় নীলরতন প্রতিমাদের নিকট। এখানে আরো স্নেহভাজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এদের টেলিভিশনে বাঙলাদেশ ধরা পড়ে। কয়েকটা প্রোগ্রাম দেখলাম। অবসর বিনোদন এবং ধর্মীয় বয়ানই প্রধান। আজানও টেলিভিশনে দেওয়া হয়। পেট্রো-ডলার যারা খয়রাৎ দেয়, তাদের সন্তুষ্ট এবং ধর্মান্ধতার সাহায্যে নিজেদের শাসন-বনিয়াদ কায়েম করার পন্থায় এসব ফিরিস্তি স্বাভাবিক।

আহ্, চৌদ্দ বছর পরে! এত দিন তুমি বেঁচে ছিলে, বন্ধু। ১৯৬৬ সনের হত্যাতাণ্ডবে ভেবেছিলাম, তুমি পরপারে চলে গেছ। তারপরও চৌদ্দ বছর তুমি নির্যাতন সয়ে আদর্শের পতাকা উঁচিয়ে রেখেছিলে? বীর নও শুধু তুমি। মহামানবের মর্মশক্তি দিয়েই তুমি গড়া, বন্ধু। আমার সালাম গ্রহণ করো, বীর আইদিৎ। লাখো সালাম।

আজ ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বেরিয়েছে সুমাত্রার কারাগারে ইন্ডোনেশীয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ডি.এন. আইদিৎকে Executed করা হয়েছে। সুমাত্রার গভর্ণর বলেছে, "He is Finished" মূর্খ Functionary কে Finish হয়েছে, তার জবাব দেয় ইতিহাস। তুই ত হঠাৎ গ্যাঁজানো ফেনার বুদ্বুদ। ইতিহাসে তোদের নাম নিশানাও থাকে না।

কাজি তওফিক হাসান আজ বম্বে থেকে এসেছেন। একা নই আর তিন তলায়। হৃদয়বান প্রতিবেশী নিকটে। অবিশ্যি গোটা বাড়ীর মালিক তিনি।

৬ অক্টোবর '৮০

ওদুদ সাহেবের সংগ্রহশালা থেকে A.T. Arberry কৃত Classical Persian literature খানা পড়া শুরু করলাম। আর কিছু নয়, প্রাচীন কবিদের মানসিক গঠন দেখার জন্যে। কাব্যসংগ্রহ-তাও অনুবাদে পেলে বড় ভাল হোতো। অগত্যা পরের মুখে ঝাল খেয়ে দেখা যাক। প্রচুর উদ্ধৃতি আছে এই বইয়ে।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

৭ অক্টোবর '৮০

হঠাৎ হঠাৎ স্মৃতির তোড়ে ভেসে যাই। নিজের লেখা নেই। পড়াটুকু আছে।

www.pathagar.com

তাও বন্ধ হয়ে যাক। আমার কোন দুঃখ নেই। মরুভূমি মন। শেখ সাদীর ভাষায়, "গতকাল গত। আগামী নেই"– এমনই হতাশাচ্ছন্ন আবহাওয়া।

৮ অক্টোবর '৮০

ইরাক-ইরানের যুদ্ধে Islamic Fundamentalist রা নীরব কেন? কতো ভূয়ো ওদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তা বুঝা যায়। অথচ সাধারণ মানুষকে এই কপটতা মোহাচ্ছন্ন রাখে, তা ওরা জানে বলেই রাজনৈতিক দাবা-খেলায় সহজে বড়ে বনে যায়। কিছু দিন পূর্বে মক্কার ইমাম এদেশে এসেছিল সবক দিতে। আজ চুপচাপ আছে কেন? সৌদি আরব ইরাকের মদৎগার। সৌদি আরবের প্রজা আর কী করে মুখ খুলবে? ধর্মান্ধতার দিন একদিন শেষ হবে। কবে?

৯ অক্টোবর '৮০

দুপুরে রুটি খেয়ে প্রকাশককে ধরার জন্যে কলেজ স্ট্রীট। কাল কথা বলেছে এবং কথা দিয়েছিল, প্রাপ্য মিটিয়ে দেবে। গিয়ে দেখলাম, ভদ্দরলোক আসেইনি। বারবার কথা খেলাফ করে অথচ লজ্জাও পায় না। ৩৪-৩৫ বয়স প্রকাশক, লেখকও বটেন! অথচ বিবেকের দংশন এতটুকু নেই। চারটে পর্য্যন্ত বসে হতাশ। কাছেই সঞ্জীবের আখড়া। এখানে এলে দেহ মন চাংগা হয়ে উঠে। সঞ্জীবের জ্ঞানরাজ্যে নানা ধরনের Tableau দেখা যায়। সুতরাং ক্লান্তি আর থাকে না। জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে আজ এক মনোজ্ঞ ফিরিস্তি দিলে সঞ্জীব। জর্জিয়ান কবি আর বিপন্নতা বোধ তাঁকে কি রকম আচ্ছন্ন করেছিল। বাড়ী ফিরতে রাত দশটা।

১০ অক্টোবর '৮০

বন্ধ্যা দিন। এইভাবে কতো দিন চলবে? কল্পনার আর খেলা করে না প্রাণের ভেতর। সন্ধ্যা তাস খেলে কাটিয়ে দিলাম বহুদিন পর।

১১ অক্টোবর '৮০

ইরাকে সাদ্দাম হোসেন সরকারের পতন হওয়া উচিত। বাথ্ পার্টি নিশ্চয় দ্বিধাবিভক্ত। সোভিয়েট-হৃদ্যতা প্রত্যাখ্যান কালে নিশ্চয় পার্টির মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। ইরাকে প্রচুর শিয়া আছে। প্রয়োজন হলে, তাদেরও সাহায্য নেওয়া উচিত। সাম্রাজ্যবাদের দাবার ঘুঁটি ইরাক। পাশ্চাত্য Consumerism খসলতের খর্পরে পড়েছে। চীনেরও সেই দশা। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মোহে আচ্ছন্ন। তাই পশ্চিমী পীরিতের জন্যে লালায়িত। ইরানে জল ঘোলাটের মতলবে মার্কিন সরকার যে ইরাককে উস্কানি দিয়েছিল সে বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

১২ অক্টোবর '৮০

ইরানের যুদ্ধ নয়, আগেকার এক রিপোর্ট। ইরানের শাহের পতনের পর মারা গেছেন বিপ্লবের আর এক মহান নেতা আয়াতুল্লা তেলেগানী। সাভাকের নির্যাতন তাঁকে পর্য্যুদস্ত করতে পারেনি। ইরানের শাহ'র কুকুরেরা তেলেগানীর মেয়েকে তাঁর সামনে 'রেপ' করেছিল। সহিষ্ণুতার জন্যে এমন দৃশ্যেরও অবতারণা হতে পারে। অনেকে সিনিক হয়ে যায়, মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

১৩ অক্টোবর '৮০

হঠাৎ হকচকিয়ে যাই। আমার সামনে দাঁড়িয়ে জামাই ওয়াহিদ আস্‌গার। পাঁচ বছর ওদের দেখিনি। অভিভূত অজানিতেই হয়ে যাই। জার্কাতায় এক সরকারী সেমিনার উপলক্ষ্যে দেশের বাইরে। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই সোজা ফিরে যায়নি। কালই চলে যাবে। ওর বন্ধু প্রদীপ গুহর বাড়ীতে উঠেছে। অকুস্থল ফার্ণ রোড। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর দুজন গড়িয়াহাটা গেলাম। স্নেহভাজন কচি-বন্ধুদের জন্যেই বই কিনতে। আসগার টুকিটাকি আরো জিনিষ কিনল। পরে ও ফার্ণ রোডের দিকে আমি পার্ক সার্কাসমুখী। বিকেলে প্রদীপের বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে। সকলে ভাল আছে বাড়ীতে। বড় নিশ্চিন্ত মন।

১৪ অক্টোবর '৮০

দুপুরে প্রদীপদের বাসায়। শান্তা মাসী কালই দাওয়াৎ দিয়েছিল। কিন্তু সকালে সঞ্জীব দত্ত এসেছিল একই পয়গাম নিয়ে—দাওয়াৎ। ক্ল্যাশ লেগে গেল। এক দুপুরে দু'জায়গায় আহার। প্রদীপের বাড়ীতে সুতরাং পরিমিত ভক্ষণ। আসগার এয়ারপোর্ট যাবে। দুটোয় রিপোর্টিং টাইম। ওর সঙ্গে কাঁকুড়গাছি পর্য্যন্ত এলাম। বিদায় নিলাম। ওইখান থেকে। ওর ট্যাক্সি চলে গেল। গৃহাগত প্রাণে শেষ ধাক্কা। বাসে ভিড়। এক ট্যাক্সি শেয়ারে দেড় টাকায় বিধান-সরণী ও বিবেকানন্দ রোডের ক্রসিংয়ে নামিয়ে দিলে। ট্রাম ধরব। ভিড়ে সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় হেঁটে এলাম। নিকটে সঞ্জীব নিবাস। নরক পুরো মৌসুম। সুহৃদ সম্মেলনে মণি সেন, নির্মল দত্ত (সঞ্জীবের মেজদা) ধীরেন ভৌমিক প্রমুখ হাজির আছে। মণি সেনের সঙ্গে অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ। চন্দ্রমাধব বসু Chief Chef উত্তম রান্না করেন। মুড়িঘন্ট, মাছের ঝোল আর ডিমের কারি। আজ আট দিন দিনে ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমি সঙ্গে একটি Bond রুটি এনেছিলাম। আবার উত্তম আহার—যদিও অর্ধ। বাড়ী ফিরলাম রাত্রে সাড়ে ন'টা। সঞ্জীব থাকলে আলোচনার ঘাটতি কোনদিনই পড়বে না। প্রচুর বাক্য ব্যয় হলো। পাঁচ সাতটা মুখ। তালাবন্দীতে কেউ রাজী ছিল না।

www.pathagar.com

১৫ অক্টোবর '৮০

সঞ্জীবের সঙ্গে বিকেল। তার ইংরেজী উপন্যাসের কিছু অংশ পড়ে শোনালে। বেকেটের মত সঞ্জীব metaphysical নানা সমস্যার মুখোমুখি, অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘর্মাক্ত থাকে। এই বই অল্প শুনে কিছু হয় না। আমি ইংরেজী ভাষার দৌড় দেখছিলাম মাত্র। শিপ্রা আদিত্য আসরে এসেছিল। পরে চন্দ্রমাধব বসু। রাত দশটার দিকে বাড়ী ফিরলাম।

১৬ অক্টোবর '৮০

এইভাবে দিন কাটছে, একদম Leisure class-এর বদ স্বভাব। আত্মকরুণায় অস্থির। তাই সকালে দেবশরণ দাশগুপ্ত সদনে। পার্বতী বোনের চা এবং 'টা' খেয়ে বাড়ী ফিরলাম দুপুরে। বাকী সময় কাজি তৌফিকের সঙ্গে তাস খেললাম। এই মুহূর্তে ভাসমান জীবন। আর ভাল লাগে না। বাড়ী ফিরে যাওয়াই সিদ্ধান্ত স্থির। জালেমদের মোকাবিলার জন্যেই ফিরে যাব।

পুজোর উৎসব লেগেছে কলকাতা জুড়ে। আমি তার মধ্যে নেই।

১৭ অক্টোবর '৮০

কুষ্টিয়ার কৃষক নেতা রওশন আলি সাহেব কলকাতা এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। শরীর ভেঙে গেছে। সত্তর বছর বয়সে শত ঝড়ঝাপটা জেল হাঙ্গামার পর আর কী থাকতে পারে স্বাস্থ্যে? শহরের পণ্ডিতমন্য ছিমছাম কিছু নেতাদের সঙ্গে রওশন আলির সঙ্গে তুলনা করলে এক দিকে কতোগুলো 'বেবুন' দাঁড়িয়ে আছে, অন্য দিকে একা রওশন আলি। ভারতবর্ষে যে Political will এর অভাব তার কারণ নেতৃত্বের চেহরা। ঘুমোচ্ছিলেন রওশন আলি। সারা গায়ে এলার্জির দাগ। সিংহকে আর জাগালাম না। এই সিংহ আবার ঈমানদার।

১৮ অক্টোবর '৮০

শরীরে আবার গণ্ডগোল ডাঃ আলি ইমামের কাছে পৌছলাম। অকৃতদার চিকিৎসকদের নিজের কাজের মধ্যেই বোধ হয় সংসারের ছবি দেখেন– যেখানে তিনি পদার্পণ করলেন না। সদালাপী মানুষ। রায় দিলেন ঃ গড়বড় তেমন কিছু নয়। দাওয়াই নিয়ে ডেরায় ফিরলাম।

১৯ অক্টোবর '৮০

সৃষ্টির ইশারা আর মনে যেন আসবে না। বাকী জীবন পড়ে পড়ে (পতনই বটে) কাটিয়ে দিতে হবে রাত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে স্বপ্নে দেখলাম গ্রাম পথে

www.pathagar.com

হাঁটছেন, হাতে ছাতা। জোর কদম। আমি ডাক দিচ্ছি, অত জোর হাঁটলে তাল রাখা দায়। কাছাকাছি আসতে ঘুম ভেঙে গেল। একটা বিশ্লেষণে মন দিলাম। সৌমিত্র অভিনীত ছবি সমাপ্তি ইত্যাদি দেখেছি। তাছাড়া, উত্তম তিন মাস হয় পরপারে, তার সঙ্গে অসাক্ষাতের অনুশোচনা প্রত্যহ জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত একবার খাড়া হয় সামনে। অচেতন মনের দুয়ার কীভাবে কোন দিকে খোলে জানা দায়।

২০ অক্টোবর '৮০

বকর ঈদের দিন। কাজি তওফিক পাশের কামরায়। নীচে গোটা পরিবার রফিক, লুসি বংশধর সহ। গৃহস্বাদ কম নয়। তবু বেরোলাম। সোজা বালিগঞ্জ দিব্য বসু ধামে। ফেরার সময় বৃষ্টি নামল। তা ঠেলে মাসুদের সাথে দু'ঘণ্টা। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, ঘরে ফিরে গেছি। আবু জাফর শামসুদ্দীনের সঙ্গে কোলাকুলি। রাস্তায় অনেক মিলিটারী সিপাই জড়ো। এমন সব ছায়াময় জগৎ। ঘুম ভেঙে গেল সাড়ে চারটের দিকে। আর বিছানায় থাকতে পারলাম না।

২১ অক্টোবর '৮০

চৌষট্টি শেষ হতে যায়। এই বয়সেও দেখছি নির্বিকার দৃষ্টিভঙ্গী রপ্ত করতে পারলাম না। ফলে, লেখার মান, দূরের কথা, লেখার প্রবাহ মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। গত ছ'মাস এইভাবে কেটে গেল। এই মানসিক অলসতার গর্ত থেকে কবে উঠতে পারব? আত্মকেন্দ্রিকতার গর্তে পড়ে আছি। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ঝাপ্টায় অস্থির থাকি। উত্তমকুমারের সঙ্গে অসাক্ষাৎ কতো ভাবে না আমাকে দগ্ধে মারছে। এই একটি উদাহরণ যথেষ্ট। তাছাড়া পারিবারিক সংবাদের জন্যে উদ্বেগ, ছোট ভাইয়ের জন্যে আকুলিবিকুলি সবই ত প্রায় ঘিরে থাকে। এসব সহজে দূরে সরিয়ে রাখতে কবে আবার সক্ষম হব?

২২ অক্টোবর '৮০

টাইম পত্রিকায় ইরাক-ইরান যুদ্ধের ফিরিস্তি পড়লাম। ধ্বংসের ছবি দেখলেই আঁৎকে ওঠার জন্যে যথেষ্ট। ইরাক ৩০ হাজার কোটী ডলার পায় তেলের আয় থেকে। তার তিন ভাগের এক ভাগ খরচ করে অস্ত্র সজ্জায়। অনুন্নত দেশে শিল্প গড়ার পেছনে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন নরনারীর আত্মত্যাগ থাকে। তা শাসকেরা ভুলে যায়। আত্মহত্যামূলক যুদ্ধে এই ভাবে ওরা সাধারণ মানুষের ভবিষ্যতের আশাও গুঁড়িয়ে দেয়। মার্কিন দাগাবাজেরা এই ডামাডোলে প্রচুর ফায়দা লুটবে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে Hostage সম্পর্কিত ঘোষণায়।

www.pathagar.com

২৩ অক্টোবর '৮০

আজ শুক্রবার। গত সোমবার রাত্রে খুলনা জেলে বন্দীদের উপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। সরকারী প্রেসনোটে আছেঃ ৩৪ চৌত্রিশ জন মৃত। পুলিশ আহত ৩৪ জন। জাতীয় নেতাদের জেলেই হত্যা করা হয়েছিল। তার একটা তদন্ত কমিশনও বসল না আজ পর্য্যন্ত। যে দেশে ইনসাফের চেহরার এই ধারা সেখানে জেলে হত্যা আর এমন কী অপরাধ? সরকারী প্রেসনোটে অনেক সাফাই আছে, সরকারের তরফে কোন ত্রুটি নেই। শান্তিশৃঙ্খলা বজায়ের দোহাইয়ের সেই প্রাচীন পন্থা জিয়া সরকার সুচারুরূপে পালন করেছে।

২৪ অক্টোবর '৮০

বিষণ্ন বন্ধ্যা দিন। সন্ধ্যা কাজী তওফিকের সঙ্গে তাস খেলে কাটিয়ে দিলাম। সময়ের অপচয় নয়, আত্মঅপচয়। জীবনের এই প্রান্তে এসে এইভাবে দিন কাটবে জানতাম না।

২৫ অক্টোবর '৮০

ঢাকা থেকে জাঁনেসার, ছোট ছেলে এসে উপস্থিত। সঙ্গে স্নেহভাজন আর এক তওফিক, প্রতিবেশী শামসুদ্দীন আহমদের ছেলে, জাঁনেসারের বন্ধু। বাড়ীর কুশল ও অন্যান্য সংবাদ পেলাম। প্রতিবেশী অনুজপ্রতিম মীর আনোয়ার আলি ছ' মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। এত দিনে খবর পেলাম। আহা, প্রতিবেশীর বেশী ছিলেন তিনি। মাত্র ৫৪ চুয়ান্ন বছর। আর দেখাই হোলো না। কতো সুখ দুঃখে নিকটে ছিলেন তিনি। কতো স্মৃতি। রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারলাম না।

২৬ অক্টোবর '৮০

গৃহাগত প্রাণ। এক জন কাছে রয়েছে। আর সকলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বেসবুর মন। আবহে এই যন্ত্রণা সারাদিন গেল না। কথাবার্তার মধ্যে বুকের ধুকধুকানি অব্যাহত রইল।

২৭ অক্টোবর '৮০

উর্দু কবি শাহের লুধিয়ানী মারা গেছেন সংবাদপত্রে দেখলাম। চারের দশকে নৌবিদ্রোহের পর জাতীয় নেতা নেহরু প্যাটেল-এমন কী মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের সমর্থন দিলেন না, তখন এক তরুণ কবি লিখেছিলেন–

"আয় রাহবারে মুল্‌ব্‌ ও কওম জরা
আঁখে তো ওঠা নজরে তো হিলা

www.pathagar.com

কুচ হাম ভি শুনে হামকো ভি বাতা
ইয়ে কিসকা লহু হ্যায় কৌন মরা?
হে জাতির পথপ্রদর্শক গণ, একবার
চোখ তোলো, চোখে চোখ
মেলাও, আমাকে বলো-এ
রক্ত কার? কে নিহত হলো?)

শাহির লুধিয়ানীর বহু ফিল্মী গান জনপ্রিয়। লুমুম্বা হত্যার পর তিনি চুপ থাকেনিঃ

"খুন ফির ভি খুন হ্যায়
টপকেগা তো জম জায়েগা
জুল্‌ম ফির ভি জুলুম হ্যায়
বাড়তা হ্যায় তো মিট জায়েগা।"

নিজের দেশ ছেড়ে আজ কোন দেশে তুমি, বন্ধু? এদেশ পরিত্যাগ ত তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দুপুরে কাজি তওফিক কর্মস্থল বোম্বের উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন। সন্ধ্যা জাঁনেসার, তওফিক গেল ট্রেনে একই শহর গন্তব্য। সেখান থেকে ও পুনা যাবে ফিল্ম ইনষ্টিট্যুট—পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাতে।

২৮ অক্টোবর '৮০

সন্ধ্যা কলেজ ষ্ট্রীট। সঞ্জীব সমীপে। অসম্ভবের পায়ে মাথা কোটা সঞ্জীবের নেশা। উপন্যাস লিখেছে, ব্যক্তি নিয়ে নয়। গ্রুপের ব্যষ্টি ধরে নানা Metaphysical সমস্যা জড়িয়ে। পাণ্ডুলিপি নিজেই টাইপ করছে। নানা জ্ঞানের সহচর সঞ্জীবের এই অবদান অবহেলনীয় কিছু হবে না, তা আগে থেকে আন্দাজ করা যায়। শিপ্রা আদিত্য আসরে গোড়া থেকে ছিল। মাঝখানে চন্দ্রনাথ বসু, কমল ভট্টাচার্য প্রমুখের উদয়। রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরলাম।

২৯ অক্টোবর '৮০

খবর দিয়েছিলেন অধ্যাপক প্রীতিশ দত্ত। কথামত হাজী আবদুল্লা লাইব্রেরীর খোঁজে বেনেপুকুর? নুর আলি লেন। পাবলিক লাইব্রেরী নয়। পারিবারিক ব্যাপার। তবু সাধারণ রিডিং রুম আছে। এখানে সব উর্দু বই উর্দুভাষীদের জন্যে। বাঙলা বই ছিল তা মিশ্রীগঞ্জে আহলে হাদিসের লাইব্রেরীকে ওরা দান করেছে। এখানে একটি বাঙলা বই আছে; কোরানের তর্জমা। ১৩৪৪ সনে ছাপা। বিরাট ডবল ডিমাই সাইজ। ভেতরে আরবী ও বাঙলা অনুবাদ নীচে এবং কিনারায় মার্জিনে ভাষ্য।

www.pathagar.com

১৯৩৭ সনে ছাপা। অনুবাদক মৌলানা আব্বাস আলি। স্বত্বাধিকারী আলতাফী প্রেস। তত্ত্বাবধায়ক বললেন, প্রেস পূর্বে ওই বাড়ীতে ছিল, এখন উঠে গেছে, তবে নিকটেই। নিকটে তাঁতী বাগান রোড। ১৯৩৮-৩৯ আমি ছিলাম 2/1D নম্বরে। কৌতূহল বশতঃ সেদিকে গেলাম। পুরাতন প্রতিবেশীদের মধ্যে এই পুরুষের মোহন আঢ্যকে পেলাম। ওকে মার্বেল খেলতে দেখে গেছি দশ এগার বয়স। গলির ভেতর হিন্দু মুসলমান কয়েক ঘর। কিন্তু সম্পর্কে এক পরিবার। রহমান বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন। বন্ধ্যা স্ত্রী। তারা এখানেই মারা গেছেন। এখন তাঁর শ্বশুর কুলের কেউ থাকে। মোহনের বয়স চুয়ান্ন। আগে বিহারে চাকরী করত। সাতাশ বছরের যুবক পুত্রের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। সেই থেকে পাড়ারই এক অবস্থাপন্ন বাল্যসঙ্গীর ফার্মে চাকরী করে, আর বিহারে ফিরে যায়নি। মোহনের ছোট ভাই ভূপেশকেও দেখলাম। আমি যেন এক গ্রহচ্যুত কেউ। ওদের বিস্ময় আন্তরিকতার এতটুকু কমতি ছিল না। এত কাছে গেলাম। কাছেই পানবাগান লেন। গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিট্যুটের সহকর্মী ইংরেজীর অধ্যাপক পূর্ণ ঘোষের সঙ্গেও দেখা করতে মন ধাইল। অকৃতদার পূর্ণ ঘোষ। আগাগোড়া Theosophist এখন ভারতীয় সংসদের সভাপতি। ৮২ বিরাশি বয়স। বেশ শক্ত দেখেছি চার বছর পূর্বে। ওঁর সঙ্গে দেখা হোলো না। ওঁর অনুজ প্রফুল্ল বাবু রিপোর্ট দিলেন, "দাদা এখনও খুব শক্ত।" কলকাতায় নেই। বারানসী, পাটনা-কাঁহা-কাঁহা না ঘুরে ১ নভেম্বর বাড়ী ফিরবেন। আর এক দিনের খেপ বাড়ল। কলকাতায় যাতায়াত সহজ হলে এই আক্ষেপের কথা তুলতাম না।

৩০ অক্টোবর '৮০

শাহের লুধিয়ান্‌ভীর উপর একটা Obituary লিখলাম। স্নেহাস্পদ শ্রীবাস্তবের কাছে ওঁর কাব্য সংকলন পাওয়া গিয়েছিল। তাই সম্ভব হোলো। "কালান্তরে" আজই ছাপতে দিয়ে এলাম। সন্ধ্যা ওই আপিসে।

৩১ অক্টোবার '৮০

বসুধা চক্রবর্তী ক'দিন পূর্বে কার্ডে জানিয়েছিলেন, ঢাকায় জহুর হোসেন চৌধুরী খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে। উদ্বেগ স্বাভাবিক। কারণ চিররুগ্ন জহুর। তাই নিয়ে সামাজিক প্রশ্নের লড়ায়ে বহুকাল ব্যাপৃত। এখন বয়স ষাট পার। আশঙ্কিত মনে চক্রবর্তী সদনে। ওরা আর কোন খবর পায়নি। সন্ধ্যা কেটে গেল ওদের সঙ্গে। অগ্রজ ফণীদার শরীর ভাল নয়। নিজেই বললেন, "ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছি" হাসি ছিটিয়ে। শরীর যাই হোক ওঁর মাথার ক্ষতি ঘটাতে প্রকৃতি কোনদিন পারবে না। একাশি বছর বয়সে এখনও টমাস মানের উপন্যাসের কাহিনী মনে রাখেন। আলোচনার সময় উল্লেখ করলেন। ফেরার পথে পূর্ণদাস রোডঃ আরতি

www.pathagar.com

গাংগুলিদের বাড়ী। আরতি বাড়ী নেই। ওর শ্বশুর ও মেয়েদের কাছে রিপোর্টে রেখে গড়িয়াহাটায় এসে ট্রাম ধরলাম। হঠাৎ বুকটা ধক করে উঠল ট্রামে বসে। এই শহরে আর উত্তম কুমার নেই। গড়িমসি স্রেফ অবহেলায় তার সঙ্গে দেখা হয়নি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করছি।

১ নভেম্বর '৮০

চুল কাটতে গিয়েছিলাম। আমির আলি এভিন্যুর লাগোয়া পার্ক স্ট্রীটের মুখে একটা দোকানে যেতে হোলো। কাটারের পরিচয়ে জানলাম সে "চীনা"র বড় ভাই ১৯৩২-১৯৩৮... ন' দশ বছর চুল কাটতাম মাদ্রাসা গোলপুকুরের কোণায় এক স্যালুনে। মালিক কাটার আমাদের বয়সী। ডাক নাম "চীনা" ফর্সা বেঁটে চেহরা নাদুস নুদুস, নাক চ্যাপ্টা। সেই জন্যে ওর ডাকনাম "চীনা" হয়ে থাকবে। আমি তখন ওই এলাকায় থাকি। আজ হঠাৎ ওর দাদার কাছে থেকে খবর পেলাম। আমি অবিশ্যি ওপাড়ায় গিয়ে দেখে এসেছিঃ স্যালুন উঠে গেছে। এখন ফার্নিচারের দোকান। পাশে চৈনিক Dentist (দাঁতের ডাক্তার) এখনও আছে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে যেমন ছিল। চীনার বড় ভাই বললেন, "চীনার ছোট আমার অন্য ভাই আজমত দাঁতের ডাক্তারের একটা মেয়ে (চৈনিক) নিয়ে চাটগাঁ চলে যায়। সে সেখানে আছে। বুড়ো চীনা ডাক্তার ও তার বৌ মারা গেছে। ওর ছেলেরা এখন দাঁতের চিকিৎসা করে। চীনা দোকানটা কন্ট্রাক্ট দিয়ে মাঝে দু' শ' টাকা পায়। সে তপসিয়ায় সেলুন করেছে– সেখানেই থাকে।" অতীত স্মৃতির তোড়ে ভেসে যাই। কাটার চীনা (ডাকনাম) আমাদের বন্ধুস্থানীয় ছিল, আমি মাদ্রাসার ছাত্র তখন।

২ নভেম্বর '৮০

সন্ধ্যা ডাঃ অশোক বাগচীর সঙ্গে। অনেকান্ত প্রতিভার মানুষ। নানা জ্ঞানের সহচর। ওর মুখে শুনলাম, দুই রকমের খাদ্য শরীরে জন্যে দরকারঃ Rough edge ও smooth- বন্ধুর ও মসৃণ খাদ্য। শুধু দুধ খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। কারণ, মসৃণ। চালের চেয়ে গম সেদিক থেকে ভাল। গম অর্থাৎ রুটি। চাল মসৃণের পর্যায়ে পড়ে। ব্যাপারটা Dialectical আশ্চর্য। কড়ি ও কোমলের ব্যাপার খাদ্যেও বর্তমান। প্রকৃতির আইন বিচিত্র্য বৈকি। না মানলে বিপদ।

৩ নভেম্বর '৮০

সঞ্জীব আগামী এগারো তারিখে বোম্বাই চলে যাবে। ফিরতে এক/দেড় মাস। অর্থাৎ ইতিমধ্যে আমি বাঙলাদেশে চলে গেলে, আর ওর সঙ্গে দেখা হবে না। সকালেই সঞ্জীব ডেরায়। ওর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়লাম ষাট পৃষ্ঠার মত। Kafka র মত এক

www.pathagar.com

ধূসর জগতের আস্বাদ পাওয়া যায়। অবিশ্যি সব না পড়ে কিছু বলা যায় না। লেখকের কোথায় গন্তব্য? দুপুরে ওখানে আহার। চন্দ্রমাধব বসু রান্না করেন উত্তম। চিরকুমার স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই হয়। রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত সঞ্জীবের সঙ্গে। পরে গৃহমুখী।

৪ নভেম্বর '৮০

এক জোড়া স্যান্ডেল কিনতে গড়িয়াহাটা। হঠাৎ মোড়ে জ্যোতির্ময় গুপ্ত আমাকে রাস্তায় থামালেন। '৭১ সনে এই বাঙালী সাংবাদিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেন। দু'বছর আগে দিল্লীতে দেখা। আজ আবার। বড় প্রীত হলুম। ঠিকানা নিলাম, যাওয়ার অনুরোধ ওদিক থেকে। সন্ধ্যা রবীন্দ্রসদন। রণেশদা টিকেট যোগাড় করে ছিলেন। তাই জর্মান এক অর্কেষ্ট্রা পার্টির কনসার্ট শোনা গেল। ওরা বুঝি সব জেনে ফেলেছে। বাঙালী মানস কিয়া চিজ? সব আইটেমঃ বড় গীতিময় অতি কোমল, যদিও দ্রুপদী ওস্তাদদের রচনা। শেষ হোলো মোৎসার্টের এক নৈশ ম্যুজিক দিয়ে। ঘুম পাড়ানী অপূর্ব আমেজে পূর্ণ। রণেশদার আত্মীয় সত্যেন সরকারও আমাদের সহযাত্রী। তিন জনে এক সঙ্গে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত এলাম। তারপর যথা অভিমুখী যে যার পথে।

বাঙলাদেশে আওয়ামী লীগ "বন্দ" ডেকেছিল। সরকারী তাণ্ডবে ৪ জন নিহত। বিস্ময়ের কিছু নেই। ওদের তথ্যমন্ত্রী সিনাজুরি সাফাই গেয়েছে। লম্পট, দুর্নীতিপরায়ণ এই লোক একদা শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিল এবং চরিত্র দোষে সেখান থেকে বহিস্কৃত হয়। মুসলিম ছাত্রলীগের পান্ডা—স্বভাব কিছু বদলায়নি। তথ্যবিভাগের নীচের দিকে চাকরী ছিল—রেডিওর সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে মন্ত্রী। এমন প্রাণীই এই যুগে প্রয়োজন হয়।

৫ নভেম্বর '৮০

সঞ্জীবের সঙ্গে সকাল থেকে দুপুর। প্রতীক দ্বারা প্রতারণা বড় সহজ হয় কেন? তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা। মুদ্রা ত প্রতীক বিশেষ। তার দাম স্থির থাকে না। মুদ্রাস্ফীতি অর্থ সরকার কর্তৃক গোটা দেশের গাঁটকাটা। নৈতিক নীতি ফলে বিকল। অথচ গভর্ণমেন্ট সব সময় নৈতিকতার মুখোশ পরে থাকে। চলমান বিশ্বে প্রতীকেরও প্রয়োজন—যে জন্যে তার উদ্ভব হয়—ফুরিয়ে যায়। অথচ তা বদলানো সহজ নয় অত তাড়াতাড়ি। ফলে, নানা দুর্ভোগ। আরো নানা আলোচনায় মেতে বড় আনন্দ পাওয়া গেল। দুপুর বৃথা যায়নি। শেষলগ্নে কফি হাউসে এলাম। অধ্যাপক অরূপ রুদ্র ও মাডাম রুদ্রের সঙ্গে দেখা হোলো। পথে নির্মাল্য আচার্য্যের সঙ্গে তা পূর্বেই সমাপ্ত। ফিরতে ফিরতে বিকেল আড়াইটা। সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

৬ নভেম্বর '৮০

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিমি কার্টার হেরে গেছে। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বিষ্ঠার এপিঠ-ওপিঠ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কী আর হেরফের হবে? হয়ত ঠান্ডা যুদ্ধের ডিগ্রী কিছুটা বাড়বে।

৭ নভেম্বর '৮০

কালীপূজার ছুটি। উৎসব উল্লসিত কলকাতা। ঠিক আটটার সময় সঞ্জীব সদনে। অমল গাঙ্গুলি এসে পৌঁছল। দিল্লী প্রত্যাগত সদ্য। বুর্জোয়া-প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ নানা চিত্র পাওয়া গেল। অধ্যাপক অরূপ রুদ্র যোগ দিলেন। সঞ্জীবের উপন্যাস তিরিশ পাতা পড়ার পর কিছু আলোচনা। দুপুরে সুলতানা সালেক খেতে ডেকেছিল। তাই দেড়টার দিকে অকুস্থলে। ডেরায় ফিরে দেখি জাঁনেসার পুনা থেকে ফিরে এসেছে। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। কালীপুজোর ধুমধাড়াক্কায় ঘুমানো দায়। তবু ভাঙাভাঙা ঘুমের রাত কাবার।

৮ নভেম্বর '৮০

জাঁনেসার সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করলে। আমি ও তওফিক গেলাম। ভুল খবরের জন্যে আমিই কয়েদী। Vanishing Lady" আসলে হিচককের ছবি নয়। অথচ ষ্টেটসম্যানে যেন তেমনই খবর ছিল। নাৎসী আমলের কিছু ফন্দিফিকিরের নমুনা পাওয়া গেল ছবিতে। মন ভরল না। খামখা সময়ের অপচয়।

৯ নভেম্বর '৮০

জ্যোতির্ময় গুপ্ত রোববার তার চেতনা "চতুরঙ্গের"র ফ্ল্যাটে দেখা করতে বলেছিল। অথচ নিজে সকালে গায়েব। হতাশ। পাশের বাড়ীতে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা। ফলে আর হতাশা থাকল না। দুজনে কথাবার্তায় ট্যাক্সি যোগে শ্যামবাজার। রুদ্রপ্রসাদ দিদির বাড়ীতে ভাইফোঁটা নিতে গেল। আমি অধ্যাপক অরূপ রুদ্র সদনে। তিনিও গেছেন দিদির বাড়ী। গৃহিণী বিজলী দেবী ও পম্‌পম মাসীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সোজা পান বাগান আমার পূর্বতন সহকর্মী অধ্যাপক পূর্ণ ঘোষের নিকট। ৮১ বয়স। বেশ ডাঁটো আছেন। '৫৪ সনে রিটায়ার করেন। বহুকাল Theosophy নিয়ে আছেন। ওঁর বাড়ীর সামনে শ্যামাপূজায় মণ্ডপ। মাইকের ঠ্যালায় কথাবার্তা চালানো দায়। পূর্ণদা Theosophist হলেও Clan tribe এর কিছু অবশেষ মুক্ত নন। ওঁর ধারণা, পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান সবাই বজ্জাৎ। আজ তর্কে গেলাম না। প্রাচীন সহকর্মীর সঙ্গে স্মৃতিমন্থন করে বাড়ী ফিরলাম।

www.pathagar.com

১০ নভেম্বর '৮০

কমরেড পিসি যোশী ৭২ বাহাত্তর বছর বয়সে দিল্লীতে পরলোক গমন করেছেন। বীরমূর্তি তাঁর দেখেছি চল্লিশের দশকে। তারপর নানা আঁকবাঁক, বয়স পেরিয়ে প্রায় সন্ন্যাসই নিয়েছিলেন। বাইরে কোন কর্মচাঞ্চল্যই তাঁর ছিল না। এতদিনের অসুস্থ অনড় শরীরের বন্ধন মুক্ত হলেন তিনি। সালাম, বন্ধু। সালাম। দেশপ্রেমিকদের তালিকায় তোমার নাম চিরকাল উজ্জ্বল থাকবে।

১১ নভেম্বর '৮০

জাঁনেসার আজ ঢাকা যাবে, সঞ্জীব বোম্বাই। হঠাৎ সানাউল হক এসে হাজির বেলা দশটা নাগাদ। পাকড়াও করে নিয়ে যেতে চায়। যাওয়া অসম্ভব। জাঁনেসার সাড়ে বারোটার দিকে এয়ারপোর্ট অভিমুখী। এই ক'দিন যেন পারিবারিক সুখে ছিলাম। ও চলে যেতে মন গৃহমুখী। বিষণ্নতা চেপে সঞ্জীব সদনে হ্যারিসন রোড। ওর সঙ্গে বিদায়ও বিষাদময়। সামনের মাসে যদি দেশে ফিরে যাই আর হয়ত ওর সঙ্গে দেখা হবে না। জ্ঞানের রাজ্যে, শিল্পের চত্বরে বিহারী এমন সুহৃদ আর জীবনে পাইনি। মানবিক দিকেও সঞ্জীব বুদ্ধিজীবী নয় মাত্র। হ্যারিসন রোড শূন্য হয়ে গেল। ওকে ঘিরে আরো বহুজন আসত। চন্দ্রমাধব বসু, রণধীর দাশগুপ্ত, মণি সেন প্রমুখ। নির্বাসিতের জীবনের বহু তর্ক আলোচনা-মুখর প্রহর এখানে কেটেছে। বিষণ্ন মনে বাড়ী ফিরলাম।

১২ নভেম্বর '৮০

কবি সানাউল হকের হোটেলে বেলা দশটা নাগাদ। দত্তচৌধুরী এলেন হঠাৎ A.K. Datta Chowdhury পাকিস্তানী C.S.P ছিলেন। শ্রীহট্টবাসী। আইয়ুব খানের আমলে চলে আসতে বাধ্য হন। তখন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের জোরে I.A.S ভারতীয় প্রশাসন বিভাগে জায়গা পান। অসাম্প্রদায়িক হাড়ে হাড়ে। বাঙলাদেশের প্রতি ওর অনুরাগ ও তার সুখেদুঃখে জড়িয়ে পড়ার অভ্যেস আজও যায়নি। সানাউলের কিছু কেনাকাটা দরকার। দত্তচৌধুরী আমাদের গড়িয়াহাটা পৌঁছে দিলেন। আমি পূর্বপাকিস্তানী আমলে ওকে রসিকতা করে বলতাম আবুল কাসেম দত্তচৌধুরী (A.K)। হৃদয়বত্তায় মানুষটা বদলায়নি আজও। প্রাচীন সুবাদী পেলে উছলে পড়ে। বাড়ী ফিরলাম দুটোর সময়।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। রেকর্ডে কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল।

১৩ নভেম্বর '৮০

দশই নভেম্বরের "টাইম" পড়লাম। ইরাক-ইরানের যুদ্ধে এখন

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক ইরাকের পক্ষে জর্ডান, সৌদি আরব এবং অন্যান্য শেখ শাসিত এলাকা। আর সিয়া ইরানের পক্ষে সুন্নী সিরিয়া ও লিবিয়া। সৌদি আরবের শাসক খালেদ এমনই উত্তেজিত যে গাদ্দাফীর উপর আল্লার লানৎ (অভিশাপ) পড়ুক এমন উক্তি ছাড়া আরো বলেছেন যে গাদ্দাফী ইসলামের বুকে বেঁধা বল্লম। আর গাদ্দাফী বলেছেন যে পবিত্র কাবা শরীফ অধিকারে রাখার যোগ্যতা প্রিন্স খালেদের নেই। কারণ, খালেদ মুসলমান নয়। অন্যদিকে আয়াতুল্লা খোমেনী ঘোষণা করেছেন যে, ইরাকের সঙ্গে সন্ধির প্রশ্ন ওঠে না। যদি সাদ্দাম হোসেন তৌবা (তওবা) করে ও মুসলমান হয়, তখন বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। ইসলামের পয়বন্দ্ (অনুসারী) গণের বিচিত্র আচরণের প্রেক্ষিতে বিবেচ্য রাজনীতির স্রোত কোন দিকে বইতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির যোগসাজশ কীভাবে নেপথ্যে আছে, তা সঠিক জানা যায় না। সুতরাং স্পেক্যুলেশান দূর থেকে করা পণ্ডশ্রম।

সানাউল হকের সঙ্গে লেনিন সরণীর উপর। হঠাৎ কবি সমর সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আজব Coincidence, টুকিটাকি সওদায় বেরিয়ে ছিলাম আমরা। বেশ ভাল ফাউ গেল। অবিশ্যি কবি আর কবিতা লেখেন না।

১৪ নভেম্বর '৮০

সানাউল হক আজ ঢাকা যাবে দুপুরে! দশটা নাগাদ ওদের হোটেলে। দত্তচৌধুরীর দেখাও পাওয়া গেল। ঢাকার মানুষ দেখলে গৃহে ফেরার তাগিদ আসে ভেতর থেকে। সামনে হপ্তায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করব।

দক্ষিণ আফ্রিকার বীরযোদ্ধা নেলসন মেন্ডেলাকে এ বছরের নেহরু পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বিগত ষোল বছর এই মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক বর্ণবৈষম্যবাদী সরকারের জিন্দান্‌খানায়। ওঁর স্ত্রীকে পুরস্কার নিতে ভারতে আসার ছাড়পত্রও সাদা চামড়ারা দেয়নি। সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী ভারতের এই পুরস্কার দানের মনোভঙ্গীটুকু বিশ্বের সকাল সৎ মানুষের নিকট সমাদৃত হবে। ভাল গ্রহীতাই ওরা খুঁজে বের করেছেন।

১৫ নভেম্বর '৮০

আর একজন হিতাকাঙ্ক্ষী খসে গেল—অধ্যাপক জালাল উদ্দীন। ঢাকা কলেজে অনেক দিন অধ্যক্ষ ছিলেন। আমি অধ্যাপক। আমার প্রতি ওঁর অনুরাগ ছিল অন্তহীন। তাই মার্শাল ল' (আইয়ুব আমলে)র কালে নিশ্চিন্তে চাকরী করেছি। আমার যা বলার ছিল ছাত্রদের বলতে পারতাম। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দাপট জালাল সাহেব কাটিয়ে দিতে পারতেন। বিবেকের কাছে জবাবদিহিতা কিছু করতে হোতো না। এমন মানুষ হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রয়াণ দুঃখজনক। ঢাকায় গিয়ে ওকে আর দেখব

www.pathagar.com

না। আজ মনের সঙ্গে মেলাতে আমি অক্ষম। '৭১ সনের সংগ্রামে ঢাকা কলেজ থেকে সতর জন ছেলে শহীদ হয়। ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নের ভাইসপ্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলামকে মিলিটারীর টর্চার করে মেরে ফেলে। আমার কথা ওদের বুকে বিঁধে ছিল বৈকি। কথা ইচ্ছামত বলতে পারতাম। কারণ, প্রিন্সিপাল আমাকে ভালবাসেন। ওঁর বিয়োগ ব্যথা সহজে ভুলতে পারব না। বিদায়, জালাল ভাই। তোমার মৃত্যুসংবাদ কয়েক মাস পরে পেলাম, এমনই বদ-নসীব।

১৬ নভেম্বর '৮০

দেশে ফেরার আয়োজন দেরী হচ্ছে। পাসপোর্টের জন্যে ধর্ণা এবার বাঙলাদেশ মিশনে। মন এগোয় না। অথচ এখানে থেকে বন্ধ্যা দিনযাপন অনর্থক সময়ের অপচয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই আমার রচনা খোলে, অন্যত্র নয়। সামনে হপ্তায় একবার মিশনে যেতে হয়। নিজের তদ্‌বীর, অনুরোধ। নিরুপায়।

১৭ নভেম্বর '৮০

সকাল বেরিয়ে বিবেকানন্দ রোড। কমল গাংগুলি সহ রুদ্রপ্রসাদের ডেরায়। একটা টিকেট দরকার। ব্রেসটের "গ্যালিলিও" জর্মান পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এখানে অভিনীত হবে। নামভূমিকায় শম্ভু মিত্র। সুযোগ হারানো অন্যায়। সেনগুপ্তর বাড়ী থেকে অগিল্‌ভী হষ্টেলে-তরুণ সান্যাল সমীপে। পুরাতন আস্তানা, আন্তরিকতায় চিরনতুন আশ্রয়। কবির সঙ্গে দু' ঘণ্টা। পরে তরুণ কলেজে গেল, আমি রাস্তায়।

হীরক রায় একটা চেক দিয়েছিল শ্যামবাজারের এক ব্যাঙ্কের। দুশ' টাকা ছিল না এ্যাকাউন্টে। ফেরৎ চেক হাতে ভাবলাম, বয়সে তরুণ, লেখক হতে চায় এই প্রকাশক—কথার কোন দাম রাখে না। অন্ততঃ গত ছ' মাসে সে ওয়াদা খেলাফ করছে বিশ দফা। এ কী জাতের আত্মা? লেখক হতে চায় কেন? ব্যবসা করছে করুক। উন্নতি করবে, তার লক্ষণ স্পষ্ট। অথচ ওর সৌজন্যের উপর আমি বিরাট আস্থা রেখেছিলাম।

১৮ নভেম্বর '৮০

সন্ধ্যায় এ্যাকাডেমি হলে Bertold Breacht এর "গ্যালিলিও" দেখতে গেলাম। ডাঃ নীহার রায়ের সঙ্গে দেখা হোলো। কিছু আলাপ। পরে নাটকের আনন্দস্রোতে। লম্বা নাটক। সওয়া তিন ঘণ্টা লাগল। শম্ভু মিত্র এখনও Old lion নন, যদিও আমার চেয়ে দু' বছরের বড়, অপূর্ব অভিনয় এখনও ওঁকে পরিত্যাগ করেনি। একটি নায়ক চরিত্র ঘিরে অন্যান্য জনেরা। তারাও সুন্দর অভিনয় দক্ষতা দেখালেন। গ্যালিলিওর আত্মপ্রত্যাখ্যান উত্তর প্রৌঢ় কালের অভিনয় শম্ভু বাবু নিখুঁত

www.pathagar.com

তুলে ধরেন। গলার স্বর পর্য্যন্ত বদলে গেছে তখন। ব্রেসটিয় সংলাপ মোহিত চট্টোপাধ্যায় ভাল সুর বজায় রেখে তর্জমা করেছেন। গ্যালিলিওর ছাত্র অভিযোগ করে, "দুর্ভাগা সে দেশ যে দেশে বীর নেই।" জবাবে গ্যালিলিও বলেন, "দুর্ভাগা সে দেশ যে দেশের বীর প্রয়োজন হয়।" দৃশ্য একটু শ্লথগতি। তা ব্রেখতের allentation theory নামক বইয়ের জন্যে। নচেৎ তিন ঘণ্টা অগোচরে কেটে যায় যেন কোন সুদীর্ঘ সুন্দর কবিতা পাঠের ভেতর দিয়ে সময় অতিবাহিত। নাটক শেষে গ্রীনরুমে রুদ্রপ্রসাদ, শম্ভু মিত্র ও কিরণ রাহার সঙ্গে দেখা করে রাস্তায় বাস ধরলাম। উত্তমকুমারের কথা বার বার মনে পড়ল। পশ্চিমবঙ্গে এসে তার সঙ্গে কেন দেখা হোলো না পাঁচ বছরেও? এই প্রশ্ন আবার চোখের সামনে স্বোয়াস্তি দিলে না।

১৯ নভেম্বর '৮০

মহরম উৎসবের শেষ দিন। কলকাতায় মুসলমান বস্তিবাসীরা বিশেষভাবে উন্মাদনায় নিমজ্জিত। সামাজিক প্রশ্নে ওদের এই উৎসাহ, উদ্দীপনার সামান্য অংশ করে নিয়োজিত হবে? তা হলে বহু সমস্যা মিটে যেত। এখন মধ্যযুগীয় অন্ধকারে শুধু উদ্যম অপচয়। Depoliticization এর আপিমের জন্যে এক শ্রেণীর বিত্তবান মুসলমান প্রচুর পয়সা যোগায় এই সময়। আশ্চর্য নয়, যদি পেট্রো ডলারও মদৎ দেয়।

২০ নভেম্বর '৮০

খিদিরপুর গিয়েছিলাম বন্ধু বাশারতের সঙ্গে সাক্ষাতে। কিছু দুর্জনের ঈর্ষায় ওদের ছোট কারখানা আজও চালু হয়নি। শান্তিপ্রিয় ছেলেরা পুলিশের কাছেও সাহায্য পায় না। বাশারতের স্ত্রীও কলকাতায়। সকলের সঙ্গে দেখা হোলো। গ্রামের খবর পেলাম এবার বন্যার জুলুম নেই। ভাল ধান হয়েছে। সুসংবাদ বৈকি। বানের জ্বালায় সবলসিংহপুরের চাষীদের দুরবস্থা গত দশ বছর ধরে। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রবি/নিশা গুহ সদনে। চট্টগ্রাম থেকে ১৯৪৮ সনে অধ্যক্ষের এক নোটিসে রবি গুহর চাকরী গিয়েছিল। অপরাধ রাজনৈতিক সচেতনতা। তারপর অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে এপারে এসেছিলেন। বহু লড়ায়ের পর ডাঙা পেয়েছেন। সারল্যে ঈমানদারীতে আন্তরিকতায় মানুষটা পূর্বের সাইনবোর্ডই বহন করেন। ওদের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। আমাদের সাক্ষাতে আলাপ আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে পড়ে রাজনীতি। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

২১ নভেম্বর '৮০

অর্চনা চৌধুরী অনেকদিন খবর না পেয়ে কার্ড লিখেছিল। তারই জবাব না

www.pathagar.com

দিয়ে দশটা নাগাদ যোধপুর পার্ক অভিমুখে। পথে অভিনেতা বিকাশ রায়ের বাড়ী পড়ে। তত্রস্থলে ঢুঁ। বিনা নোটিশে। আধ ঘণ্টায় সাক্ষাৎকার শেষ। চৌধুরী কুমুদ বাবু বাড়ীতে ছিলেন। বেশ ভুগে এতদিনে সুস্থ হয়েছেন। চাটগাঁ থেকে এই প্রৌঢ় বয়সে আবার ছিন্নমূলের অস্তিত্ব সংগ্রাম। বেজায় মেহনতে জেরবার চৌধুরী মশাই। শরীরে টান স্বাভাবিক। আমার হঠাৎ উপস্থিতি। আড্ডার বাসনা তবু পরিত্যাগ করলেন, কাঁধে দায়িত্ব, বেরুতে হবে ওঁকে। আমি কিছুক্ষণের জন্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাড়ী গেলাম। উত্তর-সত্তর বয়সে রায়-মশাই শুরু করেছেন ১৯৩৯-৪৮ এই দশ বছরের পটভূমি নিয়ে এপিক। সেই "সত্যাসত্য" এর পর আবার নতুন এ্যাডভেঞ্চার। বিনা নোটিশে এসেছি। ওর সময় নষ্ট না করে আধ ঘণ্টা পর চৌধুরীদের বাড়ীতে ফিরে এলাম। দুপুরের আহার, ঘুম সেখানেই। বিকেলে চৌধুরী মশাই ফিরে এলেন। সন্ধ্যার সময় বাস Stand পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গী। পথে দোলার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। বড় নিকট-আত্মীয়ের মতই চৌধুরী পরিবার এই ক'বছরে আরো নিকট হয়ে আছে। ঋণ বেড়েই চলে আন্তরিকতায়।

সোজা ধর-দের বাড়ী বাসে পার্ক ষ্ট্রীটের মুখে। ওয়াহিদুল হায়দার চৌধুরী বিশ মাস বয়সের ছেলে নিয়ে ওদের বাড়ী উঠেছেন। তার নাকি ব্ল্যাড ক্যান্সার। এখানে ডাক্তার ঢাকার বিশেষজ্ঞদের মত নাকচ করে দিয়েছে। সেদিক থেকে সুসংবাদ। বাঙলাদেশের বহু জনকে পরিবারিক ঐতিহ্য ধর-মহোদয়েরা আতিথ্য দান করেন। তা নতুন কিছু নয়। ঢাকার কিছু খবর এখানে পেলাম।

২২ নভেম্বর '৮০

World Bank Report এ দেখা যায় (সম্প্রতি প্রকাশিত) বাঙলাদেশে শতকরা ৮৭ সাতাশি জন মানুষ Subsistence Level এর নীচের পর্য্যায়ভুক্ত। মুদ্রাস্ফীতির হার ১৬-২০%। গত আট বছরে সরকার তা রোধ করতে পারেনি। আরো পরিসংখ্যান আছে। জানা নিস্প্রয়োজন। মানুষের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আঁচ কোন পরিসংখ্যানেই বা থাকে? বর্তমান শাসক শ্রেণীর আল্লার দোহাইয়ের উপর এত ভরসা কেন বেড়ে গেছে, তাও ঐ পরিসংখ্যানে লেখা থাকে না। কিন্তু নীরব সংখ্যা কী সত্যিই বোবা?

সন্ধ্যায় টেলিভিশনে ফিল্ম দেখলাম ঃ শরৎচন্দ্রের দেবদাস নাম ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চুনীলালের ভূমিকায় উত্তমকুমার। মেলোড্রামায় ভারসাম্যবিনষ্ট হলেও মোটামুটি ফিল্মটা দেখা যায়। বিষাদময় ঘটনা। আমার কাছে আরো বিষাদময় ঠেকছিল উত্তমের অভিনয়কালে। জীবন্ত মুখোমুখি ওকে দেখলাম না। শিক্ষক ছাত্র সম্পর্কের অবমাননার ফল প্রতিদিন পাচ্ছি। পর্দায় ওর সুন্দর হাসি আজ আমার উপভোগের সীমানায় ধরা পড়ে না। সারাজীবন আমার আক্ষেপ

www.pathagar.com

থাকবে, দেশভাগের মত উত্তমকেও আমি ভাগ করেছিলাম। নাগরিকত্ব বিসর্জন দিইনি, শুধু সাংস্কৃতিক সম্পর্কও ত্যাগ করেছি যেন। নচেৎ এমন শোচনীয় কাণ্ড কী করে ঘটল?

২৩ নভেম্বর '৮০

বুলবনের বইয়ের খোঁজে বেলা দশটা নাগাদ শৈলেন চৌধুরী সদনে। পরে হেঁটে ত্রিকোন পার্ক ঃ প্রণবরঞ্জনের নিকট। ডাঃ নীহার রায় বাড়ীতে ছিলেন। আজ মিনিট পনের ওঁর সঙ্গে। দুপুরে এক গাদা চিঠির জবাব দিতে বসে ভাল লাগল না। শৈলেন চৌধুরীর "বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসঃ চীনের ভারত-নীতি" পড়লাম। জানা ঘটনা। তবু স্মৃতি টাটকা হয়ে গেল আবার। মাওয়ের চেহরা ১৯৭১ সনেই ধরা পড়েছিল বাঙলাদেশের অধিবাসী হিসেবে। তার চেলাগুলো আর কী হবে? ভূতের বাচ্চা ভূতগুলো এশিয়ায় নির্বিঘ্ন কিছু থাকতে দেবে না।

সন্ধ্যা ঃ দেবশরণ-পার্বতীদের সহিত।

২৪ নভেম্বর '৮০

রণক্ষেত্রে ফিরে যাওয়াই স্থির। আজ বাঙলাদেশে ডেপুটি হাইকমিশনে টেলিফোনযোগে কালকের জন্যে Appointment ঠিক করলাম।

২৫ নভেম্বর '৮০

সকাল ন'টার দিকে ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রধান সচিবও ছিলেন। নতুন পাশপোর্টের দরখাস্ত দিয়ে চলে এলাম। আবার ফিরে যাব কোলাবোরেটর জাতীয় সরীসৃপ বোঝাই দেশে। জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ নিয়ে সেখানে কারবার। ফিরে যাব লড়াইয়ের জন্যে।

পঁচিশ তারিখ আজ। উত্তম বিদায় নিয়েছিল পঁচিশে জুলাই। আজ ওর অনুজ তরুণ কুমারের সঙ্গে দেখা হোলো না। ফিরে এসে মাসুদের ডেরায় সত্যজিৎ রায়ের ডক্যুমেন্টারী An inner eye দেখার জন্যে। ক'দিন পূর্বে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। ডক্যুমেন্টারী তাঁর উপর। গত তেইশ বছর শিল্পী দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ থামেনি। সত্যজিৎ রায় এই মানবিক সংগ্রামের এক দলীল তুলে ধরেছেন। সঙ্গে নিজেই ভাষ্যকার। আমার মনে হয় অনন্য। ইংরেজী বাচনভঙ্গীও নিখুঁত। কুড়ি মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র দেখা শেষ করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, মর্মশক্তির তেজ অদম্য। বিনোদবিহারী অন্ধ হয়ে গিয়েও দমে যাননি। আমি চোখ নিয়েও কেন Defeatist এর নাকী কান্নায় প্রতিদিন মুহ্যমান থাকব?

www.pathagar.com

২৬ নভেম্বর '৮০

বিকেলে বসুধা চক্রবর্তী সদনে। সন্ধ্যায় দৃষ্টিশক্তির জন্য আর বেরোতে পারেন না। দাদা ফণী চক্রবর্তীও নিষেধ করেন। দাদার অনুমতি নিলাম ওকে বের করার জন্যে। গন্তব্য হিন্দুস্তান পার্ক। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আজ তাঁর ৯১ একানব্বই জন্মবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা করেছে আঞ্চলিক সাহিত্য এ্যাকাডেমি। আগে দাওয়াৎ পেয়েছিলাম। অনেক পুরাতন-সুবাদী মানুষের সঙ্গে দেখা হোলো। মাষ্টার মশায়ের ছেলে সুমন চট্টোপাধ্যায় আতিথেয়তার কোন ত্রুটি রাখলেন না। অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় আবার নতুন করে। এখন চুয়াত্তর বয়স। বেশ শক্ত আছেন। মনোজ বসু এসেছিলেন। তিনি সেই তুলনায় কিছু জবুথবু। প্রাচীন সতীর্থ সুরেশ মৈত্র, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। "সপ্তাহ" কাগজে "মাষ্টার মশাই" "সু কু চ" নামে একটা প্রবন্ধ এখানে পড়ে দিলাম।

২৭ নভেম্বর '৮০

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "বন্দ (হরতাল) ডেকেছে। সরকার বনাম সরকার। সকাল থেকেই পরিবহন নেই। সুতরাং এদিক-ওদিক করার প্রশ্ন কারো পক্ষে ওঠে না। সকলে গৃহে বা এলাকায় আবদ্ধ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (নাট্যাচার্য যিনি মহর্ষি নামে খ্যাত ছিলেন) এক ভাইপো এই পাড়ায় থাকেন খোঁজ পেয়েছিলাম। ভাবলাম, আজ নিশ্চয় ওকে পাওয়া যাবে। ১৯৬৯ সনে আমার 'ক্রীতদাসের হাসি' নাটকের নাট্যরূপ বেরিয়েছিল। মহর্ষির নামে উৎসর্গীত। তখন বই পাঠিয়েছিলাম এক জনের হাতে ওঁদের পরিবারে পৌঁছে দিতে। সন্দেহ ছিল, পৌঁছেছে কিনা। তাই ওঁর ভাইপো দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্যের কড়েয়া রোডস্থ ফ্ল্যাটে ঢুঁ একটা বইসহ। দিব্য বাবু দিব্যি গৃহে। ওর হাতে বই দিয়ে বড় আত্মিক আনন্দ পেলুম। বিকেল কিছুক্ষণ জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণেশদার সঙ্গে। পরে মাসুদের ভবনে টেলিভিশন সেট সমীপে। কাল ভোরে আমার রুমের বালব্ নষ্ট। আজ বন্ধের দিন। কোথাও কিনতে পেলুম না। তাই দেরীতে বাড়ী ফেরা। তবে টেলিভিশন অনেক আত্মিক সাহস যুগিয়ে দিলে আজ। আফ্রিকার বীরনায়ক নেলসন মেন্ডেলা আজও Racist বর্বর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের জেলে। এবার নেহরু পুরস্কার ওঁকে দেওয়া হচ্ছে। ওঁর স্ত্রীকেও সরকার আসতে দেয়নি। তাই ANC African National Congress এর প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রোম্বো এসেছেন প্রতিনিধিরূপে পুরস্কার নিতে। সব উৎসব-পর্ব দিল্লীতে অনুষ্ঠিত। আজ চোখের সামনে দেখলাম প্রায় পনর মিনিট ধরে। চোখ ভরে গেল। বুক ভরে উঠল। লড়াই ছাড়া জীবনকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার আর কোন পথ নেই।

www.pathagar.com

২৮ নভেম্বর '৮০

কলেজ ষ্ট্রীট বিকেলে। প্রকাশক হীরক রায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ-বিশারদ। নয় মাস ঘুরছি। আজ নয় অমুক দিন। অতঃপর তমুক। আজও ব্যতিক্রম দেখা গেল না। আমি ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে যাব। একটা উপন্যাস 'দুই সৈনিক' ছাপার জন্যে তিন বছর পূর্বে পাঁচ শ' টাকা এডভ্যান্স দিয়েছিল। অতএব, কড়া কথা বলতে অক্ষম। বইটাও ছাপাল না। শুধু Deferred date। আজ এক শুভানুধ্যায়ীর বই কেনা ছিল উদ্দেশ্য। সুতরাং হতাশা-তিক্ততা ছিল না কিছুই। বই কেনা শেষ করে একা কফি হাউসে কফি পান করা গেল। অতঃপর ট্রাম শরণ। ট্রামে কবি মণীন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা। One company half the road। সমবয়সী প্রাচীন জনেরা অনেক মানসিক বিষাদের ভার হাল্কা করে দেয়।

২৯ নভেম্বর '৮০

স্নেহভাজন আব্দুল মতলেব শেষে সত্যি বিদায় নিল দশ বারো দিন রোগ ভোগের পর। কালও ফেরার সময় ওর খোঁজ নিলাম। অক্সিজেনের ছায়ায় তখন সে। রাত্রি ন'টা সাড়ে দশটায় সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকালে গিয়ে আর পেলাম না। ক'মাস আগে মাত্র রিটায়ার করেছিল। তখন তালতলায় থাকতাম। BCS পরীক্ষা দেওয়ার সময় বাঙলা নিয়েছিল। আমার কাছে পড়তে আসত। তারপর কম্‌প্লিন্ট করল, চাকরী হোলো। ডেপুটি কমিশনাররূপে উন্নীত। আবার শেষ দৃশ্য দেখতেও যেন নির্বাসনে এসেছিলাম। স্মৃতি বহু কালের। জগৎপুর সবলসিংহপুর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। ওদের বাড়ীও গ্রামে একবার গিয়েছিলাম। স্মৃতির মিছিলসহ হেঁটে হেঁটে শবানুগমন পার্ক সার্কাস ময়দানের মসজিদ পর্য্যন্ত গেলাম। সেখানে জানাজা হলো। সন্ধ্যায় অনেকখানি হাঁটলাম। মাসুদের বাড়ীতে একটা হাল্কা (সিনেমার) ছবি দেখতে বসেও ভাল লাগল না। বাড়ী ফিরলাম।

৩০ নভেম্বর '৮০

লেখা অন্ততঃ বছর খানেক বন্ধ। এখানে এভাবে সময়ের অপচয়ের জন্য কী নির্বাসনে এসেছিলাম? এই প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম। বাড়ী ফিরে যাওয়াই উচিত। নচেৎ আমার সক্রিয়তা আর ফিরে আসবে না।

সন্ধ্যায় আনমনা দিব্য (বসু) ধামে দিব্যদৃষ্টিপাতে। সেখানে Load shading অন্ধকার। কিছুক্ষণ বসু মশাইয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ শেষে পার্ক সার্কাস।

১ ডিসেম্বর '৮০

পড়া নিত্য সঙ্গী। তাই বেঁচে থাকা। কিন্তু মন ভরে না। সন্ধ্যায় অস্থির চিত্ত।

www.pathagar.com

গ্লোব সিনেমায় পৌঁছলাম। Krammer vs krammer ছবি খানা দেখলাম। তালাকের কাহিনী। মার্কিন পটভূমি, যে-দেশে তিনটি বিয়ের একটি তালাক হওয়া অবশ্যম্ভাবী। শুধু সেদিক থেকে নয়, সিনেমা ফটোগ্রাফির দিক থেকেও বড় সুন্দর ছবি। বাঙালী মনকে সহজেই স্পর্শ করে এই ধরনের আবেগ। জননীর অন্বেষণ-বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, যখন দেশের Ethos এ নানা জটীল দুর্বিপাক। সংগতি-সন্ধানী মার্কিন দেশে সীরিয়াস চিন্তানায়কদেরও চিন্তার বিষয়। এত সম্পদ অথচ আত্মাশূন্য এক সভ্যতার বুকে এই ধরনের ছবি কিছু প্রলেপের কাজ দেবে তা জোর করে বলা যায়।

২ ডিসেম্বর '৮০

বিকেলে কলেজ স্ট্রীট। প্রকাশকের কাছে নয়। বই কিনতে ঃ Six European Directors. গ্রন্থকার ঃ Peter Harcourt ফিল্ম পরিচালকদের উপর রচনা। "প্রকাশ ভবনের" শচীন মুখার্জি ও তার ছেলে স্বপন মুখার্জির কল্যাণে ২৫% কমে বই কিনতে পারি এখন। স্বপন ব্যবস্থা করে দিলে। ফেরার পথে মনোজ মিত্রের নাটক অবলম্বনে ছবি "বাঞ্ছারামের বাগান" দেখলাম। পরিচালক ঃ তপন সিংহ। চোখের দিক থেকে ছবিখানা মনোরম। কিন্তু সবই দৃশ্য প্রায় 'ক্লিশে' জনপ্রিয়তার ঠাটে রচিত ঃ বাইজী নাচ, ভূত, সাপ ইত্যাদি। ফলে, অন্তর্জীবনের দিকে পরিচালক তেমন দৃষ্টি দেননি। ধনী জমিদার হলেই দুশ্চরিত্র এবং ততোধিক দুশ্চরিত্র সন্তান থাকা চাই—এমন সব Crude ব্যাপারে ছবি বোঝাই। নাট্যকার মনোজ মিত্র নিজে নায়ক যাকে ঘিরে কাহিনী। খুব সুন্দর অভিনয় করেন তিনি। ভণ্ডামির মাত্রা পরিচালক ব্যালেন্সে রাখতে পারেননি। ফলে, ছবিখানা সব মিলে যেন 'কেরিকেচার' জীবনের, কাহিনীর। চোখ অবিশ্যি সব ভুলে থাকে। সেদিক থেকে তপন সিংহ ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন।

৩ ডিসেম্বর '৮০

বিহারে পুলিশ বারো জন আসামীকে অন্ধ করে দেয়। এমন বর্বর কাণ্ডও ঘটে। দু'মাস পরে তা নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন ওঠে। পুলিশ এবার আসামী। বিচার হয়ত একটা হবে। কিন্তু যারা চিরদিন অন্ধকারে ঢুকে গেল, তাদের খেসারৎ কে দেবে? মাঝে মাঝে মনুষ্যত্বে বিশ্বাস টেকানো দায় হয়ে পড়ে।

সারাদিন Peter Hercourt এর গ্রন্থখানা নিয়ে বেশ উত্তেজিত কাটল। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ মাসুদ ভবনে। ফেরার সময় মরহুম মতলেবের যে ছোট ভাই আব্দুল জলীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, সে গ্রাম থেকে এসেছে অগ্রজের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। আর্জেন্ট টেলিগ্রাম তিনদিন পরে পৌঁছায়। জগৎপুর গ্রামে শুধু ওই এক ঘর বাসিন্দা

www.pathagar.com

ঃ জলীল। প্রতিবেশীরা হিন্দু। কিন্তু আপন জন। আর আমার বোন আমিনা আত্মীয়শত্রু পরিবেষ্টিত। মানুষই সমস্যা। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন অবাস্তব।

৪ ডিসেম্বর '৮০

ঢাকা হাসপাতালে জহুর হোসেন গুরুতর অসুস্থ। ক'দিন খোঁজ নেই। তাই বসুধা চক্রবর্তী সদনে। ফনীদার শরীরও একাশি বছরের ধর্মপালনে রত। জহুরের কোন সংবাদ ওরাও পায়নি। ইন্দুদির চা খেয়ে বিবেকানন্দ পার্ক ধরে হেঁটে রাসবিহারী এভিন্যু। এক দোকানে, আগে ছিল না, শোকেসে উত্তমের হাস্যনিন্দিত বড় ফটো রেখেছে। দেখামাত্র বুক ধক করে উঠল। ওই সজীব হাসি আমি দেখলাম না। পথে শৈলেন চৌধুরীর বাড়ি মিনিট পনর বসে বাসা-অভিমুখে। মনের ঘোর কাটল না।

৫ ডিসেম্বর '৮০

পিটার হারকোর্টের বইখানা আজ শেষ করলাম। বড় উপকৃত হওয়া গেল। ফিল্ম-পরিচালকদের মুখ নানা চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। জগচ্চিত্র আঁকার নানা প্রয়াস ওদের। আর এক মিডিয়ম। সাহিত্যে তার প্রভাব দেখা দিতে পারে। দুই মিডিয়মের আত্মীয়তা যখন আছে, কম্যুনিকেশন হিসেবে, আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে পরিচালক ও লেখকদের ভাবের আদানপ্রদান হবে অনেক বেশী—আজ এদেশে যা নেই বললেই চলে। সিনেমা এখনও নভেলের Illustration আমাদের নিকট। তাই লেখকদের সঙ্গে পরিচালকের সম্পর্ক সামান্যই।

শরীর সন্ধ্যা থেকে আবার ভাল ঠেকল না। বায়ুর প্রকোপ। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি যদিও। সকালেও তার জের। ঘরে ফেরা তাড়াতাড়ি উচিত রণক্ষেত্রে যা হয় হোক। এখানে এই ক্লান্ত, অবসরপুষ্ট জীবন এখন অসহ্য ঠেকে। এখানে থাকলে Defeatist হয়ে যাব, কল্পনাশক্তি ক্রমশঃ খুইয়ে ফেলব। অবসরপ্রাপ্ত জীবন এমন নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটবে, কোনদিন ভাবিনি।

৬ ডিসেম্বর '৮০

হতাশাকে মুঠির ভেতর দিয়ে পরিবেশের মোকাবিলা করাই ত জীবন। নচেৎ সব অর্থহীন। অথচ আমি ক্রমশঃ আত্মকেন্দ্রিকতায় তলিয়ে যাচ্ছি। যে করে হোক এই ধাঁধা থেকে বেরুনো ছাড়া পথ নেই।

ঈষৎ খারাপ শরীর নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট। যথারীতি প্রকাশক তারিখ দিলে ১০ তারিখ এবং কর্মচারী দিয়ে সন্ধ্যায় টাকা পৌঁছে দেবে। আমি আছি পরখ করে দেখতে মানুষ কতো মিথ্যে কথা বলতে পারে। নচেৎ বইয়ের পাড়ায় বই কিনতে না পারলেও,

www.pathagar.com

আসাই আমার কাছে আনন্দের ব্যাপার। কলকাতার পরিবহন সব মাটী করে দেয়।

৭ ডিসেম্বর '৮০

শ্রীমতী অরুণা হালদার পাটনা থেকে লিখেছিলেন, গত মাসের শেষাশেষি কলকাতা আসবেন। এক হপ্তা হয়ে গেল। এ-মাসের কোন খোঁজ নেই। তাই দশটার দিকে খ্রীষ্টফার রোড। হতাশ। শরীর খারাপ বৌদির। তাই আসা স্থগিত। উষা দেবীর (যিনি আমাকে ইং-ডিকশনারী দিয়ে রেখেছেন চার বছর) সঙ্গে দেখা হোলো। ফেরার পথে রমেন/ইলা মিত্র ভবনে। ব্যাধি-কারারুদ্ধ সিংহ মিত্র এখনও মানব-মিত্র, বাঙলাদেশে জন্ম। বললেন, "ওখানে মাটীতে আমার নাড়ীপোঁতা আছে। সুযোগ পেলে অন্ততঃ একবার যাব আবার।" আসরে পরিচয় ঘটল শ্রী মিহির গুপ্তের সঙ্গে। আন্তরিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ায় দুপুর পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের খোঁজে। শান্তিনিকেতন গেছে। কিছুক্ষণ টেলিভিশনের পাশে বসে ফিরে এলাম।

৮ ডিসেম্বর '৮০

কৃষক নেতা রওশন আলি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবার ঘোরতর অসুস্থ। ৭২ বয়স। ঝড়-ঝাপটার জীবন। আর যেন সইছে না। জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণেশদা, ইলা মিত্র 'দেখ-ভাল" স্বরূপ নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করেছেন। ওয়াহিদুল হক চৌধুরী এখানে যেন রওশন আলির খেদমতে এখন কলকাতায়। ওঁকে দশটার দিকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হোলো। বীরসৈনিক অথচ বৃদ্ধ। ভয় পেলাম, জরা শেষে এমন ভাবেই পাছড়ে ফেলে মানুষকে। খাঁটি ঈমানদারকে দেখে লজ্জা পেতে হয়। শত ···ড়ও নত হননি। সেই জায়গায় আমি কী? আজও আত্মকেন্দ্রিক পতংগ।

সন্ধ্যায় আবার ওঁকে দেখে এলাম।

৯ ডিসেম্বর '৮০

খবর পেলাম, স্বর্গীয় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে এ্যাকাডেমির হলে। আজ শেষ দিন। গিয়ে হতাশ। ছবি আছে, তবে তিনি নাগ দেব-উজ্জয়িনীর অধিবাসী। শিল্পীর সঙ্গে আলাপ হোলো। Semi-abstract প্রচুর রোমান্টিকতার জের নাগ দেবের ছবি। প্রাচীন "অভিসারের" রণন আছে সেখানে শিল্পী রাধার মূর্তি কোলাজ-প্যাটার্ণে এঁকেছেন Perspective-এর নিয়ম মেনে। ফলে, অতীতও তেমন রণন তোলে না। স্পেসের প্রতি ঝোঁক থাকায় শিল্পী ক্যানভাস প্রায় খালি রাখেন। চক্ষুকে টানে এই সব ছবি, মনে রোমান্টিকতার সুড়সুড়ি—বেশী ভেতরে যায় না। শিল্পীকে ধন্যবাদ দিয়ে এগোতে লাগলাম। হেঁটে ফিরে যাব। পথে

www.pathagar.com

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Information Centre. পুতুলের প্রদর্শণী। শিল্পী মা ও মেয়ে যথাক্রমে বারুণী প্রামাণিক এবং মাধুরী গুঁই (বিবাহিত—ফলে অন্য পদবী)। এক কামরায় কয়েক শ' পুতুলের ভিড়। তবু চোখ ভরে উঠল, তথা মন। বাঙালী মেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জন-জীবন, বরবধূ, নাচ ইত্যাদি চমৎকার পুতুলের অবয়বে ফুটানো। মারাঠী, গুজরাটী বরবধূ কলকাতায় যেন মডেল পাঠিয়েছে। Composition অনুযায়ী Stand এ বসানো। বিচিত্র সব ভংগী। এখানে অপরিচিত থাকা গেল না। সুব্রত সেনগুপ্ত এক মুসলমান প্রেমে জড়িয়ে এখন দেশ—বাঙলাদেশ ছেড়েছে (স্ত্রী সহ) ওকে বিয়ে করে। সে পুতুল শিল্পীদের চেনে, পরিচয় করিয়ে দিলে। বড় প্রীত আমি এবং ওরা। ওদের খাতা বাড়িয়ে দিলে কিছু লিখে দিতে।

"এই চোখ এই হাত
যেন সৃষ্টির প্রপাত"

লিখে দিয়ে আবার পথে। হেঁটে পার্ক সার্কাস।

সঞ্জীবের চিঠি পেলাম সন্ধ্যায় ডাকে। ১১/১২/৮০ তারিখে কলকাতা ফিরবে। মননের তরঙ্গে আবার অবগাহন করা যাবে। দিনটা ভালই কাটল।

১০ ডিসেম্বর '৮০

চির-বর্তমান অতীতের গর্তে বন্দী মুসলমান সম্প্রদায়। ওদের কোন ভবিষ্যৎ নেই এই দেশে।

১১ ডিসেম্বর '৮০

জামাই আস্‌গার হঠাৎ উপস্থিত। গৃহহীনের স্বোয়াস্তি থাকে না কুশল জানার পরও। দু'দিন থেকে ব্যাংকক যাবে আপিসের কাজে। দুপুর পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে। বিকেলে Belle Vue নার্সিং হোমে হেঁটে হেঁটে গেলাম স্নেহাস্পদ লীনা শফির খোঁজে—সেখানে অপারেশান হয়েছে ওর। ভিজিটিং সময় নয়। খোঁজ দিলে নার্স ঃ ভাল আছে। বুকটা স্থির রইল না যখন মনে পড়ল, এই নার্সিং প্রিয়তম উত্তম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

আরো উজিয়ে গোর্কি সদনে। সেখানে আফ্রিকার জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় ছবি "Black sun" দেখলাম। নায়কের ভূমিকার (প্রধানমন্ত্রী) অভিনয় আমাকে অভিভূত রেখেছিল। ছবির ভেতর দিয়ে আমি বাঙলাদেশকে দেখছিলাম। অনুন্নত দেশের জন্যে রাশিয়ায় এই জাতীয় ছবি হয়, ওদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। আটটার সময় ছবি শেষ। আমি কলেজ স্ট্রীটের বাস ধরলাম সঞ্জীবের সঙ্গে সাক্ষাতে। আজই বম্বে-ফেরৎ বন্ধু। সামান্য আলাপ। অমল গাঙ্গুলি ও চন্দ্রমাধব বসুও আসরে। ওরা রইল। আমি বিদায় নিলাম বাড়ী ফিরতে রাত সাড়ে দশটা।

www.pathagar.com

১২ ডিসেম্বর '৮০

ব্রেজনেভ সাহেব ভারত-সফরে এসেছিলেন, ফিরে গেলেন। এশিয়ার এই ভূখণ্ড সাম্রাজ্যবাদীদের বিরাট মাথাব্যথা। ইন্দিরা গান্ধীর বৈদেশিক নীতি ওদের চাল মাৎ করে দিয়েছে। চীন এখন ওদের সাঙাৎ। সমাজতন্ত্রী দেশ ও পুঁজিবাদী দেশ পাশাপাশি। অথচ বৈদেশিক নীতির অবয়ব ধারণার বাইরে। ভারতের ত সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে থাকার কথা। অথচ চীন সেই শিবিরে। জীবনকে ছকে ফেলা চলে না। ভবিষ্যৎ আরো প্রমাণ করে দেবে ইতিহাস কোন পথ ধরে চলে।

সন্ধ্যা ঃ সালেক-সুলতানা ও কিছুক্ষণ মাসুদের সঙ্গে।

১৩ ডিসেম্বর '৮০

জামাই তার বন্ধু প্রদীপ গুহর বাড়ীতে উঠেছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কাল ব্যাংকক চলে যাবে। ফেরার পথে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ধীরেন মুখার্জি ও পরে শৈলেন চৌধুরীদের সঙ্গে অল্পক্ষণ। সন্ধ্যায় সালেক সুলতানার বাড়ীতে টেলিভিশনে সিনেমা "পুনর্মিলন" দেখলাম। বাজে ছবি। কিন্তু উত্তমকুমার আছে। আমি ওকেই দেখছিলাম, যাকে জীবন্ত আর দেখলাম না। বাড়ী ফিরলাম বিষণ্ন মনে। শীতও জাঁকিয়ে পড়ছে।

১৪ ডিসেম্বর '৮০

সঞ্জীবের সঙ্গে ১০-১২ দুপুর তক। লীনা শফিকে দেখতে "বেল্‌ভিউ" নার্সিং হোমে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ। শফি এখলাসের সঙ্গে দেখা হোলো। আরো আকস্মিকভাবে দেখা হোলো চাঁটগার এক এ্যাডভোকেটের সঙ্গে। ওর ছেলে মটোর দুর্ঘটনার শিকার, চিকিৎসার জন্যে এখানে নীত। এখানেই শুনলাম, জহুর ভাই-জহুর হোসেন চৌধুরী ১২/২১/৮০ তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। চল্লিশ বছর পূর্বে পরিচয়। শত সহস্র স্মৃতির বাঁধনে আমরা বাঁধা। অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজে এমন মুক্ত-দৃষ্টি আত্মা আর ক'টাই বা আছে? লড়ে গেছেন সারা জীবন জহুর ভাই অন্ধতার বিরুদ্ধে। এত দিনে সৈনিক বিশ্রাম নিতে গেলেন। নার্সিং হোম থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ী ফিরলাম। দেশে ফিরে গিয়ে সেই হাস্যচ্ছটার আড়ালে অশ্রুপাতকারী সদাতাজা প্রাণটিকে আর দেখতে পাব না। এই চিন্তা আমাকে ছেয়ে রইল।

১৫ ডিসেম্বর '৮০

রাত্রে আবার গ্যাসের উৎপাত। ঘুমের ব্যাঘাত। তবু যথারীতি স্নানাদি সেরে রিজেন্ট পার্ক পৌঁছলাম অমিতাভ চৌধুরী সদনে—পূর্বে নির্ধারিত ছিল। নির্বাসন

www.pathagar.com

জীবনে ওঁর আন্তরিকতাও ঝুলিতে সঞ্চিত রাখার মত। শ্রীমতী চৌধুরাণী ও বংশধরের সঙ্গেও আজ মুখোমুখি দেখা হোলো। দু'ঘণ্টার বেশী কাল কেটে গেল নানা প্রসঙ্গের ভেতর হেঁটে। সন্ধ্যা ঃ গৃহে।

১৬ ডিসেম্বর '৮০

আহ্, ন'বছর কেটে গেছে। আবার কোথায় এলাম? এই শহর থেকেই ১৯৭১ সনে এই তারিখে আনন্দমত্ত, যেদিন পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। আজ সেই শক্তিই ঢাকার বুকে, কিন্তু পাকিস্তান গায়েব। শত হতাশার মধ্যে এটুকুই সান্ত্বনা ইতিহাস আবার করোট ফিরবে বৈকি।

এ্যালেক্সি কোসিগিন পরলোকে।

১৭ ডিসেম্বর '৮০

সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে। আজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই বেশী আলোচনা। তিনি রোমান্টিক ধারা এদেশে নিয়ে এলেন ইউরোপে যখন তা মৃত। বাঙলা সাহিত্যের আচোট জমিতে তার ফসল নতুন দৃশ্য নিয়ে এলো। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের মাপকাঠিতে তাঁর স্থান অত উজ্জ্বল নয়। বাঙলাসাহিত্যে নানা Genre তিনি সৃষ্টি করলেন। কিন্তু য়ুরোপীয় মানে তার মূল্য নিষ্প্রভ। রবীন্দ্রনাথ কিছু Mepaphysical কবিতা লিখেছেন–উদাহরণতঃ ধরা যাক। কিন্তু Donne, Croshaw প্রমুখের কাছে কি তিনি দাঁড়াতে পারেন? সঙ্গীত আর এক মিডিয়াম। তার তুলনা কবিতার সঙ্গে না করাই যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা থেকে তাঁর কবিতার বিচার চলে না। আঞ্চলিক মাহাত্ম্যে তিনি নমস্য। কিন্তু পৃথিবীর আয়তন ত ছোট নয়। সমালোচকদের তা মনে রাখা উচিত।

আলোচনার ধারায় উদ্দীপিত সন্ধ্যা। পরে কফি হাউসে দুজনে কিছু কফি পান শেষে আসর ভাঙল।

১৮ ডিসেম্বর '৮০

আজ সন্ধ্যায় যথারীতি হাঁটার রুটিন বজায়ে অনেক পা-চালানো গেল। সার্কুলার রোড (বর্তমানে আচার্য জগদীশ বসু রোড) ধরে মিন্টো পার্ক, ময়রা স্ট্রীটেও ঢুকলাম। তিন নম্বর বাড়ীটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। ভেতরে ঢোকার সব সুযোগ ছিল একদিন। আজ উত্তম নেই। কোন অছিলায় ঢুকব? পাশেই বহুতল দালানটা—যেখানে উত্তম অসুস্থ হয়ে পড়ে, ঝলমল করছে। বিষণ্ন চিত্তে 'বেলভিউ' নার্সিং হোমে ঢুকলাম। আরো এক জন চেনা রোগী বেড়েছে। মটোর দুর্ঘটনায় চূর্ণ অঙ্গ বাঙলাদেশ থেকে আগত। ওকে ও লীনাকে দেখে বাড়ী ফিরলাম

www.pathagar.com

মাসুদ সদনে ঢুঁ মেরে, মিনিট পনর ওখানে। টিভিতে তরুণ কুমার অমৃত বসুর "চাটুজ্জে-বাড়ুচ্চে" নাটকে অভিনয়রত। মনটা আরো খারাপ হয়ে রইল। তরুণের দাদা অরুণকে আমি দেখতে পেলাম না। য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে কলেজের তরফে "সিরাজদ্দৌলার"র অভিনয়ে গ্রীনরুমে গোলাম হোসেনের মেকআপ অরুণের মুখ আবছা আবার দেখতে পেলাম।

১৯ ডিসেম্বর '৮০

আজও হাঁটতে হাঁটতে 'বেলভিউ' নার্সিং হোমে লীনা শফিকে দেখতে। এখলাস উদ্দীন পরিচয় করিয়ে দিলে মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে, আগে থেকেই এদের সঙ্গে পরিচিত। শ্বেত নন দেবী। কৃষ্ণকায়া। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় উনিশ ছ'ছত্রিশ থেকে। মহাশ্বেতার কাকা আশীষ ঘটক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। পিতৃদেব মনীশ ঘটক যুবনাশ্বের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ ১৯৬১ সনে। অনেক দর্শনার্থী কামরায়। ফাঁকে ফাঁকে বাক্‌বিনিময়। প্রথম দর্শনে লেখিকাকে সাধারণ গৃহবধূর মত মনে হয়। ভেতরে প্রচণ্ড তেজ আছে বুঝা যায় না, লেখায় যা প্রতীয়মান। নার্সিং হোম থেকে সোজা বাসায়। দিন যায়। লেখা বন্ধ। এই কথা ভাবলেই শান্তি উবে যায়। অবসরপুষ্ট জীবন ত আমার কাম্য নয়।

২০ ডিসেম্বর '৮০

সঞ্জীবের সঙ্গে সন্ধ্যা। উদ্দীপনার অভাব থাকে না। কারণ, সঞ্জীব নানা প্রসঙ্গে বিচরণশীল, মুক্তির রথে সমাসীন। দেশবিভাগের ফলে, জমিচ্যুত, বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ লোক কীভাবে অস্তিত্বের স্রোতে শ্রেয় বোধের সড়কও হারিয়ে ফেলেছে সে তার বয়ান দিলে। বর্তমানে নকশাল আন্দোলনের স্রোত সেখানেই অধিকাংশ ঘূর্ণী বেঁধেছে—নেতৃত্ব যেখান থেকেই আসুক। দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষে নানা ফল জন্মেছে। এক দিক থেকে সামাজিক মৃগীরোগে—অধিকাংশই সেই ফলের রূপান্তরিত বীজ। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদ-সাহিত্যের বিশেষ Scope আছে সে জন্যেই। মহাশ্বেতা দেবীর জনপ্রিয়তা তাই এত বেশী। বন্ধুবরের গোটা বয়ান প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে টেপ করে রাখার মত। প্রচণ্ড মেজাজে ওকে আজ পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ী ফিরলাম রাত্রি দশটা।

২১ ডিসেম্বর '৮০

অস্থির মন। পাশপোর্ট তামাদী হয়ে গেছে। আজও কোন সুরাহা হোলো না। দশটা নাগাদ বিকাশ রায় সদনে যোধপুর পার্ক। অভিনেতার সঙ্গে কিছু স্মৃতিচারণা করা গেল। পলিতকেশ প্রৌঢ় ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি ঝুঁকেছেন। এই বয়সে নানা

www.pathagar.com

ঘূর্ণীপাকে আবেগের ধর্ণি এমনই হয়। অভিনেতা শিল্পীদের পক্ষে মানসিক দ্বন্দ্ব আরো বেশী। স্থৈর্য রাখা আরো দায়। স্বাভাবিক এমন প্রবণতা। প্রাকদুপুর এখানে কাটল। পরে কুমুদ চৌধুরীদের সঙ্গে। অর্চনার আতিথেয়তা আন্তরিকতা দুই উপার্জন শেষে বাড়ী। সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ময়দানে বইয়ের মেলায়। চার টাকা বেরিয়ে গেল। দৃশ্য দেখব, বইয়ের দোকানে ঢুকব না অস্বোয়াস্তি বাড়াতে। এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের মাসুল—খেসারৎ দিতে হোলো।

২২ ডিসেম্বর '৮০

গত রাত থেকে প্রচণ্ড কাঁচা সর্দি। নাক থেকে জল-নিঃসরণ যেন নর্দমা। প্রথম আজ গরম পানিতে স্নান করলাম। ওষুধও ঢোকালাম শরীরে। অস্থির চিত্তে পথচারী। রাজ্জাক চৌধুরীর বাড়ী গেলাম। মাসুদ, ঢাকা থেকে খুশী খালা এসেছে-গেছে পৌষ মেলায় শান্তিনিকেতন। দুপুরে বাড়ী ফিরে সারা সন্ধ্যা ঘরে। গতকাল কেনা "Anatomy of the Middle East conflict" by G. M. Prinakov সঙ্গী হয়ে রইল।

২৩ ডিসেম্বর '৮০

এ্যালেক্সি কোসিগিনের শেষ কৃত্য এখনও হয়নি। তাসখন্দ চুক্তির সময় ১৯৬৫ সনে তিনি আমাদের চোখে বিশেষ ভাবে ধরা দেন। ৭৬ বয়স। কর্মবহুল জীবন মানুষের সেবায়। এই ভাবেই অন্তিমতা সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

সর্দির জের চলছে। রাত্রে আবার জঠরে বায়ু। ঘুমের ব্যাঘাত। গত বছর এমনই দুর্বিপাক গিয়েছিল।

২৪ ডিসেম্বর '৮০

Acidity প্রচণ্ড। কাঠ বমি। ডাঃ আলি ইমামের কাছে গেলাম। ওষুধ নিয়ে বাড়ী। দুপুরে কিছু খেতে পারলাম না। মুখে দিলে বমি আসে। রাত্রে আধকাপ বার্লি আহার। মনের উপর নানা ঝড়।

২৫ ডিসেম্বর '৮০

সারাদিন প্রায় বিনা আহার। নির্জনতার ভেতর বন্দী। আধ ঘণ্টা পড়লে মাথা ধরে। আজ বইও সঙ্গী নয়। বড় একা।

২৬ ডিসেম্বর '৮০

গত রাত্রি তেমন বায়ুর উৎপাত ছিল না। সকালে কিছু সুস্থ। লাহোরের কবিবন্ধু

www.pathagar.com

কাতীল শেফাইকে পত্র দিলাম। বুল্‌বনকেও খবর দিলাম, আমার Travel permit ত্বরান্বিত করতে। সব ভাবনা বন্ধ। নিষ্ক্রিয়তা কতো দিক থেকে না পেয়ে বসে।

চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র Peoples daily তে খবর বেরিয়েছে—জনাব মাও তার এক গৃহী আত্মীয়কে সাম্যবাদী না হতে উপদেশ দিয়েছে। দেবতাকে দানব বানানোর আরো ভদ্র পথ আছে। চৈনিক কম্যুনিষ্টরা তাও জানে না। মাও থেকে ডি. মাওজেশান (Demaozation) বদ্‌হজম হবে। ইনডিজেশান কখনও স্বাস্থ্যপ্রদ নয়।

২৭ ডিসেম্বর '৮০

ক'দিন পর বাড়ী থেকে বেরুলাম পৌনে ছ'টার দিকে। মাসুদ সদনে টেলিভিশানে "নায়িকা সংবাদ" ছবি দেখলাম। নায়কঃ উত্তমকুমার। এই আকর্ষণেই বেরুনো। প্রীতি কবিতার মত সাধারণ বাঙালী ছবি, কমার্শিয়াল ওভারটোন যথারীতি রক্ষিত। আমি উত্তমকেই দেখছিলাম যেন। বিষাদের আবহ আমার জন্যে। কী করে যে অমন lapse ঘটে গেল। অনুভা গুপ্তা, পাহাড়ী সান্যালকে আবার দেখলাম। দুজনেই পরলোকে। পাহাড়ী সান্যাল '৭১ সনে বাঙলাদেশে সংগ্রামে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। অনুভা গুপ্তাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল, আমার 'জননী' উপন্যাস কখনও ফিল্ম হলে অনুভা গুপ্তাকে দরিয়া বিবি'র ভূমিকায় খুব মানাবে। মুখেই কেমন চাপা বেদনার ছাপ। ভাল অভিনেত্রী ছিলেন, বলা বাহুল্য।

২৮ ডিসেম্বর '৮০

সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ময়দানে বইয়ের মেলায় গিয়েছিলাম। এই ময়দানে ঘুরে বেড়াতেও ভাল লাগে। জাতির মানস-সম্পদের ঝলক পাওয়া যায়। বিভিন্ন Social Forces এর প্রতিচ্ছবিও এখানে স্পষ্ট। প্রগতিশীল বইয়ের বিপণী পাশে প্রতিক্রিয়াশীলেরাও বাদ নেই। অরবিন্দ, বিবেকানন্দ এবং এই জাতীয় গ্রন্থকারদের বইও কম দেখলাম না। বেদ উপনিষদের আড়ৎ অনেক দোকান। 'হরফ' নামক প্রতিষ্ঠানও ওসব ছাপে, যদিও মুসলমান স্বত্বাধিকারী। পশ্চিমবঙ্গে দাংগার আবহ রচনায় এরা নিজস্ব অবদান রাখছে, তা ওরা বোঝে না। বিজিনেস করছে। Busines is business সবই হয়ত অজানিতে। কিন্তু অজ্ঞানতা ত অপরাধ থামায় না। "ইসলামী বুক ষ্টলও" এখানে আছে। নানা Social forces এর নমুনা এই বইয়ের রাজ্যে। বরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু প্রমুখ লেখকদের সঙ্গে দেখা হোলো। ধুলো শুঁকে সর্দিতে সাত দিন ভুগেছি। তাই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

www.pathagar.com

২৯ ডিসেম্বর '৮০

ঢাকা থেকে কাজী আব্দুল ওদুদের মেয়ে, জামাই অধ্যাপক শামসুল হুদা, সন্তান যীশু (ঢাকা কলেজে ছাত্র ছিল) সবাই এসে পৌঁছেছে। ১৯২৮ সনের দিকে বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের স্বল্পকালীন বিকাশেরই এক দ্যুতিখণ্ড অধ্যাপক হুদা। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পমুক্ত। অনেক আগে থেকে চেনা। নানা খবর পেলাম। গত ১৭ জুন সৈনিক শিবিরে কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটে, গুজবেই রয়ে গেছে, বাইরে সংবাদ বেরোয়নি– এমনতর ছোটখাট ঘটনা থেকে ওখানকার প্রবাহ আন্দাজ করা যায়। হুদা সাহেবের চুল যৌবনেই পেকে গিয়েছিল। এবার সত্তর পেরিয়ে বার্ধক্যের ছোঁয়াও পেয়েছেন। ওদের সঙ্গচারিতায় মন বড় গৃহমুখী হয়ে উঠল। শরীর আজ ঈষৎ ভাল। সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে।

৩০ ডিসেম্বর '৮০

বনগাঁ বর্ডার অতিক্রম করার জন্যে চারশ' লোকের এক মিছিল বেরোয়। তাদের দাবী বাঙলাদেশ সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ফলে, বহু দেশত্যাগী। সুতরাং সংখ্যালঘু Homeland চাই। বাঙলাদেশ থেকে ২০ হাজার বর্গমাইল দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। বাঙলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি অথবা সাম্যবাদের Destabilization strategy-র অর্থ এই আন্দোলন জানা যায় না। সাংবাদিকদের কাছ থেকে খবরটি পাওয়া দরকার। আদিম পাপ, পাকিস্তান আন্দোলনের বিষক্রিয়া কতো রকমে না দেখা দিতে পারে।

৩১ ডিসেম্বর '৮০

বছরের শেষ দিন। পেছনে তাকিয়ে বিষাদে মন ভরে যায়। পাঁচ বছর তিন মাস বাড়ী ছাড়া। সৃজনশীল কোন কাজই প্রায় করতে পারলাম না। দুঃখ সেইখানে।

সন্ধ্যায় রণেশদাশহ বইয়ের মেলায়। গোপাল হালদার পাটনা থেকে এসেছেন। অচ্যুত সাহার পুঁথিঘরে দেখা। সেখানেই অনেকক্ষণ কেটে গেল। দুজনে কথায় বার্তায়। পরে ঈষৎ ঘোরাঘুরি এই বইয়ের রাজ্যে। শ্রীসুনীল মিত্র সন্নিধানে কিছুক্ষণ কাটল। ফেরার সময় আবার মন ধাক্কা দিলে। বছরের পর বছর ফুরিয়ে যায়, তুমি কিছু করলে না। মড়ার শরীরও বেঁকে বসে আছে।

১ জানুয়ারী '৮১

স্বাগতম, নববর্ষ। অনেক ভোরে উঠলাম। প্রথমেই মনে পড়ল এই শহরে উত্তম নেই। অদ্ভুত এক বিষাদে ছেয়ে রইল মন।

www.pathagar.com

....নাস্তা সেরে সোজা মির্জাপুর। ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদের বাড়ী। ওদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সঞ্জীবের মুখোমুখি। স্নেহভাজন শিল্পী আমিনুল ইসলাম মার্কিন দেশ থেকে সোজা ওখানে রাত্রি কাটিয়েছে। তিন বছর পরে দেখা। কুশলাদি পেলাম। বাড়ীর জন্যে সংবাদ কিছু সে বয়ে নিয়ে যাবে। দুপুরে বাড়ী ফিরলাম। বন্ধ্যা দিন, বন্ধ্যা সন্ধ্যা। এমনভাবে দিন কাটবে এ বয়সে আগে জানতাম না।

২ জানুয়ারী '৮১

বছরের দ্বিতীয় দিন বৃথাই গেল। আত্মকেন্দ্রিকতায় মগ্ন। এই বেড়া পার হতে অক্ষম। আত্মধিক্কারে ভরে রইল মন অথচ আজ পঁয়ষট্টিতে পা রাখলাম।

৩ জানুযারী '৮১

সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে। ফিরতে ফিরতে রাত্রি দশটা। সঞ্জীব সঞ্জীবনী। মানসিক অবসাদ আর থাকে না।

৪ জানুয়ারী '৮১

বন্ধ্যা দিন। আত্মধিক্কারের স্রোতে মন স্থিতি পায় না। কতো দিন চলে গেল। জীবনের এই প্রান্তে অমূল্য দিনের অপচয়। আর কতো কাল??

৫ জানুয়ারী '৮১

'যুগান্তর' আপিসে গিয়েছিলাম। বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাতে। এখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হোলো। উনি যুগান্তরের employee এবং সাহিত্যিক। জনপ্রিয় কিছু উপন্যাস আছে। আমার একটাও পড়া নেই। ফেরার সময় আশুতোষ বাবু তার গাড়ীতে আমাকে কলেজ স্ট্রীট পৌঁছে দিলেন। সঞ্জীবের সঙ্গে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত। ফিরতি কালে হঠাৎ বৃষ্টি। বেশ দুর্ভোগ গেল ট্রামের ভিড়ে। এক সঞ্জীবের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া ফলপ্রদ মুহূর্ত আজ পেলাম না।

৬ জানুয়ারী '৮১

সত্যেন সেন গত রাত্রি ৮টার সময় শান্তিনিকেতনে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। জেলেই কেটেছে অন্ততঃ বিশ বছর, তারপর বাইরে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রাত্যহিকতা—বছরের পর বছর আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন—তিয়াত্তর বছরের প্রান্ত পর্য্যন্ত এসে থেমে গেলেন—এই মহৎ হৃদয় দেশপ্রেমিক। চোখ হারিয়েছেন গত চৌদ্দ বছর। কিন্তু সাধারণ জন ছিলেন না সত্যেন সেন। 'অভিশপ্ত নগরী' 'পাপের সন্তান' 'কুমারজীব' 'আলবেরুণী' প্রভৃতি যে-সব ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন

www.pathagar.com

সত্যেন সেন—তা বাঙলা সাহিত্যে উজ্জ্বল নিদর্শন রূপে বহুদিন টিকে থাকবে—সবই দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর রচিত। নমস্য এই আত্মা। বাঙলাদেশে 'উদীচী' নামক সাংস্কৃতিক সংস্থা তারই অবদান। দুই বাঙলার মানুষ সত্যেন সেনকে সহজে ভুলবে না—ভুলতে পারে না। আজ গোটা সকাল বিষাদে বিস্বাদ হয়ে রইল।

সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর মোড়ে হঠাৎ পুরাতন ছাত্র কবি সাহিত্যিক আব্দুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিকটস্থ চায়ের দোকানে শিক্ষক ছাত্রে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। মান্নান এখানে এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপর ডক্টরেট করতে।

বন্ধুবর রবি গুহ সত্যেন সেনের মৃত্যুসংবাদ প্রথমে পান। শান্তিকিতেন থেকে ট্রাঙ্ক টেলিফোন মারফৎ। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগে বিফল মন আরো ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। মৃত্যু মৃত্যুই। তবু বিস্তারিত সংবাদের জন্যে উন্মুখ কেন?

৭ জানুয়ারী '৮১

কাজি আব্দুল ওদুদের মেয়ে জামাইরা আজ ঢাকা চলে গেলেন। ক'দিন তিন তলা বেশ সরগরম ছিল। আবার নির্জনতার মধ্যে। প্রাণ স্বভাবতঃই গৃহাগত হয়ে ওঠে।

৮ জানুয়ারী '৮১

সন্ধ্যা সঞ্জীবের সঙ্গে। প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে, ফেরার সময় টের পেলাম। আমার উপন্যাস 'জন্মজন্মান্তর' এর প্রায় এক শ' পৃষ্ঠা বন্ধুবর পড়েছে। ওর প্রস্তাবনা প্রণিধানযোগ্য। ভাষার ঝলক আরো পরিত্যাজ্য। ছবি আরো Meticulous হওয়া দরকার। আমিও একমত বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু লেখা যে বন্ধ হয়ে আছে। কবে আবার জের টানতে পারব জানিনে। বিক্ষিপ্ত মন।

৯ জানুয়ারী '৮১

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। উত্তমকুমারের বাড়ী গেছি। উত্তমকে ঘিরে ভিড়। ছায়া মিলিয়ে গেল। গৌরী দেবীকে দেখলাম নিশিগ্রস্তের মত হাঁটছেন। অনেক লোকের সঙ্গে আমিও কাঁদছি। অসাক্ষাতের আক্ষেপ মনের গহনে ঘাপটি মেরে আছে। এইভাবে আজও তা বেরিয়ে আসে। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় কোন ধাঁধা নেই। কতো ছায়ামূর্তি না দেখলাম সব অচেনা। ঘোড়ায় নসীব চড়িয়ে দেখতে চায়। সবাই রেসের বই নিয়ে ব্যস্ত। আরো অভ্যাগত আছে। বন্ধু চন্দ্র মাধব বসু, তেজনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ। অমল গাঙ্গুলি হাত রুটি নিজে কিনে আনলেন আমার ডিনারের

www.pathagar.com

জন্যে, গৃহে ব্যঞ্জন ছিল। সুতরাং ডিনার সঞ্জীব সদনে। বেজায় ঠান্ডা কলকাতায়। বাড়ী ফিরতে রাত্রি দশটায়—প্রায়। বার্ধক্য লেগেছে শীতে তাই কাবু।

১০ জানুয়ারী '৮১

আমার পৌষ্যি পায়রা ছিল এক জোড়া। পৌষ্যি মানে বুনো—খেতে আসত। এখন ডজন। ক্রমশঃ ব্যয় বাড়ছে। কিন্তু অতিথিদের তাড়াতে অক্ষম। সকালে বিকেলে সব এসে হাজির হবে। এবার কদিন থেকে একটা চড়ুই পাখী থেকে এক গন্ডা চড়ুই এসে জুটেছে। পায়রার সস্তা খাবার বাজারে মেলে না। চাল কিনতে হয়। মোটা চাল দাম কম। তবু ব্যয় ত। জীবনে এমন অপচয় থাকা দরকার। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সব সময় হিসেব থ' পায় না। চীন দেশে সব চড়ুই মেরে শেষ করেছিল। ওদের খাদ্যসমস্যা মিটতে পারে, কিন্তু সেই অনুপাতে মানুষ মেরেছে কত? ভিয়েৎনামের মানুষগুলো চড়ুই হয়ে গেল শেষ পর্য্যন্ত। সাম্যবাদের নামে শয়তান হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। ওরা যারা চড়ুই মেরেছিল, তারাই বাঙলাদেশের গণহত্যার সমর্থন দিয়েছিল কিছু কাল পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ১৯৭১ সনে। চাউ এন লাই (নামটাও বদলে গেছে ইদানীং) য়ের মত জীবজন্তুকেও একদিন নেতা মনে করতাম যৌবনের ঝলকের ছায়ায়। চীন দেশে সাম্যবাদের বিকৃতি ওদের নেতাদের অসংস্কৃত শিল্পবিচ্যুত মানসিক গঠনেই প্রচ্ছন্ন ছিল।

১১ জানুযারী '৮১

ফণী চক্রবর্তী অসুস্থ। সিগারেটের আগুনে উরু পুড়ে গেছে, আগে লুঙ্গিতে ধরেছিল। আশি পেরিয়েও স্মৃতিশক্তির ঘাটতি নেই। কথায় কথায় বাঙলাদেশের কবিতার বইয়ের নাম 'পঞ্চানন কর্মকার ও অন্যান্য কবিতা'র কথা উঠল। পঞ্চানন কর্মকার প্রথম সিসার বাঙলা টাইপ তৈরী করেছিলেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। দু'শ বছর পেরিয়ে গেছে। বাঙলাদেশে জাতীয়তাবাদের যে-হাল তার মধ্যে হঠাৎ সামান্য স্ফুলিঙ্গ দেখলে ক্লিষ্ট মন তবু কিছু তেজ সঞ্চয় করে। ফণী বাবু পরবর্তী কালে নৃত্যলাল শীলের খ্যাতির কথা উল্লেখ করলেন টাইপ প্রস্তুতকারক হিসেবে। উনি বাঙলা সাহিত্যের ছাত্র নন, কিন্তু বাঙালী—সুতরাং এই বয়সেও তাদের নাম ভুলতে অক্ষম। সর্বচর দৃষ্টি এই প্রচার বিরোধী ব্যক্তিত্বকে পশ্চিমবঙ্গ কোন কাজে লাগায়নি—পরম পরিতাপের কথা। আমার আক্ষেপ, জীবনের শেষপ্রান্তে যখন উনি পৌছেছেন, তখন পরিচয় সান্নিধ্য পেলাম। বেশী কথা বললে, ক্লান্ত হয়ে পড়বেন সেই ভয়ে বেশীক্ষণ পাশে বসা দায়। ফণী বাবু বাক-পিয়াসীদের দলে পড়েন। প্রথম ভারতীয় চীফ জাষ্টিশ এই ব্যক্তির কর্মপ্রান্তর আরো বিস্তৃত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। পুঁজিবাদী সমাজে অপচয়ের ধরন নানা রকম।

www.pathagar.com

ইন্দুদির আতিথেয়তার হাত থেকে নিস্তার নেই। বসুধা চক্রবর্তী ঢাকার অনেক খবর দিলেন। জহুর হোসেন চৌধুরীর মৃত্যুর আবহ বার বার এসে পড়ল। বাঙলাদেশের ক্ষতি প্রচণ্ড। কারণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে জহুরের ভূমিকা পালনের মত কোন মাতৃসন্তান নেই।

১২ জানুয়ারী '৮১

Saul Bellow ১৯৭৬ এ নোবেল প্রাইজ পান। এই লেখকের কোন বই আগে হাতের কাছে পাইনি। হঠাৎ ওর "Victim" উপন্যাসখানা পেলাম। সারাদিন তা নিয়ে কেটে গেল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। ঘরে বসে বইপড়া এক মাত্র কাজ। উপন্যাসখানা খুব উপভোগ্য কিছু নয়। লেখকের কলা-কৌশল দেখার জন্যে পড়ে যাওয়া। সাধারণতঃ Gross ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় নয়। তবু নতুন লেখকের সঙ্গে পরিচয়ের জন্যই লেগে রইলাম সারাদিন।

১৩ জানুয়ারী '৮১

Saul Bellow শেষ করলাম। লেখক বর্ণনায় দক্ষ। ঘটনাপ্রবাহ খুব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারঙ্গম। কিন্তু বিষয়বস্তু প্রায় তুচ্ছ। কোন এক ব্যক্তির নিউরোসিস নিয়ে মাথা ঘামান, আর লেখনীর দৌড় সংকীর্ণ। নিউইয়র্ক এলাকা। মার্কিন এক নাগরিকের এসব জীবনধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। উপন্যাস উপভোগে তাও এক বাধা। ভদ্রলোকের আরো বই পড়ে দেখতে হয়। যেহেতু নোবেল লরিয়েট।

সন্ধ্যা। সঞ্জীবের সঙ্গে। আরো অতিথি ছিল। তাই আলাপ জমল না। কোন গভীর আলোচনায় টেনে নিয়ে না যেতে পারলে সঞ্জীবের বুদ্ধির ঝলক অগোচরে থেকে যায়।

১৪ জানুয়ারী '৮১

লেখা বছর খানেক বন্ধ। ভাষা নিয়ে কতো কী ভেবে রেখেছি। সেইভাবে কাজ করব। কিন্তু রচনাই শূন্য। মানসিক স্থৈর্য তাই আরো দূরে সরে যাচ্ছে। এ্যালিস ইন ওন্ডারল্যান্ডে হামটি ডামটি বলেছিল সে কথা বলবে যথা ভাবপ্রকাশে। তার শব্দ বাড়তি বা কমতি হবে না ভাব থেকে। এ্যালিস বললে, প্রশ্ন হচ্ছে শব্দ দিয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ করতে পারবে কী সে? হামটি ডামটির জবাব আজ আমার জবাব ঃ "The question is which is to be master that's all" কিন্তু পরীক্ষায় নামতে অক্ষম। এইভাবে বাঁচা নিরর্থক।

সন্ধ্যা ঃ সালেক-সুলতানার সঙ্গে।

www.pathagar.com

১৫ জানুয়ারী '৮১

অনুন্নত সব দেশে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সিপাই শাসক না ঢুকিয়ে ক্ষান্ত হয় না। নব্য উপনিবেশ বাদে এই বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ প্রকট। সিপাই প্রেসিডেন্টের কাজ দেশের সর্বহারাদের যথাস্থানে রেখে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা। মার্কিন শাসকগোষ্ঠী তাই চায়। ফলে, সিপাইদের টিকিয়ে রাখতে তারা কসুর করে না। অস্ত্রশস্ত্র, নিপীড়ন যন্ত্র সবই ওদেশ থেকে আসে। সাম্রাজ্যবাদের গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে, কোন অনুন্নত দেশে সিপাই শাসন এক হপ্তাও টিকত না। মুমূর্ষু বৃটিশ অর্থনীতি। তারাও বাঙলাদেশে পুলিশ শাসন আরো সুষ্ঠু করার জন্যে ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার পাউন্ড সাহায্য দেয়। এই এক নমুনা থেকেই আন্দাজ করা যায়। ধনী ডলার-সম্রাটদের কথা আর না বললেও চলে। সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে।

১৬ জানুযারী '৮১

ধর্মের পান্ডাগণ দেখা যায়, কায়েমী স্বার্থের বরকন্দাজ সেজে বসে সব যুগে--গোড়ার দিকে যা-ই হয়ে থাক। মার্কিন দেশে ধনতন্ত্রের নীতির সমর্থক প্রায় সব পাদ্রীকুল। গত শতকে দেখা যায়– Henry ward Beecher এক গীর্জা খুৎবায় বলছেন, ১৮৭৫ সনের দিকে "Is the working class oppressed? Yes, undoubtedly it is... god has intended the great to be great little to be little... I do not say a dollar a day is enough to support a working man, but is is enough to support a man.... Not enough to support a man and five children if a man would insist on smoking and drinking beer.... Buta man who cannot live on bread and water is not fit to live." সামাজিক ডারুইন্‌বাদের সমর্থক পাদ্রীর বয়ান শুনুন। তিনি ছিলেন সব চেয়ে বেশী বেতনধারী পাদ্রী এবং বক্তা। বেটা পাদ্রী না Bastard আমার পক্ষে বুঝা দায়। সমস্ত মার্কিন শাসকগোষ্ঠী বর্তমানে এই জারজদেরই চেলাচামুন্ডা। এক শ' বছরে ওরা বদ্‌লায়নি।

১৭ জানুয়ারী '৮১

লাটিন প্রবাদ Ready money is ready medicine বাঙলা করলে মজুদ পয়সা, মজুদ দাওয়াই। বড় জবর প্রবাদ। দায়ে না পড়লে উপলব্ধি দায়।

১৮ জানুয়ারী '৮১

রোববার। '৭১ সন থেকে জড়িয়ে পড়েছেন জ্যোতির্ময় গুপ্ত—সাংবাদিক। এ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী সদনে। কর্তা বাজারে গেছেন। নির্দেশ আমি এলে যেন

www.pathagar.com

অপেক্ষার ব্যবস্থা থাকে। গৃহকর্তী কণা গুপ্তা আতিথেয়তায় প্রচণ্ড মন দিলেন। এদের বংশধর বালক রাজার সঙ্গে বহু দিন পরে দাবা খেললাম একদান। হেরে গেলাম। ইত্যবসরে গুপ্তজী প্রকাশ হলেন। দুজনে বাঙলাদেশ ঘিরে এপার-সেপার করলাম। সাংবাদিক পরিস্থিতি ভাল জানেন। নেতৃত্বের অভাবই ওদেশে ডাল ভাতের চেয়েও দুর্ভিক্ষের শিকার। ধোঁয়ানো পরিবেশ এখনও অস্বচ্ছ। গুপ্তজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খিদিরপুর। বাল্যবন্ধু বাশারৎ, ওঁর স্ত্রী, বৌমা ও স্নেহভাজন ছেলেরা সকলে ছিল। ওদের কাছে প্রশাসনের দুর্বল উপস্থিতির বহু নজীর পেলাম। অথচ বাম-মার্কা শাসন নাকি চলছে এদেশে। ক্লাস-কোলাবোরেটরদের কাছ থেকে তার বেশী আশা করা অন্যায়। ওখানেই দুপুরের আহার নিদ্রা সেরে কলেজ স্ট্রীট অভিমুখে। কবি আতিকুল্লার আসার কথা আছে। কিন্তু অকুস্থল তালাবদ্ধ। আজ বিবেকানন্দের ১১৯ জন্মবার্ষিকীর মিছিলে যানবাহন আক্রান্ত অর্থাৎ প্রায় অচল। Depoliticization এর Force কিন্তু সচল। কাল ইসলামের ১৪০০ বার্ষিকী উৎসব শুরু হবে। দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলরা একজোট এখন। ভিড় ঠেলে বাড়ী পৌঁছলাম। সারা দিনের ক্লান্তি। রাত্রে একটানা ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠলাম। এগারোটা থেকে পাঁচটা।

১৯ জানুয়ারী '৮১

সারাদিন লেখা (No) পড়ার পর সন্ধ্যায় আতিকুল্লার খোঁজে। হতাশ। ডেরা তালাবদ্ধ। একদম রোমান্টিসিজম্ বাদ দিয়ে শুধু মননের সাহায্যে কাব্যের বনিয়াদ গড়ে তোলার পরিশ্রমে মগ্ন আতিকুল্লা। ওর কাব্যসাধনার প্রতি তাই আমার কৌতূহল খুব। দেখাই হোলো না আজও।

২০ জানুয়ারী '৮১

আটটার মধ্যে সঞ্জীব সদনে। ওরা তখনও ঘুমে। পরে জানা গেল, রাত দুটো পর্য্যন্ত আড্ডা দিয়েছে। আতিকুল্লার সঙ্গে পাঁচ বছর পরে দেখা। অসুখের ধকল গেছে গত বছর। তবে শরীরের আদলে তেমন পরিবর্তন কিছু নেই। অন্য কুশলাদি জিজ্ঞাসাই বেশী। কবিতার খোঁজ নিতে পারলাম না। নিছক আড্ডায় দুপুর পর্য্যন্ত ওদের সঙ্গে। পবিত্র কোরানে সংস্কৃত শব্দ আছে কয়েকটি। যথা সংস্কৃতি শৃঙ্গবের থেকে আরবী জানজাবার পরে য়ুরোপে গিয়ে তা হয়েছে ginger (আদা)। সঞ্জীবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "'God Speaks but through human language."

২১ জানুয়ারী '৮১

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সঞ্জীব আতিকুল্লার সঙ্গে। শনিবার ফিরে যাবে আতিকুল্লা। তার বিমান টিকেট কনফার্ম করা ইত্যাদি কাজেও

www.pathagar.com

তিনজন একত্রে। পরে দুপুরে এক রেস্তোরাঁয় আহারও আবার কলেজ স্ট্রীট ফেরা গেল। সারাদিন gentry জীবন।

ইরানে যে সব মার্কিন ৫২ জন জামিন ছিল প্রায় চৌদ্দ মাস পরে তাদের ইরান সরকার ছেড়ে দিয়েছে আলজেরীয়ার মধ্যস্থতায় কয়েকটি শর্তের বিনিময়ে। শর্ত নিয়ে দরাদরি কম হয়নি। আয়াতুল্লা খোমেনী সাম্রাজ্যবাদকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে সকল শক্তি নিয়েও তাদের বিষদাঁত আর তেমন কার্যকর শক্তি নয়। স্যালভাডোরে মার্কিন দস্যুরা এখন সোজাসুজি স্থানীয় গৃহযুদ্ধে নেমেছে নির্লজ্জের মত। অথচ আফগানিস্তান নিয়ে ওদের মায়াকান্নার শেষ নেই। এই ভাবেই সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ ধীরে ধীরে খসে পড়বে তৃতীয় দুনিয়ার মানুষদের সচেতন করতে। ইতিহাসের চাকা বড় ধীরে গড়িয়ে চলে। ইতিমধ্যেই বহু নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ তলায় পড়ে গুঁড়িয়ে যায়। দুঃখ সেই খানে। মনুষ্যত্বের পরাজয় ঘটে সাময়িকভাবে, চিরকালের জন্যে নয়।

২২ জানুয়ারী '৮১

Time (22.12.80) কাগজে দেখলাম, মার্কিন দেশে অপরাধের হার কীভাবে সমস্ত সমাজ জীবন বিষিয়ে তুলেছে। প্রতি ২৭ সাতাশ সেকেন্ডে একটা ধর্ষণ, ডাকাতি, খুন জাতীয় চন্ড অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক কারণ সমাজতাত্ত্বিকেরা বাদ দেননি। আরো তৎসঙ্গে আছে, নানা পর্নোসাহিত্যে টিভি সিনেমায় ভায়োলেন্সের ছবি। একটা মার্কিন কিশোর চৌদ্দ বছর বয়সে এগার হাজার (১১০০০) খুন-জখমের ছবি দেখে। শাসকশ্রেণী এসব জানে বৈকি। কিন্তু ভায়োলেন্সকে উঁচু পিঁড়ে না দিলে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ কী করে টিকবে? বর্তমানে সালভাডোরের দিকে তাকালে স্পষ্ট ধরা পড়ে, Material Basis এর শীর্ষে উঠেও একটা সভ্যতা কতো রুগ্ন, নৈতিকতাহীন।

২৩ জানুয়ারী '৮১

সকালে আতিকুল্লা সঙ্গীবের সঙ্গে। সন্ধ্যায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে গিয়েছিলাম শেক্সপীয়ার সরণীতে ভাষাপরিষদ ভবনে ঃ স্বর্গীয় শাহির লুধিয়ানী স্মরণে সভা, আলোচনা, মুশায়ের ইত্যাদি। সাড়ে ছ'টার জায়গায় সাড়ে সাতটায় সভা শুরু হলো, নির্ধারিত সভাপতি নয়, জন কুড়ি উপস্থিতের একজনকে ধরে। ভদ্রলোক স্কুল মাষ্টারের মত শুরু করলেন, কাব্য কী নিয়ে। শাহির বাদ। লংফিলো Longfellow বড় ইংরেজ কবি ওর মতে। আধ ঘণ্টায় শাহির এলো না ওর ভাষণে। আবোলতাবোল বাৎ। প্রসঙ্গের খেই থেকে আর খেইয়ে অকারণ দৌড়। বিরক্তি ধরে গেল। উঠে চলে এলাম। মরহুম কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের রকম

www.pathagar.com

দেখে মনে হোলো, কেন খামখা খ্যাতিমান হয়েছিলেন তিনি? আমি 'হল' ছাড়ার সময় দেখলাম, তখনও আসল উদ্যোক্তরা কেউ পৌঁছায়নি। শীতের সন্ধ্যা প্রহর। বাইরের বাতাসে সব বিরক্তি ধুতে লাগলাম। হাঁটলাম বাড়ী পর্য্যন্ত।

২৪ জানুয়ারী '৮১

আতিকুল্লা আজ ঢাকা ফিরে যাবে। তাই সঞ্জীব সদনে বেলা দশটা নাগাদ। আতিকুল্লা উদারনৈতিকতার মোহ এখনও ত্যাগ করতে পারেনি। তবু মুক্ত মানব মধ্যযুগীয় খর্পরমুক্ত। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক সেই পথে গড়ে উঠেছিল প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে। স্নেহভাজন জন। সাহিত্যের পথেও আতিকুল্লা কুশলী কবি ও গদ্য লেখক। ক'দিন এদের সাহচর্যে অনেক মানসিক বল ফিরে পেয়েছিলাম। আজ কেমন অস্বোয়াস্তি শুরু হোলো। দুপুরে কল্যাণ/কাজল চৌধুরীদের বাড়ীতে আহার। সেখান থেকেই ওরা এয়ারপোর্টে যাবে। ওদের বিদায় দিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটে যথারীতি প্রতিশ্রুত ভঙ্গকারী এক প্রকাশকের কাছ থেকে হতাশ আবার সঞ্জীব সদনে।

সন্ধ্যায় সঞ্জীব খবর নিয়ে এলো। ঢাকায় সৈয়দ নুরুদ্দীন গত রাত্রে মারা গেছে। নুরুদ্দীন। স্মৃতির আবহে ভাসতে লাগলাম। পরিশীলিত চিত্ত, মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমী এমন বন্ধু ত খুব বেশী মেলে না। সেও হারিয়ে গেল। বাড়ী ফিরলাম রাত সাড়ে ন'টা। বন্ধুজন নুরুদ্দীন। অথচ আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল বার বার।

২৫ জানুয়ারী '৮১

বিষণ্ন প্রভাত। নুরুদ্দীনের গৌর মুখ কতো বার না ভেসে উঠলে সামনে। আজ স্বর্গীয় সত্যেন সেনের মৃত্যুর পর এক সভার আয়োজন-উপলক্ষ্যে রমেন মিত্রের বাড়ীতে জমায়েৎ হওয়ার কথা। এক মৃত্যু যেতে না যেতে আর এক মৃত্যু। ঘরে বসে থাকলে সহজে মনের লাগাম ধরা কঠিন। আজ কোথাও বেরুতাম না, তবু শেষে অকুস্থলে পৌঁছলাম রণেশদাশহ। রণেশ দাশগুপ্তও মর্মাহত। কারণ, সংবাদ পত্রিকার Post Muslim League period-র দুজনেই সহকর্মী ছিলেন। নুরুদ্দীন মূলতঃ কবি। সাংবাদিকতা বেছে নিয়েছিল সমাজসেবার প্রেরণায়। 'মধুব্রত' নামে তখন একটা কলাম লিখত। রণেশদার বাড়ীতে অনেকে এসেছিলেন গোপাল হালদার, রবি গুহ, শৈলেন চৌধুরী, সৌরি ঘটক, তরুণ সান্যাল প্রমুখ। স্নেহভাজন রশীদ আলফারুকী কনভেনরদের নাম ইত্যাদি লেখার (তাও ২ কপি) সব কাজই একা সারলেন। সভার আয়োজন ব্যবস্থা সম্পর্কে আজ আলোচনা করা গেল। ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় কি তৃতীয় হপ্তায় "হল" প্রাপ্তি সাপেক্ষ এক দিনে অনুষ্ঠান হবে। সিদ্ধেশ্বরী সেনের সঙ্গে সাক্ষাতে। কবিজায়ার আতিথেয়তা অস্বীকার

www.pathagar.com

করা গেল না যদিও সময় দুপুর। আমি এক কাপ দুধ খেলাম, তরুণ চা। সিদ্ধেশ্বর সেন বাসষ্ট্যান্ড পর্য্যন্ত আমাদের গিয়ে এগিয়ে দিলেন। আবার বিষণ্নতা ঘিরে ধরল। নুরুদ্দীনের মৃত্যুসংবাদটা মিথ্যে হতো!

২৬ জানুয়ারী '৮১

কয়েক দিন পূর্বে নবেল লরিয়েট আব্দুস সালাম, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। শহরের বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ সাড়া পড়ে যায়। ওঁর প্রতি সকলের, আরো সমীহা বেড়ে গেছে অনেকের, অন্য একটি ঘটনায়। ডাক্তার সালামের অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন অনিল গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমানে বয়স ৮৮ বছর। রোগে শয্যাশায়ী। ডাঃ সালাম ওঁকে শুধু শ্রদ্ধানিবেদনে যাননি, বিশ্ববিদ্যালয়কে বলেন তার শিক্ষককে সম্মাননায় ভূষিত করতে। কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়কে তিন হাজার টাকা ও মানপত্র দান করে। বক্তৃতায় ডাঃ সালাম জোর দিয়ে বলেন, সংস্কারগত অন্ধতা বিজ্ঞানের অন্তরায় হয়ে আছে এদেশে। ওঁর মূল্যবান বক্তৃতায় এই সুর বিশেষভাবে ধ্বনিত। নাম আব্দুস সালাম। কিন্তু মুসলমান নন পদার্থবিজ্ঞানী। কারণ, তিনি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। পাকিস্তান আইন পরিষদ থেকে আইন পাশ হয় আহমদিয়ারা মুসলমান নয়। ভুট্টো তখন প্রেসিডেন্ট। কে জানে, মুসলমান হলে নোবেল পুরস্কার নাও পেতে পারতেন। কারণ, গত পাঁচ শ' বছরে মুসলমানের মগজে বিশ্ব উজালা কোন দীপ্তি এ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান ইসলাম ধর্মের একচেটে তত্ত্বাবধায়ক। ওরা ভালই করেছে আহমদিয়াদের মুসলমান সমাজ থেকে খারিজ করে। না হলে ডাঃ সালামকে নবেল লরিয়েট রূপে হয়ত আমরা পেতাম না।

সন্ধ্যা ঃ সঞ্জীবের সঙ্গে।

২৭ জানুয়ারী '৮১

"It is for the heart to suggest our problems, it is for the intellect to solve them.... The position for which intellect is primarly adapted is to be the servant of the social sympathies." অগুস্তে Comte কঁতের এই নিরীক্ষা অনুধাবন সহজ। কিন্তু প্রয়োগ অত সহজ নয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপ পার হয়ে ক'জনই বা সামাজিক ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারে? নিজের দিকে তাকিয়ে আজকাল এত লজ্জা পাই যে প্রায় বন্ধ্যা দিন আমার সঙ্গী। নানা ধাক্কায় অস্থির। রচনার কাজ গত এক বছর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। এই বন্দীশালা থেকে কবে যে মুক্তি পাব?

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

২৮ জানুয়ারী '৮১

১৯৬৯ সালে গদী পরিত্যাগের মুহূর্তে আইয়ুব খান এক নির্মম বিদায়ী ভাষণ দিয়েছিলেন। দুটি বাক্য আজও মনে আছে "Our present destiny is to move from crisis to for, us there can be no rest relaxation." নিয়তির নাগপাশ আজও আছে, পেষণ আরো দৃঢ়। এমন দিনে জহুর, নুরুদ্দীন নেই। 'সংবাদ' পত্রিকা মারফৎ যেটুকু চৈতন্যের স্বর পরিবেশন করা যেত তাও আর সুষ্ঠু হবে না। এত হতাশা চারিদিকে। বড় ক্লান্তি, বড় ক্লান্তি।

সন্ধ্যায় বন্ধুবর ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের মেয়ের বিবাহ বাসরে। কিছু নতুন পরিচয় ঘটল ওঁর নতুন আত্মীয়দের সঙ্গে। বিধিনিষেধ বাঁচিয়ে সামান্য আহারের পর বাড়ী। তবু কিছুক্ষণ বিষাদের হাত থেকে আজ রক্ষা পাওয়া গেল চিকিৎসকের কল্যাণে।

২৯ জানুয়ারী '৮১

সঞ্জীবের সঙ্গে সন্ধ্যা। সেই আদিম কাল থেকে মারণাস্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা গেল। বর্তমানে আণবিক বোমা সব ওলটপালট করে দিয়েছে। সৈন্যবাহিনী এখন অলঙ্কার মাত্র। কয়েকজন টেকনোক্র্যাট বা যন্ত্রকুশলী কয়েকটি বোতাম টিপে গোটা বাহিনী শেষ করে দিতে পারে। এখন এই যন্ত্রকুশলীদের মধ্যে যদি বিরোধ বাধে—গোটা রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর রূপ বদলে যেতে পারে, পূর্বে Palace politics বা Coup- তে যা হোতো। তবে কী মধ্যযুগীয় প্রাসাদ-রাজনীতি আবার ফিরে এলো নতুন পর্য্যায়ে? মার্কিন দেশে পেন্টাগন এবং হোয়াইট হাউস একটা ব্যালেন্স ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে পরস্পরে। ভবিষ্যৎ পৃথিবী মারণাস্ত্রের কল্যাণে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে? ধ্বংস অথবা মানবেতিহাসের নতুন পদক্ষেপে অনিবার্য, তা অনুমান করা যায়।

৩০ জানুয়ারী '৮১

নীলরতন ও প্রতিমাদের বাড়ী থেকে সকালে ১০টা নাগাদ গোপাল হালদারের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। দাদা সদা "Think tank" আজ ওঁকেই এক স্পেকুলেশানের ভার দিয়ে এলাম। রবীন্দ্রনাথ Romanticism ধারা এদেশে না এনে যদি Pope. Dryden এর Rationalist কাব্যধারা এদেশে আনতেন, তাহলে এদেশে সাহিত্য-সমাজের কী চেহরা হোতো? সবই কল্পনার খেলা হবে এক্ষেত্রে। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। মধ্যযুগীয়তার বহু পাঁক রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন। তবু কল্পনা করতে দোষ কী? গোপালদা ভেবে জবাব দেবেন, বললেন। আর একদিন ওঁর কথা শোনার কৌতূহল রইল। অরুণাদি অসুস্থ তাই একবার দেখা দিয়ে গায়েব হন।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় গোর্কি সদনে। "Operation centaur" নামক রুশ ফিল্ম দেখলাম। চিলির 'ক্যু' বনিয়াদ। প্রেসিডেন্ট ডাঃ আলেন্দের জীবনের শেষ মুহূর্ত ক'টি দেখলাম, একদা যা কল্পনায় ছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘূর্ণী-আবর্তের সঙ্গে পরিচয় থাকার জন্যে এই ফিল্ম আরো উদ্দীপক মনে হোলো। ডাঃ আলেন্দের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন, মেক-আপে তাঁকে সহজে ধরা দায় যে তিনি আসল ব্যক্তি নন। বার বার মনে হচ্ছিল মুজিব জীবনের শেষ অঙ্ক নিয়ে হয়ত একদিন এমন ফিল্ম হবে। বর্তমানে শাসকশ্রেণী ত হত্যা তদন্তের জন্যে গঠিত সদস্যদের ইংলন্ড থাকে বাঙলাদেশে আসার ভিসাই দিল না।

৩১ জানুয়ারী '৮১

সৌদি আরব। তাফেয় নগরে ইসলামী মহাসম্মেলন ২৮, জানুয়ারী তারিখে শেষ হয়েছে। এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপের একটাই উদ্দেশ্য থাকে, সাধারণ মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে যেন বিনাপ্রশ্ন, বিনাজিজ্ঞাসা সমীহা গড়ে ওঠে—যেখানে অন্ধতাই আসল বনিয়াদ। কিন্তু ঢাক ঢোল পিটিয়ে অনেক মহৎ প্রস্তাব পাশ করানোর কোন ত্রুটি থাকে না। এবারও ইসরাইলের কাছ থেকে জেরুজালেম মুক্ত করার ঘোষণা আছে। কিন্তু আর এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে এবং তা বলেছেন সৌদি আরবের বৈদেশিক মন্ত্রী সউদ ফয়সাল যে পেট্রোলকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার তারা করবেন না। ইসরাইলকে পূর্বে ইসলামের চ্যাম্পিয়ান ভূতপূর্ব মৃত শাহ পেট্রোল সাপ্লাই করত। এখনও ইসরাইলের তেল যোগায় মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ। অথবা যে যে তেল ওরা মার্কিন সরকারকে দেয় তাই হয়ত ইসরাইলের কাছে পৌঁছায়। তেল পেট্রোল যদি সমস্ত আরব মুসলমান রাষ্ট্র ইসরাইলকে না দেয়, ওদের তেল খরিদকারী দেশকে না দিতে বাধ্য করে, এক মাসও ইসরাইল সরকার গোঁয়ারতুমি বজায় রাখতে পারবে না। কিন্তু সে উদ্দেশ্য কোন তেল উৎপাদনকারী মুসলিম রাষ্ট্রের নেই। শ্রেণীস্বার্থ এমনই চিজ। পদে পদে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধা। ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি। সে ইসরাইলকে হজরৎ মোহাম্মদের (দঃ) পয়বন্দ ঈমানদার মুসলমান শাসকেরা ত চটাতে পারে না। সৌদ ফয়সালের মহানুভবতা সেই আলোয় ফুটে উঠেছে। মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থ এই ভাবেই রক্ষিত হয়। ইসলামী সম্মেলন নতুন কোন পন্থা নয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এসব জানে বৈকি। তাই তাচ্ছিল্যের সুরে বলতে পারে, 'জেরুজালেম মুক্ত করার কী আছে? ও ত আগে থেকেই মুক্ত।'

১ ফেব্রুয়ারী '৮১

মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। এই সব সফিষ্টিকেটেড হাতিয়ার

www.pathagar.com

ব্যবহারের জন্যে যে সব প্রকৌশলী লাগবে, তা ওদের প্রায় নেই বললেই চলে। তবুও বাতিক জোরদার। তার ফলে, ফ্রান্স আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কারেন্সি Currency চাংগা হয়ে উঠেছে। মোদ্দা কথা স্বার্থ সেখানে নিহিত। সৌদি আরব ইরাকজাতীয় দেশ ত জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবে না। কূটনৈতিক স্বার্থে অস্ত্রসরবরাহকারী স্যাঙাৎদের সন্তুষ্ট রাখাই সেখানে আসল মতলব। তবে এই পথে অস্ত্রের ইলেম রপ্ত করতে গিয়ে ওদেশের মধ্যযুগীয় ভাবধারায় ফাটল ধরবে অদূর ভবিষ্যতে। সেই পথেই বিশ্বের মঙ্গল সূচিত হবে অদূর ভবিষ্যতে। এই আশা পোষণ করেই বর্তমানে সান্ত্বনা পেতে হয়।

সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে। মেঘলা আকাশ আজও। তবে বৃষ্টি ছিল না।

২ ফেব্রুয়ারী '৮১

তিন হপ্তা যে গেল বাড়ীর কোন খবর পাচ্ছি নে। উদ্বিগ্ন মন। সিনেমার একটা বই সারা দিন সঙ্গী।.... ছায়াচিত্রের জগতে নিজস্ব ভাষা আছে, ব্যবহার আছে। কম্যুনিকেশনের সব চেয়ে শক্তিশালী এই বাহন এখন ঔপন্যাসিকের ঈর্ষার বস্তু। তবে শিল্প হিসেবে উপন্যাসের দাম কমবে না, কেবল ব্যবহারিক দিক থেকে। বই ইচ্ছামত পড়া যায় সময়ের তোয়াক্কা না রেখে। সিনেমার ক্ষেত্রে দর্শক দাস। তাকে ভাবারও সময় দেয় না চিত্রপ্রবাহ। অন্যান্য সুবিধা যতই থাক, এই একটি কারণে, উপন্যাস সহজে লোপাট হবে না শিল্পের আসর থেকে। সময়ের দোহায়ে বেঁচে যাবে।

বিকেলে বেশ হেঁটে গোপাল হালদার সন্নিধানে। এখানে প্রশ্ন তুললে জবাব মেলে মনোরম। অনেক জবাব লিখে রাখার মত। তাই ঘণ্টা দুই অনায়াসে সটকে পড়ল টের পাওয়া গেল না। এক ঘুমে রাত কাবার। এ জন্যেই বেশী হেঁটে ছিলাম।

৩ ফেব্রুয়ারী '৮১

যেন কোন কাজ নেই এক এলোপাতাড়ি বইপড়া ছাড়া। অবসন্ন মন। সন্ধ্যায় পার্বতী দাশগুপ্তদের বাড়ী গিয়েছিলাম। সদ্য মাতৃহারা পার্বতী ভেঙে পড়েছে। বাবা-মা ছাড়া অন্য অবলম্বন তেমন কোথায়? স্বামী ত সদাসহচর। এক মাত্র সন্তান জনক-জননীর। শোকেরা আঘাত স্বাভাবিক। বাড়ীতে আরো লোক। বেশীক্ষণ থাকলাম না। পথে চাটগাঁয় চেনা চক্ষুচিকিৎসক ননীগোপাল চৌধুরী ও মাডামের সঙ্গে কিছুক্ষণ। ডাক্তার পরে নিজে ড্রাইভ করে পার্ক সার্কাস পৌঁছে দিলেন। চোখের পাতা ও কোণা আজ দশ বারো দিন ফুলে রয়েছে। আমল দিইনি। হঠাৎ কী মনে হোলো স্নেহাভাজন দিলীপ গুহর চেম্বারে ঢুঁ দিলাম। স্বাস্থ্যের অবহেলার উপর আর এক চক্ষুবিদের উপদেশ শুনতে হোলো এই বয়সে, অবসরপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

অধ্যাপককে। দিলীপ বললেন, ঈষৎ অস্ত্রোপচার দরকার। তার জন্যে Blood suger রিপোর্ট। ঝামেলায় পড়া গেল। বাড়ী ফিরলাম। নিজের উপর অনেক ধিক্কার বর্ষণ সহ। স্বাস্থ্য বাঁচানো মানে পকেট খোয়ানো তা চিকিৎসকেরা জানে না।

৪ ফেব্রুয়ারী '৮১

বইয়ের মেলা রবীন্দ্রসদনের সামনের মাঠে। প্রোফাইল পাশ থেকে যেন শহীদ মুনীর চৌধুরীকে দেখলাম। বাঙলাদেশের আরো কয়েকজনকে মান্নান সৈয়দ, হায়াৎ মামুদ, মুস্তাফিজুর রহমান। অবিকল মুনীর চৌধুরীর প্রোফাইল। তাই যেচে গিয়ে আলাপ করলাম। ভদ্রলোক সুশান্ত বসু-বেলুড় রামকৃষ্ণ কলেজের অধ্যাপক। মুনীরের স্মৃতি এক ঝলক যন্ত্রণা দিয়ে গেল। তারই জের বৈকি এই নির্বাসন। বইয়ের রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে বড় ভাল লাগে। অনেক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল। প্রায় তিন বছর বাদ জয়ন্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা, ফিল্ম পরিচালক ও ফিরোজ চৌধুরীকে নিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি। পূর্বে শৈলেন চৌধুরী লেডিকিনি ও কফি সরবরাহ করেছিলেন। এখনও ধকল সইতে পারি কম না। রাত দশটা বাজিয়ে দিলাম টইটই করে।

৫ ফেব্রুয়ারী '৮১

রক্তে চিনি আছে কি না, পরীক্ষার জন্যে সকাল ন'টা দেশপ্রিয় পার্কের পশ্চিম কোনে Victor health clinic centre এ। ট্রামে বাসে বড় ভিড়। ফলে, গড়িয়াহাটার মোড় থেকে হেঁটে অকুস্থলে। রক্তদান সেরে হেঁটে হেঁটে আবার তথা মোড়ে ট্রাম ধরলাম। বিকেলে বইয়ের মেলায়। আজও জয়ন্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে অনেক ক্ষণ। মেলার মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের বই-ষ্টল এবার আরো জেঁকে বসেছে। রামকৃষ্ণ, বেদান্তমঠ বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বই নয় শুধু এবার 'সাঁই বাবা'রাও ঢুকে পড়েছে। আহমদিয়া, বাহায়ী অন্যান্য ইসলামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন সংযোজন। বইয়ের রাজ্যে সন্ধ্যা ভালই কাটে। কেনার লাভ বেশ কষ্টে থামিয়ে রেখেছিলাম, প্রকাশকের এক শ' টাকা নগদ পাওয়া সত্ত্বেও।

৬ ফেব্রুয়ারী '৮১

জোট-নিরপেক্ষ দেশের সম্মেলনের পূর্বে খসড়া প্রস্তাবের মুসাবিদায় নানা দেশের ভারপ্রাপ্ত জনেরা নয়াদিল্লী হাজির হয়েছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষত বর্তমানে এই আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদীরা যথা-সুযোগ বিভেদের বীজ ছড়াতে কসুর করবে না। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্য্যন্ত হাভানার পর নয়াদিল্লীর এই সম্মেলন নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

প্রায় চৌদ্দ বছর পরে মেলার এত ভিড়ের মধ্যে হাজার হাজার জনের জঙ্গলে—প্রত্নতত্ত্ববিদ পারেশ ইসলামের সঙ্গে দেখা। বড় খুশী হলাম। অন্য দিকে আবহে অস্বোয়াস্তি। পাঁচ বছর এই শহরে থেকে স্নেহাস্পদ উত্তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল না। ষ্টলে ঘুরে ঘুরে অনেক কবিতা পড়া গেল পারেশ কে ছেড়ে দিয়ে। সব কবি মোটামুটি ভাল ভাষা লেখে। কিন্তু কেন তা কবিতা হয় না ওরা জানে না। জীবনজিজ্ঞাসা বাইরে রেখে আত্মকেন্দ্রিকতামগ্ন এরা প্রায় সবাই। 'আমি আর আমার' মার্কা অনেক কবিতা পড়লাম স্রেফ কৌতূহল মেটাতে। বাড়ী ফিরলাম প্রায় রাত দশটা।

৭ ফেব্রুয়ারী '৮১

"When the unifying force disappears from the lives of men and when contradictions lose their content and acquire independence, then the need for philosophy is born: Hegel" হঠাৎ হেগেলের এই পংক্তি ক'টা এক বই পড়তে পড়তে চোখে পড়ল। বহু দিন দর্শনের সঙ্গে আমিও তেমন যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ক্রান্তিকালের এই পর্বে আবার দর্শনের সাহচর্য বড়ো দরকার। স্থির ভাবে বসতে পারতাম কিছু দিনের জন্যে।

সন্ধ্যা ঃ বইয়ের মেলায়।

৮ ফেব্রুয়ারী '৮১

নেচারালিজমের প্রবক্তা এমিল জোলা শেষ বয়সে নির্মম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। লিখছেন, "I must emphasize again and again that the bourgoisie is played out, it has gone over to the reaction in order to maintain its power and its wealth. All hope lies in the forcess of tomorrow which are with the people." আজও সেই প্রতিধ্বনি সত্য।

৯ ফেব্রুয়ারী '৮১

সন্ধ্যায় বইয়ের মেলায় অপ্রত্যাশিত পরিচয় ঘটল O.C. Ganguly-খ্যাতনামা কমার্শিয়াল আর্টিষ্টের সঙ্গে। জানতে পারলাম আমাদের কৈশোরের বিখ্যাত আর্টক্রিটিক অর্ধেন্দু গাঙ্গুলি O.C. Ganguly এঁর দাদু। ইনি অরুণকুমার গাঙ্গুলি। আরো অপ্রত্যাশিত দেখা রবি গুহ, নিশা গুহ ও বুদ্ধপ্রিয়। (আমাকে দুশমন কাকু বলে ডাকে) গুহর সঙ্গে গোটা পরিবার। কফি হাউসের দোকানে। সবাই মিলে খুব জমিয়ে কফি ও সিঙাড়া খাওয়া গেল। রবি গুহ এক সেট রবীন্দ্ররচনাবলী কিনলেন প্রায় হাজার টাকায়। পূর্বে সব ভল্যুম একত্রে পাননি বলে এই দণ্ড। হঠাৎ তাপমাত্রাও কমে গিয়েছিল। অনেক ঘোরাঘুরি করা গেল বইয়ের

www.pathagar.com

পাতা উল্টে উল্টে। পরবর্তী কালে কোন সমাজতান্ত্রিক সমাজের চরম উন্নতির পর্যায়ে জ্ঞানী মানুষ কী ধরনের হবে নানা বিদ্যায় সমন্বিত আজ আবছা কল্পনা করা যায়। তাই বুদ্ধপ্রিয়কে আমার এক বইয়ে লিখে দিলাম–

গোস্পদে করে গেলাম বাস।
তোমাদের জন্যে রইল আকাশ

১০ ফেব্রুয়ারী '৮১

সন্ধ্যায় বইয়ের মেলায়। সকালে বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে, ভিড় তেমন নেই। তবু লোকজন ছিল। অপ্রত্যাশিত আজও রবি গুহর সঙ্গে দেখা। কফির আসর বসল। কিছুক্ষণ। ঠান্ডা জেঁকে পড়েছিল। গায়ের কোট তেমন সহায় নয়। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার আগে আহমদীয়া আন্দোলনের দুটো বই কিনলাম। পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইসলাম ধর্ম শেষে নানা সম্প্রদায়ভুক্ত বিচ্ছিন্নতায় পরিণত। তার ফল, শিয়াসুন্নী ছাড়াও কতো রকমের না শাখা প্রশাখার আমদানী। এসব আন্দোলনের বিশদ ইতিহাস আর কেউ লেখেননি। বিভেদের ভিত্তি কোথায় তাও জানার উপায় নেই। বই দুটো কিনলাম স্রেফ ওদের ইসলামী ভাষ্যের রূপ জানার জন্যে।

১১ ফেব্রুয়ারী '৮১

জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন আসলে জট-নিরপেক্ষ নয়। সম্প্রতি আফগানিস্তান ও কাম্পুচিয়া নিয়ে মতভেদ ইরাক-ইরানে যুদ্ধ আর এক ফ্যাকড়া। বাঙলাদেশের বৈদেশিক মন্ত্রী অধ্যাপনা করতেন। কেরিয়ারিষ্ট এই ভদ্রলোকের কাছে দেশ জাতি কোন কালে তেমন মাথাব্যথার কিছু ছিল না। ইতিহাসের স্রোতে গদীনশীন। অধ্যাপক-সুলভ নসীহৎ উপদেশ দিয়ে এক বক্তিমে ঝেড়েছেন তিনি। বাঙলাদেশকে মার্কিন বুটের তলায় বিকিয়ে এমন সাধুগিরি ফলাচ্ছেন। ভক্তদের এই আচরণ নতুন কিছু নয়।

১২ ফেব্রুয়ারী '৮১

একুশে ফেব্রুয়ারী সম্মুখে। আজ বিকেলে শিপ্রা আদিত্য এসেছিল 'বসুমতী' পত্রিকার সুপারিশেঃ লেখা দিতে হবে। অন্যান্য বাঙলাদেশী প্রবাসীদের সংগ্রহও ওর কাছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্মারক এই দিনের কথা প্রতি বছর মনে হয়। দু'বছর কিছু লেখা হয়নি একুশের উপর। ঢাকায় থাকলে তার যো ছিল না। লিখতেই হোতো। এখানে কদ্দূর যেতে পারব জানি নে। শিপ্রার জন্যে আরো ম্যাটেরিয়াল যোগাড় করে দিতে তাই মাসুদ ভবনে হানা। সেখানে একটা সংকলন পাওয়া গেল একুশের উপর। বসুমতীর রিপোর্টার চলে গেল। আমরা দুই প্রৌঢ়

www.pathagar.com

সময় হত্যার কাজে মেতে রইলাম। ফেরার সময় আত্মধিক্কার। খামখা দিন যাচ্ছে। পড়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই যেন পৃথিবীতে।

১৩ ফেব্রুয়ারী '৮১

স্নেহভাজন কামালুজ্জামান ফ্রেড হ্যালিডে লিখিত "Arbia without Sultans" বইখানা পাঠিয়েছেন তিন পাউন্ড খরচ করে। অশেষ ধন্যবাদ তাকে। মধ্যপ্রাচ্যে তেলে বিত্তবান তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হালচাল বিশদ জানা যাবে। ধর্মের নামে ধনদৌলত রক্ষার ফন্দী ওদের চেয়ে আর কেই বা জানে? সারা দিন বই নিয়ে কেটে গেল। সন্ধ্যায় হেঁটে এলাম অনেক দূর। কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য মাসুদের সঙ্গে।

১৪ ফেব্রুয়ারী '৮১

নিজের বই তাই নোট রাখছি নে। হ্যালিডে সাহেব আরব শেখগুলোর মুখোশ যেভাবে খুলে ধরেছেন তা প্রশংসনীয়। বিশ্ব পুঁজিবাদ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সৌদি আরব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কীভাবে গাঁটছড়া বেঁধেছে এবং পার্শ্ববর্তী প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলো রক্ষায় তৎপর তার বয়ান আছে উপরোক্ত পুস্তকে। পুরাতন দাগাবাজির কাহিনী। কিন্তু হ্যালিডে সাহেব দলীল প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন, তাই সৌদি আরবের উপর পরিচ্ছেদ এত মূল্যবান। সৌদি কুড়ি কোটি টাকা খরচ করে রিয়াদে প্রাসাদ গড়ে তোলে। রাজকোষে টানাটানি। সেই অপরাধে সৌদ গেল, এলো ফয়সল। সে অস্ত্রে বহু কুড়ি কোটি ব্যয় করলে মার্কিন যোগ সাজশে। মার্কিন অস্ত্রের এক বড় খরিদ্দার সৌদি আরব, ইরান। ইসলামের মোহাফেজ এই সব চিড়িয়াদের গতিবিধি বিচিত্র নয়, শুধু Vulgarly mundane ওদের তৈলমন্ত্রী জাকি ইয়েমেনী হাভার্ডে লেখাপড়া করেছে। পাকস্থলী মার্কিন, মুখ ইসলামী। এই অশ্বেতর প্রাণী কিন্তু কোরান-হাদিস যথারীতি আওড়ায়। সারাদিন হ্যালিডের সঙ্গে কাটল উত্তেজিতভাবে। বিকেলে প্রত্নতত্ত্ববিদ পারেশ ইসলাম কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেলেন। সন্ধ্যায় এ্যাকাডেমীতে নাটক দেখতে গেলাম ঃ রামগিরির গুমটি ঘর। নেমন্তন্ন করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (বিখ্যাত অভিনেতা) পুত্র দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য। পুত্রও ভাল অভিনেতা। কিন্তু দুর্বল নাটক। গতানুগতিক রোমান্টিক। প্রযোজনা কিন্তু সুন্দর। বেশ মনোরম সন্ধ্যা কেটে গেল।

১৫ ফেব্রুয়ারী '৮১

পাঁচ শ' পাতার বইখানা শেষ না করে স্বস্তি নেই। সারাদিন শুধু পড়া। সন্ধ্যায় দেবশরণ দাশগুপ্ত সন্নিধানে। সদ্য মাতৃহারা পার্বতী। অবয়বে শোকের

www.pathagar.com

ছায়া। এই আবহে আর এক দাশগুপ্ত প্রতিবেশী এলেন। আমরা তিনজনে রাত্রি নটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। ফেরার সময় পুরাতন বইয়ের দোকানে রাধাকৃষ্ণাণের Hindu view of life পেলাম মাত্র দেড় টাকায় দরাদরির পর। ট্রামে বসে কিছু পড়া গেল। সস্তায় এমন মূল্যবান সওদা সব সময় করা যায় না। অবিশ্যি রাধাকৃষ্ণাণের মতামত শ্রদ্ধা করার মত কিছু নয়। তবু বই বইই—সর্বাপেক্ষা নিকটতম সুহৃদ।

১৬ ফেব্রুয়ারী '৮১

প্রায় দেড় মাস বাড়ীর খবর পাইনি হঠাৎ ভয়ানক উচাটন মন। কে কেমন আছে? সেই প্রশ্নে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। বিকেলে লেখাপড়া ছেড়ে সঞ্জীব-সদন পানে ধাইলাম–আনমনা হওয়ার এমন বিশেষ ক্ষেত্র আর নেই কোথাও। কিন্তু আরো অতিথি ছিল। ফলে, মানস-প্রসার এগোল না। কথা রয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত সঞ্জীব এগিয়ে দিয়ে গেল।

১৭ ফেব্রুয়ারী '৮১

মা, তোমাকে এই সকালে স্মরণ করছি। জনমুখরিত গ্রাম ও পরিবারে জন্মছিলে এই পশ্চিমবঙ্গে। আর এক বঙ্গে গলির ভেতর শত নির্জনতা বুকে তুমি পৃথিবী ত্যাগ করে গেলে। তোমার সন্তান তোমার পশ্চিমবঙ্গেই তোমার নির্জনতা নিজের বুকে তুলে নিয়েছে। ১৯৭২... ১৭ ফেব্রুয়ারী থেকে তোমাকে আর দেখিনি। ১৯৭৫ থেকে সাড়ে পাঁচ বছর আমি আমার সন্তানদেরও দেখিনি। এই একাকিত্ব তোমারই স্মারক। এত ভালবাসতে আমাকে। তার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি। তোমার স্মৃতি আমার কাছে দাবদাহ রূপেই বারবার ফিরে আসে। আমার হাতে সঁপে দেওয়া তোমার ফনুর কাছ থেকেও আমি ছিটকে পড়েছি দূরে। চিরকাল তোমার অবাধ্য হয়েই রইলাম। ক্ষমা করো, জননী।

বসুমতী পত্রিকায় একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে একটা লেখা দেব, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বিষণ্নতা তাড়ানোর জন্যে কাজে ডুবে যাওয়াই উত্তম প্রতিষেধ। সারাদিন তা-ই নিয়ে। বিকেলে শিপ্রা আদিত্য লেখা নিতে এলো। আরো এলেন রণেশদা। পরে সন্ধ্যায় হাঁটলাম অনেক ক্ষণ। বিষণ্নতা সহজে যায় না। মাসুদের কাছে গেলাম। সেখানে টেলিভিশনে অষ্ট্রেলিয়া-ভারতের টেষ্টক্রিকেট ম্যাচ দেখে কিছুক্ষণ আনমনা। ফেরার সময় মার স্মৃতি বারবার হানা দিয়ে গেল।

১৮ ফেব্রুয়ারী '৮১

চোখে অঞ্জলি নিয়ে প্রায় এক মাসের উপর কাটল। কোন ব্যথা ছিল না।

www.pathagar.com

ফলে, গ্রাহ্য করিনি। লেখাপড়া সমান চালিয়ে গেছি। স্নেহাস্পদ ডাঃ দিলীপ গুহ আর ক্ষান্ত দিতে নারাজ। গত কাল অস্ত্রোপচার করে ছাড়লো। ডান চোখে ব্যান্ডেজ। বাঁ চোখ খোলা। ১৯৪০ সনে চল্লিশ বছর পূর্বে তিন দিন চোখ বন্ধ ছিল। এই শহরে মুসলীম লীগারের প্রহারের ফল। স্থান মুসলিম ইনষ্টিট্যুট। আবার সেই শহরে চোখ নিয়ে বিপন্ন। চব্বিশ ঘণ্টার পরে ব্যান্ডেজ খোলা হোলো। বারেক কাল সুনীল মিত্র, রণেশদা বিকেলে পূর্ণ করে গেলেন আর সকাল ভরিয়ে রেখেছিল উজ্জ্বল চক্রবর্তী, বিজয় শ্রীবাস্তব ও বচন সেন—নচেৎ অস্থিরতা প্রচণ্ড বাড়ত। সারাদিন বিনা লেখাপড়া বা কাজছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে নাকি? বাড়ীর খবর পাইনি প্রায় দেড় মাস। উদ্বেগের সেই আবহ মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ব্যতিব্যস্ত রাখছিল।

২০ ফেব্রুয়ারী '৮১

আজ হ্যালিডের "Arabia without Sultans" ৫১০ পৃষ্ঠার বিরাট বই শেষ করলাম। বইখানা Reference এর জন্যে বেশ সঞ্চয় করে রাখতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে তথাকথিত মুসলমান রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদীরা কীভাবে আধিপত্য বজায় রেখেছে পারস্পরিক স্বার্থে তার বিপুল প্রামাণ্য দলীলসহ অজস্র তথ্য মিষ্টার হ্যালিডে সংগ্রহ করেছেন। এমন Ready reference সহজে হাতছাড়া করা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ বা তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোকে ক্রমশঃ তাদের জুনিয়র পার্টনার করে নেয় স্থানীয় শাসকশ্রেণীর সঙ্গে দোস্তালী পাতিয়ে। এক দিকে সাম্রাজ্যবাদ এদের মধ্যে পেল Base অন্য দিকে স্থানীয় শাসকশ্রেণী জানে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে টিকে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং জুনিয়র শরীক হতে তাদের খুব বেশী চিন্তা করার প্রশ্ন কোথায়? মধ্যপ্রাচ্য ভেতরে নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও সৌদি আরবই এখন পালের গোদা। ইরান আয়াতুল্লা খোমেনীর কোপে খসে গেছে। কিন্তু ইরাক এসে জুটেছে। ওই এলাকায় ইজরাইল থাকায় এক দিকে ওদের খুব সুবিধে। ইসলামের জিগীর তুলে শ্রেণী বিভেদ খুব সহজে ভুলিয়ে রাখা যায়। হ্যালিডে সাহেবকে ধন্যবাদ, পটভূমি ইতিহাসসহ তিনি মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশগুলোর রাজনৈতিক মুখোশ চমৎকার ভাবে খুলে দিয়েছেন। স্নেহাস্পদ লাবলুকে (কামালুজ্জামান) লিখব সে যেন ঢাকায় বইখানার আরও কপি পাঠিয়ে দেয়।

চোখ নিয়ে গণ্ডগোল যায় না। আবার উপরের পাতা ফুলেছে। দিলীপ গুহ আরো দাওয়াই বদলালেন। পরে সুলতানা-সালেকের সঙ্গে কালক্ষয় করে এলাম। অধ্যাপক ইরফান হাবীবকে আলিগড় য়ুনিভার্সিটি থেকে বের করে দেওয়ার ধুয়া তুলেছে জামাতে ইসলামীর ছাত্ররা। কারণ সে "রুশী দালাল।" Sunday পত্রিকায়

www.pathagar.com

তার বিবৃতি ও সংক্রান্ত ঘটনা সুলতানাদের বাড়ীতে বসেই পড়ে নিলাম। একদা পাকিস্তান তৈরীর জন্যেও ছাত্ররা আলীগড়ে প্রগতিশীল অধ্যাপকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। জের পাকিস্তান হওয়ার পরও কাটেনি। কারণ, শোষকশ্রেণীর আচরণ ত বদলে যায়নি। শুধু রূপের তফাৎ। ঠিক এই সময়ে রাওলপিন্ডিতে পাকিস্তানের ছাত্ররা লড়ছে জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে। শ্লোগান ঃ গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও। তারুণ্যের যাত্রাপথ ত তেমনই হওয়া উচিত। আলীগড়ের ছাত্রেরা ত অন্য দেশের নাগরিক। এখানে পরিস্থিতি আলাদা। সুতরাং আদল আলাদা।

২১ ফেব্রুয়ারী '৮১

ঢাকার প্রভাত ফেরি থেকে আজ ছ'বছর আমি দূরে। বাঙালী মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদে দীক্ষাদানকারী এই দিন কখনও ভুলতে পারব না। খুব ভোরে উঠেছিলাম। চারটে। বার বার মনে পড়তে লাগল এবং মুখগুলো ভেসে উঠল ঃ সাড়ে পাঁচ বছর ছেলেগুলোর মুখ দেখতে পাইনি। কী করে এত কাল কাটিয়ে দিলাম? দেড়মাস ওদের খবর না পেয়ে আরো উচাটন মন। অস্থিরতা এড়াতে গেরস্থালির কাজে লেগে গেলাম।

সন্ধ্যা ঃ আনমনা হেঁটে হেঁটে রাস্তা জরীপ শেষে ডেরায়। আবার বই নিয়ে। এক রোজনামচা ছাড়া লেখার কোন কাজই নেই। আহ, কতো দিন এই যন্ত্রণা ভোগ করব?

২২ ফেব্রুয়ারী '৮১

সকাল রমেন মিত্রের বাড়ী। স্বর্গীয় সত্যেন সেনের স্মৃতিসভার আয়োজন উপলক্ষ্যে। দুপুরে স্নেহাস্পদ শ্রীবাস্তব বিজয়ের সঙ্গে ভবানীপুর উজ্জ্বল সিনেমায় "আলবার্ট পিন্টো কা গুস্‌সা কিউ আতা হ্যায়" দর্শনে। খ্রীষ্টান শ্রমিক পরিবারের কাহিনী। খুব ভাল লাগল ছবিখানা। পরিচালক সিনেমার ভাষা রপ্ত করেছেন এবং সোচ্চারে তিনি প্রচারধর্মীতার খর্পরে পড়েননি। হাজার হোক, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে শ্রমিকশ্রেণী এখন offensive এ এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাহিনীকার, পরিচালকের আবির্ভাব ঘটবে না, এমন ত নয়। পরিচালক সৈয়দ মির্জা শ্রমিকশ্রেণীর শিল্পপরায়ণ পথিকৃৎ নকীব। এত ভাল ছবি। আর একবার দেখব টেকনিকাল কলাকৌশল জানতে। এখানে এমন ছবি হয় আর বাঙলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবসেও পুলিশের লাঠি চলে, নির্যাতনের রোলার অব্যাহত থাকে।

২৩ ফেব্রুয়ারী '৮১

সন্ধ্যায় স্বর্গীয় সত্যেন সেনের স্মৃতি সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য

www.pathagar.com

কেন্দ্রে। বাঙলাদেশে সত্যেন সেনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবদানকেই বা বিস্মৃত হতে পারে? দুই চোখ হারিয়েও তিনি যেভাবে লেখনী চালিয়ে গেছেন, আমার কাছে অতি-বিস্ময়কর ব্যাপার। সাধারণ মানুষ ত তিনি ছিলেন না। সভায় অনেকে তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা করলেন। আমি মনে মনে সত্যেন বাবুর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের সাক্ষাতের কথা স্মরণের চেষ্টা পেলাম। আশ্চর্য, দু'দিনের কথা মনে হোলো। বাকী স্মরণই করতে পারছিলাম না। বিস্মৃতি-ব্যাধি আরো প্রকট হলেই বোধ হয়, ডোটেজ 'Dottage' এর সূত্রপাত ঘটে। তবু সন্ধ্যা ভালই কাটল। অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা গেল সহজে।

২৪ ফেব্রুয়ারী '৮১

আমার তুরহান আজ কোথায়? ঘুম ভাঙতেই এই প্রশ্নের চক্করে ঘুরতে লাগলাম। সতর বছর কেটে গেছে। ওর শান্ত সেই মুখের আদল ভুলতে পারি নে কেন? বিষণ্ন সকালে খুব উঠতে হোলো। গেরস্থালির কাজ থেকে মুক্ত হওয়ার কোন পথও নেই আজ। সাড়ে পাঁচ বছরে কতো প্রিয়জনের মুখদর্শন থেকে বঞ্চিত আছি। আজ একটি মুখ বার বার আমাকে হাতছানি দিয়ে যেতে লাগল। সকালেই দেখা করতে এলো স্নেহাস্পদ গিয়াস। সেও পাঁচ বছর ঘর ছাড়া। কলেজে পড়ার সময় আওয়ামী লীগের ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতির সূত্রেই বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এদেশে। কথায় কথায় বললে গিয়াস আজ তার জন্মদিবস। তুরহানের মৃত্যুদিবসে সে আবার আমার নিকটে এসেছে। পাঁচ বছর নানা অনিয়মের শিকার, তবু সুঠাম স্বাস্থ্য এই যুবকের মধ্যে আমি আমার হারানো সম্পদই যেন দেখতে পেলাম। দুজনেই পরে বেরিয়ে ট্রাম ধরলাম। গিয়াস শিয়ালদায় নেমে গেল, আমি কলেজ ষ্ট্রীট সঞ্জীব সন্ধানে। দত্তকুলোদ্ভব বাসায় ছিল। পরে মণি সেন এলেন। বেচারা অসুস্থতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, আদলে প্রকট। তিনজনে কথায় কথায় আত্মযন্ত্রণা অন্ততঃ ভুলে থাকতে পারলাম। রাজনীতির প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের বর্তমান প্রস্তাবিত প্রেসিডেন্টের কথা উঠল। প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু কন্যা হাসিনা। আওয়ামী লীগ অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষতা। হয়ত পার্টি একদম ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই এই প্রস্তাবের উদয়। কিন্তু হাসিনা দিল্লীপ্রবাসী বর্তমানে। বিরোধী শক্তিগুলো আওয়ামী লীগকে ভারতীয় এজেন্টরূপে প্রচার করতে সুযোগ পাবে। বর্তমান সরকারকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারে একমাত্র আওয়ামী লীগ। তার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে তোলার জন্যে B.N.P. র প্রেসিডেন্ট এমন ষড়যন্ত্রও হয়ত করতে পারে। বর্তমানে নেতাদের ঈমান সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কোর্টের দুই উকীল দুই পক্ষের হয়ে আদালতে একবার কলহ চালায়। তার অর্থ নয় যে তারা পরস্পরের শত্রু। রুজিরোজগারের জন্যে এমন ঝগড়া না করে উপায় নেই।

www.pathagar.com

বাঙলাদেশের রাজনীতি এখন আদালতের খেলায় পরিণত নয়, কে বলতে পারে? দুপুরে বাড়ী ফিরে ঘুমোলাম, বিকেলে লেখাপড়ায় তেমন মন বসল না, তবু বই নিয়ে বসে রইলাম।

২৫ ফেব্রুয়ারী '৮১

লাহোরের কবি কাতিল সেফাই ও বন্ধু খতীবকে পত্র লিখলাম। বেচারা খতীব। বাঙলাদেশী বন্ধুদের প্রেমে শেষে খোয়ার। কতো দুঃখই না সইলে। এখন দিল্লীতেও আর থাকতে পারল না। রোজগার অপ্রচুর। বম্বে চলে গেছে, সেখানেও মেয়ে অসুস্থ। বম্বে থেকে কাজি তওফিক এসেছেন দু'দিনের জন্যে। সন্ধ্যা ওদের সঙ্গে কেটে গেল।

২৬ ফেব্রুয়ারী '৮১

বেলা নটার দিকে সঞ্জীব সমীপে। জীবনের এই প্রান্তে এসে সুহৃদ পাওয়া গেছে, যার কাছে জ্ঞানচর্চা প্রায় ধ্যানের মত। কোথায় আড্ডায় বসলে ক্লান্তি আসে। কারণ, সীরিয়াস কথাবার্তায় কারো ঝাঁপ দেওয়ার গা থাকে না। সঞ্জীব একমাত্র ব্যতিক্রম। নানা বিষয়ের দিকে ওর চোখ সেই যৌবনকাল থেকে নিবদ্ধ। সুতরাং বিস্তারও অধিক। ফলে, তাড়াতাড়ি গুরুত্বই গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। সঞ্জীব তিন মাসের জন্যে কলকাতা থেকে উড়িষ্যা চলে যাচ্ছে। আমিও যদি অনুমতি পাই ঘরে ফিরে যাব। বহুদিন আত্মার বেদনাহর প্রশান্তিদাতা এমন সুহৃয়ের সঙ্গে হয়ত দেখা হবে না।

হঠাৎ এসে পড়লেন বাচ্চুদা—সত্যপ্রসন্ন দত্ত। "পূর্বাশা" পত্রিকার প্রাণপুরুষ—তথা বাঙলা সাহিত্যের এই একনিষ্ঠ প্রেমিক বর্তমানে একাত্তর বছর বয়সে প্রেস ইত্যাদি খুইয়ে এখনও স্বপ্ন দেখেন। হতাশায় ছায়া নেই কোথাও ওঁর কথায়। রাজনৈতিক মতভেদ আমার সঙ্গে সঞ্চয় ভট্টাচার্য, সত্যপ্রসন্ন প্রমুখের সঙ্গে কম ছিল না। কিন্তু ওদের মিশনারী সুলভ উদ্যম আমার পক্ষে ভোলা কঠিন। সঞ্জয়দা পরলোকে। তাঁর সতীর্থ বন্ধুকে দেখে অতীতের স্মৃতিস্পর্শ পাওয়া গেল। বাড়ী ফিরলাম দুপুরে। বিকেলে ঘণ্টা দুই বইয়ের সংসর্গ। তারপর হাঁটলাম অনেক ক্ষণ। প্রহর সন্ধ্যার পর কাজি তৌফিকের সঙ্গে কিছু সময় কেটে গেল।

২৭ ফেব্রুয়ারী '৮১

শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জগৎকে দেখার চেষ্টা পাওয়াই সুবিধাজনক। দুঃখ অত পীড়িত করতে পারবে না। সুখও বশ্য হয়ে থাকবে। কিন্তু অনুভূতির দিকে গেলে, সুখ করবে প্রতারিত, দুঃখ দেবে আরো দুঃখ। বড় দেরীতে এই উপলব্ধি পেলাম।

www.pathagar.com

এমন আর অভ্যেস বদলানো দায়।

২৮ ফেব্রুয়ারী '৮১

সারাদিন লেখাপড়ার পর সঞ্জীব সদনে। এখানে সদ্য জ্ঞানমর্গে আসীন থাকা আজ আরো সময় অপেক্ষা করতে হোলো। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির জন্যে সাড়ে দশটার বাড়ী ফিরলাম বৃষ্টি ছাড়ার পর।

১ মার্চ '৮১

সন্ধ্যায় মাসুদ সমীপে। টিভিতে ফিল্ম ছিল ঃ আরো একজন। উত্তমকুমার প্রধান ভূমিকায়। মেলোড্রামাটিক অতিসাধারণ ছবি। কিন্তু উত্তম উত্তমই। ওকে দু'চোখ ভরে দেখছিলাম। আবহে অনুশোচনা অব্যাহত রইলঃ হাতের নাগালে ছিল এই প্রিয়জন, অথচ একবার সশরীরে ওকে দেখলাম না। বেদনামিশ্রিত এক শূন্যতার অনুভূতি সমস্ত ক্ষণ আমাকে ঘিরে রইল।

২ মার্চ '৮১

বিকেলে বসুধা চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাতে। এক কালে বসুধা বাবুর অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব ছিল মুসলমান। সবাই প্রায় ঢাকায়। সত্তর বছর বয়সে চোখের জোর একদম নিষ্প্রভ, বেরুতে পারেন না ইচ্ছেমত, ফলে নির্জনতার কুঠরীতে যন্ত্রণা ভোগ করেন। আমি গেলে খুব খুশী হন। আমার পক্ষে ঘন ঘন যাওয়া সম্ভব হয় না। দুজনে অতীত বর্তমানে সাঁতার কাটা। ইন্দুদি আতিথেয়তায় ত্রুটি রাখেন না যখনই আসি। এখানে এসে মনে প্রশান্তিও বেড়ে যায়। ফেরার সময় অধ্যাপিকা আরতি গাঙ্গুলির বাড়ীতে ঢুঁ দিয়েও এক ঘণ্টা কেটে গেল। গৃহস্বামী জ্ঞানাঙ্কুর গাঙ্গুলি দিল্লীতে। ওর সঙ্গে দেখা এখন সুদূর পরাহত। এদের বাড়ীও জ্ঞানচর্চা ও বইয়ের সমাবেশে আবিষ্ট। তাই সময় ভালই লাগে। আরতি দেবীর শ্বশুরের, বয়স ৮৭, সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওঁর স্মৃতিচারণা শুনতে শুনতে মনে হয়, দীর্ঘায়ু হওয়া যন্ত্রণামুক্ত নয়। বাড়ী ফিরলাম রাত্রি সাড়ে ন'টা।

৩ মার্চ '৮১

সকালে সঞ্জীব সদনে। কাল উড়িষ্যার জঙ্গল অভিমুখী এই সুহৃদ। কলকাতার শূন্যতা আবার বেড়ে যাবে। ওর বাড়ীতে এত ভিড় জমে যে কাজ করা দায়। তাই কাঠের ব্যবসায়ী শ্রীনির্মল দত্তের (সঞ্জীবের চাচাতো ভাই) আস্তানায় সঞ্জীব অজ্ঞতাবাসে যাচ্ছে নিজের রচিত উপন্যাস পালিশে। অত্যন্ত Fastidious মানুষ Aesthetics ব্যাপারে। বহুবার রিভিশন ছাড়া সঞ্জীবের স্বস্তি জোটে না। ইতিমধ্যে

www.pathagar.com

আমিও বাঙলাদেশে চলে যাব। পারমিট এলে আবার কবে দেখা হবে ওর সঙ্গে। এই চিন্তা না করাই ভাল। দুপুর বড় মানসিক উত্তাপে কাটল। সঞ্জীব মানেই সঞ্জীবনী।

৪ মার্চ '৮১

গোটা সমাজের কল্যাণের রূপায়নই রাজনীতি। অন্য সংজ্ঞায় আমি আস্থাহীন। তা Politics নয় Politicking. সন্ধ্যায় ডাক্তার ইমামের চেম্বারে। এখানে এক প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রচার-সম্পাদককে দেখলাম। বর্ষীয়ান ভদ্রলোক। চেহরা দেখে মনে হোলো ওর কাছে রাজনীতি মানে আখের গুছাও। বপু বিরাট। আলাপ আলোচনায় স্পষ্ট বেরিয়ে এলো। আমার আঁচ অমূলক নয়। চিকিৎসকের কিছু উপদেশ প্রয়োজন ছিল। তা নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

৫ মার্চ '৮১

সঞ্জীব সদন অভিমুখে যেতে শিয়ালদহ ষ্টেশনের মুখে দেখলাম এক মিছিল। সংখ্যালঘুদের জন্যে পূর্ববঙ্গে হোমল্যান্ড আদায়ের জন্যে এই জমায়েত। আর এক 'পাকিস্তান' আন্দোলন। আপাততঃ উদ্দেশ্য, বাঙলাদেশ মিশন অবরোধ। কাফেলার জন্যে ট্রাম যথারীতি এগোতে পারছিল না। আমার পথে অবরুদ্ধ। গোটা ভারতবর্ষময় Disruptionist যত রকম আন্দোলন গজাতে পারে সব গজিয়ে উঠেছে। বিদেশী হাত প্রায়ই থাকে। বিদেশী হাত থাকে; কারণ, এখানে অমন Disruption-এ সাড়া পাওয়ার পরিবেশেও আছে।

সঞ্জীবের সঙ্গে জমল না। আবার কবে একত্রে মিলতে পারব দুজনে সাড়ে পাঁচ বছরের নির্বাসন জীবন কাটানোর পর সবই অনিশ্চিত। এমন প্রতিভাধর আত্মা। কতো কৃচ্ছ্রতাই না সইল। আজ দেখলাম দুপুরে যা খেয়েছে তা'রি অবশেষ রাত্রে খেয়ে রাত্রের ট্রেন ধরবে। ভাত আর আলু ডাল সেদ্ধ। রাজার মত আহারের যার দাবী হতে পারে সমাজের কাছ থেকে তার এই ভোজ্যি। উড়িষ্যার জঙ্গলে রচনার পালিশ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সঞ্জীব। কাঠের ব্যবসায়ী শ্রীনির্মল দত্ত যথাসময়ে এলেন গাড়ী নিয়ে। ওরা চলে গেল। ফেরার সময় এমন খোয়ার মনে হতে লাগল। নিজেকে আগে কখনও যেন এমন হয়নি। মঙ্গল হোক সঞ্জীবের। সে ত শহীদ ধীরেন দত্তের সন্তান। তাও মনে রাখা উচিত।

৬ মার্চ '৮১

বাঙলাদেশ হাইকমিশনে দশটার দিকে গিয়েছিলাম। তিন মাস পূর্বে দরখাস্তের ফল, প্রতিদিন ওরা আমাকে একটা Travel document দিলে, পাশপোর্ট নয়। দেশে ফিরে যাব। আর সিদ্ধান্ত নড়বড় হবে না। স্বাস্থ্য ও মনের দিকে লক্ষ্য

www.pathagar.com

রেখেই এই জায়গায় পৌঁছলাম। আবার নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাই। দেখা যাক, ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে। আলিগড় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক ইরফান হাবিব (বিখ্যাত ঐতিহাসিক হাবিবের পুত্র) এখন উগ্র সাম্প্রদায়িক জামাতে ইসলামপন্থী ছাত্রদের ষড়যন্ত্রের শিকার। ক্ষুব্ধ মাসুদ। ক্ষুব্ধ আমি। ভারতীয় মুসলমানেরা আজও ইতিহাস থেকে কিছু শেখেনি।

৭ মার্চ '৮১

কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের নিকট বেলা ন'টার দিকে। সকালে নাস্তার পর আবার গ্যাস্ট্রাইটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তাই ওঁর বাড়ীতে এক কাপ দুধ খেলাম, সবাই যখন চায়ে মগ্ন। কাব্য আমার কাছে বিকল্প সমাজ চেতনার শাব্দিক প্রতিমূর্তি। এই পর্যায়ে অনেকক্ষণ আলোচনা। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক যুগের কোন কবি নেই। প্রায় স্যুররিয়্যালিজমের গর্তে পড়ে রয়েছে। সিদ্ধেশ্বর প্রতিবাদে টিকলেন না। আমি এক গাদা উদাহরণ দিলাম। পরে গোপাল হালদার ভবনে, ওঁর কাছ থেকে আনা বই ফেরৎ দিতে। বাঙালী কালচারের উপর তিনি ছোট বই লিখতে আগ্রহী। ওঁর মতে জনসাধারণের মধ্যে নীচের দিকে বাঙালী কালচার হিন্দু মুসলমানে একই রূপ নিচ্ছিল। ইংরেজ আসার পর ঐ যুগসন্ধিক্ষণের আলো আঁধারিতে নানা সরীসৃপের উদয়, ফাটল বহু। টানাপোড়েন শেষে বিভেদের চরমে গেল। পাকিস্তান ত জ্যান্ত জ্বলজ্বল করছে। "কিন্তু চব্বিশ বছরে আর জ্যান্ত নেই।" আমার এই জবাবে গোপালদা বললেন, "মৃত্যু ত হয়নি।" তা অবিশ্যি সত্যি। আজ দেরী করিনি। কাজে ব্যস্ত ছিলেন অগ্রজ। এক ঘণ্টার মধ্যেই ডেরায়।

সাতই মার্চ, ১৯৭১। ঠিক দশ বছর পূর্বে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কী পরম দুর্দশার রোলারে না থ্যাত্‌লানো জাতীয় জীবনের চতুর্দিক। তবু আশা, স্বাধীনতার ঐতিহ্য নিভে যাবে না। কারণ, তা অত সহজে নিভে যাওয়ার সামগ্রী নয়। মানবতার আহ্বান আবার কণ্ঠে তুলে নেবে দেশের মানুষ আমি তা বিশ্বাস করি, হ্যাঁ বিশ্বাস করি।

৮ মার্চ '৮১

বাড়ীর খবর না পেয়ে বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কল্পনায় কেবল অমঙ্গলের ছায়া পড়ে। এমন মানসিক কাঠামো থেকে বেরুতে পারছি নে কেন? বুড়ো হয়ে গেলাম। কবেই আর নিষ্ক্রমণ ঘটবে? সকালে তাই বেরিয়ে পড়লাম। এখানে চক্ষুচিকিৎসক স্নেহাস্পদ দিলীপ গুহর আমন্ত্রণ রক্ষায়। সাক্ষাতের আমন্ত্রণ। কালীঘাট, সতীশ মুখার্জি রোডে ওদের বাড়ী। দুপুর পর্য্যন্ত কাটিয়ে এলাম। দিলীপের স্ত্রী আভাও

www.pathagar.com

বিদূষী মহিলা। লেখাপড়ার চর্চা আছে বাড়ীতে। একমাত্র সন্তান অভ্রনীল। ওর সঙ্গে সময় কাটাতে আরো ভাল লাগল। গৃহীজনের নির্বাসন-যন্ত্রণা বুঝি এইভাবে মেটে। স্নেহাস্পদ দিলীপ, অভ্রনীল (ডাকনাম বুল্‌কু) পিতাপুত্র রৌদ্রে হাজরার মোড় পর্য্যন্ত (৪২ বাস ধরাতে) এলো আমাকে বাসে তুলে দিতে। ঘরের বাইরে কতো ঘর আছে এমন চোখের আড়ালে, তা রোজ দেখতে পাই নে কেন?

৯ মার্চ '৮১

সাড়ে পাঁচ বছর ভিসা ছাড়া আছি। বাড়ী ফিরতে তা পূরণ করা দরকার। তাই ভারত সরকারের বৈদেশিক আপিসে। বিকেল বেলা। ডিরেক্টর শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। '৭১ সন থেকে বাঙলাদেশের সঙ্গে জড়িত। আপিসে আরো তিন সাংবাদিক এসে জুটলেন। ষ্টেটস্‌ম্যানের মানস ঘোষ ত অনেক কাল থেকে স্নেহভাজন। বৈদেশিক আপিসের কাজ মিটলে মানস তার আপিসের গাড়ীতেই আমাকে ময়দান নিয়ে এলো। গড়ের মাঠ আর আগের যুগের মত খোলা নয়। প্রেস ক্লাব মাঠেই। মানস সদ্যনির্বাচিত সেক্রেটারী। প্রেস ক্লাবে আকস্মিকভাবে এক সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা রফিক সাত্তার। ওর বাবা আব্দুস সাত্তার পেশায় উকীল আমাদের গ্রামের জামাই—বয়সে বছর বারো বড় ছিলেন–আর এক মমতার উৎস আমার জন্যে। সাত্তার সাহেবের সঙ্গে দেশভাগের পর আর দেখা হয়নি। '৭২ সনে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন তিনি। আজ তাঁর সন্তানের সঙ্গে এইভাবে পরিচয়। বিস্ময়ের ঘোর স্বাভাবিক। আ,ই পড়ার সময় সাত্তার সাহেব আমাকে একটা Civics এর বই দিয়েছিলেন। কতো কথা না মনে পড়ে গেল। প্রেসক্লাবে আরো সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় হোলো। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল সাঁঝপ্রহরে। আমি আর মানস হেঁটে হেঁটে এলাম লেনিন সরণীর মোড় পর্য্যন্ত। পরে ও ষ্টেটস্‌ম্যান আপিসের দিকে চলে গেল। আমি ট্রাম ধরতে কার্জন পার্ক অভিমুখে। পরিচয় হুল্লোড় সন্ধ্যা বড় সুন্দর কাটল।

১০ মার্চ '৮১

বাড়ীর খবর পাইনে। সকালে যেন আমার দুশ্চিন্তা মুছে নিতে ঢাকা থেকে আত্মীয় ভাইপো আল্লারাখা এসে উপস্থিত। বড় চাচা অপু নয় শুধু নাতি অমিত স্তব্ধ বড় বড় হরফে তার কচি মনের কচি কথা লিখেছে। মনের গুমোট এক নিমেষে হাওয়া। পরিস্থিতির অভিঘাত এমনই বিচিত্র হয়। সারাদিন অনেক লেখাপড়া করা গেল।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

১১ মার্চ '৮১

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে প্রাইমারি পর্যায়ে ইংরেজী থাকবে কিনা অন্যতম। রাজনৈতিক আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপেও দানা বাঁধতে পারে। বাঙলাদেশের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে জানে। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বেতারে নিষিদ্ধ হওয়ায় যে আন্দোলন গড়ে ওঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন্দ্র করে, তা নিছক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। '৭১ সন ও বাঙলাদেশের জন্ম তা আরো আজ পরিষ্কার করে দিয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে অন্য পটভূমিতে একই ধারায় আন্দোলন চালু। দুঃখ হয়, ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্য্যন্ত যখন এমন "সাংস্কৃতিক' আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ওঁরা জ্ঞানপাপী অথবা অজানিত অপরাধের গর্তে পড়ে আছেন, তা জানার বড় ইচ্ছে। প্রাইমারি পর্য্যায়ে আর এক ভাষার চাপ সৃষ্টি কোন দেশে নেই। রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ তার সাক্ষী, মাতৃভাষা চালুর ব্যাপারে। অথচ বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক এবং খ্যাতিমান সকলে সমাজবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়তে একবার চিন্তা করলেন না। বিস্ময়কর বৈকি। অবিশ্যি বামফ্রন্ট সরকারের Tactical error অনেক। হবেই বা না কেন, প্রমোদ দাশগুপ্তের মত গ্রাম্যজন যার কোন বিবৃতিতে আমি "ক্লিশে" cliche ছাড়া আর কিছু দেখিনি– যেখানে পার্টি সেক্রেটারি।

১২ মার্চ '৮১

কাল স্থানীয় প্রেস ক্লাবে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত "Meet the press" উপলক্ষ্যে এসেছিলেন, সংবাদপত্রে রিপোর্ট বেরিয়েছে। বাঙলাদেশে তিন লাখ অবাঙালীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ওরা পাকিস্তানী রিফিউজী নয়।" তার মতে, রিপোর্টার লিখছেন, They are not legally Pakistanis and Islamabad had no responsibility towards them. They had migrated to former East Pakistan from the eastern Indian States. They have not gone from what remained of Pakistan after Bangladesh came into being. The question of their repartration to Pakistan did not arise. Pakistan had already taken back a quarter of a million Pakistanis from Bangladesh and did not accept the legal position of repatriation of the rest of the stranded Biharies." তিন লাখ প্রাণী। তারা আর পাকিস্তানী নয় "বিহারী"। অথচ ধর্মের ভিতের উপর পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসের এই চরম শ্লেষ মুসলিম লীগ পার্টির বর্ষীয়ান নেতাদের কি বিদ্ধ করে? বিশ্বাসঘাতকতার এমন ঐতিহাসিক উদাহরণ পাওয়া দুরূহ। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের (প্রাকদেশবিভাগ কালে রেলষ্টেশনে বক্তৃতা) উদার কণ্ঠধ্বনি আবার শুনতে পেলাম, "বিহার আওর ইউপি কে মুসলমানোঁ

www.pathagar.com

পাকিস্তান হোনে সে তোমহারা ফায়দা কিয়া?"

১৩ মার্চ '৮১

হঠাৎ দেখা বেবী ইসলামের (ক্যামেরাম্যান ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' খ্যাত) সঙ্গে দেখা। ঢাকা থেকে এসেছেন। গন্তব্য আজমীর। সেখানে এক পরিচালক কিছু শর্ট নেবে খাজা বাবার দরগার। বাঙলাদেশের মানুষের ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে পরিচালক কিছু কামাবে। বেবী ইসলাম প্রায় বেকার থাকেন। এই দায়িত্বও ওই আজমীর পর্য্যন্ত গোটা ছবির ক্যামেরাম্যান নন। "জীবিকার স্রোতে ভেসে যায় যৌবন ধাবমান" সমর সেন আউড়ে থামতে হয়। বেবী নিয়ে গেলেন। পাড়ায় (তারক দত্ত রোডের পাশে) এক বাড়ীতে। গৃহস্বামী মোহিত নন্দী। বাড়ীতে পেন্টিঙের চর্চা আছে। এক অনুজ পেশায় শিল্পী। গৃহকর্ত্রী মিনু নন্দী আতিথেয়তাসিদ্ধা। বেবীর সঙ্গে আলাপচারিতা, নন্দী-সাহচর্য। ভৃংগী সময় তরল কেটে গেল।

১৪ মার্চ '৮১

ভিসা আপিসে বিকেল। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট বর্তমানে গ্যালব ষ্ট্রীট। ১৯৩০-৩৩ এই অঞ্চলে বাস। সবই চেনা। অনেক অদলবদল। ফায়ার ব্রিগেডের ষ্টেশনের পেছনে ছিল বদরুদ্দিন মামাদের কারখানা। সেখান থেকে মাদ্রাসা আলিয়া যেতাম। নতুন বাড়ী তেমন ওঠেনি। তবে মানুষগুলো নেই। স্মৃতির ভেতর হাঁটা। ভিসাফিসে কল্যাণ রায়, সুনীল সেনশর্মা প্রমুখরা ত স্বজনের মত হয়ে গেছেন। আমি বসে থাকি। ওরা ওদের কাজ করে দেন। বাইরে লাইন লাগানোর ঝামেলা নেই। চা এবং আড্ডা দুই পরিবেশিত থাকে আমার জন্যে। ভিসাফিসে আবার আসতে হবে। আরো চারখানা ফটোর ঘাটতি পড়ল। হেঁটে হেঁটে ইস্‌প্ল্যানেড শ্যামল বসু সন্নিধানে। ফেরার সময় বৃষ্টির মুখে। কোন রকমে ট্রামে উঠলাম (এক স্নেহভাজন পথে দেখা) পরিচিত আহ্বানসহ। নামার সময় আরো বৃষ্টি। ভিজে ভিজে বাড়ী। সময়ের অপচয়, এই বয়সে লাগে। কারণ, আর তা অঢেল গচ্ছিত নয় ভাণ্ডার।

১৫ মার্চ '৮১

সন্ধ্যা দেবশরণ দাশগুপ্ত সদনে। রাজনীতি থেকে সরে গেলেও দাশগুপ্ত মশাই সামাজিক স্পন্দনের দিকে চোখ রাখতে ভোলেন না। তাছাড়া সাংবাদিক ছিলেন একদা। ফলে, বহু ব্যক্তির ঠিকুজী ওর নখদর্পণে। তা শুনতে শুনতে আজ মনে হোলো, পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের রথীরা সবই মধ্যবিত্ত চেতনা ও প্রলোভনের শিকার। এদের দিয়ে আর যাই হোক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বলদের বাছুর প্রসবের

www.pathagar.com

মতই অসম্ভব। নতুন সমাজ পত্তনের কাণ্ডারীরা যেন বলতে পারে তাল ঠুকে "We do not lack in traditional virtues." এদের কারো সে মুরোদ নেই। চার বছর রকমসকম দেখে মনে হয়, রাজনীতিকে Carrer বানিয়ে নিয়েছে C.P.M. এর মার্কস্‌বাদী নেতারা। নানা সমাজগলিতে বিচরণ শেষে গৃহধামে ধাই। পার্বতী দাশগুপ্তার মিষ্টান্ন আবহাওয়ায় ছড়িয়ে ছিল।

১৬ মার্চ '৮১

বাল্যসঙ্গী আব্দুর রহিম দেখা করতে এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে। রহিম গ্রাম ছেড়েছে অনেক দিন। অবিশ্যি পাশের গ্রাম শিংচকে বসবাস করে। আমি ত দেশছাড়া। রহিমের সঙ্গে দেখা হলে অনেকের খবর পেতাম। 'নষ্টালজিয়া' বোধ হয় প্রৌঢ়কালে ব্যাধির মত চেপে বসে।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। এখানে পরিচয় হোলো আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান জিল্লুর রহমানের সঙ্গে। শিক্ষানিকেতন কীভাবে কায়েমী স্বার্থের স্বার্থে ক্রমশঃ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা জানা গেল। অধুনা ইতিহাসের অধ্যাপক ইরফান হাবিবের উপর হামলা 'এ্যাকাডেমিক' কিছু নয়। বরং জামাতে ইসলামীর মত প্রতিক্রিয়াশীল দলের যোগসাজশ। এমন কী রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘও ওদের মদৎগার। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সেখানে নেই। সামাজিক ঘূর্ণীস্রোতের হদিস আপাততঃ দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা তাই এত সহজ হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ শুধু বর্ণবিদ্বেষ পুঁজি করে একটা নতুন রাষ্ট্রেরই মালিক হয়ে বসল।

১৭ মার্চ '৮১

পুঁথিপত্র। অচ্যুত সমীপে সকাল দশটার সময়। পরে পটুয়াটোলায় সত্যপ্রসন্ন দত্ত (বাচ্চুদা) সন্ধানে। দুপুরে বাড়ী ফিরে এলাম। ক'দিন ধরে পাকিস্তানী এক বিমান হাইজ্যাক নিয়ে নাটক চলছিল। রাজনৈতিক কিছু বন্দীদের মুক্তিপ্রার্থী হাইজ্যাকাররা। পাকিস্তানী জিন্দাখানায় এমন কিছু ঘটা অস্বাভাবিক নয়। লিগ্যাল Legal পথ বন্ধ হলে Illegal পথ খোলে মানুষ। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদীরা এখন দেবদূত সেজে বসে আছে। যত দোষ আফগান সরকার (সেখানে প্রথম বিমানটি হাইজ্যাকাররা নিয়ে যায়) এবং সোভিয়েট রাশিয়ার। তিন জন মার্কিন প্যাসেঞ্জার আছে ছিনতাই বিমানে। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হঠাৎ "মানবপ্রেমিক" হয়ে উঠেছেন। এসব তামাসা নতুন নয়। সংবাদপত্রের Sensational খবর আজকাল না দেখাই ভাল। খামখা সময় নষ্ট।

www.pathagar.com

১৮ মার্চ '৮১

বাল্যসঙ্গী আব্দুর রহিম সকাল ন'টার দিকে এসে হাজির। তিন দশক পরে দেখা। বহু আত্মীয়স্বজনের খবর পেলাম। বড় ইচ্ছে করে কৈশোরের লীলাভূমি একবার ঘুরে দেখে আসি। মামাদের মধ্যে জিতু মামা (ইসহাক মণ্ডল) এখনও বেঁচে আছেন। শিংচকের আরো খবর পেলাম। বড় মামা সিরাজ বছর দুই পূর্বে পরলোকে। শান্ত-ধীর মৃদুকণ্ঠে নানীর মুখখানা বহুদিন পরে দেখতে পেলাম। রহিম চলে গেল অনেক শূন্যতা রেখে। দুপুরে আহারের পর ভিসা আপিস। এই এলাকাও নষ্টালজিয়ার উৎস। শ্রীকল্যাণ রায় খুব সৌজন্য ও সহৃদয়তার সঙ্গে ভিসাফর্ম ইত্যাদি আমার করণীয় শেষে জমা নিলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল। হেঁটে আলিমুদ্দীন স্ট্রীটে ঢুকলাম। মাঝপথে এমদাদ আলি লেন। নম্বর ভুলে গেছি। লোডশেডিং অন্ধকারে জায়গাটা চিনতে পারলাম না। সহপাঠী বন্ধু আমজাদ, এই বাড়ীতেই মৃত ওর অনুজ আসাদ (লাশ নিয়ে ওদের গ্রাম ভাশলে-দেগঙ্গা যাত্রা) চাচা আহমদ আলি যখন স্বর্গীয় বড় ভায়ের ছেলেদের ভার নিয়েছিলেন.... এমন বহু মুখ, বহু ঘটনা... দৌড়ে দৌড়ে এলো। হেঁটে গোটা আলিমুদ্দিন রোড পার হলাম পরে সার্কুলার রোডে ট্রাম ধরে বাড়ী।

১৯ মার্চ '৮১

সকালে খিদিরপুর। বাশারৎ গ্রামে ফিরে গেছে। পেয়ারা-শাহাবুদ্দীন ও সেজ চাচার সঙ্গে দেখা করে রবি গুহ সদনে। সেই চাটগাঁয় মানুষটাকে যেমন দেখেছি তেত্রিশ বছর পূর্বে অন্তর্পটে তেমনই আছেন। আলোচনার কেন্দ্র দেশঃ মানুষঃ ভবিষ্যৎ অবধারিত। আজও ব্যতিক্রম ঘটল না। ডক্টর নিশা গুহ কিছুক্ষণ সাহচর্য দিয়ে গেলেন। সমাজসচেতন দম্পতি। ভারী আলোচনার মধ্যে হাল্কা হাওয়ার রেশ, আতিথেয়তা—সব মিলে দুপুর পর্য্যন্ত রেশ গড়িয়ে গেল। তারক দত্ত রোড ফিরতে বেলা একটা।

রণেশদা বার্তাবাহক। একটী দুঃসংবাদ। অর্চনা চৌধুরী ইহলোকে নেই। তাও দশ দিন আগে, গত ন'তারিখে। করুণাময়ী অর্চনার ডায়াবেটিস ব্লাডপ্রেসার ছিল। অকস্মাৎ মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এমন অকাল মৃত্যু! নির্বাসন জীবনে আমি ত ওদের পরিবার-সদস্যরূপে গণ্য হয়ে গিয়েছিলাম স্বামীস্ত্রী কন্যা সকলের ব্যক্তিত্ব গুণে। আমি রসিকতা করে বলতাম, "করুণাময়ী হয়ে জন্মেছ, তোমার অনেক দুঃখ সইতে হবে।" দুঃখ আর তাকে সইতে হোলো না। বিকেলে যোধপুর পার্কে ওদের বাড়ীতে। কুমুদ ভাই একদম ভেঙে পড়েছেন। লন্ডন থেকে ছেলে অঞ্জন এসেছে মার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। মা মেয়ে ছিল বন্ধুর মত। দোলাও ভয়ানক বিচলিত। এই শোকের আবহ। কুমুদ চৌধুরীর সঙ্গে তিন চার ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। ফেরার সময়

www.pathagar.com

মনে হোলো, এমনই স্নেহাতিথ্য ছিল অর্চনার সে ত তার বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে থাকত, যতক্ষণ না আমি আড়াল হয়ে যাই। এক সোদরাকে হারিয়ে ফেললাম এই কলকাতা শহরে। বন্ধু কৃষ্ণপ্রসাদ তার সোদরাকে হারিয়ে নিশ্চয় স্বাভাবিক হতে পারেনি আজও। কাল ওদের বাড়ী যাব, যদিও মাধুরী দেবীর সঙ্গে দেখা হোলো।

কলকাতার ফুটপাথ এখন মানুষের আঁতুড় ঘর, শুধু ঘর নয়।

২০ মার্চ '৮১

এ কী দুঃসংবাদ। মাসুদ বাঙলাদেশ বেতারে শুনেছে, আতিকুল্লা আর ইহলোকে নেই। গত ২৪ জানুযারি ওকে বিদায় দিয়েছিলাম। গল্পে এবং কাব্যে আতিকুল্লা নিজস্ব এক ভঙ্গী এবং তা অনন্য-উদ্‌ভাবন করেছিল। কর্কশ, পাথুরে মণ্ডল দিয়ে তার সব ঘৃণা ক্ষোভ প্রকাশের পন্থা। অনুভূতির সাহায্যে না এগিয়ে কেবল বিচার-বুদ্ধির পথে অনুভূতির সুমিত প্রকাশ রুক্ষ ভাস্কর্যে। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে আর কেউ গিয়েছে বলে আমার জানা নেই। পেলবতা পরিত্যাগ করে শিল্পের সুষমা সৃষ্টি। আতিকুল্লা সেদিক থেকে পায়োনীয়ার। এমন প্রতিভাধর অনুজের এই অকালমৃত্যু মনের সঙ্গে মেলাতে পারব না আজ।

বাড়ী ফিরছি ফুটপাথের বাসিন্দা একটি মেয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। সামনে বছর পাঁচেক বয়েসী বালিকার লাশ। আরো প্রতিবেশী সব ফুটপাথের এসে জুটেছে চারিদিক ঘিরে। জননীর আর্তনাদ আর এই মর্মন্তুদ পরিবেশ—জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে কালা বা অন্ধ হতে পারলে অনেক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

২১ মার্চ '৮১

খবর পেয়ে খুব সকালে পার্ক হোটেলে, তখনও সাড়ে ছ'টা বাজেনি। আবু জাফর শামসুদ্দীন ঢাকা থেকে এসেছে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে, যা সাংস্কৃতিক বিনিময়ের অন্তর্গত। বুল্‌বনের চিঠি ওর হাতে পেয়ে নিরুদ্বেগ হলাম। আ.জা.শা প্রতিবেশী এবং বহুদিনের সতীর্থ। বাক-বিনিময়ের কী শেষ আছে, সাড়ে পাঁচ বছর পরে দেখা? কিন্তু ওর হাতে সময় নেই– আটটার মধ্যে শান্তিনিকেতন যাবে। সঙ্গে এক প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের। অর্থ-শিক্ষিত, দুর্নীতিপরায়ণ এই শিক্ষাবিদ। দুর্নীতির দায়ে তিন বছর সামরিক শাসকদের জেলে ছিল। এখন স্পষ্ট ঃ জনতা সরকারের আমলে ও ছাড়া পায়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক– মাসিক বেতন আড়াই হাজার। সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী এই সব শিক্ষাবিদ যোগসাজশে চ্যাম্পিয়ন—আখের গুছাতে জানে। দুঃখ, এরা জাতীয়তাবাদী বলে জাহির করে এবং এইভাবে

www.pathagar.com

পরিচিত। বড় অসহিষ্ণু হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। এদের দেখলেই আমার ব্লাড প্রেসার চড়ে যায়। ভাগ্যিস, আধ ঘণ্টা পরে আসরে এসেছিল। তারপর ওদের আসর।

২২ মার্চ '৮১

শশব্যস্ত দিন। শৈলেন চৌধুরীকে একটা বই যোগাড় করে দেওয়ার কথা। বই নিয়ে গেলাম। মিয়া বিবি (আজ ষ্টেটস্‌ম্যান বিজ্ঞাপন দেখে আমারও লোভ আছে) বইয়ের মেলায় গেছে। ওখান থেকে পরবর্তী দেবশরণ সমীপে। মিনিট চল্লিশ ওদের সঙ্গে। দেবশরণের ঝুলিতে রাজনৈতিক কেচ্ছা অজস্র। সাংবাদিকতার গুণ এখনও আছে যদিও Ad-man এ পরিণত। পার্বতীর চা-মিষ্টি ত থাকেই। অল্প মধুর ক্ষণ। দুপুরের রোদ আর মিষ্টি নয়। কুড়ি মিনিট হেঁটে বালিগঞ্জ প্লেস যাব। ছাতা হাতে বিজন সেতুর মুখে পরিতোষ সেন (খ্যাতিনামা শিল্পী) হাতিয়ার খুলছেন মাথায় রোদ সহ্য করতে পারেন না। অল্পক্ষণ দু'চার কথা। আমি হাঁটা দিলাম। লক্ষ্মী বিশ্বাসের কাছে পূর্বে নোটিশ দেওয়া ছিল আহারের। তখনও রান্না হয়নি। আমি সমরেশ বসুর "শাম্বা" উপন্যাস পড়তে বসে গেলাম। এবার এ্যাকাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত। বিচারকেরা মূর্খ অথবা Pressurized। পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে উপন্যাস নতুন নয়। কিন্তু সমরেশের রচনায় স্রেফ কাহিনীবয়ন ছাড়া আর কিছুই প্রতিভাত হয় না। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ঢাকতে মাঝে মাঝে প্রাচীন শাস্ত্র, বেদ ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি আছে। অর্থাৎ লেখক প্রাচীন সমাজের জ্ঞানে খুব দড় ব্যক্তি। তার পরিচয় উপন্যাসের বুনানিতে নেই। প্রাচীন ট্রাইব্যাল সমাজের বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকলে সমরেশ এমনভাবে এই বই লিখতেন না। শেষ পর্য্যন্ত, কাহিনী সন্ত সাধুবাবাদের অলৌকিকত্বের কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন মহিমা-কীর্তনই ত প্রতিক্রিয়াশীলদের বর্তমানে লড়ায়ের হাতিয়ার। চর্বিস্ফীত (আহারের লিষ্টি শুনে অবাক—রামকৃষ্ণ মিশনের বিয়ারার মুখে) হোঁৎকা লোকেশ্বরানন্দ যা করছেন এখন এই পশ্চিমবঙ্গে, সমরেশ বসু এখন তারই পার্টনার চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে। লক্ষ্মী বিশ্বাসের রান্না মেজাজ ফিরিয়ে দিলে। ছোট উপন্যাস খানা পড়ে খামখা সময় নষ্ট করলাম। ক্ষোভ ছিল নিজের উপর (বাড়ীতে আরো বই থাকা সত্ত্বেও) আহার মিটিয়ে দিলে তার দাগ। অল্প বিশ্রামের পর আবার হেঁটে ফাঁড়ী এবং টাম শরণ আরোহী। সন্ধ্যায় এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। বিকাল প্রকাশকের সেলের শেষ দিন। ছোট কামরা। প্রচণ্ড ভিড়। একটা বই পেলাম "Power and privilege in Pakistan." পঞ্চাশ টাকার বই দাগ্‌দুগ্‌ থাকায় পাঁচ টাকা দাম। মেলা থেকে পার্ক হোটেল—আবু জাফর শামসুদ্দীন সন্নিধানে সন্ধ্যায় ওর শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার কথা। প্রতিবেশীর সঙ্গে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত। আহারও তত্র, একত্রে।

www.pathagar.com

২৩ মার্চ '৮১

বিকেলে ভিসা আপিস। ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট পঞ্চাশ বছর থেকে চেনা। আবার আসতে হোলো কৈশোরের প্রাঙ্গণে। কল্যাণ রায়, সুনীর সেনশর্মা– দুই অফিসারই আর অপরিচিত নন। তাই কাজ ফুরালেও দেরী হয় আড্ডার মেজাজে। সন্ধ্যা সাতটা হয়ে গেল। ফেরার সময় কোন রকমে ট্রামে জায়গা পেলাম। বাসায় এক চিঠি অপেক্ষা করছিল। খতীব লিখেছে বম্বে থেকে। সেখানে কন্যা অসুস্থ। বাড়ী ফিরে যাব। খতীবের সঙ্গে সাক্ষাত অনিশ্চিত হয়ে থাকবে। বড় বিষণ্ন হয়ে পড়ে মন।

২৪ মার্চ '৮১

ভিসা আপিসের কাজ শেষ। এবার Residential Permit যোগাড়। বিদেশী ত। কলকাতায় বিদেশী। হাসি পেয়ে গেল। দশটায় আপিস। এগারোটায় কেউ আসেনি– এক পিয়ন ছাড়া। আরজ নিয়ে যাওয়া এগারোটার সময় এক কাউন্টার অধিপতিকে বললাম। তিনি আধ ঘণ্টা পরে আসতে নির্দেশ দিলেন। তথাস্তু। হাতে Maxim Gilan এবং How Israel lost its soul. বইখানা হাতে করে এনেছিলাম। সুতরাং প্রতীক্ষা আমার কাছে প্রতীক্ষা নয়। আধ ঘণ্টা পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট। তিনি হেড এ্যাসিষ্টেন্টের কাছে যেতে বললেন। তথাস্তু। কেউ কাজ করে খেতে চায় না। মার্কসবাদী পার্টির কম্যুনিষ্ট চৈতন্যে কী তার আঁচড় আছে? আমার মনে হয় না। Class Collaboration মারফৎ গদী আঁকড়ে থাকার পরিণাম কী হয়, ভবিষ্যতে জানা যাবে। CPM ও টের পাবে।

২৫ মার্চ '৮১

মিথ্যের বনিয়াদ শেষ পর্য্যন্ত চিড় খায়। প্রাক্তন পাকিস্তান কবে চুরমার, দ্বিখণ্ডিত। বর্তমান পাকিস্তান মিথ্যের জের টেনে চলেছে। আজ পাকিস্তানের সামরিক শাসক '৭৩ সনের Constitution নাকচ করে দিয়েছে। আইন বজায় রেখে যখন শাসন চলে না, তখন বেআইনী নিজেদের আইন খাড়া করে ডিক্টেটরবর্গ। ইতিহাসে নতুন কিছু নয়– এই পন্থা। তবে মনে হয়, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক স্রোত ক্রমশঃ প্রবল, তাই ডিক্টেটর নিজের আইনের বাঁধ দিতে এত তৎপর। সম্প্রতি লোহার থেকে গণতান্ত্রিক শিবিরের অক্লান্ত যোদ্ধা, খ্যাতনামা সাংবাদিক মজ্‌হার আলি খানের স্ত্রী এক পত্রে স্থানীয় ব্যক্তিস্বাধীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। মজ্‌হার আলি খান হৃদরোগের শিকার, হার্ট-সার্জারি দরকার তবু জিয়াউল হকের সরকার ওঁকে রেহাই দেয়নি। তিনি এখন জেলে। মিসেস খানও পত্র লেখার পর গ্রেফতার হয়েছেন, জানা গেল।

www.pathagar.com

২৬ মার্চ '৮১

Residential Permit নিতে শেক্সপীয়ার শরণী। আজ প্রাধানা নীলিমা সেনগুপ্তা আমার পরিচয় যাওয়ার পর প্রচুর খাতির করলেন। অন্যান্য সহকর্মীদের সব কাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ সঙ্গে। শ্রীক্ষেত্রে গোপাল সিংহের সিগারেট, চা, পরিবেশন ও হৃদ্যতা আন্তরিক ঋণের পর্যায়ে পড়ে। প্রশ্ন জাগে, অফিসের কাজে এমন সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক কেন লাগে? সব জনসাধারণ কার্যদক্ষতার স্পর্শ পায় না কেন? প্রশাসনের বিজ্ঞাপন নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেন, তাদের এই সব দিক পর্য্যালোচনা করা উচিত। শেষ পর্য্যন্ত, মানুষ দিয়ে প্রশাসন চালাতে হয়। সুতরাং গোড়ায় মানুষের quality গঠনের সব দিকের উপর জোর দেওয়া ছাড়া আমলাতন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। শোষণ যেখানে মূলমন্ত্র সেখানে এসব আশা করা বাতুলতা।

লেখাপড়া শেষে বেড়াতে বেরুব, বৃষ্টি শুরু হোলো। অস্থির মন। অল্প বৃষ্টির ভেতর ছাতা মাথায় বিজয় শ্রীবাস্তব সদনে। অতনু চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ দুর্যোগে এসে উপস্থিত। দুই জ্ঞানান্বেষী, কল্যাণকামী অনুজের সঙ্গে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত কেটে গেল। আজ রাত্রে লেখাপড়ার কোন রুটিন ছিল না।

২৭ মার্চ '৮১

বাল্যসঙ্গী আব্দুর রহিম দেখা করতে এসেছিল। তপসিয়া করপোরেশান স্কুলে অবসরপ্রাপ্তির পর এখনও কর্মরত। হজ্ব করে এসেছে কয়েক বছর পূর্বে। ওর শ্বশুরবাড়ী পাশের গ্রাম শিমচক বা শিংচক আমার নানা বাড়ী। সুতরাং বহু আত্মীয় স্বজনের খবর পেলাম। নিজের গ্রাম সবলসিংহপুর রহিম এখন থাকে না, তবু সকলের খবর রাখে। একবার পুরাতন স্মৃতিমাখা জায়গাগুলো দেখার জন্যে মন কেমন করে। এ যুগে এসব মানসিক বিলাসিতা সাজে না। দেশবিভাগ কতো দিকে কতো জনকে না ধ্বংস করল। জের মিটল না।

২৮ মার্চ '৮১

বাড়ী ফিরে যাব। আমার বাড়ী ফেরা নয় জীবনের এক অধ্যায় শুরু করতে যাওয়া। দেখা যাক, অচেনা অচেনা কী লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গহ্বরে। গৃহে ফেরার কোন আনন্দ রেশ জাগে না মনে। আবেষ্টনীর ধাক্কায় শুধু স্থানচ্যুত হওয়াই যেন দৈনন্দিনতা।

সন্ধ্যায় হেঁটে গড়িয়াহাটা। শৈলেন চৌধুরী out। রমা দেবী ও সন্তানদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার রাস্তায়।

www.pathagar.com

২৯ মার্চ '৮১

সন্ধ্যায়। মাসুদ সদনে দূরদর্শনের ফিল্ম দেখলাম। "নিশীথে"—রবীন্দ্রনাথের কাহিনী। প্রধান ভূমিকায় উত্তমকুমার। সেই আকর্ষণেই এখানে আজ প্রধানতঃ সন্ধ্যাযাপন। পরিচালক এই বইয়ে গল্পের গীতিময়তাটুকু ধরে রাখতে পেরেছেনঃ তা কম কথা নয়। চরিত্রের টানাপোড়েন সুষ্ঠু পালিত যদিও Visually সব সময় সবাক নয়। উত্তম এখানেও উত্তম। দ্বিধা দ্বন্দ্ব, গ্লানি—ক্ষত। হৃদয়ের প্রকাশ অভিনয়ে বড় স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু পরিচালক গল্প শেষ করেছেন নিজের কায়দায় স্বামী-স্ত্রীর সান্নিধ্যে। গল্পে পুনরাবৃত্তিময় দৈনন্দিনতায় যে ইশারা "ডাক্তার, ডাক্তার" রবে আঁকা, পরিচালক ধরতে পারেননি। আর এক বিপরীতে গল্পের সমাপ্তি আমার কাছে ছন্দ পতন মনে হোলো।... মাসুদ ভবনেই আহার। ফেরার সময় বার বার মনে ঘা দিলে কী করে এমন দুর্ঘটনার শিকার হলাম অন্তর্গহনে যে উত্তমের সঙ্গে দেখা হোলো না?

সকালের দিকে। অনেক দিন যেতে পারিনি, তাই ন'টার সময় সুবীর/হাসি দাশগুপ্তদের নিকট। নির্বাসন-জীবনে নানা পরিস্থিতির ওরা সাক্ষী, সহায়। আন্তরিকতার ঋণ ওদের কাছেও অনেক। সুবীর অন্যত্র আবদ্ধ। রোববার সকালের প্রোগ্রাম থাকে। তাই বেশীক্ষণ আসর রইল না। পথে ডাঃ বরুণ দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি দাওয়াৎ দিলেন, কাল ওর studies centre এ আলীগড়ের (বর্তমানে কুখ্যাত ও বিখ্যাত) অধ্যাপক ইরফান হাবিব আসবেন। অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এই অধ্যাপক Obscurantism এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বুক ঠুকে অকুতোভয় নানা উচ্চারণ মারফৎ। অপ্রত্যাশিত সুযোগ সেখানে কী না গিয়ে পারি? প্রচুর উল্লাস নিয়ে সোজা 'জ্যোতি সিনেমা" শোধ "The Search" বইখানা দেখার জন্যে। গাঙ্গুলি মশায়ের গল্প আগে পড়েছিলাম। সাদামাটা গল্প। কিন্তু পরিচালক বিপ্লব রায়চৌধুরী তাকে সোনা বানিয়েছেন। শেষে Macabre দৃশ্য আছে। তবু এই ছবির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বেশ সহজভাবে টেনে নিয়ে যায়। Obscurantism পঙ্কিল দেশে এমন ধরনের ছবি আরো হওয়া উচিত। উড়িষ্যার মানুষ গাছপালা সমাজজীবন পরিচালক Visually সামনে এনে আছড়ে ফেলে দিতে পারেন– এই কৃতিত্বের দাবীদার তিনি। সমাজের আসল ভূতদের আঁচড় দেখা যায় মাত্র। আরো গভীরে প্রবেশের চেষ্টা থাকা উচিত ছিল। তাহলে "শোধ" বহুদিনের জন্যে এদেশে Classics হয়ে থাকত। তবু এমন উপভোগ্য ছবি কমই চোখে পড়ে।

৩০ মার্চ '৮১

আবু জাফর শামসুদ্দীনের খোঁজে এগারোটা নাগাদ পার্ক হোটেলে। ও দিল্লী থেকে ফেরেনি। আজ ইন্দিরা কংগ্রেসের "প্রতিবাদ দিবস" উপলক্ষ্যে মিছিল

www.pathagar.com

বেরিয়েছে। ট্রাফিক জ্যাম। বাড়ী ফিরতে জান যাওয়ার ফিকির। সন্ধ্যায় সালেক-সুলতানাদের সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে আটক, বেশি কিছু সময় কাটানো গেল। রাত্রি সাড়ে আটটার দিকে বাড়ী ফিরেছি মাত্র ডাঃ ইব্রাহিম ও নীলিমা ইব্রাহিম এসে হাজির। সঙ্গে শ্রীঅনিল গুহ। আকস্মিকতা সাড়ে পাঁচ বছর পরে দেখা–অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের ভেতর বাস। তার ভেতর বহু পূর্বে এমন দম্পতিদের আবির্ভাব (পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে ওঁরা একত্রে বাঁধা পড়েন) আদর্শের মডেল হওয়ার কথা। আবেগের স্রোতে আমরা সকলে ভাসমান রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত।

৩১ মার্চ '৮১

রাত্রে শুতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। উঠে দেখি সকাল পাঁচটা। ঘুম ভাঙল স্বপ্নের ভেতর দিয়ে। বঙ্গবন্ধু মুজিবকে স্বপ্নে দেখলাম। রাষ্ট্রের প্রধান রূপে কী একটা কাজ তার করা উচিত নয়– তা নিয়ে আমরা তর্কে প্রবৃত্ত। বঙ্গবন্ধু শেষে আমার কথা মেনে নিলেন। ঘুম ভেঙে গেল। জীবদ্দশায় কাছে গেলাম না এই ঐতিহাসিক হাতিয়ারের পাশে। এখন অবাস্তব স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করছি।

এক সঙ্গে তিনখানা চিঠি পেলাম। দিল্লী থেকে লিখেছে সুব্রত, বম্বে থেকে খতীব, উড়িষ্যা থেকে সঞ্জীব।

রাজনীতির উত্তাপ আবার কলকাতাময়। বামফ্রন্ট সরকার কাল তিনজনকে মিছিলের মধ্যে গুলি করে মেরেছে। ৫৫ জন আহত। কংগ্রেসের (ই) সমর্থকরা ফলে জোট বেঁধেছে আবার ফেটে পড়ার জন্যে। ইরফান হাবিবের বক্তৃতা শুনতে গেলাম ডাঃ বরুণ দের লীলাস্থল (পূর্বে যদুনাথ সরকার থাকতেন এই বাড়ী, বর্তমানে ওঁর আপিস) লেক টেরেসে। অধ্যাপক হাবিব খুব ধীরে ধীরে বলেন, স্বর মৃদু। কিন্তু যুক্তির বাঁধন দৃঢ়। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে বামপন্থী দল যথাভূমিকা পালন করেনি, আজ স্বীকার করলেন। আলোচনা সভাশেষে গেলাম চিনু সেহানবীশকে দেখতে সম্প্রতি এ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশনের পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে। উমা, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ মিলিত আসর। কিন্তু সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামল। রাত্রি নটায়ও থামে না। শেষে ওদের ছাতা নিয়ে বহু কসরত করে দেশপ্রিয় পার্কের কোণে ট্রাম ধরে বালিগঞ্জ ডিপো। সেখান থেকে তারক দত্ত রোড। হাবিবের বক্তৃতা শুনতে রবি গুহও এসেছিলেন। কিন্তু ভিড়ে সভাশেষে ওঁকে আর পাওয়া গেল না বেশীক্ষণের জন্যে। ভিড়ে মনোযোগ স্থির থাকে না। গ্রুপ আচরণের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভেবে দেখতে হয়–হঠাৎ মনে পড়েছিল।

১ এপ্রিল '৮১

নির্বোধের দিন। পত্র দিলাম সঞ্জীবকে, আতিকুল্লার মৃত্যুসংবাদ ভুল শোনার

www.pathagar.com

ফল। খামখা যন্ত্রণা পাওয়া গেল। আহা, আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী গত ২০ তারিখে মারা গেছেন। আর এক সহৃদয় অসাম্প্রদায়িক নাগরিককে হারালাম। ঐ বিশ তারিখে আবার প্রাচীন সাংবাদিক ওয়ালীউল্লার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। মাসুদ বেতার শোনার সময় ঘুলিয়ে ফেলে আমাকে খবর দেয় আতিকুল্লাহ মৃত। আজ আতিকুল্লাহকেও পত্র দিলাম। বাঙলাদেশ বিমান আপিসে হায়াৎ মামুদ ও আরো স্নেহভাজনদের গত ২৬ তারিখে চা খাইয়েছে। বড় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

২ এপ্রিল '৮১

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন দেশের নাম উচ্চারণ করে বলেছেন যে, যারা তাঁর "এমার্জেন্সি আমল" কে গণতন্ত্রের ধ্বংসচিত্র বলে জাহির করত তারা এমন পাকিস্তানের জিয়াউল হকের মধ্যে Perfect Democrat" খুঁজে পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থই তাদের নৈতিকতার উৎস।

সন্ধ্যা মাসুদের সঙ্গে। কথার ফাঁকে ফাঁকে আমি "রামমোহন রায়" এর জীবনী উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। মানুষটার গায়েও প্রচণ্ড তাগদ ছিল। দেহ ও মনের পেশীর এমন মিতালি কমই দেখা যায় বেসামরিক সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে। গান্ধীজী কি লেনিন—ওঁর সঙ্গে দৈহিক তুলনায় অবলা?

বাড়ী ফিরলাম রাত্রি ন'টা।

৩ এপ্রিল '৮১

বাঙলা বন্দ। হরতালের ডাক। ইন্দিরা কংগ্রেসের ডাক। বামফ্রন্ট সরকার সমর্থকদের তা বানচাল করতে ডাক দিয়েছেন। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতিতে বলেছেন, এই বন্দের ডাক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত "Politically Motivated" মার্কসবাদীর মুখে এই কথা। তিনি যে বন্দ্ বানচালের ডাক দিয়েছেন, তা কী? মার্কস্‌বাদের এমনই জ্ঞানধারী এই পয়লা সারির নেতারা বিবৃতি দেওয়ার সময় চিন্তাও করেন না। গণতান্ত্রিক (বুর্জোয়া) কাঠামোর মধ্যে Class collaboration মারফৎ গদীআরোহী নেতারা যে Demoralized হয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। বয়সও ত এদের কম নয়। অনর্থক কিছু প্রাণক্ষয় হবে আজ।

রাত্রের বেতারে শোনা গেল দুজন নিহত। বহু আহত। নেতারা বহাল তবিয়তে আছেন আর চাই কী? প্রাণ বলির প্রয়োজন আছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু এইভাবে? মূর্খ মার্কস্‌বাদী নামাবলীধারী নেতাদের অবিবেচনাপ্রসূত হঠকারিতার ফল ওরা একদিন ভোগ করবে।

৪ এপ্রিল '৮১

সকালে পার্ক হোটেল। আবু জাফর শামসুদ্দীনের সঙ্গে কিছুক্ষণ। বাড়ী ফিরব

www.pathagar.com

১৯ এপ্রিল, খবর দিতে বললাম।

পশ্চিমবঙ্গে আরো মফস্বল এলাকা ও শহরে বন্দডাকের ফলে প্রাণহানি ঘটেছে।

৫ এপ্রিল '৮১

মমতার গ্রন্থী উন্মোচন পর্ব। কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ শুরু করলাম আজ। প্রথমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। পরিশীলিত মন, সুদর্শন নটের সঙ্গে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে নিকটে বন্ধুবর শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেন সমীপে। মাডাম অনীতা সেনের মজুদ মিষ্টান্ন আজ আবহে কোন মিষ্টতা দিতে পারেনি। যাওয়ার ঠিক প্রাক্কালে এদের সঙ্গে আবার দেখা করতে পারব কিনা–সন্দেহ আছে। কলকাতার পরিবহন বয়স সবই বাধা। বিশ্বরঞ্জন সেন পাঁচ বছরে নানাভাবে আমার কাছাকাছি থেকেছেন। আজ বিদায় নিলাম বহু অস্বোয়াস্তিসহ। দুপুরে রাসবিহারী এভিন্যু ধরে এগিয়ে ডাঃ নীহার রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে প্রণবের সঙ্গে। ট্রাম ধরে শৈলেন চৌধুরী সদনে গড়িয়াহাটা। রমা দেবীর আতিথেয়তা অর্থাৎ আহার শেষে বাড়ী। বিকেলে বেরিয়ে রাস্তায় নামলাম। শ্রীরামপুর থেকে গোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা—আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। সেই ১৯৪৩ সনে চাটগাঁ গিয়েছিলাম, তখন আমাদের গাইড ছিল এই অনুজ। স্বচ্ছ অন্তর মানুষ হিসেবে আজও নিকটেই আছে। কিন্তু বরাদ্দের ঠেলা আছে অন্যত্র। ওকে তাই জোর করে ট্রামে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত নিয়ে গেলাম। পরে ডিপো থেকে বিদায়। অতঃপর ফার্ণ রোড। ভগিনী পার্বতী ও দেবশরণ দাশগুপ্ত আজ এক বিদায়ী উপহার দিয়ে ঋণের বোঝা বাড়ালেন। নির্বাসন-জীবনের ইতি ঘটবে, গৃহী গৃহে ফিরছি। কিন্তু এদের সংসর্গচ্যুত হতে চাই না কেন? পরিণত বয়সে মমতার গ্রন্থী ছেঁড়া যায় না। তাই আরো দায়।

৬ এপ্রিল '৮১

সন্ধ্যার শো—লোটাস সিনেমা। উত্তমের শেষ ছবি "ওগো বধূ সুন্দরী" দেখতে গিয়েছিলাম। সিনেমা আরম্ভ হতে মিনিট কুড়ি বাকী ছিল। হঠাৎ মনে হোলো নিজের পুরাতন পাড়া তালতলা লেন দেখে আসি। ওই ত ওয়াইমসিএ (Y.M.C.A) র পাশে গলির রেখা। পুরাতন পাড়ার ভেতর ঢুকলাম। সব শ্রীহীন হয়ে গেছে। ৩/৭/এ বাড়ীতে ছিলাম। ভেতরের দিকে যেতে ইচ্ছে হোলো না। পরে ৩/৫/D তে পুরাতন। বহু মানুষের মুখে মনে পড়ল। সিনেমায় ফিরে এলাম। বার্নার্ড শ'র Pygmalion নাটকের অনুকরণ। Cmmerical ছবি। নাচে গানে ভরপুর। উত্তমের সাবলীল অভিনয় দেখছিলাম প্রেতায়িতের মত আবহে বেদনা

www.pathagar.com

চেপে। কতো বার জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে ঃ কেন এমন ব্যাপার ঘটল?

৭ এপ্রিল '৮১

আজ উমা চিন্মোহন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সেনের সঙ্গে দে' করে এলাম। পথে প্রণব রায় ও ঝুমুর সঙ্গে। প্রণব বুলবনের জন্যে একটা Aesthetics এর বই দিলে। পুত্রের জন্যে—পিতারও কাজে লাগবে।

সন্ধ্যা ঃ গোপাল হালদারের সঙ্গে। অরুণা বৌদি অসুস্থ। ফলে, আসরে অনুপস্থিত। বাঙালী জাতীয় জীবন কেন স্বাভাবিক রূপে গড়ে উঠল না—তার উপর বক্তৃতা নিয়ে দাদা ব্যস্ত। তাই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আসর ভেঙে দিয়ে উঠে পড়লাম।

৮ এপ্রিল '৮১

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কথা ছিল সকাল ন'টায় সাক্ষাৎ। প্রায় কাঁটায় কাঁটায় পৌঁছলাম। প্রোফাইল থেকে রায় মশাইকে একদম গথিক Jamb মনে হয়। দুই বড় বড় আঁচুলি অবয়বকে আর এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। Baritone কণ্ঠ। আজ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ। পৌনে এগারোটার দিকে বিদায় নিতে হোলো—আসরে মাডাম রায় পুত্র বাবু ও অশোক গুপ্ত তখনও উপস্থিত এবং পরিচালক আড্ডার মেজাজে ছিলেন। আমাকে সকালে একজন খবর দিয়ে গেছে—গ্রাম থেকে আমার দুই বোন আমিনা, বেচনা (নাহার জান্) এসেছে আমার সঙ্গে সাক্ষাতে। দুপুরে আহারের পর কলুটোলা দৌড়ালাম। রৌদ্দুর প্রচণ্ড। দুই বিধবা বোন। নানা যন্ত্রণা ওদের বিশেষতঃ প্রতিবেশীদের অত্যাচার। অনেক আত্মীয়স্বজনের খবর পেলাম। বেচন বড় সহৃদয়। এক আত্মীয় ওদের দলিল চুরি করে কারবারে আর থাকতে দিলে না। এখন তাদের অবস্থা আরো খারাপ। বেচন কিন্তু ওদের বিশ্বাসঘাকতা ভুলে গেছে। দুজনের নানা বর্ণনা শুনলাম। বহু দিন পরে সাক্ষাৎ। এই মমতাময়ীদের আসরে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা।

৯ এপ্রিল '৮১

আর ভুল করব না—উত্তমকে নিয়ে যা ঘটল। আজ সকালে মৃণাল সেন সদনে। মানবদরদী এই পরিচালক নিজের শর্তে আজ নানা সম্মান কুড়োচ্ছেন। ওঁর ড্রয়িং রুমও সাধারণ, যা শুনেছিলাম তা নয়। কতগুলো Creature-Comfort এমন মানুষদের সমাজেরই দেওয়া উচিত, যা Social Reward হিসেবে আদৌ মেলে না। পথে মিসেস দিলীপ গুহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলাম। সন্ধ্যা ঃ মাসুদের সঙ্গে।

www.pathagar.com

১০ এপ্রিল '৮১

অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ওঁর মানবদরদী চিত্তের পরিচয় পেয়েছিলাম। আবার নতুন সংগ্রামেও তিনি সহানুভূতির প্রতিভূ। মাসুদ ভবনে রাত্রি আটটার সময় ধার্য করেছিল সাক্ষাৎ। অধ্যাপক যথাসময়ে উপস্থিত। মাসুদ ব্যস্ত ছিল অন্য কাজে। আমরা দুজনে আলাপ করতে ব্যস্ত। পরে মাসুদ এলো। বিদায় নিতে বেশ অস্বোয়াস্তি অনুভব করলাম। কে জানে শান্তি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে কিনা। অস্বাভাবিক কালে সব আশাই পিচ্ছল।

১১ এপ্রিল '৮১

ইন্দুদি বাড়ী ছিলেন না। বসুধা চক্রবর্তীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। অগ্রজ ী চক্রবর্তীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ। একাশি বছরের বৃদ্ধ আজও দীপ্তি হারাননি। দায় নিতে উভয়ে কিছু অভিভূত—অদ্ভুত এক বিষাদের মুখোমুখি। বিষণ্ন চিত্ত, ষণ্ন সন্ধ্যা। যোধপুর পার্কে কুমুদ চৌধুরীর সঙ্গে তারই জের। অর্চনা বোন নেই ওই বাড়ীতে আজ বিশ্বাস করা দায়। পরলোক থেকে স্নেহময়ী ভগিনী দুই প্রৌঢ়ের বিদায় পর্ব দেখছিল বৈকি। জানতাম না, এই দেশ ছাড়ার পূর্বে, এমন সব অনুভূতির মুখোমুখি হব।

সংবাদপত্রে বেরিয়েছে মাও সাহেবের "Great leap forward" এ ৬৬ হাজার (66000) কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে নাকি Economic front এ রাজনৈতিক ফ্রন্টে কিছু হয়নি? মার্কস্‌বাদী অথচ দুটো আলাদা করে দেখা হয় অন্ততঃ চীন দেশে।

১২ এপ্রিল '৮১

গ্রন্থী উন্মোচনের পালা। সকাল পৌনে সাতটায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর ঘুম ভাঙালাম। প্রতিভাধর এই নট ও মঞ্চপরিচালক নিজেকে অগৌরবের সিঁড়িতে নামিয়েছে সম্বোধনের ক্ষেত্রে। ওকে 'তুমি' বললেই তবে সে খুশী হবে। পাঁচ বছরে এমন সব অনুজ মিলেছে যারা বিকল্প সমাজগঠনেরও আদর্শে বিশ্বাসী। সন্ধ্যায় ওর 'শো' আছে। কাল সকালে রুদ্র দিল্লী যাবে বাঙলামঞ্চের উপর বক্তৃতা দিতে। আমিও কম ব্যস্ত নই। এক কাপ চা খেয়ে রুদ্রর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পরবর্তী গন্তব্য ঃ অগিলভি হষ্টেল, '৭৭ সনে আট মাস আমার বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তরুণ সান্যাল আস্তানাদাতা। গোটা পরিবার এবং নানা সূত্রে বাঁধা। এক এক করে বিদায় নিলাম। পরে One হষ্টেলে। অধ্যাপক অমরশঙ্কর গোস্বামী ও স্বাতী বৌমা সমীপে। ওদের ছেলের নাম আমিই রেখেছি অধিরথ গোস্বামী। অথচ ওকে দেখিনি। আজ নতুন শিশুকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বৌমার

www.pathagar.com

আতিথেয়তার সম্মানে কিছু সময় যায়। ফেরার পথে ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের নিকট। স্বর্গীয় অর্চনা চৌধুরী ওর সহোদরা ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার বা মাধুরী কেউ বাড়ী ছিলেন না।

১৩ এপ্রিল '৮১

সকালে কলুটোলা আমিনা ও নহরজানের কাছ থেকে বিদায় বড় বিষাদময়। দুই বিধবা বোনদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, কে জানে। ওদের চোখের জলে আমিও থ' পাই নে। দুপুরে সত্যজিৎ রায় সমীপে বিনা নোটীশে। এরিণমুর তামাক এক কোটা রয়ে গিয়েছিল। শীতে পাইপ খাই– শেষ হয়নি। ওঁকে উপহার দেওয়ার কথা পূর্বে ঠিক ছিল। মিনিট আটেক পরিচালকের সঙ্গে। পরে পথে। বিকেলে খ্রীষ্টফার রোড। উষা দেবীকে ধন্যবাদ। তার ইং অভিধান পাঁচ বছর আমাকে ঋণ দিয়ে রেখেছিলেন, আজ ফেরৎ দিলাম। অন্য ফ্ল্যাটে গোপালদা, অরুণা বৌদি, হালদার দম্পতির বাস। অসময় ঢুঁ। গোপালদার তখন 'যুগান্তরের' প্রতিবেদকের সঙ্গে "অর্ন্তভিউ'রত। আমারও হাতে সময় কম। বিদায় নিলাম প্রায় তড়িঘড়ি। পথে রমেন মিত্রের সাক্ষাৎ করলাম, বিদায়-পর্ব স্থগিত রেখে। আবার আসতে হবে, ইলা মিত্র ঘরে নেই। কবি রাম বসুর কন্যা রমেনদার পুক্ষবধূ। নানা দিকের শিকড় এখানে এলে ছেঁকে ধরে। সাক্ষাৎপর্ব শেষ হোলো ফার্ণ রোডে দেবশরণ দাশগুপ্তের আস্তানায়। তৎপূর্বে বালিগঞ্জ প্লেস গিয়েছিলাম। স্বর্গীয় নৃপেন সেনের কথা বার বার মনে পড়ল। বাড়ীতে সুমন, চন্দন ও বৌমাকে পাওয়া গেল। বচন বাইরে। অন্নপূর্ণা দিদি কলকাতার বাইরে। নিকটে লক্ষ্মী বিশ্বাসদের বাড়ী। স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা থেকে আজ পর্য্যন্ত নানা সুখদুঃখের শরীক এরা। বিদায় সহজে নেওয়া দায়। তবু উঠতে হোলো। পথের ধারে বন্ধু বাড়ীর রোয়াকে উপবিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতের খ্যাতনামা গায়ক অর্ঘ্য সেনের সঙ্গে দেখা। স্বদেশ যাত্রার কথা জানালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ সেরে জামীর লেনে দিব্য বসু ধামে। বসু বাড়ী ছিলেন। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে দেবশরণ সমীপে। এখানে পার্বতীর সাদর আতিথেয়তা থাকলেও বিদায় পর্ব ছিল। সাড়ে পাঁচ বছর কেটে গেছে। মমতার বন্ধন ছিন্ন সহজে হয় না। অস্বোয়াস্তি সঙ্গী হয়ে থাকে।

১৪ এপ্রিল '৮১

যেন গৃহীজীবন শুরু হয়ে গেছে এই কলকাতায়। পয়লা বৈশাখ। সকালের নাস্তা—আলুর দম, গরম লুচি, মিষ্টি দই। সবই আমার প্রিয় ম্যেনু। দই নিয়ে বোধ হয় কেউ লুচি খায় না। অথচ আমার খুব ভাল লাগে। টেবিলে সাজানো আছে সব। লুচি গরম গরম আসবে তাই গরহাজির। কিন্তু গৃহ রবি গুহর এবং অন্নদাত্রী ডাঃ

www.pathagar.com

নিশা গুহ স্বয়ং। ওদের দুই সন্তানও পাশে। পয়লা বৈশাখ ঢাকায়ও উত্তাল হয়ে উঠে রমরমা মাঠের বটতলায়। বাঙালী মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদী চেতনা এই সব ঐতিহ্য পাকড়ে জেগে উঠছিল। এখন কী হয় জানি নে। আজ এই আন্তরিক আবহাওয়ার ভেতর থেকে মন ধাইছিল গৃহে নয় সেই বটতলায়। নিশা গুহ চিরন্ত ন বাঙালী রমণী। আমাদের রসনা তৃপ্ত রাখতে পরিবেশিকা হয়ে রইলেন, টেবিলে বসলেন না। এখানে বিদায় পর্ব আছে। এই ভয় ক'দিন আমার সঙ্গী। নিস্তার নেই। সৎ নাগরিক দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেঁটে মনিপুর রোডে ঢুকলাম এক অসুস্থ প্রৌঢ় সহপাঠীর খোঁজে। এই খিদিরপুর ছিল মুসলিম লীগের কেল্লা। শ্রীহীন, নোংরা, দুর্গন্ধময় এলাকা। এদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যারা পাকিস্তান বানিয়েছিল, তারা ত ঢাকা, করাচী, লাহোর পেশোয়ারের 'পশ্' এলাকায় এখন দিন গুজরানরত। এদের কেউ মনে রাখেনি। প্রতারিত সে কালের বংশধরেরা এখন দণ্ড দিচ্ছে বা প্রায়শ্চিত্ত। মুসলমানরা বলে 'গুনার কাফ্ফারা।' বাল্যসঙ্গী খুদাদাদ হোসেনের ছেলে ডাক্তার। ঠিকানা বিভ্রাটে খুঁজে পেতে দেরী হোলো। Cardiac রোগী খুদাদাদ। বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। গত বছর মাত্র রিটায়ার করেছে। কথাবার্তা হোলো না। ইশারায় বিদায় নিয়ে পাড়ি দিয়ে এলাম বাল্যসঙ্গী বাশারৎ হোসেনের আস্তানায়। বাড়ীতে কেউ ছিল না এক চাচা ছাড়া। বৌমা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অল্পক্ষণ কাটিয়ে ট্রাম ধরলাম। দুপুরে আহারের দাওয়াৎ তালবাগান লেন সালেক-সুলতানার সঙ্গে। পয়লা বৈশাখ আরো গৃহসুখ বিস্তারিত। মিষ্টি পরিবেশ এখানেও খেয়ে ওদের বাড়ীতে ঘুমোলাম। সন্ধ্যায় মাসুদের সঙ্গে। অতঃপর বাড়ী। ছুটির মেজাজেই দিনটি কেটে গেল। তদুপরি পাওয়া গেল সঞ্জীবের চিঠি। চেতনার সঞ্জীবনী সে। আনন্দের মাত্রা চারদিক থেকে। স্বাগতম নববর্ষ!

১৫ এপ্রিল '৮১

জিনিষপত্র কেনায় ব্যস্ত। বুলবনের ফরমাস দু'খানা রেকর্ড ও অন্যান্য। সন্ধ্যা ঃ বিজয় শ্রীবাস্তব, রঞ্জন ঘোষালও প্রফুল্ল-প্রভাদের সঙ্গে।

১৬ এপ্রিল '৮১

সাক্ষাৎ, সাক্ষাৎ। মিস্ত্রীপাড়া লেনে হাসানুল হোসেন, বৌমা প্রমুখর সঙ্গে। অতঃপর গাল্পিক ঔপন্যাসিক মিহির আচার্য ও মাডাম আচার্যের সহিত। সবই বিদায়ের পালা। পথে জাননগর রোডে সুরপ্রকাশ আনন্দের সহিত। ভগৎসিংহের শিষ্যের বাড়ী। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের অয়েল পেন্টিং পোর্ট্রেট সাজানো প্রতিকক্ষ। এই এক Secular Temple বেশীক্ষণ বসার যো নেই। ওঁর ছেলে জাঁনেসারের বন্ধুঃ শশী আনন্দ পুনা ফিল্ম ইনষ্টিট্যুটের ছাত্র। ওর সঙ্গে দেখা

www.pathagar.com

হোলো না। সে মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র ছবির সঙ্গে জড়িত। ফেরার সময় কল্যাণী ধরের বাড়ী। পরিবারের সকলের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ। সন্ধ্যা ঃ চিন্মোহন, উমা সেহানবীশ ও নিরঞ্জন সেন গুপ্তের সহিত। আহার, আলাপ—রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত।

১৭ এপ্রিল '৮১

মহানগর কলকাতা আমার ব্রজধাম।
ঢাকা আমার মথুরা নগর।
পরশু সেখানেই ফিরে যাব।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com